REGISTERED NO. C-192

২৯শ বর্ষ] বৈশাখ, ১৩৩৫ সাল। [১ম সংখ্যা

কৃষি, শিল্প ও বিজ্ঞান এবং বাণিজ্য বিষয়ক একমাত্র

মাসিক পত্র

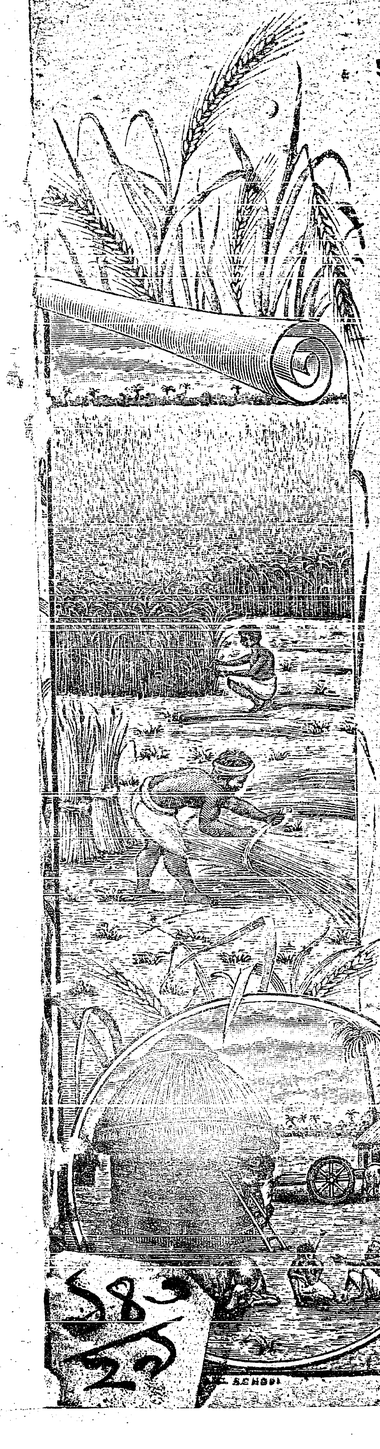

কৃষক

OR

THE AGRICULTURIST

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেডের মুখপত্র।

সম্পাদক—শ্রীযামিনীরঞ্জন মজুমদার।

মূল্য প্রতি সংখ্যা ।/০ বার্ষিক ৩৲০

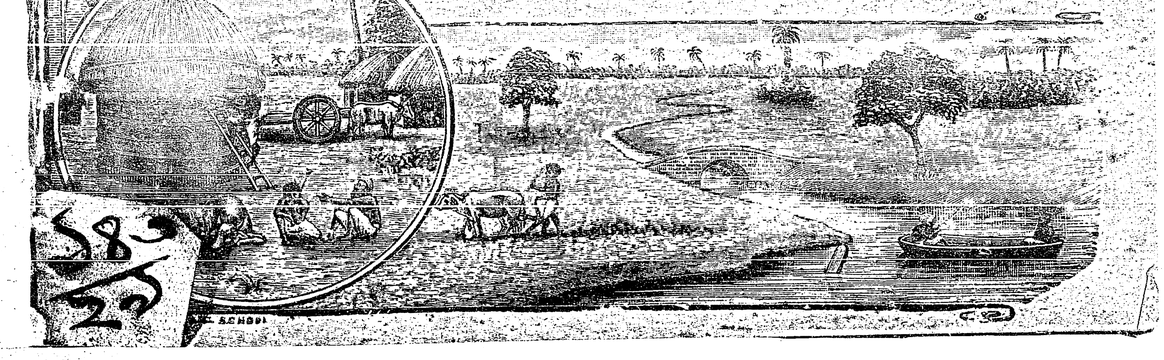

আখ মাড়াই কল।

(বলদ চালিত)

তিন রোলার যুক্ত।

আখ মাড়াই কল।

ইহাতে দুইটী সমান মাপের রোলার আছে। ৮ লম্বা × ৭ ব্যাস। আর একটী ছোট রোলার আছে ৬ × ৫, ইহার দ্বারা আখগুলি চিরিয়া ফেলা হয়; ফ্রেমটি শাল কাঠের, এবং উপরের ও নীচের বুসগুলি ঢালাই লৌহে প্রস্তুত। সম্পূর্ণ ওজন প্রায় ৭॥০ মণ।

আলাদা রোলার সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে।

'হাত' আখ মাড়াই কল

ইহাতে দুইটী ৮ × ৭ মাপেরও একটী ৬ × ৬ মাপের রোলার আছে। দাঁতগুলি মজবুত ও সম্পূর্ণ ঢাকা এবং ইচ্ছামত বদলান যায়। তৈলাধারগুলি এরূপভাবে প্রস্তুত যে রসের সহিত তৈল মিশিয়া যায় না।

সকল অংশই সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে।

আজই পত্র লিখিয়া অনুসন্ধান করুন।

Sales Department HOWRAH. **BURN & Co. Ltd.** Howrah Iron Works HOWRAH.

প্রকাশিত হইয়াছে! প্রকাশিত হইয়াছে!

আপনাদের চিরপরিচিত **কৃষি সহায়** বা Cultivator's guide প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি বিঘা কি রূপ চাষ, কত পরিমাণ সার ও বীজ দরকার বা কি পরিমাণ চারা প্রয়োজন তাহা সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ। ইহার আবশ্যকতা সম্বন্ধে প্রায় সকলেই অবগত আছেন। মূল্য ৸০ আনা বাঁধাই—৸৵০ মাত্র।

পাট বীজ। পাট বীজ।

লালতে পাট, কাকিয়া বোম্বাই, মিঠে পাট, ধঞ্চে, শণ ইত্যাদি
সকল প্রকার চিনেবাদাম বীজ, আদা হলুদের উৎকৃষ্ট মূল

আশাতীত সুলভ মূল্য

সত্বর লিখুন! সত্বর লিখুন!!

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কৃষকের

পুরস্কার পুরস্কার পুরস্কার।

আশা করি পাঠ করিতে ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে ভুলিবেন না।

Cover Printed at the Sree Ram Press, 162, Bowbazar Street, Calcutta.

বৈশাখ সূচীপত্র ১৩৩৫ সাল

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	বর্ষারম্ভে (প্রবন্ধ) শ্রীউমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ...	১
২।	প্রকৃতির খেয়াল ও মানুষের চেষ্টা-শ্রীযুক্ত.....। ...	৪
৩।	কৃষিকথা (প্রবন্ধ) সম্পাদক ...	৭
৪।	লাহার চাষ (প্রবন্ধ) শ্রীহেরম্বনাথ ভাদুড়ী ...	৯
৫।	ভারতীর গুড়ের খবর (সংবাদ) ...	১১
৬।	ভারতের কৃষি (বক্তৃতা) সম্পাদক ...	১৫
৭।	মুলার চাষ—শ্রীরেবতীমোহন দাস ...	১৭
৮।	মান কচুর চাষ ও গো সেবা (প্রবন্ধ) শ্রীকালীদাস ভট্টাচার্য্য ...	১৯
৯।	গো জাতির উন্নতি ও গো দুগ্ধ (প্রবন্ধ) শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার...	২২
১০।	বাঙ্গলা দেশে গো জাতির পালন উন্নতি সম্বন্ধে সহজ আলোচনা-মিঃ পি, জে, কার ও কে, ম্যাকলীন	২৫
১১।	আমাদের কথা ...	৩১
১২।	নূতন বছর—শ্রীজহরলাল বিশ্বাস ...	৩৩
১৩।	উত্তোলন (কস্তুরীর কথা) ...	৩৪
১৪।	কৃষি সন্ধান ...	৩৮
১৫।	সংগ্রহ ...	৪০
১৬।	বাগানের মাসিক কার্য্য ...	৪০

বেঙ্গল পাবলিক হেল্‌থ ল্যাবরেটরির ডাইরেক্টর ও নানাস্থানীয় বহুদর্শী ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে পরীক্ষিত ও প্রশংসিত এবং ডাইরেক্টর অব্ ইণ্ডস্ট্রিজ বেঙ্গল কর্ত্তৃক বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটি, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, রেলওয়ে, চা বাগান প্রভৃতিতে ব্যবহারের জন্য অবধারিত।

সি, কিউ, সি, মার্কা কলোনিয়্যাল কুইনাইন কোম্পানীর সি, কিউ, সি, মার্কা

কুইনাইন ট্যাবলেট

৩ গ্রেণ ২০ ট্যাবলেট। ১০ টিউব ৷৷৹ সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক।

(পাইকারী দর স্বতন্ত্র)

প্রাপ্তিস্থান— বসাক ফ্যাক্টরী, ৩ নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, এবং এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, কলিকাতা।

WHO IS WHO

In war against malaria

কেন্দ্রীয় ম্যালেরিয়া নিবারণী সমবায় সমিতি হইতে প্রকাশিত ম্যালেরিয়ার সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য পূর্ণ পুস্তক। ম্যালেরিয়ার ইতিহাসের প্রথম হইতে যে সকল মনস্বী এই বিষয়ের নূতন নূতন আবিষ্কার করিয়া ইহার দমন করিবার উপায় বাহির করিয়াছেন তাঁহাদের ফটো এবং ম্যালেরিয়া বীজাণুর সুন্দর ত্রিবর্ণ ছবি এই সঙ্গে দেওয়া হইবে। মূল্য আট আনা।

প্রাপ্তি স্থান :—

কেন্দ্রীয় ম্যালেরিয়া নিবারণী সমবায় সমিতি।

১।২ প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রাচীন পবিত্র তীর্থ।

গঙ্গার পশ্চিমতীরে অবস্থিত কালীগড় গ্রামে ৺শ্রীশ্রী-সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দির। ইহা একটী বহু পুরাতন সিদ্ধপিঠ এবং বলয়োপপীঠ নামে জনশ্রুতি আছে। এখানে পঞ্চমুণ্ডি আসন আছে। দেবতা সিদ্ধেশ্বরী, মহাকাল ভৈরব। ই, আই আর হুগলী কাটোয়া লাইনের জীরাট ষ্টেসনের অর্দ্ধমাইল পূর্ব্বে মন্দির।

সেবাইত

শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়।

সাং কালীগড়, পোঃ বলাগড়, জেলা হুগলী।

যামিনীবাবুর কৃষি পুস্তকাবলী।

বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর কৃষি বিশেষজ্ঞ ও কৃষকের সম্পাদক ডক্টর শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের নিম্নলিখিত পুস্তকাবলী "কৃষক" আফিসে পাওয়া যায়।

তুলার চাষ ,,	৵০
ইক্ষু চাষ	।০
সরল কৃষি কথা	।০
পান চাষ	৵০
বেনেতি বাগ	৵০

"উৎসব"

হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ মাসিক পত্রিকা মূল্য ৩৲

১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ

সম্পাদক প্রণীত—ধর্ম্ম-গ্রন্থাবলী :—

১। শ্রীশ্রীগীতা—২য় সংস্করণ মূল সংস্কৃত ভাষ্য, বঙ্গানুবাদ প্রতি শ্লোকের জ্ঞাতব্য প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিত। ৩ খণ্ডে সমাপ্ত। তিন খণ্ডই বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে প্রত্যেকখণ্ড বাঁধাই ৪৷৷০ তদালোচিত শ্রীগীতা সম্বন্ধে অনেক সুধীজন ভাল অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন, সকলের অভিমত প্রকাশের স্থান নাই। পণ্ডিত প্রবর শ্রীশ্যামচরণ কবিরত্ন বলিতেছেন—"গ্রন্থকার গীতার প্রকৃত তাৎপর্য্য স্বয়ং বুঝিয়াছেন অপরকে বুঝাইতেও সমর্থ হইয়াছেন। তিনি উহাতে যে ভাষ্য বা টীকা দিয়াছেন, তাহাতে সকল টীকার ও ভাষ্যের সার সঙ্কলিত হইয়াছে, তাঁহার অনুবাদও প্রাঞ্জল ও যথাযথ হইয়াছে, তাহার পর প্রশ্নোত্তর স্থলে যে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অতীব হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছে যাঁহারা গীতার প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণ করিতে চাহেন, গীতার সারবত্তা বুঝিতে চাহেন, গীতায় সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় দেখিতে চাহেন তাঁহাদের নিকট রামদয়াল বাবুর গীতাই আদর পাইবে, ইহাই তাঁহাদের স্বাধ্যায়রূপে পরিগণিত হইবে, ইহাই তাঁহাদের কণ্ঠহার হইবে, একথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।"

২। ভদ্রা—২য় সংস্করণ আদর্শনারীচরিত্র ও তপরায়ণ-ব্রত সাধন-তত্ত্ব উপন্যাস। মূল্য আবাঁধা ১।০ বাঁধাই ১৷৷০।

৩। কৈকেয়ী—২য় সংস্করণ রামায়ণ হইতে প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। মূল্য ৷৷০

৪। ভারতসমর—বা গীতা পূর্ব্বাধ্যায় (১ম ও ২য় খণ্ড) ২য় সংস্করণ মহাভারতের চরিত্র উল্লেখ করিয়া লিখিত বাঁধাই ২৷৷০

৫। সাবিত্রী ও উপাসনা-তত্ত্ব—

৬। গীতা-পরিচয়—২য় সংস্করণ শ্রীগীত বুঝিতে হইলে ইহাও আবশ্যক। মূল্য ১।০

৭। বিচার চন্দ্রোদয়—২য় সংস্করণ তত্ত্বান্বেষী সাধকের নিত্য সহচর এবং নিত্য সাধ্যায়োপযোগী একমাত্র গ্রন্থ ভগবৎধ্যান ও স্তোত্র মালা সমন্বিত।

মূল্য—কাগজে বাঁধাই ২৷৷০ ; কাপড়ে বাঁধাই ৩৲।

৯। মনোনিবৃত্তি। নিত্য সঙ্গী

বাঁধাই ১৷৷০। ১০। শ্রীশ্রীনামরামায়ণ আবাঁধা ।০

বঙ্গের পারিবারিক ইতিহাস।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, সাধক জীবনী, ভক্তজীবনী, পরলোক রহস্য প্রভৃতি প্রণেতা—

সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামীর সম্পাদকতায় বঙ্গের পারিবারিক ইতিহাস খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। যাঁহারা ২য় খণ্ডে আপনাপন জীবনী অথবা বংশাবলীর ইতিহাস দিতে চান, তাঁহারা সত্বর পাণ্ডুলিপি প্রেরণ করুন।

শ্রীহরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

৭২ রাধানাথ মল্লিক লেন, কলিকাতা।

অম্লের, অম্লপিত্তের ও যাবতীয় শূল রোগের দৈবপ্রাপ্ত মহৌষধ।

REG. "দৈববল" No. 1388

বহুকাল হইতে লক্ষ লক্ষ রোগীতে পরীক্ষিত ও উচ্চ প্রশংসিত গাছগাছড়ার প্রস্তুত এই মহাশক্তি সম্পন্ন দৈবপ্রাপ্ত মহৌষধে অম্ল, অম্লপিত্তের বেদনা দাস্ত ও বমি হওয়া পেটের মধ্যে চাকা হইয়া বেদনা ধরা অম্লশূল পিত্তশূল, কৃমিশূল প্রভৃতি বেদনা ও তৎ সংক্রান্ত উপসর্গ ৭ দিনে নিশ্চয় আরোগ্য ও ৩।৪ সপ্তাহে সম্পূর্ণ নিরাময় হইবে। সাধারণের উপকারের জন্য প্রচার করিতেছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। প্রস্তুত ও প্রচারের ব্যয়ের জন্য এক সপ্তাহের মূল্য ৷৷৵০ দশ আনা মাত্র। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীবিনোদলাল বসু, প্রোপ্রাইটর।

দৈববল কার্য্যালয়, যশোহর, চৌরাস্তা।

পল্লীমঙ্গল সমিতির মাসিকপত্র

গৃহস্থ-মঙ্গল।

সম্পাদক—শ্রীঅশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়।

অফিস—৬৯ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট।

মূল্য বার্ষিক ৩৷৷০ প্রতি সংখ্যা ।৵০ আনা।

বর্ত্তমান ১৩৩৫ সালে, দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হইল। গৃহস্থের উপযোগী করিয়া প্রতি মাসেই ইহা নিয়মিত বাহির হইতেছে। ইহাতে টোটকা চিকিৎসা, হোমিওপ্যাথি, এলোপাথি, কবিরাজী, কৃষি, বাণিজ্য বিষয়ক ইত্যাদি যাবতীয় প্রবন্ধাদি সুচিন্তিত লেখকগণ কর্ত্তৃক লিখিত হইতেছে। ইহার প্রত্যেক পত্রই বহুমূল্য উপদেশে পূর্ণ থাকে। অদ্যই গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন এবং উপকৃত হউন।

প্রবোধচন্দ্র দের কৃষি পুস্তকাবলী।

Potato Culture	৷৷০
কৃষিক্ষেত্র	১৷৷০
সব্জীবাগ	১৷৷০
ফলকর	১৲
মালঞ্চ	১৷৷০
আয়ুর্ব্বেদীয় চা	।০
মৃত্তিকা তত্ত্ব	১৷৷০
গোলাপ বাড়ী	১৲
কার্পাস কথা	৷৷০
ভূমি কর্ষণ	।৵০
উদ্ভিদ খাদ্য	৷৷০
উদ্ভিদ জীবন	৷৷০
সাহিত্য, বিজ্ঞান, কৃষি	।০
প্রাকৃতির সামঞ্জস্যে উদ্ভিদের স্থান	।০
ভারতীয় অর্থশাস্ত্র	।০

যাঁহারা গল্প ও উপন্যাস পড়িতে ভালবাসেন এতদিনে তাঁহাদের জন্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক ঔপন্যাসিক ও চিত্রশিল্পিগণের একত্র সমাবেশ করিয়া বিরাট আয়োজনে, বহু অর্থ ব্যয় করিয়া

মাসিক গল্পগুচ্ছ।

প্রকাশ করা হইল। কাগজের আকার—ভারতবর্ষ, মাসিক বসুমতী বা প্রবাসীর ন্যায়। প্রতি সংখ্যা ।৵০, আনা, বার্ষিক ৩৷৷০ আনা। নমুনার জন্য ।৵০ ডাক টিকিট পাঠাইবেন।

কার্য্যালয়, ৬৯, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুরমা

এক আনার ডাক টিকিট

সুরমার সৌভাগ্য !

নহিলে, এত তৈল থাকিতে শুধু সুরমারই এত নাম ডাক, এত আদর কেন? সকলের মুখেই শুনিতে পাই,—"সুরমা বড় সুন্দর টল টলে, ব্যবহারে কখনও চুল চটচটে হয় না, অথচ ইহা নারিকেল তৈলে বা "মিনাল" তৈলে প্রস্তুত নহে। বিশুদ্ধ কৃষ্ণ তিল তৈল ইহার মূল উপাদান। সুরমার সুবাস মধুর, স্নিগ্ধ এবং বহুক্ষণ স্থায়ী। তাজা ফুলের মত এমন টাটকা সৌরভ আর কোন তৈলে নাই। সুরমার গুণও অনেক। ইহা চুলের উপকারী, মাথার উপকারী, স্বাস্থ্যেরও বিশেষ হিতকর। সুরমা মাখিলে সত্য সত্যই চুলের শোভা বাড়ে। মাথার খুস্কি, মরামাস, টাক, চুলপড়া ও অসময়ে পাকা প্রভৃতি দোষ অতি শীঘ্র নিবারিত হয়। মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে সুরমাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এত ভাল তৈলের দামও আশ্চর্য্য সস্তা। ৸০ আনা দামের একটী শিশিতে অন্যান্য তৈলের দ্বিগুণ তৈল থাকে। ডাকে লইতে ।৶০ আনা মাশুল লাগে দশের কথায় যদি আপনার বিশ্বাস না হয়, তবে ৵০ আনার টিকিট পাঠাইয়া সুরমার নমুনা পরীক্ষা করুন। সেই সঙ্গে একখানি নূতন পঞ্জিকাও বিনামূল্যে পাইবেন।

বড় এক শিশির মূল্য	৸০ বার আনা মাত্র।
মাশুলাদি খরচ	।৶০ নয় আনা।
একত্র তিন শিশির মূল্য	২৲ দুই টাকা।
ডাকমাশুলাদি	১।৶০ এক টাকা নয় আনা

পাঠাইয়া, "সুরমার" নমুনা পরীক্ষা করিবেন।

বড় এক শিশির মূল্য	৸০ বার আনা মাত্র।
মাশুলাদি খরচ	।৶০ এগার আনা।
একত্র তিন শিশি মূল্য	২৲ দুই টাকা।
ডাকমাশুলাদি	১।৶০ এক টাকা পাঁচ আনা।

অশোকাসব।



অশোকগাছ স্ত্রীরোগ নিবারণের প্রধান ও প্রসিদ্ধ ঔষধ সেই অশোক ছাল, ওলটকম্বল প্রভৃতি কতিপয় বাছা বাছা স্ত্রীরোগ নাশক ঔষধ দ্বারা এই অশোকাসব প্রস্তুত হইয়াছে। ঋতুকালে অল্প বা অধিক রজঃস্রাব, তলপেটে ও কোমরে বেদনা, শিরঃপীড়া, সর্ব্বদা শ্বেত, পীত বা রক্তবর্ণের অল্প অল্প স্রাব এবং রজোরোধ ও মৃতবৎসা প্রভৃতি দারুণ স্ত্রীরোগ সমূহ এই ঔষধ দ্বারা শীঘ্র নিবারিত হয়। এই ঔষধের প্রধান সুবিধা এই যে, কোন অবস্থাতেই ইহা সেবনের জন্য চিকিৎসকদের পরামর্শ প্রয়োজন হয় না। স্ত্রীলোকেরা নিজে নিজেই পূর্ব্বোক্ত রোগ সমূহের জন্য এই ঔষধ নির্চ্চাচন করিয়া নির্ভয়ে সেবন করিতে পারেন। গর্ভাবস্থাতেও ইহা সেবন করিতে কোন ভয়ের কারণ নাই।

এক শিশি ঔষধের মূল্য	১৷৷০ দেড় টাকা।
ডাকমাশুলাদি	।৶০ নয় আনা।

লোম সংহার।

আমাদের এই লোমসংহার চূর্ণ এমন কয়েকটী বিশেষ উপাদানে প্রস্তুত হইয়াছে যে ইহাতে কেশের অনিষ্টকর কোনপ্রকার পদার্থ নাই। লোমযুক্ত স্থানসমূহে ধীরে ধীরে লাগাইয়া দিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে কেশমূল শিথিল হইয়া সেই স্থান পরিষ্কার হইয়া যায়। গাল প্রভৃতি কোমল স্থানে ইহা নির্ব্বিঘ্নে ব্যবহার করা যাইতে পারে। বাজারের বাজে চূর্ণাদি দ্বারা সময়ে সময়ে শরীরের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, আমাদের "লোমসংহার" চূর্ণ ব্যবহারে সেরূপ কোন ভয়ের কারণ নাই।

প্রতি শিশি মূল্য	৷৹ আট আনা।
মাশুলাদি খরচ	৶০ তিন আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, বাসব অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভী এবং সকল প্রকার জাতির ধাতুদ্রব্য আমর অতি বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভ দরে বিক্রয় করিতেছি।

এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগীগণ স্ব স্ব রোগ বিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্ন সহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থাও পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন অর্দ্ধআনার ডাক টিকিট পাঠাইবেন।

শ্রীশক্তিপদ সেনগুপ্ত কবিরাজ
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়
১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, টেরিটী বাজার কলিকাতা।

বিলাতে বৃটিশ-এম্পায়ার এক্‌জিবিশনে আমাদের দুই বৎসরের শিক্ষার ফল—

এক্‌জিবিশন্-শাঁখা

গিনি সোনায় তৈরী হাল ফাসানের অলঙ্কার

উপরে গিনি সোনার পুরু পাতের উপর মনোরম এন্‌গ্রেভ করা। নিচে ইয়োলো-ব্রোজ নামক স্বর্ণবর্ণের ধাতুর ফ্রেম। প্রস্তুতের কৌশলে উপরে গিনি সোনা এবং নীচের ব্রোঞ্জের ফ্রেম বর্ণে, গঠনে একেবারে মিলিয়া গিয়াছে—মিলনের চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত নাই। এককথায় এই এক্‌জিবিশন-শাঁখা নিরেট গিনি সোনার শাঁখার মতই দেখা যাইবে।

ইহা চুড়ী ও শাঁখা দুই প্রকারের প্রস্তুত হয়।

এক্‌জিবিশন-শাঁখা

এই এক্‌জিবিশন-শাঁখা কম মূল্যের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট অলঙ্কার। শিক্ষিত সমাজে ইহার প্রচলন দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে।

এক্‌জিবিশন-চূড়ী

প্রমাণ তিন জোড়া অর্থাৎ ছয়গাছার একসেট চুড়ী ৪৯৷৷০ টাকা; ব্যবহারে ঠিক তিনশত টাকার একসেট চুড়ীর মত সুন্দর ও মজবুত।

বয়স্কাদের জন্য প্রমাণ মাপের শাঁখা লইলেই ঠিক হইবে। বিশেষ বড় বা বিশেষ ছোট হাতের আবশ্যক হইলে শাঁখার ভিতরের মাপ কাগজে আঁকিয়া দিবেন। বালিকাদের বয়সের উল্লেখ করিবেন। পত্র লিখিলেই ভিঃপিতে পাঠান হয়।

সত্বাধিকারী
শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী
মাতৃ মন্দির সম্পাদক

ইকনমিক্ জুয়েলারী ওয়ার্কস
৩৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা, ব্রাঞ্চ-খুলনা।

অন্যান্য অলঙ্কারের মূল্য তালিকা চাহিলেই পাইবেন।

শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই, সি, এস্ প্রতিষ্ঠিত

গ্রামের ডাক।

দ্বৈমাসিক পত্রিকা।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সোম বি এস সম্পাদিত।

৺শ্রী বঙ্গপল্লীকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে গ্রামের ডাক প্রকাশিত হইতেছে। বাজে কথায় গ্রামের ডাকের কলেবর পূর্ণ হয় না। গ্রামের উন্নতি বিষয়ক কাজের কথাই ইহাতে থাকে। ধ্বংসোন্মুখ বাঙ্গালীকে জীবনের পথে লইয়া যাইবার চেষ্টাই গ্রামের ডাকের কঠোর ব্রত। বার্ষিক মূল্য সডাক ১৲

প্রাপ্তিস্থান—হাওড়া জেলা কৃষিও হিতকরী সমিতি, হাওড়া।

ম্যাণ্টন এণ্ড কোং।

১৩ ওল্ডকোর্ট হাউস্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

জমিদার ও শিকারীগণের

সুপরিচিত।

বন্দুক, রাইফেল, রিভলভার, টোটা, বারুদ ছররা প্রভৃতি ক্রয় করিবার পূর্ব্বে একবার বিখ্যাত বন্দুক বিক্রেতা ম্যাণ্টন এণ্ড কোংর অফিসে অনুসন্ধান করুন।

ম্যাণ্টন এণ্ড কোং

১৩নং ওলড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পানের সার।

Betel-toue

আজ পাঁচ বৎসর হইল একরূপ সর্ব্বনাশী পোকা পান নির্ম্মূল করিয়া বারুজীবি বৈশ্য জাতির সর্ব্বনশ করিতেছে। তাহারা পান লতা মাটী ইত্যাদি বঙ্গীয় কৃষি বিভাগে পাঠাইয়া কোন ফল না পাইয়া, বঙ্গীয় হিত-সাধন মণ্ডলীর কৃষি বিষেষজ্ঞ ডক্টর শ্রীযুত যামিনী রঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের নিকট উপনীত হইলে তিনি উক্ত কীটের জীবাণু লতা, পান, মৃত্তিকা বিশ্লেষণ করিয়া তাহার নিদান স্বরূপ এক অদ্ভুত ঔসধ বা সার আবিষ্কার করিয়া সমাজের বিশেষ উপকার সাধন করিবেন। উক্ত সারের নামে Betel tone (বীট্‌ল টোন) ব্যবহার বিধি সারের সহিত দেওয়া হয়। এক বিঘা জমীতে পান তয়ার করিতে ২০৲ মূল্যের সারের প্রয়োজন। ইহাতে পান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, পোকা ধরে না, বড় দীর্ঘ স্থায়ী হয়। বাঙ্গলার বারুজীবি যুবকদের আর নিরর্থক বিঘা প্রতি ৪০ মণ সরিষার খইল ব্যবহার করিতে হইবে না।

পাইবার ঠিকানা—

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড

১৬২নং বহুবাজার কলিকাতা।

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

কলিকাতা প্রধান আপিস।

৩নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড

স্থানীয় শাখাসমূহ।

বড়বাজার শাখা—১৯৫ নং হ্যারিসন রোড

ক্লাইভ ষ্ট্রীট শাখা—৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট

পার্ক ষ্ট্রীট শাখা—৪৮ নং পার্ক ষ্ট্রীট।

সেভিংস ব্যাঙ্ক

ডিপজিট বা জমা।

১লা জানুয়ারা হইতে ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে এক বৎসরে মোটের মাথায় ৫০০০৲ পর্য্যন্ত জমা দেওয়া যাইতে পারে। দুই বা ততোধিক লোকের নামেও একাউণ্ট খোলা যায় এবং জমা টাকা একজন বা ততোধিক জনকে কিম্বা তাঁহাদের মধ্যে জীবিত একজন বা ততোধিক জনকে দিবার ব্যস্থাও করা যায়।

টাকা তুলিয়া লওয়া।

যে কোন সময়ে টাকা তুলিয়া লইতে পারা যায়। তবে সপ্তাহে একবারের বেশী টাকা তোলা যায় না।

যে সহরে একাউণ্ট থাকে সেই সহরে বাস না করিলে ডাকযোগে টাকা জমা দেওয়া অথবা টাকা তুলিয়া লওয়া যায়। বিনা খরচে ব্যাঙ্কের অন্য কোন আফিসে একাউণ্ট বহন করিয়া লওয়া যায়।

স্পেশাল ডিপজিট একাউণ্ট।

যখন জমা টাকা ১০০০০৲ দশ হাজারে গিয়া পৌছায় জমাকারী সেই সময়ে সমস্ত টাকা অথবা দুই হাজার, চারি হাজার, ছয় হাজার অথবা আট হাজার টাকা স্পেশ্যাল সেভিংস্ ব্যাঙ্কে ডিপজিট একাউণ্টে রাখিতে পারেন তবে এই টাকা তুলিতে গেলে তিন মাস পূর্ব্বে জানাইতে হয়।

সুদ।

সাধারণ সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্টে মাসিক জমা টাকার উপর, যাহা ১০ হাজারের অধিক হইবে না, বার্ষিক শতকরা চার টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। স্পেশ্যাল সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্টে দৈনিক জমা টাকার উপর বার্ষিক শতকরা চারি টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হইয়া থাকে।

ব্যাঙ্ক স্কে রিলে নিয়মাবলী যায়।

ডাক্তার জে, এল, বিশ্বাসের

ব্যথা শান্তি তৈল।

সামান্য ব্যথা হইতে বাত পর্য্যন্ত নিরাময় করিতে ইহাই একমাত্র মহৌষধ। বহু পরীক্ষিত মূল্য ১ শি শি।০

ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ডায়মণ্ড হোমিও সাধনাশ্রম।

২ নং শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট।

(নেবুতলা ঈশ্বর ভবন) কলিকাতা।

সচিত্র বাঙ্গালা মাসিক পত্র

"স্বভাবের পথে"

৺রাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বি, এল্ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত এবং শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত স্বভাব-চিকিৎসা অর্থাৎ মাটী, জল, উত্তাপ, হওয়া ও শূন্যের সাহায্যে যাবতীয় রোগের চিকিৎসা বিষয়ক প্রবন্ধ, রোগীর বিবরণ, রোগী বিশেষের ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় প্রশ্নোত্তর, লুইকুনে, ম্যাক্‌ফ্যাডেন, প্রভৃতি বিখ্যাত স্বভাব চিকিৎসকগণের লিখিত মূল্যবান পুস্তকের বাঙ্গালা অনুবাদ ইত্যাদি গত বৈশাখ ১৩৩৪ হইতে প্রকাশিত হইতেছে। সডাক বার্ষিক মূল্য ২।০, প্রতি সংখ্যার মূল্য ৶০ আনা।

গ্রাহাক হইবার জন্য আজই পত্র লিখুন।

জলচিকিৎসা সম্বন্ধীয় যাবতীয় পুস্তক আমাদের নিকট পাওয়া যায়। ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

কার্য্যাধ্যক্ষ, "স্বভাবের পথে"

২০এ কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বিজ্ঞান।

এই অগ্রহায়ণে দ্বিতীয় বর্ষে নব কলেবরে দেখা দিয়াছে আয়ুর্ব্বেদ আর্য্য চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক একমাত্র মাসিক পত্র। কলিকাতা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও অধ্যাপক "আয়ুর্ব্বেদের" সেই প্রসিদ্ধ সম্পাদক কবিরাজ শ্রীধুক্ত সত্যচরণ সেন কবিরঞ্জন ইহার সম্পাদক। গত ১৩৩৩ সালের অগ্রহায়ণ হইতে নিয়মিত বাহির হইতেছে। এই পত্রিকায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী এম-এ, এল-এম-এস, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার কাব্যতীর্থ প্রভৃতি কবিরাজ এবং রায়বাহাদুর ডাঃ শ্রীচুনীলাল বসু সি-আই-ই, ডাঃ শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস এম-বি, ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-ডি, প্রভৃতি ডাক্তারগণ নিয়মিত লিখিয়া থাকেন। এরূপ শ্রেণীর পত্রিকা ইহা ভিন্ন আর নাই। বার্ষিক মূল্য—৩।৵০। নমুনা সংখ্যা ।০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এ,

ম্যানেজার আয়ুর্ব্বিজ্ঞান। ১নং তেলিপাড়া লেন, কলিকাতা।

সোনার বাংলা

সম্পাদক { শ্রীবিপিন চন্দ্র পাল
শ্রীগোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাদুর।

ঠিকানা—১।২এ প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য—ডাকমাশুল সমেত ২।৵০ দুই টাকা ছয় আনা।

প্রতি সংখ্যা ৶০ ভিঃ পিতে ।৶০।

কেন্দ্রীয় ম্যালেরিয়া নিবারণী সমবায় সমিতি (Central Co-operative antimalaria Society) এবং বঙ্গীয় উদ্যান-কৃষক সমবায় সমিতি (Bengal Co-operative Home crofters Association এই দুই সমিতির মুখপত্র বঙ্গপল্লীর উন্নতি বিষক সকল প্রকার প্রবন্ধ ও বিবরণী ইহাতে ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হয়।

তৃতীয় বর্ষ চলিতেছে। দ্বিতীয় বর্ষের মাত্র কয়েক খণ্ড অবশিষ্ট আছে।

"বৌদ্ধবাণী"

(ব্রহ্মদেশে প্রকাশিত একমাত্র বাঙ্গলা মাসিক)

সম্পাদক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বড়ুয়া।

কার্ত্তিক মাস হইতে দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। ব্রহ্ম-প্রবাসী বাঙ্গালীদের দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখের কাহিনী, শস্য-শ্যামল ব্রহ্মদেশের প্রাকৃতিঅ সৌন্দর্য্য ও স্বর্ণপেগোডার অপূর্ব্ব শোভা **বৌদ্ধবাণীর** ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সাম্প্রদায়িক বিষাক্ত আবহাওয়া হইতে দূরে থাকিয়া সাম্যমৈত্রীর প্রদার করাই ইহার একমাত্র কাম্য। আজই গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন।

ব্রহ্ম প্রবাসী প্রায় তিনলক্ষ বাঙ্গালীদের ঘরে ঘরে আপন **পুণ্যদ্রব্যের বিবরণ** পাঠাইতে হইলে আজই চিঠি লিখিয়া বিজ্ঞাপনের হাত জ্ঞাত হউন।

ম্যানেজার—"বৌদ্ধবাণী"।
৮৪ নং ডালহৌসী ষ্ট্রীট,
পোষ্ট বক্সনং ৪০৬,
রেঙ্গুন।

বার্ষিক মূল্য—৩৲ টাকা
প্রতি সংখ্যা।০ চারি আনা।

বিজ্ঞাপন।

পল্লীবাসীর মুখপত্র। পল্লীসেবক সাপ্তাহিক।

"পল্লীমঙ্গল"

পল্লীবাসীগণের সুখদুঃখের কাহিনী লইয়া প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। ইহাতে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রবন্ধ দেশবিদেশের বিবিধবার্ত্তা ও পল্লীকথা পাটের সংবাদ প্রভৃতি রীতিমত প্রকাশিত হইয়া থাকে।

আচার্য্য স্যর প্রফুল্ল চন্দ্র রায় দয়া করিয়া লিখিয়াছেন—"ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি "পল্লীমঙ্গল" শ্রমিকগণের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলের সহায় হইয়া নামের সার্থকতা সম্পাদন করুক। এই পত্রিকাকে সাদরে গ্রহণ করিতে আমি জন সাধারণকে অনুরোধ করিতেছি।"

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।
বিজ্ঞাপনের হার চিঠিতে জ্ঞাতব্য।

কার্য্যাধ্যক্ষ—"পল্লীমঙ্গল"।
পোঃ নারায়ণগঞ্জ (ঢাকা।

এই দারুণ গ্রীষ্মে যদি আপনি

ডাঃ জে, এল, বিশ্বাসের

পপুলার কোকোনাট অয়েল

মাখিয়া স্নান করেন, তাহা হইলে আপনার মস্তিষ্ক বেশ শীতল থাকিবে, এবং ইহার মধুর গন্ধও আপনাকে আনন্দিত করিবে। **মাথার যাবতীয় রোগ দূর করিতে এই তৈল আপনাকে যথেষ্ট সাহায্য করিবে।** অদ্যই এক শিশি আনাইয়া পরীক্ষা করুন। মূল্য অতি সামান্য—১ শিশি ।০ ২ শিশি ।৵০। ১ শিশি প্রায় দুই সপ্তাহ চলিবে।

প্রাপ্তিস্থান—ডায়মণ্ড হোমিও সাধনাশ্রম।
২, শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট, (নেবুতলা—ঈশ্বরভবন)
কলিকাতা।



ভারতলক্ষ্মী।

For favour of your kind Review

JOTINDRO NATH DUTTA
JANMABHUMI OFFICE
39, Manick Bos'es Ghat St. Calcutta.

কৃষক

২৯শ খণ্ড | বৈশাখ, ১৩৩৫ সাল | ১ম সংখ্যা

বর্ষারম্ভে।

[শ্রীউমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।]

আবার নূতন বর্ষ উপস্থিত। ভারতবর্ষ নববর্ষের নূতন খাতায় কি জমা পাইয়াছে, একবার হিসাব নিকাশ করিয়া দেখা উচিত।

গত বৎসরের শেষে কলিকাতার—তথা সারাবঙ্গের ছাত্রমহলে হরতাল ও সরস্বতী পূজার ব্যাপার লইয়া খুব একটু চাঞ্চল্য দেখা গিয়াছে। ওই চাঞ্চল্যের ভিতর দিয়া একটা জাগরণের সাড়া উঁকি দিতেছিল। কিন্তু ওই যে জাগরণ ওটা সত্য জাগরণ?—অথবা নিদ্রালোলুপ অলসের নিদ্রার ব্যাঘাত জন্য পাশ-মোড়া দেওয়া? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতে গেলে,—উহার ফলে কয়টি ছেলে নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টায় দেশের কৃষি শিল্প ব্যাণিজ্যের ক্রম-সঙ্কোচশীল গণ্ডির ভিতর লাফাইয়া পড়িয়াছে, তাহারই অনুসন্ধান আবশ্যক।

আমাদের দেশে আজকালকার বাপমায়েরা বলেন, 'ছেলেকে যে কৃষি শিল্প বাণিজ্যের দিকে পাঠাইব, তার জন্য মূলধন কোথায়?' আমি তদুত্তরে বলিতে চাই 'মূলধন তাঁদেরই ঘরে'। চৈতন্যবিশিষ্ট মানব সন্তানকে কত পয়সা খরচ করিয়া কলেজে পড়াইয়া পড়াইয়া, তার হাত পা ভাঙ্গিয়া দিয়া, তাহাকে কলজ বা কলে-উৎপন্ন 'কলিজাহীন' বা অচৈতন্য

একটী 'কেরাণী'-রূপ খাদ্য-বিশেষে পরিণত করেন,—যাহা অ-বাঙ্গালী ব্যবসায়ীগণের স্বাদু ভোজ্য-স্বরূপ,—সেই পয়সাগুলি আসে কোথা হইতে? সেই গুলিই মূলধন হইবে।

আমার মনে হয়, এবার বুঝিবা সত্য সত্যই বিদ্যা-রূপিণী সরস্বতীর পূজা হইয়াছিল, তাই মা আমাদের মধ্যে অবিদ্যার ঘুম ঘুচাইয়া জাগিয়া উঠিবার জন্য একটু চৈতন্যের সাড়া দিয়াছিলেন! মায়ের বড় আদরের বিদ্যার্থীরা বুঝিবা একটুও বিদ্যার সন্ধান পাইয়াছিল, নিজ-নিজ অস্তিত্বের একটু সন্ধান পাইয়াছিল! জানিনা, আমার এ অনুমান সত্য কিনা! ভারতীয় কৃষিসমিতির কর্তৃপক্ষগণ—তাঁহাদের কাছে কেহ যথার্থ বিদ্যার অনুসন্ধানে আসিয়াছিল কিনা, যদি বলিয়া দিতেন, তবে হয়ত জোর-গলায় কথাটা ঘোষণা করিতে পারিতাম।

হে বাঙ্গালার কলেজ-বিতাড়িত সৌভাগ্যবান ভাতৃবৃন্দ! তোমরা বড় হ'তে চাও, বড়ই হও; দেশের বর্ত্তমান প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, ভবিষ্যতের জন্য নূতন বাঁচিবার পথ আবিষ্কার করিয়া, পরবর্ত্তী ছাত্র সমাজের অগ্রণী হও, তোমরা বড়ই হও ভাই! যাও দেখি অমিতবিক্রমে অর্দ্ধাশিত বিদ্যা লইয়া ওই—আবাদে জঙ্গলে, যেখানে তোমাদের অনেক নিরক্ষর ভাই আছে, তারাও বাঁচিবার উপায় জানে। যাও, তাদের মধ্যে শিক্ষার প্রচার কর গিয়া, আর সেই সঙ্গে দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া লও, বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যাহা যাহা প্রয়োজন, তাহা কেমন করিয়া আহরণ করিতে হয়। তোমরা বড় হইয়া তাহাদিগকে অক্ষর বিদ্যা দেও, আর ছোট হইয়া শিক্ষার্থী-রূপে নিরভিমান চিত্তে—তাদের কাছ থেকে নিরক্ষর কর্ম্মনিষ্ঠা শিখিয়া লও। এই দুইয়ের মিলন—চাষা ভদ্রের মিলন—অক্ষর নিরক্ষরের মিলন আজ দেশমাতা প্রার্থনা করিতেছেন! তোমরা ক্ষুদ্র মৃন্ময়ী সরস্বতী-প্রতিমার পূজা করিতে গিয়া বাধা পাইয়াছ? বৃহত্তর মৃন্ময়ী=প্রতিমার পূজা করিয়া তোমাদের শক্তির পরিচয় দেও; ওই বাধাদানকারীদের চক্ষু খুলিয়া দেও। দিয়া বুঝাইয়া দাও, মা এখন শুধু তত্ত্ব-রূপে নাই, তিনি মাটীতেই সত্য রূপে আছেন মাটীতেই ফুটিবেন! এখন মাটীর প্রতিমা পূজারই প্রয়োজন! মায়ের বুকের ক্ষীরবাহী—স্তনযুগল,—সন্তান অনেক দিন মাকে ভুলিয়া স্তন্যপান করে নাই বলিয়া,—কৌটার দুধে মানুষ হইতে ছুটিয়াছিল বলিয়া,—শুষ্ক সঙ্কুচিত হইয়া রহিয়াছে! যাও ভাই ওই মাটীর মায়ের বুকে আছাড় খাইয়া পড়, বল 'মা গো', তোমারই বুকে আমাদের জীবনরক্ষক ক্ষীর-ধারা আছে, আমরা তাহাই পান করিয়া বাঁচিতে চাই! দেখিবে মাটীর মায়ের বুক ফুলিয়া উঠিবে,—ধান-কড়াই-তুলা ছুটিয়া বাহিরিবে,—মা আমাদের সেই স্তন্যে সন্তান-পোষণ করিবেন! মায়ের বুকের দুধ খাইয়া তোমরা সত্য সত্যই বলিষ্ঠ দৃঢ় হইয়া উঠিবে! তোমরা যে আছ,—জগতে তোমাদের যে একটা অস্তিত্ব আছে,—তাহা দেখাইবার শক্তি তোমাদের সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ছুটিয়া বাহির হইবে!

চাই 'ভাত কাপড়',—'মাসকাবারের মাহিনা' নহে! চাই যাহা, তাহা ওই মাটীর বুকেই আছে, কলেজে। মাথা-গোলান ইংরাজী পুথির মধ্যে নহে মুদিত-নয়ন তত্ত্বজ্ঞের হৃদয়েই নিরাকারে শুধু নহে, বিশাল মায়ের সাকার প্রতিমার বিস্তৃত বক্ষেই যথার্থরূপে আছে। চাই ওই মাটীর প্রতিমাতেই একটু শ্রদ্ধা,—"আদৌ শ্রদ্ধা"। ইহার পর, ওই যাহারা নিরক্ষর হইয়াও মায়ের বুক আজও ছাড়ে নাই—যাহারা যথার্থ মাতৃভক্ত, সেই

সাধু কৃষকগণের সঙ্গ,—"ততঃ সাধুসঙ্গঃ"। ওই খানে গিয়া ওই সাধুদের সঙ্গ কর; ভাবের আদান প্রদান কর, উহাদের কাছ থেকে মাতৃ ভজন শিক্ষা কর,—"অথ ভজন ক্রিয়া"। এই ভজনের ফল কি? ভক্তি শাস্ত্র বলিতেছেন,—"ততঃ অনর্থ-নিবৃত্তিঃ।" ওই মাটীর মায়ের—ওই বিশাল প্রতিমারূপে যে মা ফুটিয়া রহিয়াছেন,—ওই বর্ত্তমানে আবাদ-জঙ্গলময়ী বিদ্যাদেবীর—ভক্তি পূর্ব্বক ভজনায় তোমাদের সকল অনর্থের নিবৃত্তি হইবে, সকল দুঃখ ঘুচিবে, অবিদ্যা ছুটিয়া গিয়া যথার্থ বিদ্যালাভ হইবে, গোলাভরা ধান-কড়াই,—চরকাভরা সুতা আর তাঁত ভরা কাপড়,—গোয়াল ভরা গরু বাছুর,—সকল ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হইবে! প্রাণে আনন্দ আসিবে, তাহা হইতে মায়ের প্রতি নিষ্ঠা, মাতৃসেবায় রুচি, মাতৃক্রোড়ে আসক্তি,—সবই ক্রমে ক্রমে আসিবে; তখনই ভাই তোমরা যথার্থ ভাব,—তোমাদের প্রকৃত স্বভাব প্রাপ্ত হইবে; আর তা'র পর প্রকৃত দেশ প্রেম যে কথা তোমরা তোতা পাখীর বুলির মত এখন বলে থাক,—সেই প্রেমের যথার্থ রূপের সন্ধান পাইবে! ইহাই বর্ত্তমান যুগের সাধনা পথ!—

"আদৌশ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
"ততোঽ নর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততোনিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
"অথাসক্তি স্ততো ভাবস্ততঃ প্রেম্নাভুদঞ্চতি।
"সাধকানাময়ং প্রেম্ন প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥"

তাহ'লে এবারকার নূতন খাতায় ওই একটু সাড়া,—এরা যে মরে নাই, এখনো বেঁচে আছে, সেই সাড়া,—এদের 'থাকা'র বা অস্তিত্বের সাড়া জমা পড়েছে! এটা বাংলার খবর,—ভারতের খবরেও নাকি সাড়া আছে, সেটা আমার মাথায় ঢোকেনা, সুতরাং সে খবর দিতে পারলাম না! কিন্তু এই সাড়া কি অধিকতর অসাড় নিদ্রায় ছেলেদের ডুবিয়ে দেবে? এর জবাব আমি সেই শিক্ষার্থী ভাইদের কাছে চাই! দেখ ভাই সব, 'অহং ব্রহ্মাস্মি' রূপ যোগে সবাই 'কেষ্ট-বিষ্টু' হয়ে পড় না, ওতেই দেশটা শ্রদ্ধাহীন বিশৃঙ্খল হয়ে ধ্বংশের পথে ছুটছে। চাই শ্রদ্ধার পথ,—শৃঙ্খলার পথ। মানুষ পরস্পর যতই বিভিন্ন হ'ক না কেন, শ্রদ্ধার বাঁধনে সবাই কেন্দ্রবদ্ধ হ'লে, জগত থেকে বিরোধ চলে যাবে, একতা জাগবে। ভাই সব, 'আমরা ভদ্র, ওরা চাষা' কলেজে-শেখা এই অবিদ্যা হ'তে মুক্ত হয়ে, চল দেখি যে বিদ্যাদেবীর মাটীর প্রতিমা পূজা কর্‌তে তোমরা মেতেছ, আমাদের সেই বিশ্বময়ী মায়ের বিশাল মাটীর প্রতিমা যাহা তোমাদের অশ্রদ্ধা-জঙ্গলে আজ অন্ধকারময় হয়ে রয়েছে, তাঁকে শ্রদ্ধাভরে পূজা কর্‌তে! আহ্বান বিসর্জ্জন হীন মায়ের সেই নিত্য-প্রতিমায় পূজা করতে!

এবারকার নূতন খাতায় 'কৃষক' খাতে নাকি জমার ভাগ কিছু অধিক! আশার কথা বটে! একি 'কৃষক' দেশের ঘনতমসাচ্ছন্ন ভাগ্যাকাশে যামিনী রঞ্জন পূর্ণচন্দ্রের উদয়ের পরিচয়? অথবা 'আক্কেল' প্রাপ্ত 'কৃষক' সেবকগণের (গ্রাহকবৃন্দের) অন্যের লেজ খসাইয়া 'বেঁড়ে'র দল পুষ্টির চেষ্টার ফল? দেশে বর্ত্তমানে গলিত লাঙ্গুলদের প্রয়োজনই বেশী! সাধু গ্রাহকবৃন্দ! নূতনবর্ষে পুরাতনের অভিবাদন গ্রহন কর।

আচ্ছা কৃষকের বর্ষারম্ভ আষাঢ়ই হয়, শুনেছি ; এ 'কৃষকের' বর্ষারম্ভ 'অনলবর্ষী নিদাঘের বৈশাখে হয় কেন ? ওঃ বুঝেছি, এখন আর বর্ষাতে ভরসা নাই বলে সেচের জলেই বর্ষার কাজ চল্‌তে পারে দেখাবার জন্য 'কৃষক' পরিচালকগণ এই আগুনে বৈশাখেই বর্ষারম্ভ করেন! ত' ওঁদের যে প্রাণপণ জিদ্, সব দেশটাই বা কালে ভদ্রতাহীন চাষা হয়ে পড়ে! আবার আজকালকার 'কৃষক' শুধু মাটী খোঁড়ে না, গল্পও করে, তাহ'লে এদের গড়া চাষা ভদ্রতা হীন নাও হতে পারে! সবই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা!

প্রকৃতির খেয়াল ও মানুষের চেষ্টা।

শ্রীযুক্ত..... .... ।

উদ্ভিদের প্রাণ আছে, অনুভব শক্তি আছে, তাহারা ভাল মন্দের বিচার করিতে সক্ষম। প্রকৃতির এমনই নিয়ম যে যাহাদের প্রাণ আছে তাহাদের কোনটাই এক রকমের হয় না, প্রত্যেকের মধ্যেই কিছু না কিছু প্রভেদ থাকে। প্রকৃতির এই নিয়মের ব্যতিক্রম আমরা প্রাণহীন দ্রব্যের মধ্যে দেখিতে পাই যথা লৌহ বা স্বর্ণের Sp, Gravity বা অন্যান্য গুণ সকল সময়েই সমান।

যে ক্ষেত্রে পরিবর্ত্তনশীলতা আছে সেইখানেই উন্নতি সম্ভাপর। উদ্ভিদ বা প্রাণীগণের মধ্যে (এখানে আমরা উদ্ভিদের কথাই বলিব) কতকগুলি গুণ আছে। সেই গুণ সমভাবে সকলের মধ্যে প্রতিফলিত হয় না, কারণ প্রকৃতির নিয়মানুসারে প্রত্যেকের মধ্যে এই গুণের পরিমাণের তারতম্য থাকে। ইহাদের মধ্যে ভাল মন্দ বাছিয়া লইয়া উদ্ভিদের উন্নতি সাধন করিতে পারা যায়। উদ্ভিদ জগৎ পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া একদিকে যেমন উন্নতি সাধন সম্ভাপর অন্যদিকে তেমনই অবনতিও হয়।

সাধারণতঃ একই জাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে যে পার্থক্য দৃষ্ট হয় তাহাতে ঐ জাতীয় উদ্ভিদের প্রত্যেকের মধ্যে গুণের পার্থক্য দেখা যায় না, কেবল গুণের পরিমাণের কম বেশী লক্ষিত হয় মাত্র। এই যে গুণের তফাৎ, তাহা দুই রকমের হয়। প্রথম প্রকারের এই পরিবর্ত্তনশীলতার ক্রম (Gradation) এত কম যে তাহা বড় একটা দৃষ্টিগোচর হয় না, যেমন গাছের বৃদ্ধি, উত্তাপের হ্রাস বৃদ্ধি। ইহাকে আমরা নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্ত্তন (Continious variation) বলি। বিচ্ছিন্ন পরিবর্ত্তন (Discontinious variation) এখানে পরিবর্ত্তনশীলতার

ক্রম এত বেশী যে দুইটী জিনিষের প্রভেদ সহজে অনুভব করা যায়, যেমন কোন একটী সংখ্যা ও তার পরের সংখ্যা যথা ৯৯৯৯ আর এক।

১০০০০

সাধারণতঃ আমরা চার প্রকারের পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই।

(১) আকারের পরিবর্ত্তন (Morphological Variation) গাছের পাতার বা ফলের আকারের পরিবর্ত্তন।

(২) বস্তুর পরিবর্ত্তন (Substantive Variation) আস্বাদনের ও রংএর প্রভেদ দেখা যায়।

৩। গঠনের পরিবর্ত্তন (Meristic Variation) ইহার দ্বারা ফুলের ১০টী পাপড়ীর স্থানে ১২টী পাপড়ী বা জোড়া ফুল হয়। আবার অনেক স্থলে দেখা যায় যে পাঁচটী আঙ্গুলের স্থানে ছয়টী আঙ্গুল হইয়াছে।

(৪) অভ্যন্তরীন ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন (Functional Variation) যেমন গাছের কোন স্থান কোন পোকা বা আঘাতে ক্ষত হইলে কিছু দিন পরে দেখা যায় যে সেই স্থানে একটী কঠিন আবরণের সৃষ্টি হইয়াছে।

উদ্ভিদে আর এক প্রকার পরিবর্ত্তন হয়, তাহার নাম Mutation কোন গাছের ফুলের মধ্যে দেখা গেল যে একটী ফুল হঠাৎ খুব বড় ও অন্য রঙের হইয়াছে। সেই ফুলটার বীজ লইয়া চাষ করিতে করিতে কিছুদিন পরে একটী নূতন ধরণের ফুলের সৃষ্টি হইল। এইরূপে অনেক ফুলের ও গাছের সৃষ্টি হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন গাছের স্থানীয় অবস্থা ভেদের জন্য Mutation হয়। আবার আর এক মতাবলম্বীগণ বলেন যে, Gawatie Composition এর পরিবর্ত্তনের জন্য এইরূপ হইয়া থাকে এবং পরীক্ষার দ্বারা ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। ডাক্তার হিগোভিড্রিস্ Mutationএর আবিষ্কার কর্ত্তা। তিনি এই বিষয় লইয়া অনেক পরীক্ষা করিয়া শেষে ঠিক করিয়াছিলেন যে, Mutation ই Origin species এর অন্যতম কারণ।

এই সকল পরিবর্ত্তনের সাহায্যে আমরা অনেক ফুল ও ফলকে বড় ও ফলকে সুমিষ্ট করিতে পারি। কিন্তু এই সব পরীক্ষা করিতে তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ শক্তি থাকা চাই ও অনেক সময় লাগে। তাহা না হইলে অনেক সময় সুফল পাওয়া যায় না। ডাক্তার হিগোভিড্রিস্ এই বিষয় লইয়া পরীক্ষা করিতে করিতে সমস্ত জীবন কাটাইয়া দিয়াছিলেন।

আর এক উপায় আছে যাহার দ্বারা গাছ পালা ও ফসলের উন্নতি হইতে পারে। তাহার নাম Hybridisation ইহার অর্থে আমরা বুঝি এক জাতীয় দুইটী গুণ বিশিষ্ট জিনিষের সংযোগ করান। এই সম্মিলনে যাহাদের উৎপত্তি হইবে তাহাদের মধ্যে ঐ দুইটী গুণই বর্ত্তমান থাকিবে।

Hybrids তিন প্রকারের হয় :—

(১) Varietal hybrids—যেমন সাদা ও হলদে ফুল বিশিষ্ট কাপাসের সংযোগ।

(২) Specific hybrid—যেমন কুমঠা ও খাঙ্গেশী কাপাসের সম্মিলন।

JOTINDRO NATH DUTTA
JANMABHUMI OFFICE
69, Mirzapur Street, Calcutta

(৩) Generie hybrid যেমন খচ্চর (mules)।

গ্রীগর মেনডল্ এই Hybridisation এর আবিষ্কার কর্ত্তা। মেনডল্ বলেন প্রথম সম্মিলনে gamates এর বিয়োজন (segregation) ও পুর্ণমিলন (Pecombination) হয়। এই সম্মিলনের ফলে যাহাদের উৎপত্তি হইল তাহাদের মধ্যে তিন রকম গুণ বিশিষ্ট তিনটী জাতি দেখিতে পাই। কতকগুলি পুং জাতীয় গুণ বিশিষ্ট, কতকগুলি স্ত্রী জাতীয় গুণ বিশিষ্ট আর কতক গুলি মিশ্র জাতি ইহাদের মধ্যে পুং এবং স্ত্রী উভয় জাতির গুণ বর্ত্তমান থাকে। তবে বাহ্য দৃষ্টিতে এই মিশ্র জাতি পুংজাতীয় অথবা স্ত্রী জাতীয় লক্ষণ বিশিষ্ট হয়; কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে তাহাদের মধ্যে উভয় জাতিরই গুণ থাকে। এই যে মিশ্র জাতির উৎপত্তি হইল, তাহার নাম Hybrid, আবার যখন এই মিশ্র জাতির মধ্যে সংযোগ হয় তখন এক ভাগ পুং জাতীয় এক ভাগ স্ত্রী জাতীয় লক্ষণ বিশিষ্ট হয় আর দুই ভাগের মধ্যে পুং এবং স্ত্রী উভয় জাতিরই গুণ সংযুক্ত থাকে।

এই রূপ সম্মিলনের সাহায্যে আমরা ফসলের অনেক উন্নতি করিতে ও আমাদের মনের মত ফুল ও ফল উৎপন্ন করিতে পারি। যেমন এক প্রকার কাপাসের ফলন খুব বেশী, কিন্তু তাহার আঁশ খুব ছোট, আর এক প্রকারের ফলন কম তবে আঁশ লম্বা ও নরম। এই দুইয়ের সম্মিলন ফলে উপরোক্ত দুইটী গুণ একের মধ্যে পাইতে পারি। তবে এইরূপ সংযোগ দ্বারা আমাদের লক্ষ্যে পৌছিতে অনেক সময় লাগে ও অতি সাবধানে কাজ করিতে হয়।

কৃষকগণ ভাল মন্দ বীজ বাছাই করিয়াও ফসলের উন্নতি করিতে পারে। ফসলের উন্নতি অর্থে আমরা কি চাই—ফসলের ফলন বাড়ান ও শস্যের আকার বাড়ান। ক্ষেত হইতে আমাদের আশানুরূপ ফল পাইবার জন্য কতক গুলি গাছ বাছিয়া লই। এই বাছাই গাছের বীজ লইয়া চাষ আরম্ভ হয় এবং প্রত্যেক বারই আমাদের মনের মত গাছ গুলি রাখিয়া বাকি গুলি নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। এই ভাবে কিছুদিন বাছাই করার পর কৃষক তাহার লক্ষ্যে পৌছিতে পারে।

এই বাছাইয়ের কাজ দুই রকমে হইতে পারে। প্রথম প্রকারে ক্ষেত্র হইতে কতক গুলি গাছ বাছিয়া লইয়া তাহাদের বীজ একত্রে বপন করা হয়। এই বাছাইয়ের ফলে যে ক্ষেত্র হইতে বাছাই করা হইয়াছিল তাহা অপেক্ষা ফসল ভা হয় বটে, কিন্তু বাছাই গাছ অপেক্ষা নিকৃষ্ট হয়। আবার কতকগুলি বাছিয়া লইয়া প্রত্যেকটীর বীজ পৃথক ভাবে বপন করা হয়। ইহার সুবিধা এই যে প্রত্যেক গাছটী ঘন সংযোগ করিতে পারা যায়। খারাপ গুলি শীঘ্রই বাছিয়া নষ্ট করিতে পারা যায় এবং খুব কম সময়ের ভিতর একটা নূতন ধরণের জিনিষ তৈয়ারী হয়।

Variation, Hybrldisation ও selection এর সাহায্যে উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্‌গণ ফসলের অনেক উন্নতি করিয়াছেন ও করিতেছেন। অনেক নূতন জিনিসের সৃষ্টি হইয়াছে। অনেক Disease pesistive ফসলের গাছ হইয়াছে তাহাতে ফসল নষ্ট হইবার আশঙ্কা অনেক কমিয়া গিয়াছে। আবার জলাভাব দূর করিবার জন্য অনেক Drought pesistive গাছেরও সৃষ্টি হইয়াছে।

কৃষি কথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দেখিয়াও দেখিব না ইংরাজ ব্যবসায় কিরূপ অতুল বিস্তার, কৃষি বিষয়ে কিরূপ মহাকৃতি, মার্কিনে তুলা কর কিরূপ বিশ্ববিখ্যাত, মার্কিন এখন সপ্রধান হইলেও ইহারা ইংরাজেরই বংশধর, শুল্ক তুলা কেন মার্কিনে সকল প্রকার কৃষিরই এইরূপ বিপুল বিস্তার। মার্কিন ছাড়িয়া আস ইংরাজের প্রতি দৃষ্টি পাত করিলে দেখা যায় জামেকা, ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া ব্রিটিশ গায়েনা, দক্ষিণ আমেরিকা, ডেমারারা অষ্ট্রেলয়া ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জ, ফিজি, জাভা প্রণালী উপনিবেশ, মালয় উপদ্বীপ, ভারতবর্ষের আসাম, দুয়ার, দার্জ্জিলিং কমায়ুন, কাংগ্রা, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর, সিংহল, আফ্রিকার মেডিটাস নেটাল উগাণ্ডা, মোম্বাসা, কেপ কলোনী, মোজাম্বীক, জামদেশী, সিয়ারালোন, গিনি প্রভৃতি দেশ মহাদেশের সর্ব্বত্রই ইংরাজ কৃষক বেশে চা রবার গাটাপার্চ্চা, নীল, লাক্ষা ইক্ষু কার্পাস জায়ফল ত্রৈত্রী লবঙ্গ এলাইচ মরিচ কোকা ভেনিলা নারিকেল কোপি কর্পূর তামাক গোধুম, প্রভৃতি আরও কত শতবিধ ব্যবহারিক কৃষি দ্রব্য চাষ করিয়া নিজ ভাগ্য পথ প্রশস্ত করিতেছে পৃথিবীর কোন স্থানে ইংরাজ অলসভাবে বসিয়া নাই, ইংরাজ ঘরে শিল্পী, বাহিরে কৃষক, সমুদ্রে অজেয়, একাধারে বুদ্ধি সবলতা ও রৌদ্র মূর্ত্তির সমাবেশ, উদ্যোগী পুরুষ সিংহ সুতরাং লক্ষ্মী স্বয়ং বরণ করিতেছেন, বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা সুতরাং সসাগরা পৃথিবীর অর্দ্ধেক ইংরাজের রাজত্ব। হিংস্র শাপদ সঙ্কুল ভীষণ বন প্রদেশে ইংরাজের অধ্যবসায় লক্ষ কণ্ঠ কোলাহল পরিবৃত লোকালয় পরিণত হইয়াছে; তৃণ মানব শূন্য দেহ শোষণকারী তৃষিত মরু প্রদেশ শস্য শ্যামল সুশোভন ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, নিশ্চিত প্রাণ হর ব্যাধি সংঘাত পূর্ণ মানব বাস যোগ্য স্থান সমূহ সর্ব্ববিধ স্বাস্থ্যপূর্ণ নন্দন কাননের শোভা ধারণ করিয়াছে। ইংরাজ নৈরুক্ষ্য, বল, কর্ম্মণ্যতা ও অসংকীর্ণতার প্রকট মূর্ত্তি, আমরা সার্দ্ধ শতাধিক বৎসর ইংরাজের অধীনে রহিয়াছি অনুকরণে আমরা অদ্বিতীয় কিন্তু ইংরাজের সুগুণ আমাদের অনুকরণীয় হয় নাই ধর্ম্ম সমাজ ধ্বংশ কর লালসাময় কুগুণগুলি দেশ দ্রোহী আমরা সানন্দচিত্তে গ্রহণ করিয়াছি। বাঘের বংশীয় নব সমাকৃষ্ট মৃগবৎ আমরা কুহকময়ী পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রভাবে দিন দিন অধঃপতনের পথে অগ্রসর হইতেছি, স্বাধীন বৃত্তি ছাড়িয়া গোলামীর বৃত্তি সার বুঝিয়াছি, আলস্য ও বৃথা জল্পনা দোষে দেহের স্বাস্থ্য ভগ্ন করিতে বসিয়াছি, সুতরাং আমরা দিন দিন মহামারী সমূহে আক্রান্ত হইয়া ধরণীতল হইতে অপগত হইব তাহার আর বিচিত্র কি?

সকল দেশেই সমাজের উচ্চস্তরের নিম্নে কৃষক, শিল্পী ও শ্রমজীবি এই তিন শ্রেণীর

লোক দেখা যায়। কৃষক ভূমি কর্ষণ ও শস্য উৎপাদন করে সমাজের আহারীয় সংস্থান করে, শিল্পীর উপাদান কারণ প্রস্তুত করে, কৃষক দরিদ্র, মিতব্যয়ী, শ্রমসহিষ্ণু, বলবান, সাহসী, অভাব বড়ই অল্প, অল্পেই সন্তুষ্ট, সরল চিত্ত, উদার স্বীয় বলে অত্যাচার প্রতীকার পরায়ণ। শিল্পীকুল ধনী, বুদ্ধিমান বায়কুণ্ঠ, কিছু কপট, ভীতচিত্ত ও অনুদার অর্থবলে অত্যাচার প্রতীকার পরায়ণ। শ্রমজীবি ভীত, দুর্ব্বল, অলস অমিতব্যয়ী, লঠ, নিত্য অভাবময়, সর্ব্বদা পরপ্রত্যাশী। কৃষক চিরকালই কৃষক থাকে, সুযোগ ঘটিলে সমাজের উচ্চস্তরে আরোহণ করিতে পারে, সমাজ মধ্যে বিশিষ্ট হইতে পারে, কদাচ শিল্পীবৃত্তি অবলম্বন করে অথবা সামান্য সংখ্যায় অবলম্বন করিলেও সহসা শিল্পীর ন্যায় কৃতকার্য্যের উৎকর্ষ দেখাইতে পারে না। অবস্থান্তর ঘটিলে সমাজের উচ্চশ্রেণীস্থ লোকও কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করতঃ জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারেন, কারণ ইহা কাপট্যবিরহিত নির্দ্দোষ বৃত্তি, সমাজে হেয়মান হইতে হয় না, এতদ্ভিন্ন দেহের মনের বল, স্বাধীনতা ও স্ফূর্ত্তি দ্যোতক। আবশ্যক হইলে কৃষক হল পরিত্যাগ করিয়া দেশ রক্ষার্থ ধাবিত হইতে পারে, জগতের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের, রোমক গ্রীক, য়িহোদীগণের প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব হয় না। শিল্পী চিরদিনই শিল্পী থাকে, অদৃষ্টের প্রেরনায় সে অনাদিকাল ধরিয়া তন্নিবিষ্টচিত্ত সুতরাং তদুৎকর্ষ স্বাধীন শীল; দৈবগত্যা অন্য বৃত্তি আশ্রয় করিলেও; অবস্থার উন্নতি ঘটিলে পূর্ব্বাবস্থায় আসিতে উৎসুক; শিল্পী ভীতচিত্ত, সে কদাচ দেশের কথা ভাবিবে না; ইচ্ছা সকলেই তাহার শিল্প রক্ষার জন্য অগ্রসর হউক তজ্জন্য সে অকাতরে অর্থব্যয় করিতে প্রস্তুত; রাজা অর্থের লোভে তাহার আপদ বালাই নিজ স্কন্ধে উঠাইয়া তাহাকে ক্ষমা করেন। শিল্পী কুল নিরীহ, বুদ্ধিমাণ, কুটিল চিত্ত, সংহতি লাভে সর্ব্বদা স্বার্থই সাধন তৎপর, অসিদ্ধিতে ক্ষুণ্ণ হইবে, কলহ অভিযোগ পরায়ণ হইবে এবং আরও কত কি করিবে, পরের কথা ভাবিবে না; এ জন্য শিল্পীকুল আমাদের সমাজে নিয়ন্তর। কিন্তু কৃষক সরল চিত্ত উদার, নিজের ক্ষতি হইলেও তোমাকে সন্তুষ্ট করিবে, কদাচ অনুযোগ করিবে না; অনন্য চেষ্টা ও অনন্য পরায়ণ হইয়া স্বকীয় ক্ষমতার উন্নতি করিবে; রাজা তাহার বিরাগে অকুল ক্ষুণ্ণ চিত্ত, সর্ব্বদা তাহার সন্তোষের জন্য মুক্তহস্ত। কৃষক আপন ঘরে বসিয়া থাকিলেও তাহার দিন পাত হইবে, লোকে ঘরে আসিয়া তাহার দ্রব্য ক্রয় করিবে, কিন্তু শিল্পীকে তজ্জন্য অনেকের সাধ্য সাধনা করিতে হইবে। আর শ্রমজীবি সর্ব্ব প্রকারে অধীন পরপ্রত্যাশী জীব, তাহার নিজের অন্নচিন্তাতেই সে দিবারাত্র বিভোর, অন্য কথা ভাবিবার তাহার অবসর কোথায়।

ব্যবসায় বাণিজ্য গিয়াছে শিল্প গিয়াছে নিঃস্ব দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছি; সম্বল কেবল লেখক বৃত্তি পরের গোলামী, তাহাও জুটে না—দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে। দিশাহারা হইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য, শিল্পোন্নতিই একমাত্র এ অবস্থা হইতে নিষ্কৃতির উপায় এই সিদ্ধান্ত করিয়াছি; কৃষির কথা একেবারেই বিস্মরণ হইয়াছি; ঘৃণ্য বোধে ত্যাগ করিয়াছি; কিন্তু, শিল্প, বাণিজ্য বিষয়ে সে বংশানুক্রমিক শিক্ষা ও অভ্যাস আবশ্যক ইহা আমরা স্বপনেও ভাবি না।

লাহার চাষ।

শ্রীহেরম্ব নাথ ভাদুড়ী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কুলের গাছগুলি বড় না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ জমির মধ্যে অন্য রকমের চাষও হইতে পারে গাছ গুলি বড় হইলে যখন রৌদ্র কম লাগার সম্ভব সেই সময় অন্য চাষ বন্ধ করিতে হইবে, যিনি যেমন সুবিধা বুঝিবেন তিনি সেই প্রকার করিবেন। কুলের জমিতে চাষ করিলে লাংলের চাষের জন্য গাছের গোড়ার মাটি নরম থাকে, বৃদ্ধি হইলে গাছের বৃদ্ধি হয় এবং বাজে জঙ্গল হইতে পারে না ও কুল গাছের গোড়ার মাটি শক্ত থাকে না।

কুল, কুসুম, পলাশ প্রভৃতি গাছের ডাল হইতে যে সময় লাহা ছাড়াইয়া লওয়া হয়, সেই সময় লাহা গুলি অপরিষ্কার থাকে; উহা পরিষ্কার করিবার জন্য চক্রবংপুর, চাণ্ডিল; রূপদহ, বলরামপুর প্রভৃতি স্থানে লাহার কুঠ আছে সেই সকল কুঠিতে কাঠি লাহা খরিদ করিয়া গালাইয়া পরিষ্কার করিয়া বেশী মূল্যে বিক্রি করিয়া থাকে। লাহা গলাইবার পর তখন উহার রং উজ্জ্বল হইয়া থাকে। আজকাল বৈজ্ঞানিক উপায়ে এক প্রকার কৃত্রিম লাহা প্রস্তুত হইতেছে এবং তাহা হইতে নানা প্রকারের মানুষের ব্যবহারের উপযোগী দ্রব্যাদিও তৈয়ারী হইয়া সাওতাল,কোল ভুটিয়া প্রভৃতি অসভ্য জাতিদিগের ব্যবহারের উপযুক্ত হইতেছে। কয়লার মত দানা প্রস্তুত হইয়া বহুল আমদানী হইতেছে এবং ঐ সকল জাতির মধ্যে বহুপরিমাণে বিক্রি হইতেছে। ইহা দেখিতে অতি সুন্দর কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই রং জলিয়া নষ্ট হইয়া যায়।

লাহার ব্যবহার—বাংলা দেশে পূর্ব্বে লাহার দ্বারা (অলক্ত) আল্‌তা প্রস্তুত হইয়া স্ত্রীলোকদিগের ব্যবহার হইত সে আলতার রং অতি উত্তম এবং বেশীক্ষণ স্থায়ী থাকিত। এখন লাহার পরিবর্ত্তে অন্য উপায়ে আল্‌তা প্রস্তুত হইয়া থাকে বাংলাদেশের স্ত্রীলোকেরা সেই সকল আল্‌তা ব্যবহার করিতেছেন।

এসিয়া, ইউরোপ, আফ্‌রিকা, আমেরিকা, ইণ্ডিয়া প্রভৃতি সমুদয় দেশেই নানা প্রকারে লাহার সুব্যবহার হইতেছে। লাহার সহিত মিথিলেটেড্ স্পীরিট মিসাইলে উত্তম পালিশ প্রস্তুত হইয়া থাকে, বাক্স, ডেস্ক, আলমারী চেয়ার প্রভৃতি পালিশ হইতেছে। লাহা গলাইয়া বাতি প্রস্তুত করিয়া ডাকঘরের শীল হইতেছে, রেজিষ্টারি এবং ইনসিওর পত্র পাঠাইতে হইলে তাহাতে লাহা গলাইয়া দিয়া তাহার উপর শীল মোহর করিতে হয় নতুবা ডাকঘরে রেজিষ্টারি করিবে না।

ইয়ুরোপ হইতে ফ্রেঞ্চপালিশ প্রস্তুত হইয়া আমাদের বাংলাদেশে বহু পরিমাণে আমদানী হইতেছে লাহার ইংরাজী নাম (ল্যাক্) বলে, গালাও বলিয়া থাকে। ডাকঘর (পোষ্ট আফিসে) সর্ব্বদাই লাহার কাজ হইতেছে, ব্রহ্মদেশে বাঁশের ডালা প্রস্তুত করিয়া লাহা গলাইয়া রং দিয়া সুন্দর সুন্দর ব্যবহার উপযোগী থালা, ডিস প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া থালার ন্যায় ব্যবহার করিতেছে। লাহা হইতে নানা প্রকারের খেলনা প্রস্তুত হইতেছে যেমন ঝিঙ্গা, উচ্ছে, ডালিম প্রভৃতি।

কুল গাছে লাহা ছাড়া হইলে কিম্বা যে সমস্ত গাছে ছাড়া হয় নাই তৎসমুদয় কুল গাছের ডাল্ বৈশাখ মাসের শেষে কাটিয়া দিতে হইবে তাহা হইলে ভাল ডাল বাহির হয় এবং তাহাতে ভাল লাহা জন্মাইয়া থাকে ; অন্য সময় কুল গাছের ডাল কাটিলে ভাল ডাল বাহির হয় না তাহাতে চাষীর পক্ষে ক্ষতি হয়। বাংলাদেশে পাটের চাষের জন্য কৃষকের যত পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিতেছে লাহার চাষে তাহার এক চতুর্থাংশ ব্যয় করিলে অনেক টাকা উপায় করিতে পারে। এবিষয়ে সাধারণের মনোযোগ দেওয়া উচিত বিবেচনা করি।

অন্তব্য।

গবর্ণমেণ্টের অর্থাৎ রাজার সাহায্য ব্যতীত লাহার চাষের সুবিধা কৃষকেরা কোন মতেই করিতে সক্ষম হইতে পারিবে না। যে সকল স্থানে লাহার চাষ হয় সেই সমুদয় স্থান হইতে বীজ আনিয়া বাংলায় উহার চাষ করা বড় কঠিন হইবে। কারণ তাহারা ঐ সকল স্থানের নামও জানেনা এবং বীজের দাম ও যাতায়াতের খরচ চাষীদিগের বহন করা কঠিন সুতরাং রাজার সাহায্যের প্রয়োজন। প্রজাবৎসল রাজা প্রজাদিগের উপকারের জন্য যেমন মৎস্যের চাষের সাহায্য করিয়াছেন এবং গোধুম, আলুর চাষের জন্য সাধারণের উপকারার্থে বীজ দিয়া উপকার করিতেছেন সেইরূপ লাহার বীজ আনাইয়া প্রজাদিগকে দিয়া সাহায্য এবং উপদেশ দিলে গরীব প্রজাদিগের মহৎ উপকার হয়।



ভারতীয় গুড়ের খবর।

গুড়ের নাম জানেন না এবং তাহার সদ্ব্যবহারে অনভিজ্ঞ লোক বোধ হয় ভারতবর্ষে কেহ নাই। সম্প্রতি আবার চিকিৎসকেরা গুড় খাইতে পরামর্শ দিতেছেন। ইহাতে ভিটামাইন নামক পুষ্টিবর্দ্ধক পদার্থ চিনি হইতে অনেক বেশী থাকায় স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ডাঃ বেণ্টলী মহোদয়ও গুড় ছোলার খুব পক্ষপাতী। তিনি যুবকদিগকে ঐ দুই দ্রব্য খাইতে বিশেষ উপদেশ দিয়া থাকেন। এখন গুড়ের অর্থ কি সে বিষয়ে ভারতীয় চিনি পরিষদ নামক সরকারী কমিটি কি মন্তব্য পেশ করিয়াছেন দেখা যাক্। তাঁহারা বলেন আক্ বা খেজুরের রস স্বাভাবিক অবিকৃত অবস্থার নাম গুড়। ইহাতে সামান্য Alkali এলকেলি দিয়া গাদ বা ময়লা কাটাইয়া রাখা হইয়াছে। পরিষ্কৃত ভাবে গুড় তৈয়ারী করিলে অতি সুখাদ্য হইয়া থাকে। কেবল সুখাদ্য নহে স্বাস্থ্যের পক্ষেও বিশেষ উপযোগী। ইহা বিজ্ঞান শাস্ত্রের অনুমোদিত মত। কেবল তাহাই নহে নূতন গুড় অরুচি দূর করে। ইহার সুগন্ধে প্রাণ মাতোয়ারা হয়। কেবল তাহাই নহে চিনি অপেক্ষা ভিটামাইন থাকায় শরীর পুষ্টির বিশেষ সহায়কারী। কিন্তু তথাপি অনেকের ধারণা গুড়ের অনিষ্টকারীতা বেশী। ইহার কতক কারণ আছে। গুড় পুরাতন ও ময়লা খাইলে নিশ্চয়ই অনিষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। ভাল গুড়ের তিনটি লক্ষণ বিদ্যমান থাকা চাই। প্রথম পবিত্রতা অর্থাৎ পরিষ্কার ভাবে তৈয়ারী করিতে হইবে। দ্বিতীয় ভাল রং হওয়া আবশ্যক। তৃতীয় গুণের দিকে দৃষ্টি রাখা। গাদ কাটিয়া ভাল আস্বাদন যাহাতে বজায় থাকে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সাধারণতঃ লোকে কাল গুড়কে খারাপ বলে। সব সময়ই যে তাহা সত্য তাহা নহে। অনেকে বোধ জানেন না যে গাদ কাটিতে চুণ ব্যবহার হইয়া থাকে। চুণের দোষে অনেক সময় রং কাল হইয়া থাকে। ইহা পরীক্ষিত সত্য সরকারী রিপোর্ট দেখিলে দৃষ্ট হয় যে বিগত ১৯২৫-২৬ সালে মোট ২৯৪০১২০ টন আখের এবং খেজুরের গুড় উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ৭৩৮০০ টন গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত হইয়াছিল গুড় বাহিরে রপ্তানি খুব কমই হইয়া থাকে। বিগত লোক গণণায় ভারতের লোক সংখ্যা প্রায় ৩১৮,৯৪২,৪৮০ ছিল। গড়পড়তা হিসাব ধরিলে মাথা পিছু গুড় খাদ্য রূপে শতকরা ১৯.২ পাউণ্ড বা প্রায় ৫ সের করিয়া ব্যয় হৃত হইতেছে।

গুড়ের দাম

গুড়ের দামের কম বেশী নানা কারণে হইয়া থাকে। বাজারে বেশী বিক্রী বা কম বিক্রী অন্যতম কারণ গুড়ের রং ও গুড়ের তারতম্য অনুযায়ী দরেরও তারতম্য হইয়া থাকে। এই

জিনিসটির বাজার সম্পূর্ণ দেশের অন্তর্বাণিজের। বর্ষাকালে ইহার দাম বাড়ে। কারণ গরমে অনেক গুড় নষ্ট হইয়া যায়। কতক স্থানে ভাল রকমের গুড় তৈয়ারী হইয়া থাকে। তাহার মূল্য ভালই থাকে। ভারতবর্ষের মধ্যে যুক্ত প্রদেশের গুড় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উৎপন্ন হয় ও বাজারে কাটে। ইহা আখের গুড়। অন্যান্য প্রদেশ হইতে ইহার উৎকর্ষতা বেশী বলিয়া বাজারে নাম ডাক এত রহিয়াছে। বিগত ১৯২৬-২৭ ও ১৯২৭-২৮ সালে যথাক্রমে ১৬২৬০০০ ও ১৬০২০০০ একর পরিমিত স্থানে আখের চাষ হইয়াছিল। প্রতি সাউণ্ডে গড়পড়তা হিসাব ধরিলে যথাক্রমে ২৩২৮ এবং ২১৫১ সাউণ্ড দাঁড়ায়। ঐ প্রদেশের গোরক্ষপুর অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট সে জন্য চিনি প্রস্তুত হইতে যায়। মিরাট ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানের গুড় অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া বেশ দামে বাজারে চলে। বিগত দুই বৎসরের গুড়ের বাজারের হিসাব প্রদত্ত হইল তাহাতে আশা করি এ ব্যবসাটিতে অনেকের নজর পড়িবে ও এই দেশজ কুটীর ব্যবসার দিকে অনেকে দৃষ্টিপাত করিবেন।

নিম্নে তালিকা দেওয়া হইল উহা কাণপুরের এবং মজফরনগরের বাজার চলন ভাল রকমের গুড়ের দর। ইহা ব্যতীত পরিষ্কৃত ভাল বিখ্যাত শিশোয়া বাজারের গুড়ের দরও দেওয়া গেল।

বাজার		জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
		টা—আ	টা—আ	টা—আ	টা—আ								
কাণপুর	১৯২৬	৬—১৩	৬—৮	৬—১০	৬—৭								
"	১৯২৭	৬—৭	৬—৪	৬—৪	৬—৮								
মজঃফর নগর	১৯২৬	৬—১৪	৬—১৫	৬—১৪	৬—১৪								
"	১৯২৭	৫—৫	৫—৭	৬—৬	৫—৭								
শিশোয়া বাজার	১৯২৬	৬—১৫	৪—৩	৪—৪	৪—৭								
"	১৯২৭	৪—১৩	৪—৩	৪—৪	৪—৫								

কাণপুরের গুড়ের বাজার যে কম তাহার প্রমাণ এই। উক্ত গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত করিয়াও যাবা চিনি হইতে দর কম পড়ে। নিম্নে তালিকা দৃষ্টে বুঝিতে পারিবেন।

মাসের নাম	১৯২৭	বাজার দাদা চিনি	ভারতে প্রস্তুত চিনি (কাণপুরের)	বাজার দাদা চিনি	ভারতে প্রস্তুত চিনি (কাণপুরের)
		টা—আ	টা—আ	টা—আ	টা—আ
জানুয়ারী		১৭—৩	১৭—৩	১৭—১৪	১৭—১৪
ফেব্রুয়ারী		১৭—১৫	১৭—১৪	১৭—৩	১৭—৪
মার্চ্চ		১৭—১৫	১৭—১৫	১৭—১০	১৭—৯
এপ্রিল		১৭—১৫	১৭—১৫	১৭—৭	১৭—৯
মে		১৭—১৫	১৭—১৫	১৭—৯	১৭—১১
জুন		১৭—১৫	১৭—১৫	১৭—১১	১৭—১৪
জুলাই		১৭—১৫	১৭—১৫	১৭—১৪	১৭—১৪
আগষ্ট		১৭—১৫	১৭—১৫	১৭—১৪	১৭—১৪
সেপ্টেম্বর		১৭—১৫	১৭—১৫	১৭—১৪	১৭—১৪
অক্টোবর		১৭—১৫	১৭—১৫	১৭—১৪	১৭—১৪
নভেম্বর		১৭—১৫	১৭—১৫	১৭—১৪	১৭—১৪
ডিসেম্বর		১৭—১৫	১৭—১৫	১৭—১৪	১৭—১৪

পাঞ্জাব প্রদেশে গত দুই বৎসর যথাক্রমে ৪৪৮০০০ এবং ৪৯৬০০১ একর পরিমিত জমিতে আখের চাষ হইয়াছিল তাহাতে একর প্রতি ১৯২৬-২৭ ও ১৯২৭-২৮ সালে যথাক্রমে ১৭৪৫ ও ১৭৩৯ পাউণ্ড গুড় উৎপন্ন হইয়াছিল। ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কম আখের চাষ এ অঞ্চলে হইয়া থাকে। ইহার অন্যতম কারণ এ অঞ্চলে প্রচলিত যে রকম আখের চাষ হইয়া থাকে উহা নিকৃষ্ট জাতীয় আখ্। ইহাতে গুড় কম উৎপন্ন হয়। তবে সম্প্রতি ভাল জাতের আখের চাষও আরম্ভ হইয়াছে। আশা করা যায় ক্রমশঃ ইহার প্রসার বৃদ্ধি

পাইবে। অমৃতসরের গড়পড়্তা মাসিক বাজারের দাম মণ প্রতি নিম্নে প্রদত্ত হইল উহাতে অনেকটা আন্দাজ পাওয়া যাইবে।

	টা	আ
মার্চ্চ ১৯২৬	৬	১২
এপ্রিল ১৯২৬	৭	৪
মে ১৯২৬	৬	১২
নভেম্বর ১৯২।	৫	০

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে বিগত ১৯২৬-২৭ ও ১৯২৭-২৮ সালে যথাক্রমে ৫৩০০০ ৪৩০০০ একর পরিমিত স্থানে আখের চাষ হইয়া থাকে। গুড়ের পরিমাণ যথাক্রমে ২৬২০ ও ২৭৬১ পাউণ্ড দাঁড়াইয়াছিল। এই প্রদেশে বেশীর ভাগ পৌণ্ডা আখের চাষ হইয়া থাকে। নিম্নে দুই বৎসরের হিসাব ও দর দেওয়া যাইল তাহাতে অনেকটা বুঝিতে পারিবেন।

	১৯২৬		১৯২৭	
	টা.	আ	টা	আ
জানুয়ারী	৬	১৩	৫	১২
ফেব্রুয়ারী	৬	৬	৫	৯
মার্চ্চ	৬	৬	৫	১৩
এপ্রিল	৬	৪	৬	১৩
মে	৭	৮	৭	৫
জুন	৭	১০	৭	৩
জুলাই	৭	১০	৭	৩
আগষ্ট	৭	১০	৭	৩
সেপ্টেম্বর	৭	১৩	৭	৩
অক্টোবর	৭	১৩	৬	১৩
নভেম্বর	৭	১১	৬	১৩
ডিসেম্বর	৭	১	৬	১৩

বিহার উড়িষ্যা প্রদেশে বিগত ১৯২৬-২৭ সালে ও ১৯২৭-২৮ সালে দুই বৎসরেই ২৮৯০০০ একর পরিমিত স্থানে আখের চাষ হইয়াছে। যথাক্রমে গুড়ের উৎপন্ন পরিমাণ ২৩৪৯ ও ২৩৯৫ পাউণ্ড হইয়াছে। উত্তর বিহার প্রদেশে অনেকগুলি চিনি প্রস্তুতের কারখানা আছে। তথায় অনেক আখ চিনির জন্য প্রেরিত হইয়া থাকে। সেখানে আখ হইতে একেবারে চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ক্ষেতে ও অঞ্চলে আখের দর ছয় আনা প্রতিমণ। গড়পড়তা ১১ মণ আখে একমণ গুড় প্রস্তুত হইয়া থাকে। দর প্রতিমণে পাঁচ টাকা আট আনা পড়িয়া যায়।

ভারতের কৃষি।

"কৃষক সম্পাদকের পাবনা কলেজে বক্তৃতা"

সম্প্রতি পাশ্চাত্য দেশীয় শিক্ষিত পাকা কৃষক সম্প্রদায়ের রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, য়ুরোপখণ্ডে উন্নত প্রণালীতে চাষ করার ফলে স্থানে স্থানে ২ হইতে ২৷৷০ গুণ ফসল বেশী হইতেছে। ইটালীতে ধানের জমীতে প্রতি একরে ৩৬৭০ পাউণ্ড চাউল উৎপন্ন হইতেছে। আমাদের শস্যশ্যামল বাঙ্গালাদেশে প্রতি একরে ১৩১০ পাউণ্ড চাউল জন্মে অর্থাৎ ইটালীর এক-তৃতীয়াংশ মাত্র। পাশ্চাত্য দেশে কৃষকরা বাল্যকাল হইতে যৌবনের প্রথম সীমা পর্য্যন্ত স্কুল কলেজে সুশিক্ষিত হইয়া পরে কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। কৃষকদের মধ্যেও অশিক্ষিত নাই, তবে সামান্য শিক্ষিতের সংখ্যা এক শতের মধ্যে ১৯ জন মাত্র। আমাদের দেশে কৃষক মাত্রেই অশিক্ষিত।

শিক্ষিত হওয়ার পরে কৃষিতত্ত্ব অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায়, য়ুরোপ প্রভৃতি দেশে এখন যে পরিমাণ শস্য উৎপাদন হইতেছে, আমাদের দেশেও পূর্ব্বে ততোধিক শস্য উৎপন্ন হইত। এমন একটি সময় ছিল যখন ক্ষেত্রের বীজ ছড়াইয়া দিলেই প্রচুর ফসল হইত, কিন্তু এখন তাহা হয় না কারণ রেলের দ্বারা ভারতের নদীগুলি মরিয়া যাইতেছে প্রভূত জলরাশি আর দেশকে প্লাবিত করে না এবং বাঙ্গালা দেশ হইতে প্রতি মিনিটে ৭ মণ করিয়া হাড় বিদেশ চলিয়া যাইতেছে যাহা দেশে থাকিয়া রৌদ্রে পুড়িয়া জলে ভিজিয়া দেশকে ফসফরাস দিত। ভারতবর্ষে প্রতি একরে চাউল ১৮৯০সালে—১১৪০ পাঃ, ১৯০০ সালে—১০৬০ পাঃ, ১৯১০ সালে—৯৯৪ পাউণ্ড, ১৯১৭ সালে—৯০৪ পাঃ, ১৯২৪ সালে—৮১০ পাঃ, এইসকল সমস্যার সমাধান অশিক্ষিত কৃষক করিবে, কি শিক্ষিত লোকে করিবে?

এদেশে জমীর উৎপাদিকা শক্তি কমিয়া গিয়াছে। এ অবস্থা আস্বাভাবিক নহে। কৃষিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতরা বলেন, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা যায়, এদেশে জমীর উপরিভাগের মাটী অসার হইয়া গিয়াছে, কারণ বহুদিন হইতে ঐ মাটীর সার শোষণ করা হইয়াছে। বলদটানা লাঙ্গল তিন ইঞ্চির অধিক গভীর চাষ করিতে পারে না, কাজেই ঐটুকু মাটীতে বীজ পরিপুষ্টির উপাদান এখন আর নাই। যেমন টবে ফুলগাছ বসাইলে মাটীর নূতন অবস্থায় গাছ ভাল থাকে, মাটী যত পুরাতন হয় গাছও তত খারাপ হয়।

ফলতঃ, এখন তিন চার ইঞ্চির অধিক গভীর করিয়া লাঙ্গল দিতে হইবে, যাহাতে নীচের নূতন মাটী পাওয়া যায় ও নীচের মাটী নরম হইয়া বীজের পক্ষে রসাকর্ষণের অনুকূল হয়। এই ভাবে লাঙ্গল দিতে হইলে প্রাচীন লাঙ্গলের পরিবর্ত্তে কলের লাঙ্গল ব্যবহার

করিতে হইবে। কৃষকেরা জমিতে "জো"। (জমীর না-শক্ত না-নরম অবস্থাকে "জো" বলে) পাইবার আশায় বৃষ্টির অপেক্ষা করে। বৃষ্টি যদি বিলম্বে হয় বা আদৌ না হয়, গ্রীষ্মের প্রাক্কালে পাথরের মত শক্ত মাটীতে বলদ টানা লাঙ্গল চালান সম্ভব হয় না, তাহার উপর "জো" পাইবামাত্র অনেক সময়ে জলের অভাবে, বলদের অসুস্থতা প্রভৃতি নানা কারণেও মুরশুম চলিয়া যাইতে দেখা যায়। কলের লাঙ্গল একজন লোকে সারা দিনে ১৪ হইতে ১৮ বিঘা জমী ১১ হইতে ১২ ইঞ্চি (আবশ্যক মত) গভীর করিয়া লাঙ্গ দিতে পারে ও ১২ ইঞ্চি গভীর মাটীর নীচে হইতে উলুখড়ের শিকড়, জঙ্গল ও নানা প্রকার আগাছা উৎপাটন করিয়া ফেলে। পশ্চিমের বহু স্থানে ও পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে কলের চাষ আরম্ভ হইয়াছে। কল সারাদিন চলিলে প্রায় ৬।৭ টাকা খরচ পড়ে।

পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষিত কৃষক সম্প্রদায় বলেন ভারতের শিক্ষিত লোকে উন্নত প্রণালীতে চাষকার্য্য আরম্ভ না করিলে অদূরভবিষ্যতে খাদ্যদ্রব্যের জন্য ভারতবাসীকে সমুদ্রপারের দেশের দিকে চাহিয়া থাকিতে হইবে।

আমাদের দেশে ৭ কোটী ৬০ লক্ষ টন খাদ্যের ফসল জন্মিয়া থাকে তন্মধ্যে ৪॥০ কোটী টন ফসল বিদেশে রপ্তানী হয়, বাকী যাহা থাকে, তাহাতে আমাদের আধপেটা খাওয়া চলে। আমাদের জমীর উৎপাদিকা শক্তি কমিয়া গিয়াছে, রপ্তানী বাড়িয়াছে ও দেশে খাইবার লোক-সংখ্যা বাড়িয়াছে, অথচ লোক অভাবে চাষের উপযুক্ত নূতন জমী পড়িয়া রহিয়াছে।

গত ১৯২১—২২ অব্দের কৃষি বিভাগের সরকারী বিবরণী হইতে দেখা যায়:—

	একরে
জমীর পরিমাণ মোট—	৬৬৩,৫০৮,০০০
পথ, মাঠ প্রভৃতিতে—	১৫৩,১৭৮,০০০
বন জঙ্গলে—	৮৫,৪১৯,০০০
পাট প্রভৃতি নানাবিধ পণ্যের চাষে	৪০,৭৩১,০০০
জিরেন জমী	৫০,৫৫৪,০০০
খাদ্যদ্রব্যের চাষে	২১৫,৫০৮,০০০
চাষের উপযুক্ত পতিত জমী	১৫১,১৭৩০০০

ঐ অনাবাদী জমী যদি আবাদ করা যায়, তবে আরও ৭ কোটী টন খাদ্যদ্রব্য আমাদের দেশে বেশী জন্মিতে পারে। ফলে এক এক জন লোক প্রত্যেকে যদি অন্ততঃ ৫ একর ঐ অনাবাদী জমী চাষ করে, তবে ২৮ লক্ষ বেকার লোকের যথেষ্ট লাভজনক কার্য্য জুটিতে পারে।

মজুরী, খাজনা ও অন্যান্য খরচের অনুপাতে ফসল হয় না বলিয়া কৃষিকার্য্যের প্রতি লোকের অনাস্থা জন্মিতেছে। সুদূর পল্লীগ্রাম হইতে দলে দলে লোক আসিয়া সহরে

কুলি-মজুরী করিতেছে। অশিক্ষিত কৃষকরা প্রাচীন পদ্ধতিতে চাষ করিয়া অকৃতকার্য্য হইলে পাশ্চাত্য দেশের কৃষি সমিতি প্রভৃতির মত এখানে এমন কোন প্রতিষ্ঠান নাই, যাহার সহিত তাহারা পরামর্শ করিতে পারে।

সম্প্রতি দেখা যাইতেছে, শিক্ষিত অনেক যুবক কেরাণীগিরিতে নিরাশ হইয়া 'বাস', 'লরি' ও মটরচালক হইয়া সংসার প্রতিপালন করিতেছে। পশ্চিম অঞ্চলে অনেক লোক উন্নত প্রণালীর কলের লাঙ্গলে চাষ করিয়া বেশ সাফল্যলাভ করিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গেরও স্থানে স্থানে কলের চাষ আরম্ভ হইয়াছে। দেশের জমীদারদের উচিত, কলের দ্বারা নিজের কাজ সারিয়া প্রজাদের চাষের জন্য কল ভাড়া দেওয়া। শিক্ষিত যুবকরা সহরে চাকরীর উমেদারী ছাড়িয়া কলের সাহায্যে চাষ আরম্ভ করিলে নিজের ও দেশের দুঃখমোচন করিতে সমর্থ হইবে।

গত ১৯২৭ অব্দে জেনেভায় পৃথিবীর জনসংখ্যা সম্বন্ধে যে মহাসভা হইয়াছিল, তাহাতে প্রকাশ যে, ভারতবর্ষে গত ৫০ বৎসর হইতে যে অনুপাতে লোকসংখ্যা বাড়িতেছে, সেই অনুপাতে আগামী ১৯৫০ সালে আরও ৪ কোটী লোক বৃদ্ধি হইবে। সুতরাং এখন হইতে তাহাদের খাদ্যের ব্যবস্থা না করিলে ভারতবাসীর নাম পর্য্যন্ত পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইবে।

মূলার চাষ।

শ্রীরবতী মোহন দাস—মার্কেট গার্ডনার, গিরিডি।

আজকাল মূলা যেমন লোকের প্রিয় হইয়াছে, উহার চাষও প্রিয় হওয়া আবশ্যক। আমার চাষে এইরূপ পর্ব্বতময় স্থানে সার ব্যবহার দ্বারা ৫।৬ ইঞ্চি মোটা ২৭ ইঞ্চি লম্বা হইয়াছিল। সব চেয়ে ছোটগুলি ২ইঞ্চি মোটা ১৮ ইঞ্চি লম্বা হইয়াছিল।

সারের সূত্র—নাইট্রেট ১ ভাগ, ফসফেট্ ২ ভাগ পটাস ২½ ভাগ

নাইট্রেটের জন্য (বিঘাপ্রতি) ৮০ হাত×৮০ হাত

সালফেট্ অব এমোনিয়া	৫০ সের	হইতে	১০০ সের
বা—নাইট্রেট্ অব সোডা	৬৬½ সের	"	১৩৩ সের
বা—সর্ষপ খোল	২০০ সের	"	৪০০ সের
বা—গোবর	২০০০ সের	"	৪০০০ সের

ফস্‌ফেট জন্য (বিঘা প্রতি) ৮০×৮০ হাত

হাড়ের ছাই	২৷৷০ মণ	হইতে	৫৲ মণ
বা—হাড়ের গুড়া	৩৲৫ মণ	হইতে	৬০ ছয় মণ দশ সের
বা—সুপার ফস্‌ফেট্	২৷৷০ মণ	হইতে	৫৲ মণ

(হাড়ের ছাই আমি ২০ পারসেণ্ট ধরিয়া দিলাম কিন্তু এর অনেক বেশী থাকে)

পটাশ জন্য

পাতার ছাই বা ঘুঁটের ছাই	৬৷০ মণ	হইতে	১২৷৷০ মণ
বা—কাঠের ছাই	১২৷৷০ মণ	"	২৫ মণ
বা—মিউরিয়েট্ অব পটাশ	১০ মণ	"	২৷৷০ মণ
বা—সালফেট্ অব পটাশ	১৷০ মণ	"	২৷৷০ মণ

প্রয়োগ করিবার বিধি ঃ—

সালফেট অব এমোনিয়া বা নাইট্রেট অব সোডা অন্ততঃ বীজ বুনার এক সপ্তাহ পূর্ব্বে দিয়াছিলাম। আমি সর্ব্বদা অর্দ্ধেক গোবর বা খৈল অপর অর্দ্ধেক নাইট্রেট্ অব সোডা বা সালফেট অব এমোনিয়া ব্যবহার করি; খৈল বা গোবর অন্ততঃ একমাস পূর্ব্বে, জমিতে দিতাম, ছাই এক সপ্তাহ পূর্ব্বে, হাড়ের গুঁড়া ৩।৪ মাস পূর্ব্ব হাড়ের ছাই এবং অপর পটাশ ঘটিত সার ৭ দিন পূর্ব্বে ব্যবহার করি। পটাশ ও সলফেট্ অব এমোনিয়া এক দিনে দেওয়া উচিত নহে। পরীক্ষার ফলে ক্রমশঃ অরও অধিক জানা যাইবে। এই ফরমুলা গুলি আমার শিক্ষক Mow সাহেব দেওয়া এবং আমার পরীক্ষিত।

মান কচুর চাষ ও গো-সেবা।

শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য।

মধ্যবিত্ত লোকের অবস্থা বর্ত্তমানে বড় শোচনীয় হইতে চলিল। শিক্ষিত যুবকেরা পেটের দায়ে পরের চাকর হইতে লালায়িত; বি, এ, পাশ ক'রে ৩০৲৩৫ টাকা মাইনের কেরাণী-গিরি জোটা ভার; এম্ এস্-সি পাশ ক'রে ৫।৬ বৎসর বসে আছে, একটা ৫০৲টাকার চাকুরি জুটচে না এমন অনেক ছেলে আমার জানা আছে। কলিকাতার আশপাশ হ'তে লেখাপড়া জানা লোকদের মধ্যে মধ্যে প্রায় শতকরা ১০০ জন ডেলি পাসেঞ্জার ব্রতের নির্য্যাতন ভোগ করিয়া কলিকাতার সওদাগরি আফিস্-

বর্ত্তমান অবস্থা।

গুলিতে চাকরী করিয়া থাকে; তাহাদের মধ্যে বার আনা লোকের মাহিনা পঞ্চাশের মধ্যে, তিন আনা লোকের মাহিনা এক শতের মধ্যে, আর এক আনা লোক এক শতের উপর পান।

চাকরি করিতে গেলেই—বিশেষতঃ অল্প মাহিনা হইলে—মনুষ্যত্ব লোপ পায়, বিবেকের বাণী ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসে; মনিবের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সাহস থাকে না; মনিবের অযথা অত্যাচার, অভাবের তাড়নায়, নীরবে সহ্য করিতে হয়। আর অন্ন, প্রতিপাল্য অধিক। চাকরির আয় হাজার চেষ্টা করিলেও বাড়িবার নয়। কাজেই মানুষ স্বার্থপর হইয়া পড়ে, ঘুষ প্রভৃতি লইয়া অবৈধ উপায় আয় বাড়াইবার চেষ্টা করে; সত্যের বদলে মিথ্যার আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, চাকুরে বাবুদের—বিশেষতঃ পাঁচাশের মধ্যে যাহাদের আয় তাহাদের—চরিত্র সাধারণতঃ দিন দিন উন্নত না হইয়া হীন হইতে হীনতর হইতে থাকে। এই চরিত্রহীন চাকুরে বাবুরাই পল্লীগ্রামে বাস করিয়া থাকেন। পল্লীগ্রামের সংস্কার বা উন্নতি ইহাদের উন্নতির উপর নির্ভর করে। ধর্ম্মে যাহাদের বিশ্বাস নাই, বেদ উপনিষদ পড়িবার যাহাদের অবসর নাই, স্বাস্থ্য-রক্ষার উপায় যাহারা জানেনা, স্বার্থপরতার তীব্র বহ্নিতে যাহাদের উদারতার বীজ দগ্ধ হইয়া গিয়াছে পরস্ত্রী-কাতরতার উগ্রবিষে যাহাদের হৃদয় জর্জ্জরিত, যাহাদের পরোপকার ও পরহিত সাধনের প্রবৃত্তি, অভাবের কঠিন কশাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে—সেই-সকল চাকুরে বাবুরাই পল্লীমায়ের অঞ্চল নিধি।

পল্লীর মধ্যে প্রবেশ কর; বেলা ৯টার পর গ্রামে আর পুরুষ মানুষ খুঁজিয়া পাইবে না; প্রাতঃকালের শেষে ডাউন ট্রেনখানি পল্লীমায়ের অঞ্চল নিধি গুলিকে ছিনাইয়া লইয়া কলিকাতা প্রমুখ সহর বাসির সেবার জন্য টানিয়া লইয়া যায়। পল্লীর প্রাতঃকালের দৃশ্য অতি শোচনীয়, অতি ভয়াবহ। মা লক্ষ্মীদের দিকে একবার চাহিয়া দেখ দেখি; শীত-কালের শেষ-রাত্রে সুখসেব্য শয্যা ত্যাগ করিয়া মায়েরা আমার রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়াছেন; কেহ বা দারুণ শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে বাসন মাজিতেছেন; কোলের সন্তান পাছে জাগিয়া উঠিয়া সাংসারিক কাজে বাধা দেয়—এই ভয়ে ভীত জননী অতি সন্তর্পণে পতি পুত্রের নিকট হইতে উঠিয়া আসিয়া উনানে ফুঁ পাড়িতেছেন; "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" এই শাস্ত্র হরা বিধির বশানুবর্ত্তিনী হইয়া বাংলার কুল লক্ষ্মীরা একাধারে ঝি, বামুন, মেথরাণী; ও শুশ্রূষাকারিণী সাজিয়াছেন। কাজেই প্রাতে ছেলে পিলেকে ঠাণ্ডা করিয়া ডেলি পাসেঞ্জার গৃহিণীকে ৮টার মধ্যে ভাত দিতে তাঁহাদের কাষ্টের একশেষ ভোগ করিতে হয়। আর পুরুষেরা যে সুখে থাকেন, তা নয়। কেহ বিছানা হইতে উঠিয়াই খাইতে বসিলেন; কেহ বা একটু মাথায় তেল দিয়াই—একটা ডুব দিয়া আসিয়া অষ্টমীর ছাগের মত কাঁপিতে কাঁপিতে আহারে বসিলেন; অর্দ্ধসিদ্ধ অন্নব্যঞ্জন কোনো গতিকে গলাধঃ করণ করিয়া "ঐ গাড়ী এল, ঐ গাড়ী এল" দৌড় ঝাঁপ চীৎকারে গ্রামটী তোলপাড় করিয়া ট্রেণে চাপিয়া হাঁপইতে হাঁপাইতে হাজিরা কেতাবে সহি করিতে পারিলেই তাঁরা বাঁচেন।

কেবল ছুটাছুটি অর্থ-চিন্তাই কি মানব জীবনের লক্ষ্য? চাকুরি করায় উদ্দেশ্যে স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা নিজের শরীর রক্ষা করা ও পরিবারস্থ সকলের শরীর স্বচ্ছন্দে রাখা। শরীর স্বচ্ছন্দে রাখিতে হইলে উপযুক্ত স্নান আহার আবশ্যক

স্নান ও আহার।

মাথায় এক খাবলা তেল দিয়া টুপ করিয়া ডুব দিলে স্নান করা হয় না, তাতে শরীর স্বচ্ছন্দে থাকে না। প্রত্যেক অঙ্গে বেশ করিয়া সরিষপ তৈল মর্দ্দন করিতে হইবে, অন্ততঃ আধ ঘণ্টা ধরিয়া তেল মাখা দরকার; তার-পর ধীরে ধীরে স্নান করিবে; তবে শরীর স্বচ্ছন্দে থাকিবে; খোষ পাঁচড়া দাদ, চুলকানি, ঘামাচি কখনো হইবে না। শরীর শীতল থাকিবে; মাথা ঠাণ্ডা থাকিবে; সহজে রাগ হইবে না। বাসি বা অর্দ্ধসিদ্ধ অন্ন গো-গ্রাসে' উদরস্থ করিলে আহারের উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। আহারের উদ্দেশ্য শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট কর্ম্ম-পটু রাখা; প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে কর্ম্ম-ক্ষম করা; কর্ম্মের জন্য উপযুক্ত শক্তি সঞ্চয় করা। নিরুদ্বিগ্নচিত্তে সুসিদ্ধ অন্নাদি ধীরে ধীরে চর্ব্বণ করিলে ভুক্তদ্রব্য দন্ত রসের সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত হওয়ায় সহজে জীর্ণ হইবে, রস রক্ত-মাংস মেদ মজ্জা শুক্রে পরিণত হইবে; দেহের লাবণ্য কান্তি পুষ্টি বৃদ্ধি পাইবে; অম্ল অজীর্ণাদি রোগ বর্জ্জিত হইবে। "ঐ আট্‌টার ট্রেণ এল, ঐ গড়ীর শব্দ হচ্চে"—এরূপ উৎকণ্ঠা লইয়া আহারে বসিলে আহারের উদ্দেশ্য সফল হইবে না; অম্ল, অজীর্ণাদি রোগ দুর্ব্বলতা, রুক্ষতা, সঙ্গে লইয়া সর্ব্বশরীর জুড়িয়া বসিবে; খিট্‌খিটে স্বভাব, তিরিক্ষি মেজাজ, বিরক্তি, কর্ম্মে অপারগতা, কর্ত্তব্য সাধনে উদাসীনতা জীবনকে ভারবহ করিয়া তুলিবে।

যদি চাকরির উদ্দেশ্য হয় নিজেকে ও পরিবারস্থ সকলকে উপযুক্ত আহার দানে সুস্থ বলিষ্ঠ দেহে রাখা, আর যদি চাকরি করিতে গিয়া সময় মত স্নান আহার না হওয়ায় শরীর রুগ্ন ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া পড়িতে থাকে ও হাড়ভাঙা পরিশ্রম করিয়াও উপযুক্ত অর্থাগমের অভাবে পরিবারস্থ সকলে নষ্ট স্বাস্থ্য, দুর্ব্বল চিত্ত, মলিন চরিত্র হইতে থাকে, তবে চাকুরি করিবার দরকার কি? যদি চাকুরি না করে তাহারা কি করিয়া ভাত কাপড়ের যোগাড় করিবে। কি করিয়া সংসার প্রতিপালন করিবে, কি করিয়া সুস্থদেহে, সবলচিত্তে কাল কাটাইবে ইহা ভাবিবার সময় আসিয়াছে। 'চাকুরি করিওনা' বলা যতটা সহজ, ভাত কাপড় সংস্থানের উপায় নিরূপণ করা ততটা শক্ত, চাকুরির দোষ দেখান সহজে যেতে পারে, কিন্তু জীবন যাত্রার অন্য উপায় দেখান বড় কঠিন। ধ্বংস করা অতি সহজ, গঠন নীতি অবলম্বন করা অতি কঠিন। অন্ন সমস্যা আজকাল প্রত্যেক দেশহিতৈষীকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছে।

পল্লীবাসী শতকরা পাঁচ জনের জন্য আমি একটি উপায় দেখাইব। হাতে কলমে কাজ করিয়া আমি যাহাতে সফল হইয়াছি এমন একটি উপায় দেখাইব।

মানকচুর চাষ।

ইহা কাগজে কলমের কথা নয় পোষাকী পল্লী সংস্কার নহে। আশী হাত লম্বা ও আশী হাত চওড়া জমির পরিমাণ এক বিঘা। এক বিঘা জমিতে মানকচু বসাইলে তাহাতে কিরূপ আয় ব্যয় হয়, আমার Practical experience হইতে তাহার একটা হিসাব দিব। দুই হাত অন্তর কার্ত্তিক মাসে কচু বসাইতে হয়। তাহা হইলে একবিঘা জমিতে ১৬০০ কচু বসিবে। কচু বসাইবার পূর্ব্বে জমিটি লাঙ্গল দিয়া

বেশ পরিস্কার করা দরকার। চারিখানি লাঙ্গল দিলে জমিটি বেশ পরিস্কার হইবে। বার আনা হিসাবে ৪ খানি লাঙ্গলের দাম ৩৲ টাকা। এক হাত স্কোয়ার (square) ও এক হাত গভীর গর্ত্ত কাটিয়া উহার মধ্যে কচু বসাইতে হয়। ১০০ গর্ত্ত কাটিতে দুটি মজুর লাগিবে। ৸০ হিসাবে দুটি মজুরের খরচ ১৷৷০; ১০০ কচুর তেড় ১৷৷০; তাহা হইলে ১০০ কচু বসাইতে খরচ ১৷৷০+১৷৷০=৩৲; ১৬০০ কচু বসাইবার খরচা ১৬×৩=৪৮৲; বৈশাখ মাসে জমিটি একবার কোপাইতে হয়; সাবধানে কোপাইতে হইবে, যেন কচুর গাছটি আল্‌গা না হইয়া যায়, বসিয়া বসিয়া ছোট হাত কোদাল লইয়া কোদ্‌লাইতে হইবে। কোদ্‌লাইলে যে চাব্‌ড়া উঠিবে, তাহাকে কোদালের বাঁটের ঘায়ে ভাঙিয়া গুঁড়া করিয়া দিবে এবং উহাতে ঘাস ও বন জঙ্গলের শিকড় বাছিয়া ফেলিবে। কোদ্‌লাইবার বাৎসরিক খরচা ৫৲। যেমন গাছ বাড়িতে থাকিবে, তেমনি গর্ত্তের মধ্যে ছাই পচা গোবর মাটি মিশাইয়া দিতে থাকিবে। বৈশাখ মাসে ছাই গোবর সার প্রত্যেক গাছের গোড়ায় ২ মুঠি হিসাবে দিবে। আষাঢ় মাসে প্রত্যেক গাছের গোড়ায় আধ পোয়া খইল (সরিষার) গুঁড়া করিয়া দিবে। বর্ষার বৃষ্টির সময় গাছের গোড়া হইতে মাটি ধুইয়া গেলে মাটি দিয়া গোড়া বাঁধিয়া দিবে। গোড়া বাঁধা বাবত বাৎসরিক খরচা ৪৲। সমস্ত বৎসরের মধ্যে আর কোন কারকিৎ করিতে হয় না। একবিঘা জমিতে যে সার লাগিবে, তাহার দাম ৬৲। আর সেই সার গাড়ী করিয়া আনার খরচ ১০৲। আর সেই আনীত সার গাছের গোড়ায় দিবার মজুরী ২৲; সুতরাং সার দিবার মোট খরচা ১৮৲। জমির বাৎসরিক খাজনা ৫৲। জমির চারিধার খানা বা পগার কাটার বাৎসরিক খরচা ৪৲। সর্ব্বসমেত একবিঘা জমিতে কচু বসান ও তাহার পাট করিবার বাৎসরিক মোট খরচ (৫৲+৪৮৲+১৮৲+৫৲+১৪৲ =৯০৲)। একবিঘাতে ৫ মণ খইল লাগিবে। উহার দাম ২০৲ সুতরাং মোট খরচ ৯০৲+২০৲=১১০৲।

(ক্রমশঃ)

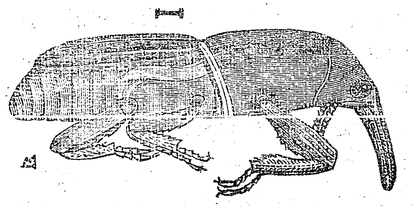

গোজাতির উন্নতি ও গোদুগ্ধ

(১)

আমাদের কলিকাতার মত বড় নগরের গোচারণ ও বৃষসংকট তথা "শুষ্ক গাভী সমস্যা" দুর করিবার জন্য কলিকাতার অখিল ভারতীয় গো-সভা B. N. Ry লাইনের কোলাঘাট ষ্টেশনের এপারস্থিত (কলিকাতা হইতে ৩২ মাইলে স্থিত) দেউলটী ষ্টেশনের সন্নিকটস্থ কাম রদহ গ্রামে উপরোক্ত বা পূর্ব্বকথিত প্রণালীতে এক গোশালা বা জনন ক্ষেত্র খুলিয়াছেন। দেশের লোককে আহ্বান করিতেছেন যে তাঁহারা নিজেদের শুষ্কগাভী তথায় পাঠান। এ বিষয়ে কলিকাতা কর্পোরেশনেরও একটু চক্ষু চাহিয়া শীঘ্রই দেখা দরকার। বহুবাজারস্থিত "Co-operative milk Union" সমিতিকে কেবল মাত্র বাৎসরিক দান দিলে সহরের বিশুদ্ধ দুগ্ধ সংকট মিটিবেনা। দুগ্ধের উৎসকে রক্ষা ও পরিবর্দ্ধিত করিতে হইবে। তাহার সুমিমাংসা এই রূপনারায়ণ নদের উপরিস্থিত সরকার দত্ত ৩০০০ বিঘা চরভূমিতে এই জটিল প্রশ্নের সমাধান হইবে। গোসভা নগরবাসীর শুষ্কগাভীদের তাঁহাদের গোশালায় লইয়া যাইবেন এবং পালন করিবেন। গর্ভিনী করাইবেন এবং আসন্ন-প্রসবা হইলে গোস্বামীদের প্রত্যর্পন করিবেন। সভার বিশেষজ্ঞ বা গোঅধ্যক্ষ সভার পক্ষ হইতে কিছু কিছু চরাই ও খাদ্যের জন্য সাহায্য ভিক্ষা লইবেন। এবং তাঁহার সাবকাশ মত আমাদের দেশের কৃষকদের শিক্ষার জন্য গোজনন, গোপালন, গোচিকিৎসা, দুগ্ধদোহন, প্রেরণ, বিশুদ্ধ দুগ্ধ উৎপাদনাদি সম্বন্ধে স্বল্পকালব্যাপী (Short Course) ডিপ্লোমার জন্য লেক্চারও শিক্ষা দিবেন। এই কাজে দেশের লোকের সহানুভূতি সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়। গোসভার আবেদনে কলিকাতা কর্পোরেশন "জনন ক্ষেত্র" নগরে স্থাপিত করিয়াছেন। কিন্তু নগরবাসী ময়লা ফেলা বৃষের দ্বারা সস্তায় নিজেদের গাভীগণের সংজনন করাইবে সে ভাল, তত্রাপি সাধারণ গাভীদের সাধারণ জনন ক্ষেত্রে পাঠাইবে না। এ রোগের প্রতিকার কি তাহা বলিতে পারি না; আর দেশে তারস্বরে "জনন বৃষ" নাই বলিয়া চিৎকার করিলে কোনই ফল দর্শিবে না। কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষীয়দেরও কর্ত্তব্য যে এই জননাগার একটি দেশী বিশেষজ্ঞের অধীনে প্রতিস্থাপিত করেন। ফল কথা জনন ক্ষেত্র, দুগ্ধ ও নগরের ছানা মিষ্টান্নাদির দোকান সকল একটি বিশেষজ্ঞের অধীনে রাখা কর্ত্তব্য। মেয়র বাহাদুরের কি এদিকে নজর আশু পড়িবে? গোজাতী সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় মল্লিখিত গোপাল-বান্ধব পুস্তকে বিবৃত আছে; তাহা প্রত্যেক গো- সেবককে পাঠ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিতে অনুরোধ করি।

এখন দুগ্ধ সম্বন্ধে ২।৪ টি অত্যাবশ্যকীয় কথা বলিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। পাশ্চাত্য সকল সভ্য দেশে "বিশুদ্ধ দুগ্ধ" যাহাকে "Cartified milk "বলে ক্রয় বিক্রয়ের প্রথা প্রচলিত আছে। আমাদের দেশের গোপগণ তাহা জানেও না এবং এইরূপে দুগ্ধ উৎপাদিতও হয় না। বালক আতুরের জীবন ধারণের দুগ্ধ একমাত্র রসায়ন ও প্রধান খাদ্য। ইহাতে কি কি উপাদান আছে তাহা দেখা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। "জনমে মরণে গাভী হিন্দুর প্রবাদ বাক্য চিরকালই আছে ও থাকিবে। গাভীর শরীর একটি কল বিশেষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; খড়, ঘাস, খইল, জল, লবণ আদি খাইয়া গোমাতার বাঁট দ্বারা মধুরক্ত পুষ্টিকর দুগ্ধরূপে তাহা ফেৎ পাই। এই দুগ্ধে জল, ননী, ছানা, ছাই, লবণ, বা ধাতব পদার্থ, ও দুগ্ধ শর্করা বিশেষ পরিমাণে আছে। নারীদুগ্ধেও সেই সকল উপাদান ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় আছে। গাভী দুধের ছানাময় পদার্থ কঠিন অঁইস যুক্ত বলিয়া কচি শিশুগণ তাহা সহজে পরিপাক করিতে পারে না এবং মাতৃদুগ্ধে এই ছানাময় পদার্থটি খুব সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম মাত্রায় বর্ত্তমান আছে বলিয়া নবশিশু তাহা সহজেই জীর্ণ করিতে পারে। আমাদের দেশের নারীদের স্তনের দুগ্ধের নমুনা লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে শতকরা ৭৯টি—নারীদুগ্ধ অস্বাস্থ্যকর এবং শিশু পালনে অনুপযোগী। এই কারণে অস্মদ্দেশে বালমৃত্যু তালিকা পৃথিবীর সকল দেশ অপেক্ষা বেশী। অবিশুদ্ধ দুগ্ধ অস্বাস্থ্যকর এবং পানে কলেরা, টাইফয়েড, রক্ত আমশয়, যক্ষ্মা আদি রোগের উদ্ভব হইয়া থাকে; সেইজন্য বিশুদ্ধ দুগ্ধ সদাই পান করিবে এবং রোগী বালক এবং আতুরদের পান করাইবে। বিশুদ্ধ দুগ্ধ উৎপাদন করিতে একটু বেশী পরিশ্রম, সময় ও সামান্য অল্প বেশী ব্যয় পড়ে। স্বাস্থ্যকর পরিষ্কার গাভী হইতে ঢাকাপাত্রে পরিচ্ছন্নরূপে সকলদিন একসময়ে দোহন করিলে এবং সেই দুগ্ধ অচিরাৎ ঠাণ্ডা করিয়া শীতল স্থানে রাখিলে দুগ্ধ অবিকৃত অবস্থায় বেশীক্ষণ থাকে। দুগ্ধ অবিশুদ্ধ থাকিলে বীজাণু (bacteria) দুগ্ধে প্রবেশ করিয়া দুগ্ধ শর্করাটিকে দুগ্ধাম্লতে পরিণত করে এবং সেই জন্য দুগ্ধ টক ও গন্ধযুক্ত হইয়া মনুষ্যের অখাদ্য হইয়া পড়ে। এই সকল কথা বিশদ ভাবে গোপাল বান্ধব নামক মল্লিখিত পুস্তকে লিখিত আছে। তাহা প্রত্যেক শিক্ষিত লোকের পাঠ করা কর্ত্তব্য এবং দেশের হিতকামী লোকদের কর্ত্তব্য যে তাহার অপ্রকাশিত ভাগগুলিকে সত্বর প্রকাশ করাইয়া দেশে প্রচার করিয়া দেন। এই দেশহিতকর কাজে দেশের রাজা মহারাজা প্রজা ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি-কি আশু পড়িবে?

গোদুগ্ধকে নারীদুগ্ধে পরিণত করিয়া পাশ্চাত্য প্রায় সকল বড় বড় নগরের বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে; এই কৃত্রিম দুগ্ধকে হিউম্যানাইজড (humanized) বা মডিফাইড্ মিল্ক (modified milk) দুগ্ধ বলে। আমাদের দেশেত এইরূপ দুগ্ধ আঁতুড়ঘরে বহুল ব্যবহৃত ও প্রচলিত হওয়া কর্ত্তব্য। বিলাতের লণ্ডন নগরের, উইল্টশিয়ার ডেয়ারিজ কোং, বেন্ ডেভিজ্ এণ্ড সন্সের ও অপরাপর বহু কারখানা, লিভারপুলের বিবি এণ্ড সন্সের, নিউইয়র্কের ওয়াকার গর্ডন এণ্ড সন্সের এইরূপ দুগ্ধের কারখানা জগৎবিখ্যাত। ওয়াকার গর্ডন এণ্ড সন্সের বৃহৎ কারখানায় প্রত্যহ সকালে ৪।৫ শত মাইল দুর হইতে ৪ মিলিয়ণ গ্যালন বিশুদ্ধ স্বাস্থ্যকর দুগ্ধ আমদানী হইয়া ২ ঘণ্টার মধ্যে তাহা সমুদয় বিক্রয়

হইয়া যায় এবং সে দেশের লোক টাকায় খাঁটী দুগ্ধ ১২ সেরের দরে ক্রয় করিয়া থাকে; দীনামার দেশে ঐরূপ দুগ্ধ টাকায় ১৬ সেরের দরে সকল সময়ে পাওয়া যায় এবং বিলাতে দুগ্ধ টাকায় ১০ সেরের দরে বিক্রয় হয়; আর হিন্দুর দেশ ভারতে টাকায় ৩৷৪ সের দুধ মিলে না!!! দেশ মাহাত্ম্য বটে!!

হে বঙ্গ সন্তান! যদি জাতিরূপে ধরাপৃষ্ঠে বাঁচিতে চাহ, তবে পল্লীতে ফিরে যাও, পল্লীর বাস জাগাও; গোপালন কর, কৃষির অনুশীলন কর, ভাই ভাই সামান্য লইয়া ঝগড়া করিয়া দেশকে ও সুখের সংসারকে উৎসন্ন দিও না; খাট খাও, নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে শিখ দ্বেষ হিংসা ত্যাগ কর, সম্প্রদায়ে ২ সৌহার্দ্র্য স্থাপন কর, তোমাদের ঘর আগুন লাগাইবার অনেক নারদ মুনি আছেন, তাঁহাদের হতে তফাতে থাক!!!

গোদুগ্ধে জল ও দুগ্ধ শর্করা (Lactose) মিলাইয়া তৈলাক্ত গোলকগুলিকে (Fat globuels) যন্ত্রের সাহায্যে ভাঙ্গিয়া দিলে কৃত্রিম নারী দুগ্ধ প্রস্তুত হয়। আমাদের দেশে গোদুগ্ধ সস্তা করিতে হইলে, কৃষির উন্নতি করিতে হইলে, দেশের গোকুল রক্ষা ও উন্নতি করিতে হইবে। সে সব কথা পূর্ব্বে কতক ২ বলিয়াছি। এ সম্বন্ধে যাঁহার যাহা জিজ্ঞাস্য তাহা আমাকে সডাক পত্র দিলে জানিতে পারিবেন। দোহনের পূর্ব্বে দোহক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হস্তে ও সেইরূপ কাপড় পরিয়া, ঐরূপ মুখ ঢাকা পাত্রে দোহন করিবে, দোহনের পূর্ব্বে গাভীটিকে অর্থাৎ তাহার লেজ, লেজের লোমগুচ্ছ, যোনি, পশ্চাদ্ভাগ, বাঁট, পালান ও দুই পার্শ্বদেশ তথা পেটের নিম্নভাগ উত্তমরূপে ধুইয়া গোবরাদি আবর্জ্জনা ছাড়াইয়া তাহা মৃদু মৃদু মুছিয়া দিয়া শুষ্ক হইলে তবে দোহন করিবে। দোহন প্রাঙ্গন গোশালার সম্মুখে নির্দ্দিষ্ট করিবে সকল বিষয় গোপাল বান্ধবে দেখ।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার M. R. A. S. M. A. T. C. C., M. B. P. A. A. etc etc.
গোতত্ত্ববিদ্ ও উকীল হাইকোর্ট
৩১ নং এলগীন রোড, কলিকাতা।

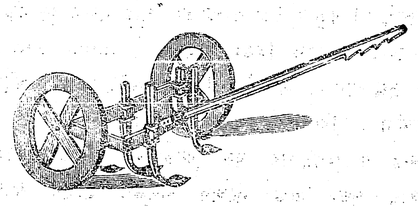



বাঙ্গালা দেশে গোজাতির পালন ও উন্নতি সম্বন্ধে সহজ আলোচনা।

মিঃ পি. জে, কার ও কে, ম্যাকলীন।

গলা ফুলা (Hæmorrhagic Septicæmia)।

এই রোগও এক প্রকার বিষাক্ত জীবণু দ্বারা উৎপাদিত হয় এবং সকল প্রাণী ইহা দ্বারা আক্রান্ত হয়। মহিষ, গরু, ঘোড়া, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগী প্রভৃতি কেহই বাদ যায় না। ইহাদের মধ্যে মহিষই এই রোগে অধিক আক্রান্ত হয়।

লক্ষণ।—এই রোগ অতিশয় তীব্রভাবে দেখা দেয় এবং শীঘ্রই মারাত্মক হয়। অল্পবয়স্ক প্রাণীর উপর এই রোগের ক্রিয়া অত্যন্ত প্রখর।

প্রথমেই উৎকট জ্বর দেখা দেয়। রোগী খাদ্য স্পর্শ করে না বা জাবর কাটে না। এক দিন পরেই গলদেশে ফুলা দেখা দেয়; এই ফুলা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং রোগীর নিঃশ্বাস প্রশ্বাস কষ্টকর হয়। রোগী মুখ হাঁ করিয়া থাকে এবং জিহ্বা বাহির হইয়া পড়ে। জিহ্বাও ফুলিয়া উঠে। এই ফুলা গলদেশ হইতে সম্মুখের পা পর্য্যন্ত বিস্তৃত লাভ করিতে পারে।

আক্রান্ত প্রাণী সাধারণতঃ এক হইতে তিন দিনের মধ্যেই মরিয়া যায়। এ পর্য্যন্ত ইহার উত্তম চিকিৎসা বাহির হয় নাই। আক্রান্ত প্রাণী অতি সত্বর মরিয়া যায় বলিয়া এবং গলা ফুলার জন্য ঔষধ গিলিতে না পারায় ঔষধের কার্য্য করিবার সময় থাকে না এবং পাওয়া যায় না।

রোগ নিবারণের উপায়।—সুস্থ প্রাণী যাহাতে এই রোগে আক্রান্ত না হয় তাহার একটী উৎকৃষ্ট উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই উপায় অবলম্বনে এই রোগের সংক্রামকতা নষ্ট হয়। এই রোগের প্রতিষেধক টীকা এই উৎকৃষ্ট উপায়।

কোন স্থানে এই রোগ দেখা দিলে তৎক্ষণাৎ পশুচিকিৎসকের নিকট সংবাদ প্রদান করা কর্ত্তব্য; চিকিৎসক সেই স্থানে গমন করিবে এবং টীকার বীজ আনিবার ব্যবস্থা করিবে এবং বিনা ব্যয়ে টীকা দিবে।

এই রোগে আক্রান্ত প্রাণী সুস্থ প্রাণী হইতে দূরে রাখা কর্ত্তব্য। টীকা হইলেও মিশিতে **দেওয়া উচিত নহে।**

কোন প্রাণী এই রোগে মরিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হইলে তাহার মৃতদেহ কাটিয়া চামড়া

ছাড়ান একেবারে উচিত নহে। তাহাতে মৃত প্রাণীর রক্ত মাটিতে পড়িবে এবং অন্য প্রাণীর পীড়িত হইবার পথ সহজ হইবে। এই রোগের বিষ রক্তে এবং শরীরের সর্ব্বপ্রকার স্রাবে বর্ত্তমান আছে। এই বিষ মাটিতে বহুদিন বাঁচিয়া থাকে। সেই জন্য আক্রান্ত প্রাণীর মলমূত্র এবং ব্যবহৃত খড় ইত্যাদি নষ্ট করিয়া ফেলা একান্ত কর্ত্তব্য এবং আক্রান্ত প্রাণী যে প্রাঙ্গনে বা যে ঘরে ছিল সে স্থান উত্তমরূপে শোধিত করিয়া লওয়া আবশ্যক।

জেলা বোর্ডের নিকট হইতে একটী টীকার মত বীজের দাম ছয় আনা লওয়া হয়।

তড়কা (Anthrax)।

এই রোগও এক প্রকার বিষাক্ত জীবাণু দ্বারা উৎপন্ন হয়। মানুষ এবং সকল প্রাণীই এই রোগে আক্রান্ত হয়। গরুর উপর ইহার প্রভাব অত্যন্ত বেশী।

লক্ষণ।—গরু এই রোগে আক্রান্ত হইলে এত অল্প সময়ে মরিয়া যায় যে সন্ধ্যায় যাহাকে সুস্থ দেখিয়া গোয়ালে আবদ্ধ করা হইয়াছে সকালে সেটী মরিয়া গিয়াছে দেখা যায়। যে সকল স্থলে রোগী ইহা অপেক্ষা অধিক সময় বঁচে সেখানে প্রথমতঃ অত্যন্ত জ্বর দেখা দেয়। পেটে শূল ব্যথা অত্যন্ত প্রবল, পাতলা রক্ত মিশ্রিত মল ঘন ঘন নির্গত হওয়া, এইগুলি ইহার বিশিষ্ট লক্ষণ। শীঘ্রই রোগী অচৈতন্য হইয়া পড়ে এবং মরিয়া যায়।

তড়কা রোগে মৃত প্রাণীর দেহ অতি শীঘ্রই পচিয়া উঠে এবং ফুলিয়া আকারে অতি বৃহৎ হইয়া পড়ে। মুখ, নাক এবং গুহ্যদ্বার দিয়া রক্তকষানী জল এবং ফেন নির্গত হইতে থাকে। এই রোগের বিষ মাটির ভিতরে এবং উপরে বহু দিন জীবিত থাকে। ইহা শীঘ্র মরে না।

যে সকল বস্তু মৃত প্রাণীর সংস্রবে আসে তাহা সমস্তই পোড়াইয়া ফেলা কর্ত্তব্য এবং সম্ভব হইলে মৃতদেহও পোড়ান উচিত। অন্যথায়, ছয় ফিট্ গভীর গর্ত্ত খুড়িয়া তাহাতে মৃতদেহ স্থাপন করিবে। যে সকল জিনিষপত্র মৃত প্রাণীর সংস্রবে আসিয়াছিল এবং যাহা পোড়ান যায় না তাহাও মৃত দেহের সঙ্গে গর্ত্তে দিয়া চুণ দিয়া সমস্ত ঢাকিয়া দিবে এবং পরে গর্ত্ত মাটী দিয়া বন্ধ করিবে। শেয়ালে যাহাতে মৃতদেহ খুঁড়িয়া বাহির না করিতে না পারে তাহার উপায় বিধান আবশ্যক।

সুস্থ প্রাণী গুলিকে তড়্কা রোগ-প্রতিষেধক টীকা দিবার জন্য নিকটবর্ত্তী পশুচিকিৎসককে ডাকা আবশ্যক।

আক্রান্ত প্রাণীকে ঔষধ খাওয়ান বিফল। তবে যখন টীকার বীজ অসিয়া পৌঁহায় তখন যদি কোন আক্রান্ত প্রাণী বাঁচিয়া যায় তাহাকে বৃহৎ মাত্রায় টীকার বীজ দেওয়া যাইতে পারে।

এই রোগে উত্তমরূপে শোধন এবং সংশ্লিষ্ট জিনিষপত্র বিনষ্ট করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

জেলা বোর্ডের নিকট হইতে এই রোগের টীকার প্রতি মাত্রার মূল্য ছয় আনা লওয়া হয়।

এঁশে, খুরাচল (Foot and Mouth Disease)।

এঁশে একটী সংক্রামক রোগ। গরু, ভেড়া, শূকর, ছাগল প্রভৃতি প্রাণী এই রোগে আক্রান্ত হয়। মানুষও আক্রান্ত হইতে পারে।

ইহা মারাত্মক রোগ নহে তথাপি এই রোগ হইতে অনেক ক্ষতি হইয়া থাকে, কারণ রোগাক্রান্ত গরুকে কাজে লাগান যায় না, রোগাক্রান্ত গাভীর দুধ পান করা উচিত নহে। বাছুরের এই রোগ হইলে তাহারা দুধ টানিয়া খাইতে পারে না কাজেই অনেক সময় মরিয়া যায়।

লক্ষণ।—অন্যান্য রোগের মত সাধারণ লক্ষণ বড় কম। রোগী জিহ্বা দ্বারা ঠোঁট চাটে এবং লালা পড়িতে থাকে। হাঁটাইলে দেখা যায় খোঁড়া হইয়াছে, দাঁড়াইলে অনেক সময় পা উঁচু করিয়া থাকে এবং পা কাড়ে। মুখ এবং পা'র তলা পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে মুখের ভিতর, জিহ্বার উপর এবং নীচে এবং ঠোঁটের ভিতর দিকে ফোস্কা হইয়াছে। এই ফোস্কাগুলি প্রায় খুবই বৃহৎ হয়; একটী টাকার আকৃতি বা তদপেক্ষা বড়ও হইয়া থাকে। ফোস্কা গলিয়া বড় বড় লাল রংএর ক্ষত উৎপাদন করে। এগুলি কিন্তু শীঘ্রই সারিয়া যায়; পায়ে, খুরের মাঝখানে এবং খুরের উপরের নরম চামড়ায় ছোট ছোট ফোস্কা দেখা যায়। এগুলিও গলিয়া ক্ষত উৎপাদন করে কিন্তু শীঘ্রই সারিয়া উঠে। তবে ময়লা থাকিলে কিংবা মাছিতে ডিম পাড়িলে দেরী হইতে পারে।

গাভী রোগাক্রান্ত হইলে অনেক সময় বাঁটে এবং পালানে ফোস্কা দেখা দেয় এবং রোগাক্রান্ত গাভীর দুধ খাইয়া তাহার বাছুরও এই রোগে পড়ে। বাঁটে এমন ক্ষত হইতে পারে যে দুধ দোহান অসম্ভব হয় এবং অনেক সময় সে বিয়ানের দুধ একেবারে নষ্ট হইয়া যায়।

রোগাক্রান্ত গাভীর দুধ না ফুটাইয়া কাঁচা খাইলে মানুষেরও এই রোগ হইতে পারে। বাছুরকে যদি একান্তই দুধ খাওয়ান আবশ্যক হয় তাহা হইলে দুধ ফুটাইয়া খাওয়ান উচিত। মানুষের এই দুধ ব্যবহার না করাই ভাল।

রোগাক্রান্ত বলদকে কাজে লাগাইলে বা অনেক দূর হাঁটাইলে খুরের উপরের চামড়ায় প্রদাহ অত্যন্ত বাড়িয়া থাকে। তাহাতে অনেক সময় খুর খসিয়া পড়ে এবং আক্রান্ত প্রাণী মরিয়া যায়।

ভারতবর্ষে এই রোগে আক্রান্ত প্রাণী শতকরা এক ভাগ মরিয়া থাকে। ইহার অধিকাংশই বাছুর।

চিকিৎসা।—বিশ্রাম রোগীর সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম চিকিৎসা। নরম খাদ্য, ঘাঁটা জলীয় জাব খাদ্যরূপে দেওয়া উচিত, কারণ মুখে ফোস্কা হওয়ায় শক্ত খাদ্য চিবাইয়া খাইবার ক্ষমতা থাকে না। পা সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিবে এবং ময়লা না লাগে বা মাছি না বসে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে। মুখের ভিতর ক্ষত অধিক না হইলে কোন ঔষধ প্রয়োগ আবশ্যক করে না। কিন্তু ক্ষত অধিক হইলে এক সের জলে এক ছটাক পরিমান লবণ মিশ্রিত করিয়া সেই জলে

দিনে কয়েক বার মুখ ধোয়াইয়া দেওয়া উচিত। এই জলে সিকি ছটাক পরিমাণ ফিটকারী দিলে আরও ভাল হয়।

পাও লবণ জলে ধুইয়া দেওয়া উচিত। লবণ ও ফিটকারীর পরিমাণ দ্বিগুণ করিয়া দিতে হয়। ঘায়ে মাছি ডিম পাড়িলে বা উহাতে পুঁজ জমিলে এক সের জলে সিকি ছটাক তুঁতে গুলিয়া সেই জলে ধুইয়া দিবে। ভালরূপে ধৌত করিয়া ক্ষতের উপর আল্‌কাতরার লেপ দিলে আর মাছি বসিবে না। আল্‌কাতরা পাওয়া না গেলে সুকুরের পাঁক মাটী দিলেও চলে।

গাভীর পালানে (ওলানে) ক্ষত হইলে দুধ দোহান সম্ভবপর হইলে দোহাইবে। পা ধোয়াইবার যে লবণ জলের কথা পূর্ব্বে লেখা হইয়াছে সেই জলে পালান ধুইয়া দিবে। বাঁটুর আক্রান্ত হইলে এবং দুধ টানিয়া খাইতে অসমর্থ হইলে বোতলে করিয়া দুধ খাওয়াইবে। দুধ উত্তপ্ত করিয়া দিবে। শরীরের উত্তাপের অপেক্ষা অধিক উত্তপ্ত আবশ্যক করে না।

খাইতে সমর্থ হইলে তাজা কচি ঘাস খাইতে দিবে।

রোগ সাধারণতঃ দুই সপ্তাহ থাকে। রোগের আক্রমণ প্রবল না হইলে রোগী তিন সপ্তাহের মধ্যে আরোগ্য লাভ করে। তবে আরোগ্যের পরও রোগা এবং দুর্ব্বল থাকে।

এই রোগও এক প্রকার বিষাক্ত জীবাণু দ্বারা উৎপন্ন হয়। এই বিষ রক্তে মলমূত্রে, লালায় এবং ফোস্কা হইতে নিঃসৃত স্রাবে বিদ্যমান থাকে। এই বিষ মাটীর উপর অধিক দিন জীবিত থাকে না সূর্য্য কিরণে ইহা শীঘ্রই মরিয়া যায়। সাধারণ শোধনকারী ঔষধ সকলও ইহাকে নষ্ট করে। কিন্তু তবুও এই রোগ অত্যন্ত সংক্রামক এবং অতি দ্রুত দলের মধ্যে সংক্রামিত হয়। আক্রান্ত প্রাণী যেখানে বাস করে তথায় অবাধে সূর্য্যকিরণ প্রবেশের বন্দোবস্ত আবশ্যক। ঘেরা ঘরে চুণের জল দ্বারা ধৌত করা আবশ্যক এবং দুই সপ্তাহের পূর্ব্বে তথায় সুস্থ প্রাণীকে বাস করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। জাবের ম্যাচ্‌লা প্রভৃতি ফুটন্ত জলে শোধিত করিয়া লইবে।

বাদ্‌লা (Black Quarter)।

এই রোগে গরু, মহিষ, ভেড়া, হরিণ এবং উট প্রভৃতি প্রাণী আক্রান্ত হয়। এই রোগও এক প্রকার বিষাক্ত জীবাণু দ্বারা উৎপন্ন হয় এবং শীঘ্রই মারাত্মক হইয়া উঠে। আক্রান্ত প্রাণী প্রায় সবগুলিই মারা যায়; অনেক সময় দুই একটী প্রাণী মরিলে তবে এই রোগ ধরা পড়ে।

লক্ষণ।—আক্রান্ত প্রাণীর জ্বর প্রবল হয় এবং আহার ত্যাগ করে। হাঁটাইলে প্রাণীটি খোঁড়া হইয়াছে দেখা যায় এবং খোঁড়া পা পরীক্ষা করিলে ফুলিয়াছে দেখা যায়। পায়ের এই ফোলা শীঘ্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। প্রথম অবস্থায় এই ফোলা গরম এবং কষ্টকর থাকে কিন্তু শীঘ্রই ইহা ঠাণ্ডা এবং ব্যথাহীন হয়। তখন টিপিলে গর্ত্ত হইয়া যায় এবং ভিতরে খড় খড় আওয়াজ পাওয়া যায়।

এই ফোলা ঠাণ্ডা হইলে যখন কোন ব্যথা থাকে না তখন সেই স্থান কাটিলে এক প্রকার গাঢ় কাশে রংএর স্রাব নির্গত হয়। এই স্রাব হইতে এক রকম টক্‌ টক্‌ গন্ধ বাহির হইতে থাকে।

সাধারণতঃ প্রাণীর হয় সম্মুখ নয় পশ্চাৎ এক দিকে আক্রান্ত হয়। তবে সময় সময় দুই দিকেই ফোলা দেখা যায়। এই রোগ ২।৩ দিন মাত্র স্থায়ী কিন্তু ইহারই মধ্যে আক্রান্ত প্রায় সমস্ত প্রাণীই মরিয়া থাকে। আক্রান্ত প্রাণীর চিকিৎসায় প্রায়ই কোন ফল হইতে দেখা যায় না। তবে সুস্থ প্রাণী যাহাতে এই রোগে আক্রান্ত না হয় তাহার একটী উৎকৃষ্ট উপায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

বাদ্‌লার টীকা।—কেবল মাত্র পশুচিকিৎসকগণই এই টীকা দিতে পারেন এবং কোন গ্রামে এই রোগ দেখা দিলে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসককে সংবাদ দেওয়া উচিত।

চিকিৎসকের আগমন অপেক্ষায় না থাকিয়া সুস্থ প্রাণীগণকে রোগীদের নিকট হইতে সরাইয়া ফেলিবে এবং যাহাতে এই রোগ বিস্তৃতি লাভ করিতে না পারে তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হইবে।

এঁসে রোগের মত এই রোগের বিষ বহুদিন মাটীর উপর বাঁচিয়া থাকে, সুতরাং বাদ্‌লা রোগ হইলে ঘর-দোর বাসন-পত্র সমস্ত রীতিমত শোধন করিতে ভুল না হয়।

এই টীকার মত ঔষধের মূল্য বাবত জেলা বোর্ডের নিকট হইতে ছয় আনা লওয়া হয়।

উপরোক্ত বিবরণ হইতে স্পষ্টই দৃষ্ট হইবে যে গরুর রোগ সম্বন্ধে জেলা বোর্ডের দায়িত্ব কত গুরুতর। একটী জেলা বোর্ডের এলাকাস্থ সমস্ত গরুর রোগ নিবারণ করিতে হইলে মফঃস্বলে ঘুরিয়া বেড়ায় এরূপ বহুসংখ্যক পশুচিকিৎসক আবশ্যক। বর্ত্তমানে সরকার বাহাদুর স্থির করিয়া দিয়াছেন যে প্রত্যেক মহকুমায় দুইজন পর্য্যন্ত পশুচিকিৎসক থাকিবে। কার্য্যের পরিমাণ হিসাবে এই সংখ্যাও অতি সামান্য বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং এখন পর্য্যন্ত যে সকল জেলা বোর্ড এই সংখ্যা পরিমাণে পশুচিকিৎসক নিযুক্ত করেন নাই তাঁহারা যেন অবিলম্বে পূর্ণসংখ্যক চিকিৎসক নিযুক্ত করিতে যত্নবান হয়েন। এই উদ্দেশ্যে প্রতি বৎসর একজন করিয়া আস্তে আস্তে পূর্ণসংখ্যা সম্পূর্ণ করা যাইতে পারে।

এক এক জন চিকিৎসককে বহুবিস্তৃত এলাকা দিলে তাঁহার অধিকাংশ সময়ই পথে পথে কাটিয়া যায়। আর যত স্থান হইতে রোগের সংবাদ আসে তাহার সকল স্থানে যাইবার সময় হইয়া উঠে না। লোকের অজ্ঞতা হেতু অনেক রোগের সংবাদ আদৌ আসে না।

চিকিৎসক নিয়োগের পর যে বিষয়ে জেলা বোর্ডের খুব নজর থাকা আবশ্যক তাহা এই—টীকার বীজ কিনিবার জন্য প্রতি বৎসর যথেষ্ট অর্থের সংস্থান করা। টীকার বীজ ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রস্তুতের খরচা লইয়া সরবরাহ করা হইয়া থাকে।

কয়েক বৎসরের গড় পড়তা ধরিয়া দেখা গিয়াছে যে প্রত্যেক জেলাবোর্ডের গড়ে ১,৫০০৲, ২,০০০৲ টাকা টীকার বীজ কিনিতে লাগে। এই টাকার সংস্থান পূর্ব্বেই রাখা উচিত, পরে আবশ্যক হইলে বাড়াইলে চলে।

রোগের টীকা দেওয়া চিকিৎসা সাধারণের মধ্যে যত অধিক প্রচলিত হইবে এই টীকার পরিমাণ তত অধিক পরিমাণে বৎসর বৎসর বাড়িতে থাকিবে। কিন্তু অবশেষে ইহা যখন সর্ব্বসাধারণে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিবে তখন গো-বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব কমিতে আরম্ভ করিবে এবং সেই সময় হইতে খরচ আবার কমিতে আরম্ভ করিবে।

সাধারণ চাষী নূতন চিকিৎসার প্রণালী দেখিলে একটু সন্দিগ্ধ হইতেই পারে। তাহাকে চিকিৎসা লওয়াতেই হইলে একটু অনুরোধ, খোসামোদ আবশ্যক। প্রথমবারে যদি মন্দ ফল হয় তবে সে আর কখনও তাহার গরুকে টীকা দিবে না। কিংবা যদি তাহাকে তজ্জন্য পয়সা দিতে হয় তাহা হইলেও টীকা দিবে না। সুতরাং টীকার জন্য চাষীর নিকট হইতে যেন কোনরূপ পয়সা আদায় করা না হয় এবং কোন এক স্থলে যত গরু আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা তাহার সমস্ত গরুগুলির টীকা দিবার মত যথেষ্ট বীজ যেন আনান হয়।

টীকার বীজ কম পড়িলে কতকগুলি গরুর টীকা হইবে না। তাহাদের দ্বারা এই রোগ জীবিত থাকিবে এবং নিঃশেষ হইবার পূর্ব্বেই টীকার যে রোগনিবারক গুণ আছে তাহা চলিয়া যাইবে। তখন এই সকল টীকা দেওয়া গরুর বসন্তে আক্রমিত হওয়া কিছুই আশ্চর্য্যের নহে। একবার টীকার পর যদি কোন গরু আক্রান্ত হয় তখন সাধারণতঃ রোগ অতি প্রবল ভাবে দেখা দিয়া থাকে এবং আক্রান্ত প্রাণী প্রায় মরিয়া থাকে।

এইরূপে টীকা দেওয়ার উপকারিতা বৃথা হইয়া যায় এবং তখন পশুচিকিৎসক এবং তাঁহার কার্য্যপ্রণালী অযথা গালি খাইয়া থাকে।

চাষীকে সাহায্য করা এবং ক্ষতি হইতে রক্ষা করা যে জেলা বোর্ডের উচিত তদ্বিষয়ে বোধ হয় কাহারও দ্বিমত হইবে না। জমি চাষের উপর বাংলার রাজস্ব নির্ভর করে, কাজেই তাহাদের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখাই জেলা বোর্ডের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া কর্ত্তব্য। *

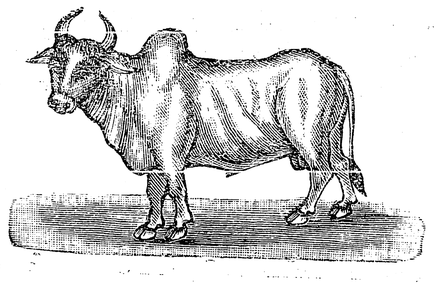

* বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগীয় ২নং বুলেটীন অনুযায়ী লিখিত।

আমাদের কথা

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অতিক্রম ক'রে আমাদের সেই ক্ষীণ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ডায়মণ্ড হোমিওসাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠানের বারটা মাস দেখতে দেখতে আবার অতীতের গর্ভে বিলীন হ'য়ে গেলে; এই বারটা মাস যাঁর অযাচিত করুণার সুখ-দুঃখ,অভাব-অভিযোগ ইত্যাদির ভিতর দিয়ে কেটে গেল সেই পরম কারুনিক শ্রীভগবানের শ্রীচরণে আজ আমাদের অন্তরিক সভক্তি শ্রদ্ধা-প্রসূন অর্পন করি। তারপর এই বারটা মাস যাঁদের অনুকম্পায়, যাঁদের সহানুভূতিতে ও যাঁদের উপদেশানুসারে চালিতে হ'য়ে এল; আজ সেই সমস্ত দেবতার প্রতিম সুহৃদ বৃন্দকেও আমাদের সাদর সম্ভাষণ, স্নেহ আলিঙ্গন ও সভক্তি নমস্কার জানাচ্ছি।

তারপর যে মহাত্মার প্রবর্ত্তিত পথে অগ্রসর হ'য়ে, যাঁর সুনীতিসমূহ অনুসরণ ক'রে দরিদ্র জনসাধারণের রোগ ক্লিষ্ট শীর্ণ মলিন বদনে কথঞ্চিত হাসির রেখা ফুটাতে সক্ষম হ'য়েছি সেই হোমিওপ্যাথির সৃষ্টিকর্ত্তা মহাত্মা ক্রিশ্চিয়ান ফ্রেড্রিক সামুয়েল হ্যানিম্যানকেও এই প্রসঙ্গে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করে ধন্য হই।

গত বৎসর এই আশ্রম সংলগ্ন "ঈশ্বর ঘোষ চ্যারিটেবল ডিসপেনসারীতে প্রায় ৯০ জন লোক চিকিৎসার জন্য এসেছিলেন (ইহার পূর্ব্ব বৎসরে ছিল ৭৬ জন) তার মধ্যে ২ জন আজমা (হাঁপানী), ২ জন কলেরা (ওলাউঠা), ৫ জন ডাইরিয়া (পেটের অসুখ), ২ জন অর্শ, ৯ জন ইনফ্লুয়েঞ্জা (সর্দ্দি জ্বর), ৪ জন ম্যালেরিয়া ৩ জন গণোরিয়া, ২ জন নিউমোনিয়া এবং বাকিগুলি অন্যরূপের রোগী ছিলেন। একজন কলেরা ও এক জন হাঁপানি রোগী ব্যতীত সকলেই আরোগ্য লাভ করেছেন।

রোগ ও ঔষধ সম্বন্ধে মহাত্মা হ্যানিমান যা বলেছেন তা এখানে উল্লেখ না করে নিশ্চিন্ত হ'তে পাচ্ছি না। তিনি অর্গনণের ১৬শ সূত্রে লিখেছেন,—

"Our vital force is a spiritlike dynamic cannot be attacked and affected by injurious influeenees on the healthy organism caused by the external inimical forces that disturb the harmonious play of life otherwise than in a spiritlike (dynamic) way, and in like manner all such morbid derangement (diseases) cannot be removed from it by the physician in any other way than by the spiritlike (dynamic,' virtual) alternative powers of the serviccable medicines acting upon our spirit-like vital force, which perceives them through the medium of the

sentient faculty of the nerves every-where present in the organism, so that it is only by their dynamic action on the vital force that remedies are able to re-establish and do actually re-establish health and vital harmony, after the changes in the health of the patient cognizable by our senses (the totallity of the symptoms) have revealed the disease to the carefully observing and investigating physician as fully as was requisite in order to enable him to cure it."—অর্থাৎ শক্তি-বিশিষ্ট জীবনীশক্তিই বাহিরের বিষাক্ত শক্তি দ্বারা আক্রান্ত হয়, এবং শক্তি-বিশিষ্ট ঔষধ দ্বারাই তাহা কেবলমাত্র শরীর হইতে বাহির করিতে পারা যায়।

যা হোক এইরূপ প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি ক'র্ত্তে ইচ্ছা করি না। গত পূর্ব্ব বছরের চেয়ে আমরা আলোচ্য বর্ষে প্রায় ১৪ জন রোগী বেশী পেয়েছি, সুতরাং এর প্রচার যে বেশী হ'য়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আশা করি ক্রমশঃই এর প্রচার বেশী হবে।

যা'তে এই প্রতিষ্ঠানটী ক্রমশঃ উন্নতির সোপানে আরোহণ ক'রে দরিদ্র জনসাধারণের রোগ বিতাড়নে সাহায্য ক'র্ত্তে পারে তজ্জন্য আপনারা আপনাদের সাধ্যানুযায়ী সাহায্য দান কল্লে বা বার্ষিক ১৲ টাকা দিয়ে এর সভ্যশ্রেণীভুক্ত হ'লে অনেক দরিদ্রের আশীর্ব্বাদ আপনাদের উপর বর্ষিত হবে।

সর্ব্বদাই স্মরণ রাখবেন সমবেত শক্তি না হলে জগতে কোন কাজের উন্নতিই সম্ভব হয় না। সুতরাং এই প্রতিষ্ঠানটীর উন্নতিকল্পে আপনার সাধ্যানুযায়ী শক্তি ও সাহায্য প্রার্থনা ক'চ্ছি।

আপনাদের সাহায্য ও সহানুভূতি পেলে একে সহরের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে বাংলার পল্লীতে পল্লীতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেবার বন্দোবস্ত ক'র্ব্বো। সম্প্রতি এই বছরেই ২৪ পরগণার অন্তর্গতঃ ইছাপুরে একটী শাখা খুলবার বন্দোবস্ত করা হ'চ্ছে, জানি না কতদূর কৃতকার্য্য হব।

যা'হোক এখন যিনি কৃপা ক'রে বিনা ব্যয়ে তাঁর বাটীতে চিকিৎসালয় স্থাপন ক'র্ত্তে দিয়েছেন সেই শ্রীযুক্ত বাবু অর্দ্ধচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কেও আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান না ক'রে আমাদের কথা শেষ ক'র্ত্তে পাচ্ছি না।

পরিশেষে সেই পরম কারুণিক সৃষ্টিকর্ত্তা জগদীশ্বরের পদে প্রার্থনা জানাচ্ছি যে "তোমার অকৃত্রিম করুণারাশি শ্রাবণের ধারার মত আমাদের উপর বর্ষণ ক'রে আমাদের উন্নতির সোপানাবলি ধৌত ও পরিষ্কার ক'রে দাও।" ইতি—শান্তি! শান্তি!! শান্তি!!! *

---

* গত ১লা বৈশাখ ৯নং শশীভূষণ দে ষ্ট্রীটস্থ (নেবুতলা ঈশ্বর ভবন) ডায়মণ্ড হোমিও সাধনাশ্রম ও ঈশ্বর ঘোষ চ্যারিটেবল ডিসপেনসারীর ২য় বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

নূতন বছর।

দেখতে দেখতে আবার একটা বছর জলবিম্বের মত বারিধিবক্ষে মিলিয়ে গেল! এম্নি ক'রে বছরের পর বছর কেটে যাচ্ছে, আবার তা'র স্থানে নূতন বছরের আগমন হচ্ছে। আজ সেই নূতন বছরের প্রথম দিন। এ দিন—উৎসবের দিন। যে উৎসবের আনন্দে মানুষ আহার নিদ্রা ত্যাগ করে, অভাব অভিযোগ ভুলে যায়, সংসারের কলকোলাহল দূরে অতিদূরে নিক্ষেপ ক'রে দেয়। আজ সেই উৎসবের দিন, আজ সেই আনন্দের দিন। বাঙ্গালার লোকদের কিন্তু এ আনন্দে যে গদান করবার উপায় নেই। কারণ,—আজ তা'র গোলা—শস্য শূন্য, পুকুর—মৎস্য শূন্য, বাগান—ফল ও সব্জী শূন্য, হাত—অর্থ শূন্য। নিরুপায়, নিঃসহায় হ'য়ে প'ড়েছে। কি ক'রে আজ আনন্দের স্রোতে গা ঢেলে দেবে।

বছর যায়, বছর আসে—কিন্তু বাঙ্গালার বুকের উপর স্তরে স্তরে যে হাহাকার-রাশি পাষাণের মতন চাপানো আছে, তা' তো' কৈ একটুও স'রে যায় না। ক্রমশঃই যেন সে আরো দৃঢ়ভাবে চেপে বসবার যোগাড় ক'চ্ছে।

আজ বাঙ্গলার প্রতি পল্লীতে, প্রতি জেলাতে এক গণ্ডুষ জলপানের জন্য গো-মহিষ-মানুষ তারস্বরে চীৎকার ক'রে উঠছে জল—জল। একদিন যে জল কেউ স্পর্শ ক'র্ত্তে নাসিকা কুঞ্চিত ক'র্ত্তো, আজ কিন্তু সেই জল স্বর্গের অমৃতের মত সকলে আকণ্ঠ পান ক'চ্ছে, আর তার ফল—ব'লতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়,—প্রাণরক্ষার জন্য জল পান ক'রে আজ হাজার হাজার লোক কলেরা, বসন্ত ও মহামারীর কবলে প'ড়ে প্রাণ বিসর্জ্জন দিচ্ছে।

বাঙ্গলার ঘরে জীবিকার উপযোগী—ধান, যব, গম, ছোলা, মটর ইত্যাদি, পোষাক পরিচ্ছদের জন্য—তুলা, রেশম, পশম ইত্যাদি, পণ্যদ্রব্যের জন্য—তিল, তিসি, রেড়ী, গুড়, তামাক, লঙ্কা ইত্যাদি, অষুধের জন্য—যাবতীয় গাছগাছড়া সবই ছিল, এখনো আছে; কিন্তু বাঙ্গালার লোক তবুও আজ অর্দ্ধাহারে, অনাহারে, দিন গুজরান ক'চ্ছে। এর কারণ কি? এর প্রধান কারণ—কার্য্যকরী ক্ষমতা ও দক্ষতার অভাব।

কোন সুদূর দেশ হ'তে মাড়োয়ারী, ভুটীয়া, পাঞ্জাবী ইত্যাদি জাতিরা এসে বাঙ্গালার অমূল্য ধন সঞ্চয় ক'রে, তারি বুকের উপর বড় বড় অট্টালিকা ক'রে বাস ক'চ্ছে; আর বাঙ্গালার লোক বিচিত্র কাব্য, কুরুচিপূর্ণ উপন্যাস, নগ্ন আর্ট ও স্বরাজের রঙ্গরস নিয়ে, বছরের পর বছর নির্জ্জীব, নগণ্য, নিরুৎসাহ হ'য়ে প'ড়ছে, আর এক মুষ্টি অন্নের জন্য ক্ষুধিত কুকুরের ন্যায় চারিদিকে হাহাকার ক'রে ছুটে বেড়াচ্ছে।

যাক—নূতনের আগমন—প্রাণের আকাঙ্খা জাগাবার জন্য, মনের পঙ্কিলতা দূর কর্ব্বার জন্য, হৃদয়ের উৎসাহ বাড়াবার জন্য। আজ যদি বাঙ্গলার লোক নূতন বছরের সঙ্গে সঙ্গে জাড্য, অলসতা ও মোহ পরিহার ক'রে, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলে মিলে দ্বিগুণ উদ্যমে কার্য্যকরী ক্ষমতা ও দক্ষতার সঙ্গে কৃষি, শিল্প বাণিজ্য ও বিজ্ঞানাদির উন্নতিতে মন দেয় তবেই নূতনের আগমন সার্থক হবে; নতুবা কি নূতন, কি পুরাতন বাঙ্গালার পক্ষে সবই সমান।

আর নববর্ষ——হাহাকার-ক্লিষ্ট-শোক-তাপ-দগ্ধ হৃদয়ে বাঙ্গলার লোক তোমার আগমনকে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছে আর প্রার্থনা ক'চ্ছে—"তোমার আগমনে যেন তা'দের মোহনিদ্রা কেটে যায় এবং প্রাণের মাঝে নবীন উদ্দীপনা, নবীন প্রেরণা, নবীন উৎসাহের উৎস প্রবাহিত হ'য়ে বহুদিন সঞ্চিত হৃদয়ের দুঃখ দূর ক'রে দেয়। ইতি

নেবুতলা-ঈশ্বর ভবন
১লা বৈশাখ শনিবার
১৩৩৫ সাল

শ্রীজহরলাল বিশ্বাস।

উত্তোলন।

কস্তুরীর কথা।

প্রাচীন কাল হইতে সভ্য মানব যে সকল সুগন্ধি ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, বোধ হয় তন্মধ্যে মৃগনাভি প্রাচীনতম। চীনদেশে ইহার বিশেষ আদর এবং পুরাতন চীনাসাহিত্যে রোগনাশক রূপে ইহার আশ্চর্য্য ক্ষমতার কথা বর্ণিত হইয়াছে। তাহাদের দেশের খ্যাতনামা চিকিৎসক পাও-পুচসী বলেন যে, "মৃগনাভি সঙ্গে থাকিলে সর্পদংশনের ভয় থাকে না; কস্তুরী-মৃগ সর্প ভক্ষণ করে—এজন্য একখণ্ড কস্তুরী সঙ্গে রাখিয়া পর্য্যটকগণ উহার গন্ধ দ্বারা সর্পকুলকে দূরে রাখিতে পারেন।" চীনদেশে কস্তুরীর নাম স্যায় হিয়াং—অর্থাৎ মৃগের সুগন্ধি।

আমাদের দেশেও ঔষধরূপে ইহার বিশেষ প্রচলন ছিল এবং এখনও আছে। 'ভাবঃ প্রকাশে' তিন প্রকার কস্তুরীর বর্ণনা আছে—কামরূপী, নেপালী ও কাশ্মীরি। তন্মধ্যে কামরূপী কস্তুরী কৃষ্ণবর্ণ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এইগুলি বোধ হয় তিব্বত ও চীনদেশীয় কস্তুরী; কেবল কামরূপবাসীরাই মধ্য-ভারতে ইহার ব্যবসায় করিতেন। 'ভাবঃ প্রকাশের' মতে নেপালী কস্তুরীর রং হইতে নীল এবং উহার গুণও বিশেষ ভাল ছিল না। কাশ্মীরি কস্তুরী নিকৃষ্ট বলিয়া আদৃত হইত না।

উত্তেজক ও কামবর্দ্ধক রূপে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে ইহার উল্লেখ আছে; অল্প জ্বর, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ও বীর্য্যহীনতায় ইহার ব্যবহার হয়। শাস্ত্রোক্ত 'স্বল্পকস্তুরী ভৈরব,' 'মৃগনাভ্যাদ্যাবলেহ' ও 'বসন্ততিলকরস' ইত্যাদি ঔষধে কস্তুরীর ব্যবহার আছে।

ইয়োরোপীয়গণের মধ্যে বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম ট্যাভারনিয়ার কস্তুরী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। তিনি প্রাচ্য ভ্রমণে আসিয়া উহা দেখিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে পাঠ করা যায় যে তিনি পর্য্যটন কালে প্রায় ৭৬০৫ থলি কস্তুরী ক্রয় করিয়াছিলেন।

আরবগণ এই বস্তু ইয়োরোপে প্রচলিত করেন। সালাদিন ১১৮৯ খৃঃ রোম সম্রাটকে যে সকল উপঢৌকন প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার তালিকায় ইহার উল্লেখ আছে। আভিসেনা দশম শতাব্দীতে তাঁহার ভেষজ বিষয়ক পুস্তকে মৃগনাভিকে নানা রোগনাশক মহৌষধিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। বিখ্যাত পর্য্যটক মার্কোপোলো লিখিয়াছেন যে, তাঁহার সময়ে প্রাচ্য দেশে মৃগনাভি প্রচলিত পণ্য দ্রব্য ছিল।

কস্তুরীমৃগের নাভিদেশে ইহা পাওয়া যায়, এজন্য ভারতবর্ষে ইহার নাম 'মৃগনাভী'। এই মৃগ উত্তরভারত ও মধ্য এসিয়ার অধিবাসী। উত্তর সাইবেরিয়া ও চীনদেশের উত্তরপূর্ব্ব ভূখণ্ডেও এই মৃগ দেখা যায়। কিন্তু বিশেষ করিয়া মোঙ্গলীয়া, তিব্বত, নেপাল, কাশ্মীর, আসাম চীনদেশের অন্তর্গত সুরকুটান এবং বৈকালে হ্রদের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানেই কস্তুরীমৃগ হইতে মৃগনাভী সংগৃহীত হয়।

কস্তুরী মৃগের জননেন্দ্রিয়ের আচ্ছাদনচর্ম্মের ঠিক সম্মুখভাগে উদরের ভিতরের একটি থলিতে কস্তুরীর উদ্ভব হয়। কেবলমাত্র পুরুষ-হরিণেরই এই সুগন্ধ জন্মে। কস্তুরী-থলির অন্তরদেশে ছোট ছোট কতকগুলি গর্ত্ত আছে। এখানে কস্তুরী জন্মে ও পরে পরিচালিত হইয়া থলিতে উপস্থিত হয়। প্রথম ইহার বর্ণ ঈষৎ লাল এবং শিরাপের মত ঘন থাকে। তারপর হরিণের মৃত্যু ঘটিলে ক্রমশঃ উহা কৃষ্ণবর্ণ দানাদার পদার্থে পরিণত হয়। যাত বৎসর বয়সের হরিণের কস্তুরী বড় একটা দেখা যায় না। তারপর যৌবন উপস্থিত হইলে কস্তুরীর উদ্ভব হইয়া ৬৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত থাকে। এই বয়স পার হইয়া গেলে হরিণের আর কস্তুরী থাকে না। সঙ্গীর হরিণীর যখন যৌবনস্পৃহা জাগরিত হয়, তখনই হরিণের বেশী পরিমাণ কস্তুরী দেখা যায়। এই দুই কারণে বোধ হয় যে যৌনসংস্রবের সঙ্গে কস্তুরীর উদ্ভবের কোন সম্বন্ধ আছে। কস্তুরীমৃগ যেখানে থাকে, তাহার চতুর্দ্দিকে গন্ধ পাওয়া যায়। শিকারীরা শিকার খুঁজিতে এই গন্ধই অনুসরণ করে।

এক এক থলিতে আড়াই তোলা হইতে পাঁচ তোলা পরিমাণ কস্তুরী হয়। এই থলিগুলি দেখিতে গেলে, এক পার্শ্বে একটু চাপা। কোন কোন সময় পার্শ্বস্থ চামড়া এমন কি জননেন্দ্রিয় পর্য্যন্ত কস্তুরী থলির সঙ্গে একসঙ্গে কাটিয়া বিক্রয়ের জন্য লইয়া আসে। কখনও থলির পার্শ্বের সকল চামড়া ইত্যাদি সরাইয়া কেবলমাত্র একটি নীল পর্দ্দাসহ কস্তুরী কাটিয়া বাহির করা হয়। কস্তুরী একটি নীল পর্দ্দার থলিতে থাকে। এজন্য এই কস্তুরীর চলিত নাম 'নীলকস্তুরী'। এই পর্দ্দা অতি সূক্ষ্ম, সামান্য নাড়াচাড়াতেই উহা ছিঁড়িয়া যাইতে পারে। এজন্য ইহার ভিতরকার কস্তুরীতে ভেজাল মেশান সহজ

কার্য্য নয়। এইকারণ সাধারণতঃ নীলবস্তরী অপেক্ষাকৃত ভাল থাকে এবং বেশীমূল্যে বিক্রীত হয়।

কস্তুরীমৃগ অত্যন্ত বুনো প্রকৃতির হয়। ইহারা সঘবদ্ধভাবে বাস করে না, কিন্তু হরিণ হরিণী প্রায়ই একসঙ্গ থাকে। দিবাভাগে এই হরিণগুলি লুকাইয়া থাকে। একবার সন্ধ্যায় আর একবার সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ইহারা আহার অন্বেষণে বাহির হয়। এই হরিণ শিকার সহজ কার্য্য নয়। শিকারী কুকুর ইহাদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠে না; ইহারা এতই ক্ষিপ্রগতি যে পার্ব্বত্য প্রদেশেও ইহারা অনুসরণশীল কুকুরকে বহু পশ্চাতে ফেলিয়া যায়। ইহারা যেখানে বাস করে তা'র চারিদিকে বেড়া তৈয়ারী করা হয়—আর তা'র মাঝে মাঝে ফাঁক রাখিয়া সেখানে ফাঁদ পাতা হয়। এই ফাঁদের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়—কারণ বড় বড় জন্তু ইহাদের ফাঁদে পাইলে সানন্দে সুস্বাদু হরিণমাংস ভোজন করে। কস্তুরী কম থাকুক আর বেশী থাকুক, শিকারীরা সকল হরিণকেই হত্যা করিয়া মৃগনাভি আহরণ করে।

সাধারণতঃ ছোটবড় মোট ২২টি কস্তুরীর থলি একসঙ্গে করিয়া এক একটি বটি তৈয়ারী হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এক একটি বটি তৈয়ারী করিতে ২২টি হরিণের জীবননাশ ঘটে। কিন্তু শিকারীরা লোভের বশবর্ত্তী হইয়া বিবেচনাশক্তির অভাবে যে কোন বয়সেরই হউক না কেন হরিণ-হরিণী নির্ব্বিচারে হত্যা করে। ইহাতে প্রতি বটিতে গড়ে প্রায় ৩০।৩২টি মৃগের মৃত্যু ঘটে। এক অচিন্‌লু হইতেই বৎসরে গড়ে ২০০০ বটি চালান যায়। ইহাতে ৬০০০০ হাজার হরিণের মৃত্যু ঘটে। ইহার সঙ্গে সঙ্গোপলে, কাহানসিঙ্গ, বাতাঙ্গ ইত্যাদি সহরের চালান যোগ দিলে দেখা যাইবে যে বৎসরে কস্তুরীর জন্য প্রায় ১০০০০০ হরিণের প্রাণ বিনষ্ট হয়। ইহাদের জনন ক্ষমতাও সামান্য। এইরূপ চলিতে থাকিলে কস্তুরী মৃগের বংশ লোপ পাইবে, কস্তুরী আর পাওয়া যাইবে না।

সায়েন্সের সামাগণ ইহা উপলব্ধি করিয়া এই অনুশাসন প্রচার করিয়াছেন যে, কোন শিকারীকে কস্তুরীমৃগ হত্যা করিতে দেখিলে তাহার দুইহস্ত ছেদন করিয়া তাহাকে মন্দিরের কবাটের উপর লৌহশলাকা দ্বারা বিদ্ধ করা হইবে।

এখন বিচার্য্য ইহাই যে হত্যা না করিয়া কস্তুরী মৃগ হইতে মৃগনাভি সংগ্রহ করা যায় কি না। খোঁয়াড়ে ধরিয়া এই বন্য হরিণের নিকট হইতে কস্তুরী আহরণ করা যাইবে না। যদি ইহাদিগকে কোন বড়স্থানে আবদ্ধ করিয়া বাস করিতে দেওয়া হয়, তবে কস্তুরী আহরণের একটী পদ্ধতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইহারা অনেক সময় রৌদ্রতাপে শুইয়া শুইয়া বিশ্রাম করে। এই সময় শরীরের যে স্থানে কস্তুরী থাকে, তাহা দেখা যায়। তখন হরিণকে কোনরূপ ব্যথা না দিয়া বোধ হয় কস্তুরী আহরণ করা যায়।

মৃগনাভি বহুমূল্য সামগ্রী। প্রতি তোলার মূল্য ৩০৲ টাকা হইতে ৬০৲ টাকা। এজন্য ইহাতে ভেজাল মিশাইবার প্রলোভন বড় বেশী। যাহারা কস্তুরী ক্রয় করে তাহারা এজন্য নিয়ম করিয়াছে যে হরিণের নাভিদেশে যে থলিতে উহা জন্মে সেখান হইতে বাহির না করিয়া ঐ থলিশুদ্ধ বিক্রয় করিতে হইবে। কিন্তু ইহাতেও ভেজাল মিশান বন্ধ হয় না। শিকারীদের নিকট হইতে চীনা ব্যবসায়ীরা উহা কিনিয়া লইয়া বন্দরে আসিবার পথে বিশেষ নিপুণতার সঙ্গে থলিগুলির মুখ উন্মোচন করে এবং শুষ্ক রক্ত, অন্য জৈবিক পদার্থ ও মাটি কস্তুরীর সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া পুনরায় থলির মুখ বন্ধ করে। বিশেষ অভিজ্ঞতা না থাকিলে বোঝা যায় না যে থলির মুখ কোন দিন খোলা হইয়াছিল। এ কারণে আসল কস্তুরী একপ্রকার দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। এক সময়ে সাংহাই গভর্ণমেণ্ট আসল কস্তুরী পাইবার এক উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। বস্তুরীর বাণিজ্যশুল্কর পরিবর্ত্তে তন্মূলোর বস্তুরী লওয়া হইত এবং আদেশ ছিল যে যদি কেহ ভেজাল দেওয়া কস্তুরীর থলি বাণিজ্যশুল্ক রূপে দেয় তবে রাজ-কর্ম্মচারী যেন তৎক্ষণাৎ সে ব্যবসায়ীর প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন।

কস্তুরীর আসল নকল বিচারের জন্য বৈজ্ঞানিকগণ কয়েকটি পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন। যদি রক্ত মিশ্রিত থাকে, তবে অনুবীক্ষণ যন্ত্রে উহার কিয়দংশ উজ্জ্বল ও রক্তবর্ণ দেখা যায়। সুরাসার ও জলে কতভাগ গুলিয়া যায় তাহা দেখিয়াও কস্তুরীর গুণের ক্রমবিভাগ করা যায়। আসল কস্তুরী জলে গুলিয়া তাহাতে Bichloride of mercury র জল দিলে কোন বস্তু জল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে না। কিন্তু গলনাটের আরক ও লেড এসেটেডর জল দিলে একটি পদার্থ বিচ্ছিন্ন হইতে দেখা যায়। মহিষের রক্তের সঙ্গে এমোনিয়া মিশাইয়া শুষ্ক করিয়া আসল কস্তুরীর সঙ্গে মিশাইয়া কস্তুরীরূপে বাজারে বিক্রয় হইতেছে। সুতরাং কস্তুরীতে অ্যামোনিয়ার সামান্য গন্ধও সন্দেহের বিষয়। কিন্তু পুরাতন আসল কস্তুরীর গন্ধ পুনর্জ্জীবিত করিতে অনেক সময় এমোনিয়া ব্যবহার করা হয়। এজন্য এমোনিয়ার গন্ধমাত্রই কস্তুরীকে নকল বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

ঔষধরূপে কস্তুরীর ব্যবহার আমাদের দেশে দীর্ঘকাল চলিয়া আসিতেছে। যখন মানুষে আর যমে রোগী লইয়া যুদ্ধ চলিতে থাকে, তখন কস্তুরী মানুষের শেষ অস্ত্র। কস্তুরী আর মকরধ্বজ ছাড়া এ দেশের কোন বৃদ্ধ বাঁচিয়া থাকিতে ভরসা পান না। আমাদের দেশে ইহা ব্যবহারের অনেক পরে ব্রিটিশ ফার্ম্মাকোপিয়াতে ইহা স্থান পাইয়াছে।

ঔষধ ও সুগন্ধিরূপে ইহার ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। অন্য ভেষজের সঙ্গে বা এমনই শুধু মধুর সঙ্গে ইহা আমাদের দেশে সেবনীয়। ব্রিটিশ ফার্ম্মাকোপিয়া অনুসারে ইহা সুরাসার সহ আরক রূপে সেব্য; শলাকাবিদ্ধ করিয়া (Injection) ও ইহার প্রয়োগ আছে।

সুগন্ধিরূপে ইহার প্রয়োগ এদেশে প্রথম হয়। কিন্তু বিদেশীগণ সুরাসারে দ্রব করিয়া সুরাসারযুক্ত অন্য সুগন্ধির সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া ইহার এক অভিনব প্রয়োগ-প্রণালী আবিষ্কৃত করিয়াছেন। সেই অবধি সুগন্ধির স্থায়িত্বলাভের জন্য মৃগনাভির ব্যবহার অপরিহার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কস্তুরীর আরক তৈয়ারীর বহুবিধ প্রণালী প্রচলিত আছে। কেহ Glycerine, জল ও সুরাসার—কেহ বা জল ও সুরাসার—আবার কেহ বা কেবল সুরাসার কস্তুরীর দ্রাবক রূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুরাসারে শতকরা ৪ ভাগ কস্তুরী দিয়া যে আরক প্রস্তুত হয় তাহা গন্ধগুণে প্রচলিত অন্য আরক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বস্তুতঃ সুগন্ধিরূপে কস্তুরীর ব্যবহারে বিশেষ অভিজ্ঞতা আবশ্যক।

বিজ্ঞান এই বহুমূল্য জৈবিক পদার্থটীর রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া সংযোগ দ্বারা ইহা সৃষ্টি করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইতেছে। এক জার্ম্মাণীতেই কস্তুরী তৈয়ারের জন্য ১৯২৫ খৃঃ পর্য্যন্ত তের রকম পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়া উহার পেটেণ্ট লওয়া হইয়াছে। কিন্তু কোনটির গন্ধই মৃগনাভির অনুরূপ নহে।

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, বি. এস্ সি। (ভারতবর্ষ—বৈশাখ ১৩৩৫)

কৃষি সন্ধান।

[মানব ব্যবহার্য্য নানাবিধ কৃষি ও শিল্পদ্রব্য উন্নত উপায়ে প্রস্তুত করিবার জন্য ইংরাজী ও অন্যান্য ভাষায় অনেক গ্রন্থ আছে। বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ পুস্তকের একান্ত অভাব। এই অভাব দূরীকরনার্থ বৈজ্ঞানিক তথ্য সমূহ সঙ্কলিত করিয়া প্রতি মাসেই প্রকাশিত করিব।]

সব্জী সার।

নিতান্ত নিঃসার ও দুর্ব্বল ভূমিতে ভূয়া, ধঞ্চে, অরহর প্রভৃতি জন্মাইতে পারিলে উহা শীঘ্রই উর্ব্বরা হইয়া উঠে। ভূয়া জন্মাইয়া শীষ বাহির হইলেই সমস্ত ক্ষেত্র হাল দ্বারা কর্ষণ করতঃ মৃত্তিকার সহিত উত্তমরূপ মিশ্রিত করিয়া দিলে দুই মাসের মধ্যে পচিয়া পরবর্ত্তী শষ্যের উপযোগী হইয়া উঠে। ধঞ্চেও উক্তরূপে মৃত্তিকার সহিত পচাইতে হয়। ভূয়া ও ধঞ্চে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বপন করিলে ২।৩ মাসের মধ্যে কাটিয়া মৃত্তিকাতে মিশাইবার উপযোগী হয়।

চর জমীতে ধঞ্চের উপকার।

দামোদর, পদ্মা প্রভৃতি বৃহৎ নদ নদীর বালুকাময় চরে পাঁচ সাত বৎসর ধরিয়া শর, বন-ঝাউ প্রভৃতি গাছ জন্মিয়া কিছু সারবান পদার্থ বালুকার সহিত জমিয়া গেলে, চরগুলি আশু ধান্য, জই, যব, সর্ষপ, নীল ইত্যাদি ফসল জন্মাইবার উপযুক্ত হয়। এইরূপ পাঁচ সাত বৎসর অপেক্ষা না করিয়া চরে ধঞ্চের বীজ ছিটাইয়া দিয়া, একই বৎসরের মধ্যে বালুকার সহিত সারবান জৈবিক পদার্থ জমাইয়া লইয়া দ্বিতীয় বৎসর হইতে চরে চাষ চলিতে পারে।

বীজরক্ষা ও তাহার উন্নতি—

কাহারও বীজ রাখিতে হইলে গাছটী যাহাতে সতেজ, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও কীট ভক্ষিত না হয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে; এ নিমিত্ত ক্ষেত্রস্থ উৎকৃষ্ট গাছগুলি নির্ব্বাচন করিতে বা অপর কোন পরিষ্কৃত সারময় ভূমিতে সেই গাছগুলি জন্মাইতে হইবে।

আমাদেশে বীজার্থ প্রথম ফল গণপতির উদ্দেশ্য রক্ষিত হইয়া হইয়া থাকে বস্তুতঃ

ইহা সুন্দর প্রথা। যে গাছের বীজ রাখিতে হইবে তাহাতে অধিক ফল ধরিতে দেওয়া উচিৎ নহে এবং যে ফলগুলি অত্যন্ত বৃহৎ, সুপুষ্ট ভরবিশিষ্ট ও সুপক্ক হইয়াছে তাহাই বীজের জন্য রাখিতে হইবে। উত্তরোত্তর বহুকাল ধরিয়া এই প্রণালী অনুসারে বীজ রক্ষা করিলে বীজের আর অবনতি ঘটে না, ইংরাজীতে ইহাকে পেডিগ্রি (Pedegree System) প্রথা কহে। যদি কোন গাছে বিশিষ্ট ফল, পত্র বা পুষ্প এমন বা মূলজ উদ্ভিদের মধ্যে যাহার মূল বৃহত্তম বা মিষ্টি বা বিশিষ্ট আকারবান হইবে, তাহারই বীজ রাখিলে তদুৎপন্ন গাছ হইতে সেই সেই বিশিষ্ট আকার বা গুণবান জাতির উৎপত্তি সম্ভাবনা। উপর্য্যুপরি ১৫।২০ বৎসরকাল এইরূপে উৎকৃষ্ট বীজ নির্ব্বাচন ও তত্তৎ বীজোৎপন্ন গাছ হইতে চরা জন্মাইতে পারিলে তত্তৎ বিশেষ গুণ তত্তৎ জাতিতে স্থায়ীভাব ধারণ করে। মানব ব্যবহার্য্য অধুনা এক এক উদ্ভিদের যে বহুপ্রকার ভেদ দৃষ্ট হয়, তাহা এইরূপেই উৎপন্ন হইয়াছে, দীর্ঘকাল ধরিয়া উন্নত ও বিশিষ্ট প্রণালীমতে কার্য্যত হইয়া তত্তৎ বিশেষ গুণ স্থায়ীভাব প্রাপ্ত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে এই প্রকার যে কত কত নূতন জাতি উৎপন্ন হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই।

কলমের সার।

বৃক্ষাদির গুল কলমের নিমিত্ত নিম্নলিখিত উপায়ে সার প্রস্তুত হইতে পারে। এঁটেল মৃত্তিকা ১৬, পচা গোময় ৮, ক্ষুদ্র মৎস্য ৪, বালুকা ৪, সূক্ষ্ম কুটিত নারিকেল ছোবড়া ২ ভাগ সমস্ত একত্রে মৃৎপাত্রে দুইমাস কাল সামান্য জল সহযোগে পচাইয়া লইলে কলম বাঁধিবার উপযুক্ত উত্তম সার প্রস্তুত হয়; ইহাকে মধ্যে মধ্যে আলোড়ন ও ব্যবহার কালে গাঢ় পঙ্কের মত করিতে হইবে।

আকন্দের সূতা প্রস্তুত।

আকন্দের সূতা বাহির করিতে হইলে, যে সকল শাখা বেশ সরল দীর্ঘ, অপরিপক্ক ও সবুজ বর্ণ, তাহাই অস্ত্র দ্বারা কাটিয়া এক দিবস কাল বাহিরে শুকাইতে হইবে। পরে শাখাগুলি অল্প অল্প থেঁতো করিয়া কাষ্ঠ ও উপরকার ত্বকভাগের মধ্যস্থ সূতা ভোঁতা অস্ত্র দ্বারা চাঁচিয়া বাহির করতঃ শুকাইয়া লইলেই বিক্রয়োপযোগী সূতা প্রস্তুত হইল। এই উপায়ে যে সূত্র উৎপন্ন হইবে, তাহা অতি উৎকৃষ্ট, কিন্তু ইহাতে বিলম্ব ও ব্যয়বাহুল্য ঘটে। শাখা হইতে ছালগুলি ছাড়াইয়া জলে পচাইয়াও সূতা বাহির হইতে পারে, এ উপায়ে প্রস্তুত সূত্র একটু মলিনবর্ণ হয়, সূক্ষ্ম বয়ন কার্য্যের উপযোগী হয় না; কিন্তু তদ্দ্বারা রশারশি প্রস্তুতের কার্য্য সুন্দর নিষ্পন্ন হইতে পারিবে।

সংগ্রহ।

কৃষি কমিশন।

রয়েল কৃষি কমিশনের সদস্যবৃন্দ একমত হইয়া গত ১৪ই এপ্রিল মহাবালেশ্বরে রিপোর্টে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

অনিষ্টকারী প্রাণীর বিনাশ।

সম্প্রতি দক্ষিণ আমেরিকার এক বিষাক্ত গ্যাসের সাহায্যে পিপীলিক, মুষিক প্রভৃতি যাবতীয় অনিষ্টকারী প্রাণীকে মারিয়া ফেলা হইতেছে। এই সমস্ত প্রাণীর বাসস্থানের মুখে গ্যাস পূর্ণ পাত্র হইতে একটী নলের সাহায্যে গ্যাস ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং তাহাতেই সমস্ত প্রাণী নিমেষে নষ্ট হইয়া যায়।

গো-পালনে নিজামের উৎসাহ

হিমালয় সাগরের নিকট নিজাম সরকার একটী বৃহৎ গো-শালা ও গো-পালন ক্ষেত্র নির্ম্মাণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। নিজাম সরকারের কৃষি বিষয়ে উপদেষ্টা ডাঃ এইচ, কে, শান বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে ইহাকে আদর্শ করিয়া নির্ম্মান করিতে সাহায্য করিবেন।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

জ্যৈষ্ঠ মাস।

কৃষিক্ষেত্র—এই সময় আমন ধান বোনা হয়, পাট ও আউশ ধানের ক্ষেত নিড়াইতে হয়, বেগুন ভাঁটি বাঁধিয়া দিতে হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ পর্য্যন্ত অরহর বীজ বপন করা চলে। আদা, হলুদ, কচু, ওল প্রভৃতি জ্যৈষ্ঠ মাসেও বসাইতে পারা যায়। শাঁকালুর বীজ বৈশাখ হইতে আরম্ভ করিয়া আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত বপন করা চলিতে পারে।

সব্জীবাগ—এই মাসে ভুট্টা বীজ বপন করা উচিত। কেহ কেহ ইতিপূর্ব্বেই বপন করিয়াছেন। জলদি ফসল হইতে ইতিমধ্যে ভুট্টা ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। লাউ, কুমড়া, ঢেঁড়স, পালা, ঝিঙ্গা, পালা শসার বীজও এই মাসে বপন করা চলে। বর্ষাতি মূলা ও নানা জাতীয় শাক বীজের বপন কার্য্য জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমেই শেষ করিতে হইবে। জলাদি ফুল কপি খাইতে গেলে এই সময় হইতেই পাটনাই ফুলকপি বপন করিয়া চারা তৈয়ারী করিতে হইবে।

ফুলবাগিচা—এই সময় জিনিয়া, দেপাটী, গাঁদা বীজ বপন করিতে হইবে। ডালিয়া বীজও এই সময় বপন করা চলে। কেহ কেহ ডালিয়ার মূল এই সময় বসাইতে বলেন। আমরা কিন্তু বলি আমাদের দেশের অত্যধিক বর্ষায় মূলগুলি পচিয়া যাইবার ভয় আছে, সেই জন্য বর্ষান্তে বসাইলেই ভাল। কিন্তু শীঘ্র শীঘ্র ফুলের মুখ দেখিতে গেলে একটু কষ্ট স্বীকার না করিলে চলে না। পূর্ব্বে কথিত ফুল বীজ ব্যতীত আমরান্থস কক্সকোম্ব, আইপোমিয়া, রাধাপদ্ম, ধুতুরা, মাটিনিয়া প্রভৃতি ফুল বীজ বপনের এই সময়।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসান লিঃ হইতে প্রকাশিত ও
১৬৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট চেরী প্রেস লিঃ হইতে মুদ্রিত।

কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক একমাত্র মাসিক পত্র

কৃষক

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেডের

মুখপত্র।

—অষ্টবিংশ খণ্ড—

১৩৩৪ সাল

বৈশাখ হইতে চৈত্র।

সম্পাদক

শ্রীযামিনীরঞ্জন মজুমদার।

বর্ণানুক্রমিক।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
	আ	
১। আঠাশ বছর—(প্রবন্ধ) ...	শ্রীজহরলাল বিশ্বাস ...	৩
২। আধুনিক শিক্ষা—(কবিতা) ...	শ্রীপ্রশান্ত কুমার পাল ...	৫১
৩। আনারস	সম্পাদক ...	৪২,৬৪
৪। আমার চাষ—(প্রবন্ধ) ...	শ্রীসুরেশ চন্দ্র গাঙ্গুলী ৮,	২৬৪,৩৫৪,৩৯৫,৪২১
৫। আমেরিকার কৃষি—(প্রবন্ধ) ...	সম্পাদক ...	৫৭,
৬। আমাদের কথা—(বক্তৃতা) ...	ডাঃ জে, এল, বিশ্বাস ...	৭৫
	উ	
৭। উল্ট হাওয়া—(কবিতা ...	শ্রীজহর লাল বিশ্বাস ...	১০২
৮। উদ্ভিদের নিদ্রা—(প্রবন্ধ) ...	শ্রীবিশ্বেশ্বর ঘোষ ...	৫২
৯। উপায় কি—(প্রবন্ধ) ...	শ্রীউমেশ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ...	২৪৯
১০। উদ্ভিদের স্পন্দন—(প্রবন্ধ) ...	শ্রীবিশ্বেশ্বর ঘোষ ...	২৪২
১১। উত্তোলন ...	...	৩৭৬,৪৩৪
	এ	
১২। এলাইচ—(প্রবন্ধ) ...	জনৈক লেখক ...	৩৬
	ক	
১৩। কপি চাষ—(প্রবন্ধ) ...	শ্রীনলিনীকান্ত রায় চৌধুরী	২৩০
১৪। কলার চাষে জীবিকা নির্ব্বাহ ...	শ্রীকালী দাস ভট্টাচার্য্য ...	১৪৫,১৭২
১৫। কলেরার টীকা ...	...	১২৯
১৬। কয়েকটী লতার চাষ ...	শ্রীযুক্ত কৃষক ...	৪৬৯
১৭। কাশ্মীরের কৃষি—(প্রবন্ধ) ...	সম্পাদক ...	৩০৭,৩৪১
১৮। কিউ উদ্যান ...	...	৯৬

বিষয়		লেখক		পৃষ্ঠা
১৯। কৃষক—(কবিতা)	...	শ্রীগোপেশ্বর সাহা	...	২২৬
২০। কৃষক ও জমিদার—(প্রবন্ধ)	...	শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র বিশ্বাস	...	৩৯৯
২১। কৃষকের পুরস্কার	...		...	৪৮৪
২২। কৃষাণ—(গল্প)	...	শ্রীপ্রশান্ত কুমার পাল	১১১,৩২২,৪০৪,৪৭৫	
২৩। কৃষি কথা—(প্রবন্ধ)	...	সম্পাদক	... ১৩০,১৭০,৪৪৫	
২৪। কৃষিকার্য্যে বড়লাট বাহাদুর	...	"	...	৮৯
২৫। কৃষি প্রাণ—(কবিতা)	...	শ্রীশচীন্দ্র নাথ সরকার	...	৩৯৭
২৬। কৃষি প্রতিষ্ঠান রক্ষার উপায় (মন্তব্য)		শ্রীকালীদাস ভট্টাচার্য্য	...	৩৮৫
২৭। কৃষি বিদ্যালয়	...		...	১১৩
২৮। কৃষি মঙ্গল পরিষৎ (মন্তব্য)	...	শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার	...	১৮৬
২৯। কৃষি সম্পদ বর্দ্ধনের ব্যবস্থা (প্রবন্ধ)		শ্রীসুধীন্দ্রকুমার ভৌমিক	...	১১৫
৩০। কৃষি সংবাদ	...		...	১৪০, ১৮২
৩১। কৃষি ও শিক্ষা (প্রবন্ধ)	...	সম্পাদক	...	২১০, ৩০২

গ

৩২। গরুর কথা	...	শ্রীজহরলাল বিশ্বাস	...	১৩৫
৩৩। গো জনন ও গোজাতির উন্নতি	...	শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার	...	২৭৬
৩৪। গোল আলু	...	শ্রীএককড়ি ঘোষ	...	২৭৯
৩৫। গ্রামের কাজের ক থ গ	...	শ্রীগুরুসদয় দত্ত	...	৪৬৩

চ

৩৬। চা-বাগান	...	শ্রীসুধীন্দ্রকুমার ভৌমিক	১০৩, ১৫৮, ১৯৮ ২২৭, ২৯৫, ৩৩২, ৪৮১	
৩৭। চাষার খেদ (কবিতা)	...	শ্রীকিশোরী মোহন সরখেল	...	৯৫
৩৮। চাষার খেদ (প্রবন্ধ)	...	শ্রীরাখালদাস ভৌমিক	...	১৩৪

ছ

৩৯। ছাগল (পশু প্রবন্ধ)	...	শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার	...	৩৪৬, ৩৯২

জ

৪০। জল চাষ (প্রবন্ধ)	...	সম্পাদক	...	৪৪
৪১। জাপানের কৃষি (প্রবন্ধ)	...	"	...	১৫

বিষয়		লেখক		পৃষ্ঠা
ত				
৪২। তরুণের বাণী (কবিতা)	...	শ্রীকিশোরী মোহন সরখেল		৩১৫
৪৩। তামাক—(প্রবন্ধ)	...	শ্রীসুধীন্দ্র কুমার ভৌমিক		২৬২
৪৪। তের বৎসরের আবাদ	...	শ্রীরেবতী মোহন দাস	...	৩৮২,৪৬৭
দ				
৪৫। দশ-বিঘা জমী—(প্রবন্ধ)	...	শ্রীসৌরেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী		৭২
৪৬। দেবীর কোপ—(গল্প)	...	শ্রীজহর লাল বিশ্বাস	...	২৬৮
৪৭। দেশব্যাপী দারিদ্র—(প্রবন্ধ)		শ্রীউমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়		৬৮
ন				
৪৮। নব বর্ষ	...	সম্পাদক	...	১
৪৯। নব্য-চাষী—(কবিতা)	...	শ্রীপ্রশান্ত কুমার পাল	...	৪১৩
প				
৫০। পত্রাদি	...	৩৬ ১৬৬,১৯৩,২৫৬,২৮৮,৩৩৩,৩৭১,৪৪০		
৫১। পল্লী সংস্কার—(বক্তৃতা)	...	শ্রীশচন্দ্র গোস্বামী	...	২৪৮
৫২। পাগলের কথা—(গান)	...	শ্রীজহর লাল বিশ্বাস	...	২০৯
৫৩। পাট চাষের হিসাব	...		...	১২৪
৫৪। পেঁপে—(প্রবন্ধ)	...	এফ্, আর, টকডেল	...	৮২,৯৭
৫৫। পেঁপের চাষ—(প্রবন্ধ)	...	শ্রীকালীদাস ভট্টাচার্য্য	...	২৩৭,৩১১
ফ				
৫৬। ফলরক্ষা—(প্রবন্ধ)	...	শ্রীজহর লাল বিশ্বাস	...	২৫২
৫৭। ফসলের পোকার ঔষাধবলী	...	শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেন	...	৪৫৩
৫৮। ফিরে চল—(কবিতা)	...	শ্রীপান্না লাল দে	...	১৮০
ব				
৫৯। বর্ত্তমান ভারত—(প্রবন্ধ)	...	শ্রীঅক্ষয় কুমার চট্টরাজ		৫
৬০। বঙ্গীয় স্বাস্থ্য বিভাগের প্রচার	...		...	১৯২
৬১। বঙ্গীয় কৃষি মঙ্গল সংঘ	...	শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র সরকার		১৪২
৬২। বঙ্গে ইক্ষু চাষ	...	শ্রীসুধীন্দ্র কুমার ভৌমিক		৩৮৯

	বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
৬৩।	বঙ্গে নব বর্ষ	...	শ্রীতপেন্দ্র নাথ মিত্র ...	৩১
৬৪।	বাগানের মাসিক কার্য্য	...		৪৮,৮৭,১২৬,১৬৭,২০৮,২৫৪,২৯৯,৩৪০ ৩৭৯,৪১২,৪৪৪,৪৮৩
৬৫।	বাঁচিবার চেষ্টা—(বক্তৃতা)	...	শ্রীশ্রীশচন্দ্র গোস্বামী ...	১০৫
৬৬।	ব্যাধির তাণ্ডব নৃত্য—(প্রবন্ধ)		শ্রীকালী প্রসন্ন রায় ...	১৯০
৬৭।	বাণিজ্য বিজ্ঞান—(প্রবন্ধ)	...	শ্রীউমেশ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়	২০০
৬৮।	বাঙ্গালার কৃষক পরিবার—(নাটক)		শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায়	২১৭
৬৯।	বাঙ্গলার গো-মহিষ	...	শ্রীসুধীন্দ্র কুমার ভৌমিক	২৫০,৩১৫
৭০।	বাঙ্গলাদেশে গোজাতির উন্নতি		মিঃ, পি, জে, কার ও মিঃ কে, ম্যকলীন,	৩৬৮,৪১৪,৪৫৭
৭১।	বাঙ্গলার অবস্থা—(বক্তৃতা)	...	শ্রীজহর লাল বিশ্বাস ...	৩৫০
৭২।	বিজয়া—(নিবন্ধ)	...	শ্রীজহর লাল বিশ্বাস ...	২৬১
৭৩।	বিদ্যুতের অদ্ভুত ক্ষমতা—(প্রবন্ধ)		শ্রীসুচীন্দ্র কুমার ভৌমিক	২৩৪
৭৪।	বিবিধ	...	...	১৬৩
৭৫।	বিবিধ বৈচিত্র	...	...	৪১৯
৭৬।	বেগুন চাষ	...	জনৈক লেখক ...	৪২৩
৭৭।	বৈচিত্র সংবাদ	...	...	৩২৯
৭৮।	বৈদ্যুতিক চাষ—(প্রবন্ধ)	...	সম্পাদক ...	১০৭
৭৯।	বৃক্ষের বয়স—(প্রবন্ধ)	...	শ্রীবিশ্বেশ্বর ঘোষ ...	১৭৭
	ভ			
৮০।	ভাত কাপড়ের কথা—(প্রবন্ধ)		শ্রীশ্রীশচন্দ্র গোস্বামী ...	৪৯
৮১।	ভারতে চিনির ব্যবসা—(প্রবন্ধ)		শ্রীসুচীন্দ্র কুমার ভৌমিক	৩২৫
৮২।	ভুলের পথে--(উপন্যাস)	...	শ্রীজহর লাল বিশ্বাস ...	১৫৩,৪৩২
	ম			
৮৩।	মাটী টাকা টাকা মাটী	...	শ্রীকালীদাস ভট্টাচার্য্য	৩৬৭
৮৪।	মেয়েদের আয়ের পথ	...	...	১১০
	র			
৮৫।	রেলওয়ে কৃষি	...	শ্রী— ...	৩৫৯
৮৬।	রোগ নিয়ন্ত্রন	...	...	১৬৯

	বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
	ল			
৮৭।	লঙ্কা—(প্রবন্ধ)	...	শ্রীজহর লাল বিশ্বাস ...	৭৯
৮৮।	লাহার চাষ—(প্রবন্ধ)	...	শ্রীহেরম্ব নাথ ভাদুড়ী ...	৪২০,৪৫০
	শ			
৮৯।	শালগম—(প্রবন্ধ)	...	শ্রীজহর লাল বিশ্বাস ...	১৬৫
৯০।	শয্যের ছাতারোগের ঔষধাবলি		শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র কর ...	৩৭২,৪০৬
৯১।	শাকের চাষ—(প্রবন্ধ)	...	শ্রীদেবেন্দ্র নাথ পারাল	২৯৭,৩৩৬
৯২।	শীত ঋতু বাহার—(প্রবন্ধ)	...	শ্রীগোপাল চন্দ্র আঢ্য ...	৩২০,৩৬৪
৯৩।	শ্রীলক্ষ্মী—(নিবন্ধ)	...	শ্রীজহর লাল বিশ্বাস ...	৩৮১
	স			
৯৪।	সমালোচনা	...		৮৪,২০৭,৩৩৫,৪১১
৯৫।	সংগ্রহ	...		৩৭,৮৩,১১৮,১৫৫,১৯৪,২৫৭,২৮৯,৩৩৮,৩৭৮,৪১০, ৫৩৬,৪৭৭
৯৬।	সার—(প্রবন্ধ)	...	শ্রীসুধীন্দ্র কুমার ভৌমিক	৪৩০,৪৪৮
৯৭।	স্বান্তনা—(কবিতা)	...	শ্রীজহর লাল বিশ্বাস ...	৩০১
৯৮।	সুখাদ্য মৎস্য বৃদ্ধির উপায়—(প্রবন্ধ)		শ্রীমহেশ চন্দ্র ভৌমিক	২৪





সীলেট চুণ

সস্তারবিচার মূল্যের দ্বারা হয় না, একমাত্র গুণের দ্বারা ইহা স্থির হইতে পারে। সিলেট চুণের মূল্য আপাততঃ অধিক মনে হইলেও বাস্তবিক অতি সুলভ। এ চুণে যে কাজ করা যায়, তাহা শীঘ্র খারাপ হয় না এবং বহুকাল স্থায়ী হয়, এ সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই। দেড় শত বৎসর ধরিয়া "সীলেট চুণ" সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত এবং ইহাই ইহার গুণের যথার্থ পরিচায়ক।

সীলেট লাইম কোং লিমিটেড।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্—মেসার্স কিলবরণ এণ্ড কোং

২৫ নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

টাটকা

বীজ ! বীজ !! বীজ !!!

সকল রকম দেশী সব্জী ও ফুলের বীজ আমদানী হইয়াছে।

সত্বর হউন ! সত্বর হউন !!

বিলম্বে হতাশ হইবার সম্ভাবনা।

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আসল

কলেরা চারা কলেরা।

বিলম্ব করিবেন না।

প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা একেবারেই নাই।

আসুন ! আসুন !! আসুন !!!

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



কবিরাজ—নগেন্দ্র নাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ।

১৮।১ ও ১৯।নং লোয়ার চিৎপুর রোড

কলিকাতা।

REGISTERED NO. C 192

২৯শ বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫ সাল। [২য় সংখ্যা

কৃষি, শিল্প ও বিজ্ঞান এবং বাণিজ্য বিষয়ক একমাত্র

মাসিক পত্র

কৃষক

OR

THE AGRICULTURIST

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেডের মুখপত্র।

সম্পাদক—শ্রীযামিনীরঞ্জন মজুমদার।

মূল্য প্রতি সংখ্যা ।/০ বার্ষিক ৩৲/০

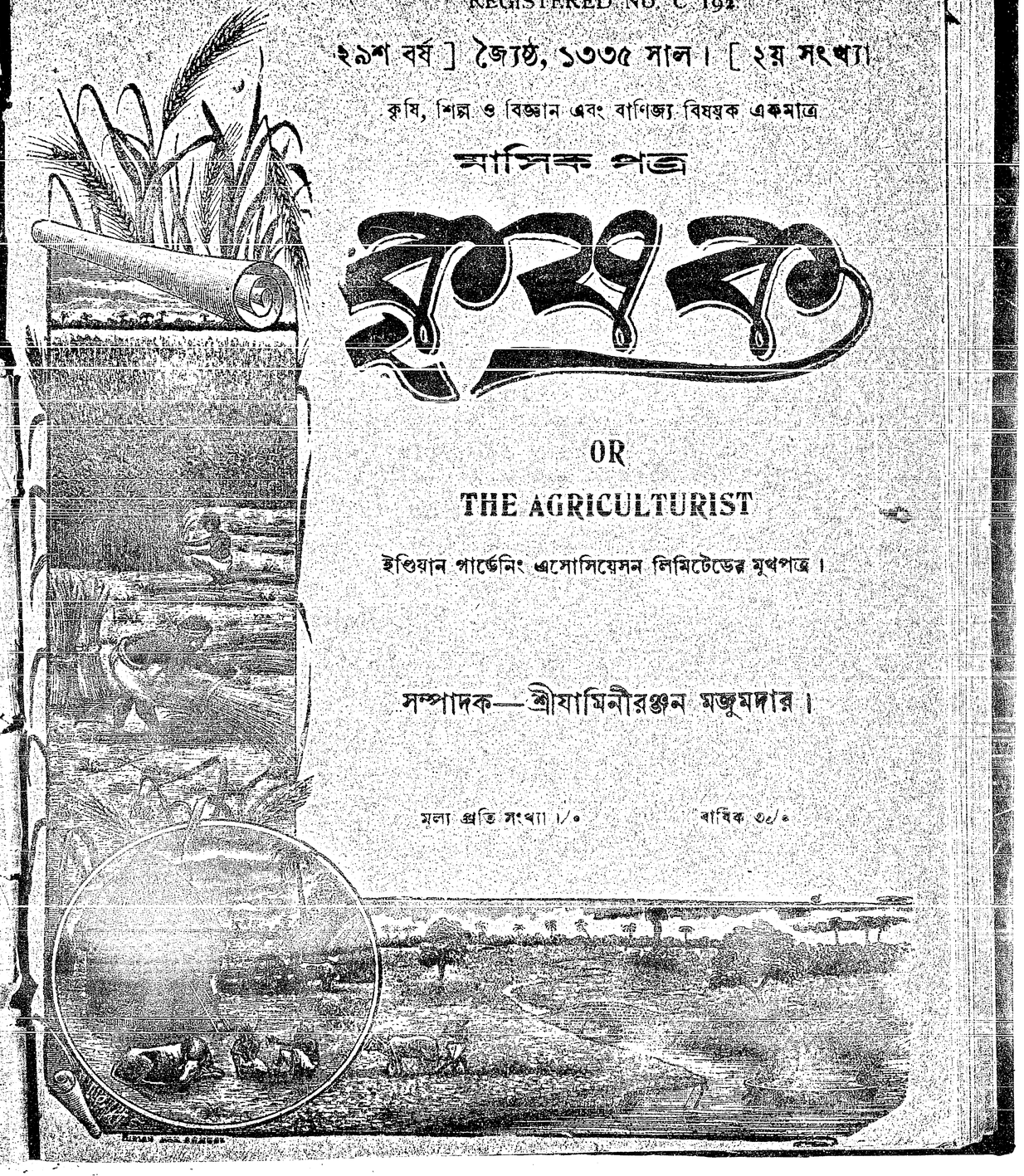

পত্র লিখিবার সময় 'কৃষকে'র নামোল্লেখ করিবেন।

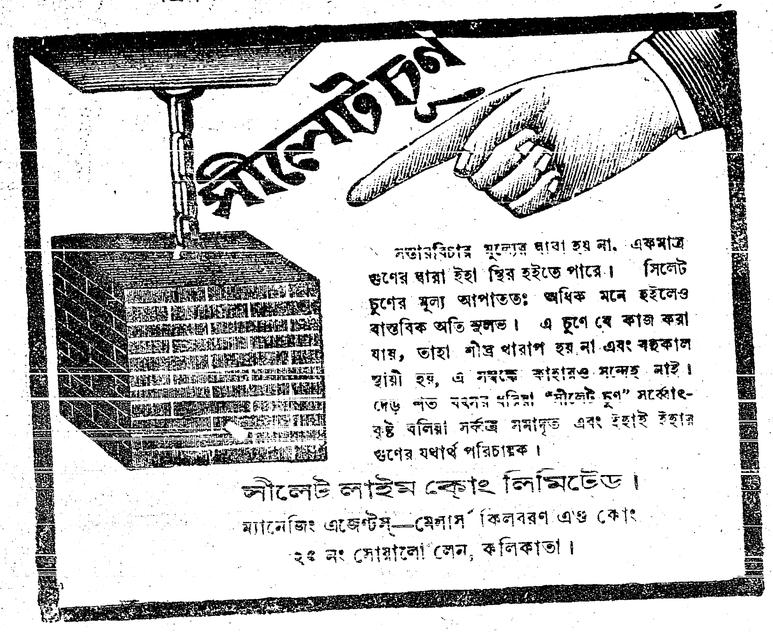
সীলেট চূণ
সভারবিচার মূল্যের দ্বারা হয় না, একমাত্র গুণের দ্বারা ইহা স্থির হইতে পারে। সিলেট চুণের মূল্য আপাততঃ অধিক মনে হইলেও বাস্তবিক অতি সুলভ। এ চুণে যে কাজ করা যায়, তাহা শীঘ্র খারাপ হয় না এবং বহুকাল স্থায়ী হয়, এ সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই। দেড় শত বৎসর ধরিয়া "সীলেট চুণ" সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত এবং ইহাই ইহার গুণের যথার্থ পরিচায়ক।
সীলেট লাইম কোং লিমিটেড।
ম্যানেজিং এজেণ্টস্—মেসার্স কিলবরণ এণ্ড কোং
২৫ নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

টাটকা
বীজ! বীজ!! বীজ!!!
সকল রকম দেশী ও বিলাতি সব্জী ও ফুলের বীজ আমদানী হইয়াছে।
সত্বর হউন! সত্বর হউন!!
বিলম্বে হতাশ হইবার সম্ভাবনা।
ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড।
১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
আসল
কলম চারা কলম।
বিলম্ব করিবেন না।
প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা একেবারেই নাই।
আসুন! আসুন!! আসুন!!!
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড।
১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জ্যৈষ্ঠ সূচীপত্র ১৩৩৫ সাল

বিষয়			পৃষ্ঠা
১। পাটের আন্দোলন	...	...	৪১
২। দাঁত	...	...	৪৪
৩। গোজনন ও গোজাতীয় উন্নতি	...	...	৪৯
৪। বেগুন চাষে বিপত্তি	...	...	৫১
৫। কৃষি কথা	...	...	৫৪
৬। বাঙ্গলার পল্লী	...	...	৫৬
৭। মান কচুর চাষ ও গো সেবা	...	...	৫৯
৮। চা-বাগান	...	...	৬৫
৯। সংগ্রহ	...	...	৬৮
১০। ভারতীয় চাউলের সংবাদ	...	...	৭২
১১। বাগানের মাসিক কার্য্য	...	...	৭৪

বেঙ্গল পাবলিক হেল্‌থ ল্যাবরেটরির ডাইরেক্টর ও নানাস্থানীয় বহুদর্শী ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে পরীক্ষিত ও প্রশংসিত এবং ডাইরেক্টর অব্ ইণ্ডস্ট্রিজ বেঙ্গল কর্ত্তৃক বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটি, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, রেলওয়ে, চা বাগান প্রভৃতিতে ব্যবহারের জন্য অবধারিত।
সি, কিউ, সি, মার্কা
কলোনিয়্যাল কুইনাইন কোম্পানীর
সি, কিউ, সি, মার্কা
কুইনাইন ট্যাবলেট
৩ গ্রেণ ২০ ট্যাবলেট ১০ টিউব সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক।
পাইকারী দর স্বতন্ত্র
প্রাপ্তিস্থান— বসাক ফ্যাক্টরী, ৩ নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, এবং এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, কলিকাতা।

WHO IS WHO

In war against malaria

কেন্দ্রীয় ম্যালেরিয়া নিবারণী সমবায় সমিতি হইতে প্রকাশিত ম্যালেরিয়ার সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য পূর্ণ পুস্তক। ম্যালেরিয়ার ইতিহাসের প্রথম হইতে যে সকল মনস্বী এই বিষয়ের নূতন নূতন আবিষ্কার করিয়া ইহার দমন করিবার উপায় বাহির করিয়াছেন তাঁহাদের ফটো এবং ম্যালেরিয়া বীজাণুর সুন্দর ত্রিবর্ণ ছবি এই সঙ্গে দেওয়া হইবে। মূল্য আট আনা।

প্রাপ্তি স্থান ঃ—

কেন্দ্রীয় ম্যালেরিয়া নিবারণী সমবায় সমিতি।

১।২ প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রাচীন পবিত্র তীর্থ।

গঙ্গার পশ্চিমতীরে অবস্থিত কালীগড় গ্রামে ৺শ্রীশ্রী-সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দির। ইহা একটী বহু পুরাতন সিদ্ধপিঠ এবং বলয়োপপীঠ নামে জনশ্রুতি আছে। এখানে পঞ্চমুণ্ডি আসন আছে। দেবতা সিদ্ধেশ্বরী, মহাকাল ভৈরব। ই, আই আর হুগলী কাটোয়া লাইনের জীরাট ষ্টেসনের অর্দ্ধমাইল পূর্ব্বে মন্দির।

সেবাইত

শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়।

সাং কালীগড়, পোঃ বলাগড়, জেলা হুগলী।

যামিনীবাবুর কৃষি পুস্তকাবলী।

বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর কৃষি বিশেষজ্ঞ ও কৃষকের সম্পাদক ডক্টর শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের নিম্নলিখিত পুস্তকাবলী "কৃষক" আফিসে পাওয়া যায়।

তুলার চাষ ,,	৵০
ইক্ষু চাষ	।০
সরল কৃষি কথা	।০
পান চাষ	৵০
বেনেতি বাগ	৵০

"উৎসব"

হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ মাসিক পত্রিকা মূল্য ৩৲

১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ

সম্পাদক প্রণীত—ধর্ম্ম-গ্রন্থাবলী ঃ—

১। শ্রীশ্রীগীতা—২য় সংস্করণ মূল সস্কৃত ভাষ্য, বঙ্গানুবাদ প্রতি শ্লোকের জ্ঞাতব্য প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিত। ৩ খণ্ডে সমাপ্ত। তিন খণ্ডই বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে প্রত্যেকখণ্ড বাঁধাই ৪৷৷০ তদালোচিত শ্রীগীতা সম্বন্ধে অনেক সুধীজন ভাল অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন, সকলের অভিমত প্রকাশের স্থান নাই। পণ্ডিত প্রবর শ্রীশ্যামচরণ কবিরত্ন বলিতেছেন—"গ্রন্থকার গীতার প্রকৃত তাৎপর্য্য স্বয়ং বুঝিয়াছেন অপরকে বুঝাইতেও সমর্থ হইয়াছেন। তিনি উহাতে যে ভাষ্য বা টীকা দিয়াছেন, তাহাতে সকল টীকার ও ভাষ্যের সার সঙ্কলিত হইয়াছে, তাঁহার অনুবাদও প্রাঞ্জল ও যথাযথ হইয়াছে, তাহার পর প্রশ্নোত্তর স্থলে যে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অতীব হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছে যাঁহারা গীতার প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণ করিতে চাহেন, গীতার সারবত্তা বুঝিতে চাহেন, গীতায় সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় দেখিতে চাহেন তাঁহাদের নিকট রামদয়াল বাবুর গীতাই আদর পাইবে, ইহাই তাঁহাদের স্বাধ্যায়রূপে পরিগণিত হইবে, ইহাই তাঁহাদের কণ্ঠহার হইবে, একথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।"

২। ভদ্রা—২য় সংস্করণ আদর্শনারীচরিত্র ও তপরায়ণ-ব্রত সাধন-তত্ত্ব উপন্যাস। মূল্য আবাঁধা ১।০ বাঁধাই ১৸০।

৩। কৈকেয়ী—২য় সংস্করণ রামায়ণ হইতে প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। মূল্য ৷৷০

৪। ভারতসমর—বা গীতা পূর্ব্বাধ্যায় (১ম ও ২য় খণ্ড) ২য় সংস্করণ মহাভারতের চরিত্র উল্লেখ করিয়া লিখিত বাঁধাই ২৷৷০

৫। সাবিত্রী ও উপাসনা-তত্ত্ব—

৬। গীতা-পরিচয়—২য় সংস্করণ শ্রীগীত বুঝিতে হইলে ইহাও আবশ্যক। মূল্য ১।০

৭। বিচার চন্দ্রোদয়—২য় সংস্করণ তত্ত্বান্বেষ সাধকের নিত্য সহচর এবং নিত্য সাধায়োপযোগী একমাত্র গ্রন্থ ভগবৎধ্যান ও স্তোত্র মালা সমন্বিত।

মূল্য—কাগজে বাঁধাই ২৷৷০; কাপড়ে বাঁধাই ৩৲।

৯। মনোনিবৃত্তি। নিত্য সঙ্গী

বাঁধাই ১৷৷০। ১০। শ্রীশ্রীনামরামায়ণ আবাঁধা।০

ডাক্তার জে, এল, বিশ্বাসের

ব্যথা শান্তি তৈল।

সামান্য ব্যথা হইতে বাত পর্য্যন্ত নিরাময় করিতে ইহাই একমাত্র মহৌষধ। বহু পরীক্ষিত মূল্য ১ শি শ।০ ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ডায়মণ্ড হোমিও সাধনাশ্রম।

২ নং শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট।

(নেবুতলা ঈশ্বর ভবন) কলিকাতা।

সচিত্র বাঙ্গালা মাসিক পত্র

"স্বভাবের পথে"

৺রাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বি, এল্ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত এবং শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত স্বভাব-চিকিৎসা অর্থাৎ মাটি, জল, উত্তাপ, হওয়া ও শূন্যের সাহায্যে যাবতীয় রোগের চিকিৎসা বিষয়ক প্রবন্ধ, রোগীর বিবরণ, রোগী বিশেষের ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় প্রশ্নোত্তর, লুইকুনে, ম্যাকফ্যাডেন, প্রভৃতি বিখ্যাত স্বভাব চিকিৎসকগণের লিখিত মূল্যবান পুস্তকের বাঙ্গালা অনুবাদ ইত্যাদি গত বৈশাখ ১৩৩৪ হইতে প্রকাশিত হইতেছে। সডাক বার্ষিক মূল্য ২।০; প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা।

গ্রাহক হইবার জন্য আজই পত্র লিখুন।

জলচিকিৎসা সম্বন্ধীয় যাবতীয় পুস্তক আমাদের নিকট পাওয়া যায়। ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

কার্য্যাধ্যক্ষ, "স্বভাবের পথে"

২০৫ কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বিজ্ঞান।

এই অগ্রহায়ণে দ্বিতীয় বর্ষে নব কলেবরে দেখা দিয়াছে আয়ুর্ব্বেদ আর্য্য চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক একমাত্র মাসিক পত্র। কলিকাতা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও অধ্যাপক "আয়ুর্ব্বেদের" সেই প্রসিদ্ধ সম্পাদক কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন কবিরঞ্জন ইহার সম্পাদক। গত ১৩৩৩ সালের অগ্রহায়ণ হইতে নিয়মিত বাহির হইতেছে। এই পত্রিকায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী এম-এ, এল-এম-এস, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার কাব্যতীর্থ প্রভৃতি কবিরাজ এবং রায়বাহাদুর ডাঃ শ্রীচুনীলাল বসু সি-আই-ই, ডাঃ শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস এম-বি, ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-ডি, প্রভৃতি ডাক্তারগণ নিয়মিত লিখিয়া থাকেন। এরূপ শ্রেণীর পত্রিকা ইহা ভিন্ন আর নাই। বার্ষিক মূল্য—৩৷৵০। নমুনা সংখ্যা ০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এ,

ম্যানেজার আয়ুর্ব্বিজ্ঞান। ১নং তেলিপাড়া লেন, কলিকাতা।

সোনার বাংলা

সম্পাদক { শ্রীবিপিন চন্দ্র পাল
শ্রীগোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাদুর।

ঠিকানা—১।২এ প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য—ডাকমাশুল সমেত ২৷৵০ দুই টাকা ছয় আনা।

প্রতি সংখ্যা ৵০ ভিঃ পিতে ।৶০।

কেন্দ্রীয় ম্যালেরিয়া নিবারণী সমবায় সমিতি (Central Co-operative antimalaria Society) এবং বঙ্গীয় উদ্যান-কৃষক সমবায় সমিতি (Bengal Co-operative Home crofters Association এই দুই সমিতির মুখপত্র বঙ্গপল্লীর উন্নতি বিষয়ক সকল প্রকার প্রবন্ধ ও বিবরণী ইহাতে ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হয়।

তৃতীয় বর্ষ চলিতেছে। দ্বিতীয় বর্ষের মাত্র কয়েক খণ্ড অবশিষ্ট আছে।

"বৌদ্ধবাণী"

(ব্রহ্মদেশে প্রকাশিত একমাত্র বাঙ্গলা মাসিক)

সম্পাদক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বড়ুয়া।

কার্ত্তিক মাস হইতে দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। ব্রহ্ম-প্রবাসী বাঙ্গালীদের দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখের কাহিনী, শস্য-শ্যামল ব্রহ্মদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও স্বর্ণপেগোডার অপূর্ব্ব শোভা **বৌদ্ধবাণীর** ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সাম্প্রদায়িক বিষাক্ত আবহাওয়া হইতে দূরে থাকিয়া সাম্যমৈত্রীর প্রচার করাই ইহার একমাত্র কাম্য। আজই গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন।

ব্রহ্ম প্রবাসী প্রায় তিনলক্ষ বাঙ্গালীদের ঘরে ঘরে আপনি **পুণ্যদ্রব্যের বিবরণ** পাঠাইতে হইলে আজই চিঠি লিখিয়া বিজ্ঞাপনের হার জ্ঞাত হউন।

ম্যানেজার—"বৌদ্ধবাণী"।
৮৪ নং ডালহৌসী ষ্ট্রীট,
পোষ্ট বক্সনং ৪০৬,
রেঙ্গুন।

বার্ষিক মূল্য—৩৲ টাকা
প্রতি সংখ্যা।০ চারি আনা।

বিজ্ঞাপন।

পল্লীবাসীর মুখপত্র। পল্লীসেবক সাপ্তাহিক।

"পল্লীমঙ্গল"

পল্লীবাসীগণের সুখদুঃখের কাহিনী লইয়া প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। ইহাতে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রবন্ধ দেশবিদেশের বিবিধবার্ত্তা ও পল্লীকথা পাটের সংবাদ প্রভৃতি রীতিমত প্রকাশিত হইয়া থাকে।

আচার্য্য স্যর প্রফুল্ল চন্দ্র রায় দয়া করিয়া লিখিয়াছেন—"ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি "পল্লীমঙ্গল" শ্রমিকগণের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলের সহায় হইয়া নামের সার্থকতা সম্পাদন করুক। এই পত্রিকাকে সাদরে গ্রহণ করিতে আমি জন সাধারণকে অনুরোধ করিতেছি।"

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।
বিজ্ঞাপনের হার চিঠিতে জ্ঞাতব্য।

কার্য্যাধ্যক্ষ—"পল্লীমঙ্গল"।
পোঃ নারায়ণগঞ্জ (ঢাকা)

এই দারুণ গ্রীষ্মে যদি আপনি

ডাঃ জে. এল, বিশ্বাসের

পপুলার কোকোনাট অয়েল

মাখিয়া স্নান করেন, তাহা হইলে আপনার মস্তিষ্ক বেশ শীতল থাকিবে, এবং ইহার মধুর গন্ধও আপনাকে আনন্দিত করিবে। **মাথার যাবতীয় রোগ দূর করিতে এই তৈল আপনাকে যথেষ্ট সাহায্য করিবে।** অদ্যই এক শিশি আনাইয়া পরীক্ষা করুন। মূল্য অতি সামান্য—১ শিশি ।০ ২ শিশি ।৶০। ১ শিশি প্রায় দুই সপ্তাহ চলিবে।

প্রাপ্তিস্থান—ডায়মণ্ড হোমিও সাধনাশ্রম।
২, শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট, (নেবুতলা—ঈশ্বরভবন)
কলিকাতা।

বঙ্গের পারিবারিক ইতিহাস।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, সাধক জীবনী, ভক্তজীবনী, পরলোক রহস্য প্রভৃতি প্রণেতা—

সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী **শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামীর** সম্পাদকতায় বঙ্গের পারিবারিক ইতিহাস খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। যাঁহারা ২য় খণ্ডে আপনাপন জীবনী অথবা বংশাবলীর ইতিহাস দিতে চান, তাঁহারা সত্বর পাণ্ডুলিপি প্রেরণ করুন।

শ্রীহরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।
৭২ রাধানাথ মল্লিক লেন, কলিকাতা।

অম্লের, অম্লপিত্তের ও যাবতীয় শূল রোগের দৈবপ্রাপ্ত মহৌষধ।

REG. **"দৈববল"** No. 1388

বহুকাল হইতে লক্ষ লক্ষ রোগীতে পরীক্ষিত ও উচ্চ প্রশংসিত গাছগাছড়ার প্রস্তুত এই মহাশক্তি সম্পন্ন দৈবপ্রাপ্ত মহৌষধে অম্ল, অম্লপিত্তের বেদনা দাস্ত ও বমি হওয়া পেটের মধ্যে চাকা হইয়া বেদনা ধরা অম্লশূল পিত্তশূল, কৃমিশূল প্রভৃতি বেদনা ও তৎ সংক্রান্ত উপসর্গ ৭ দিনে নিশ্চয় আরোগ্য ও ৩।৪ সপ্তাহে সম্পূর্ণ নিরাময় হইবে। সাধারণের উপকারের জন্য প্রচার করিতেছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। প্রস্তুত ও প্রচারের ব্যয়ের জন্য এক সপ্তাহের মূল্য ॥৶০ দশ আনা মাত্র। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীবিনোদলাল বসু, প্রোপ্রাইটর।
দৈববল কার্য্যালয়, যশোহর, চৌরাস্তা।

পল্লীমঙ্গল সমিতির মাসিকপত্র

গৃহস্থ-মঙ্গল।

সম্পাদক—শ্রীঅশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়।
অফিস—৬৯ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট।
মূল্য বার্ষিক ৩॥০ প্রতি সংখ্যা ।৶০ আনা।

বর্ত্তমান ১৩৩৫ সাল, দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হইল। গৃহস্থের উপযোগী করিয়া প্রতি মাসেই ইহা নিয়মিত বাহির হইতেছে। ইহাতে টোটকা চিকিৎসা, হোমিওপ্যাথি, এলোপাথি, কবিরাজী, কৃষি, বাণিজ্য বিষয়ক ইত্যাদি যাবতীয় প্রবন্ধাদি সুচিন্তিত লেখকগণ কর্ত্তৃক লিখিত হইতেছে। ইহার প্রত্যেক পত্রই বহুমূল্য উপদেশে পূর্ণ থাকে। অদ্যই গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন এবং উপকৃত হউন।

প্রবোধচন্দ্র দের কৃষি পুস্তকাবলী।

Potato Culture	॥০
কৃষিক্ষেত্র	১॥০
সব্জীবাগ	১॥০
ফলকর	১৲
মালঞ্চ	১॥০
আয়ুর্ব্বেদীয় চা	।০
মৃত্তিকা তত্ত্ব	১॥০
গোলাপ বাড়ী	১৲
কার্পাস কথা	॥০
ভূমি কর্ষণ	।৶০
উদ্ভিদ খাদ্য	॥০
উদ্ভিদ জীবন	৷৷০
সাহিত্য, বিজ্ঞান, কৃষি	।০
প্রাকৃতির সামঞ্জস্যে উদ্ভিদের স্থান	।০
ভারতীয় অর্থশাস্ত্র	।০

যাঁহারা গল্প ও উপন্যাস পড়িতে ভালবাসেন এতদিনে তাঁহাদের জন্য সুপ্রতিষ্ঠ লেখক উপন্যাসিক ও চিত্রশিল্পিগণের একত্র সমাবেশ করিয়া বিরাট আয়োজনে, বহু অর্থ ব্যয় করিয়া

মাসিক গল্পগুচ্ছ।

প্রকাশ করা হইল। কাগজের আকার—ভারতবর্ষ, মাসিক বসুমতী বা প্রবাসীর ন্যায়। প্রতি সংখ্যা ।৶০, আনা, বার্ষিক ৩॥০ আনা। নমুনার জন্য ।৶০ ডাক টিকিট পাঠাইবেন।

কার্য্যালয়, ৬৯, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুরমা

এক আনার ডাক টিকিট

সুরমার সৌভাগ্য !

নহিলে, এত তৈল থাকিতে শুধু সুরমারই এত নাম ডাক, এত আদর কেন? সকলের মুখেই শুনিতে পাই,—"সুরমা বড় সুন্দর টল টলে, ব্যবহারে কখনও চুল চটচটে হয় না, অথচ ইহা নারিকেল তৈলে বা "মিনাল" তৈলে প্রস্তুত নহে ! বিশুদ্ধ কৃষ্ণ তিল তৈল ইহার মূল উপাদান। সুরমার সুবাস মধুর, স্নিগ্ধ এবং বহুক্ষণ স্থায়ী। তাজা ফুলের মত এমন টাটকা সৌরভ আর কোন তৈলে নাই। সুরমার গুণও অনেক। ইহা চুলের উপকারী, মাথার উপকারী, স্বাস্থ্যেরও বিশেষ হিতকর। সুরমা মাখিলে সত্য সত্যই চুলের শোভা বাড়ে। মাথার খুস্কি, মরামাস, টাক, চুলপড়া ও অসময়ে পাকা প্রভৃতি দোষ অতি শীঘ্র নিবারিত হয়। মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে সুরমাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এত ভাল তৈলের দামও আশ্চর্য্য সস্তা। ৸৹ আনা দামের একটী শিশিতে অন্যান্য তৈলের দ্বিগুণ তৈল থাকে। ডাকে লইতে ।৶৹ আনা মাশুল লাগে দশের কথায় যদি আপনার বিশ্বাস না হয়, তবে /৹ আনার টিকিট পাঠাইয়া সুরমার নমুনা পরীক্ষা করুন। সেই সঙ্গে একখানি নূতন পঞ্জিকাও বিনামূল্যে পাইবেন।

বড় এক শিশির মূল্য	৸৹ বার আনা মাত্র।
মাশুলাদি খরচ	॥/৹ নয় আনা।
একত্র তিন শিশির মূল্য	২৲ দুই টাকা।
ডাকমাশুলাদি	১॥/৹ এক টাকা নয় আনা



পাঠাইয়া, "সুরমার" নমুনা পরীক্ষা করিবেন।

বড় এক শিশির মূল্য	৸৹ বার আনা মাত্র।
মাশুলাদি খরচ	॥৶৹ এগার আনা।
একত্র তিন শিশি মূল্য	২৲ দুই টাকা।
ডাকমাশুলাদি	১।/৹ এক টাকা পাঁচ আনা।

অশোকাসব।

অশোকগাছ স্ত্রীরোগ নিবারণের প্রধান ও প্রসিদ্ধ ঔষধ সেই অশোক ছাল, ওলটকম্বল প্রভৃতি কতিপয় বাছা বাছা স্ত্রীরোগ নাশক ঔষধ দ্বারা এই অশোকাসব প্রস্তুত হইয়াছে। ঋতুকালে অল্প বা অধিক রজঃস্রাব, তলপেটে ও কোমরে বেদনা, শিরঃপীড়া, সর্ব্বদা শ্বেত, পীত বা রক্ত-বর্ণের অল্প অল্প স্রাব এবং রজোরোধ ও মৃতবৎসা প্রভৃতি দারুণ স্ত্রীরোগ সমূহ এই ঔষধ দ্বারা শীঘ্র নিবারিত হয়। এই ঔষধের প্রধান সুবিধা এই যে, কোন অবস্থাতেই ইহা সেবনের জন্য চিকিৎসকদের পরামর্শ প্রয়োজন হয় না। স্ত্রীলোকেরা নিজে নিজেই পূর্ব্বোক্ত রোগ সমূহের জন্য এই ঔষধ নির্চ্চাচন করিয়া নির্ভয়ে সেবন করিতে পারেন। গর্ভাবস্থাতেও ইহা সেবন করিতে কোন ভয়ের কারণ নাই।

এক শিশি ঔষধের মূল্য	১॥৹ দেড় টাকা।
ডাকমাশুলাদি	॥/৹ নয় আনা।

লোম সংহার।

আমাদের এই **লোমসংহার** চূর্ণ এমন কয়েকটী বিশেষ উপাদানে প্রস্তুত হইয়াছে যে ইহাতে কেশের অনিষ্টকর কোনপ্রকার পদার্থ নাই। লোমযুক্ত স্থানসমূহে ধীরে ধীরে লাগাইয়া দিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে কেশমূল শিথিল হইয়া সেই স্থান পরিষ্কার হইয়া যায়। গাল প্রভৃতি কোমল স্থানে ইহা নির্ব্বিঘ্নে ব্যবহার করা যাইতে পারে। বাজারের বাজে চূর্ণাদি দ্বারা সময়ে সময়ে শরীরের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, আমাদের "লোমসংহার" চুণ ব্যবহারে সেরূপ কোন ভয়ের কারণ নাই।

প্রতি শিশি মূল্য	॥৹ আট আনা।
মাশুলাদি খরচ	৶৹ তিন আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, বাসব অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভী এবং সকল প্রকার জাতির ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভ দরে বিক্রয় করিতেছি।

এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগীগণ স্ব স্ব রোগ বিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্ন সহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থাও পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধআনার ডাক টিকিট পাঠাইবেন।

শ্রীশক্তিপদ সেনগুপ্ত কবিরাজ
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়
১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, টেরিটী বাজার কলিকাতা

বিলাতে বৃটিশ-এম্পায়ার এক্‌জিবিশনে আমাদের দুই বৎসরের শিক্ষার কল—

এক্‌জিবিশন্-শাঁখা

গিনি সোনায় তৈরী হাল ফাসানের অলঙ্কার

উপরে গিনি সোনার পুরু পাতের উপর মনোরম এন্‌গ্রেভ করা। নিচে ইয়োলো-ব্রোঞ্জ নামক স্বর্ণবর্ণের ধাতুর ফ্রেম। প্রস্তুতের কৌশলে উপরে গিনি সোনা এবং নীচের ব্রোঞ্জের ফ্রেম বর্ণে, গঠনে একেবারে মিলিয়া গিয়াছে—মিলনের চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত নাই। এককথায় এই এক্‌জিবিশন-শাঁখা নিরেট গিনি সোনার শাঁখার মতই দেখা যাইবে।

ইহা চুড়ী ও শাঁখা দুই প্রকারের প্রস্তুত হয়।

এক্‌জিবিশন-শাঁখা

এই এক্‌জিবিশন-শাঁখা কম মূল্যের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট অলঙ্কার। শিক্ষিত সমাজে ইহার প্রচলন দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে।

এক্‌জিবিশন-চুড়ী

প্রমাণ তিন জোড়া অর্থাৎ ছয়গাছার একসেট চুড়ী ৪৯॥৹ টাকা; ব্যবহারে ঠিক তিনশত টাকার একসেট চুড়ীর মত সুন্দর ও মজবুত।

বয়স্কাদের জন্য প্রমাণ মাপের শাঁখা লইলেই ঠিক হইবে। বিশেষ বড় বা বিশেষ ছোট হাতের আবশ্যক হইলে শাঁখার ভিতরের মাপ কাগজে আঁকিয়া দিবেন। বালিকাদের বয়সের উল্লেখ করিবেন। পত্র লিখিলেই ভিঃপিতে পাঠান হয়।

সত্বাধিকারী
শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী
মাতৃ মন্দির সম্পাদক

ইকননিক্ জুয়েলারী ওয়ার্কস
৩৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা, ব্রাঞ্চ-খুলনা।

অন্যান্য অলঙ্কারের
মূল্য তালিকা
চাহিলেই পাইবেন।

শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই, সি, এস্ প্রতিষ্ঠিত

গ্রামের ডাক।

দ্বৈমাসিক পত্রিকা।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সোম বি-এল সম্পাদিত।

হতশ্রী বঙ্গপল্লীকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে গ্রামের ডাক প্রকাশিত হইতেছে। বাজে কথায় গ্রামের ডাকের কলেবর পূর্ণ হয় না। গ্রামের উন্নতি বিষয়ক কাজের কথাই ইহাতে থাকে। ধ্বংসোন্মুখ বাঙ্গালীকে জীবনের পথে লইয়া যাইবার চেষ্টাই গ্রামের ডাকের কঠোর ব্রত। বার্ষিক মূল্য সডাক ১৲

প্রাপ্তিস্থান—হাওড়া জেলা কৃষিও হিতকরী সমিতি, হাওড়া।

মাণ্টন এণ্ড কোং।

১৩ ওল্ডকোর্ট হাউস্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

জমিদার ও শিকারীগণের

সুপরিচিত।

বন্দুক, রাইফেল, রিভলভার, টোটা, বারুদ ছবরা প্রভৃতি ক্রয় করিবার পূর্ব্বে একবার বিখ্যাত বন্দুক বিক্রেতা ম্যাণ্টন এণ্ড কোংর অফিসে অনুসন্ধান করুন।

ম্যাণ্টন এণ্ড কোং

১৩নং ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পানের সার।

P'etel-toue

আজ পাঁচ বৎসর হইল একরূপ সর্ব্বনাশী পোকা পান নির্ম্মূল করিয়া বারুজীবি বৈশ্য জাতির সর্ব্বনশ করিতেছে। তাহারা পান লতা মাটী ইত্যাদি বঙ্গীয় কৃষি বিভাগে পাঠাইয়া কোন ফল না পাইয়া, বঙ্গীয় হিত-সাধন মণ্ডলীর কৃষি বিষেষজ্ঞ ডক্টর শ্রীযুত যামিনী রঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের নিকট উপনীত হইলে তিনি উক্ত কীটের জীবাণু লতা, পান, মৃত্তিকা বিশ্লেষণ করিয়া তাহার নিদান স্বরূপ এক অদ্ভুত ঔসধ বা সার আবিষ্কার করিয়া সমাজের বিশেষ উপকার সাধন করিবেন। উক্ত সারের নামে Betel tone (বীট্‌ল টোন) ব্যবহার বিধি সারের সহিত দেওয়া হয়। এক বিঘা জমীতে পান তয়ার করিতে ২০৲ মূল্যের সারের প্রয়োজন। ইহাতে পান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, পোকা ধরে না, বড় দীর্ঘ স্থায়ী হয়। বাঙ্গলার বারু-জীবি যুবকদের আর নিরর্থক বিঘা প্রতি ৪০ মণ সরিষার খইল ব্যবহার করিতে হইবে না।

পাইবার ঠিকানা—

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড

১৬২নং বহুবাজার কলিকাতা।

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

কলিকাতা প্রধান আপিস।

৩নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড

স্থানীয় শাখাসমূহ।

বড়বাজার শাখা—১৯৫ নং হ্যারিসন রোড

ক্লাইভ ষ্ট্রীট শাখা—৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট

পার্ক ষ্ট্রীট শাখা—৪৮ নং পার্ক ষ্ট্রীট।

সেভিংস ব্যাঙ্ক

ডিপজিট বা জমা।

১লা জানুয়ারা হইতে ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে এক বৎসরে মোটের মাথায় ৫০০০৲ পর্য্যন্ত জমা দেওয়া যাইতে পারে। দুই বা ততোধিক লোকের নামেও একাউণ্ট খোলা যায় এবং জমা টাকা একজন বা ততোধিক জনকে কিম্বা তাঁহাদের মধ্যে জীবিত একজন বা ততোধিক জনকে দিবার ব্যস্থাও করা যায়।

টাকা তুলিয়া লওয়া।

যে কোন সময়ে টাকা তুলিয়া লইতে পারা যায়। তবে সপ্তাহে একবারের বেশী টাকা তোলা যায় না।

যে সহরে একাউণ্ট থাকে সেই সহরে বাস না করিলে ডাকযোগে টাকা জমা দেওয়া অথবা টাকা তুলিয়া লওয়া যায়। বিনা খরচে ব্যাঙ্কের অন্য কোন আফিসে একাউণ্ট খুলিয়া লওয়া যায়।

স্পেশাল ডিপজিট একাউণ্ট।

যখন জমা টাকা ১০০০০৲ দশ হাজারে গিয়া পৌঁছায় জমা-কারী সেই সময়ে সমস্ত টাকা অথবা দুই হাজার, চারি হাজার, ছয় হাজার অথবা আট হাজার টাকা স্পেশাল সেভিংস্ ব্যাঙ্কে ডিপজিট একাউণ্টে রাখিতে পারেন তবে এই টাকা তুলিতে গেলে তিন মাস পূর্ব্বে জানাইতে হয়।

সুদ।

সাধারণ সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্টে মাসিক জমা টাকার উপর, যাহা ১০ হাজারের অধিক হইবে না, বার্ষিক শতকরা চার টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়; স্পেশাল সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্টে দৈনিক জমা টাকার উপর বার্ষিক শতকরা চারি টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হইয়া থাকে।

ব্যাঙ্ক স্কে রিলে নিয়মাবলী যায়।

কৃষক

২৯শ খণ্ড | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫ সাল | ২য় সংখ্যা

পাটের আন্দোলন।

আজকাল পাট চাষের কথা লইয়া নানারূপ আন্দোলন চলিতেছে। এক শ্রেণীর লোক পাট চাষ নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন। পাট বাঙ্গলার একচেটিয়া ফসল। বাঙ্গলা ভিন্ন আসামের কতকগুলি স্থানে, বিহার, উড়িষ্যায় এবং মাদ্রাজের কয়েকটি অঞ্চলেও পাট জন্মিয়া থাকে; কিন্তু বাঙ্গলার পাটের ন্যায় উৎকৃষ্ট পাট বোধ হয় পৃথিবীর আর কোথাও জন্মে না। ইহা ভিন্ন বাঙ্গলায় যত পাট জন্মে, এত পাট আর কোথায়ও জন্মে না। বাঙ্গলার কৃষকেরা যদি অল্প পাট উৎপন্ন করে, তাহা হইলে পাটের মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং বেশী পাট উৎপন্ন করিলে মূল্য অল্প হয়।

ভারতের মধ্যে পাটের কলগুলি অধিকাংশই বঙ্গলাতে অবস্থিত। অধুনা বৃটনের ডাণ্ডি নামক স্থানে অনেকগুলি পাটের কল হইয়াছে। অনেক কাঁচা পাট সেখানেও চালান হইয়া যায়। বাঙ্গলায় পাট উৎপত্তির কত ইতর বিশেষ হইয়া থাকে, তাহা গত ৫ বৎসরের হিসাব হইতে বুঝিতে পারিবেন।

খৃষ্টাব্দ	উৎপন্ন পাটের পরিমাণ	ভারতের মিলে খরচ
১৯২০-২১	৫৯ লক্ষ গাঁইট	৫৬ লক্ষ গাঁইট
১৯২১-২২	৪০ ,, ,,	৪৪ ,, ,,
১৯২২-২৩	৫৮ ,, ,,	৪৭ ,, ,,
১৯২৩-২৪	৮৪ ,, ,,	৫১ ,, ,,
১৯২৪-২৫	৮১ ,, ,,	৫৭ ,, ,,
১৯২৫-২৬	৮৯ ,, ,,	৫৪ ,, ,,
১৯২৬-২৭	১০৪ ,, ,,	৫৫ ,, ,,

এক গাঁইট পাটের ওজন প্রায় ৫ মণ। সকল বৎসরের উৎপন্ন পাট সেই বৎসরের মধ্যে কাটিয়া যায় না। কোন কোন বৎসরের উৎপন্ন পাট কিছু কিছু উদ্বৃত্ত হইয়া থাকে, পরবৎসর তাহা বিক্রীত হয়। পাট উদ্বৃত্ত থাকিলেই প্রায় পাটের দর হ্রাস পায়। ইহা ভিন্ন পাট কল সমিতিও পাটের দর নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকেন।

প্রতি বৎসরই বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা এবং আসামে কত একর জমীতে পাট চাষ হইয়াছে এবং তাহাতে কি পরিমাণ পাট জন্মিতে পারে, তাহার একটা আন্দাজী হিসাব জুলাই মাসে একবার এবং সেপ্টেম্বর মাসে একবার করিয়া প্রতি বৎসরেই বাহির হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, পাটের খরিদ্দার কলওয়ালাদিগের এবং বিদেশে রপ্তানীকারকদিগের সুবিধার জন্যই সরকার এই হিসাব প্রকাশ করিয়া থাকেন। যত একর জমীতে পাট বুনা হয়, তাহার প্রতি একরে ৩ গাঁইট করিয়া পাট গড়ে উৎপন্ন হইবে—মনে করিয়া কলওয়ালারা কত গাঁইট পাট জন্মিবে, তাহার একটা আন্দাজী হিসাব ধরিয়া লইয়া থাকেন।

অনেক সময় পাট চাষের যে হিসাব বাহির হয়,—তাহাও নির্ভুল নহে। যে ভাবে এই পাট চাষের হিসাব সঙ্কলিত হইয়া থাকে—তাহাতে ভুল হইবার সম্ভাবনা থাকে। প্রথমঃ ইউনিয়ন পঞ্চায়েতের সদস্যরা ইউনিয়নের এলাকার মধ্যে কত জমীতে পাটের চাষ হইয়াছে, তাহার হিসাব দিতে আদিষ্ট হইয়া থাকেন। অনেক সময় অনেকে আবশ্যক তদন্ত না করিয়াই একটা আন্দাজী হিসাব দাখিল করেন। ইঁহাদের এই হিসাবের উপর পাট-চাষী এবং পাট-ক্রেতা উভয়েরই লাভ ও ক্ষতি বিশেষভাবে নির্ভর করে। গত বৎসর অর্থাৎ ১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বসমেত ৩৮ লক্ষ ৫৬ হাজার ২ শত একর জমীতে পাট জন্মিয়াছিল, কিন্তু উহার প্রাথমিক হিসাব ঠিক হয় নাই বলিয়া অনেকের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল।

অনেকে চাষীদিগকে পাট ধরিয়া রাখিতে পরামর্শ দিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাদের পক্ষে পাট ধরিয়া রাখা বড় কঠিন। উই, ইন্দুর এবং আগুনের হাত হইতে তাহাদের

পক্ষে পাট রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া পাটের বস্তায় জল পড়িলে পাট খারাপ হইয়া যায়; সুতরাং তাহাদের সামান্য কুটিরে পাট মজুদ রাখা বিশেষ কঠিন।

আজকাল কেহ কেহ পাট চাষ নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু উহা নিয়ন্ত্রিত করা সহজ হইবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ বাঙ্গলার মধ্যে একমাত্র ময়মনসিংহ জিলাতেই প্রায় ৭ লক্ষ ৩০ হাজার একর জমীতে পাট চাষ হইতেছে। তথায় অধিকাংশ স্থানেই পাট ভাল জন্মে এবং উহার ফলনও অধিক হইয়া থাকে। চাষীদিগকে পাট চাষ করিতে নিষেধ করিলে তাহারা তাহা শুনিবে না। আবার পাটের রপ্তানীর ফলে অনেক টাকা বিদেশ হইতে ভারতের করতল গত হয়। ইংরাজ জাতিই যে কাঁচা পাটের সর্ব্বাপেক্ষা বড় খরিদ্দার তাহা নহে। জার্ম্মাণীই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাট লইয়াছে উহারা গত বৎসর ১০ লক্ষ ২৫ হাজার গাঁইট পাট লইয়াছে। গ্রেট বৃটেন গত বৎসর ৯ লক্ষ ৬৮ হাজার গাঁইট পাট লইয়াছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য দেশ ৪ হাজার গাঁইট মাত্র কাঁচা পাট কিনিয়াছে। ফ্রান্স কিনিয়াছে, ৫ লক্ষ ৮ হাজার টন। মার্কিণ ৪ লক্ষ ৮৯ হাজার টন কাঁচা পাট কিনিয়াছে। বেলজিয়ামের চাহিদা খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে; সুতরাং বিদেশে পাটের চাহিদা যে বাড়িয়া যাইতেছে সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।

এখন পাটের চাষ হ্রাস করিলে তাহার ফল কি হইবে তাহাই চিন্তা করিতে হইবে। প্রথমতঃ যাহারা পাটের খরিদ্দার, তাহারা আবশ্যক পাট পাইবে না,—সুতরাং পাটের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে, ইহাই অনেকের বিশ্বাস। বলা বাহুল্য, মিলার এসোসিয়েশন পাটের দর যাহাতে বৃদ্ধি না পায়, তাহার চেষ্টা করিবে। য়ুরোপের দরও মিলার এসোসিয়েশনের দরের উপর নির্ভর করিবে। কাজেই পাটের দর হঠাৎ বৃদ্ধি পাইবে ইহা মনে হয় না। তবে যদি যোগান অপেক্ষা টান অধিক হয়, তাহা হইলে পাটের দর বাড়িবে। যাহারা পাটের চাষ করিবে, তাহারাই লাভ পাইবে, যাহারা না করিবে, তাহারা আপনাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত মনে করিবে। দ্বিতীয়তঃ বিদেশী খরিদ্দাররা যদি পাট না পায়, তাহা হইলে তাহারা অন্যত্র পাট-চাষের প্রয়াস করিবে এবং শণ প্রভৃতি আঁশের দ্বারা পাটের কাজ নির্ব্বাহ করিবে। আভায় এক প্রকার আঁশাল বৃক্ষ পাওয়া গিয়াছে, তাহা কতকটা পাটেরই অনুরূপ; তবে পাটের ন্যায় অত শক্ত ও মজবুৎ নহে। তৃতীয়তঃ চাষীরা স্থানের অভাবে, ব্যবস্থার অভাবে, অগ্নি প্রভৃতির ভয়ে যখন পাট ধরিয়া রাখিতে পারিবে না, তখন মিলার এসোসিয়েশনের দরে তাহাদিগকে কতকটা পাট বিক্রয় করিতেই হইবে। কলওয়ালারা যদি সহজে পাট না পায়, তাহা হইলে অগ্রিম দাদন দিয়াও চাষীদিগকে পাট বুনাইতে প্ররোচিত করিবে। সুতরাং এই সকল কথা উত্তমরূপে চিন্তা করিয়া তবে পাট চাষ নিয়ন্ত্রিত করিবার আন্দোলন করা উচিত।

———

দাঁত।

শিশুগণের দাঁত—কিরূপে দাঁতের ব্যবহার করিতে ও দাঁত রক্ষা করিতে হয়।

দুধে দাঁত।

১। দুধে দাঁত কাহাকে বলে?

প্রথমে যে দাঁত উঠে তাহাকে দুধে দাঁত বলে। প্রায় চারি মাস হইতে দুই বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দুধে দাঁত উঠিয়া থাকে।

২। দুধে দাঁত কতদিন থাকা উচিত?

ছয় হইতে বার বৎসরের মধ্যে যে পর্য্যন্ত উহারা নিজে হইতে পড়িয়া না যায়।

৩। দুধে দাঁত দরকারী কিনা?

হাঁ। উহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে।

৪। দুধে দাঁত দরকারী কেন?

যেহেতু যে সময় হইতে শিশু খুব দ্রুত বাড়িতে থাকে সেই সময়ে দুধে দাঁত দিয়া তাহাকে খাদ্য চিবাইতে হয়, এবং ছয় বৎসর পর্য্যন্ত সময় দুধে দাঁতগুলি ব্যবহার করিতে হয় এবং দশ বৎসর পর্য্যন্ত উহাদের কতকগুলি ব্যবহার করিতে হয়।

৫। দুধে দাঁত কি পাথুরে দাঁতের মত দরকারী?

হাঁ। শিশু সুস্থ অবস্থাতেই থাকুক কি রুগ্ন অবস্থাতেই থাকুক, উহার শরীরের বাড় ও মনের উন্নতি উহার দুধে দাঁতের উপর যথেষ্ট নির্ভর করে।

৬। সুস্থ শিশুগণের দাঁত উঠিবার সাধারণ লক্ষণ কি?

বেশী লাল পড়িতে থাকে। আঙ্গুল বা কোন শক্ত জিনিষ মুখের মধ্যে পুরিয়া তাহা কামড়াইবার ঝোঁক হয়। মাড়ী ফুলিয়া উঠে ও উহাতে রক্ত জন্মে। শিশু খিট্‌খিটে হয়

ও ভাল ঘুম হয় না। প্রায়ই সামান্য জ্বর হয়। ক্ষুধা কমিয়া যায়। কখনও কখনও সামান্য পেটের অসুখও হয়।

৭। এই সকল লক্ষণ কতদিন থাকে?

সচরাচর তিন চারদিন মাত্র, যখন দাঁত মাড়ী ভেদ করিয়া বাহির হইতে থাকে।

৮। দাঁত উঠার সময় যে সকল অসুখ দেখা দেয়, দাঁত উঠাই কি সে সকল অসুখের কারণ?

না। শিশুর বেশীর ভাগ পেটের অসুখ, খাওয়ানর দোষে ও শরীরে ঠাণ্ডা লাগিবার ফলে হয়।

৯। দাঁত উঠিবার সময় কি কি করা উচিত?

শিশুকে যথোচিত খাদ্য ও যথেষ্ট পরিমাণে সিদ্ধজল ঠাণ্ডা করিয়া পান করিতে দাও। কামড়াইবার জন্য শক্ত রুটির ছিলকাও দেওয়া যাইতে পারে।

সকল খাদ্যদ্রব্যে যে আকরিক লবণ ও ভাইটামীন আছে সেরূপ খাদ্য যাহাতে শিশু যথেষ্ট পরিমাণে পায় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

শিশুকে এমন খাদ্য দিবে যাহাতে দাঁত সাফ্ হয়।

শিশুকে খাদ্যবস্তু কিরূপে ভাল করিয়া চিবাইতে হয় তাহা শিখাইবে। মুখ পরিষ্কার রাখিবে।

বৎসরে অন্ততঃ দুইবার দাঁত পরীক্ষা ও দাঁতের চিকিৎসা করাইবে।

যাহাতে শিশুর প্রচুর বিশ্রাম ও নিদ্রা হয়, তাহার গায়ে খোলা হাওয়া লাগে ও সে খেলিয়া আনন্দ লাভ করে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

১০। কোন্ কোন্ খাদ্যে আকরিক লবণ ও ভাইটামীন থাকে?

দুধ ও দুধ হইতে প্রস্তুত অন্যান্য দ্রব্য, টাট্‌কা তরকারী, বিশেষতঃ টাট্‌কা শাকপাতা, ফল, রুটি ও গোটা ডালে বর্ত্তমান।

১১। দাঁত ভাল করিবার জন্য এই সকল খাদ্য আবশ্যক কেন?

এই সকল খাদ্য প্রচুর পরিমাণে না পাইলে দাঁতের পুষ্টি হয় না এবং পুষ্টি না হইবার ফলে সহজেই দাঁতের রোগ হইতে পারে।

১২। কোন্ কোন্ খাদ্যে দাঁত পরিষ্কার হয়?

ফল, কাঁচা শাকসব্জী এবং শক্ত টোষ্ট ও গোটা শস্য দিয়া তৈয়ারী রুটির মত, শক্ত খাদ্য বস্তু।

১৩। দাঁত খুব ভাল করিয়া পরিষ্কার করিবার জন্য ফল কখন খাইতে হইবে?

আহারের শেষে।

১৪। খাদ্যবস্তু ভাল করিয়া চিবান আবশ্যক কেন?

দুইটি কারণে। প্রথমতঃ, খাদ্যবস্তু উপযুক্তরূপে জীর্ণ হইলে তবে দেহের বিশেষতঃ দাঁতের ও দাঁতের শিকড়ের পুষ্টি হয় এবং খাদ্যবস্তু ভাল করিয়া চিবাইলে তবে তাহা সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ হইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ দাঁতের স্বাস্থ্য ও বৃদ্ধির জন্য, দাঁতকে ও কাঁচা দাঁতের শিকড়কে খাটান আবশ্যক এবং দাঁতের ব্যবহার করিলেই তাহাদিগকে উৎকৃষ্টরূপে খাটান হয়।

১৫। শিশুকে কি উপায়ে তাহার খাদ্য ভাল করিয়া চিবাইতে শিখান যায়?

পিতামাতা নিজেদের দৃষ্টান্তদ্বারা আপন ছেলেমেয়েদের শিখাইবেন।

দাঁত উঠিবার সময় হইতে শিশুকে গোটাদানার তৈয়ারী শক্ত ও শুক্‌না রুটির ছিল্‌কা দিতে হইবে। ইহাতে শিশু শক্ত খাদ্য বস্তুর উপর তাহার মাড়ী ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত হইবে।

প্রথম যখন শিশুকে খাদ্য দেওয়া হইবে, তখন হইতে তাহাকে ধীরে ধীরে খাওয়াইতে হইবে ও যাহাতে সে ভাল করিয়া চিবায় সে বিষয়ে তাহাকে উৎসাহ দিতে হইবে। খাদ্যদ্রব্য ও রুটি জীর্ণ করিবার জন্য ভাল করিয়া চিবাইতে হইবে।

মায়ের দুধ ছাড়াইবার পর, শিশুকে কেবল নরম বা ভিজান খাদ্য খাওয়াইবে না।

অস্থায়ী কসের দাঁত উঠিলেই প্রতিদিন অন্ততঃ এক বেলা খাদ্যের সঙ্গে শক্ত রুটির ছিল্‌কা দিতে হইবে।

শিশুকে খাইবার সময় তাড়াতাড়ি করিতে দিবে না। তাড়াতাড়িতে খাদ্য যথোচিতভাবে চিবান হয় না ও তাহা জীর্ণ হইতে পারে না শিশু যাহাতে অন্ততঃ কুড়ি মিনিট ধরিয়া খায় তাহা করিবে।

শিশু যাহাতে খাদ্যবস্তু ভাল করিয়া চিবাইয়া খায় তৎপ্রতি পিতামাতার সদাসর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি থাকিবে। শিশুর স্বাস্থ্য ও বাড়ের পক্ষে খাবার ভাল করিয়া প্রস্তুত করা, এবং হজম ও পরিপাক করার মত প্রয়োজনীয় আর কিছুই নাই। ভাল করিয়া চিবাইলে এই সব কাজে খুব সহায়তা করা হয়।

১৬। চিবাইবার জন্য কি দুইটী চোয়ালই ব্যবহার করিতে হইবে?

হাঁ। তাহাতে মাথার দুই পার্শ্বই সমান ভাবে পরিপুষ্ট হইতে পারে।

১৭। প্রত্যহ মুখ ও দাঁত পরিষ্কার করা আবশ্যক কি না?

হাঁ। মুখ পরিষ্কার না রাখিলে দাঁত, মাড়ী ও সাধারণ স্বাস্থ্য খারাপ হয়।

অপরিষ্কার মুখে খাদ্যের কণাসকল গাজিয়া উঠিয়া ও পচিয়া পীড়ার সৃষ্টি করে।

১৮। শিশুর মুখ কি উপায়ে পরিষ্কার রাখা যায়?

দাঁত না উঠা পর্য্যন্ত শিশুর মুখ পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিও না।

শিশু যখন স্তন পান করিয়া জীবণ ধারণ করে তখন জল ফুটাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া তাহা দিয়া মাতার স্তন পরিষ্কার করিবে।

১৯। দাঁত উঠিলে তাহা কি উপায়ে পরিষ্কার করা হইবে?

মা আঙ্গুলে পরিষ্কার ন্যাকড়া বা তুলা জড়াইয়া তাহা নুনগোলা জলে ভিজাইবে ও তদ্বারা শিশুর মুখের ভিতর মুছিয়া দিবেন ও যে কয়টি দাঁত বাহির হইয়াছে তাহাও পরিষ্কার করিয়া দিবেন। নুনগোলা জল তৈয়ার করিবার নিয়ম—এক গেলাস ফুটান

জল ঠাণ্ডা করিয়া তাহাতে চায়ের চামচের আধ চামচ লবণ মিশাইলে নুনগোলা জল তৈয়ারী হয়।

২০। কত বার দাঁত পরিষ্কার করিতে হইবে?

প্রত্যেকবার খাওয়াইবার পর।

২১। দাঁত ছাড়া মুখের অন্যান্য অংশও কি পরিষ্কার করিতে হইবে?

হাঁ; দুই মাড়ি, তালু, জিহ্বা, দুই গালের ভিতরের দিক্ ও দুই ঠোঁট ও পরিষ্কার করিতে হইবে।

২২। দাঁতের বুরুস (বা দাঁতন) কখন ব্যবহার করা হইবে?

প্রথম আটটি দাঁত সম্পূর্ণরূপে বাহির হইলেই খুব ছোট ও নরম বুরুস (বা দাঁতন) দিয়া পরিষ্কার করিয়া পরে ন্যাকড়া বা তুলা দিয়া পরিষ্কার করিবে।

২৩। বুরুসের সঙ্গে কি মাজন ব্যবহার করিতে হইবে?

না, কেবল নুনগোলা জল ব্যবহার করিবে। ইচ্ছা করিলে দুই বৎসর বয়সের পর কোন রকম মাজন যাহাতে কোন ঔষধদ্রব্য নাই ব্যবহার করা যাইতে পারে।

২৪। কখন শুধু ছোট বুরুস বা দাঁতন ব্যবহার করা যাইতে পারে?

কুড়িটি দুধের দাঁতই উঠিবার পরে।

২৫। কেমন করিয়া দাঁত মাজিতে হইবে?

দাঁতে এবং মাড়ি মাজিবার তিনটি ভাল উপায় আছে। দুধে দাঁত মাজিতে হইলে বুরুস বা দাঁতন দাঁতের পাটির উপর ঘুরাইয়া চালাইয়া মাজিতে হইবে; এ ভাবে দাঁত মাজা শীঘ্র শিখা যায়।

দাঁত ও মাড়ি এইরূপ ঘুরাইয়া মাজিতে হইলে বুরুস বা দাঁতন গালের ভিতরের রাখ যেন বুরুসের বা দাঁতনের কুঁচিগুলি দাঁতের সংস্পর্শে আসে দাঁতে দাঁতে আলগা করিয়া লাগাইবে এবং বুরুস বা দাঁতন দ্রুত হালকা ভাবে ঘুরাইয়া চালাইয়া দুই পাটি দাঁতের গালের ও ঠোঁটের দিক্ মাজিবে।

দাঁতের ভিতরের দিক্ মাজিতে হইলে বুরুস বা দাঁতন ঠিক ঐ ভাবে দাঁতের সঙ্গে লাগাইবে এবং তাহা দ্রুত ও হালকাভাবে উপরের ও নীচের দিকে চালাইয়া প্রথমে উপরের মাড়ি ও দাঁত পরে নীচের মাড়ি ও দাঁত মাজিবে।

দাঁতের মাথার দিক মাজিতে হইলে বুরুষ বা দাঁতন সোজা ও লম্বাভাবে টানিয়া উহা পরিষ্কার করিবে। জিহ্বার উপর বুরুস বা দাঁতন দুই তিন বার হালকা ভাবে চালাইয়া জিহ্বা পরিষ্কার করিবে।

দাঁত মাজিবার দ্বিতীয় উত্তম উপায়টি এইরূপ। উপরের পাটির দাঁত মাজিতে হইলে বুরুসের বা দাঁতনের কুঁচি সোজা করিয়া গাল ও মাড়ির মধ্যে রাখ, তারপর বুরুস বা দাঁতন মাড়ির দিকে ফিরাইয়া মাড়ি ও দাঁত চাপিয়া দাঁতের মাথা পর্য্যন্ত লইয়া যাও। নীচের দাঁত মাজিতে ইহার বিপরীত ভাবে বুরুস বা দাঁতন লাগাইয়া উপরের দিকে চালাইয়া যাও।

এইরূপ করিলে সমস্ত দাঁতের গালের দিক্ ও পিছনের দাঁতের জিহ্বার দিক্ পরিষ্কার হইবে।

সম্মুখের দাঁতের ভিতরের দিক্ মাজিতে হইলে, উপরের দাঁতের জন্য বুরুসের বা দাঁতনের কুঁচি সোজা করিয়া তালুর উপর ধরিয়া মাড়ি ও দাঁতের উপর দিয়া উহা টানিয়া লও। নীচের দাঁতের জন্য তালুর উল্টা দিকে ধরিয়া টানিয়া লইতে হইবে। কসের দাঁত মাজিতে একবার ভিতরের দিকে ও একবার বাহিরের দিকে ও আড়া আড়ি ভাবে টানিবে।

দাঁত মাজিবার সময় বুরুস বা দাঁতন মাঝে মাঝে পরিষ্কার জলে ধুইবে।

জিহ্বার উপর হালকাভাবে দুই তিনটী টান দিয়া জিহ্বা পরিষ্কার করিবে।

২৬। কখন দাঁত মাজিতে হইবে?

দিনে অন্ততঃ দুই মিনিট ধরিয়া দাঁত মাজিতে হইবে :—

(১) প্রাতঃভোজনের পূর্ব্বে এবং সম্ভব হইলে পরে।

(২) শুইবার পূর্ব্বে মাড়ি ও দাঁত মাজিবে। সকলের শেষের কসের দাঁতগুলির চারিদিক মাজিবে।

২৭। কি রকম বুরুস ব্যবহার করিতে হইবে?

ছোট শিশুর জন্য ছোট এক লাইন কুঁচিওয়ালা বুরুস। দুই বছরের শিশুর জন্য ছোট বুরুস। বুরুসের মাথা ১½ ইঞ্চির চেয়ে লম্বা হইবে না। কুঁচির গোছাগুলি ফাঁক ফাঁক হইবে এবং কুঁচি মাঝারি রকমের শক্ত হইবে।

২৮। প্রত্যেকের আলাদা বুরুস থাকা উচিত কেন?

অপরের বুরুস ব্যবহার করিলে তার ব্যারামের ছোঁয়াচ লাগিতে পারে।

২৯। বুরুসের কিরূপ যত্ন করা উচিত?

বুরুস ব্যবহার করিবার পর উহা জল দিয়া পরিষ্কার করিয়া ধুইতে হইবে, কুঁচিতে লবণ লাগাইতে হইবে। তারপর উহা রৌদ্র ও বাতাস লাগিয়া শুকাইতে পারে এভাবে ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে। অপরিষ্কার বুরুস ব্যবহার করা বিপজ্জনক। *

সৎকথা।

১। সদ্ভাবে ও সৎকর্ম্মে জীবন যাপন করিলেই দীর্ঘায়ুঃ লাভ করা যায়।

২। যে সময় আমরা বৃথা নষ্ট করি, তাহাতে জীবনের প্রভূত ক্ষতি হইয়া থাকে।

৩। নিজ শক্তি ও প্রবণতানুযায়ী কার্য্য করিলে জীবনে অকৃতকার্য্য হইতে হয় না।

* বঙ্গদেশের সাধারণ স্বাস্থ্য বিভাগের পুস্তিকা অনুযায়ী লিখিত।

গোজনন ও গোজাতির উন্নতি।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার।

(২)

আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকগণ, চাষী লোক, এবং গোয়ালাগণ (যাহারা দুগ্ধাদি ব্যবসায়ের জন্য গাভী পোষণ করে) খাদ্যাভাবে (দুর্ম্মূল্য প্রযুক্ত), গো প্রচারাভাবে শিক্ষার অভাবে এবং অবস্থার বৈগুণ্যে গোপালন করিতে পারে না। দুগ্ধ দাত্রী গবাদি পশুর দেশে অবাধ হত্যার জন্য মূল্য বিগত ৫০।৬০ বৎসরের মধ্যে অন্যূন ১০ গুণ বাড়িয়াছে। সাধারণতঃ বাঙ্গলা দেশীয় গাভীর দুগ্ধ দায়িকাশক্তি একেবারে নষ্ট হইয়াছে। ২০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে যে বাঙ্গলা দেশে গৃহস্থের ঘরে ঘরে ৮।১০ সের দৈনিক দুগ্ধ দাত্রী গোমাতা বিরাজ করিত। সেই বাঙ্গালীর ঘরে আজ গরুর খুরের চিহ্ন আদৌ দৃষ্ট হয় না। গোরু পোষণ করা ছাড়িয়া, আজকালকার অর্থবান বাঙ্গালী ও গৃহস্থ সন্তানদের কুকুর ও ঘোড়া রোগ তথা গড়ের মাঠে "ফুটবল রোগ" ধরিয়াছে। দেশের লোক "গোপাল বান্ধব," "গোধন," "কৃষক," "কৃষি-সন্দেশ" বা "পাখি চাষের" মত বই পড়িবে না, পড়িবে তাহারা শরৎ বাবুর নাটক, নবেল ও গল্পের বই; এই ত দেশের দুর্দ্দশা!!! দেশের সংবাদ পত্রের স্তম্ভে কৃষি, গোরক্ষা ইত্যাদির সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ স্থান পায় না; কিন্তু লণ্ডনের টাইম্‌স্ (Times) পত্রিকায় প্রত্যহ দুই বা ততোধিক স্তম্ভে কৃষি গোরক্ষাদি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। যে আমেরিকা ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে অন্নের জন্য বিদেশী কৃষিপ্রধান দেশের মুখাপেক্ষী থাকিত, আজ তদ্দেশীয় কৃষি-সচিব মিঃ উইলসনের দূরদর্শিতার গুণে মার্কিন যুক্তরাজ্য কৃষির হিসাবে সভ্য জগতের শীর্ষস্থানীয় এবং ১৮৬০ হইতে আজ ১৯২৭ সাল মধ্যে দেশী ধনভাণ্ডার ২৪ কোটী গুণ বর্দ্ধিত করিয়াছে; আর আজ কৃষিপ্রধান ভারতবাসী পর দ্বারে অন্নের কাঙ্গাল; ভারতবাসীর ঘরে অন্ন নাই!!! এই মজ্জাগত জাতীয় দৈন্যের কারণ কি? আমার মনে হয় যে হিন্দুর প্রধান দেবতা ও গৃহলক্ষ্মী গোমাতাকে ভারতবাসী ভুলিয়াছে বলিয়া তাহাদের এত দুঃখ, এত দৈন্য, এত অন্নের অভাব!!! ইহা মিটে কিসে?

দেশের এই অভাব মিটিবে দেশের মরণোন্মুখ কৃষির উন্নতি সাধনে, দেশের অবনতি প্রাপ্ত গোকুলের উন্নতি বিধানে ও গোরক্ষণে!!! ইহা সাধিত হয় কিসে? বৈজ্ঞানিক সংজননে। ইহা কি এবং কিরূপে সাধিত হইতে পারে? আমাদের দেশের গোকুলের নানা অভাবনীয়

কারণে অবনতি ঘটিয়াছে। সাধারণতঃ বঙ্গীয় পল্লিনীদের দুগ্ধদায়িকা ও উৎপাদিকা শক্তি সমধিক হ্রাস হইয়াছে, হল বৃংকুল দুর্ব্বল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার প্রতিকার কিরূপে বিধান করা যাইতে পারে তাহাই আমাদের আলোচ্য। দেশের গোকুলের উন্নতি সাধিত করিতে হইলে অসম্পর্কিত উত্তম দুগ্ধদাত্রীর পুং ও স্ত্রী শাবককে সংযোজিত করিয়া ক্রমিক স্থানীয় গোকুলের উন্নতি বিধান করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু পাঠক ১০নং ওল্ড পোষ্ট আপিস ষ্ট্রীট্ কলিকাতাস্থিত অখিল ভারতীয় গো-সভাগৃহ হইতে মুদ্রিত "জননীতি" পত্রিকা আনাইয়া যত্নে পাঠ করুন। ইহা বর্ত্তমান পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদের লেখার সহিত সামঞ্জস্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভগবান কৃত "গোসন্দর্ভ মুক্তাবলী" পুস্তক অবলম্বনে সংকলিত ও রচিত হইয়াছে। আমরা নিজের চক্ষে দেখি না, আমাদের দেশে কি ধন আছে না আছে পাশ্চাত্য চশমা না চড়াইলে আমাদের দৃষ্টির প্রসার বাড়ে না!!! এই জাতিগত অবসাদ বাঙ্গালীর কবে যে যাইবে তাহা জানি না।

আমাদের দেশে বৃষ সংকট খুবই তীব্র। সমগ্র দেশের মধ্যে কেবল মাত্র ৭১টি বাছাই উত্তম জাতীয় (pedegree) জনন বৃষ আছে। তাহার মধ্যে ৩৬টি সরকারী এবং ৩৫টি বে-সরকারী ও জমিদারের দ্বারা অধিকৃত। দেশের মধ্যে ৮ কোটী গাভী ন্যূন পক্ষে আছে; তাহাদের সংজনন জন্য উপযুক্ত জনন-বৃষ দেশে আদৌ নাই। সেইজন্য আমাদের দেশে পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে গ্রামে, ইউনিয়ানে ইউনিয়ানে গো-সভা (Cow clubs) প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। আমাদের দেশে গো উৎপাদকের সংখ্যা খুবই কম। ভারতের তারাই প্রদেশে, তথা সিন্ধু দেশের লারকানা জেলায় ২।১০ ঘর গোউৎপাদক আছে বটে, কিন্তু তাহারা প্রাচীন ও চিরন্তন প্রথা অনুসরণ করিয়া গোসংজনন করে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিধির বা তাহার নীতি বুঝিবার বা বুঝাইবার ধার ধারে না। সেইজন্য শিক্ষিত গোউৎপাদকদের এই বিধি যত্ন করিয়া শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। ডাক্তার প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় Ph d প্রমুখ বঙ্গের সুসন্তানদের কর্ত্তব্য যে রামমোহন লাইব্রেরীতে এইরূপ Popular Lectureship এর প্রতিষ্ঠা ও প্রবর্ত্তন আশু করেন। বৃটিশ ভারতে ২৫০ জেলা আছে এবং ইহার পরিধি ৪০০০ বর্গ মাইল এবং গড়ে ইহার ৯৩।০০০ অধিবাসী সংখ্যা আছে তাহা ১৯২২ সালে সার ষ্টানলি রীট তাঁহার "ভারতীয় ইয়ার বুক" (Indian Year Book) নামক পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। সমগ্র ভারতে ১৪৭ মিলিয়ান গোজাতি বিদ্যমান, তাহার মধ্যে ৫০ মিলিয়ান গাভী এবং ২৩ মিলিয়ান মহিষী। ইহার জন্য অন্যূন ১ মিলিয়ান উত্তম জনন বৃষ দরকার তাহা আমাদের দেশে নাই। আমাদের দেশে সে অভাব দূর হয়—ময়লা ফেলা গাড়ীর নিস্তেজ ষাঁড়ের দ্বারা এবং অপরিপক্ক ইতঃস্ততঃ বিচরণকারী নিস্তেজ খর্ব্বাকৃতি দেশী বৃষের দ্বারা। সব কথাই বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া বেঙ্গলী, ফরওয়ার্ড, ইংলিশম্যান আদি পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে তাহা দেখিয়াও আমার দেশের লোকের জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হইতেছে না। বৈধ নির্ব্বাচন ও পৃথকীকরণ দ্বারা আমাদের দেশের অবনতি প্রাপ্ত গোবংশের উন্নতি সাধন করিবার একমাত্র সোপান বলিয়া আমার মনে হয়। গোসভার অর্থ এইখানে একটু বুঝাইয়া দেওয়া প্রয়োজন।

গাভীও বৃষের এক মাঠে একসঙ্গে চারণ বন্ধ করিতে হইবে। উপরোক্ত ৭৩ মিলিয়ান স্ত্রী পশুর সংজনন জন্য কেবলমাত্র সরকারী ৭৫টি বৃষ ও ৯৭৩টি জেলা বোর্ডের বৃষ আছে এবং সমগ্র দেশে ৮৯টি মাত্র পশু ফারম (Cattle farm) আছে। প্রত্যেক থানায় আদর্শ জনন আগার খোলা চাই এবং কর্পোরেশান ও মিউনিসিপালিটীর ওয়ার্ডে ২ বৃষ ক্লাব (Bull Association) বা গোসভা (Cow club) পাশ্চাত্য দেশের আদর্শে প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। এসম্বন্ধে বিগত ১৯২১ সালের ২৫শে ফ্রেব্রুয়ারী তারিখের "বেঙ্গলী" পত্রিকায় সবিস্তার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আমাদের দেশের হিতকামী মহাপুরুষগণ কৃপা করিয়া পাঠ করিবেন কি? প্রত্যেক পাড়ায় বা প্রত্যেক গ্রামের ২।১০ জন চাষীগণ (যাঁহারা ২।৫ বা ততোধিক দুগ্ধবতী গাভী পোষণ করেন) সমবেত হইয়া ২ বা ১টি নিজেদের আবশ্যক মত উত্তম জাতীয়, (দুগ্ধবতী পিতামাতার সন্তান) বৃষ নিজেদের গাইগণের সংজনন জন্য রাখেন। এই বৃষ সম্বন্ধে উপরে লিখিত নিয়মাবলী খুব পুংখানুপুংখরূপে প্রতিপালিত হয়। ক্রেট দ্বারা সংজনন কার্য্য করাইতে হইবে এবং সংযোগের পূর্ব্বে স্ত্রী ও পুং পশুর পরীক্ষা করিয়া ও জননেন্দ্রিয় ধৌত করিয়া পরে সংজনন কার্য্যে নিয়োগ করিতে হইবে। ইহার দ্বারা সংক্রামক রোগ প্রসার পায় না। সংজননান্তে উভয়ের জননেন্দ্রিয় ধৌত করিয়া দিতে হইবে। এসব কথা বিস্তারিতরূপে "গোপাল বান্ধবে" বিবৃত আছে। গৃহ পঞ্জিকার মত তাহা প্রত্যেক গোপালকের ও গোসেবকের গৃহে রাখিয়া যত্নে পাঠ করা কর্ত্তব্য।

বেগুণ চাষে বিপত্তি

(শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাস)

এদিকে আউষ বেগুণের চাষ আরম্ভ হইয়াছে। দেবতা এবার বেগুণ চাষীদের উপর সদয়। অন্য বৎসর জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝিতেও বৃষ্টির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। তখন কৃষকেরা কলসী কলসী জল বহিয়া কত কষ্টে চারাগুলি বাঁচাইয়া রাখে। আর এবার বৈশাখেই শ্রাবণের ধারা নামিয়াছে। কৃষকেরা মহানন্দে বেগুণ চারা পুতিতেছে।

আউষ বেগুণ এদিকের কৃষকদের একটা লাভ জনক চাষ। যদি বাজারে দর পায়, তাহা হইলে পূর্ব্ববঙ্গের পাট ও এদিকের আউষ বেগুণের সহিত পাল্লা দিতে পারে না। আষাঢ়ের প্রথমেই আউষ বেগুণ বাজারে দেখিতে পাওয়া যায়। যে কৃষক যত শীঘ্র বাজারে

বেগুণ উপস্থিত করিতে পারিবে, প্রতিযোগিতায় তাহারই জয়। কারণ আষাঢ়ে যে বেগুণের পণ ৫ টাকা বিক্রয় হইবে ভাদ্র বা আশ্বিনে তাহাতে ৸০ আনার বেশী প্রায়ই পাওয়া যায় না। সময় সময় ১ পণ বেগুণ ১ মণ পাটের দরে বিক্রয় হয়।

কিন্তু নানাবিধ কারণে এই লাভজনক চাষটী কৃষকদিগের নিকট তত লোভনীয় বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে না। সে কারণ কোন কোন কৃষক বেগুণের জমিতে এখন পাট বুনিতে আরম্ভ করিয়াছে। এদিকটা আর যাই হো'ক, পাট চাষের পক্ষে একেবারেই অনুকূল নহে—একথা খুব বড় গলা করিয়া বলা যায়। ইহার প্রধান কারণ জলাভাব। পাট চাষ করিয়া কৃষকেরা বাড়ীর আসে পাশে খানা ডোবায় যে টুকু জল পায় তাহাতেই পাট পচায়। স্বল্প জলে পাট পচিয়া দুর্গন্ধে বায়ুমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হয়। দেশের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, আর ঐ জলে চাষীরা কাজ করিয়া জগতের আধিব্যাধি নিজ ক্ষীণ দেহে টানিয়া লয়। রোগে ভুগিয়া ডাক্তার কবিরাজে অত খরচ করে যে পাট বিক্রয়ে তাহার সিকিও পাওয়া যায় না। অল্প জলে পাট পচাইয়া তাহার রংও ভাল হয় না শ্রেণীও ভাল হয় না। কেবল দেশ ধ্বংসের মুখে অগাইয়া যায়।

বেগুণ চাষকে পূর্ব্ববৎ লাভ জনক ও লোভনীয় রাখিতে পারিলে প্রকৃত পক্ষে দেশের স্বাস্থ্য ও ঐশ্বর্য্য বজায় রাখা হইবে। সেজন্য কি কি কারণে বেগুণ চাষ নষ্ট হইতে বসিয়াছে তাহা নির্ণয় করিয়া প্রতিকার চেষ্টা দেখিতে হইবে। যিনি যত সহজে এই প্রতিকারের উপায় দেখাইতে পারিবেন দেশ সেবায় তাঁহার তত বেশী অধিকার। পাট চাষ সম্বন্ধে অনেকের অতি তুচ্ছ ধারণা আছে। কিন্তু একটু নিবিষ্ট মনে চিন্তা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, পাট দেশময় ধ্বংসজাল বিস্তার করিতেছে। সেজন্য পাট চাষের যাহাতে প্রসার না হয় সেদিকে সকলেরই মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য।

বেগুণ চাষে আজকাল নানা বিপত্তি দেখা যাইতেছে। প্রথমতঃ নানা রোগের প্রাদুর্ভাব, দ্বিতীয়তঃ গাছের ফলের স্বল্পতা। বেগুন চারা পোকায় কাটে, পিপীলিকায় নষ্ট করে। পরে ফুল ফল আরম্ভ হইলে ডালের নরম অংশে এক প্রকার পোকা জন্মায় এবং ডাল গুলিকে মারিয়া ফেলে। অনেক কৃষক ইহাতে ভয় পায় না। তাহাদের ধারণা ডাল মরিয়া গেলে পরে অনেক ডাল গজাইয়া গাছ বেশ ঝঁকড়া হইয়া উঠিবে এবং বহুফল দান করিবে। ইহা ভ্রান্ত ধারণা। রোগ কখন হিতকর হয় না। ইহার উপর আজকাল এমন একটা রোগ দেখা দিয়াছে, যাহাতে কৃষকের সকল আশা নির্ম্মূল করিতেছে। ফুল ফল আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই ভয়াবহ রোগ বেগুণ ক্ষেত্র আক্রমণ করিতেছে কাল যে গাছটী সতেজ ফলফুলে সুশোভিত ছিল আজ তাহা দগ্ধপ্রায় বিশুষ্ক করিয়া ফেলিবে। অনেক কৃষিতত্ত্ববিৎ এই রোগাক্রান্ত গাছ পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে, কোন এক প্রকার সূক্ষ্ম জীবাণু উদ্ভিদ দেহে প্রবেশ করিয়া উহার মূল আক্রমণ করে এবং ক্রমে গাছগুলিকে অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলে। ইহা প্রায়ই সংক্রামকভাবে দেখা দিতেছে গাছের পর গাছ ফুলফল সহিত শুখাইয়া যাইতেছে।

অন্য কারণটীও কৃষকের পক্ষে যথেষ্ট নৈরাশ্যজনক। কৃষক যথেষ্ট সার মাটী দিয়া চাষ করিতেছে। বেগুণ গাছ পাঁচ ছয় ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া জমি জুড়িয়া লইতেছে। গাছ দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়, কিন্তু ফলের সহিত সাক্ষাৎ নাই। ইহা কিরূপ ব্যাধি এবং প্রতিকার কি? এই সকল ব্যাধির উৎপত্তি কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য কৃষিতত্ত্ববিদদিগের নিকট সংগ্রহ অনুরোধ জানাইতেছি। কারণ রোগোৎপত্তি নির্ণয় না হইলে প্রতিকার নির্ণয় করা যায় না। এই স্থানে আমার যাহা কিছু মোটামুটি ধারণা জন্মিয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

চাষ করিতে গেলে উদ্ভিদের দেহপুষ্টি এবং ফলোৎপাদন শক্তির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এদিকের জমির চাষের যদি কোন ধারাবাহিক বিবরণ সংগ্রহ করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে একই জমিতে ২৫ বৎসরের মধ্যে অন্যূন ১৩ বৎসর বেগুণ চাষ হইয়াছে! এখন আমার ধারণা, এক এক প্রকার উদ্ভিদের এক এক প্রকার খাদ্য এবং এই খাদ্য এত বেশী পরিমাণে জমিতে উদ্ভিদের ব্যবহারোপযোগী অবস্থায় সঞ্চিত থাকে না, যাহাতে একই উদ্ভিদ বৎসরের পর বৎসর প্রচুর খাদ্য পাইয়া পরিপুষ্ট হয় এবং ফল প্রদান করে। সুতরাং পুনঃ পুনঃ চাষের জন্য প্রথমতঃ সেই সেই উদ্ভিদের পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব হয়। দেহ পুষ্ট ও শক্তিশালী না হইলে আধিব্যাধির আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারে না। এই অবস্থা ক্রমাগত ফলিতে থাকিলে সেই জমিগুলি উদ্ভিদের ব্যাধিমন্দিরস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। তখন উদ্ভিদের পুষ্টির জন্য সার প্রদান করিলেও এবং উদ্ভিদ সতেজ হইলেও ব্যাধির আক্রমণ আত্মরক্ষা করিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ পৌনপুণিক চাষের আরও কুফল এই দাঁড়ায় যে, যে পদার্থ ফসলের ফলোৎপাদন করিতে সাহায্য করে, তাহার একান্ত অভাব হইয়া উঠে। তখন সাধারণ ভাবে সার মাটী দিয়া গাছকে বাড়িতে ও সতেজ করিতে সাহায্য করিলেও ফল প্রদান করাইতে পারে না। সেইজন্য কোন কোন জমির সতেজ গাছ ফুলফল সমেত রোগের আক্রমণে শুকাইয়া যাইতেছে, আর কোন কোন জমির গাছ মানুষের সমান উঁচু হইয়াও ফল দান করিতেছে না। এখন গাছগুলিকে রোগ মুক্ত করিবার উপায় কি? আমার মনে হয় পর্য্যায় প্রথা অবলম্বন এবং ঔষধাদি ব্যবহার ইহার প্রধান উপায়। যদি পর্য্যায় অবলম্বন করা যায় তবে বেগুণের পরে কোন্ কোন্ বৎসর কোন্ কোন্ চাষ করিতে হইবে? শুনিয়াছি এই রোগ জীবাণু মৃত্তিকার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া যায়। সুতরাং জীবাণুগুলির ধ্বংস করিয়া জমি রোগমুক্ত করিতে হইলে কি উপায় সহজে অবলম্বন করা যায়? বেগুণগাছ সাধারণতঃ জীবাণুর পক্ষে মিষ্ট এবং সুস্বাদু। এমন কি কটু তিক্ত কষায় উদ্ভিদ আছে, যাহার পর্য্যায়ে জমি জীবাণুমুক্ত হইতে পারে, অথচ কৃষকও সেই সেই ফসলের চাষে লাভবান হয়? শুষ্ক বাঁশপাতা, আমপাতা, কলার বাসনা বা পল খড় জমির উপর পুরু করিয়া বিছাইয়া মৃদু বাতাসে আগুন ধরাইয়া জমি পোড়াইলে কি কিছু উপকার হইতে পারে? যে জমিতে রোগের অত্যাচার নাই অথচ ফল পাওয়া যায় না, সে জমির কি ব্যবস্থা? কোন্ কোন্ পর্য্যায় বা কিরূপ সার জমিতে পুনরায় ফলপ্রসূ করিতে পারে? ভিন্ন জাতীয় বা ভিন্ন দেশীয় বেগুণ চাষ করিলে কোন ফল হইবে কি?—যেমন "আউষের" স্থানে "পৌষ"

বা "দোকে" বা "টমাটো" কিম্বা "মাকড়ার" স্থানে "মুক্তকেশী" বা "পায়রাটুনী" ইত্যাদি? যিনি যতটুকু সঠিক জানেন তাহাই 'কৃষক" পত্রের সাহায্যে জানাইলে চিরকৃতজ্ঞ রহিব। মাননীয় কৃষক সম্পাদক মহাশয় যদি এদিকে একটু দৃষ্টিপাত করেন তাহা হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে।

কৃষি কথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ভারতীয় কৃষি—আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায়, এদেশে কৃষি কার্য্যের উন্নতি করিতে হইলে, এদেশের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রূপে বুঝিতে হইলে সর্ব্ব প্রথমে কৃষকের অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক। এদেশে ধনাগমের পথ ক্রমশঃ কেন এত সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে, কেন দেশের লোক অন্নাভাবে দিনে দিনে এত জীর্ণ শীর্ণ হইয়া উঠিতেছে পুনঃপুনঃ শস্যাদির মূল্য অযথা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, এসকল গুরুতর অথচ প্রয়োজনীয় কথা বুঝিতে হইলে শস্য ক্ষেত্রের এবং কৃষকের অবস্থা বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করা অতীব আবশ্যক। কিন্তু ভারতবর্ষের সমুদয় প্রদেশে কৃষিক্ষেত্র বা কৃষকের অবস্থা একরূপ নহে। এই জন্য ভিন্ন প্রদেশের কৃষকের অবস্থা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে বুঝা ও বুঝান দরকার। যাঁহারা ঘরের কোণে বসিয়া মনে মনে দেশের কথা বুঝিতে বা বুঝাইতে চান, তাঁহারা ভ্রান্ত, ঘরের বাহিরে আসিয়া বর্ষার জলে, গ্রীষ্মের রৌদ্রে, হেমন্তের হিম এবং বাঘের ন্যায় মাঘের শীতে, শস্যক্ষেত্রে না বেড়াইলে এবং দরিদ্র কৃষকের কুটীরাভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহাদের সহিত না মিলিলে বা মিশিলে, প্রকৃত কথা কিছুই বুঝা যায় না। সৌখীন বাবুদের ইহা কাজ নহে, প্রবাদ বাক্যে বলে আটে পিটে দড়। (তবে) ঘোড়ার উপর চড়। তাহাতেই বলিতেছি অনেক কাঠ খড় পুড়াইলে, অনেক আটে পিটের বন্দোবস্ত করিলে তবে কৃষি কার্য্য বুঝা যায়। রাজনৈতিক সুবিধার জন্য বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট বাহাদুর ভারতবর্ষকে বোম্বাই, মাদ্রাজ, বাঙ্গালা, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল (মায় অযোধ্যা) পঞ্জাব, রাজপুতানা মধ্যদেশ, এবং মধ্য ভারতবর্ষ এই কয়েকটী প্রদেশে বিভক্ত করিয়াছেন, এদেশীয় রাজ্য সমূহ অবশ্য ইহাদের অন্তর্গত। এই সমুদয় প্রদেশে লাঙ্গল, কোদালি, খুর্পা প্রভৃতি প্রায় একরূপই সুতরাং কৃষি প্রণালী প্রায় এক প্রকার, কিন্তু

কৃষিক্ষেত্র ও কৃষক এক প্রকার নহে। কোথাও হাজা মাটী কোথাও শুকা মাটী কোথাও পাথুরে মাটী, কোথাও বালি মাটী ইত্যাদি, কোথাও উর্ব্বরতা অধিক, কোথাও বা অনুর্ব্বতার পরিমাণ আশঙ্কা জনক। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, পঙ্গপাল, অসাময়িক বৃষ্টি, ঝঞ্ঝাবাৎ, শিলাপাত প্রভৃতি না থাকিলে শস্যের অনিষ্ট হয় না। যে দেশে যেমন শস্য ফলে এবং যে দেশে শস্য যেমন বিক্রিত হয়। কৃষকের অবস্থাও সে দেশে তদ্রূপ হইয়া থাকে। যদি দৈব উপদ্রব এবং রাজা জমিদারের "জুলুম" না থাকে তাহা হইলে কৃষকেরা দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় ইহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষে জমিদারের জুলুম আছে, রাজকীয় কর্ম্মচারীদিগের স্বার্থ্যাধিক্য আছে, এবং দৈব উৎপাতের ত কথাই নাই। তদ্ভিন্ন বন্দোবস্তের স্থিরতা কোথায়? ভারতবর্ষের ভিন্ন প্রদেশের কৃষকেরা কি পরিমাণ পরিশ্রম করিলে শস্যোৎপাদন করিতে সমর্থ হয়, তাহার তালিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে কৃষিক্ষেত্রের উর্ব্বরতা বা অনুর্ব্বরতা এবং কৃষকের শারীরিক শক্তি বা দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারা যায়।

তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল :—

প্রদেশ	কৃষকের পরিশ্রমের গড় পরিমাণ
বোম্বাই	দিনে ৯ ঘণ্টা
মান্দ্রাজ	৬ ঐ
বাঙ্গলা	৫ ঐ
উত্তর পশ্চিমাঞ্চল	৯॥০ ঐ
পঞ্জাব	৮॥০ ঐ
মধ্যভারত	৮ ঐ
মধ্যদেশ	৭ ঐ
রাজপুতানা	১০ ঐ

ভারতবর্ষের ভিন্ন প্রদেশের দরিদ্র কৃষকদিগের আয়ের পরিমাণ

প্রদেশ	আয়ের গড় পরিমাণ
বোম্বাই	বার্ষিক আয় ৪৮৲
মান্দ্রাজ	" " ৭২৲
বাঙ্গলা	" " ৯৬৲
উত্তরপশ্চিমাঞ্চল	" " ৪০৲
পঞ্জাব	" " ৪২৲
মধ্যভারত	" " ৪৩৲
মধ্যদেশ	" " ৫০৲
রাজপুতানা	" " ৩৮॥০

এই তালিকায় বাঙ্গলা কৃষকের আয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বাঙ্গালী কতদূর দরিদ্র এবং ঋণগ্রস্ত তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বাঙ্গলার কৃষকগণ যদি পেট

UGTINDRO NATH DUTTA
JANMABHUMI OFFICE
89, Mahesh Das's Ghat St. Calcutta

ভরিয়া খাইতে না পায় তাহা হইলে অন্যান্য প্রদেশের কৃষক কত অধিকতর দরিদ্র তাহা সহজেই বুঝা যায়। বৎসরে কত মাস পরিশ্রম করিলে শস্যক্ষেত্রের কার্য্য শেষ হয় তাহা এক্ষণে বুঝা উচিত নিম্নলিখিত তালিকায় শস্যক্ষেত্রের সহিত ঋতুর সম্বন্ধ এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ভূমির উৎপাদিকা শক্তি, উর্ব্বরতা অথবা অনুর্ব্বরতা বুঝিতে পারা যাইবে।

প্রদেশ	বৎসরে কয় মাস পরিশ্রম (গড়)
বোম্বাই	৭৷৷০ মাস
মান্দ্রাজ	৫ ,,
বাঙ্গলা	৪ ,,
উত্তরপশ্চিমাঞ্চল	৮ ,,
পঞ্জাব	৭৸০ ,,
মধ্যভারত	৮ ,,
মধ্যদেশ	৬ ,,
রাজপুতানা	৮ ,,

[ক্রমশঃ]

বাঙ্গলার পল্লী।

(শ্রীজহরলাল বিশ্বাস)

আজ বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে ধ্বনিত হ'চ্ছে—তৃষাতুর কণ্ঠের শুষ্ক চীৎকার জল—জল। আকাশে মেঘের লেশ মাত্র নেই, বাতাস আগুণের ফুল্কি বিতরণ করে বৃক্ষলতাদি-পূর্ণ অরন্যাণী সমূহ দগ্ধ ক'রে ফেলছে, মৃত্তিকা ফেটে চৌচির হ'য়ে যাচ্ছে মার্ত্তণ্ডদেব মরুভূমির তৃষ্ণা বক্ষে ধারণ ক'রে, প্রাতঃকাল হ'তে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খাল, বিল প্রভৃতি জলাশয় হ'তে শেষ বারি বিন্দুটী পর্য্যন্ত দিনের পর দিন শোষণ ক'রে নিচ্ছে। এর ফলে—ওলাউঠা, আমাশয়, বসন্ত, রক্তামাশয় ইত্যাদি আশু প্রাণ সংশয় কারী রোগের প্রাদুর্ভাব হ'য়েছে। তারপর স্থানে স্থানে উপর্য্যুপরি দু' বছর ধান না হওয়ায় দুর্ভিক্ষও দেখা দিয়েছে! সুতরাং এদের কবলে প'ড়ে কত স্নেহশীল-ভ্রাতা ভগ্নীকে কাঁদিয়ে, কত সন্তান-বৎসলা-জননী সন্তানদিগকে অনাথা করে, কত পত্নীগত-প্রাণ-স্বামী স্ত্রীর ঐহিক সুখৈশ্বর্য্য কেড়ে নিয়ে

তা'কে পথের ভিখারিণী ক'রে চিরবিদায় গ্রহণ ক'চ্ছে। কত আনন্দের নন্দন কানন শোক-দুঃখ পূর্ণ-নিরানন্দ গৃহে পরিণত হ'চ্ছে।

আজ বাঙ্গলার যে কোন পল্লীর দিকে তাকান সেই দিকেই এই বীভৎস করুণ চিত্র চক্ষের সম্মুখে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবে। আমরা বাঙ্গলার বাঙ্গালী——এই চিত্র দেখ্‌ছি আর হতাশা-করুণ-নেত্রে দৈবের উপর নির্ভর ক'রে কোন রকমে জীবনের গোনা দিন ক'টাকে জগতের পরপারের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছি। আমাদের সমাজ——নিজ নিজ স্বার্থ-সাধনে যেরূপ তৎপর তা' ভাবলে বাস্তবিকই বিস্ময়ে ও নৈরাশ্যে হতাশ হ'য়ে যেতে হয়। আজ যা'দের অর্থবল আছে—তা'রা কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ না ক'রে পল্লীর ঐ হৃদয়-বিদারক চিত্র নয়ন পথ হ'তে অপসারিত ক'রে সহরের দিকে ছুটে চ'লেছে, আর যা'দের অর্থবল নেই——তারা ঐ চিত্র বিষাদ-করুণ-সিক্ত নয়নে অবলোকন ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে কোন অজানা দেশে প্রস্থান কর্ব্বার শুভায়োজন কচ্ছে। বেশ ভাল ক'রে বলুন দেখি, এই উভয়ের ফল—ঠিক অগ্নি প্রস্তরের বিবাদের মত কি না?

এই দৈব দুর্ব্বিপাক যদি আজ অন্যান্য কোন পাশ্চাত্য প্রদেশে হ'তো তা' হ'লে—— তা'দের দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা মিলে এর একটা বিহিত না ক'রে কখনো নিশ্চিন্ত হ'তো না। আর এদেশে——দুটী মুষ্টি ভিক্ষার জন্য আবেদন নিবেদন ক'রে নিজেদের কর্ত্তব্য সম্পন্ন কর্ল্লুম। মনে পড়ে কি এই সেদিন ভূমিকম্পরূপ দৈব দুর্ব্বিপাক জাপানের বুকের উপর কি লীলাই না ক'রে গেল, কিন্তু তা'তেও তা'রা বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি। কারণ—তা'রা পরিশ্রমী, তা'রা শিক্ষিত, তা'রা বৈজ্ঞানিক এবং তা'রা একতার সমসূত্রে গ্রথিত ব'লে। ভাবুন দেখি আজ যদি আমাদের দেশে ঐরূপ কোন দৈব দুর্ব্বিপাক উপস্থিত হয় (ভগবান করুণ যেন তা' না হয়) তা' হ'লে কে কার কাছে ভিক্ষায় জন্য আবেদন-নিবেদন ক'র্ব্বে, আর কে'ই বা ভিক্ষা দান ক'র্বে?

যাক্ কথায় কথায় অনেক দূর এসে পড়েছি, এখন পল্লীর কথাই বলি। আজ শুধু যে অনাবৃষ্টির জন্যই পল্লীর এ অবস্থা হ'য়েছে তা' নয়। আমরা শিক্ষিত ও সভ্য হবার পর থেকেই পল্লীর অবস্থা এইরকম হ'য়েছে। আমরা শিক্ষিত (শিক্ষিত তবু শতকরা প্রায় দশ জন) ও সভ্যাভিমানী (এ প্রায় শতকরা ৯০ জন) হবার পূর্ব্বে বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে যে বড় বড় পুকুর জলপূর্ণ দেখে ভয় হ'তো, এখনো সেই পুকুর আছে—কিন্তু ভীতিপ্রদ জল নেই। বড় বড় সমৃদ্ধিশালী গ্রাম সমূহ লোকের কোলাহলে পূর্ণ ছিল, এখনো সেই সব গ্রাম আছে—কিন্তু কোলাহল নেই। প্রত্যেকের উঠানে বড় বড় ধানের গোলা দেখে বাসগৃহ ব'লে ভ্রম হ'তো, এখনো সেই গোলা আছে—কিন্তু ধান নেই। বড় বড় চণ্ডিমণ্ডপে দোল দুর্গোৎসব ইত্যাদি কত দেব আরাধনার অনুষ্ঠিত হ'য়ে মনের মধ্যে আনন্দ ও ভক্তিরসাপ্লুত হ'য়ে উঠতো, এখনো সেই চণ্ডিমণ্ডপ আছে—কিন্তু সে দেব আরাধনায় আনন্দ নেই। আরো কত আছে, কত বলবো।

এই যে অবস্থা;—ঠিক বলুন দেখি সেই দিন হ'তে অনুষ্ঠিত হ'য়েছে কি না,—— যে দিন হ'তে আমরা সামান্য শিক্ষার অহঙ্কারে ছোটকে পদাঘাতে দূর ক'র্ত্তে আরম্ভ ক'রেছি,

সামান্য কিছু একটার জন্য প্রতিবাসীর সঙ্গে মামলা-মোকর্দ্দমার সৃষ্টি ক'রেছি, কি রকমে ভাইকে ফাঁকি দিয়ে বিষয় হাত ক'র্ত্তে হয়, সেই পদ্ধতি শিক্ষা ক'রেছি, আরাম ও সখের জন্য বহুমূল্য রঙ বিরঙের পোষাক ও দ্রব্যাদি ক্রয় ক'র্ত্তে সুরু ক'রেছি, অপরূপ রূপে সজ্জিত হ'য়ে আপনাপন লোককে কুবাক্যে ভূষিত ক'রে সহরের দিকে স্ফূর্ত্তির খোঁজে যাবার জন্য চেষ্টা ক'রেছি। এ সব অস্বীকার কর্ব্বার উপায় নেই।

উপস্থিত বাঙ্গলার পল্লীগুলি এই সব কারণে এবং উপযুক্ত লোকাভাবে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অধিক আধি-ব্যধি, মামলা-মোকর্দ্দমা, অত্যাচার-অনাচার ইত্যাদির প্রধান কেন্দ্র-স্থল হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এজন্য কোন ভদ্রলোক আর তথায় গিয়ে বাস ক'র্ত্তে রাজী হন না। কিন্তু রাজি না হ'লে আর চলে কৈ? তখন ২০।২৫ টাকা উপায় ক'রে বেশ স্বচ্ছন্দে সহরে বাস করা চ'লতো, কিন্তু সেদিন গেছে। এখন ৫০।৬০ টাকা উপায় ক'রেও দৈনন্দিন হাহাকার-ক্রন্দন ঘুচ্‌ছে না। সুতরাং আজ সকলের অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্য পল্লীতে ফিরে যেতেই হবে। এখনো পল্লীতে যে সমস্ত যায়গা অনাবাদী অবস্থায় প'ড়ে রয়েছে, তা'তে সামান্য পরিশ্রমে চাষাবাদ ক'র্ল্লে মাসে অনায়াসে ৫০ ৬০ টাকা উপায় হ'তে পারে, এবং দৈনন্দিন খরচা চালিয়েও মাসে মাসে কিছু সঞ্চয়ও হ'তে পারে।

খুব বেশী দূর পল্লীতে আপনাকে যেতে হবে না, কলিকাতা থেকে ২৫।৩০ মাইলের মধ্যে যে সমস্ত পল্লী আছে, সেই সমস্ত পল্লীতে গিয়ে বাস আরম্ভ করুণ, সমবেত চেষ্টায় বন-জঙ্গল, খানা-ডোবা ইত্যাদি পরিষ্কার করুণ, শিক্ষার ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যের উন্নতি, আপোষে মামলা, ঝগড়া ইত্যাদির নিষ্পত্তি করুণ, নিজের হাতে বীজ বপন করুণ, গোলার গোলায় শস্য সম্ভার সজ্জিত করুণ, দেখুন দেখি শান্তি পান কি না, আর পল্লীগুলিও হাস্যমুখরিত হ'য়ে উঠে কি না। নিশ্চয়ই হবে, তবে একদিনে না হ'তে পারে, কিন্তু একমাসে হবে।

তবে ভুলে যেতে হবে ছোট ছোট কতগুলো মান-অভিমান; ছেড়ে দিতে হবে ফুরফুরে কাপড়ের লম্বা কোঁচা, আদ্দির পাঞ্জাবী, চোখের চশমা, মুখের সিগ্‌রেট, হাতের রিষ্ট ওয়াচ, পায়ের পাম্পসু এ সবের সখ; দূর ক'র্ত্তে হবে থিয়েটার-বায়স্কোপ, ফুটবল-হকি, নাটক নবেল এ সবের নেশা,——আর তুলে নিতে হবে ধুলো, কাদা, মাটি, বেছে নিতে হবে হাল, লাঙ্গল, গরু, বরণ ক'রে নিতে হবে ঋণভার জর্জ্জরিত কৃষি কুলের কাতর ক্রন্দন, অস্থি-চর্ম্ম-সার জীর্ণ রোগীর শুষ্ক চীৎকার, শোকতাপ-ক্লিষ্ট হাহাকার প্রপূরিত দেশভ্রাতার হায় হায় ধ্বনি। আর গাইতে হবে;—

আমরা বাঙ্গালী আমরা মানুষ
আমরা দেশের প্রাণ।
পল্লী মায়ের দুঃখ ঘোচাতে
করিব সবে জীবন দান॥

মানকচুর চাষ ও গো-সেবা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(২)

শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য

এক বিঘাতে ৫ মণ খইল লাগিবে; উহার দাম ২০৲। সুতরাং মোট খরচ ৮০৲+২০৲=১০০৲। কচু এক বৎসরের মধ্যে ব্যবহারের উপযুক্ত হইবে। খুব ছোট চারা বসাইলে কচু ব্যবহারের উপযুক্ত হইতে দুই বৎসর লাগে। প্রত্যেক কচু ছয় আনা হইতে বার আনায় বিক্রয় হইবে। গড়ে আট আনা করিয়া প্রত্যেক কচুর দাম ধরিলে বৎসরে ৮০০৲ টাকা পাওয়া যাইবে। অতএব এক বিঘা জমি হইতে খরচা বাদে খাঁটী আয় ৮০০৲—১০০৲=৭০০৲।

ব্যবহার বিধি।

আশ্বিন মাস হইতে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত কচু তুলিবার সময়। আশ্বিন মাসে তোলা কচুর মধ্যে সুতার ন্যায় সরু ২ শিরা থাকে; খাইতে জল জল লাগে; তবে নূতন জিনিষ; খুব দামে বিক্রয় হয়। অগ্রহায়ণ মাসে তোলা মানকচু খাইতে অতি সুস্বাদু। মোমের মত গলিয়া যায়; ভিতরে আর সুতা সুতা থাকে থাকে না; মাঘের শেষে বা ফাল্গুনে বৃষ্টি হইবার পর কচু তুলিলে উহা খাইবার সময় স্বল্পাধিক মুখ কুট্ কুট্ করে। যে কচু মুখে লাগে, উহা জীরে জীরে করিয়া কুটিয়া একটু লঙ্কা মাখিয়া ছাঁকা তেলে মুড়্‌মুড়ে করিয়া ভাজিলে অতি মুখরোচক হইবে; তখন আর মুখে লাগে না। অথবা সরু ২ করিয়া কুটিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া গুঁড়া করিয়া ডাল বাটার সহিত মিশাইয়া বড়ী দিলে বড়ী খাইতে অতি সুস্বাদু হয়; তখন আর মুখে লাগে না। কচু শোথ নিবারক, রক্ত বর্দ্ধক, পেটের পীড়া নাশক।

কার্পাস তুলা ও চরকা।

জমির চারিধারে গাছ কাপাসের গাছ বসাইলে বৎসরে বৎসরে ৴৭॥০ বড় আঁশযুক্ত তুলা পাওয়া যাইবে। এই চরকায় কাটিয়া অনায়াসে সুতা হইতে পারে। এবং সেই সুতা হইতে ১২ খানি প্রমাণ কাপড় প্রস্তুত হইবে। পাঁচ সিকা হিসাবে ১২ খানি কাপড় বুনাইবার খরচ ১৫৲।

চুরি, দান, সংসারে ব্যবহৃত কচু, অফলন ইত্যাদি বাবদে কচুর আয় হইতে যদি ৮৫৲ ও

JOTINDRO NATH DUTTA
JANMABHUMI OFFICE
39, Manick Bose's Ghat St. Calcutta

কাপড় বুনাইবার খরচা ১৫৲ বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলেও একবিঘা কচু বাগান হইতে বৎসরে খরচা বাদ ৬০০৲ নগদ ও ১২ খানি প্রমাণ কাপড় পাওয়া যায়।

সাধারণতঃ যে সংসারে ৭ জন লোক আছে, ধরা যাক্ (কর্ত্তা, গিন্নি, একটি বিধবা ৪টি দশ বৎসরাধিক বালক বালিকা)। প্রত্যেকে প্রত্যহ একঘণ্টা করিয়া চরকা কাটিলে অন্ততঃ আধতোলা সুতা কাটিতে পারিবে। তাহা হইলে সাত জনে ২ বিঘা হইতে উৎপন্ন পনের সের তুলা চরকায় কাটিয়া ফেলিতে পারিবে।

একটি মালি রাখিলে তিন বিঘা হইতে ৫ বিঘা অনায়াসে কচুর চাষ করা যাইতে পারে; যদি ৩ বিঘা জমি লইয়াই আরম্ভ করা হয়, তাহা হইলে বৎসরে নগদ ১৮০০৲ টাকা ও ৩৬ খানি প্রমাণ কাপড় পাওয়া যাইবে। ইহা হইতে মালির মাহিনা বাবদ ২০০৲ টাকা বাদ দিলে খাঁটি আয় ১৬ ০৲ নগদ ও ৩৬ খানি চরকার সুতার কাপড়। চরকার সুতার কাপড় মিলের কাপড় অপেক্ষা অধিক দিন টেঁকে। মিলের কাপড় ২।২৷৷০ মাসের মধ্যে ছিঁড়িয়া যায়; কিন্তু চরকার সুতার কাপড় এক বৎসর বেশ চলে। "খাদি প্রতিষ্ঠান" হইতে একখানি কাপড় কিনিয়া ব্যবহার করিয়াছিলাম; সেখানি ৬ মাসের পর ফাঁসিয়া গেল; কিন্তু আমার নিজের বাগানের তুলা নিজের হাতে চরকায় কাটা সুতায় প্রস্তুত কাপড় এক বৎসরের পূর্ব্বে কোন খানিই ছিঁড়ে নাই। বলা বাহুল্য, তুলা আমার গাছের। খুব সম্ভব অনেক দিনের পুরাণ তুলার সুতা ব্যবহারে যে কাপড় প্রস্তুত হয়, উহা বেশী দিন টেঁকে না। তিনখানি চরকার সুতার কাপড় হইলে এক জনের এক বৎসর বেশ চলিয়া যায়। সংসারে ৬ জন পোষ্য থাকিলে বৎসরে ১৮ খানি কাপড় খরচ হইবে। বালিস বিছানার ওয়াড় বাবদে ৮ খানি কাপড় খরচ করিলে ১০ খানি কাপড় উদ্বৃত্ত হইবে। এই দশখানি কাপড় পূজার সময় গরীব প্রতিবাসীকে দান করিলে তাহাদের দ্বারা সম্বৎসর অনেক উপকার পাইবে।

তিন বিঘা মানকচুর চাষ করিয়া বৎসরে খরচ খরচা বাদে নগদ ১৬০০৲ পাওয়া যায়। মাসে প্রায় ১২৫৲ আয় হইল। একশত টাকা আয় হইলে একজন মধ্যবিত্ত গৃহস্থের যাবতীয় ন্যায্য খরচ কুলাইয়া যায়। বিলাসিতা যে সংসারে স্থান পায় নাই, তাহার সকল খরচ ইহাতেই চলিবে।

চরকার সুতার কাপড় অপেক্ষাকৃত মোটা ও পরিতে একটু কষ্টও হইতে পারে। কিন্তু আমি বড় লোকের কথা বলিতেছি না; রাজ রাজড়ার জন্য কখনো ভাবি নাই। আমার মত একজন সামান্য মধ্যবিত্ত গৃহস্থের কথা ভাবিয়াছি। দৈনিক ১২ ঘণ্টাকাল একভাবে পরিশ্রম করিয়াও যাহাদের উদরে এক ফোটা দুধ বা ঘি প্রবেশ করিতে পায় না, আমি তাহাদের কথা বলিতেছি; সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত গুরুতর পরিশ্রম করিয়াও যাহাদের সংসারে অভাব ঘোচে না। সন্তানদিগকে সুশিক্ষা দিতে পারে না, ধর্ম্মবুদ্ধি জাগে না তাহাদের কথাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। এরূপ দুঃস্থ ব্যক্তি চরকার সুতায় প্রস্তুত কাপড় হাসিমুখে ব্যবহার করিবে; মোটা কাপড় বলিয়া সে নাক সিটকাইবে না। বিলাসিতা অধঃপতনের মূল কারণ। যাহাদের সংসারে দক্ষশোণিত উৎকল বাসী পাক শালায় প্রবেশ

করিতে পায় না, যে সংসারে লেশদার ব্লাউজের আদর নাই, জবাকুসুম দেলখোসের ছড়াছড়ি নাই তা'র বদলে নারিকেল তৈল ও ঘষা চন্দনে যে সংসারে কুললক্ষ্মীরা সন্তুষ্ট, সে সংসার "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়" মাথায় তুলিয়া লইবে!

মানকচুর প্রধান শত্রু সঁজারু ও শুয়ার যেখানে তাহাদের অত্যাচার আছে, সেখানে কচুর চাষ না করাই ভাল। যদি করিতে হয়, তবে বেড়া বেশ মজবুত করিয়া দিতে হইবে এবং সঁজারু ও শুয়ার বাগানে প্রবেশ লাভ না করিতে পারে, সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

যশোহর ও বনগ্রাম অঞ্চলে মান কচুর চাষ প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে এবং সে কচুগুলি এক বৎসরে সাধারণতঃ দশ সের হইতে আধমণ অবধি হইয়া থাকে। তাহাদের চাষের প্রণালী আমাদের দেশের মত নহে, তাহারা এক হাত গভীর করিয়া এক বর্গ হাত একটী গর্ত্ত কাটে-তার মধ্যে একটী কচুর তেজাল তেড় বসাইয়া দেয়; কচু গাছটি যত বাড়িতে থাকে, গোবর সার ও ছাই ক্রমশঃ দিয়া সেই গর্ত্তটী পূরণ করিয়া দেয়। তাহারা কচুর তেড় কার্ত্তিক মাসে না বসাইয়া তিন হাত অন্তর অন্তর আষাঢ় মাসে বসায়। যেমন সাঁতরা-গাছির গুল বিখ্যাত, তেমনি যশোহর জেলার কচু বিখ্যাত। ইহা খাইতে রাঙ্গা-আলুর ন্যায় সুমিষ্ট ও সুস্বাদু; কচুর এঁটেটি পর্য্যন্ত বেশ খাওয়া যায় মুখে লাগে না।

বারাসাত, কলিকাতা, চুঁচুড়া, ফরাসডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে মাণকচু চারি আনা করিয়া সের বিক্রয় হয়। গোবর সার ব্যবহার করিলে /৫ সেরের কম কোন কচু হইবে না ইহা আমি জোর গলায় বলিতে পারি। মান কচুর চাষ করিতে হইলে কি রকম পরিশ্রম করিতে হয়, সে পরিশ্রম শিক্ষিত যুবকের পক্ষে সম্ভব কি না এখন বিচার করিতে হইবে, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় এই তিন মাস মালিকে দিয়া প্রাতে তিন ঘণ্টা ও অপরাহ্নে দুই ঘণ্টা বাগান কোপাইলে তিন বিঘা জমি সুন্দর রূপে কোপান হইবে। কচুর গোড়ায় সার মাটি দেওয়া আষাঢ়ের পূর্ব্বেই শেষ করিতে হইবে। শ্রাবণ ভাদ্র ও আশ্বিন এই তিন মাসে কচু বাগানে বিশেষ কোন কাজ থাকে না; কেবল মাত্র বড় বড় বর্ষার পর দেখিতে হয় যে কোন কচু গাছ হেলিয়া পড়িয়াছে কি না; কোন কচু গাছের গোড়া হইতে মাটি ধুইয়া চলিয়া গিয়াছে কি না; মধ্যে মধ্যে দুটো চারিটা গাছে মাটি দেওয়া ছাড়া এ তিন মাসের মধ্যে আর কোন কাজ করিতে হয় না। আশ্বিনের শেষ বা কার্ত্তিক হইতে কচু তুলিয়া বিক্রয় করিতে হয়। কার্ত্তিক মাসে একবার সমস্ত কচু বাগানটি খুলিয়া (সামান্য ভাবে কোদলাইয়া) দিতে হয়। যে তেড় গুলি বেশ হৃষ্ট পুষ্ট সেইগুলি তুলিয়া স্থানান্তরে রোপণ করিতে হয়। যে স্থান হইতে কচু তুলিয়া লওয়া হইল, তৎক্ষণাৎ সেইস্থানে একটি করিয়া কচুর চারা বসাইয়া দিবে। যে কচু তুলিয়া লওয়া হইল, তাহার শিকড়ে ছোট ছোট আলুর মত গেঁড় থাকে, বর্ষাকালে এই গেঁড়গুলি গজাইয়া কচু গাছে পরিণত হয়। ইহাকে কচুর তেড় বলে। একটি কচু গাছের তলায় প্রায় ৫।৭।১০টি তেড় হইতে দেখা যায়। এই তেড় গুলির মধ্যে সকল গুলিই কার্ত্তিক মাসের মধ্যে পুষ্ট হয় না, কতগুলি রোগা ও অপর কতগুলি বেশ মোটা সোটা হৃষ্টপুষ্ট হইতে দেখা যায়, যে

গুলি হৃষ্টপুষ্ট, সেইগুলি তুলিয়া অপর স্থানে বসাইতে হয়। রোগাগুলি যতদিন না পুষ্ট হইবে, ততদিন তাহাকে তুলিতে নাই, কচু বাগানের চাষ কলিকাতার উপকূলে লাভ জনক। বাজইপুর হইতে অনেক পরিমাণে কচু শিয়ালদহ বাজারে আমদানি হয়, কলিকাতা হইতে ২৫ মাইল দূর পর্য্যন্ত মানকচুর চাষ চলিতে পারে। একটি কচু তুলিয়া চাঁচিয়া ছুলিয়া ধুইয়া পরিষ্কার করিতে ১০ মিনিট সময় যায়। ঘণ্টায় ছটার বেশী কচু তোলা যায় না। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ঘণ্টাখানেক পরিশ্রম করিলেই ছয়টা কচু তোলা হইবে। পরদিন প্রাতে মালিকে দিয়া ঐ কচু কলিকাতা পাঠাইয়া দিবে। শিয়ালদার বাজারে, বহুবাজারে, ও কলেজ ষ্ট্রীটে মিউনিসিপাল মার্কেটে বেশ দরে কচু বিক্রয় হয়। ছয়টী কচুতে ওজনে প্রায় দেড় মনের কাছাকাছি হইবে। এক একটি কচু গড়ে আট সের হিসাবে ধরিলেও ছয়টি কচুর ওজন একমণ আট সের হইবে। চারি আনা সের হিসাবে বসিয়া বিক্রয় করিলে ছয়টি কচু হইতে ২২৲ টাকা পাওয়া যাইবে। আর যদি বাজারের ফ'ড়েদের বিক্রয় করা হয়, তবে ছয়টি কচু ন্যূনকল্পে ৬৲ টাকায় বিক্রয় হইবে। যদি চাষের পূর্ণস্বত্ব উপভোগের বাসনা থাকে, তাহা হইলে ফ'ড়েদের বিক্রয় করা উচিৎ নহে (to avoid middle man's profit), বসিয়া বিক্রয় করিলে অনেক সময় লাগে, সকল দিন হয়তঃ সকল কচু বিক্রয় নাও হইতে পারে; কাজেই যেগুলি বিক্রয় হইল না, সেগুলি ফেরৎ আনিতে হয়। আর 'ফ'ড়েকে' বিক্রয় করিবার ইচ্ছা করিলে মাথা হইতে নামাইতে তর সইবে না,—তাহারা লুফিয়া লইবে; পাঁচ মিনিটের মধ্যে বিক্রয় হইয়া যাইবে। মালি পরের ট্রেণে ১০টার মধ্যেই বাড়ী ফিরিয়া আসিতে পরে; এবং আসিবার সময় কলিকাতা হইতে আবশ্যকীয় বাজার করিয়া আসিতে পারিবে। পল্লীবাসি হইয়াও কলিকাতার সুখ (Calcutta happiness as regards food staff) অনেকটা ভোগ করিতে পাইবে।

কচু বাগান রক্ষার জন্য যে মালি রাখা হইবে, সেই মালির দ্বারা চরিটা গরুর সেবা চলিতে পারে। অবশ্য গো সেবার জন্য কর্ত্তার কিছু কিছু কাজ করা আবশ্যক হইবে।

কায়িক শ্রমের কদর

বেলা ৯টার সময় গরুগুলিকে একবার জাবনা দেওয়া দরকার, এ সময়ে মালী হয় বাগানে কাজে ব্যস্ত থাকিবে, নচেৎ কলিকাতায় কচু বিক্রয় করিতে যাইবে। কাজেই তাহাকে পাওয়া যাইবে না; সেই সময় কর্ত্তাকে স্বহস্তে জাব দিতে হইবে। ইহাতে লজ্জা নাই। আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া কায়িক শ্রমের কদর করিতে (dignity of labour) ভুলিয়া গিয়াছি। হাট বাজার ঘ'ড়ে করিয়া বহন করিতে শিক্ষিত সম্প্রদায় লজ্জা বোধ করে মোট হাতে করিয়া রাস্তায় হাটিতে "গোলাম খানার ছাপ মারার দল" অপমান বোধ করে। পাঁচজন লোকের সম্মুখে কোদাল কোপাইতে শিক্ষিত যুবক মাথা হেঁট করে। হায় রে আমার কলিকাতার বিশ্ব বিদ্যালয়! তুমি কি শিক্ষার বীজ দেশে ছড়াচ্ছ! এখনও চোক ফুটিল না? কায়িক শ্রমের কদর করিতে আর কবে শিখাইবে আমরা যাহাদের নকল করিতেছি, যাহাদের নকল করিয়া আমরা মুটেদের ডাকি কুলী, তাহাদের শিক্ষাদীক্ষা কিন্তু অন্যরূপ। তাহারা শিক্ষিত উচ্চ পদস্থ হইয়াও কোদাল কোপাইতে লজ্জাবোধ করে না। হুগলি কলেজের

প্রিন্সিপ্যাল মিষ্টার র‍্যামস বোথাম সাহেব মাসে দুই হাজারের উপর মাহিনা পান্ বয়সও বড় কম নহে মাথার চুল পাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। তিনিও হাপ্‌প্যান্ট পরিয়া দাঁড়া কোদাল লইয়া প্রোফেসর ও ছাত্রদের সম্মুখে অপরাহ্নে কোদলাইয়া কপিচারা বসাইতে বা ফুল গাছ লাগাইতে একটু মাত্র লজ্জা বোধ করেন না। আমি স্বচক্ষে ইহা দেখিয়াছি। আজকাল শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহাদের দোষটুকু অনুকরণ করে মাত্র; তাঁহাদের গুণটী অনুকরণ করিবার ক্ষমতা নাই। পেটে ভাত নাই, কিন্তু চা খাইয়া পা ফাঁক করিয়া সিগারেট টানিতে "বড্ডই ভালবাসি" তাহাদের মত সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে, পরিশ্রমের আদর করিতে জানি না। স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালন করি না; রুগ্ন পুত্রের বিবাহ দিয়া তাড়াতাড়ি নাতির মুখ দেখিবার বাসনা করি; কিন্তু ফলে যে অচিরে পুত্রকে তীরস্থ করিতে হইবে, তাহা ভাবিনা। রুগ্নশীর্ণ নাতিকে লইয়া রোজ রোজ ডাক্তার বাড়ী ছুটিতে হইবে, তা ভাবি না। ইংলণ্ড প্রভৃতি শীত প্রধান দেশে চা খাওয়া উপকারী হইতে পারে; কিন্তু বাংলা দেশের জল বায়ুতে নিত্য চা খাইলে Chronic ডিসপেপ্‌সিয়া হইয়া থাকে। কাঁচা সর্দ্দি হইলে আদা দিয়া চা খাইলে উপকার হয় কিন্তু প্রত্যহ চা খাইলে ক্ষুধা-মান্দ্য পেটের গোলমাল লাগিয়াই থাকে। হুকায় করিয়া তামাক খাওয়া বরং ভাল, কিন্তু সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্য হানি কর; তামাক হইতে যে ধুম বাহির হয় তাহাতে অনেক বিষ (Nicotine) থাকে; সেই সকল বিষ বায়ু হুকার জলের ভিতর দিয়া আসিতে গিয়া জলে খিতাইয়া যায়; কাজেই হুকায় তামাক খাওয়া কতকটা নিরাপদ; কিন্তু সিগারেট খাইলে ঐ সকল বিষ গলায় ও পেটের মধ্যে গিয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করে। অনেক বড় বড় ইংরাজ বিলাতে গিয়া গড়্‌গড়া সটকা ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাঁহারা ইহার উপকারিতা বুঝিয়াছেন, কিন্তু আমরা বুঝিব না।

সকালের জাব খাইবার পর গরু চারিটাকে মাঠে বাঁধিতে হইবে। কাঁচা ঘাস খাইলে কেবল যে দুধ বেশী দেয় শুধু তা নয়, গো শরীর রক্ষার জন্য মাঠের হাওয়া লাগান ও কাঁচা ঘাস খাওয়া আবশ্যক। বেলা ২টার সময় গরুগুলিকে একবার জল

গোসেবা।

দেখান আবশ্যক; বিশেষ গ্রীষ্ম কালে। বৈকালে আবার একবার জাব দিতে হয়; সন্ধ্যার পর তাহাদিগকে গোয়ালে তুলিতে হয়। সকালে ৯টার পর গোয়ালের গোবর বাড়ীর ছেলে মেয়েদের দ্বারা কুড়াইয়া ছাতে বা প্রাঙ্গনে ছড়াইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইলে বেশ জ্বালানি দ্রব্য হইবে। বর্ষাকালে গোবর সার গাদায় ফেলিয়া দিবে। গোয়াল ঘর ছাই ছড়াইয়া বেশ করিয়া ঝাট দিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিবে। গোয়াল ঘরটি সদাই যেন বেশ শুকনো খট্‌খটে থাকে; পূর্ব্ব পশ্চিমে ২।৩ দরজা থাকিলে গোয়াল ঘরে বেশ রৌদ্র যাইবে এবং ঘরটি গরুর পক্ষে স্বাস্থ্যকর হইবে।

রাত্রে সন্ধ্যার পর জাবের জন্য আবশ্যকীয় বিচালি মালি কুচাইয়া রাখিতে পারে, দিনের মধ্যে একবার মনিবের স্বহস্তে জাব দেওয়া আবশ্যক। তিনি নিজে একাজ করিতে গেলে মেছলা বা ভাবাটি বেশ পরিষ্কার থাকিবার সম্ভবনা। চাকরের হাতে জাবের ভার ছাড়িয়া দিলে মেছলায় জাব পচিয়া দুর্গন্ধ হইতে থাকিবে হয়ত জাব বেশী দিবে,

খইল তাহাতে পচিবে। হয়ত বিচালি লম্বা লম্বা করিয়া চাকরে কাটিয়া দিবে। আমরা যেমন সরু চালের ভাত খাইতে ভালবাসি, গরুরা তেমনি সরু ২ ছোট ছোট কুচান বিচালি খাইতে ভালবাসে। ডাবায় অল্পজল দিয়া তাহাতে কুচান বিচালি দিবে। খইল একখানা ছোট গামলায় ভিজাইয়া রাখিবে। ১০ মিনিট ভিজিবার পর ডাবাস্থ বিচালি বেশ করিয়া মুড়্‌কি মাখা গোছ করিয়া মাখিয়া দিবে। তাহা হইলে দেখিবে সমস্ত জাব গরু চাট পোট করিয়া খাইয়া ফেলিবে।

প্রতিদিন এক পোয়া ছোলা ভিজাইয়া গরুকে খাইতে দিলে গরুটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট থাকিবে। ভুষি ও কুঁড়ো গরুকে খাওয়াইলে তাহার দুধ, বাড়ে, বিশেষতঃ কাঁটা নটের সহিত খুদ সিদ্ধ করিয়া খাওয়াইলে সদ্য সদ্যই দুধ বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়।

মাঠে বাঁধিবার সময় গরু দুরন্ত হইলে শিঙে দড়ী বাঁধিতে হয়, কিন্তু যখন গোয়ালে উঠিবে, তখন তাহার শিঙ হইতে দড়ি খুলিয়া গলায় দিয়া দিবে। শিঙে ২৪ ঘণ্টা দড়ি বাঁধা থাকিলে গরু জখম হইয়া পড়ে। সন্ধ্যার সময় গরুর শিঙে ও মাথার খুলিতে সরিষা তৈল দিলে গরুর সর্দ্দি কাশি হইতে পারে না। গোয়াল ঘর বেশ ঢালু হওয়া আবশ্যক, গরুর চোনা যেন গোয়ালে জমা হইতে না পায়। সর্ব্বদা গোয়ালটি যেন শুকনো খটখটে থাকে। সন্ধ্যার সময় গোয়ালে সাঁজাল দিতে হয়; কয়েক খানি ঘুটের আগুন করিয়া তাহার উপর ২।৪ খানি ভিজা ঘুটে ছড়াইয়া দিলেই বেশ ধোঁয়া হইবে, তাহাতে একটি করিয়া লঙ্কা দিলে গরুর শরীর বেশ ভাল থাকে। মশা মাছি ধুম সহ্য করিতে না পারায় গোয়াল ছাড়িয়া পলাইয়া যায়। শীতকালে ইহাতে গোয়াল ঘরটি বেশ গরম থাকে।

প্রত্যহ ৫।৭ মিনিট প্রত্যেক গরুর গায়ে হাত বুলান, আঁটুলি বাছিয়া দেওয়া মনিবের স্বহস্তে করা উচিত। ইহাতে গরুগুলি মনিবের বেশ বশে থাকে।

চারিটা গরু পুষিলে প্রত্যহ ন্যূনকল্পে ৩।৪ সের দুধ বারমাস ঘরে পাইবে। আজকালের বাজারে পয়সা খরচ করিলেও ৪সের খাঁটি দুধ প্রত্যহ পাওয়া দুষ্কর। আজকালের বাজার যেরূপ দুর্মূল্য হইয়াছে তাহাতে মনে হয়, যে ঘরে কিছু করিবে সে সেই জিনিষটি বেশ বুক পুরিয়া খাইতে পারিবে। গরুহীন গৃহস্থ গৃহস্থই নয়। শাস্ত্র গরুহীন সংসারকে শশ্মান বলিয়া কল্পনা করিয়াছে। শিক্ষিত যুবক প্রাতে প্রাত্য সন্ধ্যাদি সাঙ্গ করিয়া ও মালিকে নির্দ্দিষ্ট কার্য্য দিয়া তিন ঘণ্টা চরকা কাটিবার সঙ্গে সঙ্গে বালকবালিকাদিগকে পড়া বলিয়া দিতে পারে। ৯টার পর গরুকে জাব দিয়া একবার বাগানটী বেড়াইয়া আসিয়া স্নানাহার সমাপন করিয়া দুই ঘণ্টা বিশ্রাম লইতে পারে। কন্যা, পুত্রবধু, পরিবার প্রভৃতির সহিত রোগী সেবা, পথ্য প্রস্তুত প্রণালী, শিশু পালন ধাত্রী বিদ্যার অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির সমালোচনার ও গল্পচ্ছলে সৎশিক্ষাদান বেলা ৩টা পর্য্যন্ত চলিতে পারে, ৩টার পর মালিকে নির্দ্দিষ্ট কার্য্য দিয়া বাগানে পাঠান উচিত, এবং নিজে বাগানে বসিয়া পাঁচটা পর্য্যন্ত চরকা কাটা, ৫টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত কোদাল কোপান, বেড়া মেরামত ইত্যাদি বাগানের কাজ করিয়া খানিকটা ঘাম বাহির করা দরকার। সন্ধ্যায় আহ্নিক পূজার পর মালির সহিত পরদিনের কাজের পরামর্শ, বালকবালিকাদিগকে শিক্ষাদান, গরিব চাষী মজুরদিগকে

উপসংহার।

সংবাদ পত্রের মাসিক পত্রের সার মর্ম্ম জানান ও সৎশিক্ষা দান, দেশের ও দশের হিত চিন্তা, প্রভৃতি বিষয় লইয়া রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত অতিবাহিত করা যাইতে পারে। আহারাদির পর শুইবার পূর্ব্বে গোয়ালঘর পরিদর্শন একান্ত কর্ত্তব্য।

এগুলি কি শিক্ষিত যুবকের পক্ষে চাকরির লাঞ্ছনা ভোগ অপেক্ষা অধিক ক্লেশদায়ক? চাকরি করিলে পরের চাকর হইলে, মানুষ সুখে থাকে না, শান্তি পায় না, স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিলে মনের তেজ বাড়ে, মুখের উপর উচিত কথা বলিবার ক্ষমতা জন্মায়, জাল জুয়াচুরি, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা তাহার হৃদয়ে স্থান পায় না, সত্যকে আশ্রয় করিবার প্রবৃত্তি বাড়ে, কখনও সুখ শান্তি হারা হইতে হয় না।

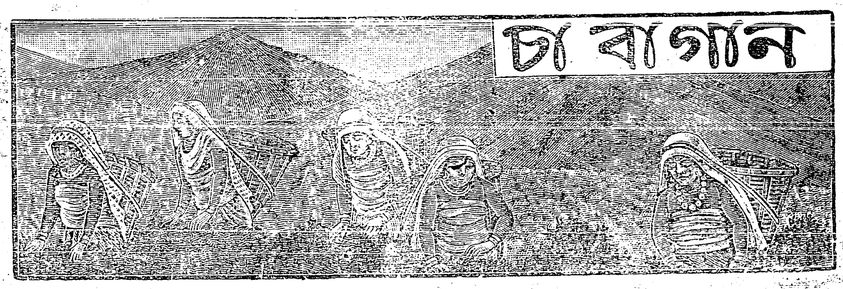

সুবিখ্যাত চায়ের দালাল মেসার্স যে টমার্স কোম্পানী বিগত ১৯২৭-২৮ সালের চায়ের বাজারের হিসাব নিকাশ বাহির করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে বিগত বৎসর মোটের উপর চায়ের বাজার ভালই ছিল। উত্তর ভারতে যদিও চায়ের ফলন পূর্ব্বাপেক্ষা তিন মিলিয়ন পাউণ্ড কম হইয়াছে, তথাপি সাতটি জিলার মধ্যে চারিটিতে খুব বেশী চা উৎপন্ন হইয়াছিল। আসামের চা এ বৎসর কম হইয়াছে। যদি জল বায়ুর সুবিধা হইত তবে চা ঐ প্রদেশে অনেক অধিক উৎপন্ন হইত। নৈসর্গিক ঘটনাই এই কমতির কারণ।

কলিকাতার চা বিক্রয়ের হিসাব নিম্নলিখিত তালিকা দৃষ্টে বিগত বৎসরের হিসাব বুঝিতে পারিবেন।

	সন ১৯২৭-২৮ সাল	১৯২৮-২৭	১৯২৫-২৬	১৯২৪-২৫
প্যাকেজ ...	১০৪৮৯১০	১০৩৬৮৬৮	৯১১২৪৫	৯৫৫৯৭২
প্রতি পাউণ্ড গড়্‌পড়্‌তা দাম	১৪ আঃ ১০ পাঃ	১২ আঃ ৩ পাঃ	১৩ আঃ ৫ পাঃ	১৫আঃ ১১পাঃ

উপরে যে দর দেওয়া হইল উহা গুঁড়া মাঝারী ও খারাপ চায়ের হিসাব বাদে ইহা যেন স্মরণ রাখিবেন। ১৯২৭ সালের প্রথম ভাগে বিলাতের লণ্ডনের বাজারে রুস দেশের জন্য চায়ের খুব ডিমাণ্ড বা চাহিদা বাড়িয়া উঠে। সে সময়ে চাহিদা অপেক্ষা চা বিলাতে রপ্তানি অনেক কম ছিল। কিন্তু উত্তর ভারতে ও সর্ব্বত্র চায়ের ফলন প্রচুর হওয়ায় বাজার অবশ্য আবার পড়িয়া যায় কিন্তু অনেক পরে।

রুসিয়ার আবরে চায়ের ক্রেতারূপে বাজারে আবির্ভাব।

চায়ের বাজারে রুসিয়ার পুনং প্রবেশ বাজারের পক্ষে একটী স্মরণীয় ঘটনা। রুস দেশ ক্রেতারূপে আবির্ভূত হইয়া কতটা পরিমাণ চা বাজারে কিনিতে সক্ষম হইবেন এখনও তাহা সম্যক্ স্থির হয় নাই। যদিও রুস দেশে ও হাঙ্কো বন্দরে চা খুব বেশী কাট্‌তি হইতেছে।

নিখিল বিশ্বের চায়ের উৎপন্ন বৃদ্ধি।

নিম্নলিখিত তালিকা দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে চায়ের উৎপন্নের প্রসার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

	১৯২৫	১৯২৬	১৯২৭
	মিলিয়ন	মিলিয়ন	মিলিয়ন
	পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড
উত্তরভারত	৩১২½	৩৩৯½	৩৩৬½
দক্ষিণ ভারত	৪৪	৪৪½	৪৭½
সিংহল	২০৯½	২১৬	২১৭
সুমাত্রা	১৬½	১৭½	১৭½
যাভা	১৬৪½	১১৮½	১২৬½

বৈদেশিক বাজারের সংবাদ।

কেবল রুসিয়া নহে সব বৈদেশিক বাজারের খবরই ভাল বলিতে হইবে। অবশ্য কতকগুলি জায়গার সংবাদ কিছু খারাপ (যেমন অষ্ট্রেলিয়া দেশের) কিন্তু ওখানেও ঠিক খারাপ বাজার বলা যায় না। ১৯২৬ সালে চায়ের দর অত্যাধিক কম হওয়ায় অনেক চা বাজারে মজুত হইয়া যায়। সেজন্য ১৯২৮ সালের জাহাজের মালের হিসাব নিকাশের খবর তত আপাত দৃষ্টিতে সন্তোষজনক নহে। কানাডা ও আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের খরিদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। অবশ্য বাজারের সেরা ক্রেতা হইতেছেন রুসিয়া। ৬৮ মিলিয়ন পাউণ্ডেরও উপর চা বিক্রয় হইয়াছে রুস রাজ্য ভ্লাডিভেষ্টক বন্দরে ইহা বাদে আরও সাড়ে তিন মিলিয়ন পাউণ্ড হাঙ্কো বন্দরে প্রেরিত হইয়াছে।

চায়ের বাগানের শ্রমিক সংবাদ।

বিগত ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর (১৯২৮) সালের প্রথম ছয় মাসের হিসাব দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে গত বৎসরের এই সময়কার সমানই শ্রমিক সংখ্যা বর্ত্তমান ছিল। ডুয়ার্স ও তিরাই অঞ্চলের শ্রমিক সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে। ১৬৪০৭, ১১২৩৩ জনের স্থলে হইয়াছে। প্রধানতঃ ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগণা হইতে লোক আসে। কিন্তু এখন ওই অঞ্চল হইতে শ্রমিকের আমদানীর অসুবিধা দেখা দিয়াছে। তজ্জন্য চায়ের শ্রমিক নরবরাহকারী সভা অন্য স্থান হইতে আমদানীর চেষ্টা করিতেছেন। বোম্বাই অঞ্চল ও পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে শ্রমিক আমদানীর প্রচেষ্টা চলিতেছে। তবে এখনও তত সন্তোষজনক ফল ফলে নাই।

চা বিক্রয়ের জন্য প্রচারের ব্যবস্থা।

ভারতীয় চাকর সমিতি (Indian Teacess Committee) বিগত ৯ই মার্চ্চের বৈঠকে স্থির করিয়াছেন যে আগামী বৎসরে ভারতবর্ষে ৫½ লক্ষ টাকা, যুক্তরাজ্যে চল্লিশ হাজার পাউণ্ড, ইউরোপীয় মহাদেশস্থ দেশ সমূহে দশ হাজার পাউণ্ড চা প্রচারের জন্য ব্যয় করা হইবে। গত বৎসর সারা ভারতে চায়ের প্রচার বেশ ভাল ভাবেই হইয়াছে। কাট্‌তিও বেশ বাড়িয়াছে। খুব কম পক্ষে ৫২০০০ হাজার প্রদর্শনী করিয়া চায়ের প্রচার করা হইয়াছিল। ১৩৭টি নগরে খুব কম পক্ষে অন্ততঃ ২০০০০ জন সমাজেম মধ্যে এখনও প্রচার চলিতেছে। এবিষয়ে বিভিন্ন রেলওয়ের পরিচালকবর্গেরও বিশেষ সাহায্য পাওয়া যাইতেছে। এদেশস্থ অজ্ঞ ও অসাধু ব্যবসায়ীগণ নকল চা ও খারাপ চা বিক্রয় করিয়া ভাল চায়ের বদনাম করাইতেছে। এ বিষয়ে সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ বিশেষ প্রয়োজন। শুধু এ দেশে নহে বিদেশেও অসাধু লোকদের দ্বারা চা বিক্রয়ের কিছু ক্ষতি হইয়াছে।

চায়ের বাজারের ভবিষ্যৎ।

বাজার ভবিষ্যতে কিরূপ হইবে ইহা লইয়া অনেক জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। আমরা যতদূর সংবাদ রাখি তাহাতে মনে করি ভবিষ্যতে দর কিছু নামিবে। কারণ বিলাতের বাজারে অনেক চা জমা হইয়াছে এরূপ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু ভাল চায়ের দর বেশ পাওয়া যাইবে ইহা আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস। খারাপ চা উৎপন্ন করা তত শক্ত নহে। ভাল চা যদি বাগানের মালিকগণ উৎপন্ন করিবার ব্যবস্থা করেন তাঁহারা দর ঠিক পাইবেনই পাইবেন। কারণ ভাল চায়ের ফলন খারাপ চা হইতে অনেক কম হইয়া থাকে। এখনও বহুদিন উহার সমাদর থাকিবে সন্দেহ নাই। আশা করি বাগানের মালিকগণ এ বিষয়ে তলাইয়া ভাবিবেন।

সংগ্রহ।

অনাবাদি জমি

বঙ্গদেশে মোট ৪,৯৮,২৩,৩৯৩ একর চাষের উপযোগী জমি আছে। ইহার মধ্যে ১,৮৩,০৩,৮০০ একর জমিতে প্রতি বৎসর চাষাবাদ হয়। হইতে দেখা যাইতেছে যে, প্রায় অর্দ্ধেক জমি অনাবাদি অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। ইহার মধ্যে ১০০ হইতে ১২০ লক্ষ একর জমি আবাদের উপযোগী। এই সকল জমি চাষ করিয়া উপযুক্ত ফসল উৎপন্ন করিলে বাঙ্গলা দেশের আয় প্রতিবৎসর ৬০।৭০ কোটী টাকা বৃদ্ধি পায়।

শণের ইতিবৃত্ত

অনেকের মতে অতি আদিম যুগে সুতার জন্য মানুষ প্রথমে শণের চাষ আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, যীশুখৃষ্ট আবির্ভাবের আটাইশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে চীন দেশে শণের চাষ হইত।

বরফে উদ্ভিজ্জের অস্থিত্ব

মাউণ্ট এলবার্ট এডওয়ার্ড পর্ব্বতের প্রায় ছয় হাজার ফিট উচ্চে এক প্রকার লাল রঙ্গের বরফ দেখা গিয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ ইহার তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে, সেই বরফের মধ্যে একপ্রকার উদ্ভিজ্জের অস্থিত্বের জন্য এইরূপ লাল বর্ণের দেখায়। উদ্ভিৎ-তত্ত্ববিদদিগের শাস্ত্রে ইহার নাম প্রোটোকোকাস নিভ্যালস্।

নারীর কৃষি পরীক্ষা

পুনার কৃষি কলেজের ছাত্রী কুমারী রাজুবাই গুজ্জর বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমিক কৃষি পরিক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

কৃষি বিভাগে সরকারের ব্যয়

কৃষি বিভাগের জন্য বাঙ্গালা সরকার ১৯২৪-২৫ সালে ৮,২১,১৪২ টাকা, ১৯২৫-২৬ সালে ৮, ৬৯,৮৫৫ টাকা এবং ১৯২৬-২৭ সালে ১০,০০,৫০৮ টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

পীচ ফল

পূর্ব্বে ইহা অত্যন্ত বিষক্ত ফল ছিল। তীরের আগ বিষ মাখাইবার জন্য এই ফলের রস ব্যবহৃত হইত, এবং এই কারণেই ইহা পারস্যে আনা হইয়াছিল। চাষের ফলে ইহার বিষ কাটিয়া গিয়া আজকাল উপাদেয় খাদ্য পরিণত হইয়াছে।

কৃষি ও শিল্পে ডাঃ ম্যানের মত

ডাক্তার হ্যারল্ডম্যান বোম্বাই কৃষি বিভাগের ডিরেক্টার ছিলেন এখন তিনি সেই কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি 'বোম্বাই কো-অপারেটিভ কোয়ার্টার্লি' পত্রে গ্রাম্য শিল্পের কথা বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়া এক সন্দর্ভ লিখিয়াছেন। ভারতীয় কৃষিবলের দারিদ্র্যের কারণ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, অনেকে বলিয়া থাকেন, কৃষকদিগের দারিদ্র্যের কারণ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত দেখিতে পাওয়া যায়। এক দল লোক বলিয়া থাকেন, পল্লীগ্রামের মহাজনই কৃষকদিগের অর্থাভাবের প্রবল কারণ। তিনি বলিয়াছেন এই দোষটি অত্যন্ত অধিক মাত্রায় অতিরঞ্জিত করা হইয়া থাকে। উহাদিগকে যতটা দায়ী মনে করা হয়, বাস্তবিক উহারা ঐ জন্য ততটা দায়ী নহে। আর এক দল লোক বলিয়া থাকেন, পল্লীগ্রামের লোকসংখ্যা অত্যন্ত অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে; তথায় যে জমী আছে, তাহা সকলের অন্নার্জ্জনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে তিনি বলেন এ কথারও কোন মূল্য নাই। তাঁহার মতে কৃষকদিগের একটা সরকারী বৃত্তির অভাবই তাহাদের দারিদ্র্যের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কারণ। চাষারা বৎসরের মধ্যে ৫।৬ মাস কেবল বসিয়া থাকে, সেইজন্য তাহারা উদর পূর্ণ করিয়া খাইতে পায় না এবং আবশ্যক পরিধেয় বস্ত্রের সংস্থান করিতে পারে না; সুতরাং যদি পল্লীগ্রামের এই দারিদ্র সমস্যার সমাধান করিতে হয়, তাহা হইলে চাষীদিগের আর একটা গৌণ বৃত্তি অবলম্বন করা আবশ্যক। যত দিন চাষীরা ঐ প্রকার গৌণবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক আপনাদের আয় বর্দ্ধিত করিতে সমর্থ না হইবে তত দিন পল্লীগ্রামের এই দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান হইবে না। তিনি আরো বলিয়াছেন, মহাত্মা গান্ধী যে চরকা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাই এই সমস্যা-সমাধানের প্রকৃত উপায়। সেইজন্য তিনি বলিয়াছেন, এখন পল্লীগ্রামে যে সকল কুটীর শিল্প বিদ্যমান আছে, সে সকলের সন্ধান লইয়া একটা তালিকা প্রস্তুত করা ভাল। তিনি জমীর উৎপাদিকা শক্তি বর্দ্ধিত করিবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু কি উপায় অবলম্বনে তাহা করা যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিবেন বলিয়াছেন। তাঁহার মতে ভারতীয় কৃষকদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খোতের জমীগুলি একত্রিত করিলে বিশেষ সুফল ফলিবে না। ডাক্তার ম্যানের এই কথাগুলি সকলের বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

২৪ পরগণা জেলা বোর্ডের বদান্যতা।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, ২৪ পরগণার জেলা বোর্ড কৃষি শিক্ষার জন্য ৫০ হাজার টাকা দান করিবেন স্থির করিয়াছেন। তদনুসারে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ উক্ত জেলা বোর্ডের নিকট এই মর্ম্মে এক আবেদন করিয়াছেন যে তাঁহাদের হস্তে জেলা বোর্ড ঐ ৫০ হাজার টাকা প্রদান করুন। তাঁহারা ঐ টাকা দিয়া বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনিষ্টিটিউটে কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। আমাদের মনে হয়, এই টাকাটা জাতীয় শিক্ষা পরিষদের হস্তে প্রদান করাই কর্ত্তব্য, কারণ ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া কৃষি শিক্ষার সুব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে না। ভাল ভাবে কৃষি শিক্ষা দিতে হইলে ছাত্রদিগকে অনুষঙ্গিক অনেক বিষয় শিক্ষা দিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া ২৪ পরগণা জেলা বোর্ডের পক্ষে ঐ সকল বিষয় শিক্ষা দিবার সুবিধা হইবে না। কিন্তু বেঙ্গল টেকনিক্যাল বিদ্যালয়ে ঐ সকল বিষয় শিক্ষা দিবার সুব্যবস্থা আছে। তাঁহারা ঐ টাকাটা পাইলে কৃষিশিক্ষাদানের অনেক সুব্যবস্থা করিতে পারিবেন। সেই জন্য আমাদের মনে হয়, জেলা বোর্ডের ঐ টাকাটা বেঙ্গল টেকনিক্যাল বিদ্যালয়ে হস্তে প্রদান করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। কলিকাতা কর্পোরেশন এই বিদ্যালয়কে বার্ষিক ৩০ হাজার টাকা সাহায্য দিতেছেন। ২৪ পরগণা জেলা বোর্ড যদি বিদ্যালয়কে বার্ষিক কিছু টাকা সাহায্য দান করেন, তাহা হইলে কৃষিশিক্ষাদানের সুব্যবস্থা হইতে পারে।

উদ্ভিদের জীবন।

স্যার জগদীশচন্দ্র বসু উদ্ভিদের জীবনী শক্তি আছে, তাহা ইতিপূর্ব্বে সপ্রমাণ করিয়াছেন। গত ৮ই মে লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে বহু খ্যাত নামা বৈজ্ঞানিকদের সম্মুখে তিনি উদ্ভিদের জীবনী সম্বন্ধে নূতনকথা বিবৃত করেন। তাহা শুনিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়াছেন। 'রেকর্ডার' নামে তিনি একটী অভিনব যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন। তাহা দ্বারা বৃক্ষপল্লবের আভ্যন্তরীণ স্পন্দন সুস্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। তিনি একটী বৃক্ষপল্লব বৈদ্যুতিক চেয়ারের সংস্পর্শে আনিয়া দেখান যে, পল্লবটী প্রাণীর ন্যায় কিছুক্ষণ ধড়ফড় করিয়া প্রাণত্যাগ করে। পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকদের বিশ্বাস ছিল যে, বৃক্ষাদি পত্রের মধ্য দিয়া রস সংগ্রহ করিয়া পরিপুষ্ট হয়। তিনি সে বিশ্বাস ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। তিনি প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, গাছের পাতা ঝরিয়া গেলেও সেই গাছ রস সংগ্রহ করিয়া বাঁচিয়া থাকে।

বায়স্কোপে কৃষিশিক্ষা

পঞ্জাব সরকারের কৃষি বিভাগের একটী বিবরণে প্রকাশ যে, কৃষি বিভাগ হইতে বর্ত্তমানে একটী আধুনিক ধরণের বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্র গ্রামে পাঠানো হইতেছে।

এই যন্ত্রের সাহায্যে কৃষকগণকে কৃষি বিষয়ক বিবিধ চলচ্চিত্র দেখান হইতেছে। কি ভাবে যন্ত্র দ্বারা চাষ করিতে হয়, জমি বীজ বপনের উপযুক্ত করিতে হয়, কি ভাবে বপন করিতে হয়, কি ভাবে ফসল কাটা যায়, ফলবান বৃক্ষের উপর কিরূপে জলসেচন করা যায় ইত্যাদি সকল বিষয়ই বায়স্কোপ সাহায্যে কৃষকগণকে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া দেখান হইতেছে। এই দেশেও এই ভাবে বায়স্কোপ যন্ত্র প্রচলিত হইলে কৃষকগণ আমোদের মধ্য দিয়া আবশ্যকীয় বিষয় জানিতে পারিবে।

অদ্ভুত ফুলকপি।

জগতে আবহমান কাল হইতে কৃষক সম্প্রদায় অতিমাত্রায় রক্ষণশীল। বাপ দাদা যাহা করিয়া আসিয়াছেন তাহা ছাড়া আর কিছু করিতে নারাজ। ইহা কেবল এদেশে নহে, পাশ্চাত্য দেশেও ঠিক একই প্রকার মনের অবস্থা কৃষক ও উদ্যান পালকগণের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে। তবে সুখের বিষয় শিক্ষিত সমাজ চাষবাসে মন দেওয়ায় এ অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিতে আরম্ভ হইয়াছে। সম্প্রতি পাশ্চাত্য দেশে একজন 'ভদ্র' কৃষক শিক্ষা ও বুদ্ধিবলে অসম্ভব সম্ভব করিয়াছেন তিনি এক প্রকার কপি বীজ প্রস্তুত করিয়াছেন যাহার গাছ বৎসরের পর বৎসর বাঁচিয়া ফলদান করে। কেবল তাহাই নহে গাছ হইতে কয়েকটি ডাঁটি উঠিয়া কয়েকটি করিয়া ফল একসঙ্গে হইয়া থাকে। ইহা বৈজ্ঞানিক গবেষণা লব্ধ ফল। ঐ ব্যক্তি এক সঙ্গে এক গাছে নয়টি পর্য্যন্ত ফল পাইয়াছেন। আশা করি আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিকগণ কৃষিকার্য্যের দিকে সত্বর দৃষ্টি দিয়া চাষবাসের যাহাতে উন্নতি হয় তাহার চেষ্টা করিবেন।



JOTINDRO NATH DUTTA
JANMABHUMI OFFICE
89, Manik Bose Ghat St. CALCUTTA

ভারতের চাউলের সংবাদ।

ভারতবর্ষে সকল স্থানেই অদ্যকাল চাউলের সমাদর বাড়িয়াছে এবং চাউলের জন্য ধান চাষ সকল চাষ অপেক্ষা অধিক হইতেছে। সমগ্র ভারতের চাষের জমীর ভিতর মোটের উপর গড়পড়তা শতকরা ৩৫ ভাগ ধান চাষ হইয়া থাকে। আসাম প্রদেশে প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ, ব্রহ্মদেশে শতকরা ৭৪ ভাগ ও বঙ্গদেশে ৭০ ভাগ ধান চাষ হইয়া থাকে। তবে একথা জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য ধান কম বেশী, বেশী ভাগ বৃষ্টির উপর অর্থাৎ জল বায়ুর উপর নির্ভর করে। এ বৎসর সেই কারণে গত বৎসরের তুলনায় শতকরা ৩৮ ভাগ কম হইয়াছে। ভারতের উৎপন্ন চাউলের মধ্যে শতকরা ৯৩ ভাগ ভারতের আহারের জন্য ব্যয়িত হইয়া থাকে। এ বৎসর চাউল কম উৎপন্ন হওয়ায় বাহিরে চাউল রপ্তানি ও অপেক্ষাকৃত কম হইয়াছে। গত বৎসরের ৩৯৯৭ লক্ষ টাকার স্থানে ৩৩২০ লক্ষ টাকার স্থানে ৩২২০ লক্ষ টাকার মাল চালান হইয়াছে। ব্রহ্মদেশ হইতে শতকরা ৮৭ ভাগ চাউল চালান হইয়াছে। অন্যান্য প্রদেশের চাউল প্রধানতঃ দেশেই বিক্রয় হইয়া যায়। ব্রহ্মদেশ বাদে সব প্রদেশের কৃষি সরকারী বিভাগ যাহাতে চাউল অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। উৎকর্ষতার দিকে তত দৃষ্টি রাখা হয় না। সেটা গৌণ কর্ম্ম বিবেচিত হয়। কিন্তু রপ্তানির আধিক্য হেতু ব্রহ্মদেশে চাউলের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির দিকে নজর বেশী দেওয়া হয়।

বাংলা দেশের সংবাদ

নিখিল ভারতে বাংলা দেশে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী চাউলের জন্য ধান্য চাষ হইয়া থাকে। এখানে ২০ মিলিয়ান একর বা শতকরা ২৫ ভাগ ধান চাষ হইয়া থাকে। এ জন্য এ প্রদেশের কৃষকদিগের ধান চাষে সর্ব্বাপেক্ষা মনোযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর পূর্ব্ব বঙ্গে অত্যুৎকৃষ্ট আমন ধান চাষ হইয়া থাকে। উহাদের নাম ইন্দ্রসাল ও দুঃসর। বলা বাহুল্য আমন ধান শীত কালে চাষ হইয়া থাকে। আউস ধানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধানের নাম কটক তারা (Katak tara) উহা উর্ব্বরা জমীতে প্রচুর উৎপন্ন হয়। আউস ধান ১৯২৬-২৭ সালে ১৩৯০০০ একর পরিমিত স্থানে বপন হইয়াছে এরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু ইহার ফলন সব স্থানে সমান হইবার আশা কম। পশ্চিম বঙ্গে ও পূর্ব্ব বঙ্গে বিভিন্ন প্রকারের বীজ। সেই জন্য ফলনেরও তারতম্য দৃষ্ট হয়। কেবল তাহাই নহে পূর্ব্ব বঙ্গে যে বীজ উপযোগী পশ্চিম বঙ্গে তাহার ফল ভাল হয় না। সেই জন্য কৃষি বিভাগ নানা প্রকার চেষ্টা করিতেছেন যথা আমন ও আউস বীজের সংমিশ্রণে উৎপন্ন বীজ সৃষ্টি ও ভাল

বীজের প্রাপ্তির সুব্যবস্থা প্রভৃতি। বাছাই বালাম বীজের চাষে দেখা গিয়াছে শতকরা ১২ ভাগ সাধারণ বীজ অপেক্ষা উৎকর্ষতা হইয়াছে।

বিহার ও উড়িষ্যার খবর।

বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে জল বায়ু উপযোগী না হইলে ও দাহিয়া নামক প্রচলিত ধানের চাষ ভালই হইয়াছে। সমবায় ব্যাঙ্ক ইহার বিতরণের ভার লওয়ায় এই ধানের প্রসার সর্ব্বত্র বাড়িতেছে। কটক অঞ্চলে এবং উড়িষ্যার স্থানে স্থানে আসাম হইতে আনীত নাটিসাল ধানের প্রসার বৃদ্ধি পাইতেছে। Ammophas আমোফস্ বা শতকরা ২০ ভাগ এমোনিয়া ও ফসফরিক এসিডের সংমিশ্রনে প্রস্তুত সারের প্রচলন ধান চাষের জন্য এ অঞ্চলে বহুল পরিমাণে হইয়াছে। প্রতি একরে আশী পাউণ্ড উক্ত সার প্রয়োগে ধানের প্রসার ৪৯০ হইতে কোনও স্থলে ৯০০ পাউণ্ড হইয়াছে ইহা পরীক্ষিত সত্য সেজন্য ইহার প্রচারের চেষ্টা চলিতেছে।

আসাম।

আসাম প্রদেশের ফলনে বেশী হয় এরূপ ধানের মধ্যে জর্জ্জসাল, নাটিসাল ও ইন্দ্রসাল সুবিখ্যাত। হাড়ের গুঁড়া দিয়া সার দিলে ফলনে অনেক বাড়ে ইহা এ প্রদেশে পরীক্ষিত সত্য। কেবল তাহাই নহে উহার সুফল চারি বৎসর পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে।

যুক্ত-প্রদেশ।

কাণপুরে ১৩০০০ রকম চাউলের মধ্যে ১৮৩টি ভাল বলিয়া বাছাই করা হইয়াছে।

মধ্যপ্রদেশ।

মধ্যপ্রদেশের দক্ষিণ ও পূর্ব্বভাগের বাছাই ধান লুচাই, ভোণ্ডো এবং ভাটা, ও সাম্মাটিয়া শীঘ্র, মাঝামাঝি দেরী, ও বিলম্বে যথাক্রমে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাদিগের সুনাম অক্ষুণ্ণ আছে। অন্য ধান অপেক্ষা একর প্রতি ৪৫০ পাউণ্ড বেশী ফলন হইয়া থাকে।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সী।

বোম্বাই প্রদেশের সুবিখ্যাত কলম্বো চাউলের দুই প্রকার ভেদ আছে। ৪২ নম্বর ও ৭৯ নম্বর। স্থানীয় ধান হইতে শতকরা কুড়ি হইতে ৩৫ ভাগ বেশী উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রায় দুই লক্ষ একর পরিমিত স্থানে ইহা উৎপন্ন হইয়া থাকে। রত্নগিরি ও মাগধ নামক চাউলের নামও আজকাল শুনা যাইতেছে। গ্রামে গ্রামে চাষ করিয়া ইহার পরীক্ষা চলিতেছে। সিন্ধু প্রদেশের লারকনা নামক স্থানের চাউলের বেশ খ্যাতি আছে। তথা হইতে কানাগ্নি, প্রং (Prong) জজাই এই তিন শ্রেণীর ধান সরকার হইতে বিতরিত হইতেছে। কঙ্কন প্রদেশে এমোনিয়া সালফেটের সারে বিশেষ সুফল পাওয়া গিয়াছে। দক্ষিণ কঙ্কন ও কানাড়া প্রদেশে হাড়ের গুড়া দামে কম বলিয়া পূর্ব্বোক্ত এমোনিয়ম্ সালফেট অপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রচলিত হইবার আশা। কারণ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে ও অঞ্চলে হাড়ের গুড়া ধানের ভাল সার।

বরোদা রাজ্য

বরোদা রাজ্যে নভালারি জিলাতে কাদা নামক মোটা চাউল জন্মাইয়া থাকে। তাহার বদলে সুবিখ্যাত কলম্বা ধানের (কারজাট্ জাতের) চাষের চেষ্টা চলিতেছে ও কতক সুফল পাওয়া গিয়াছে।

মহীসুর রাজ্য

নামক ত্রিবিধ উক্ত রাজ্যে রঙ্কু, চিন্তামণি, সান্না ও কোইম্ বাটুর সরকারী ফার্ম্মের বীজ বিতরিত হইতেছে।

ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য

ত্রিবাঙ্কুড় রাজ্যে সরকারী ধান্য বীজের ব্যবহার সার প্রয়োগে প্রতি একরে ২৪ টাকা বেশী লাভ হইয়াছে।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী।

মান্দ্রাজ প্রদেশে সরকারী সুবিখ্যাত কোইম্ বাটুর ফার্ম্ম ব্যতীত আরো তিনটি ছোট ছোট ফার্ম্ম আছে। উহা হইতে ধান্য বীজ বিতরিত হইয়া থাকে। কোইম্ বাটুর হইতে চার প্রকার আদাতু রাই নামক স্থান হইতে সাত প্রকার ধান্য বীজ বিতরিত হয়। অধুনা উভয় প্রকারের প্রায় ১৪৫৭৮৭ একর জমীতে চাষ হইয়া থাকে। আগামী বৎসর কোইম্বাটুর সরকারী ফার্ম্ম আরো চারি প্রকার নূতন ধানের বীজ দিতে পারিবেন বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। তন্মধ্যে দুটি প্রকারের চাষে ধান আরো বেশী উৎপন্ন হইবে এরূপ শুনা যাইতেছে। অবশিষ্ট দুই প্রকারের চাউলের উৎকর্ষতার জন্য খ্যাতি প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা। আদুতরাই ফার্ম্মের ধান্য বীজের চাহিদা তাঞ্জোর অঞ্চলে এত বেশী ছিল যে উক্ত সরকারী ফার্ম্ম তত সরবরাহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। মান্দ্রাজের উত্তর ও পশ্চিম দিকের নূতন সরকারী কৃষি ফার্ম্মগুলির কাজ তত অগ্রসর হয় নাই। কোইম্বাটুর ফার্ম্ম আর একটী চেষ্টা করিতেছেন সেটি নানা প্রকার ধান্য বীজের সংমিশ্রণে বীজ প্রস্তুত-করণ। ইহার ব্যবহার তঞ্জোর অঞ্চলে বিশেষ সুফল ফলিবে আশা করা যাইতেছে।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

আষাঢ় মাস।

সব্জীবাগান—শীতের চাষের জন্য এই সময়ে প্রস্তুত হইতে হইবে। আমন বেগুনের তলা ফেলিতে হইবে। এই সময় শাকাদি, সীম, লঙ্কা, শীতের শশা, লাউ, বিলাতি বেগুন, পাটনাই ফুলকপি, পাটনাই সালগম ইত্যাদি দেশী সব্জী বীজ বপন করিতে হইবে।

পাল্‌ম শাক্, টমাটোর জল্‌দি ফসল করিতে গেলে এই সময় বীজ বপন করিতে হইবে। বিলাতী সব্জীবীজ বপনের এখনও সময় হয় নাই।

হলুদ, আদা, জেরুসালেম আর্টিচোক, এরোরুট প্রভৃতির গোড়ায় মাটি দিয়া দাঁড় বাঁধিয়া দিতে হইবে। দাঁড় বাঁধিয়া দিলে গাছগুলির বৃদ্ধি হয় এবং গাছগুলির গোড়া জলে আল্গা হইয়া পড়িয়া যায় না।

ফুলবাগিচা—দোপাটি, ক্লিটোরিয়া (অপরাজিতা) এমারন্থস, কক্সকোম্ব, আইপোমিয়া, ধুতুরা, রাধাপদ্ম (Sunflower) মাটিনিয়া, ক্যানা ইত্যাদি ফুলবীজ লাগাইবার সময় এখনও গত হয় নাই। ক্যানার ঝাড় এই সময় পাতলা করিয়া অন্যত্র রোপণ করা উচিত।

গোলাপ, জবা, বেল, যুঁই প্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষের কাটিং করিয়া চারা তৈয়ার করিবার এই উপযুক্ত সময়।

জবা, চাঁপা, চামেলী, যুঁই, বেল প্রভৃতি ফুলগাছ এই সময় বসাইতে হয়।

ফলের বাগান—বর্ষা নামিলে আম, লিচু, পিয়ারা প্রভৃতি ফলের গাছ বসাইতে হয়। বর্ষান্তে বসাইলে চলে, কিন্তু সে সময় জল দিবার ভালরূপ বন্দোবস্ত করিতে হয়। এখন ঘন ঘন বৃষ্টিপাত হওয়ায় কিছু খরচ বাঁচিয়া যায়, কিন্তু সতর্ক হওয়া উচিত, যেন গোড়ায় জল বসিয়া শিকড় পচিয়া না যায়। আম, লিচু, কুল, পিচ ও নানা প্রকার লেবু গাছের গুল কলম করিতে আর কাল বিলম্ব করা উচিত নহে। লেবু প্রভৃতি গাছের ডাল মাটি চাপা দিয়া এই সময় কলম করা যাইতে পারে। এই প্রকার কলম করাকে লেয়ারিং (layering) করা বলে।

আনারসের মোকা বা মাথা (শীর্ষ) বসাইয়া আনারসের আবাদ বাড়াইবার এই উপযুক্ত সময়।

আম, লিচু, পিচ, লেবু, গোলাপজাম প্রভৃতি গাছের বীজ হইতে এই সময় চারা তৈয়ার করিতে হয়। পেঁপে বীজ এই সময় বপন করিতে হয়।

আম, নারিকেল, লিচু প্রভৃতি গাছের গোড়া খুঁড়িয়া তাহাতে বর্ষার জল খাওয়াইবারও এই সময় কাঁঠালের গোড়া খুঁড়িয়া দিবার এখনও একটু বিলম্ব আছে, ফল শেষ হইয়া গেলে তবে গাছের গোড়ার মাটি খোঁড়া উচিত; এই সময় ঐ সকল গাছের গোড়ায় গোবর দিলে বিশেষ উপকার পাইবার সম্ভাবনা। হাড়ের গুঁড়াও এই সময় দেওয়া যাইতে পারে।

আম্রকর কৃষ্ণ সখা—শিশু, নেগুন, মেহগ্নি, খদির, কৃষ্ণচূড়া কাঞ্চন, প্রভৃতি বৃক্ষের বীজ এই সময় বপন করা উচিত।

যাঁহারা বেড়ার বীজ দ্বারা বেড়া প্রস্তুত করিবেন, তাঁহারা এই বেলা সচেষ্ট হউন। এই সময়ে, বাগানের ধারে বেড়ার বীজ বপন করিলে বর্ষার মধ্যেই গাছগুলি দস্তুর মত গজাইয়া উঠিবে। ফলের বাগানের আগাছা কুগাছাগুলি এই সময় উপড়াইয়া তুলিয়া দিলে ভাল হয়। আগাছাগুলির বীজ পাকিয়া মাটীতে পড়িবার পূর্ব্বে তাহাদের বিনাশ করিতে পারিলে তাহাদের বংশ বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে না।

শস্যক্ষেত্র—কৃষকের এখন বড় মরশুম, বিশেষতঃ বাঙ্গলা বেহার উড়িষ্যা ও আসামের কতকস্থানে কৃষকেরা এখন আমন ধান্যের আবাদ লইয়া বড়ই ব্যস্ত। পাট বোনা প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে কোন কোন স্থানে পাট তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে। তথা হইতে নূতন পাট এই সময় বাজারে আমদানী হয়। দক্ষিণ-বঙ্গে পাট কিছু নাবি হয়, কিন্তু এখানেও পাট বুনিতে আর বাকি নাই। মকাই (ছোট মকাই) এবং দো-ধান চাষের এই সময়। ধান্য রোপণ শ্রাবণে শেষ হইয়া যায়।

---

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসান লিঃ হইতে প্রকাশিত ও
১৬৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট চেরী প্রেস লিঃ হইতে মুদ্রিত।

—কৃষকের পুরস্কার—

আজ অষ্টবিংশতি বর্ষ ধরিয়া যদিও আমরা 'কৃষক' পরিচালন করিয়া আসিতেছি তথাপি যাহাতে আরও বহুল প্রচার হয় এবং কৃষি কার্য্যে দেশের লোকের আগ্রহ জন্মায় তাহার জন্য ১৬৩৫ সালে যাঁহারা কৃষকের গ্রাহক হইবেন তাঁহাদিগের মধ্যে দশজনকে কতকগুলি পুরস্কার দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

১ম পুরস্কার—১টী জল তুলিবার পাম্প, (চাষাবাদের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী) **২য়**—একটী কালটিভেটারী (ভূমি কর্ষণের হস্তচালিত যন্ত্র) **৩য়**—১টী গাছে জল দিবার ঝারি বা বোমা। **৪র্থ**—১টী জল দিবার পিতলের পিচকারী। **৫ম** হইতে **৭ম**—তিনটী তিন দফা ফল ও ফুলের কলম (২টা আম, ১টা লিচু, ১টা পাতি বা কাগজী নেবু ১টা জামরুল, ১টা হাসনাহানা, ১টা বেলফুল, ১টা রজনীগন্ধা, ১টা কাঞ্চন, ২টা পাতাবাহার) **৮ম** হইতে **৯ম**—দুইটী দুই দফা কৃষি পুস্তক (কৃষি বিজ্ঞান ও রেশম বিজ্ঞান নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত) **১০ম**—গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালের বীজ (লাউ, কুমড়া, ঢেড়স, শসা শাক ৩ প্রকার, চিচিঙ্গে, ধুন্দুল, ঝিঙ্গে, সীম, বেগুণ, ফুল বীজ জিনিয়া ও বালসন)

এক্ষণে ভাবিয়া দেখুন উক্ত উপহারগুলি অভাবনীয় কিনা মাত্র ৩৵০ দিয়া কৃষকের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইলে ১ বৎসর কৃষক তো পাইবেনই, উপরন্তু ৩টী না ১টী পুরস্কারও পাইতে পারেন। সুতরাং অদ্যই ৩৵০ মণিঅর্ডার করিয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত ২উন এবং দেশের ও দশের উপকারে সহানুভূতি প্রকাশ করুন।

তাজাবীজ

বাঁধাকপি, ফুলকপি, সালগম বেগুন ইত্যাদি যাবতীয় দেশী ও বিলাতি বীজ উচিত মূল্যে সর্ব্বদাই সরবরাহ করা হয়।

কৃষি পুস্তকাবলী

সব্জীচাষ—১৷৷০, কৃষি সহায় ৸০, আলু চাষ তুলা চাষ, কলা চাষ, বেণেতিবাগ প্রত্যেকটী ৵০ ইত্যাদি যাবতীয় কৃষিপুস্তক পাওয়া যায়।

সার — সার — সার

সুপার ফস্ফেট, বোনডাষ্ট, বোন মিল, রেড়ীর খৈল, নাইট্রেট সোডা ইত্যাদি যাবতীয় সার।

সতেজ চারা

আম, জাম, লিচু, কলা, নেবু, নারিকেল, আঙ্গুর, তেজপাতা, কর্পূর, রবার, গোলাপ, বেলা, জুই, চন্দ্রমল্লিকা, চাঁপা, রজনীগন্ধা, ইত্যাদি যাবতীয় ফুল ও ফল গাছের কলম।

দি ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসান লিঃ

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাত।

আখ মাড়াই কল।

(বলদ চালিত)

তিন রোলার যুক্ত।

আখ মাড়াই কল।

ইহাতে দুইটী সমান মাপের রোলার আছে। ৮ লম্বা × ৭ ব্যাস। আর একটী ছোট রোলার আছে ৬ × ৫, ইহার দ্বারা আখগুলি চিরিয়া ফেলা হয়; ফ্রেমটি শাল কাঠের, এবং উপরের ও নীচের বুসগুলি ঢালাই লৌহে প্রস্তুত। সম্পূর্ণ ওজন প্রায় ৭৷৷০ মণ।

আলাদা রোলার সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে।

'হাত' আখ মাড়াই কল

ইহাতে দুইটী ৮ × ৭ মাপেরও একটী ৬ × ৫ মাপের রোলার আছে। দাঁতগুলি মজবুত ও সম্পূর্ণ ঢাকা এবং ইচ্ছামত বদলান যায়। তৈলাধারগুলি এরূপভাবে প্রস্তুত যে রসের সহিত তৈল মিশিয়া যায় না।

সকল অংশই সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে।

আজই পত্র লিখিয়া অনুসন্ধান করুন।

Sales Department
HOWRAH.

BURN & Co. Ltd.

Howrah Iron Works
HOWRAH.

প্রকাশিত হইয়াছে! প্রকাশিত হইয়াছে!

আপনাদের চিরপরিচিত **কৃষি সহায়** বা Cultivator's guide প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি বিঘা কিরূপ চাষ, কত পরিমাণ সার ও বীজ দরকার বা কি পরিমাণ চারা প্রয়োজন তাহা সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ। ইহার আবশ্যকতা সম্বন্ধে প্রায় সকলেই অবগত আছেন। মূল্য ৸০ আনা বাঁধাই—৸৵০ মাত্র।

আসল আসল আসল

যাবতীয়

ফল ফুল পাম

কলম ও চারা

প্রতারিত হইবার আশঙ্কা নাই।

এই প্রকৃষ্ট সময় এই প্রকৃষ্ট সময়

বিলম্বে হতাশ হইবার সম্ভাবনা

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Cover Printed at the Sree Ram Press, 162, Bowbazar Street, Calcutta.



কবিরাজ—নগেন্দ্র নাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ।

১৮।১ ও ১৯ নং মোহার চিৎপুর রোড

কলিকাতা।

REGISTERED No. C 192.

২৯শ বর্ষ] শ্রাবণ, ১৩৩৫ সাল। [৪র্থ সংখ্যা

কৃষি, শিল্প ও বিজ্ঞান এবং বাণিজ্য বিষয়ক একমাত্র

মাসিক পত্র

কৃষক

OR

THE AGRICULTURIST

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেডের মুখপত্র।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সম্পাদক—শ্রীযামিনীরঞ্জন মজুমদার।

মূল্য প্রতি সংখ্যা ।/০ বার্ষিক ৩৵০

আখ মাড়াই কল।

(বলদ চালিত)

তিন রোলার যুক্ত।

আখ মাড়াই কল।

ইহাতে দুইটী সমান মাপের রোলার আছে। ৮ লম্বা×৭ ব্যাস। আর একটী ছোট রোলার আছে ৬ ×৫, ইহার দ্বারা আখগুলি চিরিয়া ফেলা হয়; ফ্রেমটি শাল কাঠের, এবং উপরের ও নীচের বুশগুলি ঢালাই লৌহে প্রস্তুত। সম্পূর্ণ ওজন প্রায় ৭॥০ মণ।

আলাদা রোলার সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে।

'হাত' আখ মাড়াই কল

ইহাতে দুইটী ৮ ×৭ মাপেরও একটী ৬×৫ মাপের রোলার আছে। দাঁতগুলি মজবুত ও সম্পূর্ণ ঢাকা এবং ইচ্ছামত বদলান যায়। তৈলাধারগুলি এরূপভাবে প্রস্তুত যে রসের সহিত তৈল মিশিয়া যায় না।

সকল অংশই সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে।

আজই পত্র লিখিয়া অনুসন্ধান করুন।

Sales Department
HOWRAH.

BURN & Co. Ltd.

Howrah Iron Works
HOWRAH.

প্রকাশিত হইয়াছে! প্রকাশিত হইয়াছে!

আপনাদের চিরপরিচিত **কৃষি সহায়** বা Cultivator's guide প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি বিঘা কিরূপ চাষ, কত পরিমাণ সার ও বীজ দরকার বা কি পরিমাণ চারা প্রয়োজন তাহা সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ। ইহার আবশ্যকতা সম্বন্ধে প্রায় সকলেই অবগত আছেন। মূল্য ৸০ আনা বাঁধাই—৸৶০ মাত্র।

আসল! আসল!! আসল!!!

যাবতীয়

ফল ফুল পাম

কল্পম্ ও চারা

প্রতারিত হইবার আশঙ্কা নাই।

এই প্রকৃষ্ট সময় এই প্রকৃষ্ট সময়

বিলম্বে হতাশ হইবার সম্ভাবনা

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Cover Printed at the Sree Ram Press, 162, Bowbazar Street, Calcutta.

শ্রাবণ সূচীপত্র ১৩৩৫ সাল

	বিষয়	পৃষ্ঠা।
১।	ফসলের খাদ্য	১১৩
২।	ভাববার কথা	১১৮
৩।	বিঘে দুই আনারস	১২১
৪।	বিশুদ্ধ দুগ্ধের উন্নতি	১২৪
৫।	কৃষাণ	১২৯
৬।	কৃষক	১৩০
৭।	কৃষির ধারা	১৩২
৮।	মানকচু	১৩৫
৯।	কৃষি সন্ধান	১৩৭
১০।	সংগ্রহ	১৩৯
১১।	চা-বাগান	১৩৬
১২।	চা-বাগানের মাসিক কার্য্য	১৪৯
১৩।	সমালোচনা	১৫০
১৪।	বৈকুণ্ঠ অবৈতনিক কৃষি শিক্ষা বিদ্যালয়	১৫১

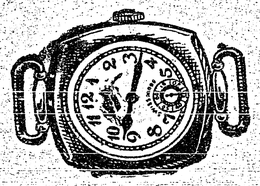

চশমা।

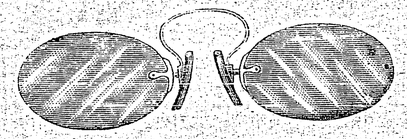

চশমা।

আমরা সকল রকম চশমা সুলভ মূল্যে সরবরাহ করিয়া থাকি। যাবতীয় ফ্রেম আমাদের দোকানে পাইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ঘড়ি। ঘড়ি।

সস্তায় যদি ঘড়ি ক্রয় করিতে চান একবার আমাদের দোকানে পরীক্ষা করুন। দাম সস্তা! মজবুত ও সুন্দর সময়-রক্ষক। প্রতারিত হইবার কোন আশঙ্কা নাই।

নিপান এণ্ড কোং

৪১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

WHO IS WHO

In war against malaria

কেন্দ্রীয় ম্যালেরিয়া নিবারণী সমবায় সমিতি হইতে প্রকাশিত ম্যালেরিয়ার সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য পূর্ণ পুস্তক। ম্যালেরিয়ার ইতিহাসের প্রথম হইতে যে সকল মনস্বী এই বিষয়ের নূতন নূতন আবিষ্কার করিয়া ইহার দমন করিবার উপায় বাহির করিয়াছেন তাঁহাদের ফটো এবং ম্যালেরিয়া বীজাণুর সুন্দর ত্রিবর্ণ ছবি এই সঙ্গে দেওয়া হইবে। মূল্য আট আনা।

প্রাপ্তি স্থান ঃ—

কেন্দ্রীয় ম্যালেরিয়া নিবারণী সমবায় সমিতি।

১।২ প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রাচীন পবিত্র তীর্থ।

গঙ্গার পশ্চিমতীরে অবস্থিত কালীগড় গ্রামে ৺শ্রীশ্রী-সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দির। ইহা একটী বহু পুরাতন সিদ্ধপিঠ এবং বল্লালোপপীঠ নামে জনশ্রুতি আছে। এখানে পঞ্চমুণ্ডি আসন আছে। দেবতা সিদ্ধেশ্বরী, মহাকাল ভৈরব। ই, আই আর হুগলী কাটোয়া লাইনের জীরাট ষ্টেসনের অর্দ্ধমাইল পূর্ব্বে মন্দির।

সেবাইত

শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়।

সাং কালীগড়, পোঃ বলাগড়, জেলা হুগলী।

যামিনীবাবুর কৃষি পুস্তকাবলী।

বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর কৃষি বিশেষজ্ঞ ও কৃষকের সম্পাদক ডক্টর শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের নিম্নলিখিত পুস্তকাবলী "কৃষক" আফিসে পাওয়া যায়।

তুলার চাষ ,,	৵০
ইক্ষু চাষ	।০
সরল কৃষি কথা	।০
পান চাষ	৵০
বেনেতি বাগ	৵০

"উৎসব"

হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ মাসিক পত্রিকা মূল্য ৩৲

১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ

সম্পাদক প্রণীত—ধর্ম্ম-গ্রন্থাবলী ঃ—

১। শ্রীশ্রীগীতা—২য় সস্করণ মূল সস্কৃত ভাষ্য, বঙ্গানুবাদ প্রতি শ্লোকের জ্ঞাতব্য প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিত। ৩ খণ্ডে সমাপ্ত। তিন খণ্ডই বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে প্রত্যেকখণ্ড বাঁধাই ৪৷৷০ তদালোচিত শ্রীগীতা সম্বন্ধে অনেক সুধীজন ভাল অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন, সকলের অভিমত প্রকাশের স্থান নাই। পণ্ডিত প্রবর শ্রীশ্যামচরণ কবিরত্ন বলিতেছেন—"গ্রন্থকার গীতার প্রকৃত তাৎপর্য্য স্বয়ং বুঝিয়াছেন অপরকে বুঝাইতেও সমর্থ হইয়াছেন। তিনি উহাতে যে ভাষ্য বা টীকা দিয়াছেন, তাহাতে সকল টীকার ও ভাষ্যের সার সঙ্কলিত হইয়াছে, তাঁহার অনুবাদও প্রাঞ্জল ও যথাযথ হইয়াছে, তাহার পর প্রশ্নোত্তর স্থলে যে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অতীব হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছে যাঁহারা গীতার প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণ করিতে চাহেন, গীতার সারবত্তা বুঝিতে চাহেন, গীতায় সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় দেখিতে চাহেন তাঁহাদের নিকট রামদয়াল বাবুর গীতাই আদর পাইবে, ইহাই তাঁহাদের স্বাধ্যায়রূপে পরিগণিত হইবে, ইহাই তাঁহাদের কণ্ঠহার হইবে, একথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।"

২। ভদ্রা—২য় সংস্করণ আদর্শনারীচরিত্র ও তপরায়ণ-ব্রত সাধন-তত্ত্ব উপন্যাস। মূল্য আবাঁধা ১।০ বাঁধাই ১৸০।

৩। কৈকেয়ী—২য় সংস্করণ রামায়ণ হইতে প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। মূল্য ৷৷০

৪। ভারতসমর—বা গীতা পূর্ব্বাধ্যায় (১ম ও ২য় খণ্ড) ২য় সংস্করণ মহাভারতের চরিত্র উল্লেখ করিয়া লিখিত বাঁধাই ২৷৷০

৫। সাবিত্রী ও উপাসনা-তত্ত্ব—

৬। গীতা-পরিচয়—২য় সংস্করণ শ্রীগীত বুঝিতে হইলে ইহাও আবশ্যক। মূল্য ১।০

৭। বিচারচন্দ্রোদয়—২য় সংস্করণ তত্ত্বান্বেষ সাধকের নিত্য সহচর এবং নিত্য সাধ্যায়োপযোগী একমাত্র গ্রন্থ ভগবৎধ্যান ও স্তোত্র মালা সমন্বিত।

মূল্য—কাগজে বাঁধাই ২৷৷০; কাপড়ে বাঁধাই ৩৲।

৯। মনোনিবৃত্তি। নিত্য সঙ্গী

বাঁধাই ১৷৷০। ১০ ।শ্রীশ্রীনামরামায়ণ আবাঁধা ।০

বিলাতে বৃটিশ-এম্পায়ার এক্‌জিবিশনে আমাদের দুই বৎসরের শিক্ষার ফল—

এক্‌জিবিশন্-শাঁখা

গিনি সোনায় তৈরী হাল ফাসানের অলঙ্কার

উপরে গিনি সোনার পুরু পাতের উপর মনোরম এন্‌গ্রেভ করা। নিচে ইয়োলো-ব্রোঞ্জ নামক স্বর্ণবর্ণের ধাতুর ফ্রেম। প্রস্তুতের কৌশলে উপরে গিনি সোনা এবং নীচের ব্রোঞ্জের ফ্রেম বর্ণে, গঠনে একেবারে মিলিয়া গিয়াছে—মিলনের চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত নাই। এককথায় এই এক্‌জিবিশন-শাঁখা নিরেট গিনি সোনার শাঁখার মতই দেখা যাইবে।

ইহা চূড়ী ও শাঁখা দুই প্রকারের প্রস্তুত হয়।

এক্‌জিবিশন-শাঁখা

এই এক্‌জিবিশন-শাঁখা কম মূল্যের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট অলঙ্কার। শিক্ষিত সমাজে ইহার প্রচলন দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে।

এক্‌জিবিশন-চূড়ী

প্রমাণ তিন জোড়া অর্থাৎ ছয়গাছার একসেট চূড়ী ৪৯৷৷০ টাকা; ব্যবহারে ঠিক তিনশত টাকার একসেট চূড়ীর মত সুন্দর ও মজবুত।

বয়স্কাদের জন্য প্রমাণ মাপের শাঁখা লইলেই ঠিক হইবে। বিশেষ বড় বা বিশেষ ছোট হাতের আবশ্যক হইলে শাঁখার ভিতরের মাপ কাগজে আঁকিয়া দিবেন। বালিকাদের বয়সের উল্লেখ করিবেন। পত্র লিখিলেই ভিঃপিতে পাঠান হয়।

সত্বাধিকারী
শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী
মাতৃ মন্দির সম্পাদক

ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কস

৩৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা, ব্রাঞ্চ-খুলনা।

অন্যান্য অলঙ্কারের মূল্য তালিকা চাহিলেই পাইবেন।

শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই, সি, এস্ প্রতিষ্ঠিত

গ্রামের ডাক।

দ্বৈমাসিক পত্রিকা।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সোম বি এস্ সম্পাদিত।

হতশ্রী বঙ্গপল্লীকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে গ্রামের ডাক প্রকাশিত হইতেছে। বাজে কথায় গ্রামের ডাকের কলেবর পূর্ণ হয় না। গ্রামের উন্নতি বিষয়ক কাজের কথাই ইহাতে থাকে। ধ্বংসোন্মুখ বাঙ্গালীকে জীবনের পথে লইয়া যাইবার চেষ্টাই গ্রামের ডাকের কঠোর ব্রত। বার্ষিক মূল্য সডাক ১৲

প্রাপ্তিস্থান হাওড়া জেলা কৃষিও হিতকরী সমিতি, হাওড়া।

মাণ্টন এণ্ড কোং।

১৩ ওল্ডকোর্ট হাউস্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

জমিদার ও শিকারীগণের

সুপরিচিত।

বন্দুক, রাইফেল, রিভলভার, টোটা, বারুদ ছররা প্রভৃতি ক্রয় করিবার পূর্ব্বে একবার বিখ্যাত বন্দুক বিক্রেতা ম্যাণ্টন এণ্ড কোংর অফিসে অনুসন্ধান করুন।

ম্যাণ্টন এণ্ড কোং

১৩নং ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পানের সার।

Betel-toue

আজ পাঁচ বৎসর হইল একরূপ সর্ব্বনাশী পোকা পান নির্ম্মূল করিয়া বারুজীবি বৈশ্য জাতির সর্ব্বনশ করিতেছে। তাহারা পান লতা মাটী ইত্যাদি বঙ্গীয় কৃষি বিভাগে পাঠাইয়া কোন ফল না পাইয়া, বঙ্গীয় হিত-সাধন মণ্ডলীর কৃষি বিষেষজ্ঞ ডক্টর শ্রীযুত যামিনী রঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের নিকট উপনীত হইলে তিনি উক্ত কীটের জীবাণু লতা, পান, মৃত্তিকা বিশ্লেষণ করিয়া তাহার নিদান স্বরূপ এক অদ্ভুত ঔসধ বা সার আবিষ্কার করিয়া সমাজের বিশেষ উপকার সাধন করিবেন। উক্ত সারের নামে Betel tone (বীট্‌ল টোন) ব্যবহার বিধি সারের সহিত দেওয়া হয়। এক বিঘা জমীতে পান তয়ার করিতে ২০৲ মূল্যের সারের প্রয়োজন। ইহাতে পান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, পোকা ধরে না, বড় দীর্ঘ স্থায়ী হয়। বাঙ্গলার বারুজীবি যুবকদের আর নিরর্থক বিঘা প্রতি ৪০ মণ সরিষার খইল ব্যবহার করিতে হইবে না।

পাইবার ঠিকানা—

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড

১৬২নং বহুবাজার কলিকাতা।

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

কলিকাতা প্রধান আপিস।

৩নং ষ্ট্র্যাণ্ড রো

স্থানীয় শাখাসমূহ।

বড়বাজার শাখা—১৯৫ নং হ্যারিসন রোড

ক্লাইভ ষ্ট্রীট শাখা—৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট

পার্ক ষ্ট্রীট শাখা—৪৮ নং পার্ক ষ্ট্রীট।

সেভিংস ব্যাঙ্ক

ডিপজিট বা জমা।

১লা জানুয়ারা হইতে ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে এক বৎসরে মোটের মাথায় ৫০০০৲ পর্য্যন্ত জমা দেওয়া যাইতে পারে। দুই বা ততোধিক লোকের নামেও একাউণ্ট খোলা যায় এবং জমা টাকা একজন বা ততোধিক জনকে কিম্বা তাহাদের মধ্যে জীবিত একজন বা ততোধিক জনকে দিবার ব্যস্থাও করা যায়।

টাকা তুলিয়া লওয়া।

যে কোন সময়ে টাকা তুলিয়া লইতে পারা যায়। তবে সপ্তাহে একবারের বেশী টাকা তোলা যায় না।

যে সহরে একাউণ্ট থাকে সেই সহরে বাস না করিলে ডাকযোগে টাকা জমা দেওয়া অথবা টাকা তুলিয়া লওয়া যায়। বিনা খরচে ব্যাঙ্কের অন্য কোন আফিসে একাউণ্ট বহন করিয়া লওয়া যায়।

স্পেশাল ডিপজিট একাউণ্ট।

যখন জমা টাকা ১০০০০৲ দশ হাজারে গিয়া পৌছায় জমাকারী সেই সময়ে সমস্ত টাকা অথবা দুই হাজার, চারি হাজার, ছয় হাজার অথবা আট হাজার টাকা স্পেশ্যাল সেভিংস্ ব্যাঙ্কে ডিপজিট একাউণ্টে রাখিতে পারেন তবে এই টাকা তুলিতে গেলে তিন মাস পূর্ব্বে জানাইতে হয়।

সুদ।

সাধারণ সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্টে মাসিক জমা টাকার উপর, যাহা ১০ হাজারের অধিক হইবে না, বার্ষিক শতকরা চার টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। স্পেশ্যাল সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্টে দৈনিক জমা টাকার উপর বার্ষিক শতকরা চারি টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হইয়া থাকে।

ব্যাঙ্ক ষ্টে রিলে নিয়মাবলী যায়।

মাসিক ১০০৲ টাকা উপায়।

যদি জীবিকা-উপার্জ্জন স্বাধীনভাবে করিতে শিখিতে চাহেন তাহা হইলে চিকিৎসা, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক "স্বাধীন উপায়" মাসিক পত্রিকা ৩৲ মূল্যে লউন। প্রতি সংখ্যা ।৵ আনা। পত্র পাইলে গ্রাহকদিগকে ১ম সংখ্যা বিনামূল্যে ও বিনা মাশুলে পাঠান হয়। ঠিকানা সম্পাদক ডাক্তার শ্রীমানিক লাল আচার্য্য এল, এম, পি, মোহানয়া পোঃ, জেলা আরা।

সচিত্র বাঙ্গালা মাসিক পত্র

"স্বভাবের পথে"

৺রাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বি, এল্ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত এবং শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত স্বভাব-চিকিৎসা অর্থাৎ মাটী, জল, উত্তাপ, হওয়া ও শূন্যের সাহায্যে যাবতীয় রোগের চিকিৎসা বিষয়ক প্রবন্ধ, রোগীর বিবরণ, রোগী বিশেষের ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় প্রশ্নোত্তর, লুইকুনে, ম্যাকফাডেন, প্রভৃতি বিখ্যাত স্বভাব চিকিৎসকগণের লিখিত মূল্যবান পুস্তকের বাঙ্গালা অনুবাদ ইত্যাদি গত বৈশাখ ১৩৩৪ হইতে প্রকাশিত হইতেছে। সডাক বার্ষিক মূল্য ২।০, প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা।

গ্রাহক হইবার জন্য আজই পত্র লিখুন।

জলচিকিৎসা সম্বন্ধীয় যাবতীয় পুস্তক আমাদের নিকট পাওয়া যায়। ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

কার্য্যাধ্যক্ষ, "স্বভাবের পথে"

১০এ কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বিজ্ঞান।

এই অগ্রহায়ণে দ্বিতীয় বর্ষে নব কলেবরে দেখা দিয়াছে আয়ুর্ব্বেদ আর্য্য চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক একমাত্র মাসিক পত্র। কলিকাতা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও অধ্যাপক "আয়ুর্ব্বেদের" সেই প্রসিদ্ধ সম্পাদক কবিরাজ শ্রীধুক্ত সত্যচরণ সেন কবিরঞ্জন ইহার সম্পাদক। গত ১৩৩৩ সালের অগ্রহায়ণ হইতে নিয়মিত বাহির হইতেছে। এই পত্রিকায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী এম-এ, এল-এম-এস, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার কাব্যতীর্থ প্রভৃতি কবিরাজ এবং রায়বাহাদুর ডাঃ শ্রীচুনীলাল বসু সি-আই-ই, ডাঃ শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস এম-বি, ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-ডি, প্রভৃতি ডাক্তারগণ নিয়মিত লিখিয়া থাকেন। এরূপ শ্রেণীর পত্রিকা ইহা ভিন্ন আর নাই। বার্ষিক মূল্য—৩।৵০। নমুনা সংখ্যা ।০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এ,

ম্যানেজার আয়ুর্ব্বিজ্ঞান। ১নং তেলিপাড়া লেন, কলিকাতা।

সোনার বাংলা

সম্পাদক { শ্রীবিপিন চন্দ্র পাল
শ্রীগোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাদুর।

ঠিকানা—১।২এ প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য—ডাকমাশুল সমেত ২।৵০ দুই টাকা ছয় আনা।

প্রতি সংখ্যা ৵০ ভিঃ পিতে ।৶০।

কেন্দ্রীয় ম্যালেরিয়া নিবারণী সমবায় সমিতি (Central Co-operative antimalaria Society) এবং বঙ্গীয় উদ্যান-কৃষক সমবায় সমিতি (Bengal Co-operative Home crofters Association এই দুই সমিতির মুখপত্র বঙ্গপল্লীর উন্নতি বিষয়ক সকল প্রকার প্রবন্ধ ও বিবরণী ইহাতে ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হয়।

তৃতীয় বর্ষ চলিতেছে। দ্বিতীয় বর্ষের মাত্র কয়েক খণ্ড অবশিষ্ট আছে।

"বৌদ্ধবাণী"

(ব্রহ্মদেশে প্রকাশিত একমাত্র বাঙ্গলা মাসিক)

সম্পাদক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বড়ুয়া।

কার্ত্তিক মাস হইতে দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। ব্রহ্ম-প্রবাসী বাঙ্গালীদের দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখের কাহিনী, শস্য-শ্যামল ব্রহ্মদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও স্বর্ণপেগোডার অপূর্ব্ব শোভা **বৌদ্ধবাণীর** ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সাম্প্রদায়িক বিষাক্ত আবহাওয়া হইতে দূরে থাকিয়া সাম্যমৈত্রীর প্রচার করাই ইহার একমাত্র কাম্য। আজই গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন।

ব্রহ্ম প্রবাসী প্রায় তিনলক্ষ বাঙ্গালীদের ঘরে ঘরে আপন **পুণ্যদ্রব্যের বিবরণ** পাঠাইতে হইলে আজই চিঠি লিখিয়া বিজ্ঞাপনের হার জ্ঞাত হউন।

ম্যানেজার—"বৌদ্ধবাণী"।
৮৪ নং ডালহৌসী ষ্ট্রীট,
পোষ্ট বক্সনং ৪০৬,
রেঙ্গুন।

বার্ষিক মূল্য—৩৲ টাকা
প্রতি সংখ্যা ।০ চারি আনা।

বিজ্ঞাপন।

পল্লীবাসীর মুখপত্র। পল্লীসেবক সাপ্তাহিক।

"পল্লীমঙ্গল"

পল্লীবাসীগণের সুখদুঃখের কাহিনী লইয়া প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। ইহাতে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রবন্ধ দেশবিদেশের বিবিধবার্ত্তা ও পল্লীকথা পাটের সংবাদ প্রভৃতি রীতিমত প্রকাশিত হইয়া থাকে।

আচার্য্য স্যর প্রফুল্ল চন্দ্র রায় দয়া করিয়া লিখিয়াছেন—"ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি "পল্লীমঙ্গল" শ্রমিকগণের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলের সহায় হইয়া নামের সার্থকতা সম্পাদন করুক। এই পত্রিকাকে সাদরে গ্রহণ করিতে আমি জন সাধারণকে অনুরোধ করিতেছি।"

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।
বিজ্ঞাপনের হার চিঠিতে জ্ঞাতব্য।

কার্য্যাধ্যক্ষ—"পল্লীমঙ্গল"।
পোঃ নারায়ণগঞ্জ (ঢাকা।

এই দারুণ গ্রীষ্মে যদি আপনি

ডাঃ জে, এল, বিশ্বাসের

পপুলার কোকোনাট অয়েল

মাখিয়া স্নান করেন, তাহা হইলে আপনার মস্তিষ্ক বেশ শীতল থাকিবে, এবং ইহার মধুর গন্ধও আপনাকে আনন্দিত করিবে। **মাথার যাবতীয় রোগ দূর করিতে এই তৈল আপনাকে যথেষ্ট সাহায্য করিবে!** অদ্যই এক শিশি আনাইয়া পরীক্ষা করুন। মূল্য অতি সামান্য—১ শিশি ।০ ২ শিশি ।৶০। ১ শিশি প্রায় দুই সপ্তাহ চলিবে।

প্রাপ্তিস্থান—ডায়মণ্ড হোমিও সাধনাশ্রম।
২, শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট, (নেবুতলা—ঈশ্বরভবন)
কলিকাতা।

বঙ্গের পারিবারিক ইতিহাস।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, সাধক জীবনী, ভক্তজীবনী, পরলোক রহস্য প্রভৃতি প্রণেতা—

সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামীর সম্পাদকতায় বঙ্গের পারিবারিক ইতিহাস খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। যাঁহারা ২য় খণ্ডে আপনাপন জীবনী অথবা বংশাবলীর ইতিহাস দিতে চান, তাঁহারা সত্বর পাণ্ডুলিপি প্রেরণ করুন।

শ্রীহরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।
৭২ রাধানাথ মল্লিক লেন, কলিকাতা।

অম্লের, অম্লপিত্তের ও যাবতীয় শূল রোগের দৈবপ্রাপ্ত মহৌষধ।

REG. "দৈববল" No. 1388

বহুকাল হইতে লক্ষ লক্ষ রোগীতে পরীক্ষিত ও উচ্চ প্রশংসিত গাছগাছড়ার প্রস্তুত এই মহাশক্তি সম্পন্ন দৈবপ্রাপ্ত মহৌষধে অম্ল, অম্লপিত্তের বেদনা দাস্ত ও বমি হওয়া পেটের মধ্যে চাকা হইয়া বেদনা ধরা অম্লশূল পিত্তশূল, কৃমিশূল প্রভৃতি বেদনা ও তৎ সংক্রান্ত উপসর্গ ৭ দিনে নিশ্চয় আরোগ্য ও ৩।৪ সপ্তাহে সম্পূর্ণ নিরাময় হইবে। সাধারণের উপকারের জন্য প্রচার করিতেছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। প্রস্তুত ও প্রচারের ব্যয়ের জন্য এক সপ্তাহের মূল্য ।৶০ দশ আনা মাত্র। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীবিনোদলাল বসু, প্রোপ্রাইটর।
দৈববল কার্য্যালয়, যশোহর, চৌরাস্তা।

পল্লীমঙ্গল সমিতির মাসিকপত্র

গৃহস্থ-মঙ্গল।

সম্পাদক—শ্রীঅশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়।
অফিস—৬৯ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট।
মূল্য বার্ষিক ৩।০ প্রতি সংখ্যা ।৶০ আনা।

বর্ত্তমান ১৩৩৫ সালে, দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হইল। গৃহস্থের উপযোগী করিয়া প্রতি মাসেই ইহা নিয়মিত বাহির হইতেছে। ইহাতে টোটকা চিকিৎসা, হোমিওপ্যাথি, এলোপাথি, কবিরাজী, কৃষি, বাণিজ্য বিষয়ক ইত্যাদি যাবতীয় প্রবন্ধাদি সুচিন্তিত লেখকগণ কর্ত্তৃক লিখিত হইতেছে। ইহার প্রত্যেক পত্রই বহুমূল্য উপদেশে পূর্ণ থাকে। অদ্যই গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন এবং উপকৃত হউন।

প্রবোধচন্দ্র দের কৃষি পুস্তকাবলী।

Potato Culture	॥০
কৃষিক্ষেত্র	১॥০
সব্জীবাগ	১॥০
ফলকর	১৲
মালঞ্চ	১॥০
আয়ুর্ব্বেদীয় চা	।০
মৃত্তিকা তত্ত্ব	১॥০
গোলাপ বাড়ী	১৲
কার্পাস কথা	॥০
ভূমি কর্ষণ	।৶০
উদ্ভিদ খাদ্য	॥০
উদ্ভিদ জীবন	॥০
সাহিত্য, বিজ্ঞান, কৃষি	।০
প্রাকৃতির সামঞ্জস্যে উদ্ভিদের স্থান	।০
ভারতীয় অর্থশাস্ত্র	।০

যাঁহারা গল্প ও উপন্যাস পড়িতে ভালবাসেন এতদিনে তাঁহাদের জন্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক ঔপন্যাসিক ও চিত্রশিল্পিগণের একত্র সমাবেশ করিয়া বিরাট আয়োজনে, বহু অর্থ ব্যয় করিয়া

মাসিক গল্পগুচ্ছ।

প্রকাশ করা হইল। কাগজের আকার—ভারতবর্ষ, মাসিক বসুমতী বা প্রবাসীর ন্যায়। প্রতি সংখ্যা ।৶০, আনা, বার্ষিক ৩॥০ আনা। নমুনার জন্য ।৶০ ডাক টিকিট পাঠাইবেন।

কার্য্যালয়, ৬৯, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুরমা

এক আনার ডাক টিকিট

সুরমার সৌভাগ্য!

নহিলে, এত তৈল থাকিতে শুধু সুরমারই এত নাম ডাক, এত আদর কেন? সকলের মুখেই শুনিতে পাই,—"সুরমা বড় সুন্দর টল টলে, ব্যবহারে কখনও চুল চটচটে হয় না, অথচ ইহা নারিকেল তৈলে বা "মিনাল" তৈলে প্রস্তুত নহে। বিশুদ্ধ কৃষ্ণ তিল তৈল ইহার মূল উপাদান। সুরমার সুবাস মধুর, স্নিগ্ধ এবং বহুক্ষণ স্থায়ী। তাজা ফুলের মত এমন টাটকা সৌরভ আর কোন তৈলে নাই। সুরমার গুণও অনেক। ইহা চুলের উপকারী, মাথার উপকারী, স্নায়ুরও বিশেষ হিতকর। সুরমা মাখিলে সত্য সত্যই চুলের শোভা বাড়ে। মাথার খুস্কি, মরামাস, টাক, চুলপড়া ও অসময়ে পাকা প্রভৃতি দোষ অতি শীঘ্র নিবারিত হয়। মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে সুরমাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এত ভাল তৈলের দামও আশ্চর্য্য সস্তা। ৸০ আনা দামের একটী শিশিতে অন্যান্য তৈলের দ্বিগুণ তৈল থাকে। ডাকে লইতে ।৶০ আনা মাশুল লাগে দশের কথায় যদি আপনার বিশ্বাস না হয়, তবে /০ আনার টিকিট পাঠাইয়া সুরমার নমুনা পরীক্ষা করুন। সেই সঙ্গে একখানি নূতন পঞ্জিকাও বিনামূল্যে পাইবেন।

বড় এক শিশির মূল্য	৸০ বার আনা মাত্র।
মাশুলাদি খরচ	॥/০ নয় আনা।
একত্র তিন শিশির মূল্য	২৲ দুই টাকা।
ডাকমাশুলাদি	১॥/০ এক টাকা নয় আনা



পাঠাইয়া "সুরমার" নমুনা পরীক্ষা করিবেন।

বড় এক শিশির মূল্য	৸০ বার আনা মাত্র।
মাশুলাদি খরচ	॥/০ এগার আনা।
একত্র তিন শিশি মূল্য	২৲ দুই টাকা।
ডাকমাশুলাদি	১।/০ এক টাকা পাঁচ আনা।

অশোকাসব।

অশোকগাছ স্ত্রীরোগ নিবারণের প্রধান ও প্রসিদ্ধ ঔষধ সেই অশোক ছাল, ওলটকম্বল প্রভৃতি কতিপয় বাছা বাছা স্ত্রীরোগ নাশক ঔষধ দ্বারা এই অশোকাসব প্রস্তুত হইয়াছে। ঋতুকালে অল্প বা অধিক রজঃস্রাব, তলপেটে ও কোমরে বেদনা, শিরঃপীড়া, সর্ব্বদা শ্বেত, শীত বা রক্ত-বর্ণের অল্প অল্প স্রাব এবং রজোরোধ ও মৃতবৎসা প্রভৃতি দারুণ স্ত্রীরোগ সমূহ এই ঔষধ দ্বারা শীঘ্র নিবারিত হয়। এই ঔষধের প্রধান সুবিধা এই যে, কোন অবস্থাতেই ইহা সেবনের জন্য চিকিৎসকদের পরামর্শ প্রয়োজন হয় না। স্ত্রীলোকেরা নিজে নিজেই পূর্ব্বোক্ত রোগ সমূহের জন্য এই ঔষধ নির্চ্চাচন করিয়া নির্ভয়ে সেবন করিতে পারেন। গর্ভাবস্থাতেও ইহা সেবন করিতে কোন ভয়ের কারণ নাই।

এক শিশি ঔষধের মূল্য	১॥০ দেড় টাকা।
ডাকমাশুলাদি	॥/০ নয় আনা।

লোম সংহার।

আমাদের এই লোমসংহার চূর্ণ এমন কয়েকটী বিশেষ উপাদানে প্রস্তুত হইয়াছে যে ইহাতে কেশের অনিষ্টকর কোনপ্রকার পদার্থ নাই। লোমযুক্ত স্থানসমূহে ধীরে ধীরে লাগাইয়া দিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে কেশমূল শিথিল হইয়া সেই স্থান পরিষ্কার হইয়া যায়। গাল প্রভৃতি কোমল স্থানে ইহা নির্ব্বিঘ্নে ব্যবহার করা যাইতে পারে। বাজারের বাজে চূর্ণাদি দ্বারা সময়ে সময়ে শরীরের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, আমাদের "লোমসংহার" চূর্ণ ব্যবহারে সেরূপ কোন ভয়ের কারণ নাই।

প্রতি শিশি মূল্য	॥০ আট আনা।
মাশুলাদি খরচ	৶০ তিন আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, বাসব অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভী এবং সকল প্রকার জাতির ধাতুদ্রব্য আমার অতি বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভ দরে বিক্রয় করিতেছি।

এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগীগণ স্ব স্ব রোগ বিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্ন সহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থাও পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন অর্দ্ধআনার ডাক টিকিট পাঠাইবেন।

শ্রীশক্তিপদ সেনগুপ্ত কবিরাজ
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়
১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, টেরিটী বাজার কলিকাতা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

কৃষক

২৯শ খণ্ড | শ্রাবণ, ১৩৩৫ সাল | ৪র্থ সংখ্যা

ফসলের খাদ্য।

সারের আবশ্যকতা—মানুষ আমিষাংশ, শ্বেতসার, তৈল জাতীয়, চিনি ও লবণ জাতীয় এবং জল এই পঞ্চবিধ সামগ্রী খাইয়া জীবন ধারণ করে, তেমনি বৃক্ষ লতা ১। যবক্ষার জান, ২। ফস্‌ফরাস্, ৩। পটাশ ও ক্ষারসার, ৪। Lime বা চূণসার, ৫। সাধারণ সার—খাইয়া জীবন ধারণ করে। কলাই, ধান, পাট প্রভৃতি যে সমস্ত ফসল উৎপন্ন হয় ফসলান্তে জমীতে সেই পরিমাণ সার লোপ পায়। এই কারণে জমীকে সবল করিবার জন্য অর্থাৎ শস্য উৎপাদনের উপযোগী করিবার জন্য উক্ত পঞ্চ প্রকার সারের প্রয়োজন।

ফসলের নাম	শস্যের পরিমাণ	খড় ভুষী ইত্যাদির পরিমাণ	যবক্ষার জানের ব্যয়	ফস্‌ফরিকের ব্যয়	পটাসের ব্যয়
১। ধান ...	৩৵	১০৵	৪ সের	২৷৷০ সের	৪৷৷০ সের
২। পাট ...	৯৵	৩৵	৪৷৷০ সের	১৷৷০ সের	২ সের
৩। আলু ...	১৫০৵	২০৵	২৪ সের	১১ সের	৩০ সের
৪। ইক্ষু ...		১৫০৵	২০ সের	২৷৷০ সের	৩৷৷০ সের
৫। তামাক ...			১৫ সের	৪ সের	১৩ সের
৬। বাঁধা কপি ...	৯০০৵		১৭ সের	১৫ সের	৬০ সের
৭। পিঁয়াজ ...	৪২৵		১১ সের	৬ সের	৯ সের
৮। কাপাস ...	৯৵	৩৵	১৩ সের	১।০ সের	২ সের

শ্রেণী বিভাগ—সার সমুদয় পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়। ১ম, সাধারণ সার—অর্থাৎ যাহাতে যবক্ষারজান, ফস্ফরাস্ পটাশ, চুণ, সৌহ, গন্ধক, ইত্যাদি উদ্ভিদের আহারীয় পদার্থ সমস্তই কিছু না কিছু পরিমাণে গলনশীল বা গলিত অবস্থায় বর্ত্তমান আছে; যথা, জন্তুদিগের মলমূত্র, পলুর নাদি, রেশম কুঠির আবর্জ্জনা (বোক্‌ড়ি), নানা প্রকার খোল, রক্ত মাংস পচা বা শুষ্ক মৎস্য, ঘাস, পাতা, বিচালি, পুষ্করিণী সমুদ্র ও আর আর জলাশয়ের পলিমাটি, পুষ্করিণী ও নালার পাঁকমাটি (শুষ্ক অবস্থায়), পানা, আগাছা, সহরের আবর্জ্জনা, নীল সিটি, ইত্যাদি।

২য়, ফস্‌ফরাস্ সার—অর্থাৎ যাহাতে ফস্ফরাস্ অম্লের পরিমাণ শতকরা ৫ ভাগের অধিক বর্ত্তমান আছে; যথা আপেটাইট্ প্রস্তর, ত্রিচিনাপল্লী প্রস্তর, জন্তুদিগের অস্থি, ইত্যাদি। খোলে ও ছাইয়ে শতকরা ১ হইতে ৪ ভাগ পর্য্যন্ত ফস্ফরাস্ সার বিদ্যমান থাকে বলিয়া যেখানে ফস্‌ফরাস্ প্রয়োগের আবশ্যক, সেখানে যদি আপেটাইটাদি ফস্ফরাসাদি প্রধান প্রস্তর চূর্ণ অথবা অস্থিচূর্ণ প্রয়োগ অসম্ভব হয় তবে খোল ও ছাই প্রয়োগ দ্বারা কতক ফস্‌ফরাসে সচরাচর কার্য্য সাধিত হয়।

৩য় যবক্ষারজান ঘটিত সার—অর্থাৎ যাহাতে যবক্ষারজানের পরিমাণ শতকরা অধিক বর্ত্তমান আছে; যথা, সোডিয়াম নাইট্রেট, এমোনিয়ম্, সালফেট্ লাগা, মৎস্যের সার, রেড়ির খোল, চীনাবাদামের খোল, খোসা ছাড়ান কার্পাস বীজের খোল, পোস্তদানার খোল, কুসুম ফুলের বীজের খোল, শুষ্ক শোণিত, মাংস, ছিন্ন পশমী ইত্যাদি। মৎস্যসারে খোল রক্ত মাংস

ও ছিন্ন পশমী বস্ত্রে বিশিষ্ট পরিমাণ ফস্‌ফরাস্ ও পটাশাদি সারও বর্ত্তমান আছে বলিয়া এ সকল সামগ্রী সাধারণ সারেরও অন্তর্ভুক্ত, পাকশালার ঝুলে শতকরা ২।৩ ভাগ যবক্ষারজান আছে, এ কারণ ইহাও সার পদার্থ এবং ইহার কীটনাশক গুণ আছে। ইহার ব্যবহার দ্বারা কপির চারা প্রভৃতিতে পোকা লাগিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

৪র্থ, পটাশ বা ক্ষারসার—অর্থাৎ যাহাতে শতকরা পাঁচ ভাগের অধিক পটাশ আছে; ছাই, ফাইনিট্, গোলাপী রং এর ফেল্‌স্পার, প্রস্তর লাগা, ইত্যাদি। সোরাতে যবক্ষারজান ও পটাশ উভয় উপাদানই শতকরা ৫ ভাগের উপর আছে বলিয়া যবক্ষারজান ঘটিত সার প্রয়োগের আবশ্যক হইলেও এই দুই সামগ্রী ব্যবহার করা যাইতে পারে। পটাশ সার আবশ্যক হইলেও ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। সকল ছাইয়ে সমান পরিমাণে পটাশ থাকে না। নব পল্লব ও পত্র শুষ্ক করিয়া জ্বালাইয়া যে ক্ষার পাওয়া যায় উহাতে শতকরা ১৪।১৫ ভাগ পটাশ থাকে; বিচালি জ্বালাইয়া যে ক্ষার হয় উহাতে ৪।৫ ভাগ মাত্র পটাশ থাকে, কাষ্ঠ জ্বালাইয়া যে ক্ষার হয় উহাতে আরও কম পরিমাণে পটাশ থাকে। সকল রকম ক্ষার মিশ্রিত করিলে গড়ে শতকরা ১০।১১ ভাগ পটাশ উহার মধ্যে আছে এরূপ ধরা যাইতে পারে।

৫ম, চুণসার—অর্থাৎ যাহাতে শতকরা ৫ ভাগের অধিক খাঁটি চুণ আছে; যথা, চুণ শঙ্খ ঝিনুক, ঘুটিং জিপ্‌সম্ ইত্যাদি ফস্ফরাস্, যবক্ষারজান পটাশ অথবা চুণ ঘটিত সারকে বিশেষ সার বলা যাইতে পারে। অনেকগুলি বিশেষ সারের দ্বারা সাধারণ সারেরও কার্য্য হইয়া থাকে। হাড়ের গুঁড়া প্রধানতঃ ফস্ফরাস ঘটিত সার বটে, কেন না ইহাতে শতকরা ২৩।২৪ ভাগ ফস্‌ফরাস বিদ্যমান। কিন্তু হাড়ের গুড়াতে ৩।৪ ভাগ যবক্ষারজান, সামান্য পরিমাণে পটাশ ও বিশেষ পরিমাণে চুণও বিদ্যমান আছে, কাজেই এই সার প্রয়োগ করাতে ফসলের সকল অভাব দূর হইতে পারে। হাড়ের গুড়ার দোষ এই, ইহাতে গলিত বা গলনশীল ভাবে অতি সামান্য পরিমাণ উপাদান বর্ত্তমান থাকে, কাজেই ইহার প্রয়োগ দ্বারা হাতে হাতে ফল পাওয়া যায় না। অন্ততঃ দশ বৎসর ধরিয়া এই সার জমির কিছু কিছু উপকার করিয়া থাকে। সালফিউরিক এসিড্ দ্বারা হাড়ের গুড়া ও এপেটাইটাদি প্রস্তরের গুড়া গলনশীল অবস্থায় পরিণত করিয়া ব্যবহার করিলে ফল হাতে হাতে পাওয়া যায়

সারের উপযোগিতা।—কোন শ্রেণীর সার কোন ফসলে কি পরিমাণে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য কৃষক দিগের জানা বিশেষ আবশ্যক। কলাই বা আমন ধান্যে সোরাসার অথবা আশু ধান্যে হাড়ের গুড়া প্রয়োগ করিয়া কোন ফল নাই। কোন্ শ্রেণীর সার হইতে কিরূপ ফল আশা করা যাইতে পারে ইহা জানা বিশেষ আবশ্যক। যবক্ষারজান ঘটিত সারের প্রধান গুণ ইহা পত্রোদ্গমের সহায়তা করে। অনেক স্থলে দেখা যায় গাছগুলি, বেশ বাড়ে, পাতায় ভরিয়া থাকে কিন্তু ফুল ও ফলের পরিমাণ কম হয় অথবা কোন কোন গাছে অদৌ হয় না। এরূপ স্থলে যবক্ষারজানের পরিমাণ অধিক এবং ফস্‌ফরাস ঘটিত সারের অভাব আছে ইহাই স্থির করিতে হইবে। যবক্ষারজানের আধিক্যের

দ্বারা যে ক্ষতি হয় তাহা নিবারণের একটী উপায় জমিতে বিঘা প্রতি পাঁচ সের লবণ ছিটান। আর একটী উপায় হাড়ের গুড়া বা এপেটাইটের গুড়া অথবা নিতান্ত পক্ষে ছাই প্রয়োগ করা। লেবু আম ইত্যাদি ফলগাছে যদি ফল না ধরে তাহা হইলে গাছ গুলির গোড়া হইতে কিছু অন্তরে চারিদিকে খানা খুঁড়িয়া দিয়া গাছের কতক শিকড় কাটিয়া দিয়া খানার মধ্যে কয়েক খানা হাড় অথবা কতকটা ছাই ছিটাইয়া দিয়া খানা বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। যে সকল ফলের কেবল পাতা ব্যবহৃত হয়, (যথা তুঁত শাক পান বাঁধাকপি ইত্যাদি) ঐ সকলের পক্ষে, সোরা, খোল, রক্তমাংস প্রভৃতি যবক্ষারজান ঘটিত সার বিশেষ উপযোগী। যবক্ষারজান ঘটিত সার সকলের মধ্যে এদেশ তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ প্রথম অবস্থায় ভালরূপ বাড়িতেছে না এরূপ বোধ হয় এবং ঐ সময়ে যদি অধিক বৃষ্টি হইয়া সার ধৌত হইয়া যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে সোরা প্রয়োগ দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ফাল্গুন চৈত্রমাসে নূতন ইক্ষু ক্ষেত্রে চৈত বৈশাখ মাসের ভুট্টার ও আশুধান্যের ক্ষেত্রে, কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে বাঁধাকপি, গম, যব, ও যইয়ের ক্ষেত্রে, সোরাসার প্রয়োগ করা যাইতে পারে। আউশ ধান গম যব ও যইয়ের জন্য বিঘা প্রতি অর্দ্ধমণ সোরা অন্ততঃ দুই গামলা ২০০ সের আন্দাজ জলে মিশাইয়া জমিতে ছিটাইয়া দিলে উত্তম ফল পাওয়া যায়। এই সার প্রয়োগের পরে সামান্যরূপ বৃষ্টি হইলে সার মাটির মধ্যে প্রবেশ করে এবং উপকার অধিক হয়, কিন্তু অধিক বৃষ্টি হইলে জমির আইল ছাপিয়া জল বাহির হইয়া গিয়া সার ধৌত হইয়া চলিয়া যায়। সোরা মৃত্তিকাকে অধিক গলনশীল অবস্থায় আনিতে সক্ষম বলিয়া সোরা প্রয়োগের পরে অধিক বৃষ্টি হইলে মৃত্তিকার স্বাভাবিক সারও অনেক বাহির হইয়া গিয়া উহা পূর্ব্বাপেক্ষাও নিস্তেজ হইয়া যায়। এ কারণ সোরা সার প্রয়োগ অনেকদিক লক্ষ্য করিয়া করা উচিৎ। উপর্য্যুপরি একই ভূমিখণ্ডে দুই তিন বৎসর ধরিয়া সোরা সার প্রয়োগ দ্বারা জমির বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে। পাঁচ বৎসর একবার এক খণ্ড জমিতে সোরা সার ব্যবহার করা যাইতে পারে। ছাড়ের গুড়া অথবা কোন সাধারণ সারের সহিত মিলিত করিয়া সোরা ব্যবহার করিলে মৃত্তিকার ক্ষতি হয় না। ইক্ষু, ভুট্টা ও জুয়ারের উপর গাছের প্রথম অবস্থায় বিঘা প্রতি দেড়মণ পর্য্যন্ত সোরা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বাঁধাকপির জন্য বিঘা প্রতি ৩।৪ মণ সোরা ব্যবহার করা যাইতে পারে। সোরা গাছের গায়ে লাগিলে পাতা জ্বলিয়া যায়; এ কারণ গাছের সারির মধ্যস্থিত মৃত্তিকার উপরেই সোরা প্রয়োগ আবশ্যক। বাঁধাকপির জমিতে সোরা প্রয়োগ করিবার পরেই জল সেচন করা উচিত, কেননা ঐ সময়ে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা অতি অল্প। ধান্য, গে ধুম, যব, যই, ইত্যাদি ফসলে বিঘা প্রতি ৫।৭ সের, ইক্ষু, ভুট্টা, তুঁত পান, শাক, গিনি ঘাস, জুয়ার, ইত্যাদি ফসলের বিঘা প্রতি ১২ হইতে ২৪ সের, এবং বাঁধাকপিতে প্রতি ৩০ সের যবক্ষারজান প্রয়োগ করিলে ফসল গুলির দ্বারা জমির যে পরিমাণ যবক্ষারজান ব্যয় হইতে পারে উহা সমস্তই পূরণ করা হয়। কোন সামগ্রীতে যবক্ষারজানের পরিমাণ কত আছে ইহা জানা থাকিলে কত ওজনের ঐ সকল সামগ্রী ব্যবহার দ্বারা ক্রমান্বয়ে ৫।৭ সের, ১২।১৪ সের, ও ৩০ সের যবক্ষারজান প্রয়োগ করা হইল, ইহা সহজেই স্থির করিয়া লওয়া

যায়। রিফাইন্ করা সোরার মধ্যে শতকরা ১৪ ভাগ আন্দাজ যবক্ষারজান থাকে। বিঘা প্রতি ৫ সের যবক্ষারজান প্রয়োগ করিতে হইলে প্রায় একমণ রিফাইন্ করা সোরার ব্যবহার আবশ্যক; ১৬ সের যবক্ষারজান প্রয়োগ করিতে হইলে তিন মণেরও অধিক সোরার ব্যবহার আবশ্যক, এবং ৩০ সের যবক্ষারজান প্রয়োগ করিতে হইলে ৫॥ মণ সোরার ব্যবহার আবশ্যক। কিন্তু যবক্ষারজান মৃত্তিকায় সর্ব্বদাই থাকে; কিছু যবক্ষারজান বায়ু হইতে, ও বৃষ্টি সহকারে মৃত্তিকায় আসিয়া থাকে। এ কারণ যে পরিমাণ সোরার প্রয়োগ আবশ্যক বলা হইল, ইহা অতিরিক্ত। এখন দেখা যাউক কি পরিমাণ পচা গোবর সার ব্যবহার দ্বারা ক্রমান্বয়ে বিঘা প্রতি (ক) ৫ সের (খ) ১৬ সের (গ) ৩০ সের যবক্ষারজান প্রয়োগ করা হয়। পচা গোবর সারে শতকরা ০·৬ ভাগ অর্থাৎ ১ ভাগ যবক্ষারজান থাকা সম্ভব। এ কারণ দেখা কর্ত্তব্য এই গোবর সার (ক) ১ সের=: ৫ সের:: ১০০ :

$$= \frac{৫ \times ১০০ \times ৫}{১} = ৮৩৩ \text{ সের}$$

= প্রায় ২১ মণ;

(খ) ১ সের : ১৬ সের :: ১০০ সের : খ

$$:: ২ = \frac{১০০ \times ১৬ \times ৫}{১০০}$$

= ৩ × ২৬৬৬৬ সের

= প্রায় ৬৬৲ মণ

(গ) ১ সের : ৩০ সের :: ১০০ সের : ঘ

$$:: ঘ = \frac{১০০ \times ৩০ \times ৫}{১}$$

= ৫০০০ সের = ১২৫৲ মণ

সোরার ন্যায় গলিত অবস্থায় না থাকিবার কারণ একই ফসলে ব্যবহার হইয়া না গিয়া দুই তিনটী ফসলের কালে পাইয়া যায়। ধান্যে বিঘা প্রতি যদি অর্দ্ধমণ সোরা প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে ঐ সোরার পাঁচ সের যবক্ষারজান বৎসরই হয় ফসলের মধ্যে চলিয়া গিয়া অথবা কিছু ধৌত হইয়া জমি হইতে বাহির হইয়া গিয়া ব্যবহার হইয়া যায়। কিন্তু ধান্যে যদি ২১ মণ গোবর সার প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে ঐ সারের পাঁচসের যবক্ষারজানের হয়ত তিন সেরেরও কম প্রথম ফসলের ব্যবহার আসিয়া থাকে। কাজেই অর্দ্ধমণ সোরা প্রয়োগ দ্বারা ফল চাক্ষুষ হইবে ২৲ মণ গোবর সার প্রয়োগ দ্বারা সে ফল চাক্ষুষ হইবে না অর্দ্ধমণ সোরার কার্য্য গোবর সার হইতে একই ফসলে পাইতে ২১৲ মণের পরিবর্ত্তে ৪০৲মণ ব্যবহার করা আবশ্যক। অতএব দেখা যাইতেছে, গোবর-সার অপেক্ষাকৃত আদ্রব অবস্থায় থাকাতে দ্বিগুণ পরিমাণ ইহার ব্যবহার করা আবশ্যক, অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে ৫সের, ১৬ সের, ও ৩০ সের সোরার কার্য্য গোবর-সার হইতে পাইতে গেলে ৪২৲ মণ ১৩২৲ মণ, ও ২৫০৲ মণ অথবা মোটামুটী ক্রমান্বয়ে ৪০ মণ; ১৩০ মণ ও ২৫০ মণ গোবর-সারের আবশ্যক।

ধান্যের বা গোধূমের ক্ষেত্রে বিঘা প্রতি ৪০৲ মণ বা ১০০ ঝুড়ি, তুলের ক্ষেত্রে বিঘা প্রতি ১৩০৲ মণ বা ৩০০ ঝুড়ি এবং ইক্ষু বা আলু বা বাঁধা কপির ক্ষেত্রে ২৫০ মণ বা ৬০০ ঝুড়ি গোবর সার ব্যবহার করা আবশ্যক।

হাড়ের গুঁড়ায় শতকরা ৩।৪ ভাগ যবক্ষারজান আছে, কিন্তু এই সার গোবর অপেক্ষা কঠিন বা আদ্রব অবস্থায় আছে বলিয়া গোবর-সারের অপেক্ষাও অধিকতর অনুপাত এই সারের প্রয়োগ আবশ্যক।

ভাব্‌বার কথা।

(শ্রীউমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।)

বর্ত্তমান দেশের দিকে চাহিয়া অনেকেই হতাশ হইয়া পড়েন। এ'টা ভাব্‌বার কথা। দেশের ভাব্‌না কে ভাবে? যাঁরা হতাশ হ'ন এবং যাঁদের অবস্থা দেখে হতাশ হ'ন, এঁদের কেহই কিছু ভাবেন না। কখনই বা ভাবিবেন! কোন রকমে দিন চলে গেলেই হ'ল গো! অত আর ভাবা যায় না। তবু এততেও আমাদের 'ভাবুক জাতি' এই অপবাদ্‌টা ঘুচ্‌ল না, এই যা' দুঃখ।

সংসারে চাউল বাড়ন্ত (আমাদের দেশে চাউল ফুরাইয়া যাওয়াকেই লোকে চাউল 'বাড়ন্ত' বলে), পরিজনবর্গের অঙ্গে শত গ্রন্থি বস্ত্র, ঘরের চা'ল (আচ্ছাদন) দিয়ে জল গ'লে পড়্‌ছে, স্ত্রী হয়ত গৃহিণী না হয়ে গ্রহণী গ্রস্ত, ছেলেদের কেহ-না-কেহ কোন-না-কোন ব্যধিগ্রস্ত হইয়াই আছে,—বলুনত, মানুষ কোন্ দিক ভাব্‌বে, আর কোন দিক ছাড়্‌বে?

কিন্তু এ'টা যখন স্থির সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে যে ভাত কাপড়ের অভাবেই নানা রোগে আমরা ভুগি, তখন, রোগের আগে ভাত কাপড়ের ভাব্‌না। অথচ সেইটাই আমরা ভাব্‌তে চাই না, মুখে যদিও বলি, প্রকৃত পক্ষে কেউ ভাবিনা। ভাব্‌লে—আর কিছু না হক—ভাবনার মূর্ত্তিটা বাড়ীর পাশের জঙ্গল সাফ্ করে সেখানে লাউ কুম্‌ড়া-পুঁই-ঝিঙে নটে কিম্বা কার্পাস গাছ রূপে ফুটে উঠ্‌তই। কেহ কেহ ভাবেন বটে, যেমন শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ চন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় প্রভৃতি যাঁদের আলোচনার ভিতর ঠিক অভাবটিই ফোটে, কিন্তু ভাবিবার লোকের সংখ্যা এত কম যে নগণ্য। বেশীর ভাগ লোক গল্প উপন্যাসের ঘটনা-বলীর মধ্যে নিজেদের অস্তিত্বটা ডুবিয়ে দিয়ে সুখানুভব করে, অন্য বিষয় এর দিকে চোক্

তুলে চায়ই না, ভাব্‌না ত দূরের কথা। এর প্রমান এদেশে গল্প-উপন্যাস গ্রন্থের এবং পত্রিকার বহুল প্রসার।

আরও কতকগুলি দলের লোক আছেন, তাঁরা বলেন, 'আমরা উন্নতির জন্য আন্দোলন করি', শুন্‌তে পাই তাঁরাও ভাবেন। আমি আজ প্রথমেই এঁদের ভাবনার কথা একটু আলোচনা করি।

'বাঙ্গলার পাটের চাষ কমাও,—কমাও', বলে কিছু দিন থেকে ভারী আন্দোলন চল্‌ছিল, এবং তাঁরা না কি তাঁদের আন্দোলনের সাফল্যও টের পেয়েছেন। গত জ্যৈষ্ঠের 'কৃষকে' কিন্তু এ জাতীয় আন্দোলনের ভিত্তি যে সুদৃঢ় নয়, তা' "পাটের আন্দোলন" শীর্ষক প্রবন্ধে একটু বলে দেওয়া হ'য়েছে। সত্যই ত, পাটের দর বাড়াবার জন্যই যদি সে আন্দোলন হয়ে থাকে, অন্ততঃ তাঁহাদের পক্ষাশ্রু যুক্তি মত তবে চাষ কমানই যে তা'র প্রতিকার একথা স্বীকার করা যায় না। চাষ কমাইলে, যদি প্রয়োজনানুরূপ উৎপাদন না হয়, প্রয়োজন মিটাইবার চেষ্টা অসফল হইলে, ভবিষ্যৎ ক্ষতির সম্ভাবনা খুব। দর বাড়াইবার প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে উৎপন্ন পাটকে ধরিয়া রাখা দরকার, আর সে ভার চাষাদের উপর দিলে হইবে না, দেশের শুভাকাঙ্খী যাঁরা চাষ কমাইবার পরামর্শ দিচ্ছেন তাঁরাই কিনিয়া মজুত করুন না! তা'তে পাটের দর ঠিক রাখা তাঁদের হাতেই আসিবে। আমরা বলি, শুধুই কথায় পরামর্শ অনেকে দিতে পারেন, প্রকৃত পক্ষে দরের উঠা নামা একটা বাণিজ্য-যুদ্ধ, যা'র শক্তি টাকা, এবং সেটা তথা কথিত নেতাদের হাতে যথেষ্টই আছে। যদি যথার্থ দরিদ্র কৃষকদের উপকার করিতে ইচ্ছা থাকে, নেতৃবৃন্দ টাকা লইয়া আসরে নামুন। শুধু পরামর্শে কাজ হয় না।

গোরক্ষা, গোসেবা যে একটা খুব প্রয়োজনীয় জিনিস তা' এ দেশের লোক জানে। কিন্তু সেটা শুধুই জানা। পয়সার অভাবে গরু বেচ্‌তে বেচ্‌তে গ্রামের লোক গুলা গরু হীন ত হয়েছেই, জরু হীনও হ'তে বসেছে, সেটা তথা কথিত তরুণ ঔপন্যাসিকগণের স্বাধীন প্রেমের তরঙ্গের ঠেলায়।

গরু রাখার উপকারিতা অনেক। গরুর দুধ খাদ্য, মল বা গোবর এবং মূত্র বা চোনা চাষের ভাল সার, গরু থাকেন চাষেরই খড়, ক্ষেতে তৃণ, কিনিয়া খাওয়াইবার মধ্যে খইল। পা'ল দেওয়ার জন্য ষাঁড়ের অভাবও আজ কাল হ'চ্ছে। তবে বৈজ্ঞানিক প্রথায় গোপালন প্রতি গৃহস্থের পক্ষে সহজ সাধ্য নহে, উহার জন্য ফার্ম্ম করা দরকার। দেখে ত অনেক বেকারের কথা শুনে থাকি তাঁরা ত বসে বসে বাপ মায়ের যে পয়সাটা খাচ্ছেন, সেইটা প্রথমে ধার করে সংগ্রহ করে এক এক জায়গায় দশ বার জন মিলে ফার্ম্ম করুন না! তবে প্রথম থেকেই চাকর রেখে কাজ সারবার মৎলব থাকলে লাভ হবে না, অভিমান ভুলে কাজে নাম্‌তে হবে। অভিভাবকগণ যে টাকাটা ধার করে দিবেন, সেটার প্রতিদান এখনই চাইবেন না, দশ বৎসর পরে। তাঁরা ত খাওয়াতে পরাতে খরচ করছি-লেনই, না হয় তা'র পরিবর্ত্তে দেনাটি শোধ করে যাবেন। দশ বৎসর পরে দেখ্‌বেন, তাঁদের দেওয়া টাকাটাও নগত ফির্‌বেই, তা' ছাড়া একটা লাভের মূলধন দাঁড়িয়ে যাবে,

যা থেকে সুদ বা লভ্যাংশ পাওয়া যাবে। 'ফার্ম্ম' কারীরা প্রথম দশবৎসর রেহাই পাবেন বটে, কিন্তু দশ বৎসর স্ব স্ব খোর পোষের ভার নিজে নিজেই বহন করবেন। ব্যবসা হবে বাজার দেখে দুধ, ঘি, ছানা, দধি, ক্ষীর প্রভৃতি বিক্রয়ার্থে চালান, সার তৈয়ারী করে তা'রও বিক্রয় ব্যবস্থা, যদি তা' সম্ভব না হয়, জমী জমা নিয়ে সেই খানে ফেলা ও তা হ'তে নিজেদের প্রয়োজনীয় তরকারী প্রভৃতি উৎপাদন।

'ফার্ম্ম' করতে হবে পুকুর ওয়ালা জায়গা নিয়ে। পুকুরে মাছের চাষও রাখতে হবে। আর চতুর্দ্দিকে কার্পাস গাছের বেড়া। অবসর কালে সুতা কাটা।

মাটীতেই ইট হয়। ইট যদি প্রচুর উৎপাদন এবং সস্তা করা যায়, পাকা ঘর করা সাধারণ লোকের পক্ষে সহজ হবে, এবং তা' বাঞ্ছনীয়। বেকারেদের কেহ কেহ এ দিকে এলে মন্দ হয় না। স্থানে স্থানে দল বেঁধে গিয়ে ইট গড়া আরম্ভ হোক্। সেই সঙ্গে আপনা আপনি পুকুর তৈয়ারী হয়ে যাবে, সেখানেও মাছের চাষ লাগান চলিবে, ঘেরা সর্ব্বত্রই কার্পাসের বেড়াতেই হবে, আর সর্ব্বত্রই অবসরে সুতাকাটা।

অবশ্য ইটের ব্যবসায়ে কয়লার প্রয়োজন। আমাদের মনে হয় তার অভাব হবে না, তবে রেলষ্টেসন থেকে 'বউনি' বা বহনের খরচ আছে। কিন্তু প্রত্যেক 'ফার্ম্মেরই' ও নিজেদের গরুরগাড়ী থাকবে—সে কথাটা আগে না বল্‌লেও এখনই বল্‌ছি—উহা চাইই। লেখাপড়া শিখে গাড়োয়ান হওয়াতে নাক সেঁটকাবার কিছু নাই। মোটা মাইনের ড্রাইভার ত লোকে হতে চায়, সেটাও কি গাড়োয়ানী নয়?

বাঁশ, খড়, উলু, গোলপাতা, প্রভৃতির দিন দিন যেরূপ অভাব হচ্ছে, তা'তে এদিকের চেষ্টায় ফল ভালই হবে। ইট, টালি যদি প্রচুর জন্মান যায়, এবং অধিক লাভের আশায় ধরে না রেখে অল্পলাভে ছেড়ে দিলে দেওয়া যায়, সুলভ হ'লেই তা'র চাহিদা বাড়বে, ফলে বৎসরের শেষে লাভ সমানই দাঁড়িয়ে যাবে, অথবা বেশীই হবে।

এই দেশেরই—অবশ্য বাঙ্গলা নয়—ত'াই'ক খুব দূরও নয়, বেহারের অন্তর্গত, যা এক সময়ে বাঙ্গলার ভিতরেই ছিল, সেইখানকার পাহাড় কাটিয়ে, পাথর গুড়িয়ে চুণ করে বিদেশীরা ব্যবসা করছে, আর বাঁকুড়া জেলার মধ্যেই ঘুটিং চুণ থাকলেও আমরা তা'কে আবশ্যকমত ব্যবহারে আন্‌তে পারি না। আমাদের সকলের এখনও প্রয়োজন বোধটাই ভাল করে জাগেনি, তাই আয়োজনও যেন অধ্যবসায় শূন্য, বিশৃঙ্খল। একথা শুধু চুণেই নয়, সকল বিষয়েই। বাপেরা ভাবছেন, যেমন করে হোক দিন্‌ত কা'ট্‌ছে, চাকরীর চেষ্টাও করছি; আর ছেলেরাও ভাবছে, দিন ত কেটে যাচ্ছে, অত ভাবনা পরিশ্রমের মধ্যে কে যায়? বরং সে সময়টা গল্প উপন্যাস পড়ে নিই, এর পর কাজে নেমে হয়ত সময় হবে না। কিন্তু ওই গল্প-উপন্যাস যে তাহাদের বাস্তব সত্ত্বাটাকেই কল্পিত সত্ত্বায় পরিণত করে ফেল্‌ছে, সে কথা ক'জন ভাবছেন?

ভাই সব, শিক্ষাকেন্দ্র গুলি ঘুরে ফিরে কে কত বড় হয়েছ ভেবে দেখ দেখি। নিজের নিজের প্রয়োজন সম্বন্ধে চিন্তা করতে শিখেছ কি? না, কলেজের ক্লাসে বসে বেহারাকে হুকুম করতে শিখেছ। কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে,—যেখানে নিজের বাঁচবার দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে,—

এসে দেখবে কোন বেহারা হুকুম তামিল করবার জন্য দাঁড়িয়ে নেই, সব করে নিতে হবে। তাই সেখানে 'বাঁধা মাইনের' চাকরীর জন্য,—যাতে আয়ের ভাবনাটাও অন্ততঃ কম ভাবতে হয়,—তারি জন্য মাথা খোঁড়া খুঁড়ি। ভাই সব, ওই আয়ের ভাবনা না ভেবেই আজ এত দুর্দ্দশা।

আমাদের সবাইকে ভাবতে হবে, কিসে কত আয়. 'বাঁধা মাইনে'র বাঁধন না ঘুচলে সে ভাবনা আসবেনা, তাই বুঝি ভগবান দয়া করে ক্রমশঃ কলিকাতার বড় বড় আফিস্ দিল্লিতে নিয়ে যাচ্ছেন। এইবার ভাই সব, ভাবতেই হবে। আর প্রয়োজন চিন্তা ভুলে থাকলে চল্‌বে না, ভাবতেই হবে।

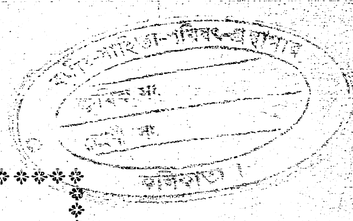

বিঘে দুই আনারস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য

ঘরে থাকলে চোর ডাকাতের ভয়ে সদা সশঙ্কিত, গহনা পরে বাহিরে বেরুলে ছোরার ভয়ে অস্থির; কাজেই মধ্যবিত্ত গৃহস্থর পক্ষে গহনা পরা ভদ্রতার বিরুদ্ধ মনে করা উচিত। এইরূপে পোষাক সংযত করিলে গৃহস্থের অনেক অভাব কমিয়া যাইবে। হাট বাজার করিতে গিয়া মাছ কিনিতেই হইবে এ নিয়ম ভাল নয়; টাটকা মাছ পাও, পয়সায় কুলোয়, খাও, নচেৎ চালানি পচা মাছ কিনিও না, মাছ দশ দিন না খাওয়া হয় সেও ভাল। মাছ না খাইলে শরীর নষ্ট হয় না, বিধবাদের শরীর সধবা অপেক্ষা অনেক দৃঢ় ও বলিষ্ঠ, কাযেই মাছ খাওয়া সম্বন্ধে সংযত হইলে কতকটা অভাব কমিবে। মধ্যবিত্ত গৃহস্থকে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে ছোট ঘরে বড় মন নিয়ে বাস করিলে ভদ্রতা বা মান বাড়ে বই কমেনা Plain living, high thinking এর সকল সমাজেই আদর আছে, ত্যাগীর জয় সকলেই ঘোষণা করিয়া থাকেন। মেয়েকে সুশিক্ষিত কর, তাহাকে এমন শিক্ষা দিও, যেন আবশ্যক হইলে সে স্বাবলম্বীনী হইতে পারে। সমান সমান ঘরে মেয়ের বিবাহ দাও, প্রতিজ্ঞা করিও, মেয়ের বিবাহে পণ দিবে না; মনের মধ্যে বিশ্বাস রাখিও মেয়ের বাপ ও বরের বাপ উভয়েই সমান, কেহ বড় কেহ ছোট নহে; আজ যিনি বরের বাপ কাল তিনি

মেয়ের বাপ; উপযুক্ত পাত্র না পাইলে হিন্দুশাস্ত্র মেয়ের বিবাহ দিতে বারণ করিয়াছেন। মেয়েকে এমন করিয়া শিক্ষা দাও যেন সে অনূঢ়া থাকিলেও চরিত্র ঠিক রাখিতে পারে। থেলো হুকা হাতে, অল্প শিক্ষিত, কুটীল, হিংসুক সমাজ-নেতাকে ভয় করার পরিবর্ত্তে পদদলিত করিবার চেষ্টা করিবে। শাস্ত্রানুমোদিত হিন্দু সমাজকে ভয় করিও, উদার শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিও না। এইরূপে মেয়ের বিবাহে পণ প্রথা উঠাইয়া দিলে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের অনেকটা সুরাহা হইবে। মধ্যবিত্ত গৃহস্থঘরের মেয়েরা যেন গোসেবা, গোবাল পরিস্কার, গোবর নেদি দেওয়া, বাসন মাজা রান্না, বাটনা বাটা, জল তোলা ইত্যাদি কাজ করাকে অপমানজনক না মনে করেন। আমাদের সকল দিকের শান্তি ঘুচেছে, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে, পাশ্চাত্য শিক্ষা এখনও জোর করিয়া অন্দরে প্রবেশ করে নাই বলিয়াই আজও এখানে একটু শান্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। মেয়েরা শিখিবে কত যত্নের সহিত রন্ধন করিতে হয়, কত ভক্তির সহিত আত্মীয় স্বজন, অতিথী অভ্যাগতকে খাওয়াইতে হয়; মেয়েরা শিখিবে, সংসারে কোনো জিনিষ যেন অপচয় না হয়, সকল কাজের বেশ একটা শৃঙ্খলা থাকে, দোক্তা খাওয়া ত্যাগ করিবে, নাটক নভেল পড়িয়া সময়ের অপব্যবহার যেন না করে, মেয়েরা মিষ্টভাষীণী হ'বে, সকলের মন যোগাইয়া চলিতে শিখিবে, রোগীর শুশ্রূষা করিতে পারিবে, দেবার্চ্চনায় সানন্দে যোগ দিতে পারিবে। কাজকর্ম্ম উপলক্ষে দশজনের পাতে ভাত দিবার জন্য যেন দক্ষরঞ্জিত উৎকল বাসীর শরণাপন্ন না হতে হয়। এমন স্ত্রীলোক আমি দেখিয়াছি যিনি প্রাতঃকাল হইতে জল গ্রহণ না করিয়া ২০০ লোকের আহার্য্য প্রস্তুত করিয়াছেন এবং যতক্ষণ না ব্রাহ্মণ ভোজন হইয়াছে, ততক্ষণ জল গ্রহণ করেন নাই। ভোজনান্তে ব্রাহ্মণগণ রান্নার প্রশংসা করিতেছেন শুনিয়া প্রতিমার পাদপদ্মে গলায় কাপড় দিয়া প্রণাম করিবার পর একটি মাত্র ডাবের জল খাইয়া আবার দ্বিগুণ উৎসাহে রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়াছেন। রান্না কালটা সরলা খরচ করলে পাচক হারা হতে পারে, লক্ষ্য করিবার বিষয় হচ্ছে তাঁর ভক্তি, সে ভক্তি পাচকে সম্ভবে না। আর ঐ ভক্তিযোগে যাহা রন্ধন হইয়াছে তাহা দেবভোগ্য অমৃত। সে অমৃত ভোজনে দেহ সুস্থ হয় ব্যাধি নিরাময় হয়, মন পবিত্র হয়। তাই মেবমন্দির প্রাঙ্গনে দেব দেবীর প্রসাদ পাইবার জন্য শত শত লোক সমাগম দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুমাত্র! এ রত্ন যত্নে পালন করিও, এ রত্ন নষ্ট করিও না।

আনারস চাষ।

যাহারা চাকুরী পাইল না, যাহারা শিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত, যাহারা মূলধনের অভাবে কোন ব্যবসায়েও যোগ দিতে পারিল না, তাহাদের মধ্যে শতকরা ৫ জনের জন্য আমি একটি পথ দেখাইতেছি; তাহারা দুই বিঘা আনারস চাষ করিলে খরচ খরচা বাদে প্রায় গড়ে মাসে ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা আয় করিতে পারিবে।

আশি হাত লম্বা ও আশি হাত চওড়া জমির পরিমাণকে এক বিঘা জমি বলে। দুই হাত অন্তর আনারসের মোকা বসাইতে হয়। আষাঢ় শ্রাবণ আনারস বসাইবার প্রশস্ত সময়। বৈশাখ মাসের প্রথম জল পাইবার পর জমিটি বেশ করিয়া চষিতে হয়, এক বিঘা চষিতে

৪ খানি লাঙ্গল লাগিবে। আষাঢ় মাসে সুযোগ মত ২ খানি লাঙ্গল দ্বারা জমিটি চষিয়া ২ পালা মই দিয়া ফেলিয়া রাখিবে। তারপর মোকা (আনারসের তেড় বা গেড়) যোগাড় করিবে।

দুই হাত অন্তর আধ হাত গভীর করিয়া এক একটি গর্ত্ত কাটিবে; গর্ত্তটা ব্যাস ৪ ইঞ্চি হইলেই চলিবে। উহার মধ্যে মোকাটি ফেলিয়া এক মুষ্টি খৈল মোকা বসাইবার নিয়ম। (সরিষার), দুমুষ্টি গোবর সার ও আধছটাক চুণের গুড়ো মাটির সহিত মিশাইয়া ঐ গর্ত্তের মধ্যে দিয়া বেশ করিয়া মাটি টিপিয়া দিবে। বেশ লাইন ধরিয়া গাছ বসাইবে। তার উপর হাড়ের গুড়া এক মুষ্টি প্রত্যেক গাছের গোড়ায় দিবে। ১৬২ নং বহুবাজার, 'কৃষক' আফিসে হাড়ের গুড়ো বেশ সস্তায় পাওয়া যায়। ভাদ্র মাসে গাছের গোড়ায় একবার মাটি দেওয়া উচিত। ইহার আর কোন পাট করিতে হয় না। খৈল ও গোবর সারে গাছের খুব তেজ হয়, পাতা বেশ বড় হয়। হাড়ের গুড়াতে ফল বেশ বড় হয়, এক একটার ওজন প্রায় ৵৷৷০ সের হয়, চুণ আনারসকে সুমিষ্ট করে।

আয়।

এক বিঘাতে ৪০×৪০=১৬০০ আনারস বসিবে এক একটি গাছে এক একটি আনারস হইবে। এক একটি আনারস গড়ে চারি আনায় বিক্রয় করিলেও ৪০০৲ চারিশত টাকা পাওয়া যাইবে। আষাঢ় হইতে ভাদ্রমাস মধ্যেই সমস্ত টাকা পাওয়া যায়। দু'দশটা আনারস অসময়েও ফলে এবং সেগুলি খুব দামে বিক্রয় হয়; অসময়ের আনারস কলিকাতার বাজারে ৷৵০ হইতে ১৲ টাকায় বিক্রয় হইয়াছে।

আনারসের পাতা গুলি ফল তুলিয়া লইবার পর কাটিয়া কাঠের মুগুর বা পিট্‌নে দিয়া বেশ করিয়া থেঁতো করিতে হয়। পরে থেতো করা পাতা গোবর জলে ১০।১৫ দিন পচাইয়া রাখিতে হয়। তারপর সেগুলি কাচিলে বেশ নরম সুতা পাওয়া যায়। এই সুতা-গুলি গোছায় গোছায় ছাওয়ায় শুকাইতে হয়, রৌদ্রে দিতে নাই। শুকাইবার পর গন্ধকের ধোঁয়া খাওয়াইতে হয়। এই সুতা ৪০ টাকা মণ দরে বিক্রয় হয়। লালিমলি কোম্পানি ও বেনারস Silk manufacturing & co এই সুতা কেনে। এই সুতায় আলপাকার সাড়ী তৈরী হয়। এক বিঘাতে কিঞ্চিদধিক পাঁচমণ রেসমী সুতা পাওয়া যায়। সুতরাং

এক বিঘা জমি হইতে ১৬০০ আনারস। ।০ হিঃ	৪০০৲
৫ মণ রেসমী সুতার দাম, ৪০৲ মণ হিঃ	২০০৲
মোট	৬০০৲

ব্যয়।

৬ লাঙ্গলে ১৲ হিঃ	৬৲
খৈল ২৷৷০৲ মণ, ৫৲ মণ হিঃ	১২৷৷০
হাড়ের গুড়া ২৷৷০৲ মণ	১২৷৷০
চুণ ৷৷০	৩৲
মোকা বসাইতে ১৬ মজুর, ৸০ হিঃ	১২৲
বেড়া দেওয়ার খরচ	২০৲
পগার কাটার খরচ	১৫৲
মোকার দাম	১০৲
মোট	৯১৲

সুতরাং এক বিঘা হইতে খরচা বাদে
খাঁটি আয় ৬০০৲—৯১৲= ৫০৯৲

দুই বিঘা জমি চাষ করিলে net আয় ১০১৮৲ জমির খাজনা, চুরি, দান, অফসন, সংসারে ব্যবহার প্রভৃতি বাবত ২০০৲ টাকা বাদ দিলেও বাৎসরিক আয় ৮১৮৲। যদি মালী রাখা হয়, আনারস বিক্রয় ও রক্ষা করিবার জন্য, তাহা হইলে মাসিক ১৫৲ হিঃ বৎসরে ১৮০৲ খরচ হইবে। মালীর মাহিনা বাদ দিলে বাৎসরিক net আয় ৮১৮৲—১৮০৲=৬৩৮৲

সুতা প্রস্তুতের খরচা

১৬০০ আনারস পাতা কাটিতে	৪ মজুর	৸০	হিঃ—৩৲
" " থেঁতো করিতে	১৬ "	৸০	হিঃ ১২৲
গোবর জল প্রস্তুত করিতে	৩ "	৸০	হিঃ—৩৲
গোবর জল ফেলিতে	২ "	৸০	হিঃ—১৷৷০
পাতা কাচিতে	৮ "	"	হিঃ ৬৲
সুতা শুকাইতে	২ "	"	১৷৷০
সুতাকে গন্ধকের ধোঁয়া খাওয়াইতে	৪ "	"	৩৲
বাণ্ডিল বাঁধিবার খরচ			১৲
গন্ধক			৭৲
		মোট	৩৮৲

সুতরাং ২ বিঘা জমি আনারস চাষ করিলে বৎসরে ৬০০৲ টাকা পাওয়া যায়, অর্থাৎ মাসে ৫০৲ টাকা আয় হইবে।

বিশুদ্ধ দুগ্ধের উন্নতি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার গোতত্ত্ববিদ

গোজাতির উন্নতি উত্তম হৃষ্টপুষ্ট সবলকায় অসম্পর্কিত দুগ্ধদাত্রীর পুত্রকন্যাগণ বৈধ ও নির্ব্বাচিত সংযোগে কেবলমাত্র সম্ভব হইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে বিলাতি গোয়ালা ও গোপালকগণ তাঁহাদের দেশের গোকুলের প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়া ডিভন, শর্ট হর্ণ জার্সি, আদি জাতীয় গোকুল, উৎপাদন করিয়া জগতে বরণ্যে হইতেছেন। বৈজ্ঞানিক জননীতি

আমাদের হতভাগা দেশও অপরিজ্ঞাত ছিল না। মহীশূরের উদিয়ার ভূপতিগণ নাদুদানা ও দাদুদানা ও হালিকর জাতীয় গো উৎপাদন করিয়াছিলেন বলিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে বীরাগ্রগণ্য টীপুসুলতান ইংরাজ রাজ্যের অস্ত্রকে নিষ্প্রভ করিয়া ক্ষিপ্রতায় ক্যাভলরী সৈনিকদেরও স্তম্ভিত করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

পুরকালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রজের গোকুলের উন্নতি সাধন করিয়া যে মথুরাপুরী জাতীয় গো সংজনন করিয়া গিয়াছেন, তাহা আজও ভারতীয় দ্রোণক্ষীরা হাঁসী, গীর, হারিয়ানা, কৃষ্ণ, আঙ্গোল, মণ্টোগোমেরী, নাগারাদি অপেক্ষা কোন ক্রমেই হীন নহে। এই সকল গো কাহিনী, বিভাগ, ইতিহাসাদি "গোপাল বান্ধবে" বিবৃত আছে; তাহা ১৲ মূল্যে আমার নিকট পাওয়া যায়। গোবৎসল প্রত্যেক শিক্ষিত লোকের তাহা যত্নে পাঠ করা কর্ত্তব্য।

আমাদের কৃষিপ্রধান দেশের মুক্তি আমার মনে হয় গোপালনে, গোরক্ষণে, গোজাতির তথা কৃষির উন্নতিতেই নিহিত আছে। আমাদের দেশ, অতি পুরাণ ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, কখনই "Industria" ছিল না এবং কখনই হইবে না বা হইতে পারে না। পাশ্চাত্য বন্যায় আমরা গা ঢালিয়া ভাসিয়া চলিলে দেশমাতৃকার কখনই সর্ব্বাঙ্গীন ও দেশোপযোগী উন্নতি সাধিত হইবে না।

এই তীব্র জীবন সংগ্রামের দিনে বাঁচিতে হইলে লাঙ্গলের মুঠ ও দুধের কেঁড়ের দিকে ফিরিয়া গিয়া পল্লীর চাষ জাগাইতে হইবে। শিক্ষিত বর্ত্তমান সময়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপমারা বিলাসী যুবক সম্প্রদায়কে নগর ছাড়িয়া দেশে গিয়া বাস করিতে হইবে। এই সমস্যার কথা গত পত্রেও কিছু২ আভাস দিয়াছি। গো, মেষ ছাগল পোষার ব্যবসা করিয়া লাভবান হইতে হইবে।

বিলাত, আমেরিকা ও ইউরোপ খণ্ডে কৃষকদের ও গোজাতির উন্নতি বিধায়িণী তথা বৃষ সভা ও গো সভা কত সভা সমিতি ও মাসিক, পাক্ষিক পত্রিকা যে আছে তাহা বলা যায় না। কিন্তু আমাদের এই স্বার্থপর, সহানুভূতি ও আন্তরিকতা শূন্য দেশে এই সকলের কোনটাই নাই। দেশের লোক টাইটেল জন্য পাগল!!! খাটির না রাতারাতি বড় মানুষ হইব!!! এরূপ দেশের কি কখন কল্যাণ আছে? গভর্ণমেণ্টের ঢাকা ফারমে বা চুঁচুড়া স্কুলে শিক্ষিবার ছেলে জুটিল না। তাহার কারণ চাকুরীর জন্য দ্বারে ভিক্ষা ও সন্ধ্যার সময় গোদিঘিতে বেড়ান ও হৈ হৈ ও সর্ব্বোপরি বিলাসিতা!! গৃহস্থ ঘরের মেয়েরা হেঁসেলে যেতে বাপের মত ভয় পান, কেবল নবেলী রসে ডুবে নাটক, নভেল ও গল্পের বই ও ডিটেক্টিভ কাহিনী পড়াই তাঁহারা জীবনের সার ও মুখ্য কর্ম্ম মনে করিয়াছেন। আটের নামে নগ্ন স্ত্রী চিত্র ও দেশ উদ্ধারের নামে ভুঁয়াচুরী বাটপাড়ী চুরি ও সাহিত্যের নামে নাটক নভেলই সার কাজ হইয়াছে!! কলিকাতায় অখিলগো সভা দেশের হিতের জন্য কি করিয়াছেন তাহা নিম্নে পাঠ করিয়া কাজ করুন এই আমার বিনীত প্রার্থনা।

বি এন রেলের দেউলটী ষ্টেশনের নাটক রূপ নারায়ণ চন্দ্রভূমিতে গোসভা শুদ্ধ গাভী রাখার ও পূর্ব্বলিখিত সকল দেশহিতকর অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়াছেন, এখন দেশের

উপাদানগুলি প্রায় সমান পরিমাণে বিদ্যমান আছে। ইহার জলীয় অংশ গর্দ্দভী দুগ্ধ ব্যতীত অন্যান্য সমুদয় দুগ্ধ অপেক্ষা অধিক এবং পনিরময় অংশ সর্ব্বাপেক্ষা কম। এই নিমিত্ত মাতৃদুগ্ধ অন্যান্য দুগ্ধের তুলনায় কম পুষ্টিকর হইলেও তাহা লঘু পাচ্য; বিশেষতঃ বঙ্গদেশীয় রমণীগণের দুগ্ধে প্রোটীন্ অর্থাৎ অম্লসার প্রভৃতি গুরুপাক পুষ্টিকর পদার্থের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম। বঙ্গরমণীর অল্পভোজনই এই তারতম্যের প্রধান কারণ; অন্যান্য খাদ্য অপেক্ষা ভাতের মধ্যে জলীয়াংশ অধিক। দুগ্ধের মধ্যে এই অম্লসারময় পদার্থ পুনশ্চ ছানা বা কেসিনময় এবং ল্যাক্‌টো এল্‌বুমেন্ বা দুগ্ধলালময় উপাদানে বিভক্ত; এই প্রোটীনের বা অম্লসারময় উপাদানের মধ্যেও আবার অন্যান্য দুগ্ধের তুলনায় নারী দুগ্ধ কেসিনের বা ছানাজনক পদার্থের ভাগ অপেক্ষাকৃত অধিক, এই নিমিত্ত এবং দুগ্ধ শর্করার অংশ অধিক "নারীদুগ্ধ" গোদুগ্ধ প্রভৃতির ন্যায় অম্লসংযোগে সহজে ছিঁড়িয়া যায় না বা নষ্ট হইয়া যায় না। গোদুগ্ধ উদরস্থ হইলে উহা উদরস্থ পাচক বা ক্লোমরস সংযোগে এক প্রকার গুরুপাক সিরেট্ এবং ঘন ছানা কাটে; ইহার অধিকাংশ মলের সহিত নির্গত হইয়া যায়; কিন্তু নারীদুগ্ধ এবং গর্দ্দভীদুগ্ধ উদরে প্রবিষ্ট হইলে ঐরূপ অম্লরস সংযোগে এক প্রকার লঘু পাক তুলার আঁসের ন্যায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তন্তু বিশিষ্ট পাতলা ছানা কাটে; ইহার অধিকাংশ জীর্ণ হইয়া রক্তমাংস প্রভৃতিতে পরিণত হয়। উভয়ের উপাদান তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে আমাদের দেশী নারীদুগ্ধ ও গর্দ্দভী দুগ্ধ প্রায় সমগুণ বিশিষ্ট। উপরে যে কথা বলিয়াছি ডাঃ হিল্‌ও সেই কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন যে গোদুগ্ধের ছানা কঠিন হয় এবং সহজেই জমাট্ বাঁধিয়া যায়; অল্প বয়স্ক শিশুগণ তাহা সহজেই পরিপাক করিতে পারে না; তাহার কারণ উপরেই বলিয়াছি। আগেই বলেছি যে মাতৃ দুগ্ধ শিশুর অম্ল রসে জমাট্ বাঁধে না, বরং পালকের মত সূক্ষ্ম পদার্থে পরিণতি লাভ করিয়া সহজেই পাক যন্ত্রে জীর্ণ হয়। দুগ্ধের তৈলময় পদার্থ বা বাণী উঠাইয়া লইলে তাহার ছানা কঠিন হয় এবং সেই জন্য শিশুদের পক্ষে তাহা দুষ্পাচ্য হইয়া থাকে। এই সকল কথা উপরেও বলিয়াছি। শিশুদের বয়স ৬ মাস হওয়ার পূর্ব্বে তাহাদের গোদুগ্ধ খাওয়ান উচিত নহে।

কিছুকাল পূর্ব্বে আমাদের দেশের নারী দুগ্ধ পরীক্ষা করিয়া ডাঃ লালমোহন ঘোষাল দেখাইয়াছিলেন যে বঙ্গরমণীগণের দুগ্ধে সাধারণ নারী দুগ্ধ অপেক্ষা সারাংশ কম ও জলীয়াংশ অধিক। কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন দুগ্ধে কি কি উপাদান আছে তাহা নিম্নে লিখিত হইল।——

	জল	চর্ব্বি	শর্করা	প্রোটীন	ছাই
নারী	৮৮·৭১	৩·১৪	৬·২৬	১·৬২	·২৭
ছাগী	৮৫·৬০	৪·১০	৫·৮৩	৩·৮৫	·৬৫
গর্দ্দভী	৯০·৫০	৯·৪০	৬·৪০	১·১৫	·৫৫
গো	৮৭·৩৪	৩·৫০	৩·৯০	৮·২৮	·৯৮

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে অল্প বয়স্ক কচি শিশুদের গোদুগ্ধ পান করান উচিত নহে; কারণ ঐ সময়ে গোদুগ্ধ যে পরিমাণ ছানা বা পনিরময় পদার্থ থাকে তাহা পরিপাক করিবার উপযোগী ক্লোমরস বা অম্লরস শিশুর উদরে নির্গত না হওয়ায়, শিশু তাহা সহজে পরিপাক করিতে পারে না, এবং সেই জন্য যকৃৎ বা উদারাময় রোগে পীড়িত হইয়া পড়ে; সেই জন্য কচি শিশুকে ৬ মাস বর্ষাভ্ত মাতৃস্তন্য পান করিতে দেওয়া উচিত। তবে এটা দেখা কর্ত্তব্য যে মাতৃ দুগ্ধ স্বাস্থ্যকর হওয়া কর্ত্তব্য। অস্বাস্থ্যকর মাতৃদুগ্ধ পান করা অপেক্ষা স্বাস্থ্যকর কৃত্রিম দুগ্ধ পান করা শত সহস্র বার বাঞ্ছণীয়। তাহাতে যদি কিছু বাধা হয় তাহা হইলে গর্দ্দভী দুগ্ধ প্রশস্ত। আবার এটাও বিশেষ মনে রাখা কর্ত্তব্য যে লবণময় উপাদানগুলি নারী দুগ্ধ অপেক্ষা গোদুগ্ধে অধিক। কিন্তু নারী দুগ্ধে ক্ষারের অংশ গোদুগ্ধ অপেক্ষা অধিক বিশেষতঃ যে সকল গাভী খোলা মাঠে চরে না তাহাদের দুগ্ধ অম্লাম্লরস (acid in reaction) কিন্তু সাধারণতঃ নারী দুগ্ধ ক্ষারাম্লরস (alkaline in reaction) সেই জন্য মাতৃ স্তন্য অভ্যস্ত শিশুদিগকে গোদুগ্ধ দিলে তাহাদের "অম্ল" হয় এবং তাহারা ছানা বমন করে। এই জন্য আমাদের দেশের কবিরাজগণ জল মিশ্রিত জ্বাল দেওয়া দুগ্ধের সহিত ঈষৎ পরিমাণ চুণের জল বা ২।১ রতি পরিমাণ বাইকার্ব্বোনেট অব্ পটাশ সংযোগ করিয়া ছেলেদের খাওয়াইতে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। কৃত্রিম দুগ্ধ সেইজন্য বহুল চলন এদেশে করা কর্ত্তব্য। তাহা দুগ্ধে জল মিশাইয়া তাহাতে শর্করা মিশাইলে প্রস্তুত হয় অর্থাৎ গোদুগ্ধকে মনুষ্য দুগ্ধে উপরোক্ত উপাদান ক্রমবেশ করিয়া মিশ্রিত করিলে কৃত্রিম দুগ্ধ হয়। এ সম্বন্ধে কেহ বেশী জানিতে ইচ্ছা করিলে আমাকে সভাক পত্র লিখিতে পারেন বা সকালে সাক্ষাৎ করিতে পারেন। এসব দিকে আমাদের কর্পোরেশানের কি আশু শুভ দৃষ্টি পড়িবে?

কৃষাণ।

(১৪)

পবিত্র দেহ মন নিয়ে সত্যের সন্ধানে যারা ছুটে যায়— পরের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করবার জন্য যাদের প্রাণ একান্ত লালায়িত হয়, তারা সংসারের মোহে লিপ্ত হ'তে চায়না। তাই একদিন লক্ষ্মী যখন কেষ্টাকে বিয়ে করবার কথা বল্লে,— কেষ্টা বল্লে "না মা, ও কথা মনেও এনোনা।"

লক্ষ্মী রাগস্বরে বল্লে—কেন বাবা—আমার যে বড় সাধ— কেষ্টা বাধা দিয়ে বল্লে—"মা, ও সাধ কোরোনা। এম্‌নি সাধ ক'রেই কত সংসার অকালে ধ্বংস হয়।"

"সে কি কেষ্টা?"

কেষ্টা উত্তেজিত স্বরে বল্লে—"নয় মা!—এযে আমাদের সংসারেই ঘটেছিল! ভাবো দেখি সে দিনের কথা—যে দিন বাবা মারা গেলেন!—তোমার অপোগণ্ড কেষ্টাকে কি করে বাঁচাবে—এই ভেবে, একান্ত অসহায়া তুমি বাবার পায়ের ওপর প'ড়ে আকুল হ'য়ে কেঁদে উঠেছিলে!—মা—মা, এখনও আমি চোখের সাম্‌নে সে দৃশ্য দেখ্‌তে পাচ্ছি!

যদি দয়াবান জমিদার আমায় আশ্রয় না দিতেন—লেখাপড়া না শেখাতেন, তাহ'লে—ওঃ ভাব্‌লে আমার হৃৎকম্প হয় যে, আমার কি দুর্দ্দশা হ'ত!—ভিক্ষা—ভিক্ষা, ভিক্ষা ভিন্ন আর গত্যন্তর ছিল না। মা! ঘরে ঘরে আজ এই দুর্দ্দশা! নিজের দৈন্য না ভেবে বিয়ে করে, তারপর অসহায় স্ত্রীপুত্রকে ফেলে হঠাৎ একদিন মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নেয়!

অভাগিনী বিধবা পেটের জ্বালায় তখন পরের বাড়ী দাসীবৃত্তি করে—নয়ত ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়! মা! তাই জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে আমি এই প্রতিজ্ঞা করেছি যে, 'জীবনে কখন বিবাহ কর্‌বোনা, আর দীন অবস্থার মধ্যে থেকেও যারা বিবাহের জন্য ব্যগ্র হবে—তারে প্রাণপণে বাধা দেব!' যাদের নিজের পেট পোরাবার ক্ষমতা নেই—তারা জোর ক'রে আর এক জনকে টেনে এনে দুঃখ দেবে—এ অবিচার আমি সহ্য কর্‌তে পারিনা!—নারীর প্রতি পুরুষের অত্যাচার এম্‌নি করে দিন দিন বেড়ে উঠ্‌ছে! মা, এই যথেচ্ছাচার আমি রোধ কর্‌তে চাই।" লক্ষ্মী গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হ'য়ে গেল। স্বামীর মৃত্যুর দিনটী মনে ক'রে সে নিজে নিজে শিউরে উঠ্‌লো,—'সত্যইত, যদি জমিদার এ অনুগ্রহ না কর্‌তেন—তবে!"

অনেকক্ষণ পরে লক্ষ্মী গাঢ় নিশ্বাস ফেলে বল্লে—"তোর শুভ উদ্দেশ্য সফল হোক্ বাপ! মূর্খসমাজ তোর প্রদর্শিত পথে চল্‌তে শিখুক।" [ক্রমশঃ]

কৃষক।

শ্রীশর্ব্বরীভূষণ ঘোষ

মোরে ল'য়ে সাথে ক'রে এস চাষী ভাই,
বিনা চাষ বিনা চাষী গতি আশা নাই।
চাকুরীর বাজার ভাই আগুন সমান
ব্যবসা বিদেশী হাতে, হারায়েছি মান্
চষিব নিজের ক্ষেত অপমান নাই
অপমান ভেবে ধনে প্রাণে মারা যাই।

খরচ হয়েছে বেশী রোজকার কম
বাবুয়ানা তায় ভাই চলে হরদম!
লাভে মূলে ক্ষতি আর কেন করি ভাই
এখনো হয় না বোধ? দিন আর নাই
বৃথা অভিমান ভুলে এস ভাই চাষী
বাগান খামার ক্ষেত নিজ হাতে চষি!

কৃষিশিল্প তপোবন ছিল এ ভারত
মিতব্যয়িতার ধাম পরহিত ব্রত
মোটা চাল তবু ক্রিয়া কলাপের ধুম
কোথা গেল সেই সব ভাঙে না ত ঘুম?
বাড়িয়া চলেছে চাল ঘরে হাহাকার
অন্নহীন পুণ্য হীন বহে আঁখি ধার
এমনি কি যাবে দিন ভাই বঙ্গবাসী
ভাল যদি চাও তবে এস হই চাষী।

চলে যাবে বিলাসিতা দৃঢ় হবে দেহ
বাড়িবে মনের জোর আছে কি সন্দেহ?
নির্ভরের বল বেড়ে যাবে দিন দিন
নির্ধন সে ধনী হ'বে সবল যে ক্ষীণ
ননীর পুঁতুল মোরা হাওয়ায় গ'লে যাই
রোদ্ জল লাগ্‌লে গায়ে রোগের ভয় নাই।

তিনমাস খেটে খুটে ব'সে নয় মাস
না গিয়ে পরের দোর পাব গ্রাম বাস
মোটা ভাত কাপড়ের না হয় অভাব
হাভাতে জুটায় ভাত কৃষিয় স্বভাব
ব্যবসায়ে মূলধন না হ'লেত নয়
কৃষিতে গতরে খেটে সোণা ফলে যায়
বিদেশে বাণিজ্য চলে দেশে চলে কৃষি
কৃষিতে বিপদ কম কৃষি ভালবাসি
এস ভাই বঙ্গবাসী এস করি চাষ
সুখে দুখে মনোসুখে যাপি বারমাস।

আর একটি কথা বলি শোন্ ভাই চাষী
সহজ সংসার যাত্রা তোর ভালবাসি।

খোলা ভোলা প্রাণ তোর মুখভরা হাসি
হয় না দুখের রোদে সে হাসি ত বাসি ?
গা সওয়া অভাব তোর অল্পে সন্তোষ
হতাশে অসুখ নাই, পীড়নে না রোষ
চাষা ব'লে ঠেলে তোরে রাখে বঙ্গবাসী
হতেছে তাইত পাপে ক্রমে উপবাসী

সতেজ শরীর মন সবুজ নূতন
সহজ সহন সুখ সরল জীবন
ভুলেছে নগর বাসী বনাম বাবুরা
আজিও রেখেছ দেশে শুধুই ভোমরা
বিলাতি কেতাতে ভাই দেশ রসাতল
দেশের যা কিছু দেশী ভুলিছ নকল।

আড়ম্বরে বিড়ম্বনা তবু পড়ে লাল
ভদ্রলোক নামে জীব, সামাল সামাল!
নিতুই নূতন করে অভাব সৃজন।
ছাড় ভাই মধ্যবিত্ত করিয়া যতন।
অল্পে সন্তুষ্ট হও হও ভাই চাষী
চাষীর সহনগুণ শেখো দেশবাসী।
এস ভাই ধরি এস কুড়াল কোদাল।
কুড়ালে উড়াব দুঃখ, কোদালে জঞ্জাল॥

কৃষির ধারা।

শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায়

জগতে কোন একটা কাজে উন্নতি করতে হলে, তা একটা নিয়ম অনুযায়ী (Systematically) করা চাই। আজ আমরা কৃষি কার্য্যে এত অবনত হয়ে পড়েছি আর আমেরিকা দিন দিন কৃষিতে উন্নতি লাভ কচ্ছে, তার মূলই তাদের নিয়মানুযায়ী কার্য্য করার পদ্ধতি। আমাদের দেশের কৃষির যখন এইরূপ হীন অবস্থা, তখন তাকে তুলতে হলে আমাদের পাশ্চাত্য কৃষির প্রণালীগুলি ভাল করে দেখতে হবে এবং তা থেকে কোন ধারাটী আমাদের এখানের অবস্থাতে প্রযোজ্য সেটা বেছে নিতে হবে।

পাশ্চাত্য কৃষি দুইটী ধারাতে বিভক্ত। Extensive farming বা বিস্তীর্ণ কৃষি যাহা বহু মূলধনে বিস্তীর্ণ স্থান নিয়া করা যায়, অপরটী Intensive farming বা বহুলোৎপাদিকা কৃষি। ইহাতে অল্পস্থানে বা অল্প মূলধনে যথা সম্ভব বেশী ফসল উৎপন্ন করিবার চেষ্টা। এই দুই প্রণালীর মধ্যে পার্থক্য দেখাতে গিয়ে Card সাহেব তাঁহার Farm Management নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, "The choice is largely a problem of the adjustment of capital and of the relation between capital and labour. Extentensive farming requires more capital, intensive relatively more labour" অর্থাৎ বিস্তীর্ণ কৃষিতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন আর বহুলোৎপাদিকা কৃষিতে যত না অর্থের প্রয়োজন ততোধিক পরিশ্রমের আবশ্যক। কাজেই আমাদের দেশে দরিদ্র কৃষকগণের পক্ষে বহুলোৎপাদিকা কৃষি ছাড়া আর অন্য উপায় নাই।

Extentensive farming বা বিস্তীর্ণ কৃষিতে প্রচুর জমির আবশ্যক। ইহা একটা কল কারখানার মতই। আমাদের দেশে এক সঙ্গে (in a plot) প্রচুর জমি মেলা দায়। এ দেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আশীর্ব্বাদে জমি খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়েছে। আমাদের এখানে চা-বাগান, নীলের আবাদ প্রভৃতি যা দুই একটী বিস্তীর্ণ কৃষি দেখা যায় তারও প্রায় সবগুলি বিদেশীর হাতে। কেবল সুন্দরবন অঞ্চলে বা পদ্মা মেঘনা প্রভৃতির চরে এক এক কৃষকের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র দেখিতে পাওয়া যায়। আর সকল স্থানেই একজন চাষীর দখলে গড়ে ১০।১৫ বিঘার অধিক জমি দেখিতে পাওয়া যায় না। এস্থলে বিস্তীর্ণ কৃষি কিরূপে সম্ভবপর হইবে।

In intensive farming the element of fertility is an important consideration Extesive farming has too often been a system of soil mining, with little regard to the miantenance of fertility—card. বহুলোৎপাদিকা কৃষিতে জমির উর্ব্বরতার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সুতরাং এই প্রণালী অবলম্বন করিলে উন্নত উপায়ে সার প্রয়োগ, সারের গুণাগুণের বিষয় সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার। ডাক্তার গুহ তাঁহার Crop Manuring in Bengal নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকাতে লিখেছেন Modern agriculture aims at satisfying the exact food requirements of a plant, and thus secures as large a return as possible out of a definite area of land. The growing crop is fully fed with an economically regulated rotation calculated to yield the maximum net return to the cultivator with the minimum depreciation of the soil. বৃক্ষলতার ঠিক উপযোগী খাদ্য ব্যবস্থাই আধুনিক কৃষি এবং ইহার দ্বারাই কেবল প্রচুর উৎপাদন হইয়া থাকে। ফসলের বৃদ্ধির পক্ষে নিত্যব্যবহার্য্যের সহিত পর্য্যায়ক্রমে চাষে, কৃষকের পক্ষে ক্ষেত্রের মাটির উৎপাদিকা শক্তি অল্প খর্ব্ব করিয়া অধিক উৎপাদন হইয়া থাকে। বস্তুতঃ এ কথাটা অতীব সত্য। ইয়ুরোপ, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, হলেণ্ড এবং জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশ অত্যন্ত ঘন বিশিষ্ট হইলেও কৃষকগণ মাত্র ২।৩ একর (৩ বিঘা=১ একর) জমির দ্বারা বহুলোৎপাদিকা কৃষি সাহায্যে ভালরূপে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। প্রিন্স ক্রোপোট্‌কিন ইহার কারণ নির্দ্দেশ করে বলেছেন, "এই সফলতার প্রধান কারণ

এই :—বিশেষ উন্নত কৃষিশিক্ষা। সহুরে বাজার সকল চাষীর সহজ গম্য, এবং সর্ব্বোপরি সমবায়।" ভারতীয় কৃষির উন্নতি ও এই কয়টী কারণের উপর নির্ভরশীল। আমাদের কৃষকগণের কোনরূপ কৃষি শিক্ষা ত নাই। তার উপর তাদের উৎসাহিত করিবার লোকেরও যথেষ্ট অভাব। আমাদের কৃষকগণ তাদের পিতৃ পিতামহের সময়কার চাষের প্রণালীর অনুধাবনেই রত। তাঁদের সময়কার চেয়ে এখন যে জমির শক্তি অনবরত চাষ করার ফলে কমে গেছে, সেটা তাদের খেয়ালে আসে না। আর আমাদের জাতিগত দোষ, We always go by custom and not by adventure. আমরা মোটেই অনুসন্ধায়ী নহি। আমরা ভয়ানক রক্ষণশীল বা পরিবর্ত্তন বিরোধী।

Rogers সাহেব তাঁহার The business side of Agriculture বইয়ে ইংরাজ কৃষকের চাষ প্রণালী বর্ণনা করে বলেছেন, "The object of the English farmer is to make money, by which is meant not merely to make a profit, but to produce something that he can sell for cash. He is not, as so many of the occupiers of the land in other countries are, dependant on the produce of his farm for his daily sustenance" অর্থাৎ ইংরাজ কৃষকের উদ্দেশ্য, এমন কিছু একটা উৎপন্ন করা যাথেকে সে পয়সা পাইতে পারে, তার মানে এ নয় যে সে কেবল মাত্র লাভ করিবে, এমন কিছু উৎপন্ন করিবে যাহা সে নগদমূল্যে বিক্রয় করিতে পারে। অন্যান্য দেশের কৃষকের ন্যায় সে কেবল নিজের সংসার খরচের জন্য শস্য উৎপন্ন করে না। কোন জিনিষটা নগদমূল্যে বিক্রয় হইবে, কোনটায় লাভ হইবে, জানিতে হইলে কৃষকের বাজারের গতিবিধি লক্ষ্য করা চাই, বাজারে যাওয়া আসা থাকা চাই। আমাদের দেশের কৃষকেরা সহরে বড় বাজার ত দূরের কথা পাড়াগাঁয়ে সামান্য হাটেও তাদের জিনিষ আনতে পারে না। জিনিষ উঠিবার পূর্ব্বেই তারা দেনার দায়ে দাদন খাইয়া বসিয়া থাকে। কাজেই তাদের দাদন দেওয়া মহাজনের কাছে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তৈয়ারী জিনিষ মাটীর দরে ছাড়তে হয়। এ জিনিষ বন্ধ করিতে হইলে সমবায় সমিতির আবশ্যক। দেশে যত সমবায় সমিতি বৃদ্ধি পাইবে ততই কৃষকগণের মঙ্গল। The extinction of middleman is raised as a cry for the revival of agriculture, and the farmer is adviced to trun shopkeeper himself—Roger. ইহা সম্ভব কেবলমাত্র সমবায় সাহায্যে, নচেৎ একজন কৃষকের পক্ষে জমি চাষ করা, শস্য সংগ্রহ করা এবং দোকানদারী করা কি করিয়া সম্ভব হয়? আমাদের দেশে সমবায় সমিতি এখনও তেমন হয়নি বলে কৃষকেরা ফোড়েদের কাছে অল্পদামে দামী জিনিষ ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে আর তার ফলেই তাদের ঘরে অন্নের জন্য হাহাকার থামছে না।

যাঁহারা বহুলোৎপাদিকা কৃষি বিষয়ে ভালরূপ জানিতে চাহেন তাঁহাদের ডাক্তার Kenny লিখিত Intensive farming in India পড়িতে অনুরোধ করি।

মানকচু।

(শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাস)

মূলজাতীয় দ্রব্যের মধ্যে যত পুষ্টিকর খাদ্য আছে, মানকচু তাহাদের মধ্যে অন্যতম। মানকচু কেবল যে পুষ্টিকর তাহা নহে। ইহা বহুগুণ সম্পন্ন-বলুপথ্য, শোথ এবং পিত্তদোষ নাশক। মানকচু উদরাময় গ্রস্থ রোগীকে জীবন দান করিয়া থাকে।

বাঙ্গলাদেশে প্রায় সর্ব্বত্র মানকচুর চাষ আছে। অনেকস্থানে বনের আশেপাশে অযত্নেও ইহা জন্মিয়া থাকে। মানকচু তিন চারি জাতীয় আছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। আকার্য্যের জন্য ব্যবহার করিতে হইলে সযত্নে ইহার চাষ করা আবশ্যক। যদি ভালরূপ চাষ করা যায় তাহা হইলে মানকচু একটী মূল্যবান ফসল। আজকাল কৃষির উন্নতির দিনে, বিশেষতঃ বেকার সমস্যার নজীর দেখাইয়া, চাকুরীহীন শিক্ষিত তরুণদিগকে মানকচুর চাষে আত্মনিয়োগ করিতে প্রলোভিত করা যায়। কিন্তু মাত্র প্রলোভনে বিশেষ লাভ হইবার সম্ভাবনা থাকে না, বরং প্রভূত লোকসান হইবার কথা। অভিজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন চাষে সুফল পাইতে পারেন না। নূতন কৃষককে সেজন্য অভিজ্ঞ কৃষকের সাহায্য এবং উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে। আমাদের দেশে যে সমস্ত কৃষি পুস্তক আছে তাহা প্রায়ই ইংরাজীর অনুবাদ, বা বিভিন্ন আবহাওয়া সমন্বিত ভিন্নদেশীয় কৃষির ইতিবৃত্ত মাত্র। আমাদের ন্যায় জল হাওয়া বিশিষ্ট দেশে তাহা কদাচিৎ কোন উপকারে লাগে। দেশীয় এবং বিদেশীয় উন্নত কৃষিপদ্ধতি যদি পাশাপাশি রাখিয়া কৃষি পুস্তকগুলি রচিত হয় এবং তাহাতে যদি সকলের অবলম্বনীয় কোন মধ্য পথের রেখা অঙ্কন করা থাকে, তবেই দেশের অভিজ্ঞ, অনভিজ্ঞ, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, নূতন, পুরাতন সকল কৃষি জীবিই নিঃসন্দেহে গ্রহণ করিতে পারে। যতদিন এইরূপ গ্রন্থাদির প্রণয়ন না হইতেছে, ততদিন প্রদেশের কৃষি উন্নতি মাত্র মৌখিক কৃষি আন্দোলনে পর্য্যবসিত হইবে। সুতরাং বিশেষজ্ঞগণ বর্ত্তমান কৃষি আন্দোলন সফল করিবার জন্য অচিরে এদিকে মনোনিবেশ করুন।

মানকচুর চাষে জমি নির্ব্বাচন সর্ব্বপ্রথম চিন্তার বিষয় হওয়া দরকার। জমি নির্ব্বাচক সতর্কতা অবলম্বন না করিলে, যে ক্ষতি হইবে, পরে অন্যান্য বিষয়ে সহস্র প্রকারে যত্নবান হইলেও তাহার পূরণ হইবে না। সকলেই বোধ হয় জানেন কতক মানকচু খাইতে অতি সুস্বাদু, আর কতক মুখে দিলেই অতিশয় অস্বস্তি হয়—এমন কি সময় সময় গাল গলা পর্য্যন্ত ফুলিয়া যায়। মনে রাখা উচিৎ এই সকল উপদ্রব জমি নির্ব্বাচনের অনভিজ্ঞতার ফল। মানকচু সাধারণতঃ উচ্চ জমিতে ভাল জন্মায়। সেই জমি বালি প্রধান দোয়াঁস

হওয়া আবশ্যক। এই চাষে সময় সময় জলের প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া সরস "পান্তাজমি" ইহার উপযুক্ত নয়। ছায়াতেও ইহা জন্মায়, কিন্তু বিস্তৃত চাষের জন্য ছায়াযুক্ত জমি নির্ব্বাচক মূর্খতা মাত্র। খনা বলিয়াছেন, "ছায়ার ওলে চুলকায় মুখ।" রসপান্তা এবং আগুতার জমিতে যে কচু উৎপন্ন হয়, তাহাতেই মুখ চুলকায় বা অন্য প্রকার উপসর্গ ঘটে। সুতরাং জমি নির্ব্বাচনে অজ্ঞতানিবন্ধন অর্থব্যয় ও পরিশ্রম করিয়া এইরূপ বিষ উৎপাদনের সার্থকতা কোথায়?

এখন দেখা গেল বালিপ্রধান দোয়াঁস জমি মানকচুর জন্য নির্ব্বাচন করিতে হইবে এবং আবশ্যক মত জল সেচের সুবিধার জন্য তাহার পার্শ্বে বা নিকটে ডোবা, পুষ্করিণী বা অন্য কোন জলাশয় থাকিবে। এজন্যই বোধ হয় খনা বলিয়াছেন,

"নদীর ধারে পুতলে কচু,
কচু হয় তিন হাত উঁচু।"

কচু চাষে জলের যে নিতান্ত আবশ্যক তাহা খনার এই বচন হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। কোন জলাশয়ের অভাবে জমির মধ্যে কূপ খনন করিয়া বা নলকূপ দ্বারা কাজ চালান যাইতে পারে। নদী, সরোবর বা বাঙ্গড় হইতে জল তুলিবার সুবিধা থাকিলে পাম্প মেশিনের সাহায্য গ্রহণ করা যায়। অবশ্য ইহা ব্যয় সাধ্য এই ব্যয়ভার বহন করিবার জন্য বিস্তৃত আবাদের প্রয়োজন।

জমি নির্ব্বাচন হইলে তাহাতে সুকর্ষণ ও সারমাটী প্রয়োগের ব্যবস্থা দেখিতে হয়। মানকচু কার্ত্তিক এবং অগ্রহায়ণ মাসে লাগাইতে হয়। অর্থাৎ বর্ষার পরেই ইহার চাষ আরম্ভ হয়। এজন্য জমির সুকর্ষণ অনেকটা কষ্ট সাধ্য। কারণ বর্ষার সময় জমি প্রায়ই নরম থাকে বলিয়া ইচ্ছামত হাল দেওয়া যায় না। সেজন্য বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যেই ইহাতে সার মাটি প্রয়োগ করিয়া উত্তমরূপে চষিয়া রাখিতে হয়। কিন্তু চাষের আশায় বৈশাখ হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত সুদীর্ঘকাল একটা জমি নিরর্থক ফেলিয়া রাখা অর্থনীতি বিরুদ্ধ। তাহার উপর বৈশাখে যে জমিতে সার মাটি দিয়া চাষ দিতে হইবে, তাহাতে যদি কোন ফসল উৎপাদন করা না হয়, তাহা হইলে বর্ষার জলে অনেক সার ধুইয়া বাহির হইয়া যাইবে এবং আগাছায় অনেক নষ্ট করিবে। সুতরাং অর্থনীতির দিক দিয়া দেখিলে এই সময়ের জন্য জমিতে কোন ফসল দেওয়াই যুক্তি সঙ্গত। জমি যদি সতেজ হয়, তাহা হইলে তাহাতে, অবস্থা বুঝিয়া, আশুধান্য, চিচিঙ্গা, ভাদ্রের শশা এমন কি পাটচাষও হইতে পারে। আশ্বিন মাসে বা তৎপূর্ব্বে ঐ সমস্ত ফসল তুলিয়া লইয়া আবশ্যক মত গোবর সার বা পচামাটি বা পাঁকমাটি ছড়াইয়া উত্তমরূপে চষিতে হইবে। কতবার লাঙ্গল দিতে হইবে কত গাড়ি সার মাটি ছড়াইতে হইবে তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলা যায় না। এসমস্ত কৃষকের স্বকীয় বিচার বুদ্ধি এবং আর্থিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। উপর্য্যুপরি চাষ দিলে জমি সরস ও কোমল হয় সেইটুকুই তাহার লক্ষ্যের বিষয় হওয়া দরকার। জমির অবস্থা ভেদে অধিক বা অল্প সারের প্রয়োজন হয়। নিতান্ত নীরস অনুর্ব্বর জমিতে বেশী সার দিতে হয় এবং সতেজ,

সরস ও উর্ব্বর জমিতে সামান্য সার দিলেই চলে। মোট কথা জমি যেন মরুভূমি তুল্য বা গোবরগাদা না হয়।

সার দিয়া উত্তমরূপে হাল ও মই (বা বাঁসই) দিবার পর জমি যখন বেশ তৈয়ার হইবে তখনই মানকচুর "প" বা "পও" বা "তেউড়" (offshoots) বসাইবার সময়। এই সময় বলিয়া রাখা দরকার যে মানকচু একবৎসর এবং তাহার অধিককাল জমিতে থাকে। ঐ সুদীর্ঘকাল মধ্যে তাহার বৃদ্ধির যথেষ্ট সময় থাকিলেও উৎকৃষ্ট সতেজ চারা বা "প" না পুঁতিলে কচু খুব ভাল হইবে না। সুতরাং এই "প" গুলির উপরও বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এমন সব "প" সংগ্রহ করিতে হইবে যাহারা বেশ বড় হইয়াছে। সাধারণতঃ দেখিতে বেশ সতেজ ও শ্রীসম্পন্ন এবং তাহাদের কচুর পরিমাণ তখনই আধপোয়ার কম নয়। এইরূপ নধর, তেজাল "প" তিন হাত অন্তর সারি দিয়া পুঁতিতে হইবে। এসময়ও বিশেষ নিয়ম পালন করা দরকার। "প"টার পাকা পাতা কাটিয়া দিবে পরে মাত্র মুলটী মাটীর মধ্যে চাপা পড়ে, নিড়ানি দিয়া এরূপ গর্ত্ত করিয়া, সযত্নে গর্ত্তের মধ্যে বসাইবে ও আস্তে আস্তে মাটি দিয়া গর্ত্তটী ভর্ত্তি করিবে। মাটি খুব জোরে ঠাসিয়া দেওয়া উচিৎ নয়, বা অধিক গভীর গর্ত্ত খুঁড়িয়া ভাঁটা সমেত মূল পুতিয়া দেওয়াও ঠিক নয়। আলগা সরস মাটিই মানকচুর পক্ষে হিতকর—এই কথাটিই যেন আগাগোড়া মনে থাকে।

[ক্রমশঃ]

কৃষি সন্ধান।

কৃষি দুই প্রকার

খাদ্য কৃষি যাহা মানবের খাদ্যরূপে ব্যবহারিত হইতে পারে, যথা ধান, আলু, গোধুম, অরহর, ভুট্টা, ইক্ষু, তামাক এবং ব্যবহারিক কৃষি—যথা কার্পাস, লাক্ষা, রবার, নীল নানাবিধ বাহাদুরী কাষ্ঠ প্রভৃতি যাহা শিল্পের উপাদানের নিমিত্ত উৎপন্ন হয়। আবার এই কৃষির মধ্যে শ্রেষ্ঠ কৃষি কি? কোন উৎকৃষ্ট সার প্রয়োগ করিয়া বা বিনা সারে বা অন্য যে কোন উপায়ে হউক ভূমির উৎপাদিকা হ্রাস না করিয়া অল্প ব্যয়ে, অধিক পরিমাণ উৎকৃষ্ট দ্রব্য উৎপাদন করা সকল প্রকার কৃষির প্রধান উদ্দেশ্য এবং এইরূপ করিতে পারিলেই তাহাকে উন্নত ও বিজ্ঞান সম্মত কৃষি বলা যাইতে পারে। ইহাতেই কৃষি কার্য্যের যথার্থ সার্থকতা ঘটে। যদি বিনা সারে আমার ২০ মণ গুড় উৎপন্ন হয় এবং ৫০৲ টাকা সারে ব্যয় করিয়া যদি সেই স্থানে ৩০ মণ গুড় জন্মে তাহা হইলে আমার ক্ষতি হয়, সুতরাং এ স্থলে

বিনা সারেই চাষ শ্রেয়ঃ। কিন্তু মূল্যবান সার প্রয়োগ না করিয়া বা মৃত্তিকা উত্তমরূপ কর্ষণ করিয়া বা চাষ সম্বন্ধে কোন বিশেষ প্রণালী অবলম্বন করিয়া বা অন্য কোন স্বল্পব্যয়সাধ্য উপায়ে ২৫ কি ৩০ মণ গুড় পাই তাহাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ ; এইরূপ কৌশল বিশেষ অবলম্বন করাকেই উন্নত কৃষি কহে। ভূমির উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস হইয়াছে কোন উপায়ে তাহাকে পূর্ব্বাবস্থাপন্ন করা বা যাহাতে কোন শস্য উৎপন্ন হয় না কৌশল বিশেষে তাহাকে শস্যোপযোগী করা, বা যাহাতে কোন বহুমূল্য দ্রব্য উৎপন্ন হয় না তাহাকে তদুপযোগী করা বা যে কোন দ্রব্য যেখানে উৎপন্ন হয় না উপায় বিশেষ অবলম্বনে তথায় সেই দ্রব্য উৎপাদন করা কৃষি কর্ম্মের অন্যতম উদ্দেশ্য।

ভূমির প্রকার ভেদ।

ভূমি নির্ব্বাচন করিতে হইলে ভূমির ৩।৪ হস্ত নিম্নস্তরে কিরূপ মৃত্তিকা আছে তাহার নিরূপণ করা সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কৃষি কার্য্যে প্রচুর জলের প্রয়োজন। যদি নিম্ন স্তরে বালুকা বা কঙ্করময় মৃত্তিকাস্তর থাকে তাহা হইলে ভূমির উপরিস্থিত জল ধীরে ধীরে চুয়াইয়া নিম্নে চলিয়া যাওয়ায় উপরিস্থিত বৃক্ষ ও শস্যাদি রসাভাববশতঃ শুষ্ক ও মৃত হয়। বালুকা বা কঙ্করের পরিবর্ত্তে এঁটেল মৃত্তিকা থাকিলে ভূমিতে কখন জলাভাব হয় না এবং সর্ব্ববিধ শস্য সুন্দর বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এই এঁটেল নিম্নস্তর যতই গভীর হইবে ততই উত্তম, এঁটেলের পরিবর্ত্তে চিকণ বা দোয়াঁশ হইলেও মন্দ নহে। ভূমির অভ্যন্তরে কূপবৎ খনন করিলে অল্প ও গভীর অনেকবিধ মৃত্তিকা স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উর্দ্ধতম ৪।৫ হস্তের মধ্যে আবশ্যকীয় মৃত্তিকাস্তর দেখিয়া ভূমি নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। ক্ষেত্রের মধ্যে সরল রেখা ক্রমে ১৫ হস্ত অন্তর বা চারিকোণ ও মধ্যস্থলে ৪।৫ হস্ত গভীর খনন করিলে অভ্যন্তরস্থ মৃত্তিকাস্তর নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। অত্যন্ত শুষ্ককালেও যে ভূমির সরস ও হরিদ্বর্ণ পরে লক্ষিত হয়, তাহা সরস ও উৎকৃষ্ট বিবেচনা করিতে হইবে।

চিকন মাটি

যে মৃত্তিকায় শতকরা ৭০।৮০ অংশ এঁটেল ও অবশিষ্টাংশ বালুকা তাহাকে চিকন মাটি বলে। এই প্রকার মৃত্তিকার প্রচুর জল ধারণা শক্তি এবং দীর্ঘ মূল প্রকাণ্ড বৃক্ষ পূর্ণ বাগিচা প্রস্তুত করিতে ইহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযোগীতা ; বিশেষ স্বল্পমূলীয় উদ্ভিদের উপযোগী করিতে হইলে ইহাতে নানাবিধ পচা সার প্রয়োগ আবশ্যক। বিশিষ্ট উপায় অবলম্বন করিলে ইহাতে সকল প্রকার শস্য সম্পত্তি উৎপন্ন হইতে পারে।

দোঁয়াশ

মৃত্তিকাতে শতকরা ৪০।৫০ ভাগ বালুকা মিশ্রিত থাকিলে তাহাকে দোঁয়াশ বলা যায় ; সর্ব্বপ্রকার উদ্ভিদের পক্ষে এই মৃত্তিকা বিশেষ উপযোগী এবং শস্যাদি ইহাতে সতেজে বর্দ্ধিত হয়। দোঁয়াশ মৃত্তিকায় সুন্দর পুষ্পোদ্যান ও সব্জী ক্ষেত্র হইয়া থাকে

এঁটেল

বালুকা লেশ শুদ্ধ মৃত্তিকাকে এঁটেল বলা যায়, কুম্ভকারের ঘটাদি নির্ম্মানে বা অন্য কোন শিল্পে ইহার প্রয়োজন হইলেও উদ্ভিদ জীবনে ইহার বিশেষ সার্থকতা নাই। এই মৃত্তিকায় যেরূপ ধীরে জল শোষিত হয়, আবার সেইরূপ অতি ধীরে জল প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকে এ জন্য ইহার জল ধারণা শক্তি অত্যন্ত অধিক। এঁটেল মৃত্তিকার জল সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক হইয়া গেলে একেবারে ফাটিয়া যায়, সুতরাং উদ্ভিদ অনেক সময় ছিন্নমূল হইয়া মৃত হয়। বালুকা, পচা গোময় ও উদ্ভিজ্জসার প্রভৃতি অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে মিশ্রিত করিতে পারিলে এই মৃত্তিকা উদ্ভিদের উপযোগী হইয়া থাকে। উদ্যান বা ক্ষেত্রখণ্ডের নিম্নস্তরে এঁটেল মৃত্তিকা থাকিলে তাহাতে কখন রসাভাব হয় না ; কিন্তু জলা ভূমির বা নিম্ন ভূমির নিম্নস্তরে যদি এইরূপ এঁটেলস্তর থাকে এবং বর্ষায় বা অন্য সময়ে জল নির্গমনের সুবিধা না থাকে তাহা হইলে সে ভূমির দ্বারা কার্য্য হয় না।

সংগ্রহ।

পল্লী রচনা

চব্বিশ পরগণার জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র সেন আদর্শ পল্লীগ্রাম রচনার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, বোর্ড তাহা মঞ্জুর করিয়া সেই প্রস্তাব সম্পর্কে কাজ করিবার জন্য ৭ জন লোক লইয়া এক সমিতি গঠিত করিয়াছেন। প্রস্তাবটী কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে গ্রামের লোকর প্রায় ১ হাজার ৩ শত টাকা ব্যয় করিতে হইবে। জেলাবোর্ড এই বাবদ ৫ বৎসরে মোট ১ হাজার টাকা প্রদান করিবেন। গ্রাম গঠনের জন্য নিম্নলিখিত উপায় গুলি অবলম্বিত হইবে যথা :—

(১) গ্রামের স্বাস্থ্যের অবস্থার উন্নতি সাধন করা হইবে।

(২) গ্রামের প্রাথমিক, কৃষি বিষয়ক ও কারিগরী বিদ্যাশিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা হইবে।

(৩) গ্রামের জল সংস্থান ব্যাবস্থা সাধন করা হইবে।

(৪) যাহাতে গ্রামের উটজশিল্প প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার উপায় করা হইবে।

(৫) স্থানীয় শিল্প ও ব্যবসা যাহাতে সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া পরিচালিত হয় তাহা করা হইবে।

(৬) গ্রামের (খাদ্যশস্য সঞ্চয় ও গ্রামের প্রয়োজনে তাহা ব্যবহার জন্য) ধর্ম্মগোলা প্রতিষ্ঠিত করা হইবে।

(৭) গ্রামে সমবায় নীতিতে ব্যাঙ্ক ও সমিতি প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

(৮) গ্রামের লোকের মধ্যে সদ্ভাব স্বাবলম্বন স্পৃহার উদ্ভব চেষ্টা করা হইবে।

(৯) মামলা বর্জ্জনের চেষ্টা করা হইবে।

(১০) ম্যালেরিয়া নাশক ব্যবস্থার জন্য স্বেচ্ছাসেবক দল গঠিত করা হইবে।

চায়ের খরচ

ভারতের ৩১ কোটী লোক সংখ্যার মধ্যে যদি মাত্র ১৬ কোটী লোক প্রত্যহ ১ পয়সার চা খায় তবে প্রতিদিন ২৫ লক্ষ টাকার চা বিক্রয় হয়। শরীরের কোন পুষ্টি হয় না এমন জিনিসের জন্য ভারতবাসী প্রত্যহ ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করে। এই জন্য চা বাগানের মালিকগণ শতকরা ৯০ টাকা হইতে ৩০০ টাকা পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর লাভ পায়। এই সকল চা বাগানের শতকরা ৯৭ জন মালিক ইংরাজ অর্থাৎ প্রায় ২৪ লক্ষ টাকা প্রত্যহ আমরা ইংরেজ ব্যবসায়ীকে চা বাবদ দিয়া থাকি।

তামাক

বর্ত্তমানে এদেশে চুরুট, সিগারেটের বহুল প্রচলন হইয়াছে। এখন বাঙ্গালী ট্রামে, বাসে, পথে, ঘাটে সিগারেটই ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই স্বভাব যেন ক্রমে সংক্রামক হইয়া পড়িতেছে। এই বিদেশী সিগারেট চুরুটে আমাদের দেশের অনেক টাকা উড়াইয়া দিতেছে। এই সিগারেট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রপ্তানি করেন মার্কিনের তামাক ব্যবসায়ীরা। মার্কিন যুক্ত রাজ্যের ব্যবসায় বাণিজ্যের হিসাবে দেখা যায় ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের প্রস্তুত সিগারেটের সংখ্যা হইয়াছিল ৮ হাজার ৯ শত কোটি, আর ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে হইয়াছে ৯ হাজার ৭ শত কোটি।

মার্কিন যুক্ত রাজ্যই জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সিগারেট রপ্তানী করিয়া থাকে। ইহার মধ্যে অধিকাংশই চীন, জাপান ও ভারতবর্ষে চালান হয়। যত রপ্তানী হয়, তাহার প্রায় ১২ আনাই চীন গ্রাস করে। আর একটা বিষয় এই সম্পর্কে লক্ষ্য করিবার আছে। বর্ত্তমানে মার্কিনের নস্যের রপ্তানীও খুব বাড়িয়া গিয়াছে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তথায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের নস্য প্রস্তুত হইয়াছিল, এখন উহার ৩ গুণ অধিক প্রস্তুত হইতেছে।

তামাকের ব্যবসায় এত বড় যে, মার্কিন যুক্ত রাজ্যে তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য হইতে যে শুল্ক আদায় হয়, তাহা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে এই আয় ছিল ৩৭ কোটি ১০ লক্ষ ডলার মুদ্রা, ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে হইয়াছে ৩৮ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার। উক্ত রাজ্যে যখন মদ্য নিষিদ্ধ হয় নাই, তখন তামাকের আয় মদ্যের আয়ের প্রায় ৩ গুণ অধিক ছিল।

প্রতি বৎসরই তামাকের চাহিদা যেরূপ বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের শেষে বোধ হয় সিগারেটের সংখ্যা ১১ হাজার কোটিরও অধিক দাঁড়াইবে।

ভারতের সার সংরক্ষণ

ভারতের সার অধিকাংশ চালান হইয়া যাইতেছে। এবিষয়ে গভর্ণমেণ্টেরও দৃষ্টি পড়িয়াছে সুখের বিষয়, শুনিতে পাওয়া যাইতেছে যে শীঘ্রই সরকার হইতে একটি বিল বা আইনের খস্‌ড়া উপস্থিত হইবে, যাহার দ্বারা এই অবাধ রপ্তানি সত্বর বন্ধ হইবে।

পঞ্চনদ প্রদেশে কৃষির উন্নতি

বিগত ১৯২৭ সালের সরকারী রিপোর্ট পড়িয়া দেখা যাইতেছে যে উক্ত প্রদেশের সরকার বাহাদুরের দৃষ্টি কৃষির উন্নতি কল্পে নিয়োজিত হইতেছে। সুসংবাদ সন্দেহ নাই। কৃষি বিভাগের গবেষণা ও প্রচার উভয় বিভাগেরই কর্ম্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। চারিটি কৃষি ফার্ম্ম সরকার স্বয়ং পরিচালনা করিতেছেন। উক্ত ফার্ম্মগুলি ৫০০ একর জমি লইয়া গঠিত। লয়ালপুর, সরগোধা, মুলতান ও রিসালা এই চারি স্থানে অবস্থিত। নিলবাজার অঞ্চলে দুটি বীজ তৈয়ারীর বৃহৎ ফার্ম্ম প্রতিষ্ঠা হইবে। যাহারা ভাল বীজ তৈয়ারী করিতে সমর্থ হইবে তাহাদিগকে যথাযোগ্য পারিতোষিক বিতরণ করা হইবে। তুলা ও গমের উন্নতি বিষয়ে গবেষণা কার্য্য অনেক দিন ধরিয়া ওই প্রদেশে চলিয়া আসিতেছে তাহার ফলাফলও উত্তরোত্তর ভালই হইতেছে।

আমরা বাংলাদেশে জন সাধারণের মধ্যে এবিষয়ে দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করিতেছি।

গ্রামে চিনি প্রস্তুত

চিনির ব্যবসা আজকাল বিদেশীর করতল গত হইয়া পড়িয়াছে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বের মত গ্রামে গ্রামে আর এখন প্রস্তুত হয় না যথার্থ বটে। কিন্তু এখনও একেবারে লোপ হয় নাই। চেষ্টা করিলে এই কুটীর শিল্প যে পুনরায় নবজীবন পাইতে পারে ইহার প্রমাণ স্বরূপ সংক্ষেপে একটি সত্য সঠিক সংবাদ জানাইতেছি। মৈমনসিংহ জিলার সাগরদিঘী অঞ্চলে মোক্ষপুর নামে একটি গ্রাম আছে। উহা গফরগাঁ হইতে মোটর যোগে ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত। ওই স্থানে এখনও চিনি তৈয়ারী হয়। একটী বড় চুল্লীতে পাঁচটি পাত্র চাপান হইয়া থাকে। আখের রস প্রথমে সব কয়টিতে ঢালিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। তাহার পর একটু ফুটিবার পর বড় পাত্র হইতে রস ক্রমশঃ তাহা হইতে ছোট দ্বিতীয়টিতে ঢালা হইয়া থাকে। এইরূপে ক্রমশঃ একটির পর আর একটি করিয়া অবশেষে সর্ব্বাপেক্ষা ছোট পাত্রে সব রস উজাড় করিয়া জ্বাল দেওয়া হইয়া থাকে। ক্রমশঃ দানা বাঁধিতে থাকে ও চিনিতে পরিণত হইবার উপক্রম হয় তখন আগুন হইতে নামাইয়া ঠাণ্ডা আর একটি পাত্রে ঢালা হয়। তাহার পর হাতা বা কাটি দিয়া সজোরে নাড়াচাড়া করা হয়। করিবার পর কয়েক মিনিটের মধ্যে চিনি প্রস্তুত হইয়া যায়। এই চিনির রং বেশ এক রকম সাদাই হয়। তবে রং আরো পরিষ্কার যন্ত্র সহকারে প্রস্তুত করিলে হইতে পারে। এইরূপ ভাল চিনি অন্য স্থানে খুব কমই তৈয়ারী হয়। আশা করি অপরাপর স্থানে কুটীরশিল্পরূপে ইহার প্রসার ক্রমে বৃদ্ধি পাইবে। দেশের নেতাগণ কি এই বিষয়ে এই বেকার সমস্যার দিনে

চিন্তা করিবেন? মাননীয় সরকার বাহাদুরের এই বিষয়ে শীঘ্র দৃষ্টি পড়ুক ইহা আমাদের প্রার্থনা রহিল।

কচুরী পানার সার।

নিখিল বঙ্গে কচুরী পানার দ্বারা সর্ব্বনাশ হইয়া যাইতেছে ইহা সর্ব্ব সাধারণে জ্ঞাত আছেন। ইহার বিনাশ কল্পে আচার্য্য জগদীশ চন্দ্রের নেতৃত্বে একটি কমিটি বসিয়াছিল। তাহার রিপোর্ট দাখিল হইয়াছে। কিন্তু কমিটির সভ্যগণ একমত হইতে পারেন নাই। আমাদের বিবেচনায় যত দিন পর্য্যন্ত না একেবারে বিনাশের পন্থা আবিষ্কৃত হয়, ততদিন ওইগুলি উঠাইয়া শুকাইয়া পোড়াইয়া সার প্রস্তুত করা যাউক, তাহাতে অনেক গাছ নষ্ট হইবেই। অধিকন্তু যে সব স্থানে গোবর সার দুষ্প্রাপ্য তথায় উৎকৃষ্ট সাররূপে ব্যবহৃত হইয়া জমীর উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিতে পারিবে। আশা করি এই প্রণালী অবলম্বনে কতকটা অঞ্চল কচুরী পানা শূন্য হইয়া যাইতে পারে।

গোজাতির বর্দ্ধন ও উন্নতি।

বঙ্গদেশে গো সংখ্যা প্রায় ৪ কোটীর অধিক কিন্তু ইহার অধিকাংশই পূর্ণ সবলকায় ও হৃষ্টপুষ্ট নয়। ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে, পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গে গোজাতি কৃষকগণের সবিশেষ যত্নলাভ করিত, প্রত্যেক গ্রামে সাধারণ গোচারণ মাঠে সর্ব্ব সাধারণের গোমহিষাদি গ্রাম্য পশুদল, স্বচ্ছন্দে প্রচুর আহার্য্য প্রাপ্ত হইত; এবং খোলা মাঠের হাওয়ায় বিচরণ করিয়া, গ্রাম্য পশু শ্রেণী স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি যুক্ত ও বলশালী হইত; বিগত ৫০ বৎসর মধ্যে ঐ সমস্ত গোচারণ মাঠে, পাটে বা ধানের চাষে আবদ্ধ হইয়াছে, এখন গরুগুলির দাঁড়াইবারও জায়গা নাই, বর্ত্তমানে গোচারণ মাঠ স্বপ্নবৎ কল্পনা বলিয়া মনে হয়—এই অবস্থায় গোজাতি যে ক্রমে কৃশ ও দুর্ব্বলকায় হইবে, দুগ্ধবতী গাভী ক্রমে দুগ্ধ শূন্য হইবে, ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু এই অবস্থার প্রতিকার কল্পে প্রত্যেক গ্রামবাসিগণের সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক। যদি সম্ভবপর হয়, সকলে মিলিয়া কিঞ্চিৎ আপাততঃ ক্ষতি স্বীকার পূর্ব্বক, পুনরায় গোচারণ মাঠ সাধারণ হিতার্থে প্রতিষ্ঠা করা অত্যাবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ গবর্ণমেণ্টও আইন বলে প্রত্যেক গ্রামে জমি অধিকার করিয়া গোচারণ মাঠগুলির পুনঃপ্রতিষ্ঠা সাধন করিতে পারেন। গবর্ণমেণ্টের এই ব্যাপারে আপাততঃ বহু টাকা ব্যয় আবশ্যক হইবে, হয়ত ২।৪ কোটী আবশ্যক হইতে পারে, সেই সব জমিতে যে সব পশুদল চরিবে তাহার উপর বৎসরান্তে হিসাবে মাসিক কর ধার্য্য করিলে সুদে আসলে সমস্ত ব্যয়িত মূলধন পরিশোধ হইতে পারে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে—বঙ্গে যদি গো মহিষাদি পশুর সংখ্যা ৪ কোটী হয়—তবে প্রতি পশু হিসাবে মাসিক ৵০ আনা কর ধার্য্য করিলে, বৎসরে ৬ কোটী টাকা আমদানী হইতে পারে। সুতরাং ঋণ পরিশোধ জন্য গভর্ণমেণ্টকে বা জন সাধারণকে ভাবিতে হইবে না। এ দেশে এতাদৃশ কোন কর ধার্য্য করিবার পূর্ব্বে, হিতকর গোচারণ

মাঠ প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক জন সাধারণকে গোচারণ মাঠের হিতকারিতা বুঝাইয়া দিতে হইবে। কলিকাতার সন্নিকট গড়ের মাঠে যে সব গরু মহিষাদি চরিবার অনুমতি পায়, তাহাদের গৃহস্বামীগণ অকাতরে মাসিক টাক্স বা কর দিয়া থাকেন—ইহাতে কোন আপত্তির হেতু দেখা যায় না।

গো মহিষাদি গ্রাম্য পশু দলের স্বাস্থ্য উন্নতির জন্য, খোলা মাঠে বিচরণের ব্যবস্থা করা, চিরন্তন প্রথা ছিল—জমিদারগণ ও মণ্ডল বা ইজারাদারগণ, এইরূপ ব্যবস্থা করিতে বাধ্য ছিলেন। বিগত ১৯ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে এই সুব্যবস্থা ক্রমে বিলুপ্ত হইয়াছে। জমিদারগণের বর্ত্তমান প্রধান লক্ষ্যই হইতেছে—প্রত্যেক গ্রাম হইতে যথা সাধ্য অত্যধিক খাজনা আদায় করা; তাহারা এখন পূর্ব্বাকালিন জমিদারগণের ন্যায়, গ্রামের উন্নতি সাধনে মনোযোগী নন—তাহাদের নিযুক্ত নায়েবগণ, যে যত অধিক টাকা আমদানী করিয়া জমিদার সদর কাছারীতে পাঠাইতে পারেন তিনি ততই দক্ষ নায়েব বলিয়া পরিগণিত হন্; ও তদনুসারে পুরস্কৃত হন। আর আর যে সব স্থলে নায়েবগণ কর্ত্তা নন—তথায় ইজারাদের অত্যাচার ও খাজনা ও খরচাদী আদায় প্রণালী ততোধিক ভয়াবহ। গোচারণ মাঠগুলি জমিদারগণের অমনোযোগে ও তাহাদের কার্য্যকারকগণের বা ইজারাদের প্রলোভনে পড়িয়া, ক্রমে শষ্য ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। গরু মহিষাদির নড়িবার চড়িবার তিলমাত্র স্থান নাই তাহাদের আহার্য্য ব্যবস্থার দিকে, জন সাধারণের দৃষ্টি নাই, জমিদারগণ নিদ্রিত। গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য জন সাধারণের উদ্যোগ ও চেষ্টা কিছু মাত্র নাই। অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে—পশ্চিম বঙ্গের অনেক স্থলে, এমন্ কি পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গেও গ্রাম্য পশু দলের অবস্থা অতি শোচনীয়। কৃষিকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে বলশালী পশুর আবশ্যক—বঙ্গে পূর্ব্বে যে পরিমাণ ধান্য প্রতি ক্ষেত্রে উৎপন্ন হইত, এখন তাহার অর্দ্ধেক মাত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রতি ক্ষেত্রে দুর্ব্বল পশুযোগে যেভাবে কর্ষণ করা হইয়া থাকে, তাহাতে প্রতি ক্ষেত্রের শস্য উৎপন্ন দ্রব্য ক্রমে সমাপ্ত হইয়া আসিতেছে, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। যাহা হউক—এখন কেবল বৃথা রোদনে ও হাহাকারে সময় না কাটাইয়া, সর্ব্বসাধারণকে এবিষয় বদ্ধপরিকর হইতে হইবে।

এজন্য ইচ্ছুয়া গভর্ণমেণ্টের প্রথম কর্ত্তব্য এই যে একটী আইন প্রণয়ন করা—তদ্দ্বারা প্রত্যেক প্রদেশে গোচরণ মাঠ ও পশু খাদ্য হেতু, বিবিধ ঘাস জন্মাইবার জন্য জমি একোয়ায় বা জমি গ্রহণ ক্ষমতা, প্রত্যেক প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের হাতে প্রদান করিতে হইবে এবং সেই সব গোচারণ মাঠ ও গ্রাম্য পশুর আহার্য্যোপযোগী কৃষিভুভাগ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রত্যেক গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ বা ইউনিয়ন হস্তে তাহা অর্পণ করা।

তারপর এই সমস্ত রিসাউড় বা পরিরক্ষিত ভূখণ্ডে যাহাতে বিবিধ পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদিত হয় তাহার জন্য বীজাদি বিতরণ করা ও ঐ সব ভূমি প্রতি গ্রামের মিলিত লাঙ্গলদ্বারা বিনাব্যয়ে কর্ষণ করাইয়া দেওয়া। এই সব পরিরক্ষিত ভূখণ্ডে যাহারা গবাদি পশু চরাইবে বা যাহারা তদোৎপন্ন তৃণাদি গ্রহণ করিবে, তাহারা প্রতি পশু হিসাবে মাসিক ছয় পয়সা হিসাবে বা দুই আনা হিসাবে কর দিবে। ইউনিয়ান বোর্ড বা নবগঠিত কোন সমিতির হস্তে

কর আদায় ভার অর্পণ করা যাইতে পারে এবং তাহা ওয়াশীল করিয়া গবর্ণমেণ্টের হস্তে তাহারা ঐ টাকা জমা দিবে।

ধরা যাক—বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টকে, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট ৬ কোটী টাকা তিন বৎসরের জন্য ৪৷৷০ হার সুদে ধার দিয়াছেন। গোচারণ কর, প্রতি পশু হিসাবে বাৎসরিক ৸০ আনা হারে ধার্য্য হইলে তাহাতেই ৩ কোটী আয় হইতে পারে। তিন বৎসর কাল মধ্যে এই টাকা সুদে আসলে পরিশোধ হইতে পারে। এইরূপ কার্য্যে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট ৪৷৷০ সুদে অনায়াসে ধার গ্রহণ করিতে পারেন এমন কি চারি টাকা সুদেও পাইতে পারেন। উক্ত টাকা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করিবেন। ইহা ব্যতীত আরো বিশিষ্ট উপায় নিকটেই রহিয়াছে। যথা—ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের হস্তেই, সর্ব্ব সাধারণের টাকা গচ্ছিত আছে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট, পোষ্টাল সার্টিফিকেটের অজুহাতে সর্ব্বসাধারণের টাকা গ্রহণ করিতেছে তাহার পরিমাণ ৫০।৬০ কোটী। এই টাকা এদেশীয় জন সাধারণের হিতকর ব্যবস্থায় ব্যয়িত হওয়া আবশ্যক। কারণ, এই টাকা যেমন আপামর সাধারণের সঞ্চিত অর্থ, ও তাহাদের কষ্ট সাধ্য শ্রমে অর্জ্জিত, তাহা তাহাদেরই আনুমঙ্গল হেতু ব্যয়িত হওয়া, সুসঙ্গত সুতরাং ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট এই কোষাগার হইতেই, এই টাকা সাধারণ প্রজাকুলের হিতকল্পে ব্যয় করিতে ন্যায়তঃ বাধ্য। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সমিতিরও এই কার্য্য সংসাধনে মনোযোগী হওয়া আবশ্যক তাহারাও এই বিষয়ে আইন্ প্রণয়ন পূর্ব্বক ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টকে ঋণদান ও ঋণ গ্রহণ ক্ষমতা অর্পন করিতে পারেন।

গোজাতির উন্নতিকল্পে, যেমন গোচারণ মাঠ অত্যাবশ্যক বিবিধ ঘাস উৎপাদন ব্যবস্থাও, ততোধিক আবশ্যক। বর্ত্তমান যুগে, পশুখাদ্য হেতু প্রত্যেক ইয়োরোপীয় দেশ বিবিধ ঘাস জন্মাইবার ও চাষ করিবার ব্যবস্থা আছে, এদেশে কৃষি বিভাগ, নানাবিধ অনুসন্ধান ও তত্ত্ব কৃষি বিভাগের পরীক্ষা ক্ষেত্রে সংগ্রহ করিতেছেন কিন্তু তাহা এখনও সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত ও গৃহীত হয় নাই।

যথা—ভূট্টা ও জোয়ার প্রায় সর্ব্বত্রই চাষ করিতে পারা যায়, তাহা অতি সহজেই অনেক পরিমাণ উৎপন্ন হয় তাহা পশুর পক্ষে খুব বলকারক খাদ্য—আমাদের পূর্ব্ববর্ণিত ভূখণ্ড গবর্ণমেণ্ট গ্রহন করিয়া তাহাতে বিবিধ পশু খাদ্যের চাষের ব্যবস্থা করাইতে পারেন; এই ভাবে ইহা প্রত্যেক গ্রামে প্রচারিত হইতে পারে তদ্দ্বারা চাষিগণ হাতে কলমে শিক্ষা লাভ করিবে এবং নিজ নিজ গো মহিষাদির উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হইবে। ভূট্টা জোয়ার ছাড়া জাপানী মিলেট, গিনি ঘাস প্রভৃতির চাষও পূর্ব্বোক্ত উপায়ে সর্ব্বত্র প্রচলিত হইতে পারে।

আমরা এ পর্য্যন্ত গবাদি পশুর উন্নতি হেতু তাহাদের গোচারণ মাঠ ও আহার্য্য উৎপাদন বা ব্যবস্থা বিষয়েই বলিয়াছি। এই বিষয়টী কেহ গবাদি পশুকুলের উন্নতি সাধন ও সমৃদ্ধি বর্দ্ধনের প্রধান উপায় বলিয়া গন্য করি।

গোজাতির উন্নতি বিষয়—দ্বিতীয় অবশ্য করনীয় ব্যবস্থা হচ্ছে। তাহাদের বংসবৃদ্ধি বা উৎপাদন প্রণালী বিষয়। বিদেশীয় সবলকায় ষাঁড়ের সংযোগে বঙ্গদেশীয় ক্ষীনকায় গাভীকুল ও সবলতর বংশ উৎপাদনে সক্ষম, কৃষি বিভাগ তাহারা ইহা প্রমানিত করিয়াছেন। এখন

বক্তব্য এই—ইহাও কৃষি বিভাগের একসপেরিমেণ্টাল ফার্ম্মে আবদ্ধ থাকিলে, সর্ব্বসাধারণের কোন উপকার সাধিত হইবে না।

আমাদের বক্তব্য—এই গো মহিষাদির উৎকৃষ্ট বংশ উৎপাদন বিষয়ও, ব্যয় সাপেক্ষ—বিশেষতঃ সেই প্রণালী—প্রত্যেক ইউনিয়ান প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক—প্রত্যেক ইউনিয়ান ৫।৭ কি ১০ টী সবলকায় ষাঁড় ও গাভী প্রভৃতি রাখিতে হইলে মূলধন আশুক হইবে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ৫।৬ কোটী টাকা মূলধন এক বঙ্গদেশে ব্যয়িত হইলে, পূর্ব্বোক্ত গোচারণ মাঠ ও ঘাস উৎপাদন কৃষিক্ষেত্র যেরূপ সহজ সাধ্য হইবে, সেই সঙ্গে সঙ্গে ঐ মূলধনের প্রতি ইউনিয়ানে গোজাতির বংশোন্নতি হেতু, ষাঁড়ের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। প্রত্যেক ষাঁড়ের উৎপাদিত গোশিশুর উপর আট আনা কি চারি আনা কর ধার্য্য করিলে ব্যয়িত মূলধন সুদে আসলে পরিশোধ হইতে পারে। এতাদৃশরূপে মূলধন করিয়া ইউনিয়ান বোর্ড দ্বারা যদি এই সমস্ত কার্য্য করনীয় বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়, তবে আমাদের বক্তব্য এই—প্রত্যেক ইউনিয়ান বোর্ড বা দশটী ইউনিয়ান বোর্ড একটী করিয়া সুশিক্ষিত বেতনভোগী সেক্রেটারি ও ট্রেজারার নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক। তিনি হন গবর্ণমেণ্টের অধীন হইবেন এবং আয় ব্যয় সম্বন্ধে, এবং কর আদায় প্রভৃতি সম্বন্ধে ইউনিয়ান বোর্ড দায়ী হইবেন এতাদৃশ প্রণালী অবলম্বন করিলে, অচিরে পল্লীউন্নতি সাধন ও সঙ্গে সঙ্গে সুসম্পন্ন হইবে।

চাটনী ও আচার প্রস্তুত।

আমাদের দেশে আম ও অন্যান্য সুখাদ্য ফলের অভাব নাই। সেগুলি বারো মাস খাইবার জন্য আবহমান কাল হইতে আচার প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে, দেখিতে পাইতেছি। পাশ্চাত্য দেশে আচারের চাহিদা (demand) খুব বেশী। সেখানে এদেশ হইতে ও সিঙ্গাপুর প্রভৃতি অঞ্চল হইতে কৌটায় বা বোতলে ভরিয়া আমের, আনারসের ও অন্যান্য ফলের আচার প্রস্তুত হইয়া চালান যাইতেছে। এই কারবারটী বেশ লাভ জনক। আমাদের এই বেকার সমস্যার দিনে সংঘবদ্ধ হইয়া যৌথ কারবার প্রণালীতে এই সব কারবারে হাত দিবার সময় আসিয়াছে। এই বিষয়ে দুই একটি কথা আজ আলোচনা করিব। বলা বাহুল্য ভাল সুপুষ্ট ফল হইলে আচার ভাল হয় ও বিলাত বেশ পাঠান যায়। অতএব কৃষির সহিত ইহার বিশেষ যোগ রহিয়াছে। ভাল আনারস ও আম, লীচু প্রভৃতি রোপন ও উৎপন্ন করিতে হইবে। যেমন তাহাই হচ্ছে পাশ্চাত্য দেশে যেখানে যেখানে এ ব্যবসায়টি লব্ধপ্রতিষ্ঠ সেখানকার খোঁজ খবর লইতে হইবে ও এদেশে যতটা সম্ভব পর ততটা তাহা অনুসরণ করিতে হইবে। আনারস আমাদের বঙ্গদেশে প্রচুর জন্মে ও বহু পরিমানে জন্মিতে পারে, তাহার সন্ধানেরও অভাব নাই। ইহার আচার প্রস্তুত করিয়া সিঙ্গাপুর অঞ্চলে অনেকে বেশ দুপয়সা রোজগার করিতেছে পাশ্চাত্য দেশে ইহার কাটতি খুব বেশী। আনারস বাগানে সুপুষ্ট হয় তাহার জন্য বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া যদি চাষ করা যায় তাহার মূল্য ও বেশী হইবেই এই সহজ কথাটা চাষী দিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। তাহার পর একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করিতে যে এই সব জিনিষ উহিত মূল্যে কিনিয়া কারবারী লোক দিগকে সাপ্লাই করিতে পারিবে। আচার ব্যবসায়ীগণ ও সমিতি উভয়ে এক যোগে একটি কোম্পানী স্থাপিত করিলে তাহার মূল্যবধনে চাটনী প্রস্তুত ব্যবসায়টি ও কৃষকগণ উভয়েই উপকৃত হইতে পারেন। এদেশে ও বিদেশে যাহাতে এই মাল কাটে তাহার জন্য ভাল জ্ঞানভাসায় নিযুক্ত করিতে হইবে। এইরূপ সংঘবদ্ধ হইলে বিচ্ছিন্ন ব্যবসার পরিবর্ত্তে কালে একটি বড় ব্যবসা গড়িয়া উঠিবে ও বেকার সমস্যার দিনে অনেকের অন্নের ব্যবস্থা হইবে। এ বিষয়ে আজ সামান্য একটু ইঙ্গিত করিলাম; বারান্তরে বিশদ বলিবার ইচ্ছা রহিল।



(১) **চায়ের খবর** (১৯২৭-২৮) সরকারী রিপোর্ট ১৯২৭-২৮ সালের চা রপ্তানির যে হিসাব বহির হইয়াছে তাহা এবং তৎপূর্ব্ব বৎসরের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

গন্তব্যস্থান	ইং ১৯২৬—২৭ সাল		ইং ১৯২৭—২৮ সাল	
	পাউণ্ড (ওজন)	লক্ষ (টাকা)	পাউণ্ড (ওজন)	লক্ষ (টাকা)
যুক্তরাজ্য বা বিলাত ...	১৭৭১৯৩৭১২	১৪৮৯৩৫	১৮৯৫৩০৬০৪	১৭৯৬'২৫
আমেরিকার যুক্তরাজ্য ...	৭৫৮৪২২৩	৬১'৫২	৮৬৪৬৭৩৪	৭১'৫৭
ক্যানাডা ...	১১৫২৬২৫০	৮৩'১২	৯২৮৬১৩৭	৬৯'৪৮
আফ্রিকা ...	৭৫২৪২৫৮	৬০'১০	৫৬৯২৮৭	৪৫'৮৭
রুস দেশ ...	১০০৯০০	'৮৮	৬৩৩২৮৬২	৩৪'২৪
চীন দেশ ...	৪৭১১৫৬	৪'১৫	৩৫৪২৬৮২	২৫'৩২
পারস্য দেশ ...	৫৫৩৫৫৪৬	৩৪'৮৮	৪০১২৩৩৫	২৪'৩৫
অষ্ট্রেলিয়া ...	৮৭৪৯৮৩৩	৬০'৮৭	৩০২৩০৮৮	২৩'৬৭
মেসোপটেমিয়া ...	৩৩৬৫৬৯০	২৪'৯৮	২১৫৩২৭৪	১৪'০৫
দক্ষিণ আমেরিকা ...	১৩২৩১১১	১০'৮৫	১০৯৩১২৯	৮'৯৬
জার্ম্মাণী ...	৪৪১৭৫৫	৩'৬৬	৩৭৮৯৪৭	২'৮৭
তুরস্ক (এসিয়া) ...	৫২৭৭৮৪	৪'৫০	১৬৪১২০	১'২৬
ফরাসী রাজ্য ...	১৪৪২৩২	১'০৩	১০০৮৮৬	'৮৪
অপরাপর দেশ সমূহ ...	৪৩৫০৭৭১	৩৫'৯০	৪০৭৯৮৬২	৩৪'৫৫
মোট ...	২২৮৮৩৯২২১	১৮৭৫'৯৭	২৩৮০৭৩৯৪৭	২১৫৩'২৮
গড়পড়তা প্রতি পাউণ্ড	তেরো আনা	এক পাই	চৌদ্দ আনা	পাঁচ পাই
হিসাবের দর ...	(১৯২৬—২৭)		(১৯২৭—২৮ সালে)	

ইহা ব্যতীত নীল চা (গ্রীন্‌টী) বিগত ১৯২৭-২৮ সালে ২০৮০ পাউণ্ড ·০২ লক্ষ টাকায় বিক্রী হইয়াছে। উক্ত তালিকা দৃষ্টে সম্যক বোধ হয় যে চায়ের ব্যবসার খবর ভাল।

গত বৎসর বেশ ভাল বাজার ছিল। অবশ্য ১৯২৬ সালের জুলাই মাসের শেষে যতটা চা উৎপন্ন হইয়াছিল তাহা অপেক্ষা ১৯২৭ সালে ঠিক এই সময় ১২½ মিলিয়ন পাউণ্ড চা কম উৎপন্ন হইয়াছে। তাহার কারণ জলবায়ুর অবস্থা ২৭ সালে ততটা অনুকূল ছিল না। কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে আগষ্ট মাস হইতে জলবায়ুর অবস্থা ফিরিতে থাকে এবং (অক্টোবরের কয়েকটা দিন বাদ দিলে) মোটের উপর তাহার পর সারা বৎসরে চা চাষের পক্ষে অনুকূল জল বায়ু থাকায় বৎসরের শেষে দেখা গেল যে ক্ষতি অনেকটা পূরণ হইয়া তৎপূর্ব্ববৎসর হইতে মাত্র তিন মিলিয়ন পাউণ্ড কম উৎপন্ন হইয়াছে। চায়ের রকম বা (ভাল মন্দ ধরণ বা উৎকর্ষতা) quality বেশী ভাল হইতে পারে নাই। তবে আমার কথা এই যে ভারতীয় চা বাগানের মালিকগণ আজ কাল নিকৃষ্ট চা উৎপন্নের পরিবর্ত্তে ভাল চায়ের চাষ ধরিয়াছেন।

চায়ের দর গত কয়েক বৎসরের তুলনায় ২৭ সালের প্রারম্ভে দর বেশ কম ছিল, কিন্তু চায়ের বাগানের কায় ফসলের খবর যখন আসিতে লাগিল তখন হইতে নীলামের বাজারও ভাল হইয়া আসিয়া জুলাই মাসে দর বেশ ভাল হইয়া উঠিল। নভেম্বর মাসে অক্টোবরের চা ফলনের সংবাদ কম খবর পাওয়াতে দর আবার বাড়িয়া গেল। ক্রমে বাজারে রাষ্ট্র হইল যে বিলাতে অনেক মাল জমা হইয়াছে ও বাজা প্রভৃতি অপরাপর দেশে প্রচুর চা জন্মাইয়াছে। তখন হইতে বাজার পড়িতে লাগিল ও বৎসরের শেষ অবধি দর নামিবার দিকেই রহিল।

কলিকাতা হইতে অপরাপর বিদেশে চা রপ্তানির হিসাব পূর্ব্ববর্ত্তী তালিকায় দেওয়া হইয়াছে। চট্টগ্রাম বন্দরের হিসাব ৭৩ মিলিয়ন হইতে ৭৭ মিলিয়ন পাউণ্ড বেশী হইয়াছে। কলিকাতা হইতে অপরাপর বিদেশ সমূহে একেবারে চা বাগান হইতে ২৭ সালে ও তৎপূর্ব্ববৎসর ১৫৩ মিলিয়ন পাউণ্ড চা চালান হইয়াছে। কলিকাতা বাজার হইতে ২৭ সালে ৮৫ মিলিয়ন পাউণ্ড ও তৎপূর্ব্ব বৎসরে ৭৫ মিলিয়ন পাউণ্ড বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। ভারতের উপকূলে বন্দরে বন্দরে চা চালান ৫·৭৩ মিলিয়ন পাউণ্ড হইতে ৬·৪৪ মিলিয়ন পাউণ্ড বৃদ্ধি পাইয়াছে পচা চায়ের রপ্তানিও ১·৪১ মিলিয়ন পাউণ্ড হইতে বাড়িয়া ৩·৯১ মিলিয়ন পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছে। আমেরিকা যুক্ত রাজ্যেই বেশীর ভাগ ঐ পচা চা রপ্তানি হয়। অপরাপর দেশে চায়ের বীজের চাহিদাও বেশ বাড়িয়াছে। পূর্ব্বেকার ২৫২ টন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩০৮ টনে পরিণত হইয়াছে। সুমাত্রা দেশে ১৭৪ টন, যাভাতে ৬৩ টন, জর্জ্জিয়া দেশে ২৬ টন ষ্ট্রেট্‌ সেটেলমেণ্টে ২২ টন পোর্ত্তুগিজ পূর্ব্ব আফ্রিকাতে ১৬ টন ও ইন্দোচীন রাজ্যে ৭ টন চা বীজের চালান গিয়াছে। বিদেশী বন্দর হইতে চা আমদানিও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১০৩১ লক্ষ টাকা হইতে ২২·৭২ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে।

চায়ের নীলামের বাজার।

গত ৭ জুন ১৯২৭ সাল হইতে ৭ই মার্চ্চ ১৯২৮ সাল এক বৎসরের মধ্যে মোট ৩৫টি সেল বা নীলামের বাজার বসিয়াছিল। ১৯২৬-২৭ সালে ১লা জুন ১৯২৬ হইতে ১৯২৭ সালের ১৫ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরে মোট ৩৮টি সেল হইয়াছিল। গুঁড়া ও অপকৃষ্ট নষ্ট

খারাপ চা বাদ দিয়া হিসাব ধরিলে মোট, ৮১৬৪৭১ বাক্স বিক্রী হইয়াছিল। দর গড় পড়তা প্রতি পাউণ্ডে ১৪ আনা দশ পাই হইয়াছিল। তৎপূর্ব্ব বৎসর ৮৫০৭২২ বাক্স বিক্রয় হইয়াছিল ও দর প্রতি পাউণ্ডে গড় পড়তায় বারো আনা তিন পাই ছিল। পাতা চায়ের দর থাকায় এবার গুঁড়া চায়েরও বাজার ভাল ছিল। গুঁড়া চা ১৪৯৩৫০ বাক্স হইতে ২৭ সালে বৃদ্ধি পাইয়া ১৬৯৪৫৪ বাক্সে পরিণত হইয়াছে। দরও ১০ আনা চারি পাই হইতে বাড়িয়া ১১ আনা চার পাইতে প্রতি পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছিল।

চা বিতরণ।

(বিক্রয়ের হিসাব)

পূর্ব্বের তালিকা দৃষ্টে স্পষ্ট বোধ হইবে কলিকাতা বন্দরের রপ্তানী চা বিলাতে শতকরা ৮০ ভাগ কাটে এবং ১২ মিলিয়ন পাউণ্ড বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু অপরাপর বিদেশে রুসদেশ ও চীনদেশ বাদে সর্ব্বত্র রপ্তানি কমিয়াছে। ভারত ব্যতীত অপরাপর দেশ হইতে বিলাতে চা আমদানী বৃদ্ধি পাইয়া ৪৯২ মিলিয়ন পাউণ্ড হইতে ৫৩৯ মিলিয়ন পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছে। অবশ্য ভারতীয় চায়েরও চাহিদা বেশ বাড়িতেছে এক্ষণে ২৭০ মিলিয়ন হইতে ৩০৫ মিলিয়ন পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছে। সিংহল দেশ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। ১৪০ মিলিয়ন হইতে ১৪৩ মিলিয়ন পাউণ্ডে পরিণত হইয়াছে। যাভা তাহার পর তৃতীয় স্থান পাইয়াছে। যাভা দেশ হইতে ৬৫ মিলিয়ন পাউণ্ড হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৭৬ মিলিয়ন পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছে। চীন দেশ হইতে আমদানী স্থির হইয়া সেই পূর্ব্বেকার মত ১৩ মিলিয়ন পাউণ্ডেই বর্ত্তমান আছে।

মোট সমগ্র বিলাতে চা আমদানী ৪০৯ মিলিয়ন পাউণ্ড হইতে ৪১৬ মিলিয়ন পাউণ্ডে বৃদ্ধি পাইয়াছে। যাভা চা সস্তার জন্য বাজারে আদর পাইতেছে। বিলাত হইতে অন্যান্য দেশে রপ্তানি ৮১ মিলিয়ন পাউণ্ড হইতে বাড়িয়া ৮৬ মিলিয়ন পাউণ্ডে বাড়িয়াছে।

চায়ের শ্রমিক সমস্যা।

শ্রমিক সমস্যা এবার ভালই বলিতে হইবে কারণ অনেক শ্রমিক এবৎসর সহজে পাওয়া গিয়াছিল। তবে ভিডয়েন গ্রাম বন্দর ও অপরাপর রেলওয়ে নূতন নূতন লাইন খুলিবার জন্য লোকজনের বিশেষতঃ কুলির আবশ্যকতা হওয়ায় চা বাগানের কুলি পাওয়া ক্রমশঃ পূর্ব্বাপেক্ষা কঠিন হইয়াছে।

চা বিক্রয়ের জন্য প্রচার যাহাতে চায়ের বিক্রী বাড়ে সেজন্য প্রচার করা আবশ্যক বোধে ভারতীয় চা কর সমিতি (Teacess Committee) নিখিল ভারতে প্রায় ৫½ লক্ষ ও আমেরিকা যুক্ত রাজ্যে চল্লিশ হাজার পাউণ্ড খরচ (এক পাউণ্ডে ১৫ টাকা প্রায় হয়) করিবার জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন উহা বিগত ১৯২৮-২৯ সালের জন্য ব্যয়িত হইবে। এতদ্ব্যতীত দশ হাজার পাউণ্ড ইউরোপীয় অপরাপর দেশের জন্য প্রচারার্থে মজুত রহিয়াছে। ভারতীয় চা কর সমিতির অনুরোধ মত ভারতীয় চায়ের আইন আগামী ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত বিস্তার রহিল।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং



বাগানের মাসিক কার্য্য।

ভাদ্র মাস।

কৃষিক্ষেত্র—যে সকল জমিতে শীতকালে ফসল করিতে হইবে, তাহাতে এই মাসে গোময়াদি সার প্রয়োগ করিয়া চষিয়া ঠিক করিয়া লইতে হইবে।

সারমিশ্রিত গামলা বা কাঠের বাক্সে কপি বীজ বপন করিয়া এই সময় চারা তৈয়ারী করিতে হয়। মৃত্তিকার সমপরিমাণ পাতাসার মিশ্রিত করিতে পারিলে ভাল হয়। জলদি ফসলের জন্য ইতি পূর্ব্বেই চারা প্রস্তুত হওয়া উচিত। আর একটি কথা এস্থলে বলা আবশ্যক যে, অধিক জমিতে চাষ করিতে গেলে বাক্সে বা গামলায় বীজ বপন করিয়া পোষায় না। উচ্চ জমিতে চারিদিকে আইল বাঁধিয়া বীজ বপন করিতে হয়। বীজতলা আবশ্যকমত হোগলা দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হয়। কোন কোন সুনিপুণ চাষী থেঁতো বাঁশের মাচান করিয়া তাহার উপর ৬।৮ ইঞ্চি পুরু মাটি ছড়াইয়া বীজ বপন করে।

অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র বিশিষ্ট বোমা বা বিচালিগুচ্ছের অগ্রভাগ দ্বারা বীজক্ষেত্রে জল ছিটাইতে হয়।

আশ্বিন কিম্বা কার্ত্তিক মাসে যাহাতে আলু বসাইবে, সে সকল জমিতেও এই সময় উত্তমরূপে চাষ দিতে হইবে ও সার ছিটাইতে হইবে।

শীতকালের জন্য লাউ, কুমড়া বীজ এই সময় বসাইবে। লাউ, কুমড়া বীজ ৪।৫ দিন হুকার জলে ভিজাইয়া বপন করিলে বীজগুলি পোকায় নষ্ট করিতে পারে না। ওল ও মানকচু তুলিবার এই সময়। এই সময় তাহারা খাইবার উপযুক্ত হয়।

এই মাসের প্রথমেই, উত্তর-পশ্চিম, বেহার প্রভৃতি স্থানে কপির চারা ক্ষেতে বসান শেষ হইয়া যাইবে। বাঙ্গালা প্রদেশে উহা এই মাসের শেষে আরম্ভ আরম্ভ হইবে। পাটনাই ফুলকপির চারা ক্ষেতে বসান এতদিন হইয়া যাওয়া উচিত।

সেলেরী (Celery), এসপারেগস (Asparagus) ও দুই এক জাতীয় টমাটোর (Tomato) চাষ এই সময় হওয়া উচিত।

লাউ, কুমড়া, শাঁকালু, বীট পাটনাই শালগম ও গাজর, নটে প্রভৃতি নানাপ্রকার শাক সব্জী, শসা প্রভৃতি দেশী সব্জী, তৈয়ার করিতে আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে।

মূলা, মটর প্রভৃতির জন্য জমিতে গোবর সার দিয়া ভাল করিয়া চষিয়া তৈয়ারি করিয়া রাখিতে হইবে।

ফলের বাগান—লিচু, লেবু প্রভৃতি ফলগাছের যাহাদের গুল কলম করিতে হইবে তাহাদের গুল কলম করা শেষ হইয়াছে, কিন্তু আম প্রভৃতির জোড়কলম বাঁধা এখন চলিতেছে।

বীজ নারীকেল হইতে চারা করিবার জন্য এই সময় মাটিতে বসাইতে হইবে।

যে সকল নারিকেল গাছ হইতে পাকিয়া ও শুকাইয়া আপনি পড়ে, তাহাদিগকে গলন নারিকেল কহে। একটী শীতল স্থানে কাদা করিয়া তাহাতে গলন নারিকেল এক পাশে হেলাইয়া বোঁটার দিক উপরে রাখিয়া বসাইতে হয় ও আবশ্যকমত জল সিঞ্চন করিতে হয়।

ফুলের বাগান—বালসম (Balsam), জিনিয়া (Zinner), কনভলভুউলিয়াস মেজর (Convolvulus Major), আইপোমিয়ান (Ipomea) প্রভৃতি ফুল গাছ তৈয়ার করিবার এই সময়। কতকগুলি জাপানি গিরি আসে সেগুলি জৈষ্ঠ, আষাঢ় মাসে বসান উচিৎ, কারণ সেগুলি বর্ষাতে ফুল ফুটিতে আরম্ভ হয় সেই সময় প্যান্সি এষ্টি, মিগ্নোনিট বীজ প্রভৃতি বপন করা উচিৎ।

সমালোচনা।

স্বাস্থ্য পুস্তক—গ্রন্থকার—শ্রীচুনীলাল বসু। প্রকাশক—বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী, ৭০ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

ইহা একখানি স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পুস্তক। পুস্তকখানির গ্রন্থকর্ত্তা বঙ্গের সর্ব্বত্র সর্ব্বজন পরিচিত। স্বাস্থ্যের উন্নতি কল্পে ইনি যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সুতরাং এ পুস্তক খানি পাকা হাতের পাকা লেখা। পুস্তকের প্রথমেই "সুস্থ ও সবল পুরুষের টনিকে কি আছে।" এই চিত্রটীর দ্বারায় যে কত উপদেশ দেওয়া আছে তাহা ঐ চিত্র না দেখিলে বুঝিতে পারা অসম্ভব। আমরা আশা করি এই অল্পমূল্যের স্বাস্থ্য বিষয়ক পুস্তকখানি বাঙ্গালীর প্রতি গৃহেই সাদরে স্থানলাভ করিবে।

হোমিওপ্যাথি পরিচালক—সম্পাদক—ডাঃ কে, কে, রায়, এম ডি (ক্যালিফোর্ণিয়া), পরিচালক ও সহকারী সম্পাদক ডাঃ অজিতশঙ্কর দে, এইচ, এম, বি। প্রকাশক—হোমিওপ্যাথি সার্ভিং সোসাইটী (ইণ্ডিয়া) ৫নং ভিক্টোরিয়া রোড, পোঃ বরাহনগর, কলিকাতা। বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ টাকা এবং প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা মাত্র।

ইহা একখানি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা সম্বন্ধীয় মাসিক পত্র। দ্বিতীয় বর্ষ ১ম সংখ্যা হইতে আমরা নিয়মিতভাবে পাইতেছি। মাসিক পত্রখানি কি ছাত্র, কি শিক্ষিক, কি গৃহস্থ সকলের উপযোগী করিয়াই সম্পাদিত হইতেছে। যাঁহারা হোমিওপ্যাথির চর্চ্চা করেন তাঁহাদের পক্ষে ইহার গ্রাহক হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়।

জীবনের আলো—সম্পাদক—শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকুমার বসু। ২৬নং ষষ্ঠীতলা রোড,

নারিকেলডাঙ্গা, কলিকাতা নির্ম্মলা সাহিত্যাশ্রম হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৲০ প্রতি সংখ্যা ।১০ সাড়ে চারি আনা।

ইহা একখানি নূতন ধরণের মাসিক পত্র। স্বাস্থ্য, কৃষি, জনন নীতি, শরীর চর্চ্চা, সাহিত্য ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় খ্যাতনামা লেখকগণ কর্ত্তৃক লিখিত হইতেছে। আমরা ইহার কয় সংখ্যা পাঠ করিয়া বাস্তবিকই অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। আশা করি এই মাসিক পত্রটী অল্পদিনের মধ্যেই দেশবাসীর অনুগ্রহ লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

গৃহস্থের বাগান—পুস্তিকা খানি পাইলাম উদ্দেশ্য বুঝিলাম যে কোন জিনিষ কখন লাগাইতে হইবে, কত সার কত বীজ কিছুই নাই। আমাদের মক্কী চাষ বিক্রয়াখিতা দেখিয়া কি লেখা? আমাদের সরল কৃষিকথা পুস্তকের বাংলায় উৎপন্ন ফসলের আয় ব্যয়ের তালিকাটী দেখিবেন প্রথমেই গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু ভদ্রতার অনুরোধে স্বীকারোক্তি করেন নাই বেমালুম B. S. S. League লিখিয়াছেন। যামিনী বাবু League এ যোগ দানের পূর্ব্বে ঐ পুস্তিকা কৃষক আফিস হইতে ছাপান। কৃষি কমিশনের পর হইতে যে নূতন নূতন কৃষি গ্রন্থকার হইবেন তাহা আমরা জানি এবং ১৯৩০ সালে কৃষি পাঠ্য পুস্তক হইলে আরো গ্রন্থকার দেখিব আশাকরি তবে আমাদের অনুরোধ যাহারা কৃষি শাস্ত্র অধ্যয়ণ করিয়াছেন এবং কৃষি কার্য্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নিযুক্ত আছেন তাহারাই যেন দেখেন। যাহা হউক গ্রন্থকার বিক্রয় জন্য আমাদের আফিসে রাখিতে পারেন—সহকারী সম্পাদক কৃষক

বৈকুণ্ঠপুর অবৈতনিক কৃষি শিল্প বিদ্যালয়।

দক্ষিণ গোবিন্দপুর, ২৪ পরগণা।

প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে কয়েকজন যুবকের চেষ্টায় বৈকুণ্ঠপুর নামক দরিদ্র কৃষক ও শ্রমিক প্রধান গ্রামে উক্ত অবৈতনিক কৃষি শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে ইহার ছাত্র সংখ্যা ৩৫ জন। তাহারা প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে চরকা কাটা, সহজ উপায়ে পাটের দড়ি পাকান শিক্ষা করিতেছে। এই বিদ্যালয় ইণ্ডিয়ান গার্ডেনি, এগ্রোসিয়েসনের লিমিটেডের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। অর্থের অভাব বশতঃ বিদ্যালয়ের শিক্ষা ক্ষেত্র তাদৃশ সম্প্রসারিত করা যায় নাই। ইহার উন্নতি কল্পে কিছু জমি, একখানি গৃহে, একটী টিউবওয়েল, এবং চরকা তাঁত ও অন্যান্য শিল্প যন্ত্রাদির একান্ত প্রয়োজন। এ জন্য এতদ্দারা জেলা বোর্ড এবং দেশের সদাশয় মহাপুরুষদিগের অনুগ্রহভিক্ষা করিতেছে। এই বিদ্যালয় যে বিশেষ শিক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করিতেছে তাহা "কৃষক" পত্রিকার গত আশ্বিন এবং অগ্রহায়ণ (১৩৩৪) সংখ্যায়—সম্পাদক মহাশয়ের প্রশংসা সমেত প্রকাশিত হইয়াছে। আজ কাল যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এদিকে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা এই শিক্ষার ধারাটী একবার পরিক্ষা করিয়া দেখিবেন।

বিনীত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাস

—কৃষকের পুরস্কার—

আজ অষ্টবিংশতি বর্ষ ধরিয়া যদিও আমরা 'কৃষক' পরিচালন করিয়া আসিতেছি তথাপি যাহাতে আরও বহুল প্রচার হয় এবং কৃষি কার্য্যে দেশের লোকের আগ্রহ জন্মায় তাহার জন্য ১৩৩৫ সালে যাঁহারা কৃষকের গ্রাহক হইবেন তাঁহাদিগের মধ্যে দশজনকে কতকগুলি পুরস্কার দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

১ম পুরস্কার—১টী জল তুলিবার পাম্প, (চাষাবাদের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী) ২য়—একটী কালটিভেটারী (ভূমি কর্ষণের হস্তচালিত যন্ত্র) ৩য়—১টী গাছে জল দিবার ঝারি বা বোমা। ৪র্থ—১টী জল দিবার পিতলের পিচকারী। ৫ম হইতে ৭ম—তিনটী তিন দফা ফল ও ফুলের কলম (২টা আম, ১টা লিচু, ১টা পাতি বা কাগজী নেবু, ১টা জামরুল, ১টা লাসনাহানা, ১টা বেলফুল, ১টা রজনীগন্ধা, ১টা কাঞ্চন, ২টা পাতাবাহার) ৮ম হইতে ৯ম—দুইটী দুই দফা কৃষি পুস্তক (কৃষি বিজ্ঞান ও রেশম বিজ্ঞান নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত) ১০ম—গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালের বীজ (লাউ, কুমড়া, ঢেড়স, শসা শাক ৩ প্রকার, চিচিঙ্গে, ধুন্দুল, ঝিঙ্গে, সীম, বেগুণ, ফুল বীজ জিনিয়া ও বালসমা।

এক্ষনে ভাবিয়া দেখুন উক্ত উপহারগুলি অভাবনীয় কিনা মাত্র ৩৲০ দিয়া কৃষকের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইলে ১ বৎসর কৃষকতো পাইবেনই, উপরন্তু ১টি না ১টি পুরস্কারও পাইতে পারেন। সুতরাং অদ্যই ৩৲০ মণিঅর্ডার করিয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন এবং দেশের ও দশের উপকারে সহানুভূতি প্রকাশ করুন।

তাজা বীজ

বাঁধাকপি, ফুলকপি, গ্যালগম বেগুন ইত্যাদি যাবতীয় দেশী ও বিলাতি বীজ সুলভ মূল্যে সর্ব্বদাই সরবরাহ করা হয়।

কৃষি পুস্তকাবলী

সব্জীচাষ—১৷৷০, কৃষি সহায় ৸০, আলু চাষ তুলা চাষ, কলা চাষ, বেণেতিবাগ প্রত্যেকটী ৵০ ইত্যাদি যাবতীয় কৃষিপুস্তক পাওয়া যায়।

সার — সার — সার

সুপার ফস্ফেট, বোনডাষ্ট, বোন মিল, রেড়ীর খৈল, নাইট্রেট সোডা ইত্যাদি যাবতীয় সার।

সাজের চারা

আম, জাম, লিচু, কলা, নেবু, নারিকেল, আঙ্গুর, তেজপাতা, কর্পূর, রবার, গোলাপ, বেলা, জুই, চন্দ্রমল্লিকা, চাঁপা, রজনীগন্ধা, ইত্যাদি যাবতীয় ফুল ও ফল গাছের কলম।

দি ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসান লিঃ

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসান লিঃ হইতে প্রকাশিত ও
১৬৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট চেরী প্রেস লিঃ হইতে মুদ্রিত।

পত্র লিখিবার সময় 'কৃষকে'র নামোল্লেখ করিবেন।

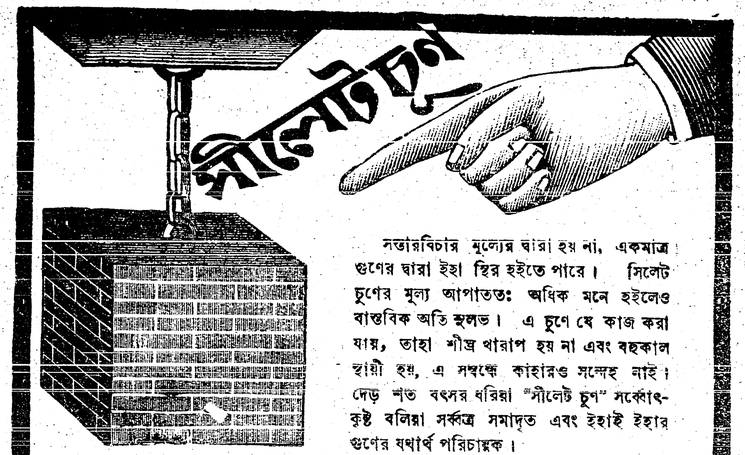

সীলেট চুণ

সওয়ারবিচার মূল্যের দ্বারা হয় না, একমাত্র গুণের দ্বারা ইহা স্থির হইতে পারে। সিলেট চুণের মূল্য আপাততঃ অধিক মনে হইলেও বাস্তবিক অতি সুলভ। এ চুণে যে কাজ করা যায়, তাহা শীঘ্র খারাপ হয় না এবং বহুকাল স্থায়ী হয়, এ সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই; দেড় শত বৎসর ধরিয়া "সীলেট চুণ" সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত এবং ইহাই ইহার গুণের যথার্থ পরিচায়ক।

সীলেট লাইম কোং লিমিটেড।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্—মেসার্স কিলবরণ এণ্ড কোং
২৫ নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

টাটকা

বীজ ! বীজ !! বীজ !!!

সকল রকম দেশী ও বিলাতি সব্জী ও ফুলের বীজ আমদানী হইয়াছে।

সত্বর হউন! সত্বর হউন!!

বিলম্বে হতাশ হইবার সম্ভাবনা।

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আসল

কলম চারা কলম।

বিলম্ব করিবেন না!

প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা একেবারেই নাই।

আসুন! আসুন!! আসুন!!!

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



কবিরাজ—নগেন্দ্র নাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ।

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড

কলিকাতা।

REGISTERED NO. C 193.

২৭শ বর্ষ] ভাদ্র, ১৩৩৫ সাল। [৫ম সংখ্যা

কৃষি, শিল্প ও বিজ্ঞান এবং বাণিজ্য বিষয়ক একমাত্র

মাসিক পত্র

কৃষক

OR

THE AGRICULTURIST

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেডের মুখপত্র।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সম্পাদক—শ্রীযামিনীরঞ্জন মজুমদার।

বার্ষিক ৩৲০ মূল্য প্রতি সংখ্যা ।৵০

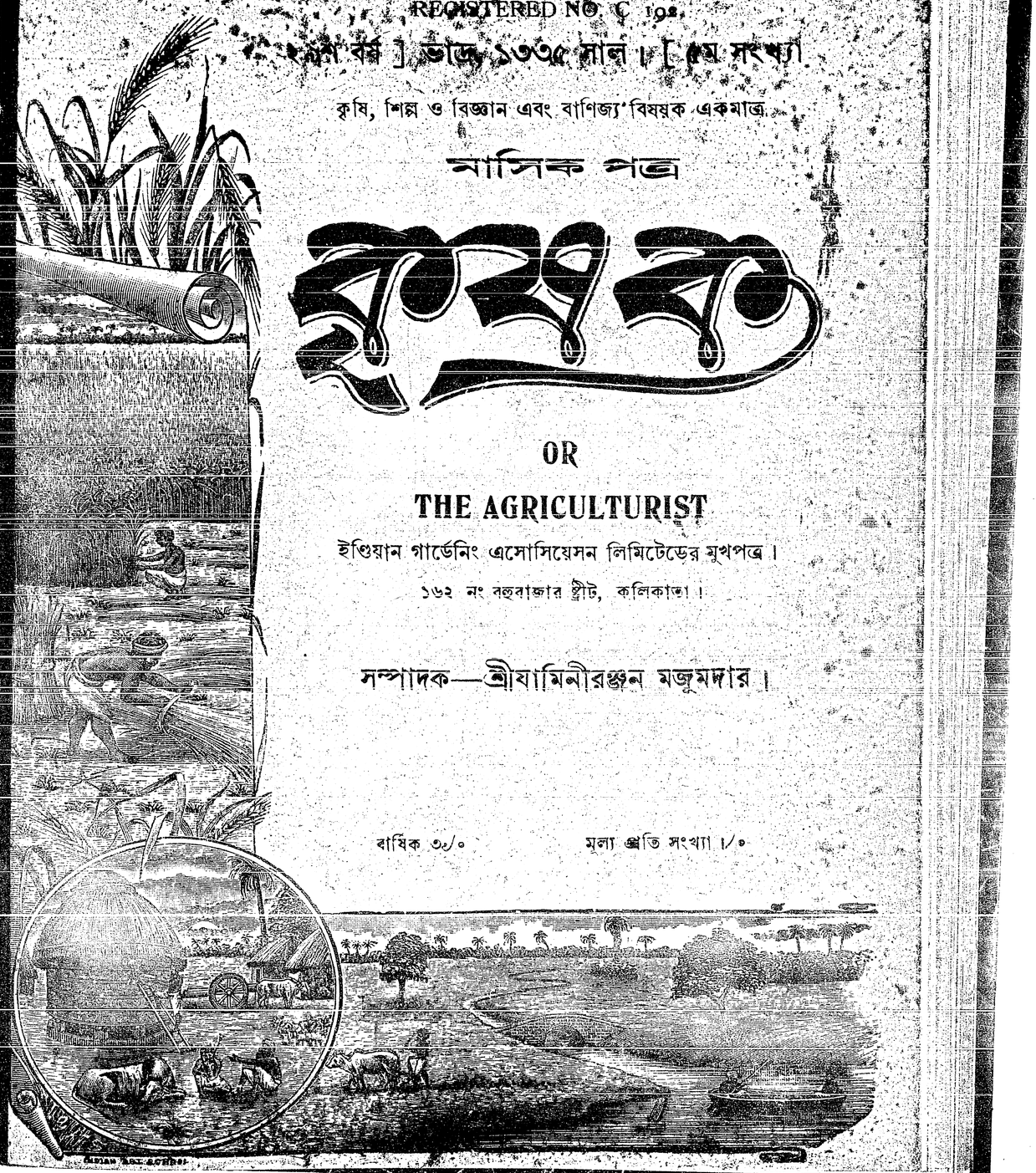

আখ মাড়াই কল।

(বলদ চালিত)

তিন রোলার যুক্ত।

আখ মাড়াই কল।

ইহাতে দুইটী সমান মাপের রোলার আছে। ৮ লম্বা × ৭ ব্যাস। আর একটী ছোট রোলার আছে ৬ × ৫, ইহার দ্বারা আখগুলি চিরিয়া ফেলা হয়; ফ্রেমটি শাল কাঠের, এবং উপরের ও নীচের বুসগুলি ঢালাই লৌহে প্রস্তুত। সম্পূর্ণ ওজন প্রায় ৭॥০ মণ।

আলাদা রোলার সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে।

'হাত' আখ মাড়াই কল

ইহাতে দুইটী ৮ × ৭ মাপেরও একটী ৬ × ৫ মাপের রোলার আছে। দাঁতগুলি মজবুত ও সম্পূর্ণ ঢাকা এবং ইচ্ছামত বদলান যায়। তৈলাধারগুলি এরূপভাবে প্রস্তুত যে রসের সহিত তৈল মিশিয়া যায় না।

সকল অংশই সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে।

আজই পত্র লিখিয়া অনুসন্ধান করুন।

Sales Department
HOWRAH.

BURN & Co. Ltd.

Howrah Iron Works
HOWRAH.

প্রকাশিত হইয়াছে! প্রকাশিত হইয়াছে!

আপনাদের চিরপরিচিত **কৃষি সহায়** বা Cultivator's guide প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি বিঘা কিরূপ চাষ, কত পরিমাণ সার ও বীজ দরকার বা কি পরিমাণ চারা প্রয়োজন তাহা সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ। ইহার আবশ্যকতা সম্বন্ধে প্রায় সকলেই অবগত আছেন। মূল্য ৸৹ আনা বাঁধাই—৸৵৹ মাত্র।

আসল! আসল!! আসল!!!

যাবতীয়

ফল ফুল পাম

কলম ও চারা

প্রতারিত হইবার আশঙ্কা নাই।

এই প্রকৃষ্ট সময় এই প্রকৃষ্ট সময়

বিলম্বে হতাশ হইবার সম্ভাবনা

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Cover Printed at the Sree Ram Press, 162, Bowbazar Street, Calcutta.

ফসফাটোল।

রক্ত পরিষ্কারক শক্তি ও মেধা বর্দ্ধক

নার্ভাফুড়। মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র

দেহের সার পদার্থ শোণিতকে পরিষ্কার করিয়া সতেজে প্রবাহিত করিতে কর্ম্মশ্রান্ত, ব্যাধিক্লান্ত নিস্তেজ পেশী সমূহকে সবল কার্য্যক্ষম করিতে ও স্নায়ু মণ্ডলীকে দৃঢ় সতেজ করিতে এই ঔষধ অদ্বিতীয়।

দীর্ঘকাল রোগ ভোগ, কষ্ট ভোগ, অতিরিক্ত পরিশ্রম ও মানসিক দুশ্চিন্তার ফলে শরীর ও মন যখন ক্লান্ত হইয়া পড়ে, কার্য্যে উৎসাহ থাকে না, জীবনটা দুর্ব্বহ বলিয়া মনে হয়, তখন একমাত্র ফসফাটোলই প্রকৃত বন্ধুর কাজ করিতে সমর্থ। ফস্‌ফাটোল দুর্ব্বলকে সবল করে, স্বাস্থাহীনের স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনে; বাল বৃদ্ধ যুবা প্রত্যেকের মস্তিষ্কের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিসমূহকে সতেজ করিয়া চিন্তাশক্তি ও ধারণাশক্তিকে পরিবর্দ্ধিত করে।

টেক্নো-কেমিকেল লেবোরেটরী এণ্ড ওয়ার্কস, লিমিটেড।

কোন্নগর, ই, আই, আর, কলিকাতার আফিস ১১নং ক্লাইভ রো।

"দন্তোল"

মুখের ঘা ও সর্ব্বপ্রকার দন্তরোগের মহৌষধ।

ইহা একবার মাত্র ব্যবহারে অসহ্য দাঁতের বেদনা মুহূর্ত্তে বিদূরিত হয়। মাড়ি ফুলা, দাঁতের গোড়া দিয়া রক্ত ও পূজ নিঃস্রাব, মুখের ঘা প্রভৃতি কষ্টদায়ক পীড়ায় ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। এই ঔষধ ব্যবহারে দাঁতের পীড়ার উপশম হয় নাই, এমন রোগী এ পর্য্যন্ত একটীও পাওয়া যায় নাই। বহুদিনের পুরাতন ব্যারাম হইলে কিছু দীর্ঘকাল ব্যবহার করিতে হয়। সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে দিনে একবার বা সপ্তাহে ৬।৪ বার সামান্য মাত্রায় ব্যবহার করিলে জীবনে দাঁতের পীড়ায় কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। ইহা নির্দ্দোষ ও উপকারী। কোনও কারণে গলাধঃকরণ হইয়া গেলেও অনিষ্ট হইবে না বরং পেটের পীড়ায় যথেষ্ট উপকার হইবে। মূল্য প্রতিশিশি ৸৹ আনা।

টেক্নো-কেমিকেল লেবরেটরী এণ্ড ওয়ার্কস, লিমিটেড।

কোন্নগর, ই, আই, আর।

কলিকাতা আফিস—১১নং ক্লাইভ রো।

পল্লীমঙ্গল সমিতির মাসিকপত্র

গৃহস্থ-মঙ্গল।

সম্পাদক—শ্রীঅশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়।

অফিস—৬৯ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট।

মূল্য বার্ষিক ৩॥০ প্রতি সংখ্যা ।/০ আনা।

বর্ত্তমান ১৩৩৫ সালে, দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হইল। গৃহস্থের উপযোগী করিয়া প্রতি মাসেই ইহা নিয়মিত বাহির হইতেছে। ইহাতে টোটকা চিকিৎসা, হোমিওপ্যাথি, এলোপাথি, কবিরাজী, কৃষি, বাণিজ্য বিষয়ক ইত্যাদি যাবতীয় প্রবন্ধাদি সুচিন্তিত লেখকগণ কর্ত্তৃক লিখিত হইতেছে। ইহার প্রত্যেক পত্রই বহুমূল্য উপদেশে পূর্ণ থাকে। অদ্যই গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন এবং উপকৃত হউন।

প্রবোধচন্দ্র দের কৃষি পুস্তকাবলী।

Potato Culture	॥০
কৃষিক্ষেত্র	১॥০
সব্জীবাগ	১॥০
ফলকর	১৲
মালঞ্চ	১॥০
আয়ুর্ব্বেদীয় চা	।০
মৃত্তিকা তত্ত্ব	১॥০
গোলাপ বাড়ী	১৲
কার্পাস কথা	॥০
ভূমি কর্ষণ	।৵০
উদ্ভিদ খাদ্য	॥০
উদ্ভিদ জীবন	॥০
সাহিত্য, বিজ্ঞান, কৃষি	।০
প্রাকৃতির সামঞ্জস্যে উদ্ভিদের স্থান	।০
ভারতীয় অর্থশাস্ত্র	।০

যাঁহারা গল্প ও উপন্যাস পড়িতে ভালবাসেন এতদিনে তাঁহাদের জন্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক ঔপন্যাসিক ও চিত্রশিল্পিগণের একত্র সমাবেশ করিয়া বিরাট আয়োজনে, বহু অর্থ ব্যয় করিয়া

মাসিক গল্পগুচ্ছ।

প্রকাশ করা হইল। কাগজের আকার—ভারতবর্ষ, মাসিক বসুমতী বা প্রবাসীর ন্যায়। প্রতি সংখ্যা ।/০, আনা, বার্ষিক ৩॥০ আনা। নমুনার জন্য ।৵০ ডাক টিকিট পাঠাইবেন।

কার্য্যালয়, ৬৯, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুরভিনা

এক আনার ডাক টিকিট

সুরমার সৌভাগ্য !

নহিলে, এত তৈল থাকিতে শুধু সুরমারই এত নাম ডাক, এত আদর কেন? সকলের মুখেই শুনিতে পাই,—"সুরমা বড় সুন্দর টল টলে, ব্যবহারে কখনও চুল চটচটে হয় না, অথচ ইহা নারিকেল তৈলে বা "মিনাল" তৈলে প্রস্তুত নহে। বিশুদ্ধ কৃষ্ণ তিল তৈল ইহার মূল উপাদান। সুরমার সুবাস মধুর, স্নিগ্ধ এবং বহুক্ষণ স্থায়ী। তাজা ফুলের মত এমন টাটকা সৌরভ আর কোন তৈলে নাই। সুরমার গুণও অনেক। ইহা চুলের উপকারী, মাথার উপকারী, স্বাস্থ্যেরও বিশেষ হিতকর। সুরমা মাখিলে সত্য সত্যই চুলের শোভা বাড়ে। মাথার খুস্কি, মরামাস, টাক, চুলপড়া ও অসময়ে পাকা প্রভৃতি দোষ অতি শীঘ্র নিবারিত হয়। মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে সুরমাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এত ভাল তৈলের দামও আশ্চর্য্য সস্তা। ৸০ আনা দামের একটী শিশিতে অন্যান্য তৈলের দ্বিগুণ তৈল থাকে। ডাকে লইতে ৵০ আনা মাশুল লাগে দশের কথায় যদি আপনার বিশ্বাস না হয়, তবে ৵০ আনার টিকিট পাঠাইয়া সুরমার নমুনা পরীক্ষা করুন। সেই সঙ্গে একখানি নূতন পঞ্জিকাও বিনামূল্যে পাইবেন।

বড় এক শিশির মূল্য	৸০ বার আনা মাত্র।
মাশুলাদি খরচ	৷৵০ নয় আনা।
একত্র তিন শিশির মূল্য	২৲ দুই টাকা।
ডাকমাশুলাদি	১৷৵০ এক টাকা নয় আনা



পাঠাইয়া, "সুরমার" নমুনা পরীক্ষা করিবেন।

বড় এক শিশির মূল্য	৸০ বার আনা মাত্র।
মাশুলাদি খরচ	৷৵০ এগার আনা।
একত্র তিন শিশি মূল্য	২৲ দুই টাকা।
ডাকমাশুলাদি	১৷৵০ এক টাকা পাঁচ আনা।

অশোকাসব।

অশোকগাছ স্ত্রীরোগ নিবারণের প্রধান ও প্রসিদ্ধ ঔষধ সেই অশোক ছাল, ওলটকম্বল প্রভৃতি কতিপয় বাছা বাছা স্ত্রীরোগ নাশক ঔষধ দ্বারা এই অশোকাসব প্রস্তুত হইয়াছে। ঋতুকালে অল্প বা অধিক রজঃস্রাব, তলপেটে ও কোমরে বেদনা, শিরঃপীড়া, সর্ব্বদা শ্বেত, পীত বা রক্তবর্ণের অল্প অল্প স্রাব এবং রজোরোধ ও মৃতবৎসা প্রভৃতি দারুণ স্ত্রীরোগ সমূহ এই ঔষধ দ্বারা শীঘ্র নিবারিত হয়। এই ঔষধের প্রধান সুবিধা এই যে, কোন অবস্থাতেই ইহা সেবনের জন্য চিকিৎসকদের পরামর্শ প্রয়োজন হয় না। স্ত্রীলোকেরা নিজে নিজেই পূর্ব্বোক্ত রোগ সমূহের জন্য এই ঔষধ নির্চ্চাচন করিয়া নির্ভয়ে সেবন করিতে পারেন। গর্ভাবস্থাতেও ইহা সেবন করিতে কোন ভয়ের কারণ নাই।

এক শিশি ঔষধের মূল্য	১৷৷০ দেড় টাকা।
ডাকমাশুলাদি	৷৵০ নয় আনা।

লোম সংহার

আমাদের এই **লোমসংহার** চূর্ণ এমন কয়েকটী বিশেষ উপাদানে প্রস্তুত হইয়াছে যে ইহাতে কেশের অনিষ্টকর কোনপ্রকার পদার্থ নাই। লোমযুক্ত স্থানসমূহে ধীরে ধীরে লাগাইয়া দিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে কেশমূল শিথিল হইয়া সেই স্থান পরিষ্কার হইয়া যায়। গাল প্রভৃতি কোমল স্থানে ইহা নির্ব্বিঘ্নে ব্যবহার করা যাইতে পারে। বাজারের বাজে চূর্ণাদি দ্বারা সময়ে সময়ে শরীরের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, আমাদের "লোমসংহার" চূর্ণ ব্যবহারে সেরূপ কোন ভয়ের কারণ নাই।

প্রতি শিশি মূল্য	৷৷০ আট আনা।
মাশুলাদি খরচ	৵০ তিন আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, বাসব অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভী এবং সকল প্রকার জাতির ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভ দরে বিক্রয় করিতেছি।

এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগীগণ স্ব স্ব রোগ বিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্ন সহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থাও পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধআনার ডাক টিকিট পাঠাইবেন।

শ্রীশক্তিপদ সেনগুপ্ত কবিরাজ
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়
১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, টেরিটী বাজার কলিকাতা

মাসিক ১০০৲ টাকা উপায়।

যদি জীবিকা-উপার্জ্জন স্বাধীনভাবে করিতে শিখিতে চাহেন তাহা হইলে চিকিৎসা, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক "স্বাধীন উপায়" মাসিক পত্রিকা ৩৷০ মূল্যে লউন। প্রতি সংখ্যা ।৵০ আনা। পত্র পাইলে গ্রাহকদিগকে ১ম সংখ্যা বিনামূল্যে ও বিনা মাশুলে পাঠান হয়। ঠিকানা সম্পাদক ডাক্তার শ্রীমানিক লাল আচার্য্য এল, এম, পি, মোহানিয়া পোঃ, জেলা আরা।

সচিত্র বাঙ্গালা মাসিক পত্র

"স্বভাবের পথে"

৺রাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বি, এল্ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত এবং শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত স্বভাব-চিকিৎসা অর্থাৎ মাটী, জল, উত্তাপ, হওয়া ও শূন্যের সাহায্যে যাবতীয় রোগের চিকিৎসা বিষয়ক প্রবন্ধ, রোগীর বিবরণ, রোগী বিশেষের ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় প্রশ্নোত্তর, লুইকুনে, ম্যাকফ্যাডেন, প্রভৃতি বিখ্যাত স্বভাব চিকিৎসকগণের লিখিত মূল্যবান পুস্তকের বাঙ্গালা অনুবাদ ইত্যাদি গত বৈশাখ ১৩৩৪ হইতে প্রকাশিত হইতেছে। সডাক বার্ষিক মূল্য ২।০, প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা।

গ্রাহক হইবার জন্য আজই পত্র লিখুন।

জলচিকিৎসা সম্বন্ধীয় যাবতীয় পুস্তক আমাদের নিকট পাওয়া যায়। ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

কার্য্যাধ্যক্ষ, "স্বভাবের পথে"
২০এ কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বিজ্ঞান।

এই অগ্রহায়ণে দ্বিতীয় বর্ষে নব কলেবরে দেখা দিয়াছে আয়ুর্ব্বেদ আর্য্য চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক একমাত্র মাসিক পত্র। কলিকাতা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও অধ্যাপক "আয়ুর্ব্বেদের" সেই প্রসিদ্ধ সম্পাদক কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন কবিরঞ্জন ইহার সম্পাদক। গত ১৩৩০ সালের অগ্রহায়ণ হইতে নিয়মিত বাহির হইতেছে। এই পত্রিকায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী এম-এ, এল-এম-এস, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার কাব্যতীর্থ প্রভৃতি কবিরাজ এবং রায়বাহাদুর ডাঃ শ্রীচুনীলাল বসু সি-আই-ই, ডাঃ শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস এম-বি, ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-ডি, প্রভৃতি ডাক্তারগণ নিয়মিত লিখিয়া থাকেন। এরূপ শ্রেণীর পত্রিকা ইহা ভিন্ন আর নাই। বার্ষিক মূল্য—৩৷৵০। নমুনা সংখ্যা ।০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এ,
ম্যানেজার আয়ুর্ব্বিজ্ঞান। ১নং তেলিপাড়া লেন, কলিকাতা।

সোনার বাংলা

সম্পাদক { শ্রীবিপিন চন্দ্র পাল
শ্রীগোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাদুর।

ঠিকানা—১।২এ প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য—ডাকমাশুল সমেত ২।৵০ দুই টাকা ছয় আনা।

প্রতি সংখ্যা ৵০ ভিঃ পিতে ।৵০।

কেন্দ্রীয় ম্যালেরিয়া নিবারণী সমবায় সমিতি (Central Co-operative antimalaria Society) এবং বঙ্গীয় উদ্যান-কৃষক সমবায় সমিতি (Bengal Co-operative Home crofters Association এই দুই সমিতির মুখপত্র পল্লীর উন্নতি বিষয়ক সকল প্রকার প্রবন্ধ ও বিবরণী ইহাতে ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হয়।

তৃতীয় বর্ষ চলিতেছে। দ্বিতীয় বর্ষের মাত্র কয়েক খণ্ড অবশিষ্ট আছে।

"বৌদ্ধবাণী"

(ব্রহ্মদেশে প্রকাশিত একমাত্র বাঙ্গলা মাসিক)

সম্পাদক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বড়ুয়া।

কার্ত্তিক মাস হইতে দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। ব্রহ্ম-প্রবাসী বাঙ্গালীদের দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখের কাহিনী, শস্য-শ্যামল ব্রহ্মদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও স্বর্ণপেগোডার অপূর্ব্ব শোভা **বৌদ্ধবাণীর** ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সাম্প্রদায়িক বিষাক্ত আবহাওয়া হইতে দূরে থাকিয়া সাম্যমৈত্রীর প্রচার করাই ইহার একমাত্র কাম্য। আজই গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন।

ব্রহ্ম প্রবাসী প্রায় তিনলক্ষ বাঙ্গালীদের ঘরে ঘরে আপন **পণ্যদ্রব্যের বিবরণ** পাঠাইতে হইলে আজই চিঠি লিখিয়া বিজ্ঞাপনের হার জ্ঞাত হউন।

ম্যানেজার—"বৌদ্ধবাণী"।
৮৪ নং ডালহৌসী ষ্ট্রীট,
পোষ্ট বক্সনং ৪০৬,
রেঙ্গুন।

বার্ষিক মূল্য—৩৲ টাকা
প্রতি সংখ্যা।০ চারি আনা।

বিজ্ঞাপন।

পল্লীবাসীর মুখপত্র। পল্লীসেবক সাপ্তাহিক।

"পল্লীমঙ্গল"

পল্লীবাসীগণের সুখদুঃখের কাহিনী লইয়া প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। ইহাতে কৃষি, শিল্প বাণিজ্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রবন্ধ দেশবিদেশের বিবিধবার্ত্তা ও পল্লীকথা পাটের সংবাদ প্রভৃতি রীতিমত প্রকাশিত হইয়া থাকে।

আচার্য্য স্যর প্রফুল্ল চন্দ্র রায় দয়া করিয়া লিখিয়াছেন—"ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি "পল্লীমঙ্গল" শ্রমিকগণের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলের সহায় হইয়া নামের সার্থকতা সম্পাদন করুক। এই পত্রিকাকে সাদরে গ্রহণ করিতে আমি জন সাধারণকে অনুরোধ করিতেছি।"

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।
বিজ্ঞাপনের হার চিঠিতে জ্ঞাতব্য।

কার্য্যাধ্যক্ষ—"পল্লীমঙ্গল"।
পোঃ নারায়ণগঞ্জ (ঢাকা।

এই পূজার বাজারে যদি আপনি
ডাঃ জে. এল. বিশ্বাসের
পপুলার কোকোনাট অয়েল
মাখিয়া স্নান করেন, তাহা হইলে আর আপনাকে অন্য কোন সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করিতে হইবে না। ইহার মধুর গন্ধ আপনাকে ও আপনার বন্ধু বান্ধবকে প্রচুর আনন্দ দান করিবে। **মাথার যাবতীয় রোগ দূর করিতেও এই তৈল আপনাকে যথেষ্ট সাহায্য করিবে।** অদ্যই এক শিশি আনাইয়া পরীক্ষা করুন। মূল্য অতি সামান্য—১ শিশি ।০ ২ শিশি ।৶০। ১ শিশি প্রায় দুই সপ্তাহ চলিবে।

প্রাপ্তিস্থান—ডায়মণ্ড হোমিও সাধনাশ্রম।
২, শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট, (নেবুতলা—ঈশ্বরভবন)
কলিকাতা।
পত্র লিখিলে অন্যান্য দ্রব্যের তালিকা বিনামূল্যে পাঠানো হয়।

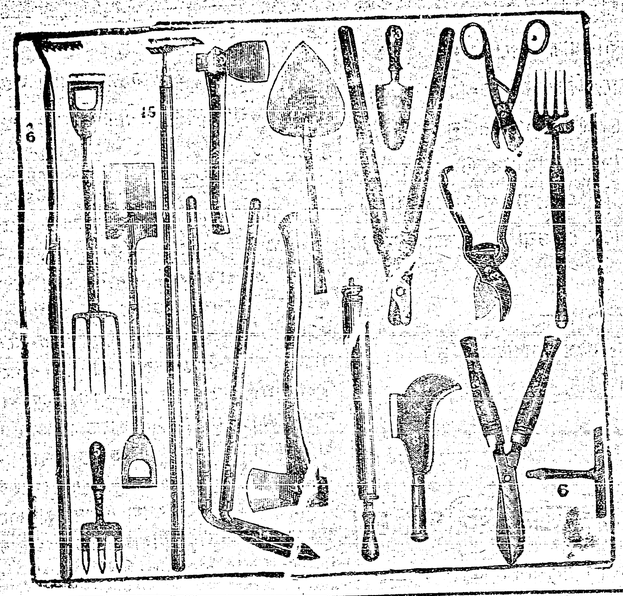

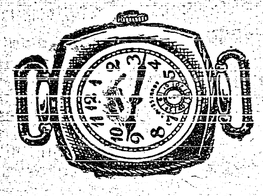

চশমা।

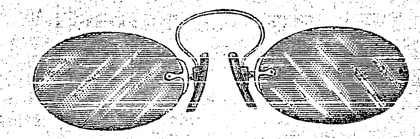

চশমা।

আমরা সকল রকম চশমা সুলভ মূল্যে সরবরাহ করিয়া থাকি। যাবতীয় ফ্রেম আমাদের দোকানে পাইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ঘড়ি।

ঘড়ি।

সস্তায় যদি ঘড়ি ক্রয় করিতে চান একবার আমাদের দোকানে পরীক্ষা করুন। দাম সস্তা! মজবুত ও সুন্দর সময়-রক্ষক। প্রতারিত হইবার কোন আশঙ্কা নাই।

নিপন এণ্ড কোং
৪১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মাণ্টন এণ্ড কোং।

১৩ ওল্ডকোর্ট হাউস্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

জমিদার ও শিকারীগণের

সুপরিচিত।

বন্দুক, রাইফেল, রিভলভার, টোটা, বারুদ ছররা প্রভৃতি ক্রয় করিবার পূর্ব্বে একবার বিখ্যাত বন্দুক বিক্রেতা ম্যাণ্টন এণ্ড কোংর অফিসে অনুসন্ধান করুন।

ম্যাণ্টন এণ্ড কোং

১৩নং ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পানের সার।

Betel-tone

আজ পাঁচ বৎসর হইল একরূপ সর্ব্বনাশী পোকা পান নির্ম্মূল করিয়া বারুজীবি বৈশ্য জাতির সর্ব্বনশ করিতেছে। তাহারা পান লতা মাটী ইত্যাদি বঙ্গীয় কৃষি বিভাগে পাঠাইয়া কোন ফল না পাইয়া, বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর কৃষি বিষেষজ্ঞ ডক্টর শ্রীযুত যামিনী রঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের নিকট উপনীত হইলে তিনি উক্ত কীটের জীবাণু লতা, পান, মৃত্তিকা বিশ্লেষণ করিয়া তাহার নিদান স্বরূপ এক অদ্ভুত ঔসধ বা সার আবিষ্কার করিয়া সমাজের বিশেষ উপকার সাধন করিবেন। উক্ত সারের নামে Betel tone (বীট্‌ল টোন) ব্যবহার বিধি সারের সহিত দেওয়া হয়। এক বিঘা জমীতে পান তয়ার করিতে ২০৲ মূল্যের সারের প্রয়োজন। ইহাতে পান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, পোকা ধরে না, বড় দীর্ঘ স্থায়ী হয়। বাঙ্গলার বারুজীবি যুবকদের আর নিরর্থক বিঘা প্রতি ৪০ মণ সরিষার খইল ব্যবহার করিতে হইবে না।

পাইবার ঠিকানা—

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড

১৬২নং বহুবাজার কলিকাতা।

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

কলিকাতা প্রধান আপিস।

৩নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড

স্থানীয় শাখাসমূহ।

বড়বাজার শাখা—১৯৫ নং হ্যারিসন রোড

ক্লাইভ ষ্ট্রীট শাখা—৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট

পার্ক ষ্ট্রীট শাখা—৪৮ নং পার্ক ষ্ট্রীট।

সেভিংস ব্যাঙ্ক

ডিপজিট বা জমা।

১লা জানুয়ারা হইতে ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে এক বৎসরে মোটের মাথায় ৫০০০৲ পর্য্যন্ত জমা দেওয়া যাইতে পারে। দুই বা ততোধিক লোকের নামেও একাউণ্ট খোলা যায় এবং জমা টাকা একজন বা ততোধিক জনকে কিম্বা তাঁহাদের মধ্যে জীবিত একজন বা ততোধিক জনকে দিবার ব্যস্থাও করা যায়।

টাকা তুলিয়া লওয়া।

যে কোন সময়ে টাকা তুলিয়া লইতে পারা যায়। তবে সপ্তাহে একবারের বেশী টাকা তোলা যায় না।

যে সহরে একাউণ্ট থাকে সেই সহরে বাস না করিলে ডাকযোগে টাকা জমা দেওয়া অথবা টাকা তুলিয়া লওয়া যায়। বিনা খরচে ব্যাঙ্কের অন্য কোন আফিসে একাউণ্ট বহন করিয়া লওয়া যায়।

স্পেশাল ডিপজিট একাউণ্ট।

যখন জমা টাকা ১০০০০৲ দশ হাজারে গিয়া পৌছায় জমাকারী সেই সময়ে সমস্ত টাকা অথবা দুই হাজার, চারি হাজার, ছয় হাজার অথবা আট হাজার টাকা স্পেশ্যাল সেভিংস্ ব্যাঙ্কে ডিপজিট একাউণ্টে রাখিতে পারেন তবে এই টাকা তুলিতে গেলে তিন মাস পূর্ব্বে জানাইতে হয়।

সুদ।

সাধারণ সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্টে মাসিক জমা টাকার উপর, যাহা ১০ হাজারের অধিক হইবে না, বার্ষিক শতকরা চার টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। স্পেশ্যাল সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্টে দৈনিক জমা টাকার উপর বার্ষিক শতকরা চারি টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হইয়া থাকে।

ব্যাঙ্ক স্কে রিলে নিয়মাবলী যায়।

ভাদ্র সূচীপত্র ৫ম সংখ্যা

বিষয়	লেখক		পৃষ্ঠা
১। ফসলের খাদ্য	সম্পাদক		১৫৩
২। গোজাতি	শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার	...	১৫৫
৩। কৃষি কমিশনের রিপোর্ট	...	...	১৫৯
৪। কৃষকের দেনা	শ্রীসুধীন্দ্র কুমার ভৌমিক	...	১৬৩
৫। সভ্যতার মূল্য	শ্রীপাঁচুগোপাল দাঁ	...	১৬৪
৬। কৃষি সমবায়	শ্রীসন্তোষ বিহারী বসু	...	১৬৯
৭। ভুলের পথে (উপন্যাস)	শ্রীজহরলাল বিশ্বাস	...	১৭৪
৮। লাউ চাষ	শ্রীরেবতী মোহন দাস	...	১৭৭
৯। মানকচু	শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাস	...	১৭৯
১০। পত্রাদি	...	...	১৮২
১১। জীবন রক্ষার্থে নাইট্রি ফাইং	শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায়	...	১৮৩
১২। কৃষি সন্ধান	...	...	১৮৬
১৩। সংগ্রহ	...	...	১৮৭
১৪। বাগানের মাসিক কার্য্য	...	...	১৯১
১৫। সৎকথা	...	...	১৫৮, ১৬৮,
১৬। জানবার জিনিষ	...	...	১৭৩
১৭। গৃহস্থের খুঁটিনাটী	...	..	১৭৬
১৮। মুষ্টিযোগ	...	...	১৭৮

আলু বীজ আলু বীজ

আলু বসাইবার আগত সময়। নৈনিতাল, গৌহাটি, দারজিলিং, দেশী, টুকরী ইত্যাদি যাবতীয় আলুর আসল বীজ আমরা সুলভ মূল্যে সরবরাহ করিয়া থাকি। শীঘ্র আপনার অর্ডার পাঠান। বিলম্বে হতাশ হইবার সম্ভাবনা।

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসান লিমিটেড

১৬২, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কৃষক

২৯শ খণ্ড } ভাদ্র, ১৩৩৫ সাল { ৫ম সংখ্যা

ফসলের খাদ্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যবক্ষারজান প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করিলে হাড়ের গুঁড়া প্রয়োগ করিতে নাই। যদি করিতে হয় তাহা হইলে অধিক পরিমাণে ব্যবহার না করিলে সোরা বা গোবর সারের ন্যায় ফল পাওয়া যায় না। গন্ধক-দ্রাবক (Sulphuric acid) দ্বারা হাড়ের গুঁড়া দ্রব করিয়া লইয়া ব্যবহার করিলে আশু ফল পাওয়া যায়। ফস্ফরাস্ প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করিলে হাড়ের গুঁড়ার ব্যবহার করা যাইতে পারে। হাড়ের গুঁড়া যদি না পাওয়া যায় তাহা হইলে হাড় দগ্ধ করিয়া লইয়া ভস্ম জমিতে ছিটাইয়া দিতে হয়।

যবক্ষারজান-প্রদ সার—যবক্ষারজান প্রয়োগ করিতে হইলে যে যে সামগ্রী ব্যবহার করা যাইতে পারে তাহাদের মধ্যে শতকরা হিসাবে যে পরিমাণ সার-ভাগ সকল বিদ্যমান আছে তাহার একটী তালিকা দেওয়া গেল।—

(১) সাল্‌ফেট্-অব্-এমোনিয়াতে—শতকরা হিসাবে ২০ ভাগ যবক্ষারজান থাকে।

(২) সোডিয়াম্ নাইট্রেট ... ... ১৫।১৬ ,, ,,

(৩) এদেশীয় ময়লা সোরাতে যবক্ষারজানের ভাগ শতকরা ২ হইতে ১৩ ভাগ পর্য্যন্ত এবং ৭ হইতে ৪০ ভাগ পর্য্যন্ত পটাশের ভাগ থাকিতে পারে। খাঁটি সোরাতে ১৪ ভাগ যবক্ষারজান ও ৩৯ ভাগ পটাশ থাকে।

(৪) মৎস্যে (শুঁট্‌কি মাছে) শতকরা ৬।৭ ভাগ যবক্ষারজান, ৬ ভাগ ফস্ফরিকাম্ল-সার ও এক ভাগের কিছু কম পটাশ্ থাকে।

(৫) রেড়ির খোলে শতকরা ৬ হইতে ৮ ভাগ যবক্ষারজান, ২ হইতে ৩½ ভাগ ফস্ফরিকাম্ল এবং ২ ভাগ পটাশ্ থাকে।

(৬) খোসা ছাড়ান কার্পাসের বীজের খোলে ৬।৭ ভাগ যবক্ষারজান ও ৩।৪ ভাগ ফস্ফরিকাম্ল থাকে।

(৭) সর্ষপখোলে ৫½ ভাগ যবক্ষারজান ও ২।৩ ভাগ ফস্ফরিকাম্ল থাকে।

(৮) মসিনার খোলে ৪½ বা ৫ ভাগ যবক্ষারজান ও ১½ হইতে ৩ ভাগ ফস্ফরিকাম্ল থাকে।

(৯) পোস্তো-দানার খোলে ৭ ভাগ যবক্ষারজান ও ৩ ভাগ ফস্ফরিকাম্ল থাকে।

(১০) চীনাবাদামের খোলে ৭½ ভাগ যবক্ষারজান ১ ভাগ ফস্ফরিকাম্ল ও ½ ভাগ পটাশ্ থাকে।

(১১) কুসুম ফুলের বীজের খোলে ৫।৬ ভাগ যবক্ষারজান ও ২ ভাগ ফস্ফরিকাম্ল থাকে।

(১২) তিলের খোলে প্রায় ৫ ভাগ যবক্ষারজান, ২ ভাগ ফস্ফরিকাম্ল সার ও ১ ভাগ পটাশ্ থাকে।

(১৩) রেশম কুঠির চোক্‌ড়িতে (শুষ্ক অবস্থায়) ৭½ ভাগ যবক্ষারজান ১ ভাগ ফস্ফরিকাম্ল ও ১½ ভাগ পটাশ্ থাকে।

ফস্‌ফরাস্-ঘটিত সার—জমিতে ফস্‌ফরাস্ প্রয়োগ করিতে হইলে যে যে সামগ্রী ব্যবহার করা যাইতে পারে, উহাদের মধ্যে কি পরিমাণ সারভাগ বর্ত্তমান আছে তাহার একটী তালিকা দেওয়া গেল।

(১) অস্থিতে শতকরা হিসাবে ২১ ভাগ ফস্ফরিকাম্ল সার (P_2O_5), ২৮ ভাগ চুণ, ৩½ ভাগ যবক্ষারজান ও অতি সামান্য পটাশ্ থাকে।

(২) অস্থি-সুপার* বা গন্ধকদ্রাবক দ্বারা গলিত অস্থি-চূর্ণে ২৩ ফস্ফরিকাম্ল, ২৮ ভাগ চুণ, ২½ ভাগ যবক্ষারজান ও যৎসামান্য পটাশ্ থাকে।

(৩) মৎস্যে (শুঁট্‌কি মাছ) ৬ ভাগ ফস্ফরিকাম্ল, ৬।৭ ভাগ যবক্ষারজান ও প্রায় ১ ভাগ পটাশ্ থাকে।

* সুপার সাল্‌ফেট-অব এমোনিয়া, নাইট্রেট অব সুপার-সোডা, কাইনিট প্রভৃতি সার কলিকাতার ডি ওয়াল্‌ডি কোম্পানীর দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়।

(৪) শুষ্ক পত্র ও পল্লবের ক্ষারে ৪।৫ ভাগ ফস্ফরিকাম্ল ও ১১।১২ ভাগ পটাশ্ থাকে।

(৫) কার্পাস বীজের খোসার ক্ষারে ৫ হইতে ১০ ভাগ পর্য্যন্ত ফস্ফরিকাম্ল এবং ১৮ হইতে ৩০ ভাগ পর্য্যন্ত পটাশ্ থাকে।

(৬) এপোটাইট্ প্রস্তরে ৩০।৪০ ভাগ ফস্ফরিকাম্ল সার থাকে।

(৭) লোহা ঢালাইয়ের কারখানার গাদে প্রায় ৩৫ ভাগ ফস্ফরিকাম্ল সার পাওয়া যায়।

(৮) ত্রিচিনাপল্লীতে প্রাপ্তব্য এক প্রকার পাথরের নুড়িতে ৩০।৩৫ ভাগ ফস্ফরিকাম্ল-সার পাওয়া যায়।

(৯) এই প্রস্তর বা এপোটাইট্ প্রস্তর গুঁড়া করিয়া গন্ধক দ্রাবক দ্বারা দ্রব করিয়া লইলে প্রস্তর-সুপার প্রস্তুত হয়।

ফস্‌ফরাস্-ঘটিত সারগুলির প্রধান গুণ, পুষ্প ও ফলোৎপাদনের প্রবৃত্তি এই জাতীয় সারের দ্বারা বাড়িয়া থাকে, এবং ইহার দ্বারা ফলের মিষ্টতাও বৃদ্ধি হয়, এবং ফল বা ফসল শীঘ্র পাকিয়া যায়।

পটাশ্-ঘটিত সার—জমিতে পটাশ্ প্রয়োগ করিতে হইলে যে যে সামগ্রী ব্যবহার করা যাইতে পারে তাহার একটী তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।

(১) কাইনিটে শতকরা হিসাবে ১৩ হইতে ১৫ পর্য্যন্ত পটাশ্ (K, O) থাকে।
(২) দগ্ধ কাইনিটে ১৭।১৮ ,, ,, ,, ,,
(৩) ডাল পালা দগ্ধ করিয়া যে ক্ষার হয় উহাতে ৫।৭ ভাগ, ,,
(৪) খড়ের ক্ষারে ৪½ ভাগ ,, ,, ,,
(৫) পাতা জ্বালাইয়া যে ক্ষার হয় উহাতে ১১।১২ ভাগ ,,
(৬) তামাকের শুষ্ক ডালে ও শিরে ১০ ভাগ পটাশ্ ½ ভাগ ফস্‌ফরিকাম্ল ও ৩½ ভাগ যবক্ষারজান থাকে।
(৭) মেষের প্রস্রাবে ২।৩ ভাগ পটাশ্ থাকে।

গো জাতি।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার।

আমাদের দেশের গো জাতির উন্নতি বিধান করা বড় সহজ সমস্যা নহে। যদি কৃষির উন্নতি বিধান করিতে হয়, তবে গো জাতির উন্নতি বিধান করা স্বতঃসিদ্ধ কথা। ইহার জন্য কতকটা বাস্তব ক্ষেত্রে (practical field) শিক্ষার দরকার; তাহা আমরা করি না। ভারতের দ্রোণদুঘা গাভী বংশ যেমন হাঁসী, হিসার, হারিয়ানা, মণ্টোগোমেরী, গির, অঙ্গোল, কৃষ্ণা, মথুরাপুরী ও কোশা জাতি একদিনের চেষ্টায় উৎকর্ষে উপনীত হয় নাই; সেইরূপ বিলাতি পরিবারের মধ্যে জার্সি, গাল্‌সি, শর্ট হর্ণ, ফ্রীজিয়ান, আরশিয়ার প্রভৃতিগণ এক

আধ বৎসরের চেষ্টা ও ফলে লব্ধ নহে। এই সকল ফল জনন নীতির কার্য্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ, চেষ্টা অধ্যবসায়ের বহু বৎসরের ফল। বেট্, কলিঙ্গ উড্ ড্রেকসিটার, প্রাইস্, স্মিথ আদি বড় বড় বিলাতী পশু উৎপাদকগণ ঐ সকল দেশের গো, ছাগল, অশ্ব, মেষ, মুর্গী আদি গৃহপালিত পশুদের বৈজ্ঞানিক জনন নীতি বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া উন্নতি সাধন করিয়াছেন, সেইরূপ আমাদের দেশেও শ্রীকৃষ্ণ, সহদেব, মহীশূরের উদীয়ারন পতিগণ তথা ভেড়, মতঙ্গ, পরাশর, পালকাপ্য, নকুল, নারদ ভৃগু আদি প্রাচীন পশু উৎপাদকগণ আমাদের দেশের ছাগল, মেষ, গাভী, মহিষ, আদি গৃহপালিত পশুদের সমধিক উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধন করিয়া গিয়াছেন। পরাশরের কৃষি পদ্ধতি, শ্রীকৃষ্ণের গোসন্দর্ভ মুক্তাবলী, সহদেবের পশুপালন, ভেড়ের মেষসম্বন্ধীয় পুস্তকাবলী, পালকাপ্যেরও মতঙ্গের হস্তি সম্বন্ধীয় চিকিৎসা, পালন সংজনন ও বশীকরণ পুস্তক ও নকুলের শালিহোত্র পাঠে আমরা এই সকল কথা জানিতে পারি।

পাশ্চাত্য ও অস্মৎ দেশের ঋষি ও প্রাচীন উৎপাদকগণ যে শিক্ষা এই সম্বন্ধে দিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের দেশে এই দুর্দ্দিনের কালে দেশ কাল ও পাত্রানুযায়ী প্রচার ও প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। কাগজে লিখা ও বক্তৃতা করিবার দিন গিয়াছে। দেশের লোক প্রকৃত কাজ চাহে। কাজ দেখাইতে হইবে। এতাবৎ আমরা কাজের মত কাজ কিছুই করি নাই। আর ফাঁকী চলিবে না। আজকাল ভদ্র সন্তানদের কৃষির দিকে মন গিয়াছে। কাগজে কৃষি শিক্ষা হয় না। মাঠে যাইতে হইবে। গ্রীষ্ম, রৌদ্র, বাতাতপ, জল, ঝড় উপেক্ষা করিয়া লাঙ্গলের "মুঠ" কসিয়া ধরিতে হইবে। আমাদের চাষার ছেলেরা বা প্রবীন চাষারা রৌদ্র গ্রীষ্ম শীত বর্ষা উপেক্ষা করিয়া যে চাষ করে সে তাহাদের শত সহস্র বৎসরের সাধনার (heridityর) ফল; কাজেই আমাদের দেশের চাষাদের শিরায় শিরায় বৈজ্ঞানিক কৃষির নীতিগুলি গাঁথা আছে; তবে তাহারা বৈজ্ঞানিক ভাবে মনোমুগ্ধকর ভাষায় বুঝাইতে পারে না; তাহাতে শিক্ষিত বাবুরা সিদ্ধকণ্ঠ, সিদ্ধহস্ত, বেজায় পারদর্শী ! ! ! ভদ্র সন্তানদের ডেস্ক ছেড়ে লাঙ্গলের "মুঠ" অভ্যস্ত করিতে তিন চারি পুরুষ যাইবে সে কথা আজ ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে এই "কৃষকেই" বলেছি। তখন এ গরীবের কথা শুনে কে। আমি শিক্ষিত ভদ্র সন্তান হইলেও চাষার ছেলে, চাষার জাতি, পাশ্চাত্য চাষাদের সঙ্গে সাথে থেকে চাষ শিখেছি, চাষা বলে পরিচয় দিতে আমার অপমান নাই, আমার লজ্জা নাই, বরং তাহা করিতে বা বলিতে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। এখন কথা হইতেছে যে কৃষি ও গো রক্ষার ও গো জাতির উন্নতির জন্য আমরা কি করিয়াছি? প্রকৃত কথা বলিতে কি, আমরা এ বিষয়ে কিছুই করি নাই। বরং পাঞ্জাব, বোম্বাই, উত্তর পশ্চিম ও আসাম প্রদেশ এমন কি সকলের ছোট ও নূতন বিহার পর্য্যন্ত এ সকল বিষয়ে কিছু কিছু উন্নতি করিয়াছে ও করিতেছে। করে নাই কেবল বাঙ্গলা। বাঙ্গালীর কেবল বাক্য আছে কাজ নাই !!!

গো জাতির উন্নতি করিতে হইলে গো প্রচার চাই, চাই উত্তম জনন বৃষ যত্ন ও আবশ্যকীয় পুষ্টিকর খাদ্য দান, এবং সর্ব্বোপরি অবাধ গো হত্যা নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

সকল কথাই কলিকাতার অখিল গো সভা সাধারণের সমক্ষে ও "কৃষক" বঙ্গবাসীর সমক্ষে বিগত ১৭ বৎসর ধরিয়া উপস্থিত করিয়াছেন কিন্তু কুম্ভকর্ণী নিদ্রাভিভূত বাঙ্গালী এ দিকে কিছুই করে নাই; কেবল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হুড়াহুড়ী ঝগড়া বিশম্বাদ চলিতেছে, ফলে দেশের মধ্যে অন্ধকার, দৈন্য ও chaos আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। ৮৯ কোটী ভারত-বাসীর খাদ্য আমরা যোগাইতে পারি না, তাহা কৃষির উন্নতি সাধন করিয়া, বেশী খাদ্য সম্ভার উৎপাদন করিয়া সংস্থান করিতে হইবে, কথায় চিঁড়া ভিজিবে না।

অখিল ভারতীয় গো সভার একমাত্র কর্ত্তব্য যে পাশ্চাত্য দেশের ন্যায়, দীনামার, ওলন্দাজ ও মার্কিণের ন্যায় আমাদেরও দেশে গো জনন, গো পালন, গো রক্ষা ও গো চিকিৎসাদির উৎকর্ষ সাধন জন্য কর্ণেল, টেক্সাস্, পিরব্রাইট, নিউইয়র্ক আদির মত এদেশেও পশু জননশালা ও লেক্চারশিপ্ প্রবর্ত্তন করিয়া প্রাচীন পদ্ধতির উপর উন্নতি সাধন করেন। এজন্য দেউলটির চর ভূমির লম্বা ইজারার জন্য গো সভা হাবড়ায় কালেক্টারের কাছে দরখাস্ত করিলে, প্রথম প্রথম আশান্বিত করিয়া কালেক্টার বাহাদুর তাহা দিতে এখন অস্বীকার করিতেছেন। গো সভা গোশালাদি নির্ম্মাণ করিতে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া গো চারণ জন্য বহু শুষ্ক গো বলদ মহিষ রূপনারায়ণ নদের আসন্ন দেউলটী ও কাঁটাপুকুর চার লইয়া গিয়াছেন। এখন কালেক্টার বাহাদুর যদি এই ইজারা না দেন তবে দেশের ও দশের বহু ক্ষতিত হইবেই, তাহা ছাড়া একটা দেশের বড় প্রতিষ্ঠানে কাঁটা পড়িবে, যে কৃষির ও সমবায়ের উন্নতি ও বিস্তার জন্য ও সরোজনলিনী ফাণ্ড জাগাইবার জন্য সহৃদয় কালেক্টার বাহাদুর এত চেষ্টা ও পরিশ্রম করিতেছেন তাহার পক্ষেও কাঁটা পড়িবে। গো সভা কালেক্টারের হুকুমে তুষ্ট না হইয়া বঙ্গীয় লাট সহৃদয় ও কৃষক বন্ধু সার ষ্টান্লি জ্যাক্সন বাহাদুরের কাছে গো সেবক শ্রীঅমূল্যধন আঢ্যকে দিয়া আবেদন পত্রিকা পাঠাইয়াছেন, তাহা কলিকাতার সকল দৈনিক সংবাদ পত্রে বিশেষতঃ বিগত ১৩ই এপ্রেল ১৯২৮ সালের অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। এখন মাননীয় সার নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ও সার প্রভাসচন্দ্র এ বিষয়ে মাননীয় লাট বাহাদুরের সম্মতিক্রমে দেশের এই হিতকর কাজে কিছু করিবেন কি? ইহার ভিতর অনেক রহস্য আছে তাহা তাঁহারা দেখিবেন কি?

গোজাতির উন্নতি করিতে হইলে পুষ্টিকর ও সস্তা খাদ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা চাই এবং যত্ন সেবা ও প্রসাধন চাহি। সকল কথা গোপালবান্ধবে বিস্তারিত লিখিত আছে। তাহার পর গোচিকিৎসা সম্বন্ধে বাঙ্গলা সাহিত্য মধ্যে একটি সম্পূর্ণ পুস্তক নাই; ইহা একটি জাতীয় কালিমা নহে কি। এ সম্বন্ধে লিখিবার লোকও নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না, কিন্তু মাসে মাসে কত শত সহস্র অসার কুরুচিপূর্ণ নাটক নভেল, উপন্যাস, আদি প্রকাশিত হইয়া দেশের লোকের হাবভাব ও রুচি নীতিকে অধোগামী ও কলুষিত করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বঙ্গবাসী! এদিকে কি দৃষ্টিপাত করিবেন? এরূপ সম্পূর্ণ পুস্তক আমি বহুকষ্টে এদেশে ও বিদেশে বহু অর্থব্যয়ে ও চিরতরে নষ্ট—প্রাপ্ত—মতঙ্গ ভেড় শ্রীকৃষ্ণ আদির প্রাচীন ঋষিগ্রন্থ হইতে সংগ্রহ ও সংকলন করিয়াছি তাহা অর্থাভাবে

প্রকাশিত হইতেছে না। ইহা ব্যক্তিগত জিনিষ নহে; ইহা দেশের জিনিষ এবং আমার ৪৯ বৎসরের অভিজ্ঞতা লব্ধ ফল। কোন সহৃদয় দেশবাসী অনুগ্রহ করিয়া ইহা ছাপাইয়া দেশে বিতরণ করেন, তাহা হইলে তিনি মরা বাঙ্গলার মহীয়সী হিতসাধন করিবেন।

তাহার পর গোজাতির উন্নতি করিতে হইলে জনন নীতির শিক্ষা কতকটা প্রয়োজন। আমাদের সে সম্বন্ধে প্রাচীন আর্য্যযুগে ও সিদ্ধযুগে যে সকল পদ্ধতি ও পুস্তকাবলী ছিল তাহা সবই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের গোসন্দর্ভমুক্তাবলী ভেড়ের পশুরক্ষা, হনুমানের গোপালন সহদেবের পশুজনন, ও পশুপালন আমাদের নিজেদের দোষে এককালীন সবই হারাইয়াছি। এইসকল পুস্তক হইতে আমি সংকলন করিয়াছি। বঙ্গের বন্ধুকুলের যদি কেহ হিতৈষী বন্ধু থাকেন, তবে তিনি বা তাঁহারা এই পুস্তক ছাপাইয়া দিন এই আমার প্রার্থনা। "গো সভার" ও গো রক্ষণী-লিগের নয়নমুগ্ধকর কাগজে চোঁস্ত ছাপান রিপোর্ট পাঠে দেশের লোকের পেট ভরিবে না।

সমবায়ের যামিণীবাবু, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নেতৃবর্গ ও দেশের সাহিত্যিকবর্গ তথা কৃষিবিভাগের দেশীয় কর্ম্মচারীবৃন্দ ও দেশের বরেণ্য মহোদয়গণ কি এবিষয়ে একটু মনোযোগ দিবেন? নব্য বাবুদের কৃষি এবং চাষার কৃষি দুইটি স্বতন্ত্র জিনিষ। সংবাদ পত্রাদিতে আমরা বাবুদের ধৃষিরই অনুশীলন করিয়া থাকি। ভারতীয় চাষাকে বৈজ্ঞানিক কৃষি বড় শিখাইতে হইবে না; আমি আগেই বলেছি যে অনুবর্ত্তন (heridity) নীতির ফলে তাহার শীরায় শীরায় যে কৃষিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নিহিত আছে, তাহাকে আর নূতন কিছু শিখাইবার দরকার ও আবশ্যকতা বড় দেখিনা; তবে তাহাকে পরাশরের কৃষি পদ্ধতির উপায় যদি শিক্ষণীয় থাকে, তাহা শিখিতে হইবে; তজ্জন্য অনুসন্ধান (research) ও (experiment) দরকার; আর দরকার—যে ঐতিহাসিক অধ্যাপকগণ বৌদ্ধযুগে কিরূপে বৌদ্ধ পশুহাঁসপাতালে পশুসংজনন ও পশুচিকিৎসাদি সমাহিত হইত তাহা আমাদের নিকট প্রকাশ করুন ও এদিকে অপূর্ণ জ্ঞান ভাণ্ডার সাহিত্যিকগণ পরিপূর্ণ করুন আমার এই প্রার্থনা। (ক্রমশঃ)

সৎকথা!

১। হঠাৎ রাগ করিয়া কোন কার্য্য করিবার পূর্ব্বে রাগের কারণগুলি ভালরূপে ভাবিয়া দেখা উচিত।

২। উদ্দেশ্য না থাকিলে কোন বিষয়ে কথা বলা উচিত নয়।

৩। যাহার বন্ধু যত বেশী, কাজের ক্ষতি ও মনোকষ্ট তাহারই তত অধিক।

৪। বেশী কাজ করিতে হইলে, নীরবে ও নির্জ্জনে থাকাই উচিত।

কৃষি-কমিশনের রিপোর্ট

মার্কুইস অফ্ লিনলিথগোর সভাপতিত্বে যে রয়াল কৃষি কমিশন বসিয়াছিল, তাহার রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। স্যার হেনরী লরেন্স স্যার টমাস মিড্‌লিটন, স্যার গঙ্গারাম (অধুনা পরলোকগত) স্যার জেম্‌স ম্যাক্‌কেনা, মিঃ এইচ, ক্যালভার্ট পার্লামেন্টের রাজা, মিঃ এন, এন, গাঙ্গুলী, মিঃ এল, কে, হায়দার ও মিঃ বি, এস, কমট কমিশনের সদস্য ছিলেন।

সমস্ত রিপোর্ট ছাপান পাতার ৬৭৫ পৃষ্ঠা—সূচীপত্র ও নির্ঘণ্ট লইয়া ৭৫৫ পৃষ্ঠা। গোড়াতেই ৯৯ পৃষ্ঠা ব্যাপী সংক্ষিপ্তসার দেওয়া আছে।

ভারতীয় কৃষি-শিল্প সম্বন্ধে কমিশন নিম্নলিখিত বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন (১) কৃষির উন্নতি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোত এক করা, (২) কৃষি সম্বন্ধীয় গবেষণার জন্য অর্থ ব্যবস্থা (৩) গ্রাম, (৪) গ্রাম্য শিল্প ও শ্রমিক ও (৫) কৃষি বিভাগীয় চাকুরী।

কৃষির উন্নতি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোত এক করা, সমন্ধে রিপোর্টে অনেক কথা বলা হইয়াছে। সার দেওয়া, বীজ বোনা প্রভৃতি বিষয়ে কি কি উপায় অবলম্বন করিলে কৃষকদের সুবিধা হইবে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। খৈল, হাড় এবং মাছের সার ব্যবহারের জন্যও উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

কৃষি বিভাগের সাফল্য নির্ভর করে উৎকৃষ্টতর শস্যের ব্যবস্থার উপর। কৃষকেরাও এবিষয় তাহাদের সাহায্য করিয়াছে। প্রায় ২ কোটী ৭০ লক্ষ বিঘাতে এই ব্যবস্থা মত কাজ হইতেছে। ভাল বীজ, দুইটী বিভিন্ন প্রকার বীজের মিশ্রণে উৎকৃষ্টতর বীজ উৎপাদন, বিরুদ্ধ আবহাওয়ায় উদ্ভিদকে সহনশীল করিয়া তোলা—এই তিনটি উপায়ে ভাল এবং বেশী ফসল পাওয়া যায়। খাঁটি বীজের ব্যবসা না খোলা পর্য্যন্ত সরকারই বীজ সরবরাহ করিবেন। এজন্য কৃষি বিভাগের অধীনে পৃথক প্রতিষ্ঠান না খুলিলে চলিবে না। কমিশনের মতে নূতন কৃষি যন্ত্রপাতির প্রবর্ত্তন না করিয়া বর্ত্তমান যন্ত্রপাতির উন্নতি করাই সমীচীন। নূতন যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হইলেও তাহা ভারতের প্রস্তুত করিতে হইবে। তারপরে যাহাতে সুলভে যন্ত্রপাতি তৈরী হইতে পারে, সে জন্য বাহিরের আমদানী লৌহের উপর শুল্ক কমাইয়া দিতে হইবে এবং ভারতে রেলের মাশুলও কমাইয়া দিতে হইবে।

অনেক প্রদেশে চাষের উন্নতির মস্ত অসুবিধা এই যে, জোতগুলি টুকরা টুকরা হইয়া ছড়াইয়া থাকে। হিন্দু ও মুসলমান বণ্টন আইন অনুযায়ী প্রত্যেক জমি টুকরা টুকরা করিয়া ভাগ করার জন্যই কতকটা এই রকম হয়।

চাষীদের আর্থিক অবস্থাও অত্যন্ত অস্বচ্ছল। দেনার দায়ে অনেক সময় তাহাদের

JOTINDRO NATH DUTTA
JANMABHUMI OFFICE
25, Manick Bose's Ghat St. Calcutta.

জমি মহাজনের হস্তগত হয়। অথচ চাষের উন্নতির দিকে মহাজনদের কোন লক্ষ্যই নাই। পাঞ্জাব, বুন্দেল খণ্ড ও বোম্বায়ে এ বিষয়ে আইনও হইয়াছে। কিন্তু আইন প্রণয়ন করিয়া বিশেষ ফল যে হইয়াছে এমন কথাও বলা যায় না।

গ্রামবাসীদের সমবায় ঋণদাতা সমিতি সম্বন্ধে শিক্ষিত করিয়া তুলিলে কৃষকদের ঋণভার লাঘব হইবে। তাহার টাকার অভাবে অনেক সময় ভাল ভাবে চাষ করিতে পারে না। এইরূপ সমিতি স্থাপিত হইলে সে ব্যবস্থাও হইবে।

সমবায় আন্দোলনের যথেষ্ট সুফলও দেখা গিয়াছে। ১৯২৬-২৭ সালে ইংরাজ অধিকৃত ভারতে প্রায় ২৫ কোটী টাকা মূলধনে ৬৭ হাজার কৃষি সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের সদস্য সংখ্যা ২৫ লক্ষের বেশী। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, সকল প্রদেশেই কাজ ভাল হইয়াছে এমন নয়। কোথাও শিক্ষা ও দায়িত্বজ্ঞানের অভাব বশতঃ কোথাও সরকারের অন্যায় হস্তক্ষেপে অনেক সমিতির কাজ বেশীদিন জোরে চলে নাই। আসল কথা—হিসাব পরীক্ষার পিছনে টাকা খরচ কম করিয়া কৃষকদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য অর্থব্যয় করা সরকারের উচিত। সমিতির জন্য মণিঅর্ডারের খরচ কম করিয়া দিলে সুবিধা হইবে।

গ্রাম্য সমবায় সমিতির পক্ষে বেশী দিনের করারে ঋণ দেওয়া অসুবিধাজনক। সেজন্য পৃথক ঋণ-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করার দরকার। ১৯২৬ সালের জানুয়ারী মাসে বোম্বায়ে সমবায় সমিতির রেজিষ্টারদের যে সভা হয় তাহাতে সিদ্ধান্ত হয় বর্ত্তমান সমবায় আইন অনুযায়ী জমি বন্ধক লইবার জন্য ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিতে পারা যায় এবং করা উচিত। কমিশন সেই প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন।

ভারতে রাস্তার অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। মোটর চলাচলের জন্য এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা হইতেছে, এবং রাস্তার উন্নতি বিধানের জন্য একটি কমিটিও গঠিত হইয়াছে। তবে সে কমিটির লক্ষ্য বড় বড় রাস্তার উন্নতি বিধান। কমিশনের মতে বড় রাস্তার চেয়ে ছোট ছোট রাস্তার উন্নতি বিধানই কৃষকদের নিকট বেশী গুরুতর। রেলপথের সহিত মোটর পথের প্রতিযোগীতা না বাধাইয়া যাহাতে রাস্তার সহিত রেলপথের ভালরূপ যোগ স্থাপিত হয় তাহাই রাস্তা-কমিটীর দেখা উচিত।

রেলের ভাড়া বেশী বলিয়া কৃষকেরা আপত্তি করে। কমিশনের মতে এরূপ আপত্তি অযৌক্তিক; তবে বিভিন্ন ফসলের ভাড়ার সামঞ্জস্য বিধানের জন্য মাঝে মাঝে কর্ত্তৃপক্ষের ভাড়া সংশোধন করা প্রয়োজন।

এদিকে আসাম বাঙ্গলা ও ব্রহ্মদেশে নদীগুলি কচুরি পানায় ভরিয়া গিয়াছে। কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের উচিত সমস্ত প্রদেশে একযোগে কচুরিপানা উচ্ছেদে লাগিয়া যাওয়া।

কৃষকেরা যাহাতে ভাল এবং বেশী পরিমাণে ফসল উৎপন্ন করিতে পারে সেজন্য চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু বাজার দর সম্বন্ধে অজ্ঞতাবশতঃ তাহারা উপযুক্ত মূল্যে তাহা বিক্রয় করিতে পারে না। এ বিষয়ে একমাত্র সমাধান সংবাদ আদান-প্রদানের সুবিধা করা এবং বাজার দর বাঁধিয়া দেওয়া।

আর একটা কথা উঠিয়াছে—ওজন বাঁধিয়া দেওয়া। এক প্রদেশের সঙ্গে অন্য প্রদেশের

এমন কি এক গ্রামের সহিত অন্য গ্রামের ওজন মিল নাই। ১৯১৩ সালে এজন্য যে কমিটী নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহার সুপারিস অনুযায়ীও কাজ হইতেছে না। স্থানীয় বানিজ্য প্রথার অনাবশ্যক পরিবর্ত্তন না করিয়া সমস্ত দেশে এক ওজন প্রচলিত করা উচিত।

বাজার দর নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রত্যেক বড় বড় প্রদেশের কৃষিবিভাগের একজন করিয়া বিশেষজ্ঞ কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে হইবে। বিলাতে যে ভারতীয় বানিজ্য কমিশনার আছেন, তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য ভারতীয় কৃষি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ জনৈক কর্ম্মচারী প্রেরণ করিতে হইবে এবং কলিকাতার বাণিজ্য সম্বন্ধীয় সংবাদ সরবরাহ বিভাগেও অনুরূপ অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী রাখিতে হইবে।

কিন্তু যত বড় প্রতিষ্ঠানই স্থাপিত হউক না কেন, উপযুক্ত গবেষণা বিভাগ না থাকিলে সত্যকার কোন উপকারের সম্ভাবনা নাই। পুশা কলেজের উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে, কলেজটির সহিত অন্যান্য প্রাদেশিক কৃষি বিভাগের ঘনিষ্ট যোগ স্থাপন করিতে হইবে।

কমিশন সমগ্র ভারতে কৃষি গবেষণা পরিচালন ও নিনন্ত্রণ করিবার জন্য কৃষি গবেষণার ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল গঠন করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। এখানে গবেষণা শিক্ষা দেওয়া হইবে এবং উপযুক্ত ছাত্রকে বৃত্তি দেওয়া হইবে। এই কেন্দ্রীয় গবেষণা কাউন্সিলের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া প্রত্যেক প্রদেশেও গবেষণা মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এবং কৃষি সম্বন্ধে পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষা ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সরকারের পক্ষে হয়তো প্রত্যেক ফসলের জন্য পৃথক গবেষণার ব্যবস্থা করা সুবিধা হইবে না। তবে এই গবেষণার দ্বারা যে সমস্ত বানিজ্য প্রতিষ্ঠানের উপকার হইবে তাঁহারা এজন্য অর্থসাহায্য করিতে পারেন। সরকারী তহবিল হইতেও একটা বার্ষিক বরাদ্দ থাকিবে।

পশুর মৃত্যুর হার অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে। আরও বিস্তৃত ভাবে পশুরোগের প্রতিষেধক ব্যবস্থা করা আবশ্যক। সে জন্য পশু চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়াইতে হইবে। অন্ততঃ প্রতি ২৫ হাজার পশুর জন্য একজন এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ও প্রত্যেক জেলার যেখানে ৬ লক্ষ পশু আছে সেখানে একজন সার্জ্জন রাখিতে হইবে। হিসাব করিয়া দেখা যায় সমগ্র ভারতে ৬ হাজার এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন, বর্ত্তমান সংখ্যার ৪ গুণ নিযুক্ত করিতে হইবে।

কৃষির সহিত দেশের জনসাধারণের স্বাস্থ্যের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। গ্রামের লোকদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন। সরকারী এবং বেসরকারী অনেক প্রতিষ্ঠান এ বিষয় চেষ্টা করিতেছেন, যথেষ্ট সফলতাও লাভ করিয়াছেন। তবে এখনও অনেক করিবার আছে।

কৃষকদের অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে তাহাদের জীবন যাত্রার প্রণালী উঁচু করিয়া অভাববোধ জাগ্রত করিতে হইবে। তখন নিজেদের অভাব মোচনের জন্য নিজেরাই উদ্যোগী হইবে। তবে নেতার সাহায্য ভিন্ন তাহারা কিছুই করিতে পারে না। কিন্তু নেতারই অভাব হইয়াছে। শিক্ষিত লোকেরা সাধারণতঃ গ্রামের কাজে গ্রামে পড়িয়া থাকিতে চাহেন না। পুণা সেবা সদন সোসাইটির মতে সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তাহার ভিতর দিয়া যদি সহরের সহিত গ্রামের সামাজিক যোগসূত্র স্থাপিত হয় তাহা হইলে অনেক কাজ হয়।

কমিশনের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার ভিন্ন গ্রামের উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই। জাগরণের চিহ্ন দেখা দিয়াছে কিন্তু গতি এত ধীর যে খুব জাঁকজমক করিয়া এই কথাটিই আবার নূতন করিয়া প্রচার করিতে হইবে! প্রত্যেক কৃষকের বাড়ীতে অন্ততঃ কয়েকজন তরুণী জননীকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে। প্রত্যেক পিতা যাহাতে তাহার ছেলে মেয়েদের বিদ্যালয় পাঠায় সেজন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

এজন্য শিক্ষিত শিক্ষকের প্রয়োজন। ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য মহিলা শিক্ষয়িত্রী হইলেই কাজ ভাল হয়। আস্তে আস্তে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিলে পিতামাতার সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠানর অনিচ্ছা থাকিবে না। তবে এজন্য অর্থের প্রয়োজন।

কি-ভাবে অবসর সময়ে অর্থোপার্জ্জন করিয়া কৃষকেরা অবস্থার উন্নতি করিতে পারে, সেও একটা সমস্যা। গ্রামে নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান তৈয়ারী করার কথা অনেকে প্রস্তাব করিতেছেন। সে হিসাবে কৃষির যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণের কারখানা খুলিলেই কমিশনের মতে সাফল্যের বেশী সম্ভাবনা। ইহাতে কৃষিরও উন্নতি হইবে। তাছাড়া গ্রামের কামার ছুতারদের শিক্ষার জন্যও সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

অধিকাংশ প্রদেশেই বিশেষতঃ যুক্ত প্রদেশে হাঁস মুরগীর ব্যবসার প্রতি লোকের উৎসাহ বাড়িতেছে। ব্যবসায়ের দিকে গ্রামের লোকদের উৎসাহ বাড়াইতে হইবে। এদিকে গ্রামে সুযোগ ও কম পাওয়া যায়। মূলতঃ নানা প্রকার ফসল ফলাইবার দিকেই কৃষকদের লক্ষ্য দিতে হইবে।

যে ভাবে দিন দিন প্রতিযোগীতা বাড়িতেছে তাহাতে সমবায় ভাবে ব্যবসায় না চালাইলে টিকিয়া থাকা দুষ্কর।

কমিশনের মতে উর্দ্ধতন প্রাদেশিক কৃষিবিভাগের চাকুরিতে যদি উপযুক্ত ব্যক্তি লওয়া না হয় তাহা হইলে কাজের কাজ কিছুই হইবেনা। সেজন্য বহুদর্শী ও অভিজ্ঞ বাহিরের লোক আনাইতে হইবে। এই চাকুরীতে শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীর সহোযোগিতা অপরিহার্য্য।

উপসংহারে কমিশন জানাইয়াছেন, কৃষকেরা নিজেদের সম্বন্ধে নিজেরা সচেতন না হইলে উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই। এবং যাহাতে তাহারা সচেতন হয়, সে চেষ্টার ভার সরকারের উপর।

কৃষকের দেনা।

শ্রীসুধীন্দ্র কুমার ভৌমিক।

আমাদের দেশে শতকরা ৭৫ জন লোক চাষ বাস করিয়া জীবন ধারণ করে। সুতরাং কৃষি আমাদের জাতির মেরুদণ্ড স্বরূপ বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। কৃষকগণের উন্নতি অবনতির সহিত জাতীয় জীবনের গভীর যোগ রহিয়াছে। কৃষি কার্য্য করিতে হইলেই মূলধন আবশ্যক হয়। কৃষককে লাঙ্গল বলদ বীজ প্রভৃতি কিনিতে হইবে। কেবল তাহাই নহে অন্ততঃ একটি ফসল ফলিবার সময় পর্য্যন্ত তাহার খোরাকীর টাকা আবশ্যক। আমাদের দেশে কৃষককে পূর্ব্বোক্ত মূলধন দিয়া সাহায্য করিবার প্রতিষ্ঠান নাই বলিলেই চলে। তাহাকে ঋণ করিয়া এই মূলধন সংগ্রহ করিতে হয়। এই ঋণ এত বেশী সুদে তাহাকে লইতে হয় যে বংশপরম্পরা ধরিয়া এই ঋণের বোঝা তাহাকে বহিতে হয়। ইহার জন্যই শ্রম সহ করিতে পারিলে ও কৃষকের অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। দুঃখের বিষয় এই যাঁহারা রাজনৈতিক বিষয়ে মাথা ঘামাইতেছেন তাঁহারা এ বিষয়ে একেবারে উদাসীন। কৃষককুল শেষ হইয়া যাক্, স্বরাজ লাভ হইলে তবে এ বিষয়ে ভাবা যাইবে প্রভৃতি বক্তৃতাতে আর চলিবে না। দেশের দুর্দ্দশা চরমে উঠিয়াছে। বঙ্গীয় কৃষকের গড়পড়তা মাসিক আয় কোনও ক্রমে ৩৲ টাকার বেশী নহে। সত্য বটে পাটের জিলাতে অনেকস্থলে পাটের সময়ে থোকা কিন্তু মোটা টাকা পায় কিন্তু আবার নগদ ঐ টাকার লোভে ধান্য রবি শস্য গরুর খাদ্য শস্য প্রভৃতির চাষে আর মনোযোগ দেয় না। কেবল পাটের টাকায় সারা বৎসর খোরাকী চলে না। তাহার উপর আবার বিবাহ শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ক্রিয়া কলাপও আছে। তাহাতেও অর্থের প্রয়োজন। সুতরাং ঘটি বাটী জমী প্রভৃতি সব বন্ধক দিয়া মহাজন সখার নিকট হাত পাতিতে হয়। মহাজন ও সুবিধা বুঝিয়া চড়া সুদে ধার দেন। সে ধার একবার লইলে রক্ষা নাই। সে নাগপাশ ছাড়াইয়া উঠিতে পারে এমন কৃষক নাই বলিলেও চলে। এই মহাজনের কবল হইতে কৃষককে রক্ষা করিতে হইলে দেশের সকলের মিলিতে হইবে। স্বরাজী ও অস্বরাজী, গভর্ণমেণ্ট ও প্রজা সকলেরই স্বার্থ এই অবজ্ঞাত কৃষকের সহিত জড়াইয়া আছে ইহা উপলব্ধি করিতে হইবে। এখন ভাবা যাক্ উপায় কি? উপায় কৃষি ব্যাঙ্ক বা ঋণদানসমিতির প্রতিষ্ঠা। যাহার দ্বারা ডেণমার্ক, বেলজিয়ম প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইউরোপীয় দেশের কৃষকগণ এত উন্নতিলাভ করিয়াছে। সমবায় নীতিতে পরিচালিত করিয়া এই সকল ব্যাঙ্ক পরিচালিত করিতে হইবে। এই আদর্শ ঋণদান সমিতি কম সুদে টাকা ধার দিবেন। ইহাতে মহাজনের চক্র বৃদ্ধি সুদ হইতে কৃষককুল রক্ষা পাইবে। দ্বিতীয়তঃ

এই ব্যাঙ্ক কৃষককে এমন ভাবে টাকা কর্জ্জ দিবে যেন সে সহজ ভাবে সহজ কিস্তিতে শোধ দিতে পারে। কেবল তাহাই নহে বপনের সময় অল্প দামে যাহাতে ভাল বীজ পায় তাহারও সুব্যবস্থা করিতে হইবে।

ব্যাঙ্ককে বিশেষ নজর রাখিতে হইবে যে অমিতব্যয়ী হইয়া কৃষক যেন তাহার জমী জমা ও উৎপন্ন ফসল মহাজনকে বাঁধা বন্ধক না দেয়। এই সব ঋণদান সমিতির নিকট বন্ধক থাকিবে এবং উক্ত সমিতি সকল টাকার সব control বা ভার গ্রহণ করিবে। ক্রমে একটি ভাল ব্যাঙ্ককে কেন্দ্র করিয়া কৃষকের উন্নতির জন্য যাবতীয় প্রতিষ্ঠানই গড়িয়া উঠিতে পারিবে। ঋণে মানুষের তেজ বীর্য্য এককথায় মনুষ্যত্ব নষ্ট হইয়া যায়। আজ বাংলার কৃষক ঋণে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। তাহাদের না বাঁচাইলে আমাদের ঘোর সর্ব্বনাশ হইবে এ বিষয়ে বোধ হয় সকলেই একমত। কেন না বাঙালী সাত কোটির মধ্যে ছয়কোটি কৃষক। এই ছয়কোটির অর্থ নৈতিক সমস্যার সমাধান হইলে বঙ্গদেশ শীঘ্রই উন্নত হইবে। আশা করি এ বিষয় গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পড়িবে কারণ প্রজার অর্থ নৈতিক উন্নতি হইলে গভর্ণমেণ্টের স্থায়িত্ব (Solidarty) নির্ভর করিতেছে। প্রজাই যদি শেষ হইয়া যায় কাহাকে লইয়া রাজত্ব চলিবে। অতএব সময় থাকিতে আসুন সকলে সংঘবদ্ধ হই। কৃষক, স্বরাজী, অস্বরাজী, গভর্ণমেণ্ট সকলে মিলিয়া যাহাতে দেশের কৃষককুল বাঁচে তাহার ব্যবস্থা করা যাক। এ না করিলে অর্থ নৈতিক কারণে আমাদের সকলের পতন অনিবার্য্য। এ বিষয়ে বারান্তরে আরো বলিবার ইচ্ছা রহিল।

সভ্যতার মূল্য।

শ্রীপাঁচুগোপাল দাঁ।

— ১ —

সকল সভ্য জাতি মাত্রেই দেখা যায়, সুশিক্ষিত, অধ্যবসায়ী এবং শিষ্টাচারী। পূর্ব্বে আমাদের ভারতবর্ষ সভ্যতার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। এবং সে সময়ে ভারত-বাসীগণ এত উন্নত হইয়াছিলেন যে রাজ্য শাসনে, প্রজা পালনে ও রক্ষণে, ধর্ম্ম পালনে, কৃষি ও শিল্পোন্নতিতে, এমন কি দর্শন শাস্ত্রে ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হেতু পৃথিবীর আদর্শ বলিয়া গণ্য হইতেন; এবং সকলেই নিজ কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া সৎগুণ সম্পন্ন সুসভ্য ধার্ম্মিক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, এবং ঐ সভ্যতার স্রোত চীন; জাপান সিংহল প্রভৃতি দ্বীপ পুঞ্জেও প্রবাহিত হইয়াছিল। তাঁহারাও এই আদর্শ গ্রহণে ধন্য হইতেন। এমন কি মুসলমান রাজত্বেও তাঁহারা পূর্ব্বপুরুষদিগের আদর্শ রক্ষা করিয়া

সর্ব্বত্র সম্মানিত সুসভ্য ধার্ম্মিক জাতি বলিয়া গণ্য হইতেন। তাঁহাদের আদর্শ কীর্ত্তিগুলি ইতিহাসে সুবর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে গর্ব্ব করিবার কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; বোধ হয় আধুনিক সভ্যতার অনুকরণে ও প্রাচীন ঋষি বাক্য অবহেলা করিয়া, আমাদিগকে এত হীন ও পরাধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে হইয়াছে।

— ২ —

"যুদ্ধঞ্চ প্রাতরুত্থানং ভোজনং সহ বন্ধুভিঃ
স্ত্রিয়মাপদ্গতাং রক্ষেত চতুঃ শিক্ষেত কুক্কুটাৎ। [চাণক্য]"

প্রত্যুষে জাগরণ রণে সুকৌশল; একত্র আহার করে মিলিয়া স্বদল, সঙ্কট হইতে রক্ষা করে অবলায় এই চারি গুণ কুক্কুটে শিখায়। দেখুন কুক্কুট অতি হীন জীব হইয়াও নিজ স্ত্রী রক্ষার্থে সর্ব্বদাই যুদ্ধার্থে প্রস্তুত, ও সকলে একত্র ভোজনে পরিতৃপ্ত হয়। প্রত্যুষে জাগরণ আর প্রায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কারণ চা পান আজকালের সভ্যতার চিহ্ন, আমরা এমন অভ্যস্থ হইয়াছি যে চা না পাওয়া পর্য্যন্ত নিদ্রা ভঙ্গ হয় না। এমতে প্রত্যুষে জাগরণ প্রায় একরূপ লোপ পাইয়াছে, ও সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রাতঃকৃত্য ধর্ম্ম কর্ম্মও লোপ পাইয়াছে। চা উত্তেজক পানীয়, শীত প্রধান দেশেই উপকারিতা উপলব্ধি করা যায় কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ইহার অপকারিতাই অত্যাধিক; তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন, এই চা আমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া আমাদিগকে পরাধীন করিতেছে। ইহার প্রধান গুণ ক্ষুধা মন্দা করিতে অদ্বিতীয়। তাই ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে আজ কাল সকলকেই কি প্রাতে, মধ্যাহ্নে, বৈকালে ও সন্ধ্যায় চা পান করিতে দেখা যায়। এবং সহরের সর্ব্বত্রই চায়ের দোকান দৃষ্টিগোচর হয়। স্বাস্থ্য বিভাগে ইহার অপকারিতা সম্বন্ধে বিশেষভাবে সকলকেই বুঝাইতেছেন। কিন্তু দেশবাসী সেদিকে মনযোগী নন। ইহাপেক্ষা দুঃখের বিষয় কি হইতে পারে।

রণে সুকৌশল—পূর্ব্বের ন্যায় আর মল্লযুদ্ধ-ক্ষেত্র নাই, সেই হিসাবে ও আইনের বাধ্য হইয়া আমাদের একথা ত্যাগ করিতে হইল। তবে এক্ষণে অনেকে শরীর রক্ষার্থে দেশীয় ব্যায়াম ত্যাগ করিয়া বিদেশীয় ভাবাপন্ন ব্যায়ামে বেশী মনযোগী।

একত্র আহার—লুপ্তপ্রায়; দেখা যায় সহোদর ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে পালন পালন করা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন না।

পূর্ব্বের ন্যায় একান্নবর্ত্তী গৃহস্থও দৃষ্টিগোচর হয় না, অতঃপর প্রতিবাসীরা তাঁহাদের নিকট কি উপকারের আশা করিতে পারেন। এবং আমাদের একতাও দুরাশায় পরিণত হইয়াছে। বন্ধু বান্ধব সহ ভোজনের আনন্দ দৃষ্টিগোচর হয় না।

শঙ্কটে রক্ষা—আমরা এতই হীনবীর্য্য ও পরনির্ভর শীল যে নিজেদের মহিলাদিগের রক্ষায় একপ্রকার অসমর্থ। পূর্ব্ব বঙ্গ এখন ইহার দৃষ্টান্ত স্থল হইয়াছে। নারী নির্য্যাতন প্রভৃতি প্রায়ই শুনা যায়, নিজেরা স্বাবলম্বী হইয়া প্রতিকারের চেষ্টা না করিলে এভাবে নির্য্যাতিত হইতে হইবে।

— ৩ —

স্বাস্থ্য—; মানব জীবনের সার বস্তু। স্বাস্থ্যবান না হইলে মানব কোন কর্ম্মই সুসম্পন্ন করিতে পারেন না। এমন কি ধর্ম্ম কর্ম্মেও প্রবৃত্তি জন্মায় না, ও অকালে জীবন বিসর্জ্জন করেন। নব্য সভ্যতার অনুকরণে এই অমূল্য স্বাস্থ্য স্বেচ্ছায় হারাইতেছেন।

প্রথম—চাকুরী জীবি তাঁহারাও উদর পূরিয়া খাইবার অবসর পান না, এরূপে তাঁদেরও স্বাস্থ্য খুব আশাপ্রদ নহে।

দ্বিতীয়—; ধনী ব্যক্তিরাও বসিয়া বসিয়া ও যান আরোহণে স্বাস্থ্য নষ্ট করিতেছেন, এবং মাদক দ্রব্য সেবনেও স্বাস্থ্য হারাইতেছেন। এই আদর্শে অপর শ্রেণীস্থ ব্যক্তিরাও নিজেদের ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বাস্থ্য হারাইতেছেন। বিশেষতঃ শ্রমজীবিরা অত্যন্ত পরিশ্রমের পর একটু আনন্দ পাইবার লালসায় অত্যধিক মাদক দ্রব্য সেবনে স্বাস্থ্য হারাইতেছেন।

তৃতীয়—; ইহা ব্যতীত দেশ জুড়িয়া ম্যালেরিয়া জ্বর, কালা জ্বর, ও অপরাপর ব্যধি বিস্তৃত হইয়া অসংখ্য জীবন অকালে গ্রাস করিতেছে ; এক মাদক দ্রব্যই দেশের কত শত্রু, সামান্য লেখনীতে ব্যক্ত করা অতীব দুরূহ। চীন সাম্রাজ্য এসিয়ার বহু দূর বিস্তীর্ণ একটী রাজ্য লোক সংখ্যা ও অত্যধিক। কিন্তু এই বিশাল কর্ম্মঠ জাতি অহিফেনের নেশায় জীবন্মৃত ছিল এখন সেই জাতি ঐ অহিফেন ত্যাগ করিয়া পৃথিবীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থল হইল। এখন তাঁহারা কর্ম্মঠ উদ্যমী দেশ সেবক বলিয়া সকল জাতিকে মুগ্ধ করিতেছেন। এমন পরিবর্ত্তন দেখিয়া কে না মুগ্ধ হন ?

বড়ই পরিতাপের বিষয়, যে আমরা এই নব্য সভ্যতার মোহ কিছুতেই যেন ত্যাগ করিতে পারিতেছিনা। শাস্ত্রোক্ত ঔষধাবলী ত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্য ঔষধাবলীর গুণ গানে মুগ্ধ, আরও আশ্চর্য্যের বিষয় সারবান গো দুগ্ধের পরিবর্ত্তে বিলাতী দুগ্ধে ও ফুড্ সমুহে অনুরক্ত। আর একটী মজার কথা; যে জাতি উদর পুরিয়া খাইতে পান না, তাঁহারা আধুনিক সভ্যতার গুণে রেস খেলিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া দেশের দারিদ্র বৃদ্ধি করিতেছেন। তাঁহারা মামলা মোকর্দ্দমায় বিশেষ পটু, শেষে উভয়ের দারিদ্র ও মনস্তাপ আনিয়াও ক্ষান্ত হন না। পূর্ব্বে এই সমস্ত মামলা শালিসি প্রথায় কেমন সুচারুরূপে নিস্পন্ন হইত।

আরও পরিতাপের বিষয়, আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার কোন সৎগুণে ভূষিত হই নাই। (১) কথার মূল্য, সময়ের মূল্য, স্বজাতি প্রীতি দেখিয়া ও আমাদের স্বজাতি প্রীতি জন্মায় না, এহেন কর্ম্মঠ পুরুষ দেখিয়াও আমরা নির্জ্জীব রহিয়াছি।

— ৪ —

মহিলাদিগকে সভ্যতার আলোকে লইয়া যাইতে সততই ব্যস্ত, কিন্তু আমরা যদি তাঁহাদিগকে রাজপুত মহিলাদিগের আদর্শে গঠন না করিয়াই সভ্যতার স্রোতের জন্য লালায়িত হই, তবে প্রতিপদে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হইতে হইবে। যদি তাঁহারা ঐ আদর্শে গঠিত হন, তাহা হইলে তাঁহাদের ছায়া স্পর্শ করিতে কেহই সাহসী হইবেন না। স্বাবলম্বী হওয়া সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন।

— ৫ —

দেখা যায়, প্রত্যেক গৃহস্থাই দুগ্ধবতী গাভী লালন পালন করিতেন, গার্হস্থ ধর্ম্ম ও পূণ্য সঞ্চয়ের জন্য একমাত্র গৃহিনীরা সেবা করিতেন। এবং পতি, পুত্র, কন্যা প্রভৃতির জন্য ঐ দুগ্ধ হইতে নানাপ্রকার মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া আত্ম পরিজনের সেবায় ও দেবতা সেবায় রত থাকিতেন। আমরা সভ্যতার সংস্পর্শে এমন কি ধর্ম্ম ও পূণ্য সঞ্চয়ের পথিক নহি। সঙ্গে সঙ্গে খাঁটি গো দুগ্ধ অভাবে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল শিশুগুলিকে চির রুগ্ন করিতেছি। মহিলারা কথক মহাশয়ের নিকট ধর্ম্ম শিক্ষা পাইতেন, এবং কথক মহাশয়ও এমন হাস্য কৌতুক ছলে নিরক্ষর মহিলা বৃন্দকেও সুন্দর বাখ্যা করিয়া ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেন জীবনে তাঁহারা আর ভুলিতেন না।

আমরা বলি পূর্ব্বেকার মহিলারা অশিক্ষিত ছিলেন। আমার বিবেচনায় তাঁহারা নিরক্ষর হইলেও এখনকার ন্যায় নাটক নভেল পাঠরত ও পাশ্চাত্য আদর্শে প্রেম বা প্রেম পত্র দিতে না পারিলেও এইরূপ ভক্তি শূন্যা পতিব্রতা ছিলেন না। তাঁহারা ধর্ম্ম-জীবনে, রন্ধন কার্য্যে, পরহিতে ও পতিভক্তিতে সমগ্র পৃথিবীর আদর্শ নারীর মধ্যে গণ্য হইতেন ও হইতেছেন।

এমন কি সময়ে সময়ে আত্মরক্ষায়, যুদ্ধক্ষেত্রে জন্মভূমির সম্মান রক্ষার্থে যশস্বিণী, ও পুণ্যময় কার্য্যে প্রাতঃস্বরণীয়া হইয়াছেন। এখন দেখুন এই সব ক্ষেত্রে আমরা তাঁহাদের নিকট শিশু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমাদের এখনও শিক্ষিত ও সভ্য বলিয়া গর্ব্ব করা কি উচিৎ ?

— ৬ —

এক সময়ে ভারতে গোধন শ্রেষ্ঠ সম্পদের মধ্যে গণ্য হইত। এখন সে ধন হারাইয়া ভারত কঙ্কাল সার। সময় বুঝিয়া দুর্ভিক্ষও বৎসর বৎসর দেখা দিতেছে।

— ৭ —

মৃত্যুর সংখ্যা শুনিলে অসভ্য জাতিরাও স্তম্ভিত হন। উদাহরণে একটী সামান্য গ্রামের লোক সংখ্যায় বুঝুন আমরা সভ্য হইয়া কত সুখেই বসতি করিতেছি নিম্নলিখিত বিবরণটী পাঠে সন্দেহ ভঞ্জন করুন।

১৭ই বৈশাখ সন ১৩৩৫ সাল "সুরাজ" পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিত বিবরণ।

"পাবনা সহর হইতে ৪ মাইল দূরে মাছিমপুর গ্রামে কিঞ্চিদধিক ৪০ বৎসর পূর্ব্বে ও প্রায় দেড়হাজার হিন্দুর বসতি ছিল। এখন সেখানে ১০ জন মাত্র খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।"

হিন্দু লোপ কি দ্রুতগতি হইতেছে, সভ্যতার গুণই ঐরূপ। আমরা ইহার পশ্চাতে ধাবিত হইয়া নিজেদের সর্ব্বনাশের পথ পরিষ্কৃত করিয়াছি।

— ৮ —

যাঁহারা স্বাবলম্বী, দেশহিতৈষী, ধর্ম্মপ্রাণ, কর্ম্মঠ রাজভক্ত আদর্শ প্রজা, আজ এই নব্য সভ্যতার স্রোতে তাঁহারা পরাবলম্বী, দেশদ্রোহী, আত্ম রক্ষার্থে অসমর্থ, অকর্ম্মণ্য ও অধার্ম্মিকে পরিণত।

তাই কবীন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলাল গভীর দুঃখে গাহিয়াছিলেন।

"ওরে চাষী তোদের সরল প্রাণ
সরল ভালবাসা হারাসনে
এই সভ্যতার স্রোতে।"

এই সভ্যতার মূল্য কি ?

সৎকথা।

১। অহিংসার নিকট অতি বড় বীরও নতশির হইয়া পড়ে।

২। চেষ্টা করিলে জীবনের যে কোন অবস্থারই সংশোধন করা যায়।

৩। কাজের লোক হইতে হইলে বাধা ও বিপদকে সানন্দে বরণ করিতে হইবে।

৪। যে কর্ম্মী তাহার কাছে সময় অতিশয় মূল্যবান।

কৃষি-সমবায়।

শ্রীসন্তোষ বিহারী বসু।

সকলেই বলে, যে আমাদের দেশটা হইতেছে চাষার দেশ; অর্থাৎ, প্রায় ষোলআনা লোকই চাষ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। আমরা এটাও শুনিয়া আসিতেছি যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের সময়ে চাষ-বাসের খুবই সুখ ছিল, ও তাহারা সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকিয়া দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া থাকিতেন। তখনকার দিনে' ক্ষেত ভরা শস্য, পুকুর ভরা মাছ, অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে দুগ্ধ, গ্রামে গ্রামে দেখা যাইত। চাষার ও তাহার বলদের যথেষ্ট পরিমাণে খাটিবার ক্ষমতা ছিল; এবং আবাদও ঠিক সময়ে হইত। কিন্তু আজ সেই সব কোথায়? কেন বা লুপ্ত হইল, এবং কি কারণে এইসব ঘটিল, তাহা নির্ণয় করা বিশেষ দরকার হইয়া পড়িয়াছে।

কেহ কেহ মনে করেন যে, আমাদের দেশের চাষের চিরন্তন পদ্ধতি সবই খারাপ ও বিদেশীয় পদ্ধতি সবই ভাল, অতএব এ সবকে ওলোট-পালট করিয়া নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। যেমন বাঙ্গালীরা অত্যন্ত আলস্য-পরায়ণ অতএব তাহাদিগকে সমূলে বিনাশ করিয়া, বাঙ্গালা দেশে পাঞ্জাবী, কিংবা পাঠান আনিয়া বসানো হউক। এটি যেমন একটী অসম্ভব কথা, তেমনি আমাদের চাষ কিছুই নহে, বিদেশীয় চাষ ভাল, অতএব আমাদের সব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বিদেশী ভাবে চাষ করা উচিত, এটাও তেমনি একটা বড় বে খাপ্পা কথা। রোগ নির্ণয় করিতে হইবে, রোগ নির্ণয় করিতে না পারিয়া, রোগীকে মারিয়া ফেলিলে চলিবে না।

যাহাই হউক, এখন কারণ নির্ণয় করিতে হইলে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলির অনুসন্ধান করিতে হইবে।

১। প্রথমতঃ—উপস্থিত চাষের অবস্থা ও তাহার কারণ।

২। দ্বিতীয়তঃ—পূর্ব্বে কি অবস্থা ছিল, পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান চাষের প্রভেদ কতটা—

(ক) উন্নতির পথ কি কি।

(খ) অবনতির পথ কি কি।

৩। তৃতীয়তঃ—উন্নতির উপায়।

উন্নতির কথা ভাবিতে গেলে, প্রথমেই দেখিতে হইবে, পূর্ব্বে কৃষির অবস্থা কি ছিল; এখনই বা কি অবস্থায় আছে? ভবিষ্যতে কি অবস্থা হইতে পারে। অবনতির ও উন্নতির, উভয়েরই একটী নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী আছে; এবং সেই গণ্ডীর ভিতর দিয়া অবস্থার নানারূপ

JOTINDRO NATH DUTTA
JANMABHUMI OFFICE

প্রকারভেদের সৃষ্টি হয়। এখন দেখিতে হইবে এইরূপ অবস্থার প্রকার ভেদের কারণ কি? এই কারণের বিশ্লেষণ করিতে গেলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যে, পরস্পরের একটী সংযোগ অন্তর্নিহিত ভাবে বিদ্যমান আছে। এই সংযোগের কোনওরূপ ব্যতিক্রম ঘটিলে, অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। পরিবর্ত্তনটা উভয় দিকেই ঘটিতে পারে—উন্নতির দিকেও হইতে পারে।

এই সংযোগটী পরস্পরের মধ্যে এতই অজ্ঞাতভাবে কার্য্য করে যে, সেটিকে বিবেচ্য বলিয়া মনে না করিয়া সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করিয়া দিই। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে দেখা যায়, প্রথমেই বৃহৎ হইতে ক্ষুদ্র হয় এবং উপরন্তু ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ, পরে বৃহৎ হইতে ক্ষুদ্র, ইহাই হইয়া থাকে। একের সমষ্টি বিনা দুই হয় না; দুয়ের সমষ্টি বিনা চার হয় না। সমষ্টি জিনিষটা অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু সমষ্টি বিনা এই পৃথিবীতে কিছুই হয় না। এই যে সমষ্টি বা সমবায়, উন্নতি বা অবনতি উভয়েরই মধ্যে অন্তরায়, এবং অন্তরায়ের সামঞ্জস্যের উপর উন্নতি বা অবনতি উভয়ই নির্ভর করিতেছে।

এই অন্তরায়ের সামঞ্জস্যের উপর, উন্নতি বা অবনতি উভয়েই নির্ভর করিতেছে।

উপস্থিত চাষের অবনতির কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, যে, একটি সংস্কার করা বিশেষ দরকার হইয়া পড়িয়াছে; আর সেই সংস্কার করিলে, আমাদের দেশে চাষের যে পদ্ধতি ছিল, তাহাকেই ভিত্তি করিয়া উহার উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে, এবং সেই উন্নতি চিরস্থায়ী হইবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, উন্নতির একটি নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী আছে ও সেই গণ্ডীর বাহিরে যাইবার কোনও প্রকার উপায় নাই। যে-টুকু অন্তর্নিহিত (latent) সেইটুকুই চেষ্টার দ্বারা উন্নীত করা যাইতে পারে। আমাদের দেশের পদ্ধতির সেই অন্তর্নিহিত ক্ষমতাটুকুকেই বিকাশ করিতে হইবে।

কৃষি সমবায় বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই ভাবিতে হইবে, কৃষি এই যে কথাটি ইহার অর্থ কি? কৃষি বলিতে গেলে মাটি, লাঙ্গল, বলদ, কৃষাণ, সেচন, বীজ, সার ইত্যাদি বুঝায়। এখন দেখিতে হইবে ইহাদের মধ্যে পরস্পরের কি সম্বন্ধ, এবং সেই সম্বন্ধটি সম্পূর্ণরূপে বজায় আছে কি না? লাঙ্গল ভাল না হইলে, জমীকে গভীরভাবে কর্ষণ করা যায় না; বলদ ভাল না হইলে, উপযুক্ত সময়ে বেশী কাজ করা যায় না; কৃষাণের স্বাস্থ্য ভাল না হইলে, অধিক পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা থাকেনা; বীজ ভাল না হইলে, গাছ ভাল হয় না। জমীতে উপযুক্ত পরিমাণে সার না দিলে, ভাল ফসল উৎপন্ন হয় না। চাষের সময় অর্থাভাব হইলে, নানা প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। প্রচুর ফসল উৎপন্ন হইলেও, বিক্রয়ের সুবিধা না থাকিলে, লোকসান হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। অতএব দেখা যাইতেছে যে, কৃষিকার্য্যের প্রত্যেক স্তরেই পরস্পরের মধ্যে একটি অতি গূঢ় সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই সম্বন্ধের কোনরূপ পার্থক্য ঘটিলে সমস্ত কার্য্যের মধ্যে, বিশৃঙ্খলার ভাব পূর্ণভাবে দৃষ্ট হয়।

এখন উপস্থিত কৃষির বিষয় সমালোচনা করিতে গেলে দেখা যাইবে যে, জমী আছে ত ভাল বলদের অভাব, বলদ আছে ত পরিশ্রমশালী কৃষাণের অভাব, কৃষাণ আছে ত সেচনের

অভাব বীজ আছে ত সারের অভাব, পূর্ণ ফসল পাওয়া গেল ত বাজারের অভাব ইত্যাদি পূর্ব্বে এই অভাব ছিলনা যে তাহা নহে, তবে পরিমাণ হিসাবে কম ছিল। পূর্ব্বে ভিন্ন গ্রামের চাষীদের মধ্যে বীজের আদান প্রদান (mutual exchange of seeds) ছিল, যেটি আজ কালকার বিজ্ঞান শাস্ত্রে খুব প্রয়োজনীয় বলিয়া গণ্য করা হয়। গ্রামের অনেক চাষ একত্রে হইত (joint cultivation) যেমন আখ, ইত্যাদি। যেখানে ছিচের সুবিধা আছে, কিংবা আখের উপযুক্ত জমী আছে, সকলেই সেইখানে, সেই সময়ের জন্য জমী অদল বদল করিয়া, আখ চাষ করিত ও কতক জমী, পর বৎসর চাষের জন্য, পতিত (fallow) রাখিত। এইরূপ করাতে rotation খুব ভাল হইত যাহা আধুনিক বিজ্ঞানের মতে অতিশয় প্রয়োজনীয়।

পুকুর গুলিকে একত্র যোগে পঙ্কোদ্ধার করা হইত। গোচর ভূমীর প্রতি দৃষ্টি রাখা হইত। ধর্ম্মের ষাঁড় শ্রাদ্ধের সময় সময় দাগিয়া, বৃষকুলের বিস্তৃতির জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইত। ধর্ম্মের ষাঁড় দাগিতে হইলে যে লক্ষণগুলি দেখা আবশ্যক হইত, আজ কালকার নূতন বৈজ্ঞানিক জননপ্রথা ঠিক সেই সব লক্ষণগুলির কথাই নির্দ্দেশ করে অর্থাৎ জননকারী বৃষের (breeding bull) সেই সব লক্ষন থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

গ্রামের স্বাস্থ্য ভাল থাকায় ও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব না থাকায়, কৃষাণের পরিশ্রম করিবার শক্তি ও যথেষ্ট ছিল। গ্রামের মোড়ল চাষীরা, আকাশের লক্ষণ দেখিয়া বলিয়া দিতে পারিত যে, কবে কতটুকু বৃষ্টি হইবে যাহা আজকালকার meteorological chart এর দ্বারা স্পষ্ট ভাবে বুঝা যায় না। এইরূপ অনেক জিনিষ ছিল যাহা আমরা আজ সম্পূর্ণ ভাবে হারাইয়া ফেলিয়াছি! পূর্ব্বে গ্রামে ধনী, কি দরিদ্র, সকলের মধ্যে—এমন কি প্রত্যেক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে, একটি সুন্দর সহযোগ বিদ্যমান ছিল; আর সেই সহযোগ পরস্পরের বিশ্বাসের উপর গঠিত ছিল; আর সকলের মূলে ছিল ধর্ম্ম, যাহার ভিতর দিয়া আমাদের সমস্ত বিজ্ঞান প্রকাশ পাইত।

যাহা হউক, প্রথমে এইগুলিকে পুনরুদ্ধার করিতে হইবে। পরে ইহার সহিত আধুনিক উন্নতির কতটা খাপ খায় দেখিতে হইবে। লুপ্তপ্রথার উদ্ধার না করিয়া উন্নতির চেষ্টা করিলে সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইবে অর্থাৎ উহাকেই ভিত্তি করিয়া উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। এখন দেখা যাক্ গ্রামে কোন্ কোন্ বিষয়ে কৃষির উন্নতি করা যাইতে পারে। প্রথমেই ঠিক করিতে হইবে যে, গ্রামের অধিবাসীর ব্যবহারের জন্য কি কি ফসল কত পরিমাণে উৎপন্ন করা উচিত! সেই পরিমাণে বিভিন্ন প্রকারের জমী বর্ত্তমান আছে কি না—এবং কি অবস্থায় আছে। নিকটবর্ত্তী বাজারের আমদানী ও রপ্তানী অনুযায়ী কি কি ফসলের আবাদ বেশী করিয়া করা দরকার ইত্যাদি।

অনুসন্ধান করিয়া যদি দেখা যায় যে, গ্রামের মোট যত পরিমাণ ধান, আলু, আখ, গম, সরিষা, তূলা, তামাক ইত্যাদি দরকার, তাহার উপযুক্ত পরিমাণ জমী থাকা সত্ত্বেও উহার সমস্ত আবাদ হয় না। কারণ, প্রত্যেকের ঐ প্রকার জমী না থাকিতে পারে; এইরূপ ক্ষেত্রে জমীর অদল-বদল করিয়া একত্রে আলু কিম্বা আখ ইত্যাদির চাষ করিলে অল্প সময়ে

JOTINDRO NATH DUTTA
JANMABHUMI OFFICE
39, Manick Bos'es Ghat St. Calcutta

ও অল্প খরচে কৃষির প্রভূত উন্নতি করা যাইতে পারে। জমীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়তন থাকাতে, উন্নতপ্রণালীর কৃষিযন্ত্রাদি ব্যবহার করা যায় না; কিন্তু পরস্পরের মধ্যে অদল বদল করিয়া জমীর আয়তন বাড়াইয়া লইলে কৃষিকার্য্যের অনেক সুবিধা হয়।

প্রত্যেক চাষীর প্রয়োজনীয়তা হিসাবে একত্রে সার ও বীজ আমদানী করিতে পারিলে নানাপ্রকার সুবিধা হইতে পারে। একত্রে সওদা করিলে জিনিষ ভালো পাওয়া যায়, দামেও সস্তা হয় আর মহাজন ও খরিদ্দার সহিত একটি বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়। উন্নতপ্রণালীর কৃষিযন্ত্র, উৎকৃষ্ট সার ও বীজ ইত্যাদি আমদানী করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন। এই সকল সমস্যা দূর করিবার জন্য "সমবায়-কৃষি-সমিতি" গঠন করিতে হইবে।

কৃষিকার্য্যের উন্নতির অন্যতম অন্তরায় সেচন। দেখা যায় গ্রামের প্রায় সকল জলাশয় শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। সেচনকার্য্যে ব্যাঘাত হওয়াতে উপযুক্ত পরিমাণে ফসল উৎপন্ন হইতেছে না। এরূপ স্থলে "সমবায় সেচন-সমিতির" দ্বারা জলকষ্ট দূর করিতে হইলে বীরভূম ও বাঁকুড়া জলসেচন সমিতির কার্য্যগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ২৩০০০ হাজার একর অর্থাৎ ৬৯০০০ হাজার বিঘার জল সেচন হইতেছে ও একটি ফসলের জায়গায় দুই তিনটি ফসল অনায়াসে ও পুরা দমে দেওয়া হইতেছে। পূর্ব্বে এই সকল জমীতে অনেক স্থলে একটি ফসলও ভালরূপে হইত না, ইহা আমার স্বচক্ষে দেখা; কারণ, এই দুই জেলাতে সরকারী কার্য্যোপলক্ষে সেচন ব্যাপারে প্রথম প্রথম বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলাম। আমার বোধ হয়, এক বাঙলাদেশ ছাড়া ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশে এই প্রথায় "সমবায় সেচন সমিতি" এত বেশী কোথাও এখন পর্য্যন্ত হয় নাই। ভারত সরকারের বার্ষিক রিপোর্টেও এইরূপ প্রকাশ।

উদ্বৃত্ত কৃষিজাত ফসল উপযুক্ত দরে বিক্রয়, এবং সার, বীজ ও কৃষিযন্ত্রাদি ক্রয় করিবার জন্য "ক্রয় বিক্রয় সমিতি" গঠন করিতে হইবে।

গো জাতির উন্নতির জন্য, কৃষিসমিতি হইতে উৎকৃষ্ট ষাঁড় রাখিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। গো-মড়কের হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে "গো-রক্ষা সমবায় সমিতি" গঠন করিতে হইবে। গো-চর ভূমি রাখিবার বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

গ্রাম্য স্বাস্থ্যউন্নতির দিকেও বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে, কারণ, স্বাস্থ্যের হানি হইলে, কেবা চাষ করিবে, আর কে বা উপভোগ করিবে। গ্রাম্য স্বাস্থ্য বলিতে গেলে পানীয় জল, ভাল দুগ্ধ সরবরাহ, জঙ্গল পরিষ্কার ইত্যাদি বুঝায়। সেইজন্য সমবায় স্বাস্থ্যসমিতি গঠন করিতে হইবে।

গ্রামে গ্রামে ব্রতী বালকদল গঠন করিতে হইবে। ব্রতী বালকেরা ছুটীর দিন কৃষকের ক্ষেত্রে, দলে দলে গিয়া পোকা মাকড় মারিবার সহায়তা করিবে; কারণ, একার্য্য কাহারও পক্ষে একলা করিয়া উঠা সম্ভবপর নহে। গো চিকিৎসককে টীকা (inoculation) দিতে সাহায্য করিবে। গ্রামের জঙ্গল পরিষ্কার করিবার সহায়তা করিবে। এ বিষয়ে বিশ্বভারতী পল্লীসেবা বিভাগের কার্য্য অনুকরণীয়।

কৃষিকার্য্য বলিতে সচরাচর শারীরিক পরিশ্রম বুঝায়, কিন্তু ইহা একটি মস্ত ভুল।

কৃষকের মস্তিষ্কের চর্চ্চা করা বিশেষ দরকার। প্রতিমাসে সভাসমিতি করিয়া, কৃষি বিষয়ে চর্চ্চা করা, আলোক চিত্রের দ্বারা কৃষি ও অন্যান্য বিষয়ে উপদেশ দেওয়া, সন্ধ্যার সময় কথকতার দ্বারা ধার্ম্মর বিষয়ে উপদেশ দেওয়া ইত্যাদি প্রত্যেক গ্রাম্য সমিতির অঙ্গস্বরূপ হওয়া উচিত।

এই যে বিভিন্ন সমিতির উল্লেখ করা গেল, ইহাদের প্রত্যেকেরই একই উদ্দেশ্য, সেই সমবায়। এই প্রকার বিভিন্ন সমিতির পরস্পরের কার্য্যের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য একটি "গ্রাম্যসমিতি" গঠন করা দরকার আর এই বিভিন্ন "গ্রাম্য সমিতি"কে পরিচালন করিবার জন্য একটি পাদেশিক "কেন্দ্র-সমিতি" বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতির অনুকরণে থাকা বিশেষ দরকার; আর পরস্পর সমিতির কার্য্য কলাপের আলোচনার নিমিত্ত একটি কেন্দ্র সমিতির নিজস্ব মুখপত্র থাকা বিশেষ প্রয়োজন। আশা করি 'ভাণ্ডার' এ বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিতেছে। এক বাঙ্গলাদেশে দশ হাজার (১০,০০০) সংখ্যা প্রতি মাসে প্রচারিত হয়, আর আমার বোধ হয়, ভারতবর্ষের আর কোনও প্রদেশে, এত বেশী প্রচারকার্য্য এইরূপ পত্রিকার দ্বারা হয় না।

সমবায় কার্য্য প্রসারণ সম্বন্ধে ও বাঙ্গলা দেশ যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছে। প্রতি একলক্ষ অধিবাসীর মধ্যে এক বাঙ্গালা দেশে ৩৩'০০ সমিতি গঠিত হইয়াছে। মাদ্রাজে প্রতি একলক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ৩১.০০ সমিতি গঠিত হইয়াছে, আর, বোম্বাই প্রদেশে, প্রতি একলক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ২৬'৪ সমিতি গঠিত হইয়াছে। আশা করি, বাঙ্গালা দেশ, তাহার প্রথম স্থানটি চিরকাল বজায় রাখিয়া চলিবে। প্রকৃত কর্ম্মীরই অভাব আমার মনে হয়, সে আশা বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতি ভবিষ্যতে পূরণ করিতে সক্ষম হইবে।

(ভাণ্ডার)

জানবার জিনিষ।

১। মানুষের অপেক্ষা মাকড়সাই পৃথিবীর প্রাচীন অধিবাসী।

২। যাহারা বেশী আলু ব্যবহার করে তাহাদের বাত হয় না।

৩। চশমার প্রথম আবিষ্কার হয় খ্রীষ্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে।

৪। পুরুষদের অপেক্ষা স্ত্রীলোকদের ঘুম পাতলা এবং অল্পকাল স্থায়ী।

৫। চোখ খারাপ সহরের লোকদেরই বেশী হয়।

ভুলের পথে।

(শ্রীজহরলাল বিশ্বাস)

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—৩—

শীতলবাবুর গৃহের দাওয়ায় বসিয়া সতিশবাবু ও ঘোষজা মহাশয় তামাকু সেবন করিতেছেন। রৌদ্রের প্রখর কিরণ সেই দাওয়ার নিম্নস্থ ছোট ছোট গাছগুলিকে ঝলসাইয়া দিতেছে। দূর বৃক্ষ হইতে কচ্চিৎ দু একটী কাকের রব ভাসিয়া আসিতেছে। সতীশবাবু যখন হুকার নলিচাটী ঘোষজা মহাশয়ের হাতে দিল, তখন সতীশবাবু হাতে একটী পানের কৌটা লইয়া পেটে হাত বুলাইতে বুলাইতে আসিয়া সেইস্থানে উপবেশন করিলেন এবং পানের কৌটাটী রাখিয়া বলিলেন "কি গরমটাই প'ড়েছে।"

"আর গরমের কথা ব'লো না দাদা" এই বলিয়া ঘোষজা পানের ডিবা হইতে একটী পান বাহির করিয়া উহার সদ্ব্যবহার করিল।

শীতলবাবু ঘোষজার নিকট হইতে নলিচাটী লইয়া দু' একটী টান দিয়া বলিলেন ; "সতিশ তোমার বুদ্ধির বলিহারী। তুমি না হ'লে সুরেশকে জব্দ ক'ত্তে আর কেউ পাত্তো না।"

ঘোষজা বলিলেন,—

"কত হাজার বেরিয়ে গেছে।"

শীতলবাবু—প্রায় হাজার দু'য়েক হবে না. হে ?"

সতিশ—হাঁ হাজার দু'য়েকের উপর।

ঘোষজা—তুমি কত পেয়েছ ?

সতিশ—শ' পাঁচেক পেয়েছি।

শীতলবাবু—তা' হ'লে একদিন হইচই ক'রে একটা ভোজ টোজ লাগিয়া দাও।

সতিশ—(মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) আজ্ঞে সে তো দোবই, সো তো দোবই আপনাদের কৃপাতেইতো পেয়েছি।

ঘোষজা—সুরেশ রেস খেলে যে সমস্ত উড়িয়ে দিচ্ছে একথা অমিয় টের পায়নি ?

সতিশ—পেয়েছে বৈ কি, কিন্তু ক'র্ব্বে কি, টাকাতো আর ওর কাছে থাকে না তবে চেষ্টা ক'চ্ছে যাতে না আর রেস খেলে।

শীতলবাবু—আর একটা কি মতলবে ঘুরছো তুমি সেদিন বলছিলে না ?

সতিশ—আজ্ঞে, হ্যাঁ সে বড় মজায় মতলব যে মতলবে লওয়াতে পার্লে আর বাছাধনকে দেশে থাকতে হবে না। একেবারে—।

ঘোষজা—কি মতলবটা হে শুনি না।

সতিশ—(ইতস্ততঃ তাকাইয়া) এই মদের নেশা।

সকলেই হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। শীতলবাবু বলিলেন, "তা'হ'লেইতো চাষ বাষ ক'রে যা ক রেছে সবই বিক্রী ক'র্ত্তে হবে।" "সে আর দুবার করে ব'লতে শীতল দা।" এই বলিয়া ঘোষজা তামাকু সেবন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ বিশুদ্ধতার পর সতিশ বলিলেন,—

"শীতলবাবু সেদিনকার সে ব্যপারটা কদ্দুর কি ক'র্লেন ?"

শীতলবাবু—"কি ব্যপারটা ?"

ঘোষজা—"হরিশের ব'য়ের কথা বুঝি।"

সতিশবাবু—হাঁ।

শীতলবাবু—সেতো ব'লেই দিয়েছি হবে না, তবে যদি নগদ পাঁচশো টাকা দিতে পারে তা' হ'লে দেখা যেতে পারে।

সতিশবাবু—তা' হ'লে ওকে জাতিচ্যুত করা হ'লতো।

ঘোষজা—নিশ্চয়।

সতিশ—শুনছিলুম না কি সে দিন ও হরিশের কাছে গিয়ে খুব কান্নাকাটা ক'রেছিল।

শীতল—ক'ল্লেই বা হরিশ যদি ওকে জায়গা দেয় তা'হ'লে হরিশেরই কি জাত থাক্‌বে।

ঘোষজা—শুন্‌ছি না কি হরিশ আবার অমিয়র কাছে যাতায়াত ক'চ্ছে।

শীতলবাবু—যারই কাছে যাক্ ও যে ফের বউকে নিয়ে ঘর ক'র্ব্বে তা' হবে না।

সহসা সেইস্থানে হরিশের স্ত্রী আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—

"তা' হবে কেন ভণ্ডামির দল, যখন লম্পটদের অত্যাচারে আপনাদের বোয়েরা জর্জ্জরিত হয়, তখনতো কেউ সে অত্যাচার দমন কর্ব্বার জন্য অগ্রসর হন না, কিন্তু তারপর জাতিচ্যুত কর্ব্বার জন্য খুব উঠে প'ড়ে লাগতে পারেন। মনে করেছেন আপনাদের মত কাপুরুষদের পায়ে পাঁচশো টাকা ঢেলে দিয়ে জাতি রক্ষা ক'র্ব্বো, মনেও তা স্থান দেবেন না। আপনারা স্থান না দেন, আমি নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াবার চেষ্টা ক'র্ব্বো। বাঙ্গালীর মেয়ে,—চিরদিন দুঃখ কষ্ট ভোগ কর্ব্বার জন্যই তা'র জন্ম, চিরদিন পরের গলগ্রহ হ য়ে থাকাই তা'র ধর্ম্ম, চিরদিন লাঞ্ছিতা, অপমানিতা হওয়াই তা'র স্বভাব। কিন্তু মনে রাখবেন,—এ সব নিয়ম আমি ওলোট পালট ক'রে দোব, এ সব অত্যাচারের মূলে আমি কুঠারাঘাত ক'র্ব্বো, এ সব বিধান ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দোব। জানবেন,—সে দিন চ'লে গেছে। এ জাগরণের দিন, এ কাজ কর্ব্বার দিন, এ নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার দিন ; দেখবেন,—দু'দিন পরে আপনাদের বৌ ঝিয়েরা কি ক র্ব্বে,—তা'রা সংসারের অভাব মেটাবার জন্য ঘরে ব'সে দু' পয়সা উপায় ক'চ্চে, নিজের কাপড় জামা নিজেরাই তৈরা ক'চ্চে,

নিজের ভাবনা নিজেরাই ভাববে। আপনাদের উপায়ের অপেক্ষায় ব'সে থাকবে না। ভগবান শীগ্‌গীরই সে দিন এনে দেবেন, তার জন্য কোন চিন্তা ক'র্ব্বেন না।"

এই বলিয়া ত্বরিত পদে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল। দাওয়ার লোকেরা বিস্মিত নেত্রে সেই দিকে কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া থাকিবার পর, সতিশ ও ঘোষজা উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ঘোষজা শীতলবাবুকে বলিল, "এখন চলুন, আস্পর্দ্ধাটা একবার দেখলেন তো?"

শীতলবাবু একটু কাশিয়া গলাটা পরিস্কার করিয়া বলিলেন, "এ আস্পর্দ্ধার মূলে কিন্তু ঐ অমিয়বাবু আছে। আচ্ছা দেখা যাক।" এই বলিয়া ভিতরের দিকে প্রস্থান করিলেন এবং অপর সকলেও প্রস্থান করিল।

(ক্রমশঃ)

গৃহস্থের খুঁটিনাটি।

১। একপোয়া সাবানের সহিত এক কাঁচ্চা সোহাগা মিশাইয়া কাপড় কাচিলে খুব সহজে বেশ পরিস্কার হয় এবং অর্দ্ধেক সাবান লাগে।

২। হীরাকষের জলে একটু চূণ মিশাইয়া গামোছা ভিজাইলে চাপা ফুলের রং হয়।

৩। দুগ্ধের সহিত কিঞ্চিৎ চিনি মিশাইয়া জ্বাল দিয়া ডেলা ক্ষীরের মত করিয়া এয়ার টাইট করিয়া রাখিলে ১০।১২ মাস ঠিক থাকে। ব্যবহার করিবার সময় উহার কিঞ্চিৎ পরিমাণ লইয়া জল দিয়া জ্বাল দিয়া লইতে হয়।

লাউ চাষ।

শ্রীরেবতী মোহন দাস।

গত বৎসর আমি আড়াই কাঠা জমিতে লাউ গাছের পরীক্ষা করিয়াছিলাম তাহাতে ৩০০ শত লাউ হইয়াছিল। এখানে আমরা মাটিতেই লাউ চাষ করি মাচানের দরকার করে না।

গোবর পচা ৮০০ সের টাকায় ২০০ সের হিসাবে	৪৲
হাড়ের ছাই /২॥ সের প্রতি সের তিন আনা হিঃ	২।/১০
পাতার ছাই ॥৫ সের প্রতি মণ একটাকা হিঃ	॥৵০
জমি প্রস্তুত, বীজ, খুঁড়িবার খরচ বাবদ	১৲
	৭৸৵/১০
জল সেচনের খরচ	৪।০
	১২৶/১০

প্রত্যেক লাউ এক আনা হিসাবে বিক্রয় করিলে তিন শত লাউ হইতে ১৮৸০ পাওয়া যায়। ২½ কাঠা এক বিঘার ৳ অতএব এক বিঘা জমি হইতে ১৮৸০ × ৮ = ১৫০৲ টাকার লাউ বিক্রয় হইতে পারে।

আর প্রতি ২½ কাঠার খরচ ১২৶/১০ অতএব এক বিঘার খরচ ১২৶/১০ × ৮ = ৯৭৸০।

সুতরাং খরচ বাদে লাভ প্রতি বিঘায় (১৫০৲ — ৯৭৸০) অর্থাৎ ৫২।০ আনা। আমি প্রতি লাউ এক আনা হইতে দশ পয়সা পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়াছি এবং ছয় টাকার লাউ শাক মোট সর্ব্বসমেত ৩৬।/০ পাইয়াছি। সুতরাং আমার ২½ কাঠায় মোট ৩৬।/০ — ১২৶/১০ অর্থাৎ ২৪/১০ লাভ হইয়াছে।

লাউ চাষের বিঘাপ্রতি সারের প্রণালী নিম্নে দেওয়া গেল।

সূত্র—১ ভাগ নাইট্রেট, ১ ভাগ ফসফেট ও ১ ভাগ পটাশ

নাইট্রেটের জন্য

সালফেট অব এমোনিয়া	১০০ সের	হইতে	২০০ সের	পর্য্যন্ত
বা নাইট্রেট অব সোডা	১৩৩½ সের	,,	২৬৭ সের	,,
বা সর্ষপ খৈল	৪০০ সের	,,	৮০০ সের	,,
বা গোবর	৪০০০ সের	,,	৮০০০ সের	,,

ফসফেটের জন্য

হাড়ের ছাই	৫০ সের	হইতে	১০০ সের	পর্য্যন্ত
বা হাড়ের গুঁড়া	১০০ সের	,,	২০০ সের	,,
বা সুপার ফসফেট্	১০০ সের	,,	২০০ সের	,,

পটাশের জন্য

পাতার ছাই	২০০ সের	হইতে	৪০০ সের	পর্য্যন্ত
বা ঘুঁটের ছাই	২০০ সের	,,	৪০০ সের	,,
বা সাল্‌ফেট্ অব পটাশ	২৫ সের	,,	৫০ সের	,,
বা মিউরিয়েট অব পটাশ	২৫ সের	,,	৫০ সের	,,

এই সূত্র ঠিক রাখিয়া সার দেওয়ায় যাহা ফল পাওয়া গিয়াছে তাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। কেবলমাত্র সার ব্যবহার করিবার সময়ে নিজ জমির অবস্থা বুঝিয়া সার দিবেন অর্থাৎ যদি জানেন যে পটাশ কিছু বা যথেষ্ট আছে অথবা অন্য সার কিছু আছে তবে সেই সারের মাত্রা সেই পরিমাণে কিছু কম করিবেন।

এখানে একপ্রকার লাউ আছে তাহাতে খুব ছোট গাছে ফল হয় অর্থাৎ তিন হাত হইতে না হইতেই ফলিতে আরম্ভ করে চৈত্র মাসে ফলে বলিয়া ইহাকে চৈতি লাউ বলে এবং পৌষ মাঘ মাসে এই বীজ লাগান হয়। আমি এখন বর্ষার বীজ এবং চৈতি লাউয়ের বীজের একই সময় লাগাইয়া ফলাফল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, যে কোন সময় যে কোন লাউ বীজ লাগান যায় এবং বর্ষার বীজ চৈত্র মাসে ফল দেয় না ইহা ভ্রান্তি মাত্র।

পূর্ব্বে আমি বৈশাখ মাসে মূলার চাষের সূত্র লিখিয়াছি এবারে লাউ চাষের সূত্র সহ বিস্তারিত বিবরণ লিখিলাম আশা করি যাঁহারা উহা পরীক্ষা করিবেন তাঁহারা যেন "কৃষক" পত্রে উহা প্রকাশ করেন।

মুষ্টিযোগ

১। হিং জলে গুলিয়া চন্দনের ন্যায় করিয়া আঁচিলের উপর পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিলে আঁচিল শুষ্ক হইয়া খসিয়া যায়।

২। কচ্ছপের খোলা ভস্ম করিয়া বাঁটি সরিষার তৈলের সহিত ফুটাইয়া লাগাইলে কাউর ঘা আরোগ্য হয়।

৩। দুই তোলা তেলাকুচার শিকড়ের রস চিনি মিশাইয়া দিবসে দুইবার খাইলে বিছানায় প্রসাব বন্ধ হইয়া যায়।

৪। যুঁইফুল দিয়া মুখ ধুইলে দাঁতের সকল রকম পীড়া আরোগ্য হয়।

৫। প্রত্যহ মধুর সহিত গুলঞ্চের রস সেবন করিলে মেহ রোগের উপশম হয়।

মানকচু।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ইহার পর জমি পরিষ্কার রাখিবার কথা। এখন অবস্থা বুঝিয়া মাঝে মাঝে কোদালি দিয়া কোপাইয়া দেওয়া দরকার। কিন্তু এইখানে মনে রাখিতে হইবে, যেন কোদালি দিয়া বড় বড় চাপড়া তুলিয়া রাখা না হয়। বড় বড় চাপড়া তুলিয়া রাখিলে জমি অধিকদূর পর্য্যন্ত শুখাইয়া উঠে, এজন্য জমিতে রসাভাব বশতঃ মানকচুর চারা শুখাইয়া যাইতে পারে। মানকচুর জমি সর্ব্বদাই শীতল রাখিতে হইবে, সেকারণ প্রত্যেকবার কোপাইয়া দেওয়ার সময়, মাটি বেশ করিয়া গুঁড়াইয়া দেওয়া প্রয়োজন।

কার্ত্তিক বা অগ্রহায়ণ মাস হইতে মাঘ বা ফাল্গুন মাসের মধ্যে মানকচুর চারাগুলি বেশ বড় হইয়া জমি জুড়িয়া লইতে পারে না। ঐ সময়ের মধ্যে জমি হইতে অন্য কোন ফসল লওয়া যায় কিনা তাহাও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। শীঘ্র যে ফসল তুলিয়া লওয়া যায়, তাহার চাষ করিলে মন্দ হয় না। পালং শাক, ধনেশাক, নটেশাক এই জাতীয় ফসল। ইহার পর ফাল্গুন মাস হইতে সূর্য্যের উত্তাপ বৃদ্ধি পাইবে এবং জমির রস হ্রাস হইবে, তখন মাঝে মাঝে জল সেচিয়া দিতে হইবে। প্রত্যেক সেচের পর "জো" হইলেই, জমি কোদালি দিয়া কোপাইয়া মাটি গুঁড়াইয়া দেওয়া বিধি। এই সময়েও কেহ কেহ স্বল্প জীবি কোন ফসলের চাষ দিতে বলেন। আবার কোন কোন কৃষক একেবারে কোন ফসল দিতে নিষেধও করেন। তবে জমি যদি খুব উর্ব্বর তেজস্কর হয়, এবং অন্য ফসল লাগাইবার সুবিধা আছে বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে ফুটি, ঝিঙ্গা বা তাদৃশ কোন সব্জীগাছ দেওয়া যাইতে পারে। এই প্রকার বাড়তি চাষে মানকচুর আবাদে সুফল, কুফল উভয়ই দেখা যায়। সুফল যথা ফুটির লতাপাতায় মানকচুর গোড়া আচ্ছাদিত থাকায়, জমি সাধারণতঃ শীতল থাকে, সেজন্য প্রখর সূর্য্যের উত্তাপে মানকচুর চারার ক্ষতি হয় না। আর কুফল এই যে, এই সকল ফসল জমির সার খাইয়া ফে'লে এবং যখন ফুটি বা ঝিঙ্গা ফলিতে থাকে তখন জমির যদি কোন প্রকার পাইট করিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে ঐ সকল ফসলের লোভে তাহা করা সম্ভব হইবে না। সুতরাং প্রধান ফসলের সমূহ ক্ষতি হইবারই কথা। যাহা হউক গ্রীষ্মকালে মানকচুর চারাগুলি বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলেই এই চাষে লোকসানের ভয় থাকিবে না।

অতঃপর বর্ষাকালে বিশেষভাবে দেখিতে হইবে যেন জমিতে ঘাস না থাকে এবং

মানকচুর গোড়ায় জল না জমে। ঘাস বেশী হইলে কচুর বৃদ্ধির ব্যাঘাত হইবে আর গোড়ায় জল জমিলে আস্বাদের তারতম্য হইবে। কচুর গোড়ায় জল জমিতে বা বসিতে পাইলেই কচু বিষাক্ত হইয়া উঠিবে একথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। যে ব্যবসাদার ন্যায্য দর নেয় কিন্তু খাঁটি জিনিস দেয়, তাহার যেমন বাজারে খুব সুনাম—তাহার পণ্যের কাটতি এবং লাভের হার যেমন উভয়ই বেশী, সেইরূপ যে কৃষক ক্ষেত্রোৎপন্ন ফসল যত সুমিষ্ট এবং মুখরোচক করিতে পারিবে চাষে তাহারই সাফল্য অধিক। এজন্য বর্ষার সময় সমানভাবে অল্প মাটি লইয়া গাছের সারে (Row) সামান্য আইলমত উচ্চ করিয়া দিতে হইবে এবং পার্শ্বস্থ অগভীর নর্দ্দামাটীও এরূপভাবে নির্ম্মাণ করিতে হইবে যাহাতে বৃষ্টির জল অচিরে বাহিরে চলিয়া যাইতে পারে। মানকচু সুমিষ্ট এবং সুস্বাদু করিতে হইলে শ্রাবণের শেষ বা ভাদ্রের প্রথম হইতে তাহার গোড়ায় ছাই দিতে হইবে। ছাই মানকচুর অতিরিক্ত রসভাগ শোষণ করিয়া লইবে এবং মানকচু নীরস হইয়া সুমিষ্ট হইয়া উঠিবে। মানকচুতে ছাই দিবার জন্য খনা বিশেষ করিয়া উপদেশ দিয়া গিয়াছেন ;—

"কচুবনে ছড়ালে ছাই,
খনা বলে তার সংখ্যা নাই।"

কেহ কেহ বলেন মানকচুর চাষে ছাই একমাত্র সার। মানকচুর অন্য সারের আবশ্যক নাই। এই কথাটি সম্যক বুঝিতে পারা যায় না। ছাই প্রধান জমি সাধারণতঃ খুবই নীরস এবং অল্প উত্তাপেই তাতিয়া উঠে। এরূপ অবস্থায় মানকচুর চারা গ্রীষ্মকালে বাঁচাইবার উপায় কি? যে চারা গ্রীষ্মকালে মরিয়া যাইবে তাহারা পরে আবার কোন্ সময় সতেজ হইয়া কৃষককে ফল দান করিবে?

মানকচু চাষের আর একটা দিক আছে, তাহা এই সময় উপেক্ষা করিলে চলিবে না। কচুর জন্য সর্ব্বত্র বেড়ার প্রয়োজন না হইলেও, অনেক স্থানে ইহার বিশেষ আবশ্যক। ইহাতে গরু বাছুরের উৎপাত নাই। তথাপি শূকর, বন্য বরাহ বা সজারুতে ইহার সমূহ ক্ষতি করিয়া থাকে। প্রথম প্রথম জমির চারিধারে বাঁশের পালা (কঞ্চি সমেত বাঁশের খণ্ডকে স্থানে স্থানে পালা বলে) পুতিয়া বেড়া দেওয়া যাইতে পারে। ঐ বেড়ায় ঝিঙ্গা, তুরুল (বা পুরুল) বরবটী ইত্যাদি তরকারীর গাছ লাগাইলে বেড়াতেও কিছু লাভ পাওয়া যাইবে। তারপর ক্রমে চারাগুলি যখন বড় হইতে থাকে, তখন গোড়াতে কিছু না কিছু কচু জন্মিবার কথা। ঐ সময় হইতেই সজারু বরাহের ভয় বাড়িতে থাকে। সজারু বা বরাহ নিবারণের একমাত্র উপায়—তারের জাল। ৪ হইতে ৬ ফুট উচ্চ তারের জাল দিয়া জমির চতুর্দ্দিক ঘিরিতে পারিলেই নিস্তার। অনেক সময় কিন্তু জাল ছিঁড়িয়াও ক্ষেত্রে বরাহ প্রবেশ করে এবং উপাড়িয়া ও খাইয়া নষ্ট করে। এরূপ অবস্থায় বরাহ নিবারণের দ্বিতীয় অমোঘ অস্ত্র—আলোক। জমির মধ্যস্থলে একটী বাঁশ পুতিয়া, বা বিস্তৃত আবাদ হইলে মধ্যে মধ্যে বাঁশ পুতিয়া তাহাতে হেরিকেন জ্বালিয়া ঝুলাইয়া রাখিলে বরাহ আর সে দিকে যাইবে না। এই উপায়ে নানাস্থানে বরাহের গ্রাস হইতে শস্য রক্ষা করা হয়।

কচুগাছের বৃদ্ধি সম্পূর্ণ হইলে ইহার পত্রসঙ্গম হইতে দীর্ঘডাটা-যুক্ত পুষ্প নির্গত হয়। তাহার পরই কচু পুষ্ট এবং তুলিয়া লইবার উপযুক্ত হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। সাধারণতঃ ভাদ্র মাস হইতেই কচু তুলিবার উপযুক্ত হয়। অন্ততঃ শারদীয় পূজার পূর্ব্বে তুলিতে পারিলে বেশ একটু চড়া দামেই বিক্রয় হইয়া থাকে। কিন্তু যাহাদের কচুর তখন বৃদ্ধি থাকে, তাহাদের গাছের তেজ কমিয়া না আসা পর্য্যন্ত কচু উঠাইতে নাই। প্রায়ই দেখা যায় পূজার বাজারে যে সমস্ত কচু বিক্রয় হয় সেগুলি খাইতে তাদৃশ সুস্বাদ নহে—কচুর মধ্যে একপ্রকার মোটা আঁশ পাওয়া যায়, ইহা আদৌ সিদ্ধ হইতে চাহে না। কিন্তু অগ্রহায়ণ মাসের শেষে তুলিলে এরূপ দোষ থাকে না, কারণ কচুর গাছ মরমর হইবার সময় কচুর পরিপুষ্টি সম্পূর্ণ হয় এবং কচুও সুমিষ্ট ও সুস্বাদ হয়।

কচু তুলিবার সময়ও যত্ন লওয়া আবশ্যক। কচুর গায়ে যেন অস্ত্রের আঘাত না লাগে। যেখানেই কোদালি বা সাবলের দাগ লাগিবে, দিন কয়েক ঘরে রাখিবার পর নিশ্চয়ই সেখান হইতে পচিতে আরম্ভ হইবে এবং ক্রমে ক্রমে সমস্ত কচুটাই পচিয়া নষ্ট হইয়া যাইবে। এজন্য অতি সতর্কতার সহিত ইহার শিকড় ও পাতাগুলি কাটিয়া আস্তে আস্তে বাড়ী বহিয়া আনিতে হইবে।

যেরূপ সাধারণতঃ মনে হয়, মানকচু নিতান্তই সেরূপ কাঁচা মান নয়। যত্ন করিয়া রাখিতে পারিলে ইহা বহুদিন অবিকৃত অবস্থায় থাকে। বুদ্ধিমান কৃষক সেজন্য তাড়াতাড়ি করিয়া সমস্ত কচু যা তা দরে বাজারে বিক্রয় করিয়া ফেলে না। ইহার চাহিদা বাড়িলে এবং বাজারে উচ্চ মূল্য পাইলে তবে মানকচু বিক্রয় করে এবং নিজের লভ্যাংশ আদায় করে। কচু জমি হইতে তুলিয়া ঘরে উঠাইবার পূর্ব্বে দুইদিন রৌদ্রে শুখাইয়া লইলে অনেকদিন যাবত বেশ থাকে। ভিজা স্যাঁতসেঁতে জায়গায় কচু ভাল থাকে না। শীঘ্রই দাগ ধরে এবং পচিতে আরম্ভ হয়। নীরস স্থানেই কচু রাখিতে হয়। বোধ হয় ছাই ছড়াইয়া তাহার উপর কচু রাখিতে পারিলে, বহুদিন ভাল অবস্থায় রাখা যায়।

নানা উপদ্রবে দেশের অনেক মূল্যবান ফসলের চাষ নষ্ট হইয়া যাইতেছে। কোথাও পোকামাকড় পঙ্গপালের অত্যাচার, কোথাও জলের অভাব, আবার কোথাও জল হাওয়া বিরূপ। এইপ্রকার নানা বিরুদ্ধ আবহাওয়ার মধ্যে মানকচু অল্প চেষ্টাতেই উৎপন্ন করা যায়। সে কারণ এই চাষটীর প্রতি দেশের সকল কৃষক, বিশেষতঃ শিক্ষিতদের অচিরে যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য।

———

পত্রাদি।

(১)

মাননীয় কৃষক সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

"বেগুণ চাষে বিপত্তির উপায়" এই সম্বন্ধে আমার মন্তব্য আশা করি প্রকাশ করিবেন। গাছের সাধারণতঃ তিনটা সারের প্রয়োজন আবার তিনটী সারের তিনটী কাজ (১) নাইট্রেট (২) ফস্‌ফেট (৩) পটাশ। নাইট্রেটের কাজ গাছকে বর্দ্ধিত করা ফসফেটের কাজ শীঘ্র ফলান, পাকান ও সংখ্যা বৃদ্ধি করা; পটাশের কাজ পত্রোদ্গমের সাহায্য করা ও ফলের শাঁস বর্দ্ধিত করা। গাছ ৫ ফিট উঁচু হইয়াও ফল ফলেনা তাহার কারণ ফসফেটের অভাব। যদি ফসফেটের সার ব্যবহার করিয়া দেখা যায় যে ফল ছোট হইতেছে অথবা ফল টিকিতেছে না তবে জানিবেন পটাশেরও অভাব আছে। যদি দেখা যায় যে কোন ক্ষেত্রে বেগুণ গাছ মানুষের সমান উচু হইতেছে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তাহাতে নাইট্রেট খুব বেশী হইয়াছে। অতএব শাক জাতীয় ফসল জন্মান উচিত (বাঁধাকপি, নটেশাক ইত্যাদি) কারণ শাক জাতীয় ফসল জন্মাইলে নাইট্রেট কমিয়া যাইবে, পরে আবার বেগুণ চাষ করিলে ভাল ফল আশা করা যায়। ইতি—

মার্কেট গার্ডনার গিরিডি। শ্রীরেবতী মোহন দাস।

(২)

মাননীয় 'কৃষক-সম্পাদক' মহাশয় সমীপেষু,

মহাশয়, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় গত জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষকে 'বেগুণ চাষে বিপত্তি' নামক প্রবন্ধ লেখেন। বিপত্তিগুলি প্রকৃতই ভয়ানক। পূর্ণকটাহ দুগ্ধে এক বিন্দু গোমূত্র দিলে তাহা যদবস্থা প্রাপ্ত হয় কিংবা বুভুক্ষু ব্যক্তির সম্মুখ হইতে খাদ্য সরাইয়া লইলে তাহার যেরূপ কষ্ট হয় সেইরূপ চাষীদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া প্রস্তুত কৃষি ফল প্রসব করিবার সময় নষ্ট হইয়া গেলে তাহাদের অবর্ণণীয় কষ্ট হয়। সুতরাং এই বিপত্তিগুলির সমাধান অতীব প্রয়োজনীয় বস্তু।

বিশ্বভারতীর কৃষিবিভাগের সন্তোষবাবু গত আষাঢ় মাসের বঙ্গলক্ষ্মী পত্রিকাতে 'সাময়িক কৃষিকথা' শীর্ষক প্রবন্ধে যে ব্যবস্থা নিরূপণ করিয়াছেন তাহা আমার ক্ষেতে পরীক্ষা করিয়া সুফল লাভ করিয়াছি— বেগুণ গাছে পোকা লাগিলে, কিছু ঘুঁটের ছাইয়ের গুঁড়া ও সামান্য কেরোসিন তৈল মিশ্রিত করিয়া গাছের উপর সিঞ্চন করিলে বেশ উত্তম

ফল পাওয়া যায়। ছাইয়ের গুঁড়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে দেওয়া উচিত। "Gardener's Receipt book" নামক পুস্তকে একপ্রকার বিলাতী ঔষধের ব্যবস্থা আছে। তাহা এদেশে কিরূপ ফলপ্রদ তাহা দেখা যাইতে পারে। আশা করি আমাদের বিশ্বাস মহাশয় তাঁহার চাষে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং কৃষকের সাহায্যে সাধারণের জন্য ফলাফল প্রকাশ করিবেন। "সিগারের পরিত্যক্ত অংশগুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া একটী বোতলে রাখিতে হইবে, পরে মোটা ১০ ইঞ্চি লম্বা ও ৬ ইঞ্চি চওড়া brown paper (মলাট কাগজ) লইয়া এক পাঁইট জলে বড় চামচের এক চামচ সোরা গুলিয়া কাগজগুলিকে ভিজাইতে হইবে। পরে কাগজগুলিকে শুকাইয়া, সিগারের অংশ পুরিয়া ½ ইঞ্চি মোটা করিয়া সিগারেটের মত পাকাইতে হইবে। একদিকের মুখটি মুচড়াইয়া ক্ষেতে রোপন করিয়া দিতে হইবে। অপর মুখটীতে আগুণ ধরাইয়া দিলে, এইটী ঘণ্টা খানেক ধরিয়া আস্তে আস্তে পুড়িতে থাকিবে এই ধোঁয়াটী নাকি পোকা মারিয়া ফেলে। সিগারের অংশের পরিবর্ত্তে তামাক পত্রের অংশ ব্যবহার করা যাইতে পারে বলিয়া মনে হয়। ইতি—

বিনীত—

৫৮নং, দুর্গাচরণ ডাক্তার রোড। শ্রীমোহনলাল মুখোপাধ্যায়।

জীবন রক্ষার্থে নাইট্রিফাইং

(শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায়)

পত্র হরিৎ chlorophyll জীবন ধারণের পক্ষে কিরূপ সহায়ক তাহা আষাঢ়ের কৃষকে "গাছের রঙ্ সবুজ হওয়ার উপকার" শীর্ষক প্রবন্ধে গোচর করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে Nitrifying bacteria (নাইট্রিফাইং জীবাণু) জীবন রক্ষার্থে কি উপকার করে, দেখা যাউক।

প্রথমে আলোচ্য বিষয়, জীবাণু বলিতে কি বুঝায়? এক মুষ্টি পরিমাণ মৃত্তিকার মধ্যে লক্ষ লক্ষ জীবন্ত প্রাণী এবং উদ্ভিদ্ বাস করে ইহা শুনিলে বোধ হয় অনেকে আশ্চর্য্য হইবেন। এই অতি সূক্ষ্ম প্রাণীকে (যাহা অণুবীক্ষণ বা Microscope এর সাহায্য ব্যতীত দেখা যায় না) জীবাণু একপ্রকার ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্। তাহারা উদ্ভিদ্ রাজ্যের প্রজা, সাধারণ বৃক্ষের ন্যায় খাদ্য গ্রহণ করে। যে সমস্ত জীবাণু মৃত্তিকার অভ্যন্তরে বাস করে তাহারা প্রায়ই উপরিস্থ ছয় ইঞ্চি মৃত্তিকার মধ্যেই থাকে। তাহাদের প্রধান কার্য্য জৈব পদার্থকে (organic matter) ভঙ্গ করা। তিন জাতীয় জীবাণু কৃষির পক্ষে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(১) *Nitrifying organism*—ইহা এমোনিয়া বা অন্য নাইট্রোজেন সমন্বিত জটীল পদার্থকে ভাঙ্গিয়া সোরায় পরিণত করে।

(২) *Denitrifying organism*—ইহা Nitrogen compoundকে ভাঙ্গিয়া free nitrogen (নাইট্রোজেন গ্যাস) এ আনে।

(৩) *Nitrogen fixing organism*—ইহা বাতাস হইতে নাইট্রোজেন গ্যাস আকর্ষণ করিয়া ক্ষেত্রে Nitrogen compound প্রস্তুত করিয়া মিশ্রিত করে।

গোময় বা অন্য কোনরূপ জৈব সার (organic manure) জমিতে দিলে, জীবাণুদের কার্য্য আরম্ভ হয় এবং ফলে পচন (putrifaction) এবং ক্ষয় (decay) আরম্ভ হইয়া জৈব পদার্থগুলিকে ভাঙ্গে।

উপস্থিত প্রবন্ধে আমরা Nitrifying জীবাণু থাকার কি উপকার তাহাই দেখিব। প্রাণী সমূহের শরীর হইতে ব্যবহারের পর নাইট্রোজেন প্রধানতঃ ইউরিয়া (urea) এবং অল্প পরিমাণ urea অপেক্ষা জটিল পদার্থ রূপে বাহির হয়। মৃত্যুর পর জীব দেহের উপাদানীভূত সূত্রবৎ অনুকোষ সমূহের (tissue) ছানা জাতীয় (protein) পদার্থ জীবাণু দ্বারা ভগ্ন হয়। উদ্ভিদ্‌দেহের পরিণতি ও একইপ্রকার। কোন বৃক্ষের বা প্রাণীর মৃত্যুর আমরা তাহাকে মৃত্তিকার উপর পড়িয়া পচিতে দেখি। সেই পচনের অগ্রভাগেই জীবাণু কার্য্য করে। অর্থাৎ জীবাণুরাই মৃত দেহকে পচাইয়া নাইট্রোজেন সমন্বিত পদার্থকে এমোনিয়া গ্যাস কিংবা ঐ জাতির অন্যপ্রকার পদার্থে পরিণত করে।

এই মৃত্তিকা নিহিত জীবাণু যাহারা মৃত উদ্ভিদ্ বা প্রাণীকে ammonia Compound এ পরিণত করে, তাহারাই আবার ইউরিয়া এবং শরীর হইতে নিঃসৃত অন্য Nitrogenous পদার্থকে এমোনিয়াতে পরিণত করে। সবুজবর্ণের বৃক্ষ এবং কোন কোন ব্যাঙ্গের ছাতা জাতীয় জৈব পদার্থ ভোজী অপুষ্পক উদ্ভিদ্ (fungi) নাইট্রোজেনের পরিবর্ত্তে এমোনিয়া গ্যাস গ্রহণ করিতে পারে কিন্তু ইহা অনুধাবন যোগ্য যে তাহারা এমোনিয়া অপেক্ষা সোরা দ্বারা এই কার্য্য উত্তমরূপে সম্পন্ন করে। বাস্তবিক যখন তাহারা এমোনিয়া দ্বারা নাইট্রোজেনের কার্য্য সমাধা করিতে থাকে তখন তাদের আকৃতি নাইট্রোজেনের খাদ্যের অভাবগ্রস্তের মত হয়।

এমোনিয়া গ্যাসের কিয়দংশ গাছের দ্বারা ব্যবহৃত হয় কিন্তু অধিকাংশই নাইট্রিফাইং জীবাণু দ্বারা (nitrifying bacteria) সোরাতে পরিণত হয়। এইরূপে সবুজ রঙের গাছেরা শরীরের ছানা জাতীয় পদার্থের (protein substance) বৃদ্ধি সহায়ক material পায়। অতঃপর প্রাণীরা উদ্ভিদ্‌জগত হইতে তাহাদের শরীরের উপযোগী ছানাজাতীয় পদার্থ আহরণ করে।

সুতরাং যদি বৃক্ষ সমূহের ব্যবহার যোগ্য Nitrogen ompoundএ Nitrifying জীবাণু প্রস্তুত না করিত তাহা হইলে প্রাণীদের বা বৃক্ষসমূহের কি ভীষণ অবস্থা হইত তাহা সহজেই অনুমেয়। আর একপ্রকার জীবাণু আছে যাহা স্বীয় দেহ গঠনের জন্য

বাতাস হইতে Nitrogen গ্রহণ করে, যদিও তাহারা নিজে কিছুই করে না, তবে তাদের মৃত্যুতে মৃত্তিকা যথেষ্ট ammonia প্রাপ্ত হয়। বাতাস হইতে nitrogen লইয়া উদ্ভিদের উপযোগী nitrogen C mpound প্রস্তুত করিতে পারে এইরূপ শক্তিসম্পন্ন জীবাণু মটর জাতীয় বৃক্ষের মূলে দেখা যায়। এই জীবাণু বেশ বন্ধুভাবে বাস করে। তাহারা মটর বৃক্ষের নিকটে Carbonaceous খাদ্য গ্রহণ করিয়া তার বদলে Nitrogen Compound দেয়। এইরূপ পরস্পর সাহায্য করাকে ইংরাজীতে 'to live in Symboisis' কহে।

অতএব দেখা যাইতেছে, Nitrifying জীবাণু না থাকিলে বৃক্ষেরা Nitrogen খাদ্য অভাবে জীবন সংগ্রামে টিকিত না আর উদ্ভিদোপজীবি প্রাণীদের যে কি অবস্থা হইত, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

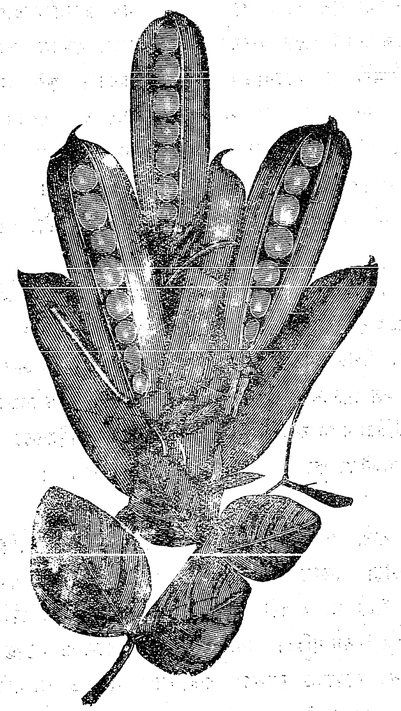

কৃষি সন্ধান।

[মানব ব্যবহার্য্য নানাবিধ কৃষি ও শিল্প দ্রব্য উন্নত উপায়ে প্রস্তুত করিবার জন্য ইংরাজী ও অন্যান্য ভাষায় অনেক গ্রন্থ আছে। বাঙ্গলা ভাষায় এইরূপ পুস্তকের একান্ত অভাব। এই অভাব দূরীকরনার্থ বৈজ্ঞানিক তথ্য সমূহ সঙ্কলিত করিয়া প্রতি মাসেই প্রকাশিত হইবে।]

পাঁক মাটী।

পুরাতন পুষ্করিণীর মৃত্তিকাতে বহুকাল সঞ্চিত উদ্ভিজ্জ ও মৎস্যাদির জান্তব অংশ বিদ্যমান থাকায় পাঁক মাটী অতিশয় সারবান হইয়া থাকে ; কিন্তু ইহার ক্রিয়া দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না।

তরল সার প্রস্তুত

কোন বৃহৎ চৌব্বাচার তিনভাগ কাঁচা গোময় ও সিকি ভাগ পচা পাতা সার দ্বারা পূর্ণ করিয়া, আবশ্যক মত জল মিশ্রিত করিবেন এবং উপরে কোন আচ্ছাদন দিয়া মধ্যে মধ্যে কাষ্ঠ দণ্ড দ্বারা উত্তমরূপে আলোড়ন করিতে হইবে। দুই মাস পরে ইহাতে চুণ ও লবণ প্রত্যেকটী ১/২ অংশ পরিমান মিশ্রিত করিবেন ; এবং জল যেমন যেমন শুকাইয়া আসিবে সেইরূপ জল মিশ্রিত করিয়া মধ্যে মধ্যে আলোড়ন করিতে হইবে। ছয় মাসের মধ্যে ইহা পচিয়া উদ্ভিদমাত্রেরই সদ্য ব্যবহারোপযোগী সার প্রস্তুত হয়। ইহা প্রয়োগ করিবার সময় প্রচুর জল মিশ্রিত করিতে হইবে সর্ব্বপ্রকার ফুল ফল ও সব্জীর পক্ষে এই সার অত্যুৎকৃষ্ট।

জল সেচন।

কৃষি কার্য্যের জন্য জলের প্রয়োজন অনেক অধিক। সে জন্য জলের সুবন্দোবস্ত করা একান্ত কর্ত্তব্য, নচেৎ কৃষিকার্য্য নিস্ফল হইবার সম্ভাবনা। শস্য বা সব্জীক্ষেত্রে যাহাতে জল সম্পূর্ণরূপে ক্ষেত্রের উপর দিয়া প্রবাহিত ও শোধিত হয়, এরূপভাবে জল সেচন করাই কর্ত্তব্য, নচেৎ অল্প অল্প সেচনে পরিশ্রম ও ব্যয়বহুল্যে ঘটে অথচ বিশেষ কোন ফল হয় না। উদ্ভিদের ফুলগুলি ঝরিয়া যখন ফলগুলি বেশ ধরিতেছে ও বাড়িতেছে বোধ হইবে, সেই সময় জল সেচন করিলে সর্ব্ববিধ ফলের আকার বৃহত্তর হইয়া থাকে।

চারা চৌকা।

কপি প্রভৃতি সব্জী ও অন্যান্য উদ্ভিদের চারা একবার নাড়িয়া পুতিয়া পুনরায় ক্ষেত্রে রোপণ করিলে, চারা অত্যন্ত তেজস্কর হয় ও চারা করিবার সম্ভাবনা অল্প থাকে ; এজন্য চারাগুলি ২।৩ ইঞ্চ উচ্চ বা ৫।৭টী পাতা ছাড়িলে ধীরে ধীরে উঠাইয়া চারাচৌকায় ৩।৪ ইঞ্চ অন্তর বসাইয়া ২০।২৫ দিবস ধরিয়া আবশ্যক মত জল সেচন ও অন্যান্য তদ্বির করিতে হইবে। চারা উঠাইবার সময় যাহাতে শিকড়ে কোনরূপ আঘাত না লাগে বা শিকড় ছিন্ন না হয় তৎপ্রতি বিশেষ সতর্ক থাকা উচিৎ।

সংগ্রহ।

সাধারণের নিকট নিবেদন।

আপনারা সকলেই বোধ হয় অবগত আছেন যে নিখিল ভারত গো-সভা গোজাতির উন্নতিকল্পে দেউলটি নামক স্থানে একটি গো-জনন ফার্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। উহাঁরা গো তত্ত্ববিৎ সুপণ্ডিত শ্রীযুত পি. সি সরকার মহোদয়ের হস্তে ইহার পরিচালনার ভার অর্পণ করিয়াছেন। শ্রীযুত সরকার মহোদয় একজন যথার্থ গুণীলোক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমরা তাঁহার নিয়োগে সন্তুষ্ট হইয়াছি। গত ২০শে সেপ্টেম্বর একটী বিরাট সভাতে সরকার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সভাতে নিকটস্থ ৩০টী গ্রাম হইতে মাহিষ্য জাতিয় এবং মুসলমান চাষী প্রায় ২৫০০ উপস্থিত ছিলেন। সরকার মহাশয় ডেয়ারী ফার্ম্মিং, গো প্রজনন, কৃষির উন্নতি ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সকলেই মনোযোগ সহকারে শুনিয়াছিলেন। সরকার মহাশয়ের একান্ত ইচ্ছা যে তাঁহার সাধনালব্ধ বিদ্যা সাধারণের উপকার আসে, সে জন্য তিনি স্থানীয় জনসাধারণকে বিশেষতঃ কৃষিপ্রাণ ব্যক্তিগণকে আহ্বান করিতেছেন। আশা করি তাহার এই শুভ ইচ্ছা ফলবতী হইবে, এবং নিখিল ভারত গো-সভা উপযুক্ত সাহায্য করিয়া তাহার শুভ উদ্যমে সহায়তা করিবেন।

ভেজিটেবল প্রডাক্ট বা উদ্ভিজ্জ ঘি।

সম্প্রতি বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্যবিভাগ হইতে ভেজিটেবল প্রোডাক্ট সম্বন্ধে এক ইস্তাহার বাহির হইয়াছে। তাহা হইতে জানা যায় যে ঐ নামীয় পদার্থের অধিকাংশই হলাণ্ড হইতে আমদানী হইয়া থাকে। উহা অতি সস্তা তৈল এবং তিমি প্রভৃতি মাছের তৈলের সংমিশ্রণে তৈয়ারী হয়। নানারূপ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা তৈলের দুর্গন্ধ নষ্ট করিয়া বিউটারিক-এক্‌ষ্ট্রার নামক পদার্থের সাহায্যে অনেকটা ঘৃতের গন্ধের মত করিয়া দেওয়া হয়। নিকেল প্রভৃতি ধাতুর সাহায্যে জমাটকার্য্য অতিশয় জটিল রসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা সম্পাদিত হয়। ইহার মধ্যে যে চর্ব্বি মিশ্রিত থাকে তাহা অতি সূক্ষ্মতম রসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারাও ধরা যায় না। পরন্তু এই ভেজিটেবল প্রডাক্টে যে কোন প্রকার তৈল এবং যে কোন প্রকার চর্ব্বি মিশ্রিত থাকিতে পারে। ইহাতে শরীর পোষণ উপযোগী 'এ' কিংবা 'ডি' ভিটামিন পদার্থ নাই সুতরাং স্বাস্থ্যের পক্ষে আদৌ ভাল নহে। মাছের তৈলের যে একটি পুষ্টিকর গুণ আছে তাহা তৈলকে রাসায়নিক উপায়ে জমাট করিবার সময় নষ্ট হইয়া যায়। তৈল জমাট ক্রিয়ায় তাহার গলন উত্তাপশক্তি শরীরের উত্তাপ হইতে অনেক বাড়িয়া যায় এ জন্য তাহা সহজে হজম হয় না।

তিব্বতে কৃষক বিদ্রোহ।

দার্জ্জিলিংয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, তিব্বতের পো জেলাতে কৃষকদিগের মধ্যে তুমুল বিদ্রোহ দেখা দিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট পক্ষীয় সৈন্যগণ নানাস্থানে কৃষকগণ কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইতেছে। প্রকাশ যে তাহারা গবর্ণমেণ্টর সঙ্গে বিবাদ মিটাইবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিবে। ভারত গবর্ণমেণ্ট যদি তিব্বতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে অস্বীকার করেন তাহা হইলে তিব্বতীয় কৃষকগণ চীন সরকারের শরণাপন্ন হইবে। এদিকে তসিলামা ও তাহার অনুচরগণ লাসার অধিবাসীদিগের বিষ দৃষ্টিতে পড়িয়াছেন। খুব সম্ভব লাসা গবর্ণমেণ্ট উহাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবেন।

ইক্ষু চাষে গন্ধকের সার।

আমাদের দেশে কৃষকগণ বিত্তহীনতা ও অজ্ঞতা দোষে সার প্রয়োগ করিতে চাহে না। বাপ দাদার পন্থাই শ্রেষ্ঠ মনে করে। ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যেও চাষ বাসে নিযুক্ত হইলেও সারের প্রয়োজনিতা সম্বন্ধে কেমন যেন উদাসীন থাকেন। ইক্ষুচাষ একটি লাভজনক চাষ। ইহার উন্নতি সকলেই আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। আজ এসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। গন্ধকের সার দিলে আখ চাষের বিশেষ উন্নতি হইয়া থাকে। একর প্রতি মাটী বিশেষে ২০০ হইতে ২০০০ পাউণ্ড সার দিলে আখের অতি শৈশবাবস্থা হইতেই উন্নতি বুঝিতে পারা যায়। আখ শেষ হইয়া যাইলে ক্ষেত্রে যাহা শেষ ভাগ অবশিষ্ট থাকে তাহা পোড়াইয়া তৎক্ষণাৎ গন্ধকসার দিলে জমির উৎপাদিকা শক্তি খুব বাড়ে ইহা পরীক্ষিত সত্য। ইহা যে কেবল আখ চাষে প্রযুজ্য তাহা নহে, অপরাপর সব্জী চাষেও, বিশেষতঃ বাট্, বীন্ (Bean) আলু প্রভৃতি চাষে প্রয়োগ করিয়া ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ওয়েষ্ট ইণ্ডিসে জনৈক কৃষিবিত্ত বিশেষ লাভ পাইয়াছেন। এককথায় ইহা পরীক্ষিত সত্য। তিনি কেলারী (একপ্রকার সব্জী) ক্ষেত্রে গন্ধক সার দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন অন্ততঃ দশ গুণ ফল লাভ হইয়াছে। উক্ত ভদ্রলোক আরো অনেক রকম ক্ষেত্রে গন্ধকের সার প্রয়োগ করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছেন। আমাদের দেশে কৃষি বিভাগের এ বিষয় দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তাঁরা গবেষণা করিয়া ইহার ফলাফল সাধারণকে জানাইলে আমাদের এই খাদ্য সমস্যার দিনে বিশেষ উপকার হইবে ও বেকার যুবকগণ ও কৃষিব্যবসা লাভজনক বিবেচনা করিয়া এই বিষয়ে মনোযোগ দিয়া অনশন ক্লেশ হইতে মুক্তি পাইতে পারেন ইহা আমাদের স্থির বিশ্বাস।

মার্কিনদেশে কচুরী পানা।

কচুরী পানাতে দেশের যে কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে তাহা বোধ হয় আর বলিবার প্রয়োজন নাই। ইহার বিনাশের জন্য নানা রকম প্রচেষ্টা চলিতেছে। আমেরিকা মহাদেশে মিসিসিপি নদীতে ইহার বিনাশের জন্য যে পন্থা ব্যবহৃত হইতেছে তাহা সংক্ষেপে সাধারণের অবগতির জন্য জানাইতেছি। সেখানে একটি নৌকাতে কয়েকটি

বড় নল বা চোঙ্গা লাগান হয় ও এঞ্জিন সাহায্যে সেই নল দিয়া গরম বাষ্প ও জল সজোরে ওই কচুরী পানার উপর প্রয়োগ করা হয় তাহাতে ওই সকল কচুরী পানার ফুল ও গাছ একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। আমাদের দেশের গভর্ণমেণ্ট ও দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এ বিষয় কি একটু দৃষ্টি দিবেন? ইহার মীমাংসা যে আবশ্যক আছে সে বিষয়ে যখন সকলে একমত আছেন। আশা করি সকলের নজর শীঘ্রই পড়িবে ও সমস্যা সমাধান হইবেই হইবে।

সাগর হইতে বিদ্যুৎ সৃষ্টি।

বর্ত্তমান জগতে বিদ্যুতের প্রসার চারিদিকে বাড়িয়া চলিয়াছে। কল কারখানা, রেল, চাষ বাস, আলোক সরবরাহ ও রন্ধনের অগ্নিরূপে নানা আকারে পাশ্চাত্য দেশবাসীগণ ইহাকে খাটাইতেছেন। আমাদের দেশেও কাবেরী জলপ্রপাত হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি সৃষ্টি হইতেছে। অধুনা দুইজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক একটি অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে জ্ঞাতার্থ জানাইতেছি। সাগর রাশির বিশেষ বিশেষ স্থান হইতে বিদ্যুৎ সৃষ্টি সম্ভব ইহা তাঁহারা প্রমাণ করিয়াছেন। সমুদ্রের উপরের এবং তলদেশের জলের উত্তাপ ভিন্ন প্রকার। এই দুই প্রকার উত্তাপের ভিন্নতা হইতে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে তিনি বিদ্যুৎ তৈয়ারী করিতে সমর্থ হইয়াছেন। প্রথমতঃ তাঁহার কথা শুনিয়া লোকে বিশ্বাস করে নাই। কিন্তু এক্ষণে তিনি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া দেখাইয়া দিতেছেন যে অল্প খরচে সাগর হইতে বিদ্যুৎ সৃষ্টি সম্ভব। আশা করা যায় তাঁহার পদ্ধতির পূর্ণ বিকাশ হইয়া ক্রমশঃ বিদ্যুৎ জগতে যুগান্তর উপস্থিত হইবে।

কয়লা হইতে তেল।

জার্ম্মাণীতে কয়লা হইতে তেল নিষ্কাষণের গবেষণা বিশেষ ভাবে চলিতেছে ইহা বোধহয় অনেকে জানেন। সম্প্রতি রাঢ় জিলাতে duisburg Meidenich ডুইসবার্গ মেডারিচ নামক স্থানে একটি প্রকাণ্ড বন স্থাপনের প্রচেষ্টা চলিতেছে। তাহাতে সাত মিলিয়ন বা সত্তর লক্ষ মার্ক (জার্ম্মান মুদ্রা) খরচ হইবে ও বৎসরে ত্রিশ হাজার টন তেল বাহির হইবে আশা করা যাইতেছে। নানাপ্রকার কয়লা সকল অঞ্চল হইতে লইয়া পরীক্ষা করা হইবে ও যাহা হইতে বেশী তেল বাহির হইবে সেটা প্রচলন করা হইবে। Bergius method নামক বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বন করিয়া প্রমাণিত হইয়াছে প্রায় সকল রকম কয়লা হইতেই তেল নিষ্কাষণ সম্ভব হইবে ও খরচায় পোষাইবে।

সমুদ্রের আগাছার বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ।

বিজ্ঞান বলে মানুষ অসাধ্য সাধন করিতেছে। পাশ্চাত্য দেশের বৈজ্ঞানিকগণ সম্প্রতি আবিষ্কার করিয়াছেন যে সমুদ্রের আগাছা অবহেলার জিনিষ নহে। ইহা হইতে আলগিন নামক একপ্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে। তাহা গঁদের ন্যায় গুণ বিশিষ্ট। ইহাতে আরো

অনেক গুণ বর্ত্তমান আছে যাহা দ্বারা সুতা তৈয়ারীর সময় বিশেষ উপকারে লাগিবে। ইহা এসিড অপেক্ষা ও অধিক গুণ বিশিষ্ট। যে সব এসিডে সুতা প্রস্তুত ও রং প্রস্তুতে আবশ্যক হয়, এক্ষণে তাহার পরিবর্ত্তে ইহার প্রসার ও সমাদর বাড়িবে সন্দেহ নাই।

জর্ম্মণীর কৃষি কার্য্যে যন্ত্রাদি ব্যবহার।

পাশ্চাত্য দেশে সকল স্থানেই বিশেষতঃ জার্ম্মাণীতে বিগত মহাযুদ্ধের পর কৃষি কার্য্যের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। কি করিয়া দেশে কৃষির প্রচার হইবে, পতিত জমী হইতে সোণা ফলিবে এই সকল বিষয়ে জার্ম্মান জাতির বৈজ্ঞানিকগণ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এ বিষয়ে Danzig ডানজিগের অধ্যাপক ডাঃ হেউসার (Heusar) মহোদয় "জার্ম্মান দেশে কৃষিকার্য্যে বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে যন্ত্রপাতির ব্যবহার" শীর্ষক বক্তৃতা দিয়াছেন। তাহার সারাংশ বা চুম্বক নিম্নে প্রদত্ত হইল। বক্তা বলিতেছেন যে ভবিষ্যতে চাষের কার্য্যে বৈজ্ঞানিক কল ব্যবহার প্রসার অনিবার্য্য। কেন না পতিত জমী চাষে ইহার সাফল্য বিশেষ ভাবে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। কেবল তাহাই নহে যেখানে শ্রমিক কম পাওয়া যায় ও যখন শ্রমিক সমস্যা প্রবল হয় তখন যন্ত্রপাতির সাহায্য বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়ে। এই সকল যন্ত্র পাতির জন্য প্রচুর মূলধন ব্যয়িত হইয়াছে। অবশ্য যন্ত্রপাতির ব্যবহার স্থান বিশেষে হিসাব করিয়া করিতে হইবে। যেমন ঘাসের মাটীতে তত বেশীর দরকার নাই। যন্ত্রের সাহায্যে পরিশ্রম লাঘব হয় বলিয়া ইহার প্রসারতা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। কৃষিযন্ত্রের স্থায়িত্ব ও খরচা এই দুই বিষয়ে এখন গবেষণা চলিতেছে। যাহাতে খরচ কম পড়ে ও যন্ত্র দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় তাহার চেষ্টা চলিতেছে। সে জন্য ভাল ডিজাইন (design) বা রকম প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। ভবিষ্যতে চাষ বাসে জার্ম্মাণীতে কৃষিযন্ত্রের প্রচলনের এক নূতন অধ্যায় খুলিয়া গেল সন্দেহ নাই।

আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিকগণ কি এ বিষয় চেষ্টা করিবেন? এই ঘোরতর অন্ন সঙ্কটে বেকার যুবকগণ যাহাতে অপেক্ষাকৃত অল্প কায়িক পরিশ্রমে যাহাতে পতিত জমী, যন্ত্রপাতির সাহায্য লইয়া উদ্ধার করিতে পারেন সে বিষয়ে সাধারণের ও রাজশক্তির সহায়তা সত্বর একীভূত হউক এই আমাদের প্রার্থনা রহিল।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

আশ্বিন মাস।

ভাদ্র মাস গত হইল; বিলাতী সব্জী বীজ বপন করিতে আর বাকি রাখা উচিত নহে। কপি, শালগম, বীট প্রভৃতি ইতিপূর্ব্বেই বপন করা হইয়াছে। সেই সকল চারা এক্ষণে নাড়িয়া নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হইবে। মটর, মূলা, এবং নাবী জাতীয় সীম সালগম, বীট, গাজর, পিয়াজ ও শসা প্রভৃতি বীজের বপনকার্য্য আশ্বিন মাসেয় শেষেই আরম্ভ করা উচিত। নাবী ফসলের এখনও সময় আছে, এখনও তাহাদের চাষ চলে। কার্ত্তিকের প্রথমে ঐ সমস্ত বিলাতী বীজ বপন যেন আর বাকী না থাকে। বীজ আলুও এই সময় বসাইতে হইবে। পিঁয়াজ ও পটল চাষের এই সময়। আশ্বিনের প্রথমার্দ্ধ গত হইলে রবিশস্যের জন্য জমি তৈয়ারি করিতে হইবে এবং আশ্বিন মাস গত হইতে না হইতেই মসুর, মুগ, তিল, খেঁসারী প্রভৃতি রবি শস্যের বীজ বপন করিলে ফল মন্দ হয় না। কিন্তু আকাশের অবস্থার উপর সব নির্ভর করে। যদি বর্ষা শেষ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, তবেই রবি ফসলের জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত, নচেৎ বৃষ্টিতে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। সচারাচর দেখা যায় যে, আশ্বিন মাসের শেষেই বর্ষা শেষ হইয়া যায়, সুতরাং বঙ্গদেশে কার্ত্তিক মাসেই উক্ত ফসলের কার্য্য আরম্ভ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

ধনে—যেমন তেমন জমি একটু নামাল হইলে যথেষ্ট পরিমাণে ধনে হইতে পারে। ধনে এই সময় বুনিতে হয়।

সুল্লাদি—সুল্ল, মেথি, কালজিরা, মৌরী, রাঁধুনী ইত্যাদি এতৎ প্রদেশে ভাল ফলে না; কিন্তু উহাদিগের শাক খাইবার জন্য কিছু কিছু বুনিতে পারা যায়। এই সকল বপনের এই সময়।

কার্পাস গাছ—গাছ কার্পাসের দুই চারিটি গাছ, বাগানের এক পাশে রাখিতে পারিলে গৃহস্থের অনেক কাজে লাগে। উহার বীজ এখন বপন করা যায়। বাঙলার ক্ষেতে তুলা চাষেরও এখন একটা ভাল সময়। একবার বৈশাখ মাসেও তুলাচাষ হইয়াছে।

তরমুজাদি—তরমুজাদি বালুকামিশ্রিত পলিমাটিযুক্ত চর জমিতেই ভাল হয়। যে জমিতে ঐ সকল ফসল করিতে হয়, তাহাতে অন্যান্য সারের সঙ্গে আবশ্যক হইলে কিছু বালি মিশাইয়া দিবে। মাটি চাপা দিয়া রাখিলে তরমুজ বড় হয়। বীজ বসাইবার এই সময়।

উচ্ছে—৪হাত অন্তর উচ্ছের মাদা করিতে হয়, নচেৎ পাইট করিতে ও উচ্ছে তুলিতে কষ্ট হইবে। উচ্ছের বীজ একটী মাদায় ৩।৪ টার অধিক পুতিবে না। উচ্ছে বীজ এই মাসের মধ্যে বসাও।

পটল—পটলের মূলগুলি প্রথমে গোবরের সার মিশ্রিত অল্পজলে ২।৩ দিন ভিজাইয়া রাখিয়া নূতন অঙ্কুর বা কলা বাহির হইলেই পুতিবে। পুনঃ পুনঃ খুড়িয়া ও নিড়াইয়া দেওয়াই পটলক্ষেত্রের প্রধান পাইট। পটল চাষ এইমাসে আরম্ভ হয়।

পলাণ্ডু—কলা সমেত একটী পিঁয়াজ আধ হাত অন্তর পুতিয়া দিবে এবং জমি নিতান্ত শুকাইয়া গেলে মধ্যে মধ্যে জল দিয়া আবার মাটীর "যো" হইলে খুসিয়া দিবে। এই মাসে পিঁয়াজ বসাইবে। পেঁয়াজের বীজ বপন করিয়াও পেঁয়াজ চাষ করা যায়। প্রথম বর্ষে খুব ক্ষুদ্র পেয়াজ হয়, দ্বিতীয় বর্ষে সেই পেঁয়াজ পুতিলে বড় পেঁয়াজ হয়।

মটরাদি—শুঁটি খাইবার জন্য আশ্বিনের শেষে মটর, বরবটি, ও ছোলা বুনিতে হয়। ঘাস নিড়াইয়া দেওয়া ভিন্ন ইহাদের বিশেষ পাইট কিছুই করিতে হয় না।

ক্ষেতের পাইট—যে সকল ক্ষেতে আলু, কপি বসান হইয়াছে, তাহাতে আবশ্যকমত জল দিয়া আইল বাঁধিয়া দেওয়া ভিন্ন এ মাসে উহাদের আর কোন পাইট নাই।

ফলের বাগান—এই সময় কোপাইয়া গাছের গোড়া বাঁধিয়া দেওয়া উচিত।

মরসুমী ফুল বীজ—সর্ব্বপ্রকার মরসুমী ফুল বীজ এই সময় বপন করা কর্ত্তব্য। ইতিপূর্ব্বে এষ্টার, প্যান্সি, দোপাটি, জিনিয়া প্রভৃতি ফুল বীজ কিছু কিছু বপন করা হইয়াছে। এতদিন বৃষ্টি হইবার আশঙ্কা ছিল, কিন্তু কার্ত্তিক মাসে প্রচুর শিশিরপাত হইতে আরম্ভ হইলে আর বৃষ্টির আশঙ্কা থাকেন না, সুতরাং এখন আর যাবতীয় মরসুমী ফুল বীজ বপনে কালবিলম্ব করা উচিত নহে।

গোলাপের পাইট—গোলাপ গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দিয়া এই সময় রৌদ্র ও বাতাস খাওয়াইয়া লইতে হইবে। ৪।৫ দিন এইরূপ করিয়া পরে ডাল ছাঁটিয়া গোড়ায় নূতন মাটি, গোবরসার প্রভৃতি দিয়া গোড়া বাঁধিয়া দিলে শীতকালে প্রচুর ফুল ফুটে। গাছের গোড়া খোলা থাকা কালে কলিচুণের ছিটা দিলে বিশেষ উপকার হয়। বাঙলাদেশের মাটি বড় রসা এইকারণে এখানে এই প্রথা অবলম্বনে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

আগামী আশ্বিন সংখ্যা "কৃষক" ২৭শে আশ্বিন প্রকাশিত হইবে। এবং ঐ সংখ্যাখানি 'শারদীয়া সংখ্যা' হইবে। ঐ সংখ্যায় বহু মৌলিক প্রবন্ধ, গল্প, এবং নানাবিধ চিত্রাদি দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। আশ্বিন হইতে যাঁহারা গ্রাহক হইতে চান তাঁহারা ২০শে আশ্বিনের মধ্যে ৩৵০ মনি অর্ডার যোগে পাঠাইয়া দিবেন। শারদীয়া সংখ্যার নগদ মূল্য ৷৷০ আট আনা।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসান লিঃ হইতে প্রকাশিত ও
১০ নং করপোরেশন ষ্ট্রীট ইষ্টার্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত।

পত্র লিখিবার সময় 'কৃষকে'র নামোল্লেখ করিবেন।

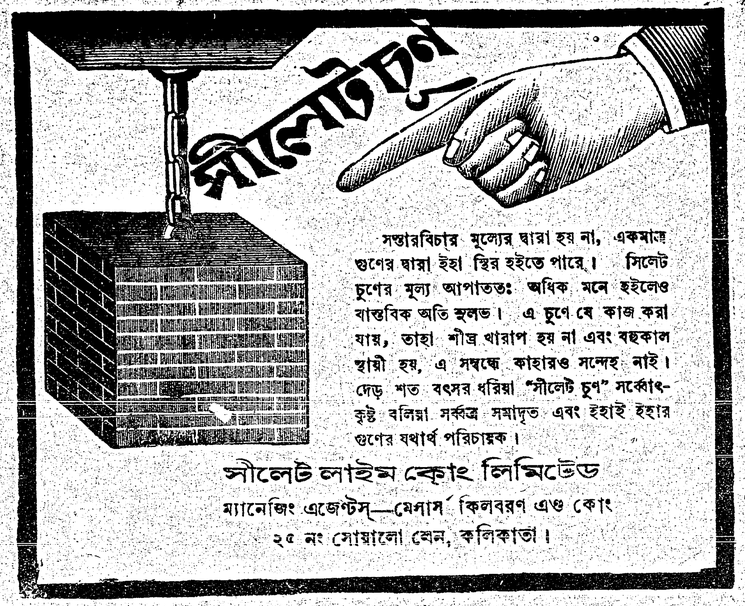

সস্তারবিচার মূল্যের দ্বারা হয় না, একমাত্র গুণের দ্বারা ইহা স্থির হইতে পারে। সিলেট চুণের মূল্য আপাততঃ অধিক মনে হইলেও বাস্তবিক অতি সুলভ। এ চুণে যে কাজ করা যায়, তাহা শীঘ্র খারাপ হয় না এবং বহুকাল স্থায়ী হয়, এ সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই। দেড় শত বৎসর ধরিয়া "সীলেট চুণ" সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত এবং ইহাই ইহার গুণের যথার্থ পরিচায়ক।

সীলেট লাইম কোং লিমিটেড
ম্যানেজিং এজেণ্টস্—মেসার্স কিলবরণ এণ্ড কোং
২৫ নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

টাটকা
বীজ ! বীজ বীজ !!!
সকল রকম দেশী ও বিলাতি সব্জী ও ফুলের বীজ আমদানী হইয়াছে।
সত্বর হউন ! সত্বর হউন !!
বিলম্বে হতাশ হইবার সম্ভাবনা।
ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড।
১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
আসল
কলম চারা কলম।
বিলম্ব করিবেন না।
প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা একেবারেই নাই।
আসুন ! আসুন !! আসুন !!!
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড্।
১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

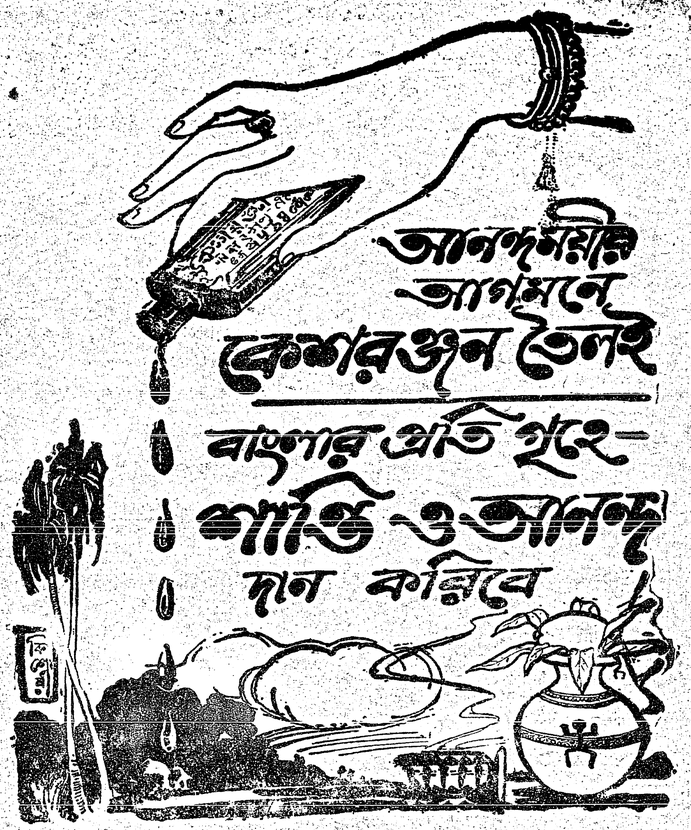

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আমাদের বহুদিনের এই প্রতিষ্ঠাপন্ন ঔষধালয়ে শাস্ত্রমতে প্রস্তুত নানাবিধ ঘৃত, তৈল, আসব, অরিষ্ট, বটিকাদি, জারিত ও শোধিত ধাতুসমূহ—অকৃত্রিম মৃগনাভি ও মকরধ্বজ প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রচুর পরিমাণে বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত থাকে।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

কবিরাজ—নগেন্দ্র নাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড

কলিকাতা।

REGISTERED NO. C 192.

২৯শ বর্ষ] শারদীয়া সংখ্যা [আশ্বিন ১৩৩৫

কৃষি, শিল্প ও বিজ্ঞান এবং বাণিজ্য বিষয়ক একমাত্র

মাসিক পত্র



কৃষক

OR

THE AGRICULTURIST

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেডের মুখপত্র।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সম্পাদক—শ্রীযামিনীরঞ্জন মজুমদার।

বার্ষিক ৩৲০ মূল্য এই সংখ্যা ।৷০



আখ মাড়াই কল।

(বলদ চালিত)

তিন রোলার যুক্ত।

আখ মাড়াই কল।

ইহাতে দুইটী সমান মাপের রোলার আছে। ৮ লম্বা×৭ ব্যাস। আর একটী ছোট রোলার আছে ৬ ×৫, ইহার দ্বারা আখগুলি চিরিয়া ফেলা হয়; ফ্রেমটি শাল কাঠের, এবং উপরের ও নীচের বুসগুলি ঢালাই লোহে প্রস্তুত। সম্পূর্ণ ওজন প্রায় ৭॥০ মণ।

আলাদা রোলার সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে।

'হাত' আখ মাড়াই কল

ইহাতে দুইটী ৮ ×৭ মাপেরও একটী ৬×৫ মাপের রোলার আছে। দাঁতগুলি মজবুত ও সম্পূর্ণ ঢাকা এবং ইচ্ছামত বদলান যায়। তৈলাধারগুলি এরূপভাবে প্রস্তুত যে রসের সহিত তৈল মিশিয়া যায় না।

সকল অংশই সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে।

আজই পত্র লিখিয়া অনুসন্ধান করুন।

Sales Department
HOWRAH.

BURN & Co. Ltd.

Howrah Iron Works
HOWRAH.

প্রকাশিত হইয়াছে! প্রকাশিত হইয়াছে!

আপনাদের চিরপরিচিত **কৃষি সহায়** বা Cultivator's guide প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি বিঘা কিরূপ চাষ, কত পরিমাণ সার ও বীজ দরকার বা কি পরিমাণ চারা প্রয়োজন তাহা সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ। ইহার আবশ্যকতা সম্বন্ধে প্রায় সকলেই অবগত আছেন। মূল্য ৸০ আনা বাঁধাই—৸৵০ মাত্র।

আসল! আসল!! আসল!!!

যাবতীয়

ফল ফুল পাম

কলম ও চারা

প্রতারিত হইবার আশঙ্কা নাই।

এই প্রকৃষ্ট সময় এই প্রকৃষ্ট সময়

বিলম্বে হতাশ হইবার সম্ভাবনা

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড্।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Cover Printed at the Sree Ram Press, 162, Bowbazar Street, Calcutta.

ফসফাটোল।

রক্ত পরিষ্কারক শক্তি ও মেধা বর্দ্ধক

নার্ভাফুড্। মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র

দেহের সার পদার্থ শোণিতকে পরিষ্কার করিয়া সতেজে প্রবাহিত করিতে, কর্ম্মশ্রান্ত, ব্যাধিক্রান্ত নিস্তেজ পেশী সমূহকে সবল কার্য্যক্ষম করিতে ও স্নায়ু মণ্ডলীকে দৃঢ় সতেজ করিতে এই ঔষধ অদ্বিতীয়।

দীর্ঘকাল রোগ ভোগ, কষ্ট ভোগ, অতিরিক্ত পরিশ্রম ও মানসিক দুশ্চিন্তার ফলে শরীর ও মন যখন ক্লান্ত হইয়া পড়ে, কার্য্যে উৎসাহ থাকে না, জীবনটা দুর্ব্বহ বলিয়া মনে হয়, তখন একমাত্র ফস্‌ফাটোলই প্রকৃত বন্ধুর কাজ করিতে সমর্থ। ফস্‌ফাটোল দুর্ব্বলকে সবল করে, স্বাস্থ্যহীনের স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনে; বাল বৃদ্ধ যুবা প্রত্যেকের মস্তিষ্কের স্নৈষ্মিক ঝিল্লিসমূহকে সতেজ করিয়া চিন্তাশক্তি ও ধারণাশক্তিকে পরিবর্দ্ধিত করে।

টেক্নো-কেমিকেল লেবোরেটরী এণ্ড ওয়ার্কস, লিমিটেড।

কোন্নগর, ই, আই, আর, কলিকাতার আফিস ১১নং ক্লাইভ রো।

"দন্তোল"

মুখের ঘা ও সর্ব্বপ্রকার দন্তরোগের মহৌষধ।

ইহা একবার মাত্র ব্যবহারে অসহ্য দাঁতের বেদনা মুহূর্ত্তে বিদূরিত হয়। মাড়ি ফুলা, দাঁতের গোড়া দিয়া রক্ত ও পূজ নিস্রাব, মুখের ঘা প্রভৃতি কষ্টদায়ক পীড়ায় ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। এই ঔষধ ব্যবহারে দাঁতের পীড়ার উপশম হয় নাই, এমন রোগী এ পর্য্যন্ত একটীও পাওয়া যায় নাই। বহুদিনের পুরাতন ব্যারাম হইলে কিছু দীর্ঘকাল ব্যবহার করিতে হয়। সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে দিনে একবার বা সপ্তাহে ৩।৪ বার সামান্য মাত্রায় ব্যবহার করিলে জীবনে দাঁতের পীড়ায় কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। ইহা নির্দ্দোষ ও উপকারী। কোনও কারণে গলাধঃকরণ হইয়া গেলেও অনিষ্ট হইবে না বরং পেটের পীড়ার যথেষ্ট উপকার হইবে। মূল্য প্রতিশিশি ৸০ আনা।

টেক্নো-কেমিকেল লেবরেটরী এণ্ড ওয়ার্কস, লিমিটেড।

কোন্নগর, ই, আই, আর।

কলিকাতা আফিস—১১নং ক্লাইভ রো।

পল্লীমঙ্গল সমিতির মাসিকপত্র

গৃহস্থ-মঙ্গল।

সম্পাদক—শ্রীঅশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়।

অফিস—৬৯ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট।

মূল্য বার্ষিক ৩॥০ প্রতি সংখ্যা ।৵০ আনা।

বর্ত্তমান ১৩৩৫ সালে, দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হইল। গৃহস্থের উপযোগী করিয়া প্রতি মাসেই ইহা নিয়মিত বাহির হইতেছে। ইহাতে টোটকা চিকিৎসা, হোমিওপ্যাথি, এলোপাথি, কবিরাজী, কৃষি, বাণিজ্য বিষয়ক ইত্যাদি যাবতীয় প্রবন্ধাদি সুচিন্তিত লেখকগণ কর্ত্তৃক লিখিত হইতেছে। ইহার প্রত্যেক পত্রই বহুমূল্য উপদেশে পূর্ণ থাকে। অদ্যই গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন এবং উপকৃত হউন।

প্রবোধচন্দ্র দের কৃষি পুস্তকাবলী।

Potato Culture	॥০
কৃষিক্ষেত্র	১॥০
সব্জীবাগ	১॥০
ফলকর	১৲
মালঞ্চ	১॥০
আয়ুর্ব্বেদীয় চা	।০
মৃত্তিকা তত্ত্ব	১॥০
গোলাপ বাড়ী	১৲
কার্পাস কথা	॥০
ভূমি কর্ষণ	।৵০
উদ্ভিদ খাদ্য	॥০
উদ্ভিদ জীবন	॥০
সাহিত্য, বিজ্ঞান, কৃষি	।০
প্রাকৃতির সামঞ্জস্যে উদ্ভিদের স্থান	।০
ভারতীয় অর্থশাস্ত্র	।০

যাঁহারা গল্প ও উপন্যাস পড়িতে ভালবাসেন এতদিনে তাঁহাদের জন্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক ঔপন্যাসিক ও চিত্রশিল্পিগণের একত্র সমাবেশ করিয়া বিরাট আয়োজনে, বহু অর্থ ব্যয় করিয়া

মাসিক গল্পগুচ্ছ।

প্রকাশ করা হইল। কাগজের আকার—ভারতবর্ষ মাসিক বসুমতী বা প্রবাসীর ন্যায়। প্রতি সংখ্যা। আনা, বার্ষিক ৩॥০ আনা। নমুনার জন্য ।৵০ টিকিট পাঠাইবেন।

কার্য্যালয়, ৬৯, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুরমা

এক আনার ডাক টিকিট

সুরমার সৌভাগ্য !

নহিলে, এত তৈল থাকিতে শুধু সুরমারই এত নাম ডাক, এত আদর কেন? সকলের মুখেই শুনিতে পাই,—"সুরমা বড় সুন্দর টল টলে, ব্যবহারে কখনও চুল চটচটে হয় না, অথচ ইহা নারিকেল তৈলে বা "মিনাল" তৈলে প্রস্তুত নহে। বিশুদ্ধ কৃষ্ণ তিল তৈল ইহার মূল উপাদান। সুরমার সুবাস মধুর, স্নিগ্ধ এবং বহুক্ষণ স্থায়ী। তাজা ফুলের মত এমন টাটকা সৌরভ আর কোন তৈলে নাই। সুরমার গুণও অনেক। ইহা চুলের উপকারী, মাথার উপকারী, স্বাস্থ্যেরও বিশেষ হিতকর। সুরমা মাখিলে সত্য সত্যই চুলের শোভা বাড়ে। মাথার খুস্কি, মরামাস, টাক, চুলপড়া ও অসময়ে পাকা প্রভৃতি দোষ অতি শীঘ্র নিবারিত হয়। মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে সুরমাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এত ভাল তৈলের দামও আশ্চর্য্য সস্তা। ৸০ আনা দামের একটী শিশিতে অন্যান্য তৈলের দ্বিগুণ তৈল থাকে। ডাকে লইতে ।৶০ আনা মাশুল লাগে দশের কথায় যদি আপনার বিশ্বাস না হয়, তবে /০ আনার টিকিট পাঠাইয়া সুরমার নমুনা পরীক্ষা করুন। সেই সঙ্গে একখানি নূতন পঞ্জিকাও বিনামূল্যে পাইবেন।

বড় এক শিশির মূল্য	৸০ বার আনা মাত্র।
মাশুলাদি খরচ	॥/০ নয় আনা।
একত্র তিন শিশির মূল্য	২৲ দুই টাকা।
ডাকমাশুলাদি	১॥/০ এক টাকা নয় আনা



পাঠাইয়া, "সুরমার" নমুনা পরীক্ষা করিবেন।

বড় এক শিশির মূল্য	৸০ বার আনা মাত্র।
মাশুলাদি খরচ	॥/০ এগার আনা।
একত্র তিন শিশি মূল্য	২৲ দুই টাকা।
ডাকমাশুলাদি	১৷৶০ এক টাকা পাঁচ আনা।

অশোকাসব।

অশোকগাছ স্ত্রীরোগ নিবারণের প্রধান ও প্রসিদ্ধ ঔষধ সেই অশোক ছাল, ওলটকম্বল প্রভৃতি কতিপয় বাছা বাছা স্ত্রীরোগ নাশক ঔষধ দ্বারা এই অশোকাসব প্রস্তুত হইয়াছে। ঋতুকালে অল্প বা অধিক রজঃস্রাব, তলপেটে ও কোমরে বেদনা, শিরঃপীড়া, সর্ব্বদা শ্বেত, পীত বা রক্ত-বর্ণের অল্প অল্প স্রাব এবং রজোরোধ ও মৃতবৎসা প্রভৃতি দারুণ স্ত্রীরোগ সমূহ এই ঔষধ দ্বারা শীঘ্র নিবারিত হয়। এই ঔষধের প্রধান সুবিধা এই যে, কোন অবস্থাতেই ইহা সেবনের জন্য চিকিৎসকদের পরামর্শ প্রয়োজন হয় না। স্ত্রীলোকেরা নিজে নিজেই পূর্ব্বোক্ত রোগ সমূহের জন্য এই ঔষধ নির্চ্চাচন করিয়া নির্ভয়ে সেবন করিতে পারেন। গর্ভাবস্থাতেও ইহা সেবন করিতে কোন ভয়ের কারণ নাই।

এক শিশি ঔষধের মূল্য	১৷০ দেড় টাকা।
ডাকমাশুলাদি	॥/০ নয় আনা।

লোম সংহার

আমাদের এই লোমসংহার চূর্ণ এমন কয়েকটী বিশেষ উপাদানে প্রস্তুত হইয়াছে যে ইহাতে কেশের অনিষ্টকর কোনপ্রকার পদার্থ নাই। লোমযুক্ত স্থানসমূহে ধীরে ধীরে লাগাইয়া দিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে কেশমূল শিথিল হইয়া সেই স্থান পরিষ্কার হইয়া যায়। গাল-প্রভৃতি কোমল স্থানে ইহা নির্ব্বিঘ্নে ব্যবহার করা যাইতে পারে। বাজারের বাজে চুণাদি দ্বারা সময়ে সময়ে শরীরের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, আমাদের "লোমসংহার" চুণ ব্যবহারে সেরূপ কোন ভয়ের কারণ নাই।

প্রতি শিশি মূল্য	॥০ আট আনা।
মাশুলাদি খরচ	৶০ তিন আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, বাসব অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভী এবং সকল প্রকার জাতির ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভ দরে বিক্রয় করিতেছি।

এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগীগণ স্ব স্ব রোগ বিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্ন সহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থাও পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধআনার ডাক টিকিট পাঠাইবেন।

শ্রীশক্তিপদ সেনগুপ্ত কবিরাজ
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়
১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, টেরিটী বাজার কলিকাতা

মাসিক ১০০৲ টাকা উপায়।

যদি জীবিকা-উপার্জ্জন স্বাধীনভাবে করিতে শিখিতে চাহেন তাহা হইলে চিকিৎসা, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক "স্বাধীন উপায়" মাসিক পত্রিকা ৩৲০ মূল্যে লউন। প্রতি সংখ্যা ।৶০ আনা। পত্র পাইলে গ্রাহকদিগকে ১ম সংখ্যা বিনামূল্যে ও বিনা মাশুলে পাঠান হয়। ঠিকানা সম্পাদক ডাক্তার শ্রীমানিক লাল আচার্য্য এল, এম, পি, মোহানিয়া পোঃ, জেলা আরা।

সচিত্র বাঙ্গালা মাসিক পত্র

"স্বভাবের পথে"

৺রাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বি, এল্ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত এবং শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত স্বভাব-চিকিৎসা অর্থাৎ মাটী, জল, উত্তাপ, হওয়া ও শূন্যের সাহায্যে যাবতীয় রোগের চিকিৎসা বিষয়ক প্রবন্ধ, রোগীর বিবরণ, রোগী বিশেষের ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় প্রশ্নোত্তর, লুইকুনে, ম্যাকফ্যাডেন, প্রভৃতি বিখ্যাত স্বভাব চিকিৎসকগণের লিখিত মূল্যবান পুস্তকের বাঙ্গালা অনুবাদ ইত্যাদি গত বৈশাখ ১৩৩৪ হইতে প্রকাশিত হইতেছে। সডাক-বার্ষিক মূল্য ২।০, প্রতি সংখ্যার মূল্য ৶০ আনা।

গ্রাহক হইবার জন্য আজই পত্র লিখুন।

জলচিকিৎসা সম্বন্ধীয় যাবতীয় পুস্তক আমাদের নিকট পাওয়া যায়। ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

কার্য্যাধ্যক্ষ, "স্বভাবের পথে"
২০এ কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বিজ্ঞান।

এই অগ্রহায়ণে দ্বিতীয় বর্ষে নব কলেবরে দেখা দিয়াছে আয়ুর্ব্বেদ আর্য্য চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক একমাত্র মাসিক পত্র। কলিকাতা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও অধ্যাপক "আয়ুর্ব্বেদের" সেই প্রসিদ্ধ সম্পাদক কবিরাজ শ্রীধুক্ত সত্যচরণ সেন কবিরঞ্জন ইহার সম্পাদক। গত ১৩৩০ সালের অগ্রহায়ণ হইতে নিয়মিত বাহির হইতেছে। এই পত্রিকায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী এম-এ, এল-এম-এস, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার কাব্যতীর্থ প্রভৃতি কবিরাজ এবং রায়বাহাদুর ডাঃ শ্রীচুনীলাল বসু সি-আই-ই, ডাঃ শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস এম-বি, ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-ডি, প্রভৃতি ডাক্তারগণ নিয়মিত লিখিয়া থাকেন। এরূপ শ্রেণীর পত্রিকা ইহা ভিন্ন আর নাই। বার্ষিক মূল্য—৩।৶০। নমুনা সংখ্যা ।০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এ,
ম্যানেজার আয়ুর্ব্বিজ্ঞান। ১নং তেলিপাড়া লেন, কলিকাতা।

সোনার বাংলা

সম্পাদক { শ্রীবিপিন চন্দ্র পাল
শ্রীগোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাদুর।

ঠিকানা—১।২এ প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য—ডাকমাশুল সমেত ২।৶০ দুই টাকা ছয় আনা।

প্রতি সংখ্যা ৶০, ভিঃ পিতে ।৶০।

কেন্দ্রীয় ম্যালেরিয়া নিবারণী সমবায় সমিতি (Central Co-operative antimalaria Society) এবং বঙ্গীয় উদ্যান-কৃষক সমবায় সমিতি (Bengal Co-operative Home crofters Association এই দুই সমিতির মুখপত্র বঙ্গপল্লীর উন্নতি বিষয়ক সকল প্রকার প্রবন্ধ ও বিবরণী ইহাতে ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হয়।

তৃতীয় বর্ষ চলিতেছে। দ্বিতীয় বর্ষের মাত্র কয়েক খণ্ড অবশিষ্ট আছে।

"বৌদ্ধবাণী"

(ব্রহ্মদেশে প্রকাশিত একমাত্র বাঙ্গলা মাসিক)

সম্পাদক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বড়ুয়া।

কার্ত্তিক মাস হইতে দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। ব্রহ্ম-প্রবাসী বাঙ্গালীদের দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখের কাহিনী, শস্য-শ্যামল ব্রহ্মদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও স্বর্ণপেগোডার অপূর্ব্ব শোভা **বৌদ্ধবাণীর** ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সাম্প্রদায়িক বিষাক্ত আবহাওয়া হইতে দূরে থাকিয়া সাম্যমৈত্রীর প্রচার করাই ইহার একমাত্র কাম্য। আজই গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন।

ব্রহ্ম প্রবাসী প্রায় তিনলক্ষ বাঙ্গালীদের ঘরে ঘরে আপন **পণ্যদ্রব্যের বিবরণ** পাঠাইতে হইলে আজই চিঠি লিখিয়া বিজ্ঞাপনের হার জ্ঞাত হউন।

ম্যানেজার—"বৌদ্ধবাণী"।
৮৪ নং ডালহৌসী ষ্ট্রীট,
পোষ্ট বক্সনং ৪০৬,
রেঙ্গুন।

বার্ষিক মূল্য—৩৲ টাকা
প্রতি সংখ্যা।০ চারি আনা।

বিজ্ঞাপন।

পল্লীবাসীর মুখপত্র। পল্লীসেবক সাপ্তাহিক।

"পল্লীমঙ্গল"

পল্লীবাসীগণের সুখদুঃখের কাহিনী লইয়া প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। ইহাতে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রবন্ধ দেশবিদেশের বিবিধবার্ত্তা ও পল্লীকথা পাটের সংবাদ প্রভৃতি রীতিমত প্রকাশিত হইয়া থাকে।

আচার্য্য স্যর প্রফুল্ল চন্দ্র রায় দয়া করিয়া লিখিয়াছেন—"ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি "পল্লীমঙ্গল" শ্রমিকগণের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলের সহায় হইয়া নামের সার্থকতা সম্পাদন করুক। এই পত্রিকাকে সাদরে গ্রহণ করিতে আমি জন সাধারণকে অনুরোধ করিতেছি।"

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।
বিজ্ঞাপনের হার চিঠিতে জ্ঞাতব্য।

কার্য্যাধ্যক্ষ—"পল্লীমঙ্গল"।
পোঃ নারায়ণগঞ্জ (ঢাকা।

এই পূজার বাজারে যদি আপনি
ডাঃ জে, এল, বিশ্বাসের

পপুলার কোকোনাট অয়েল

মাখিয়া স্নান করেন, তাহা হইলে আর আপনাকে অন্য কোন সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করিতে হইবে না। ইহার মধুর গন্ধ আপনাকে ও আপনার বন্ধু বান্ধবকে প্রচুর আনন্দ দান করিবে। **মাথার যাবতীয় রোগ দুর করিতেও এই তৈল আপনাকে যথেষ্ট সাহায্য করিবে।** অদ্যই এক শিশি আনাইয়া পরীক্ষা করুন। মূল্য অতি সামান্য—১ শিশি ।০ ২ শিশি ।৶০। ১ শিশি প্রায় দুই সপ্তাহ চলিবে।

প্রাপ্তিস্থান—ডায়মণ্ড হোমিও সাধনাশ্রম।
২, শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট, (নেবুতলা—ঈশ্বরভবন)
কলিকাতা।

পত্র লিখিলে অন্যান্য দ্রব্যের তালিকা বিনামূল্যে পাঠানো হয়।

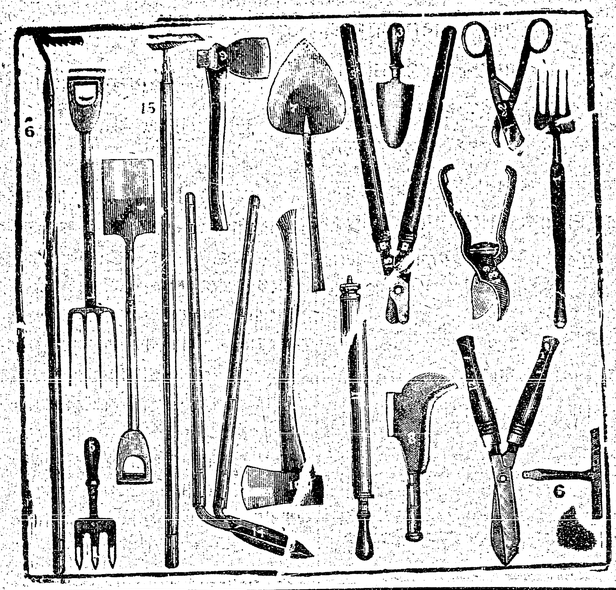

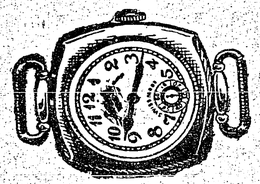

চশমা।

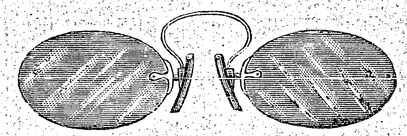

চশমা।

আমরা সকল রকম চশমা সুলভ মূল্যে সরবরাহ করিয়া থাকি। যাবতীয় ফ্রেম আমাদের দোকানে পাইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ঘড়ি।

ঘড়ি।

সস্তায় যদি ঘড়ি ক্রয় করিতে চান একবার আমাদের দোকানে পরীক্ষা করুন। দাম সস্তা। মজবুত ও সুন্দর সময়-রক্ষক। প্রতারিত হইবার কোন আশঙ্কা নাই।

নিপন এণ্ড কোং

৪১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মাণ্টন এণ্ড কোং।

১৩ ওল্ডকোর্ট হাউস্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

জমিদার ও শিকারীগণের

সুপরিচিত।

বন্দুক, রাইফেল, রিভলভার, টোটা, বারুদ ছররা প্রভৃতি ক্রয় করিবার পূর্ব্বে একবার বিখ্যাত বন্দুক বিক্রেতা ম্যাণ্টন এণ্ড কোংর অফিসে অনুসন্ধান করুন।

ম্যাণ্টন এণ্ড কোং

১৩নং ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পানের সার।

Betel-tone

আজ পাঁচ বৎসর হইল একরূপ সর্ব্বনাশী পোকা পান নির্ম্মূল করিয়া, বারুজীবি বৈশ্য জাতির সর্ব্বনশ করিতেছে। তাহারা পান লতা মাটী ইত্যাদি বঙ্গীয় কৃষি বিভাগে পাঠাইয়া কোন ফল না পাইয়া, বঙ্গীয় হিত-সাধন মণ্ডলীর কৃষি বিষেষজ্ঞ ডক্টর শ্রীযুত যামিনী রঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের নিকট উপনীত হইলে তিনি উক্ত কীটের জীবানু লতা, পান, মৃত্তিকা বিশ্লেষণ করিয়া তাহার নিদান স্বরূপ এক অদ্ভুত ঔষধ বা সার আবিষ্কার করিয়া সমাজের বিশেষ উপকার সাধন করিবেন। উক্ত সারের নামে Betel tone (বীট্‌ল টোন) ব্যবহার বিধি সারের সহিত দেওয়া হয়। এক বিঘা জমীতে পান তয়ার করিতে ২০৲ মূল্যের সারের প্রয়োজন। ইহাতে পান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, পোকা ধরে না, বড় দীর্ঘ স্থায়ী হয়। বাঙ্গলার বারুজীবি যুবকদের আর নিরর্থক বিঘা প্রতি ৪০ মণ সরিষার খইল ব্যবহার করিতে হইবে না।

পাইবার ঠিকানা—

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড

১৬২নং বহুবাজার কলিকাতা।

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

কলিকাতা প্রধান আপিস।

৩নং ষ্ট্রাণ্ড রোড

স্থানীয় শাখাসমূহ।

বড়বাজার শাখা—১৯৫ নং হ্যারিসন রোড

ক্লাইভ ষ্ট্রীট শাখা—৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট

পার্ক ষ্ট্রীট শাখা—৪৮ নং পার্ক ষ্ট্রীট।

সেভিংস ব্যাঙ্ক

ডিপজিট বা জমা।

১লা জানুয়ারা হইতে ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে এক বৎসরে মোটের মাথায় ৫০০০৲ পর্য্যন্ত জমা দেওয়া যাইতে পারে। দুই বা ততোধিক লোকের নামেও একাউণ্ট খোলা যায় এবং জমা টাকা একজন বা ততোধিক জনকে কিম্বা তাঁহাদের মধ্যে জীবিত একজন বা ততোধিক জনকে দিবার ব্যস্থাও করা যায়।

টাকা তুলিয়া লওয়া।

যে কোন সময়ে টাকা তুলিয়া লইতে পারা যায়। তবে সপ্তাহে একবারের বেশী টাকা তোলা যায় না।

যে সহরে একাউণ্ট থাকে সেই সহরে বাস না করিলে ডাকযোগে টাকা জমা দেওয়া অথবা টাকা তুলিয়া লওয়া যায়। বিনা খরচে ব্যাঙ্কের অন্য কোন আফিসে একাউণ্ট বহন করিয়া লওয়া যায়।

স্পেশাল ডিপজিট একাউণ্ট।

যখন জমা টাকা ১০০০০৲ দশ হাজারে গিয়া পৌছায় জমাকারী সেই সময়ে সমস্ত টাকা অথবা দুই হাজার, চারি হাজার, ছয় হাজার অথবা আট হাজার টাকা স্পেশ্যাল সেভিংস্ ব্যাঙ্কে ডিপজিট একাউণ্টে রাখিতে পারেন তবে এই টাকা তুলিতে গেলে তিন মাস পূর্ব্বে জানাইতে হয়।

সুদ।

সাধারণ সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্টে মাসিক জমা টাকার উপর, যাহা ১০ হাজারের অধিক হইবে না, বার্ষিক শতকরা চার টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। স্পেশ্যাল সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্টে দৈনিক জমা টাকার উপর বার্ষিক শতকরা চারি টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হইয়া থাকে।

ব্যাঙ্ক স্কে রিলে নিয়মাবলী যায়।

আশ্বিন সূচীপত্র ৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। চাষার হাসি (গান)	শ্রীজহরলাল বিশ্বাস ...	১৯৩
২। গো-জাতি	শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার ...	১৯৪
৩। আবহাওয়া সংবাদ	... ...	১৯৮
৪। আমাদের খাদ্য	ডাক্তার জে, এল, বিশ্বাস ...	২০০
৫। আখ (কবিতা)	শ্রীসন্তোষ বিহারী বসু ...	২০৪
৬। আলু (কবিতা)	... ...	২০৪
৭। চিনে বাদাম (কবিতা)	... ...	২০৫
৮। বৈঞ্চা সবুজ সার (কবিতা)	... ...	২০৫
৯। পরিশ্রমের ফল (গল্প)	শ্রীকালীদাস ভট্টাচার্য্য	২০৬
১০। সৎকথা	... ...	২১১
১১। কৃষি-সন্ধান	... ...	২১২
১২। ফিরিয়া দাঁড়াইতে হইবে	শ্রীউমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ...	২১৩
১৩। মূলার চাষ	শ্রীসিদ্ধেশ্বর মল্লিক ...	২১৭
১৪। জানবার জিনিষ	... ...	২১৯
১৫। চা বাগান	... ...	২২০
১৬। আবহ বিজ্ঞান	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সাধু ...	২২২
১৭। পাটের শেষ পূর্ব্বাভাষ	... ...	২২৫
১৮। কৃষাণ (গল্প)	শ্রীপ্রশান্ত কুমার পাল ...	২২৮
১৯। সংগ্রহ	... ...	২৩২
২০। বাগানের মাসিক কার্য্য	... ...	২৩৭

আলু বীজ আলু বীজ

আলু বসাইবার সময় আগত। নৈনিতাল, গৌহাটি, দারজিলিং, দেশী, টুকরী ইত্যাদি যাবতীয় আলুর আসল বীজ আমরা সুলভ মূল্যে সরবরাহ করিয়া থাকি। শীঘ্র আপনার অর্ডার পাঠান। বিলম্বে হতাশ হইবার সম্ভাবনা।

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসান লিমিটেড

১৬২, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কৃষক

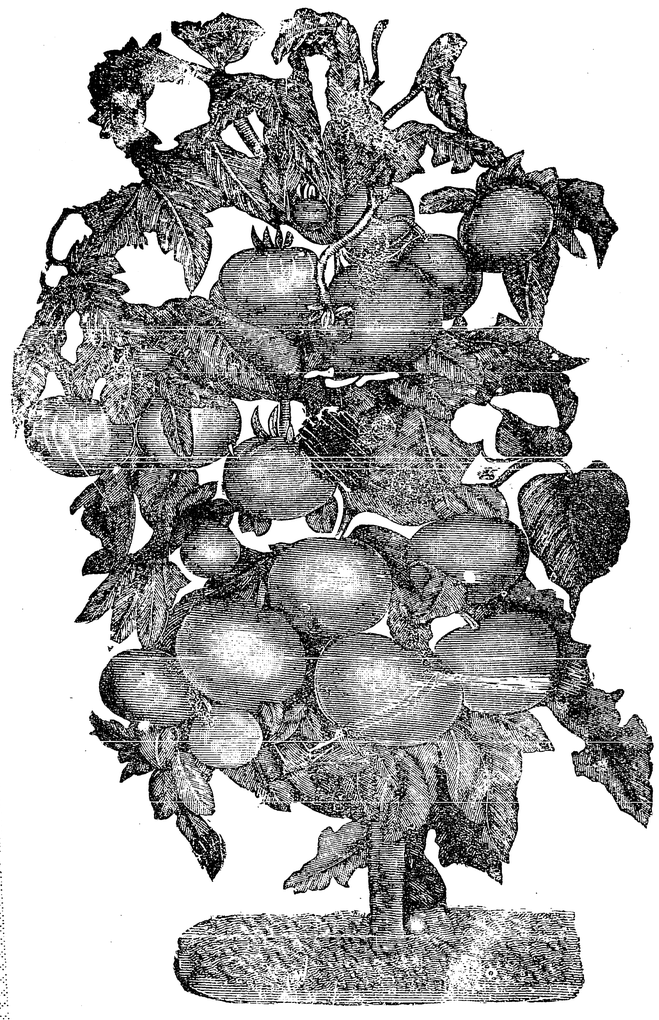

বিলাতী বেগুন (TOMATO)

এই বেগুণের চাষ এখন এদেশে যথেষ্ট হইতেছে। অনেকে কাঁচা খাইতে ভালবাসেন। ইহার আস্বাদ অম্লমধুর, ইহা রক্তপরিষ্কারক এবং পাকশক্তি বৃদ্ধিকারক।

কৃষক

২৯শ খণ্ড | আশ্বিন, ১৩৩৫ সাল | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

চাষার হাসি।

(গান)

শ্রীজহরলাল বিশ্বাস।

সহরের বাবুরা এবার ক'রবে নাকি চাষ।
তাই আস্‌ছে ছুটে সহর ছেড়ে ক'রতে পল্লীবাস ॥
দেখ্‌বো তা'রা কেমনসুখে
হাতে ঘড়ি চশমা চোখে
পামসু দিয়ে পায়,
লাঙ্গল নিয়ে জলার প'রে
সকাল হ'তে সন্ধ্যে ধ'রে
বলদ দে চালায় ;
যদি মোদের মতন দুঃখ ক'রে
বর্ষায় ভিজে রোদে পুড়ে
এই যে বার মাস,
হেথায় যদি থাক্‌তে পারে
এসব দুঃখ সহ্য ক'রে
মিট্‌বে তবে আশ।
নইলে শুধুই যদি নেশার ঝোঁকে ক'রতে আসে চাষ,
লাভে মূলে সব হারাবে এই মোদের বিশ্বাস ॥

গো জাতি।

(শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার)

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

কি বৈজ্ঞানিক, কি সাধারণ পশু উৎপাদক পৃথিবীর সকল দেশের অধিবাসীই অধিক চাহিদা (demand) প্রযুক্ত পশু উৎপাদন বিষয়ে অধিক মাত্রায় মনঃ সংযোগ করিয়াছেন। মনুষ্যের ভাবি কল্যাণ এমন কি তাহার ধরা পৃষ্ঠে অবস্থান (Existence) সম্পূর্ণরূপে তাহার অধিক সংখ্যায় গৃহপালিত পশু উৎপাদনে পারদর্শিতার উপর নির্ভর করে, যে হেতু ইহারা আমাদের খাদ্য, পরিধেয় বস্ত্র ও আচ্ছাদন ও শ্রমের সহায়তা করে ও লাগায়।

পশু সংজনন বিষয়ে সভ্য জগতের সকল দেশের অধিবাসীর মন যেরূপ আকর্ষিত হইয়া তৎবিষয়ে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এরূপ পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখন পূর্ব্বে দেখা যায় নাই; সেইজন্য পশু উৎপাদন বিদ্যা পৃথিবীর সকল বিজ্ঞান অপেক্ষা অগ্রনী হইয়াছে এবং সকল দেশের আদম পশু সুমারি (animal & men censuses of the world) আমাদিগের নিকট প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে যে দিন দিন যেমন দেশের লোক সংখ্যা বাড়িতেছে, তেমনি গৃহপালিত পশু সংখ্যা কমিতেছে বলিয়া মহার্ঘ্য হইতেছে। এখন দেশের অর্থ নৈতিক প্রশ্ন এই যে কি উপায়ে গৃহপালিত পশু সস্তাদরে পাওয়া যাইতে পারে? বিজ্ঞানের সহিত শিল্প (art) সংযোগে কি উপায়ে বেশী সংখ্যা ইহাদের উৎপাদনই এই সমস্যার প্রকৃত সমাধান।

সেইজন্য সর্ব্বাগ্রে আমাদের দেখা দরকার যে আমাদের দেশের অবনতি প্রাপ্ত ক্ষুদ্রকায় গো-মহিষাদি পশুদের উৎকর্ষ ও উন্নতি সাধন করা যায় কি প্রকারে? আমার মনে হয় যে ইহা দুই প্রকারে সাধিত হইতে পারে। ১। বৈধ নির্ব্বাচন এবং পৃথকীকরণ। ২। সঙ্কর উৎপাদন। এ সম্বন্ধে পরে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছি। আমাদের দেশের গৃহপালিত পশুদের উন্নতি সাধন করিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অমূল্য পুস্তক "গো সন্দর্ভ মুক্তাবলীতে যাহা বলিয়াছেন এবং যাহা বর্ত্তমান সময়ের পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ডারউইন, মামফোর্ড, ডেভেন্‌পোর্ট, ওয়ালেশ্, লিউইশ, স্মিথ, ইউয়াট, আলভোর্ড, মাইল্‌স্ আদি অধ্যাপকগণ অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা আমাদের শিক্ষা করিয়া দেশ কাল ও পাত্র ভেদে অস্মৎ দেশে প্রচার ও প্রবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য এবং বুদ্ধিমান কৃষকদের তাহা অনুসরণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

নানারূপ অদৃষ্ট পূর্ব্ব কারণে আমাদের এই মহাপ্রদেশের কোন জেলার বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের কতকগুলি জেলায় অধাধ গোবধের ও সংক্রামক রোগের প্রকোপে হলবৃষের বংশ চিরতরে অন্তর্ধ্যান হইয়াছে, এখন এই অভাবের পূরণ কিসে সংসাধিত হইতে পারে? বৈধ নির্ব্বাচন, পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতি ও পরিবর্ত্তন এবং অনুবর্ত্তন বিধির (heridity) অনুসরণ দ্বারা

আমাদের দেশের গবাদি গৃহপালিত পশুর সমধিক উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধন করা যাইতে পারে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের দ্বারা পর্য্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্য দান, যত্ন এবং আশ্রয় (shelter) বুঝায়। তীব্র শীত, বাত, আতপ, তাপ, জল ও ঝড়ে গো-মেষাদি পশুদের রাখিলে তাহাদের যে স্বাস্থ্যের সবিশেষ হানি হয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শাবকের পিতামাতার সহিত সাদৃশ্য হইবার আন্তরিক ও দৈহিক প্রবণতাকে অনুবর্ত্তন প্রবণতা 'heridity) বলে। সকল পশুতে ইহা সমান্ রূপে বর্ত্তমান থাকে না। সেই নৈসর্গিক অভাব দূর করিয়া সমধিক মাত্রায় উৎকর্ষ সাধন করিবার জন্য নির্ব্বাচন বিধির (selection) প্রয়োজন হয়। যে সকল পশু আশানুরূপ ও স্বল্পকাল মধ্যে উন্নতি করিতে অক্ষম, তাহাদের জনন ক্ষেত্র (breeding pen) হইতে উৎপাদকগণ অপসারিত করিয়া থাকেন এবং যাহারা আশানুরূপ ফলপ্রদ তাহাদেরই সংজনন কার্য্যে নিয়োগ করা হইয়া থাকে। জীব হইতে জীবের জন্ম ক্রিয়া বুঝা বড়ই কঠিন ও জটিল এবং ইহা ভগবানের মহানত্ব প্রকাশিত করে। ভগবানের পশুরাজ্যে দেখা যায় যে বন্ধ্যা এবং অপূর্ণ সকল প্রকার (preventure young) সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী। অবাধ হত্যা, সংক্রামক রোগের আক্রমণ, খাদ্যাভাব এবং বিদেশী চালানের জন্য আমাদের দেশের দ্রোণদুগ্ধা গোকুলের অবনতি হইয়াছে। জীব হইতে জীবের উৎপত্তি বড়ই বিচিত্র এবং আশ্চর্য্য মণ্ডিত প্রহেলিকা।

ইহা সম্যক উপলব্ধি করিতে হইলে সৃষ্টি তত্ত্বটি বুঝিতে হইবে, জনন নীতিগুলি করায়ত্ব করিতে হইবে এবং সর্ব্বাগ্রে স্ত্রী ও পুং জননেন্দ্রিয়ের গঠন, কার্য্যকারিতা ও ক্রিয়া কলাপাদি বুঝিতে হইবে। জীব রাজ্যের ক্ষুদ্রতম গ্রন্থি (Unit) অনু হইতেছে; কতকগুলি অনুর পরিপার্শ্বিক অবস্থান ও নৈসর্গিক নিয়মাধীনে সংযোগের ফলে ভ্রূণের সৃষ্টি হয়। ভ্রূণ বর্দ্ধিত হইয়া জীবে পরিণত লাভ করিলে যথাসময়ে ভগবৎ কৃপায় তুমিষ্ঠ হয় অর্থাৎ পৃথকও স্বতন্ত্র জীবরূপে পৃথিবীতে অবস্থান করে। অনু (chromatin) হইতে পৃথক অস্তিত্ব একটি বড়ই জটিল অথচ আনন্দপ্রদ ঘটনাবলির সমাবেশ বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পুস্তকে সৃষ্টি রহস্য বলিয়াছেন। পুং ও স্ত্রী জীবের সংযোগে যে আর একটি তৃতীয় জীবের উৎপত্তি হয়, তাহা ভগবানের বিশাল সৃষ্টি রাজ্যে অনুরক্ষণ, পালন ও বর্দ্ধনের স্বাভাবিক নিয়মাবলীর অধীন পরিচালিত হইয়া থাকে। সকল জীবের সংযোগের মুখ্য উদ্দেশ্য সংজনন ও পরিবর্দ্ধন (reprosuction) হইতেছে। শিক্ষা নবিস উৎপাদকের জানা বিশেষ প্রয়োজন যে দুইটি স্ত্রী ও পুং পশু সংযুক্ত হইলে কি কি পরিবর্ত্তন ঘটে। স্ত্রী ও পুরুষের সংযোগের স্পৃহা বলবতী হইবার পূর্ব্বে তাহাদের পূর্ণবয়স প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবি মনুষ্য বা পশু জগতের সকল জীবের সকল অবসরের এই পূর্ণতা যৌবনাবস্থায়ই অবলোকিত হইয়া থাকে; তাহার পূর্ব্বে জীবদেহের সকল জনন ইন্দ্রিয় ও যন্ত্রাদিগুলি সুষুপ্ত বা স্ফূর্তিহীন অবস্থায় (dormany) অবস্থিতি করে। ভিন্ন ২ দেশের লোকের ও ভিন্ন ২ পশুর যৌবনাবস্থায় স্ত্রী সহবাসের তীব্র স্পৃহা দেশকাল ও জল বায়ু প্রভেদে ভিন্ন ২ রূপ কালে বা বয়সে প্রকাশ পায়; এই সময়ে পুং দেহ হইতে শুক্র রূপেউপরোক্ত জীবন্ত জীবাণুগুলি নির্গত হইবার শক্তি প্রাপ্ত হয়। এই তীব্র সহবাস স্পৃহা বা পুংস্ত্রীর সংযোগ কালকে "পুংপোদ্গম কাল"

বা গরম হওয়া বা "ডাক" বলে এবং প্রধানতঃ স্ত্রী শরীরেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই সময়ে স্ত্রী ও পুং সংযোগ কর্ত্তব্য। পুং শুক্রের মধ্যে যে জীবন্ত পুং বীজ ক্ষুদ্র ২ জীবাণুর মধ্যে নিহিত আছে, তাহা এই সময়ে নিষ্কাষিত হইয়া স্ত্রী আধারে অবস্থিতি করিবার জন্য সবিশেষ উৎসুক হয়; এবং তথায় স্ত্রী রজঃ-শোণিতের সহিত মিলিত হইবার জন্য পরিপুষ্ট অবস্থায় প্রস্তুত থাকে। স্ত্রী রজঃ মধ্যে ক্ষুদ্র ২ ডিম্ব ভাসমান থাকে এবং শুক্রের মধ্যে ক্ষুদ্র ২ বেঙ্গাচির মত পোকা মর্ত্তমান থাকে। এই গুলি কিরূপে পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া আর এক তৃতীয় জীবের উৎপত্তি হয়, তাহা ক্রমশঃ পরে বিবৃত করিতেছি। প্রথমে দেখা কর্ত্তব্য যে স্ত্রী ও পুং জননেন্দ্রিয় কোন কোন জটিল যন্ত্রাদির দ্বারা সংগঠিত।

স্ত্রী সংজনন যন্ত্রটি নিম্নলিখিত ক্ষুদ্র ২ উপাদানে গঠিত। ১। যোনি দ্বার; ইহা ওষ্ঠ দ্বয়ের মত দুইটি চর্ম্মোষ্ঠের নিম্নে অবস্থিত। ২। যোনি; ইহা যোনি দ্বারের ক্ষুদ্র ছিদ্রের অব্যবহিত পরবর্ত্তী স্থান হইতে জরায়ু স্কন্ধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ইহার ঊর্দ্ধেই মূত্রনালি অবস্থিত, এই নালির শেষ ভাগে মূত্রাশয় অবস্থিত আছে। ৩। যোনিনালির অব্যবহিত পরেই অস্ ইউটারাই (osuteri) বা জরায়ুর স্কন্ধ (neck of the womb) অবস্থিত। ইহার একদিক জরায়ুতে গিয়া শেষ হইয়াছে এবং অপর দিক যোনির শেষভাগে আরম্ভ হইয়াছে। যোনির দিকের দ্বারটি প্রায়ই রুদ্ধ থাকে; কেবল পুষ্পকালে বা ডাকের সময় পুং শুক্র গ্রহণ জন্য ইহা প্রসারিত হইয়া কিছু সময় উদ্‌ঘাটিত থাকে। এই স্থানে শুক্র আসিয়া পড়িলে ওভারিতে নীত হয়; তথায় স্ত্রী ডিম্বের সহিত মিশিয়া উর্ব্বর হইলে ফেলোপীয়ান। ৪। নালি দিয়া জরায়ুতে নীত হইয়া থাকে। জরায়ু বা গর্ভাশয়। পুং বীজ স্ত্রী রজঃস্থ ডিম্বের সহিত মিশিয়া উর্ব্বর হইলে, সর্ব্বশেষে এই আধারে গিয়া ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে। ইহা যোনির সমক্ষেই অবস্থিত। ৫। ফেলোপিয়ান নালী; ৬। ওভারি (ovaries); ৭। দুগ্ধশিরা এবং পালাম। এই গুলির একটু বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আবশ্যক।

স্ত্রী জনন যন্ত্রের বিবরণ উপরে প্রায় সকলগুলির দিয়াছি, কেবল ওভারি ও ফেলোপীয়ান নালীর কথা বলি নাই। ওভারিতে স্ত্রী ডিম্ব (over) উৎপন্ন হইয়া, পুষ্ট হয় এবং ফাটিয়া যাইলে রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া স্ত্রী রজঃরূপে শোণিতাকারে যোণিদ্বার দিয়া তিন বা চারি দিন পর্য্যন্ত নির্গত হয়। ইহাই স্ত্রী জাতির "রজো" কাল। স্ত্রীদের উভয় পার্শ্বে এই "ওভারি" বর্ত্তমান। এই যন্ত্রে পুং বীজ স্থাপিত হইলে, বেঙ্গাচিগুলি স্ত্রী ডিম্বকে আক্রমণ করিয়া থাকে; তাহার মধ্যে একটি বেঙ্গাচি জোরে ডিম্বের উপরের আবরণ ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলে, তাহার লেজটুকু খসিয়া যায় এবং ডিম্ব উর্ব্বর হয়, ইহাই "গর্ভাধান" ক্রিয়া বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ উল্লেখ করিয়াছে; এই স্থান হইতে ফেলোপীয়ান নালি দিয়া ঐ উর্ব্বর ডিম্ব জরায়ু স্কন্ধে প্রবেশ করে; তথা হইতে সংকোচ ও প্রসারণ ক্রিয়ার দ্বারা তাহা জরায়ুতে টানিয়া নীত হয়। জরায়ুর মধ্যে প্রবেশ করিলেই উহার মুখ বন্ধ হইয়া যায়। এখন এই ভ্রূণ খাদ্য, যত্ন ও সেবাদির গুণে পরিপুষ্টি লাভ করিয়া যথা সময়ে পুনরায় পৃথক জীবরূপে পৃথিবীর আলোক দর্শন করে। ভিন্ন ২ পশুর এই গর্ভে অবস্থান কালে ভিন্ন ২ রূপ নির্ণীত

হইয়াছে। স্ত্রী শরীরে দুই পার্শ্বের দুই ওভারি দুইটি ফেলোপীয়ান নালির দ্বারায় জরায়ুর সহিত সংযুক্ত আছে। জরায়ুস্থ এই ভ্রূণের খাদ্য ও পরিপুষ্টি সাধন জন্য ভগবান দুগ্ধশিরা ও পালাম পশুদের এবং স্তন স্ত্রীদের দিয়াছেন। এই দুগ্ধ দায়িকা শিরা এবং পালাম ঠিক ত্বক্ উদ্‌ঘাটিত একটিমাত্র ডালে আবদ্ধ আঙ্গুর গুচ্ছের মত হইতেছে। এই আঙ্গুর গুচ্ছ হইতে ক্ষুদ্র ২ নালি নির্গত হইয়া কতিপয় দুগ্ধ সংগ্রাহক থলীতে (cisternes) গিয়া পড়িয়াছে; তাহা হইতে নালিপথ দিয়া স্পঞ্জের মত কোমল পালামে নীত হইয়া বাঁট দিয়া দোহন ক্রিয়ার দ্বারায় সংকোচ ও প্রসারণে দোহকের হস্ত সাহায্যে দুগ্ধ ভাণ্ডে দোহিত হইয়া থাকে। জনন ক্রিয়ায় স্ত্রী যন্ত্রের যেমন আবশ্যকতা, পুং সংজনন যন্ত্রগুলিও তেমনি আবশ্যকতা ও উপকারিতা দৃষ্ট হয়। পুং পশুর অণ্ড কোষ স্ত্রীর ওভারির অনুরূপ, কারণ ইহার অভ্যন্তরে জীবন্ত পুং বীজ (spermatzoa) বা শুক্রস্থ জীবাণু সঞ্জাত হইয়া থাকে। এই বীজাণুই সৃষ্টির মূল্য। এই বীজাণু শ্বেতবর্গ এল্‌কালীন (alkaline) স্বাদবিশিষ্ট শ্বেতবর্ণের জলীয় পদার্থের মধ্যে ভাসমান থাকে।

সংযোগ বা সুরত ক্রিয়ায় অণ্ডকোষ হইতে পুং শুক্র নির্গত হইয়া শিশ্ন দিয়া স্ত্রী যোনি মধ্যে পতিত হইলে পূর্ব্বলিখিত ক্রিয়ার দ্বারায় জীব হইতে জীবোৎপত্তি হইয়া থাকে। এই শিল্পযন্ত্র চর্ম্মে ঢাকা ও শিরামণ্ডিত শুক্র চালার নালি বিশেষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। হার্পারম্যাম ফোর্ড মাইলস্ ও তাঁহাদের বহু পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পুস্তকে স্ত্রী ও পুং জননেন্দ্রিয়ের বিবরণ দিয়াছেন। যৌবন সমাগমে স্ত্রী ও পুং স্তন্যপায়ী জীবের দৈহিক পরিবর্ত্তনের মধ্যে সকল অবয়ব পরিবর্দ্ধিত, নিটোল ও পরিপুষ্ট হয়, জননেন্দ্রিয়ের আসল স্থানে লোম যদি উদ্‌গত হয়, এবং সহজেই উত্তেজিত হইয়া থাকে; উত্তেজিত হইলে সুরত ক্রিয়ায় স্পৃহা বর্দ্ধিত হয়, জননেন্দ্রিয় কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়া উঠে এবং বহু শিরা দিয়া শরীরের অপর স্থান হইতে রক্ত ধাবিত হইয়া পুং জনন যন্ত্রটিকে মোটা করিয়া ফোলাইয়া উঠায় এবং এই অবস্থায় উপনীত হইলে সংকোচন ও প্রসারণ ক্রিয়া আপনা হইতেই আরম্ভ হয়। এই শিশ্ন বা মেট্রু যন্ত্র অত্যন্ত উত্তেজিত কঠিন অবস্থায় তীব্রবেগে স্ত্রী জনন যন্ত্রে বা যোণিদ্বার দিয়া তদ্ অভ্যন্তরে "ডাকের" কালে, প্রবিষ্ট হইলে, এই সংকোচ ও প্রসারণ ক্রিয়া শীঘ্র ২ ও শনৈ ২ প্রারব্ধ হইয়া থাকে এবং ঐ ক্রিয়াকালীন উভয় যন্ত্রই স্ফীত হইয়া থাকে; এই স্ফীত অবস্থায় প্রবেশ ও নিষ্কাষণের ঘর্ষণে যাহাতে উভয় যন্ত্র ক্ষত না হয় বা ছিন্ন না হয়, সেইজন্য স্ত্রীর ওভারি হইতে এক তৈলবৎ পদার্থ নির্গত হইয়া পুং যন্ত্রটির (বেষ্টনি, মুদ্দাও টুপিটিতে) চতুর্দ্দিকে মসৃণ করিয়া মাখাইয়া দেয়। ইহা গাড়ীর চাকার চর্ব্বি বা মসৃণকারী তৈলের কাজ করে। কিছুকাল তীব্র ঘর্ষণের পর অণ্ডকোষে সঞ্জাত শুক্র শুক্রাশয় বা শুক্রের থলী হইতে তীব্রবেগে নিষ্কাষিত হইয়া যোণির আধারে পতিত হইলে যোণির উভয় ওষ্ঠের ও আভ্যন্তরীন সংকোচ ও প্রসার (suction) ক্রমশঃ স্থগিত হইয়া আইসে।

এখন পাঠক দেখিয়াছেন যে স্ত্রী ও পুং সংযোগে বা উভয়ের সুরত ক্রিয়ায় কি কি দৈহিক ও জৈবিক পরিবর্ত্তন ঘটে। যৌবনাবস্থা হইলেই স্ত্রী ও পুং পশুর সংযোগ স্পৃহা

বর্দ্ধিত হয় তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং এই সময়ে উভয়ের দৈহিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। এই সকল কথা উপরে বলিয়াছি এবং উল্লিখিত গোপাল বান্ধব পুস্তকে বিস্তারিত ভাবে লিখিত আছে।

(ক্রমশঃ)

আবহাওয়া সংবাদ।

বাংলাদেশ

বিগত আগষ্ট মাসের শেষভাগে বাংলার পূর্ব্বভাগে বারিপাত বেশ প্রবল আকারেই হইয়াছে। অপরাপর স্থানে কম বা অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গের স্থান বিশেষে আরো বৃষ্টির প্রয়োজন আছে। হৈমন্তিক ধানের বপন কার্য্য মোটের উপর একপ্রকার সারা বাংলায় মন্দ হয় নাই। তবে অত্যাধিক বৃষ্টির জন্য স্থানে স্থানে ক্ষতিও হইয়াছে।

বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ

পূর্ব্বোক্ত সময়ে বিহার ও উড়িষ্যার সকল স্থানে বেশ বৃষ্টি পড়িয়াছে। তবে বেশী বৃষ্টি পূর্ণিয়া জিলাতে, ও ভাগলপুর এবং পালামৌ জিলার কতক অঞ্চলে হইয়াছে। অপর জিলা সমূহে মোটের উপর কম বেশ হইয়াছে। অর্থাৎ অতি বৃষ্টি ঘটে নাই। ধানের বপন কার্য্য চলিতেছে কিন্তু জল কম থাকায় পাটনা, গয়া, সম্বলপুর, পালামৌ এবং সিংভূম অঞ্চলে ভালরূপে হইতে পারিতেছে না। অতি বৃষ্টি ও বন্যা নিবন্ধন মজঃফরপুর দ্বারবঙ্গ, মুঙ্গের এবং ভাগলপুর জিলাতে ভাদুই (শস্য) এর চাষে ক্ষতি হইয়াছে। পূর্ণিয়া ও কটকে পাটের চাষ চলিতেছে। মোটের উপর পাটনা ও সম্বলপুর জিলার স্থান বিশেষ ব্যতীত সর্ব্বত্রই চাষ বাসের অবস্থা আশাপ্রদ বলিতেই হইবে। উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর অঞ্চলের দেশীয় রাজ্য সমূহে আখের চাষের উন্নতি বেশ হইয়াছে ও হইতেছে। দেশায় কোনও কোনও রাজ্যে প্রচুর জলাভাব বশতঃ বপন কার্য্য আশানুরূপ ভাবে চলিতে পারিতেছে না।

আসাম

বিগত আষাঢ় মাস বিশেষতঃ শেষভাগ বড়ই গরম ছিল। তবে কতকদিন খুব বৃষ্টি ছিল। ফসলের খবর মোটের উপর মন্দ নহে। তবে আগষ্টের প্রথম প্রথম অতিবৃষ্টি নিবন্ধন এবং পোকার অত্যাচারে বন্যজন্তুর উপদ্রবে শস্যের কিছু ক্ষতি করিয়াছে।

মান্দ্রাজ

বিগত আগষ্ট মাসের দুই সপ্তাহ ধরিয়া মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর পশ্চিম কূলে দাক্ষিণাত্যে এবং কর্ণাট দেশে এবং অপরাপর অঞ্চলে বারিপাত হইয়াছে। শস্যের অবস্থা মোটের উপর ভালই।

মধ্য প্রদেশ

আগষ্ট মাসের সারা সপ্তাহে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল ও বৃষ্টি পড়িতেছিল। মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত আরো বৃষ্টির আবশ্যকতা ছিল। শেষ সপ্তাহের মাঝামাঝি সাগর ও ডামো অঞ্চলে ধান্য ক্ষেত্রের জন্য বৃষ্টির প্রয়োজনিয়তা আছে। করদ রাজ্য সমূহে সকল স্থানেই বৃষ্টির দরকার আছে।

বোম্বাই

আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহে সময় মত বৃষ্টি হওয়ায় শস্যের উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু ধান চাষের জন্য আরো বৃষ্টির প্রয়োজন আছে। কঙ্কন প্রদেশে বৃষ্টি ভাল হওয়ায় শস্যের উন্নতি হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যে অনাবৃষ্টির জন্য চাষের অবস্থা খুব খারাপ চলিতেছে। পূর্ব্ব অঞ্চলে ফসলের জন্য জল আবশ্যক। অর্থাৎ এখনও সর্ব্বত্র বৃষ্টির প্রয়োজন আছে। ফড়িঙে শস্য বিনাশ করিলেও শস্যের খবর মন্দ নহে। সর পারকার অঞ্চলে তুলার চাষ আরম্ভ হইবার খবর পাওয়া যাইতেছে। দক্ষিণ সিন্ধু প্রদেশে কাঁকড়া ও ইন্দুরের উৎপাতে ফসলের ক্ষতি হইয়াছে।

পাঞ্জাব

পঞ্চনদ প্রদেশে আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহে সব স্থানেই অল্প জল পড়িয়াছে। কেবল ফিরোজপুর, লাহোর, লয়ালপুর, ও মুলতানে হয় নাই। সর্ব্বত্রই বৃষ্টির প্রয়োজন। যে সকল স্থানে কৃত্তিম উপায়ে জল দিবার ব্যবস্থা আছে সে সব জায়গায় শস্যের খবর মন্দ নহে কিন্তু অন্য সব স্থানে মোটেই ভাল নহে। হিপ্পরে এবং রোটক অঞ্চলে প্রবল বায়ু অনেক শস্য নষ্ট করিয়াছে। তুলা এবং ইক্ষুচাষ লায়লপুর জিলাতে নষ্ট হইয়াছে। এ সবই জলাভাবে। অর্থাৎ মোটের উপর সর্ব্বত্র বৃষ্টির প্রয়োজন আছে।

আমাদের খাদ্য।

(ডাক্তার জে, এল, বিশ্বাস এল, এম, এইচ)
[চিকিৎসক—ডায়মণ্ড হোমিও সাধনাশ্রম ও ঈশ্বর ঘোষ চ্যারিটেবল ডিসপেনসারী]

খাদ্যের সহিত শরীরের যে কত নিকট সম্বন্ধ তাহা আর কাহাকেও বেশী করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে না। আমরা যাহা আহার করি তাহার কতকগুলি পরিণতি আছে। আহার্য্য বস্তু পরিপাক হইয়া শরীরের ক্ষতিপূরণের জন্য প্রথমে রক্তে পরিণত হয়। রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা, মেদ, শুক্র এবং পরিশেষে ওজঃ পরিপাক প্রাপ্ত হয়। আহারের এই সপ্ত পরিণতি। সুতরাং আহারীয় দ্রব্য যত পুষ্টিকর ও উৎকৃষ্ট হইবে, শরীরের উৎকর্ষতাও তত বৃদ্ধি পাইবে, এবং আহারীয় দ্রব্য যত নিকৃষ্ট হইবে, শরীরেরও তত অবনতি হইবে। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব হইলে যেমন শরীর দুর্ব্বল, শীর্ণ ও নানাবিধ রোগাক্রান্ত হইয়া অকালে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ অপরিমিত খাদ্য গ্রহণ করিলেও শারীরিক যন্ত্রাদির অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং অপরিপাক-জনিত বিকৃত বিষাক্ত পদার্থ উৎপাদন হইয়া স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়, এবং শরীর নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে।

এক্ষণে পুষ্টিকর ও উৎকৃষ্ট খাদ্য কি কি তাহাই প্রধান আলোচ্য বিষয়। আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া কৌটায় রক্ষিত দুগ্ধ, চাটণী, মশলা, ঘৃত ইত্যাদি দ্রব্যকে উৎকৃষ্ট ও পুষ্টিকর বলিয়া বিবেচনা করি এবং সভ্যতা ও বিলাসপ্রিয়তার জন্য উহাই সাদরে ব্যবহার করিয়া থাকি। অনেকস্থলে মধ্যবিত্ত ও গরীব গৃহস্থরাও ধনীদের অনুকরণ করিয়া ঐ সকল দ্রব্য ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন।

সম্প্রতি সার আরবুথনটলেন নামক একজন মনস্বী বৈজ্ঞানিক কর্ক্কট (cancer) রোগের নিদান নির্ণয়ের আলোচনা কালে বলিয়াছেন যে, "এই রোগ বর্ত্তমান সভ্যতার ফলেই মানব সমাজে আবির্ভূত হইয়াছে। অবিচারে বা অসমগ্রদর্শিতা প্রভাবে খাদ্য প্রস্তুত ও খাদ্য রক্ষার ফলে এই উৎকট রোগ মানব সমাজে দেখা দিয়াছে এবং দিতেছে। অখাদ্য ভোজনের ফলে দেহে ধীরে ধীরে যে বিষক্রিয়া প্রবেশ করে, নানা দুশ্চিকিৎস্য ও যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি তাহারই পরিণতি।" তিনি বলেন "যে সকল খাদ্যদ্রব্য টিনের পাত্রে রক্ষিত হয় এবং যে সকল খাদ্যদ্রব্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত হয়—তাহা সমস্তই মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিজনক। তিনি আরো বলিয়াছেন, "যদি সভ্য জাতিরা এখনও অসভ্য জাতিদিগের ন্যায় স্বাভাবিক খাদ্য খাইতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে এই রোগের উপশান্তি হইতে পারে। তাঁহার মতে কোষ্ঠবদ্ধতা হইতেই কর্কট রোগের উদ্ভব হইয়া থাকে। পাকযন্ত্রের বিশেষতঃ

বৃহদন্ত্রের কার্য্য যদি ভাল ভাবে পরিচালিত করিতে হয়, তাহা হইলে খাদ্যের সহিত কতকটা দুষ্পাচ্য দ্রব্য থাকা আবশ্যক। ঐ দুষ্পাচ্য অংশকে "রুঘেজ" (Roughage) বলা হইয়া থাকে। উহা না থাকিলে পাকযন্ত্রের আন্ত্রিক ক্রিয়া ভাল হয় না। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান সময়ে সভ্যজাতিরা খাদ্যদ্রব্য হইতে এই দুষ্পাচ্য ও দেহের পুষ্টিসাধনের পক্ষে প্রয়োজনীয় অংশ বর্জ্জন করিতেছেন। যে সকল খাদ্যদ্রব্য সহজ পাচ্য, যাহা দর্শনধারী এবং রসনার তৃপ্তিসাধক, আমরা এখন সেইরূপ খাদ্যই পছন্দ করি। আমরা এখন অধিক পরিমাণে টীনে রক্ষিত এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত খাদ্য খাইয়া থাকি। আমরা যে সকল রোগ ভোগ করিয়া থাকি, তাহার অধিকাংশের জন্যই আমাদের খাদ্য প্রস্তুত কারক রাসায়নিকরা দায়ী। তিনি নিম্নলিখিত খাদ্যগুলি বর্জ্জন করিতে বলিয়াছেন ;—"টিনে রক্ষিত মাংস, বীজাণু নাশ করা দুগ্ধ (ষ্টেরিলাইজড মিল্ক), মার্গারীণ (ডিমের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত বস্তু), বোতলে এবং টীনের পাত্রে রক্ষিত শুষ্ক ফল এবং কলে ভালভাবে ছাঁটা ধব্‌ধবে চাউল, দাইল, কলাই প্রভৃতি।"

সার আরবুথনটলেনের এই কথাগুলি বাস্তবিকই আমাদের ভাববার বিষয়। কিন্তু আমরা এতই সভ্যাভিমানি হইয়া পড়িয়াছি যে, ঐ সব মনস্বীদের কথাও অবজ্ঞায় হাসিয়া উড়াইয়া দিই। এখন আমাদের হালুইকরের দোকানের নানারূপ অখাদ্য মিশ্রিত ঘৃতেপক্ক কচুরী, সিঙ্গারা, গজা প্রভৃতি না হইলে জলযোগ করা চলে না, রেষ্টুরেণ্ট, কেবিন ইত্যাদিতে নানা লোকের উচ্ছিষ্ট সংযুক্ত ডিসে চপ, কাট্‌লেট ইত্যাদি না খাইলে ভদ্রতা রক্ষা হয় না। সুতরাং ঐ সমস্ত মনস্বীদের কথা না উড়াইয়া দিয়া করি কি? কিছুদিন পূর্ব্বে ডাক্তার বেণ্টলী বলিয়াছিলেন যে, "হিন্দুরা পূর্ব্বে ছোলাভিজা, ইক্ষুগুড় ও আদা জলখাবার খাইতেন। আজকালকার ঘৃতপক্ক মিষ্টান্ন ও ময়দামিশ্রিত ছানার সন্দেশ প্রভৃতি অপেক্ষা এই সেকেলে জলখাবার যে অনেক ভাল, তাহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে।" কিন্তু আমাদের রুচি এতই বিগড়াইয়া গিয়াছে যে, ঐ সকল খাদ্যদ্রব্য খাইতে লজ্জা বোধ করি এবং যাহারা খায় তাহাদিগকে ছোটলোক বলিয়া গণ্য করিয়া থাকি। যাহা হউক এখন আমাদের স্বাস্থ্য যেরূপ ক্রমশঃ হীন হইয়া পড়িতেছে তাহাতে খাদ্যের দিকে মনোযোগ না দিলে আর উপায় নাই। কি কি খাদ্যদ্রব্য ব্যবহার করা যায় এবং ব্যবহার করিলে শরীরের কতদূর উপকার সাধন হইতে পারে তাহাই এক্ষণে আলোচনা করিব।

আমাদের খাদ্যের মধ্যে ছয় জাতীয় সার পদার্থ যথাপরিমাণে থাকা আবশ্যক। ইহাদের মধ্যে যে কোন একটীর অভাব, পরিমাণের অল্পতা বা অধিক্য ঘটিলেই স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া যাইবে। সার পদার্থ কয়টীর নাম।

১। প্রোটীণ বা ছানা জাতীয় উপাদান—(Proteins).
২। মাখম, চর্ব্বি বা তৈল জাতীয় উপাদান (Fats)
৩। শর্করা জাতীয় উপাদান (Carbohydrates)
৪। লবণ জাতীয় ,, (Salts or mineral matter)
৫। জল (Water)

JOTINDRO NATH DUTTA
JANMABHUMI OFFICE
69, [illegible] Road Cross Street, Calcutta.

৬। ভাইটামিন ক খ গ (Vitamins A. B. C.)

ছানা জাতীয় উপাদান দ্বারা পেশী ও শারীরিক যন্ত্রাদি গঠিত হয়। মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ছানা, পণির, দাইল প্রভৃতিতে ছানা জাতীয় উপাদান থাকে।

মাখম জাতীয় উপাদান দেহ মধ্যে মৃদুভাবে দগ্ধ হইয়া শারীরিক তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে। দুগ্ধ, ঘৃত, মাখম, চর্ব্বি, মাছের তেল, সরিষা, তিল, চিনাবাদাম, নারিকেল প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ তৈলে মাখমজাতীয় উপাদান থাকে।

শর্করা জাতীয় খাদ্যের ক্রিয়া মাখম জাতীয় খাদ্যের মত। ইহা পেশী ও শারীরিক যন্ত্রাদির গঠনকার্য্যে মোটেই কাজে লাগে না, কেবল তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে। গুড়, চিনি, মিছরী, মধু, দুগ্ধ, নানাবিধ ফলমূল, ফলের রস ইত্যাদির মধ্যে নানা জাতীয় শর্করা অল্পাধিক পরিমাণে থাকে।

লবণ জাতীয় উপাদান দ্বারা দেহের অস্থি, রস, রক্ত প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। গোদুগ্ধ, স্তন দুগ্ধ ইত্যাদির মধ্যে লবণ জাতীয় উপাদান থাকে।

জল দ্বারা দেহের রক্ত, রস, প্রভৃতি শরীরের বিবিধ তরল পদার্থ উৎপাদিত হয়। ইহা ব্যতীত জীর্ণ খাদ্যকে তরল করা, দেহমধ্যে উৎপন্ন ও সঞ্চিত যাবতীয় বিষাক্ত ও দূষিত আবর্জ্জনাকে, এবং খাদ্যের অজীর্ণ অসার অংশকে মলরূপে দেহ হইতে বাহির করিবার জন্যও জলের যথেষ্ট প্রয়োজন। আমরা যে সকল খাদ্য গ্রহণ করি তাহাদের প্রায় প্রত্যেকটীর মধ্যেই অল্পাধিক পরিমাণে জল থাকে।

ভাইটামিন ক খ গ দ্বারা আমাদের শারীরিক বৃদ্ধি ও পুষ্টিলাভ হয়। আমাদের সকল খাদ্য-দ্রব্যেই তিন জাতীয় ভাইটামিন থাকে না। তবে প্রধানতঃ দুগ্ধ, মাখম, ডিম, মাছ, মাংস, যাঁতাভাঙ্গা আটা, ঢেকি ছাঁটা চাউল, টাটকা তরি-তরকারী, শাক সব্জী, ফলমূল, অঙ্কুরিত ছোলা, মুগ, মটর, বিলাতী বেগুণ, বাঁধাকপি ইত্যাদির মধ্যে ভাইটামিনের কোন না কোন একটী অল্পাধিক পরিমাণে অবস্থিতি করে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে দুধ, মাছ, মাংস, দাইল, নানাবিধ ফলমূল ও নানাবিধ সব্জীর মধ্যে শরীর পোষণোপযোগী সমস্ত দ্রব্যই অবস্থিতি করে। সুতরাং আমরা দৈনিক ঐ সমস্ত খাদ্য ব্যবহার করিলে আমাদের শারীরিক পুষ্টিবিধানে কোন বাধা পড়িবে না। কিন্তু এখন কথা হইতেছে যে, আজকালকার সমস্ত খাদ্য-দ্রব্যেই অবাধ ভেজাল চলিতেছে, সুতরাং কৃত্রিম খাদ্য পাওয়া একরূপ দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। কোন খাদ্যে কি ভেজাল দেওয়া হয় তাহার একটা তালিকা দিতেছি দেখুন।

ময়দায়—নরম পাথর ও ফটকিরির গুঁড়া।

আটায়—ভুট্টা ও দাইলের খুদ।

সরিষার তৈলে—গোজা, মাটবাদাম ইত্যাদি।

ঘৃতে—বাদাম তৈল, মহুয়া তৈল, মরা জন্তুর চর্ব্বি, আলুর ময়দা, বেসম ইত্যাদি।

দুগ্ধে—কাঁচা দুগ্ধ হইতে মাখম তুলিয়া, এরারুট, ময়দা, বাতাসা ইত্যাদি।

মাখমে—কলা চটকান, চর্ব্বি ইত্যাদি।

ছানায়—কচুবাটা, ময়দা ইত্যাদি।

এইপ্রকার প্রায় সমস্ত জিনিষেই জঘন্য পদার্থ সমূহ মিশ্রিত করিয়া বাজারে বিক্রীত হয়, এবং তাহা ব্যবহার করিয়া নানা রোগে আক্রান্ত হইয়া অমূল্য আয়ুঃ নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। এ সম্বন্ধে স্বাস্থ্যপরীক্ষকগণের দৃষ্টি পড়া এবং কঠোর আইন প্রণয়ন করা একান্ত আবশ্যক।

মুড়ি, চিড়া, খই নানাবিধ ফলমূল ইত্যাদিতে ভেজাল চলে না। সুতরাং যেরূপ দিনকাল পড়িয়াছে তাহাতে বিলাসিতা ও বাবুয়ানা পরিত্যাগ করিয়া সামান্য পরিশ্রমে পুরাকালের ন্যায় ঢেঁকিতে চাউল ছাঁটা, যাঁতায় আটা ভাঙ্গা, ঘানিতে তৈল করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। অকৃতজ্ঞ দোকানদারদিগের হস্ত-নির্ম্মিত ভেজাল খাদ্য না গ্রহণ করিয়া মুড়ি, খই, চিড়া, ছোলা, নানাবিধ ফলমূল ইত্যাদি প্রকৃতিদত্ত দ্রব্যাদি ব্যবহার করাই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু আমাদের বিলাসপ্রিয়, বাজে কাজে হৈ চৈ কারি যুবকবৃন্দ কি এ সমস্ত বিষয়ে মনোযোগ দিবে, না আজকালকার গৃহিণীগণ অপরিচিত বামুন ঠাকুরের হস্ত হইতে হাঁড়ি কাড়িয়া লইয়া নিজেদের মনোমত রসনা তৃপ্তিকর খাদ্য রন্ধন করিয়া তুষ্টি ও পুষ্টি লাভ করিবেন? বোধ হয় ইহা সম্ভব হইবে না,—কারণ আমরা সকল বিষয়ে যথা—অশন, বসন, জ্ঞান, বিদ্যা ইত্যাদির জন্য পরের মুখাপেক্ষী হইয়া আছি, শেষে গৃহস্থালীর প্রধান কার্য্য 'রন্ধন' তাহাও এক অপরিচিত ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত করিয়া একেবারে নিশ্চিন্ত হইয়া স্বরাজ স্বরাজ করিয়া চীৎকার করিতেছি। অধঃপতন আর কাহাকে বলে? দেহের শক্তি, মনের উৎসাহ, কর্ম্মের স্পৃহা সমস্তই ধ্বংসের স্তূপে নিক্ষেপ করিয়া, স্বরাজের বুলি উচ্চারণ করিতে করিতে এবার নিজেরাও ধ্বংসের স্তূপে আশ্রয় গ্রহণ করিব। সে দিনেরও আর বেশী দেরী নাই,—যদি এখনও আমরা আমাদের স্বাস্থ্য ইত্যাদির জন্য নিজেরা যত্নবান না হই।

———



আখ

(বিশ্বভারতী কৃষি বিভাগ)

শ্রীসন্তোষবিহারী বসু।

শোন ভাই চাষী, আখের চাষ,
যদি থাকে ষোল আনার আশ।
আখের চাষের দুটী খটকা,
উই লাগা, আর জল আটকা।
জল আটকার কথা শোন্
"নালি ভিলি" করে আখ বোন্।
দেড় হাত চওড়া কাটবি নাল,
একপো আন্দাজ করবি খাল।
নালের দুধারে রুইবি চারা
ভিলি করবি নালের পারা।
উই লাগার ও শোন তত্ত্ব,
লাগলে ছাড়ানো বড়ই শক্ত।
সময় থাকতে যত্ন নিলে
লাগবেনা উই কোন কালে।
তৈরী যখন করবি বীজ।
মাঝের টুকু বেছে নিস্।
তিন পাপ করে কাটবি চারা,
দুমুখে লাগা আলকাতরা।
শক্ত গোড়া নরম ডগা
অকেজো তার ফেলিয়ে দেগা।

আলু

(বিশ্বভারতী কৃষি বিভাগ)

শ্রীসন্তোষবিহারী বসু।

শোন ভাই চাষী আলুর চাষ,
যদি করিস লাভের আশ।
কি কাজ করে এত ছা'ড়
আধ হাত অন্তর লাগা ঝাড়।
এক হাত* অন্তর করবি ভিলি
সরু কোদালে কাটবি নালি।
ছেড়ে দে তোর হেঁদো কোদালি
আলু ফলবে থলি থলি।
রেড়ির খোলের দিবি সার
বিঘা প্রতি পাঁচ মণ হার।
কি কাজ দিয়ে, সরষের খোল,
দশ মনেও হবে গোল।
আর এক কথা বলি শোন,
(একবারে) ঢেলে দিসনা পাঁচ মন।
এক ভাগ দিবি (বীজ) বুনবি যবে,
এক ভাগ যখন ভিলি হবে।
মাটী চাপান যখন শেষ,
তখন করবি নিঃশেষ।
শোন্‌রে দাদা আমার বোল্
দেড়া ফসল ঘরে তোল্।

---

* স্থান বিশেষে পাঁচ পোয়া অন্তর।

চিনে বাদাম

(বিশ্বভারতী কৃষি বিভাগ)

শ্রীসন্তোষবিহারী বসু।

শোন ভাই চাষী বুদ্ধি নে
পতিত ডাঙ্গা ভেঙ্গে দে;
হলে পরে বেলে মাটী
চিনে বাদাম ফলবে খাঁটি
বৈশাখ মাসে রাখবি দৃষ্টি,
বীজ বুনবি হলে বৃষ্টি।
বিঘা প্রতি পাঁচ সের বীজ;
খোসা সমেত ওজন দিস্।
ছাড়িয়ে খোসা যত্ন করে
বীজ বুনবি দুটি করে।
এক হাত অন্তর হবে সার
তাতে ভাল বাঁধবে ঝাড়।
গাছের যখন দেখবি বাড়
নিড়েন দিবি দুটি বার।
কার্ত্তিক মাসে জমি খুঁড়ে
বাদাম তুলে আনবি ঘরে।
বিঘা প্রতি ছয় মন
যত্ন করলে হবে ফলন।
এক মন বাদাম বেচে দে
দশ টাকা গুণে নে।

ধৈঞ্চা. সবুজ সার

(বিশ্বভারতী কৃষি বিভাগ)

শ্রীসন্তোষবিহারী বসু।

শোন ভাই চাষী সারের কথা
কি সে তোর এতো মাথা ব্যথা।
হয় যদি অভাব গোবরের
বীজ বুনবি ধৈঞ্চা সারের।
বৈশাখ মাসে হ'লে বৃষ্টি
জমির প্রতি রাখবি দৃষ্টি।
বার দুই চাষ হলে পরে
বুনিস্ ধৈঞ্চে সের আড়াই করে।
যদি করিস সস্তায় চাষ
আনা পাঁচের বীজ কিনে যাস।
"কাড়ান" * বৃষ্টি হলে পরে,
চষে দিবি ধৈঞ্চা একেবারে।
আর হলে নাকি "কাড়ান" ওশক্ত ডাটা
বিঘায় দশ সের চুণ ছেটা।
ধৈঞ্চার গাছ চষলে পরে,
রুপিস ধান দিন চারেক পরে।
রাখ শুনে কথা এক আর,
ধৈঞ্চার আঁশে হয় দড়ি চমৎকার
এতো সস্তায়, এতো ফল,
আর তুই কিসে পাবি বল।

---

* ধান রোপণ করিবার পূর্ব্বে যে বৃষ্টি হয়।

পরিশ্রমের ফল।

(গল্প)

শ্রীকালীদাস ভট্টাচার্য্য।

—(১)—

"এই যে টিকিদাস বাবাজি আসচেন! আসুন, আসুন; পেন্নাম হই—" এই বলিয়া ধনগর্ব্বী প্রীতিকুমার তাহার দরিদ্র সহপাটী বিনয় কুমারকে বিদ্রূপের সহিত আহ্বান করিল। বিনয় সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া টেবিলের উপর বইগুলি রাখিয়া কোঁচার কাপড়ে মুখের ঘাম মুছিতে লাগিল। প্রীতিকুমারের বিদ্রূপে একটা হাস্য তরঙ্গের উদ্ভব হইয়াছিল; বিনয়ের গম্ভীরভাবে চুপ করিয়া থাকায় হাসির বেগ শীঘ্রই মন্দীভূত হইয়া আসিল। তখন প্রীতিকুমার বিনয়ের দিকে চাহিয়া বলিল "আচ্ছা বিনয়! তুই ছেলে মানুষ, টিকি ঝুলাইয়া স্কুলে আসিতে তোর একটুও লজ্জা করে না?" বিনয় হাসিয়া দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল "না ভাই!" এমন সময় ফার্ষ্ট 'বেল' পড়িল; তখন ছেলেদের মধ্যে একটা হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল; যে যার 'সিটে' গিয়া বসিল; ক্রমে মাষ্টার মহাশয় চেয়ার গ্রহণ করিলেন; তার পর সকলে দাঁড়াইয়া "প্রার্থনা" করা হইল; তার পর স্কুলের কাজ আরম্ভ হইল।

পড়া বলিবার সময় প্রীতিকুমারের ও তাহার দলের মুখ শুষ্ক, আনন্দ বর্জ্জিত ভীতি মাখান মুখ দেখিয়া বিনয় কুমারের মনে বড় দুঃখ হইল। হেড পণ্ডিত বড় কড়া লোক; পড়া না করিয়া আসিলে ক্লাসে নির্য্যাতনের আর সীমা থাকে না। তাঁর কাছে বড় ছোট নাই, ধনী নির্ধনী বিচার করেন না; সন্ধি শব্দরূপ-ধাতু প্রত্যয় সমাস লইয়া ছাত্রেরা সদাই ব্যস্ত। ফলে, ভয়ে হ'ক, ভক্তিতে হউক, সকলেই পণ্ডিত মহাশয়ের পড়া আসে তৈরী করিত। বিশেষ তিনি উপর ক্লাশে ও "উঠাউঠি" করিতেন বলিয়া ভাল ছেলেরা টক্‌রা-টক্‌রিতে সংস্কৃত বেশ ভালই শিখিত। প্রীতিকুমারের সংস্কৃত পড়া অন্যান্য দিনের মত আলোচ্য দিবসেও তৈরী হয় নাই। সে ও তাহার দলবল শেষ বেঞ্চে বসিত। প্রীতিকুমার ফুলফুলে কাপড় চোপড় ব্যবহার করিত; একটু আধটু এসেন্সের গন্ধও তার রেস্‌মী চাদরে ও রুমালে পাওয়া যাইত; তার দলের সকলেই বেশ ফিট্ ফাট্, চার আনা বার আনা চুল ছাঁটা, সরু লম্বা টেরী, কস্‌ম্যাটিক মাখা; কাজেই সামনের একটি চুলেরও এদিক ওদিক হবার 'যো' নেই। তাই পণ্ডিত মহাশয় শেষ বেঞ্চের নাম রাখিয়াছিলেন 'Babu's Bench'। স্কুলের নিয়ম ছিল—যে কামাই করিবে, সে 'লাষ্ট' বসিবে। প্রতিবেশীর বিপদে পরিচর্য্যা করিবার জন্য বিনয়ের পূর্ব্ব দিন কামাই হইয়াছিল; তাই সে আজ প্রীতি-কুমারের পাশে বসিতে বাধ্য হইয়াছে। পড়া আরম্ভ হইবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে তাহার মৌরুসী করা ফার্ষ্ট 'সিটে' উঠিয়া গেল।

প্রীতি কুমার ও বিনয় কুমার একই গ্রামের অধিবাসী। প্রীতির পিতা ৮০০৲ টাকা মাহিনার ডেপুটি; বিনয়ের পিতা ১০ বিঘা বাগান জমির উপসত্ব ভোগী। বিনয়ের পিতার সংস্কৃত ভাষায় বেশ অধিকার ছিল; তিনি দশকর্ম্মান্বিত পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া তাহাতেও কিছু আয় হইত।

—(২)—

ম্যাট্রিক পাশ করিয়া বৃত্তি পাইলেও বিনয় বেশাদিন কলেজে পড়িতে পাইল না। 1st year এর মাঝামাঝি তাহার পিতার কাল হইল। তাহার ঘাড়ে সমস্ত সংসার পড়িল; ছোট দুটি ভাই; একটি অবিবাহিতা ভগ্নি, মা—ইহাদের ভরণ পোষনের ভার কালের বশে আজ তাহার মাথায় আসিয়া পড়িয়াছে; কাজেই তাহার উচ্চ শিক্ষার মায়া ত্যাগ করিতে হইল।

বিনয় দেখিল—তাহার ছোট ভাই দুটিকে লেখা পড়া শিখাইবার খরচা তাহাকে যোগাইতে হইবে; বোনটি ছোট হইলেও বছর চারের মধ্যে তাহার বিবাহের টাকা যোগাড় করিতে হইবে এবং সংসার চালাইতে হইবে। সে বড় গম্ভীর প্রকৃতির লোক; এত বড় ঝড় তাহার মনের মধ্যে বহিতে থাকিলেও তাহার লেশমাত্রও বাহিরে প্রকাশ পাইল না।

সে তাহাদের একবন্দে ১০ বিঘা বাগানে গিয়া বসিল। দেখিল—পাঁচ বিঘা জমিতে কলাগাছ লাগান আছে; গুণিয়া দেখিল, ৬০০ ঝাড় কলাগাছ আছে; আর বাকী পাঁচ বিঘা জমি ভাগে বিলি করা আছে। পিতার আমলে কলা 'ফড়েদের' বিক্রয় করা হইত। পিতৃ-লিখিত হিসাবের খাতা দৃষ্টে বিনয় বুঝিল, গড়ে ১২০০ কাঁদি কলা বৎসরে পাওয়া যায়; 'ফড়েদের' বিক্রয় করিয়া বৎসরে ৬০০৲ কলার আয় হয়। যারা ৫ বিঘা জমি ভাগে করিত, তাহাদের নিকট হইতে পাট আশ ধান প্রভৃতি বাবতে কিছু কিছু পাওয়া যাইত। সে দুটি মালী রাখিল; প্রত্যেকের মাহিনা ৫৲ টাকা নগত ও খাওয়া-পরা দিতে হইবে। যে ৫ বিঘা জমি ভাগে বিলি ছিল, সে তাহা খাস করিয়া লইল। এবং সমস্ত জমিতে কলাগাছ (কাঁচকলা) লাগাইয়া দিল। বিঘা প্রতি ১২০টি কলাগাছ বসাইল। ১০ বিঘা জমিতে মোট ১২০০ কলাগাছ বসিল। সে 'ফড়েদের' কলা বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিল। দুইখানি মাস-টিকিট করিয়া একটি মালীর মাথায় কলা চাপাইয়া শিয়ালদহের বাজারে বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিল। তাহাতে আয় দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। বিক্রয়ের সময়ে সে উপস্থিত থাকিয়া বিক্রয় লব্ধ টাকা নিজে রাখিত; মালীর হাতে পয়সা কড়ি পড়িতে দিত না। বোম্বাই পেঁপের চারা কলাগাছের ফাঁকে ফাঁকে লাগাইয়া দিল। এবং জমির চারিধারে খানা কাটিয়া ও বেড়া দিয়া সমস্ত বাগানটি বেশ করিয়া ঘিরিয়া রাখিতে লাগিল। বেড়ার ধারে ধারে ৪০০ লেবু চারা লাগাইল; এবং বেড়ার মধ্যে মধ্যে ১০ হাত অন্তর অন্তর সজিনার ডাল বসাইল। ফলে ৮০টি সজ্‌নে গাছ জন্মিল।

চারি বৎসর পরে বাগানের আয় ব্যয় যেমন দাঁড়াইয়াছিল, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

প্রতি ঝাড়ে বৎসরে গড়ে ২ কাঁদি কলা পাওয়া যাইত, প্রতি কাঁদি গড়ে বার আনা করিয়া বিক্রয় হইত; ১২০০ পেঁপে গাছ জন্মাইয়াছিল; গড়ে দুই কুড়ি করিয়া পেঁপে প্রত্যেক গাছে ফলিত; সেই পেঁপে তিন টাকা করিয়া কুড়ি বিক্রয় হইত। প্রত্যেক সজ্‌নে গাছে গড়ে দুই পণ করিয়া ডাঁটা ফলিত; গড়ে ৩০০ করিয়া লেবু প্রত্যেক গাছে ফলিত; লেবু ছয় আনা করিয়া 'শ' বিক্রয় হইত।

বাৎসরিক আয়

১২০০ ঝাড় কলাগাছে ১॥০ হিসাবে বৎসরে	... ...	১৮০০৲
১২০০ পেঁপে গাছ হইতে (প্রতি গাছ হইতে ৬৲ হিঃ)	...	৭২০৲
৪০০ লেবু গাছ হইতে বাৎসরিক আয় (।৵০ 'শ' হিঃ)	...	৪৫০৲
৮০ সজ্‌নে গাছ হইতে বাৎসরিক আয় (।০ পণ হিঃ)	...	৪০৲
২৪০০ মোচা (২টা করিয়া পয়সা হিঃ)	... ...	১৮৸০
২৪০০ থোড় (এক আনা হিঃ)	... ...	১৫০৲
		৯৬৫৮৸০

দশ বিঘা জমির মোট বাৎসরিক আয় =

বাৎসরিক ব্যয়

দুইজন মালীর মাহিনা ৫৲ হিঃ বাৎসরিক খরচ	... ...	১২০৲
উহাদের খোরাকা ১০৲ হিঃ ,, ,,	... ...	২৪০৲
উহাদের পোষাক (৮ খানি কাপড়, ৪ খানি গামছা, ২ শীতের কাপড়, ২ পূজার কাপড়, ৪ গেঞ্জি)	...	৩০৲
জমির খাজনা বিঘা প্রতি ৫৲ হিঃ	...	৫০৲
বেড়া বাঁধিবার বাঁশ	...	২০৲
,, ,, কাতার দড়ি	... ...	১০৲
২ খানি মাস টিকিট (মাসে ৬৲ হিঃ)	... ...	১৪৪৲
পূজার সময় চাকর দুটিকে বোনাস্ ৫০৲ হিঃ	... ...	১০০৲
মালীদের পান বিড়ি বাবদ্ দৈনিক ৵০ হিঃ বাৎসরিক খরচ	...	৪৫৲
চুরি, দান, ঘুস্ প্রভৃতি বাবতে বাৎসরিক খরচ	...	১৯৯৸০
		৯৫৮৸০

দশ বিঘা জমির মোট বাৎসরিক খরচ =
দশ বিঘা বাগানের খরচা বাদে খাঁটি আয় = ৮৭০০৲
অর্থাৎ মাসে নিখরচায় ৭২৫৲ আয়॥

(৩)—

প্রীতিকুমারের পেছনে ২ জন মাষ্টার। গৃহ শিক্ষকদের অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে প্রীতি তিনবার ফেল হইবার পর কোনো রকমে গ্রাজুয়েট হইল। গ্রামের মধ্যে তার সুখ্যাতি আর ধরে না। একে বড় লোকের ছেলে, তার উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ পড়িয়াছে।

চারিদিক হইতে বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। একদিন খুব ঘটা করিয়া ৩ দল ব্যাণ্ড বাজাইয়া ও রোশনাই করিয়া খুব বড় লোকের ঘরের মেয়েকে বিবাহ করিয়া কয়েক হাজার টাকার যৌতুক পাইল। কলিকাতায় ত্রিতল ভাড়াটে বাড়ীতে বাপের টাকায় সুখের সংসার পাতিয়া বসিল।

বেশ সুখেই তার দিনগুলি কাটিয়া যাইতে লাগিল। একদিন নিকটতম আত্মীয়ার সাধ পূর্ণ করিবার জন্য অসময়ে আনারস আবশ্যক হয়। চাকর বাকরেরা "বাজারে পাই না" বলিয়া নিশ্চিন্ত হয়। চাকরেরা নিশ্চিন্ত হইলেও প্রীতিকুমার নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। পরদিন সে নিজেই শিয়ালদহের বাজারে আসিয়া উপস্থিত;—এবং দেখিল—একটি মালির নিকট একটি নিটোল গোলগাল পাকা বড় আনারস রহিয়াছে। অসময়ে এমন সুন্দর আনারস প্রায় দেখা যায় না। ৩৲ টাকায় দর রফা করিয়া মালীর নিকট হইতে ফলটি লইয়া যেই টাকা দিতে যাইবে এমন সময় বিনয়কুমারের সহিত চোখাচোখি দেখা।

প্রীতি বলিল—"কি বিনয়! গ্রাম ছাড়িয়া এখানে?" বিনয়ের পরণে একখানি মোটা খদ্দর, গায়ে ফতুয়া, পায়ে বিনামা। সে সোনার চস্‌মা চোখে, কোঁচান দেশী কাপড় পরা প্রীতিকে হাসিয়া উত্তর দিল—"বাগানের ফল বিক্রয় করিতে আসিয়াছি।"

"এই আনারস ও এত কলা সব তোর বাগানের?"

"হাঁ, ভাই!"

"বাজারে ব'সে বিক্রি করতে তোর লজ্জা বোধ হয় না?"

"না, ভাই।"

প্রীতি আশ্চর্য্য হইয়া গেল। অনেক জেদাজেদি সত্ত্বেও বিনয় আনারসের দাম কিছুতেই লইল না; প্রীতির আনারসটি কিন্তু একান্ত আবশ্যক; বাজারের চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিল; কোথাও আনারস দেখিতে না পাইয়া অগত্যা ফলটি লইয়া কৃতজ্ঞ হৃদয়ে গৃহে ফিরিল।

—(৪)—

ইহার পর ১০ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। সুখ দুঃখের চক্র ঘুরিয়া কত দরিদ্রকে ধনী করিয়াছে, কত ধনীকে পথে বসাইয়াছে। প্রীতিকুমারের ভাগ্যচক্র ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াছে। পিতার মৃত্যুর পর কয়েক বৎসর সঞ্চিত টাকায় কলিকাতায় থাকা চলিয়াছিল। এখন আর উপার্জ্জন না করিলে চলে না! এখন গভর্ণমেণ্ট চাকরির আর বয়স নাই; বেশি হইয়া গিয়াছে। কাজেই অনেক তৈল মর্দ্দন ও সই সুপারিশের পর মার্চেণ্ট আফিসে ৫০৲ টাকা বেতনে একটি চাকরি হইল। কিছু উপরি আয়ও ছিল। দুটি ছেলে দুটী মেয়ে লইয়া কোনো রকমে কলিকাতায় থাকা চলিতে ছিল। কিন্তু এবার পূজার ঠিক পূর্ব্বে Reductionএ সে চাকরিটাও গেল। কাজেই এখন আর কলিকাতায় থাকা অসম্ভব। সুষমা (প্রীতির পরিবার) বড়ই বুদ্ধিমতী। তাহার প্ররোচনায় ও অনেক যুক্তি তর্কের পর প্রীতিকুমার বহুকালের পরিত্যক্ত পল্লীগ্রামের পৈত্রিক বাস্তু ভিটায় ফিরিয়া যাইতে মনস্থ

করিলেন ও অবশিষ্ট যৎকিঞ্চিৎ সঞ্চিত অর্থে গ্রামে বসিয়াই গ্রাসাচ্ছাদনের কোনো উপায় হয় কি না চেষ্টা করিয়া দেখিবেন—ইহা স্থির করিয়া শারদীয়া মহাষ্টমীর দিন সপরিবারে জন্মভূমির কোলে ফিরিয়া আসিলেন।

অভাব মানুষের প্রধান শিক্ষক। অভাবের তাড়নায় মানুষ, মানুষ হইয়া উঠে; অহংকার চুরমার হইয়া যায়। অভাব মানুষকে পরের দুঃখানুভবের শক্তি দান করে। দুঃখ দৈন্যে নির্য্যাতিত হইলে মানুষ ন্যায়ের মর্য্যাদার সম্মান করিতে শেখে। আজ প্রীতিকুমারের তাই হইয়াছে। আর তাহার বিলাসিতা নাই। অহমিকা একেবারে ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে।

—(৫)—

আজ বিনয়কুমারের নিশ্বাস ফেলিবার সময় নাই। তাঁহার পরিবার কমলা আজ সত্য সত্যই কমলা সাজিয়াছেন। বাড়ীতে পূজা; অষ্টমী পূজা আরম্ভ হইয়াছে। কমলার পুত্র দুটিকে সাক্ষাৎ কার্ত্তিক বলিলেও হয়। এক একখানি ময়ূর কণ্ঠী চেলী পরিয়া পুরোহিতের পাশে বসিয়া একজন ধুনা দিতেছে; অপরটি হোমের বিল্বপত্র বাছিতেছে। বিনয়ের মেয়ে দুটি রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। আজ ১০৮টি সধবা হইবে, ১০৮ কুমারী হইবে। মেয়ে দুটি সধবা ও কুমারীর কাপড়গুলি পাট করিয়া সাজাইয়া রাখিতেছে। বিনয় সকল দিকের সংবাদ লইতেছেন ও আগন্তুকদিগকে গললগ্নী কৃতবাসে মিষ্ট কথায় অভ্যর্থনা করিতেছেন। সপ্তগ্রাম নিমন্ত্রণ হইয়াছে। ভিন্ গাঁ হইতে সধবা ও কুমারীর দল আসিতেছে। কমলা সাদরে স্বহস্তে সকলের পা ধোয়াইয়া আল্‌তা পরাইয়া দিয়া মহামায়ীর সন্নিকটে তাঁহাদিগকে বসাইতেছেন। প্রীতিকুমার গ্রামে আসিয়াছেন—সংবাদ পাইবামাত্র বিনয় ছুটিয়া গিয়া করজোড়ে তাঁহাকে আপ্যায়িত করিয়া সপরিবারে নিজ গৃহে লইয়া আসিলেন। এমন সময় আরতির বাজনা বাজিয়া উঠিল। অমনি চারিদিকের কোলাহল থামিয়া গেল। মন্ত্রাবিষ্টের ন্যায় সকলে আসিয়া মহামায়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। বিনয় ও কমলা গলায় কাপড় দিয়া হাত জোড় করিয়া জগন্মায়ের দিকে অপলক দৃষ্টে তাকাইয়া রহিয়াছেন; আর তাঁহাদের নয়নযুগল হইতে দরদর ধারায় আনন্দাশ্রু ঝরিতেছে; তাঁহাদের ওষ্ঠাধর ঈষৎ কম্পিত হইতেছে; তখন তাঁহাদের দেখিয়া এ জগতের জীব বলিয়া মনে হয় না। যতক্ষণ আরতী হইল, ততক্ষণ তাঁহারা নিশ্চল পুত্তলিকাপ্রায় একভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সন্তানগণও কি সুন্দর শিক্ষায় শিক্ষিত। পিতার পাশে ফুট্‌ফুটে সুভদ্রদুটি গলায় কোচার কাপড়টি দিয়া হাত যোড় করিয়া প্রতিমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। কন্যাদ্বয় কমলার পাশে দাঁড়াইয়া আঁচলটি গলায় জড়াইয়া সুন্দর ছোট হাত দু'খানি জোড় করিয়া প্রতিমার পানে নিশ্চল নয়নে তাকাইয়া আছে। এ দৃশ্য যে দেখিল, সেই গলিল। প্রীতিকুমার এ দৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইল; দেবীকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া তাহার অভাব অভিযোগ তাঁহার পদে নিবেদন করিল।

চারিদিকে সুশৃঙ্খলা। সুখ-শান্তিতে মহামায়ার শারদীয় পূজা শেষ হইল।

বিজয়া দশমীর পর দিবসে প্রীতিকুমার নিজের অবস্থা বিপর্য্যয়ের কথা বিনয়কে অকপট-হৃদয়ে জানাইয়া উপদেশ ও সাহায্য প্রার্থনা করিল। বিনয় স্বীয় পুত্রকন্যাদিগকে শিক্ষাদিবার জন্য একটি টিউটার খুঁজিতেছিলেন। প্রীতিকুমার রাজি হওয়ায় তাঁহাকে মাসিক ১০০৲ টাকা বেতন ধার্য্য করিয়া গৃহ শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিলেন; এবং ৫ বিঘা জমিতে কলা ও পেঁপে চাষ করিবার জন্য প্রীতিকুমারকে লেখাপড়া করিয়া দিলেন।

কয়েক বৎসরের মধ্যে পেঁপে ও কলার চাষ করিয়া প্রীতিকুমার বেশ গুছাইয়া উঠিলেন। তখন তাঁহারা দুই বন্ধুতে গ্রামের মধ্যে দুর্ব্বলের বল, বিপদে বন্ধু, দুর্জ্জনের যম, রোগীর ঔষধ ও ধার্ম্মিকের সহায়রূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন।

সৎকথা।

(বিবেক সম্বন্ধে কবীর সাহেবের উক্তি)

যার বিবেক চক্ষু নাই, সে সাধু অসাধু চিন্‌তে পারে না অথচ যার সঙ্গে সর্ব্বদা ১০।২০ জন লোক থাকে, আজ তারই নাম সাধু।

সাধু আপন আপন জায়গায় বড় হ'তে পারে, কিন্তু যে নামের ভেদ জানে ও যার বিবেক চক্ষু খুলে গেছে সেই আমার মাথার মুকুট।

যে পর্য্যন্ত মনে বিবেক না আসে সে পর্য্যন্ত এই ভবসমুদ্রের তীরের কাছে কেউ পৌঁছতে পারে না; নামের ভেদ না জানলে কিছুতেই ভবসমুদ্র পার হওয়া যায় না।

সমস্ত সংসারের লোক পশু; কেউ বা গুরুর কাছে, কেউ বা স্ত্রীর কাছে, কেউ বা বেদশাস্ত্রের কাছে পশুর মত বাঁধা হ'য়ে আছে। যার নিজের বিবেক ও বিচার শক্তি জেগেছে সেই প্রকৃত মানুষ।

কৃষি-সন্ধান।

ফলকরের জমী।

যে স্থান জঙ্গলময় না হয় এবং বর্ষাতে না ডুবে যায়, তাহাই ফলকরের উপযুক্ত জমি। সাধারণতঃ ফলকরের জন্য মাটী ঈষৎ এঁটেল হওয়া আবশ্যক। এই জমিকে দুধে এঁটেল বলা হয়। অর্থাৎ এঁটেল ও দো-আঁশ মাটীর মধ্যবর্ত্তী মাটীকে দুধে এঁটেল বলে, এবং ঐ প্রকার মাটী বেশ গভীর ভাবে থাকিলেই ভাল হয় অর্থাৎ অন্ততঃ ৪।৫ ফুট গভীর হওয়াই প্রকৃষ্ট। জমীর অভ্যন্তরস্থিত স্তর ৮।১০ ইঞ্চি বা এক ফুট অন্তর পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকিলে ও প্রথম স্তরের মাটীর নিম্নে বালি বা কাঁকরের স্তর দেখা গেলে তাহা শীঘ্র নীরস হইয়া যায় এবং বৃক্ষাদির শিকড় যতই অধিক নিম্নে যাইতে থাকে, ততই তাহার পোষণোপযোগী পদার্থ সমূহের অভাব অনুভূত হয়, সুতরাং সেরূপ জমী পরিত্যজ্য। জমীর মধ্যে ক্রমান্বয়ে প্রথম স্তরে দুধে এঁটেল মাটী তিন চারি ফুট নিম্ন পর্য্যন্ত এবং তন্নিম্নে বালি বা কঙ্কর পাওয়া গেলেও সেরূপ জমী গ্রহণীয়।

ফলের জমীর মাটীতে সমধিক পরিমাণে হাড়-যান (Phosphoric acid) ও চুণ (Lime) না থাকিলে তাহাতে উভয় প্রকারের সার প্রদান করা আবশ্যক।

জমীতে যদি উদ্ভিজ্জ পদার্থের অস্তিত্ব অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয় তবে গাছ সমধিক বৃদ্ধিশালী হয় বটে, কিন্তু ফলন অল্প হয়, হাড়-যান ও চুণের পরিমাণ অধিক থাকিলে ফলন অধিক হয়।

বীজ রক্ষা।

অনেকে অর্থ দিয়া বীজ ক্রয় করিয়া তাহা উপযুক্তরূপে রক্ষা করিতে জানেন না এবং চেষ্টাও করেন না। সুতরাং তাঁহাদের উক্ত বীজ আদৌ অঙ্কুরিত হয় না। কিন্তু দোষ হয় স্বভাবতঃ বীজ সরবরাহ কর্ত্তার। বীজ রক্ষার একটি সহজ উপায় আছে তাহা আমাদের পাঠক মাত্রেরই জানা ভাল। বর্ষার সময় ও মেঘের সময় কখনই বীজের বাক্স খোলা উচিত নয়। যখন বাতাস বেশ শুষ্ক থাকিবে কেবল মাত্র সেই সময়েই পার্শেল হইতে বীজ বাহির করিবেন। যে সকল বীজ পুতিবার আবশ্যক নাই তাহা আঁটাল ছিপি দ্বারা বেশ করিয়া আঁটিয়া শিশিতে আবদ্ধ করিয়া রাখা উচিত। ঐ শিশিও বীজ রাখিবার পূর্ব্বে বেশ করিয়া শুষ্ক করিয়া লইতে ভুলিবেন না। বীজে ঠাণ্ডা বা গরম কিছুই লাগিতে দেওয়া উচিত নয়। কারণ তাহা হইলে বীজের উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস হইতে পারে এমন কি অঙ্কুরিত হইবার শক্তিও লোপ পাইতে পারে, ইহা প্রত্যেক কৃষকের জানা দরকার।

ফিরিয়া দাঁড়াইতে হইবে।

শ্রীউমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।

বাঙ্গালার ঘরে ঘরে না হউক অনেক ঘরে ত বটেই—আবার প্রতিমাপূজা। বাঙ্গালী আবার প্রতিমাপূজায় মাতিবে, এই প্রতিমাপূজাউৎসব—দুর্গোৎসবটি বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উৎসব। কিন্তু ভাই বাঙ্গালী, তুমি কি সত্যই প্রতিমাপূজা,—দুর্গাপূজা করিবে? বুকে হাত দিয়া অন্তরের কথাটা বলে ফেল দেখি,—সত্যই তুমি প্রতিমাপূজা করিতে উদ্বুদ্ধ কিনা?

এ বৎসরের প্রথমেই এই 'কৃষকে'র মারফতে প্রতিমাপূজা সম্বন্ধে তোমাদিগকে দু'কথা বলেছি, তা'র একটা কথা ও কি তোমাদের মনে আছে? তোমরা যে দুর্গোৎসব করিবে,—কই তোমাদের এই শ্রেষ্ঠতম উৎসবের শ্রেষ্ঠতম প্রতিমাটি কোথায়? কোথায় তোমাদের দুর্গোৎসব হইবে? এই কথাটিই আজ তোমাদের কাছে শুনিতে এবং তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

সিটিকলেজের ব্যাপার যাহা দেখিলাম, তাহার সম্বন্ধে সন্দেহ তখনই ত করেছিলাম! ওই যে আন্দোলন হ'ল ও'টা ঘুমের ব্যাঘাত হওয়ায় একটা বিরক্তি প্রকাশ মাত্র হয়েছে। যেই মাত্র গা-চাপ্‌ড়ান হ'ল, নিদ্রাবিলাসী আমাদের ভাঙ্গা ঘুম বেশ জোরেই আবার ঘিরে এলো, আমরাও আবার বেশ ঘুমিয়ে পড়লাম। সুতরাং আজ যা আলোচনা কর্‌ব, তা' যে স্বপ্নেরই খেয়াল কেহ যদি মনে করেন, আমার তা'তে আপত্তি নাই। তবুও বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিমাপূজা সম্মুখে, এমন দিনে দু'টো স্বপ্নের খেয়াল—আর কিছু না করুক—পূজাবাটীর আসরটাও ত গুল্‌জার কর্‌বে। টপ্পা-খেয়ালের পাশে আমার এই স্বপ্নের খেয়াল একটুও স্থান পাবে না কি?

মা আসিতেছেন,—যেন তিনি ছিলেন না, সুতরাং আগমনী,—তবে তিনি প্রতিমা,—সত্যিমা নহেন কিনা?—তাই তাঁহার চলিবার শক্তি নাই; আসিতেছেন গজে (দাবাবড়ের গজ নহে)। প্রকাণ্ড প্রতিমা, তাই বাহকও প্রকাণ্ড। এ আসার ফল না কি জলদান, এবং তা'তে বসুন্ধরা শস্যপূর্ণা হবেন! হউন, তা'তে ক্ষতি নাই, কারণ মা ত থাকিবেন না, আমরা যে তাঁকে আনন্দ করিয়া বিসর্জ্জন দিব, আর তিনি প্রত্যাগমন কালে—সে'টা নদীতেই হইবে ত?—সুতরাং নৌকায় যাত্রা, তাহার ফল ও জল, 'পৃথ্বিজলপ্লুতা'। থাকিবে কি? পাঁজীতে দেখুন,—যদিও রাজ-ফলে পৃথিবী শস্যময়ী হইবেন বটে, মন্ত্রীর পুণ্যে "হাহাকারা ভবেৎ পৃথ্বী প্রজা পীড়া নিরন্তরং।" এর উপর রোগ, শোক, ভয় এবং

উদ্বেগও আছে, তবে সেটা বোধ করি প্রজাপীড়কের জন্য। অধিকন্তু জলা-ধিপ এবারে কুজ, তিনিও করিবেন দেশ ধ্বংশ, প্রজাপীড়ন, এবং দুঃখার্ত্ত। এবারকার মেঘে সর্ব্বত্র সুবর্ষণ হইবে না, শস্যসমূহ কীটসমাবৃত হইবে, আর সকলে যে দুঃখার্ত্ত হইবে সেটা বাড়ার ভাগ। রৌদ্রের তেজ অগ্নিসম হইবে (পোড়াইবে কিনা লেখা হয় নাই), তাহাতে শস্যহানী ত হইবেই, উপরন্তু নাশকর পীড়ার উদ্ভবও হইবে। পাঠকবৃন্দ, বর্ষফলে কিছু হর্ষ পাইলেন কি? এইগুলি চিন্তা করুন।

এইবার আমার যাহা বলিবার তাহাই বলি। প্রজাসত্ববিল, সেটেলমেণ্ট, প্রভৃতি যে সব হ'য়ে গেল, তা'র ফল চিন্তা করলে পাঁজীকে আর পাজী বলা চলে না। বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, বীরভূম, খুলনা প্রভৃতি জেলার যে প্রকার ভয়াবহ চিত্র এখনও সংবাদপত্রের স্তম্ভে স্তম্ভে প্রকাশিত হচ্ছে,—লোকে যে ভিক্ষাও পাইতেছে না,—তা' বোধ করি পুনরালোচনার আর প্রয়োজন নাই। দেশে এখন অভাবটা কিসের সেইটে ভাল করে চিন্তা করার,—তোমার আমার পক্ষে চিন্তা করার দিন এসেছে।

দেশে দুর্ভিক্ষ সত্ত্বেও আমাদের বাঙ্গালা দেশ থেকেই গত এপ্রেল হইতে জুলাই পর্য্যন্ত অর্থাৎ এই সনের প্রথম চারিমাসে ২৫,৯৯৯ টন বা ৭,০৭, ৬৯৩ মন (অর্থাৎ ৭ লক্ষমনের উপর) ধান চাল বিদেশে, ভারতের বাহিরে, চলিয়া গিয়াছে; আর ইহার পরিবর্ত্তে আমরা পেয়েছি ৫৬,৮৩,৯৭৪ টাকা। কিন্তু একা বাঙ্গালাই ঐ চারিমাসে ৫,৩৪,৪৭,৭৬২ টাকার কাপড়-চোপড় কিনিয়াছে। পেটের খোরাক পরকে দিয়ে এবং সেই সঙ্গে ৪,৭৭,৬৩,৭৮৮ টাকা আক্কেল-সেলামী দিয়ে আমরা লজ্জা নিবারণ করতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু লজ্জা নিবারণ হয়নি। অনেক দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট বাঙ্গালী পেটের জ্বালায় লজ্জার মাথাও খেয়েছে শুন্‌ছি।

কেহ কেহ বলতে পারেন হিসাবটা ঠিক হয়নি, কারণ এ হিসাব উররোক্ত চারিমাসের আমদানী রপ্তানি থেকে গৃহীত। কিন্তু একেবারে বেঠিকও হয় নাই। এর চেয়ে ঠিক হিসাব পাওয়ার সম্ভাবনাও কম। সুতরাং বিচার বিবেচনার জন্য আমাদিগকে ঐ ঠিকেই নির্ভর করতে হয়।

আমি বল্‌ব, আগে অবসর সময়টা বসে কাটিয়েছি, পরিশ্রমও করি নাই তা'র মূল্যও পাই নাই, আর তা'রই ফল এইসব। তারপর টাকার মুখ চেয়ে ছেড়ে দিয়েছি পেটের খোরাক। তাই বল্‌ছিলাম 'ফিরিয়া দাঁড়াইতে হইবে,' পেটের খোরাকও রাখিতে হইবে, লজ্জা নিবারণের ব্যবস্থাটাও দেশেই করিতে হইবে।

যদি কেহ বলেন, আমরা পাটও ত বেচিয়াছি, তবে লোকসান কোথায়? তা'র উত্তরে আমি বল্‌ব, পাট বেচায় যদি লাভ না করে থাকি, যদি লোক্‌সানের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য পাট বেচা হয়ে থাকে, সে পাট আমাদের না হ'লেই ভাল ছিল। পাটের হিসাব তাই আমি গণনার মধ্যে লইলাম না।

যা' হ'ক, অবস্থাটা ত কিছু বোঝা গেল। এখন বল দেখি ভাই বাঙ্গালী, ফিরিয়া দাঁড়াইতে হইবে কি না? ফিরিতে হবেই। যে উন্নতির পথে এতদিন, না জেনে,

অগ্রসর হচ্ছিলাম, তা'তে ত দেখ্‌ছি ধ্বংশের সম্মুখীন হয়ে পড়েছি। আর এক পা বাড়ালেই ধ্বংশ। এখন ফিরিতে হবেই। টাকার মোহ ছাড়্‌তে হবেই। সহর ছেড়ে গ্রামের জঙ্গলে বাস কর্‌তে যেতে হবেই। সেখানে গিয়ে প্রথম লাভ হবে বিলাসিতার প্রভাব হ'তে মুক্তি, দ্বিতীয় হবে জঙ্গল সাফ্ করে কুটীর শ্রেণী নির্ম্মাণ—যেখানে সত্যি করে প্রতিমাপূজা হবে, তৃতীয়,—মা কে ত বিসর্জ্জন দিয়ে পাতালে পাঠিয়েছি, আর তা'র ফলে নিজেরাও ডুব্‌ছি,—তা 'ডুবেছি না ডুব্‌তে আছি পাতাল কতদূরে দেখি'—সেখানে পৌছাতে পার্‌লেও—মাটী খুঁড়ে খুঁড়ে পাতালের সন্ধানটা পেলেও মায়ের সন্ধান পাওয়া যাবে, উর্ব্বরতারূপিণী জননীকে পাওয়া যাবেই, তখন তাঁর প্রতিমার গঠন হবে। সে জীবন্ত প্রতিমা দেখ্‌লে চক্ষু জুড়া'বে। চতুর্দ্দিকে হরিদ্বর্ণ শস্যবৃক্ষের শোভায় ভূষিতা মায়ের মূর্ত্তি-খানি যদি প্রাণ ঢেলে দিয়ে পূজা কর্‌তে পারি, পূজা সফল হবে,—তাহাই যথার্থ উৎসব—প্রতিমাপূজার উৎসব—ধ্বংশমুখ হ'তে প্রতিনিবৃত্ত জাতির দুর্গোৎসব হবে, তা'তে দুর্গতির শেষ হবে এবং আনন্দও লাভ হবে, সুতরাং তাহাই আমাদের যথার্থ দুর্গোৎসব।

সহরবাসের মোহ, টাকার মোহ ছাড়্‌তে হবে, নইলে উপায় নাই। 'যেমন তেমন চাকরী, ঘি ভাত' এতে আর চলে না। ওই হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পুরস্কার পঞ্চাশ কি ষাট্ টাকায় কোনক্রমে বিলাসিতার বায়নাগুলি বজায় করে উপোস্ করে মরার চেয়ে, বিলাসবিহীন সুস্থ জীবন—তা জঙ্গলেই হক্ না কেন, নিশ্চয়ই প্রার্থনীয়,—উহাই আমাদের আপাতঃ কাম্য স্বাধীনতা। তবে ভাণ্ডারের চাবী আমাদেরই কাছে থাক্‌বে, শস্য আমরা বেচ্‌বোনা, যদি বিনিময়ে সকল অভাব মিটাইবার বস্তুগুলি না পাই, একদানাও ছাড়বো না। আমাদের ট্যাক্স বাড়্‌বে—রক্ত জলকরা পয়সা টেনে নিবে,—আর দিবে কথার লড়াইএর কাউন্সিল বোর্ড? ও' স্বাধীনতা আমরা চাইবোনা। ফিরে দাঁড়াতে হবে। নিজভাবে-স্বভাবে—ফিরিয়া দৃঢ় হইয়া দাঁড়াতে হবে, এক পাও টল্‌বোনা,—এই ত যথার্থ স্বাধীনতা। 'সেখানে আমাদের পুরোহিতকেও টেনে নিয়ে যাব ধর্ম্ম কথা শুনাবার জন্য। সে ধর্ম্ম কথা—দেশ মাতৃকার কথা—মাটীর প্রতিমার গড়া, সাজানো, পূজার কথা,—আমাদের স্বভাবের কথা। কংগ্রেস চাইনা, করপোরেশান চাই না, কোন বোর্ড কি কাউন্সিল অথবা এসেম্‌ব্লি চাই না। খাজনা চাও, খাজনা দিব,—তোমাদের সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধের প্রয়োজন নাই। আমরা ফিরে দাঁড়াব'।—এই চিন্তায় যদি মন প্রাণ ভরে ফেল্‌তে পারি, তবে একদিন বাঙ্গালায় আবার যথার্থ দুর্গোৎসব দেখ্‌বার আশা কর্‌তে পারি।

কিন্তু একটা কথা আছে, যেখানে ফিরে যা'ব সেখানে এখন জঙ্গল, শুধু জঙ্গল নয়—ভয়ানক হিংস্রজন্তু পূর্ণ জঙ্গল। যদি ভাল মানুষটির মত জামাজোড়ায় সেজে যাও—টপ্ করে গিলে ফেল্‌বে। বীরের মত বুক্ পেতে দারিদ্র্যদুঃখকে বরণ করে নিয়ে যেতে হবে। যদি বল কঙ্কালসার দেহে বীরত্ব আস্‌বে কোথা থেকে? উত্তরে বলি, মনই বীর, দেহ নহে। গ্রামে এখনও মানুষগুলো আছে, তোমরা ফিরে গেলে দেখ্‌তে পাবে, তা'দের মধ্যে যারা শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত, তারা হিংস্র প্রাণী বিশেষ। তারা নিজেরা পরিশ্রম করে কিছু ফলাবেও না, অন্য কা'কেও ফলাতে দেবেনা। তারা কিছু কিছু টাকার পুঁজি নিয়ে—হীনজন

হয়েও মহাজন সেজে বসে আছে, কেবল নিজের স্বতন্ত্র সুবিধাটিই বোঝে, অন্যের সুবিধা হওয়া দেখ্‌লে হিংসায় জলিয়া উঠে, সকলের সব সুবিধার অগ্রভাগ দেবতার ভোগের মত গ্রহণ করে। এইগুলি জঙ্গলময় গ্রামের হিংস্র জন্তু। আমরা দরিদ্র, ধনী হ'তে—টাকা ধনে ধনী হ'তে চাইব না, দারিদ্র্যের মধ্যেই আনন্দ খুঁজিব। সাধনা চাই,—তবে সে সাধনা হবে দারিদ্র্য লইয়াই সন্তুষ্ট হওয়া। যাহার যতটুকু সামর্থ্য, নিজ পরিশ্রমে যে যতটুকু ফলাইতে পারে, অসুস্থ বা অলস না হইলে, স্বাভাবিক নিয়মে তাহাই তাহার আত্মরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট,—একথায় কেহ অবিশ্বাস করিওনা। পৃথিবীর লোকসংখ্যার উপযোগী ভরণপোষণ উৎপন্ন করিতে তদপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোকের প্রয়োজন কখনই হয় নাই, হইতে পারেও না। টাকার সুখ খুঁজিলেই টাকার অধীন হইতে হইবে। আমরা যদি থাকিতে চাই,—থাকিতে চাইই ত,—থাকিতে চাওয়াটাই স্বাভাবিক, আমাদিগকে ফিরিয়া দাঁড়াইতে হইবেই।

পাঁজীর রাজা মন্ত্রী প্রভৃতি কাহারও মুখাপেক্ষী আমরা হইব না, তাহাদের গুণাগুণের পরিচয় পাঁজীই ত বলিয়া দিতেছে,—তাহাদের মুখাপেক্ষী হইলেই 'হাহাকার থেকে সর্ব্ববিধ পীড়া' পর্য্যন্ত তাহারা আমাদিগকে দিবেই। সেদিক হইতেও ফিরিয়া দাঁড়াইতে হইবে। আমরা বলিব, আমরা তোমাদের অনুগ্রহ বা নিগ্রহ কিছুই চাই না। পাতাল থেকে জল তুলিব, অতিবৃষ্টির জলরাশী খাত কাটিয়া বহাইয়া বাঁধে বাঁধিয়া ফেলিব, কীট আসিলে তাড়াইব। প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে কি এত কাজ করা সম্ভব হইবে? না হইতে পারে; কিন্তু প্রতি দশজনের আবশ্যকমত পরিশ্রমে ত সম্ভব হইবে?

ফিরিয়া দাঁড়াও বাঙ্গালার বুভুক্ষু কৃষককুল! আগে অনিষ্টকে গ্রাস করিয়া ভক্ষণ করিয়া, —বিপদকে সম্পদের মত বরণ করিয়া লইয়া,—প্রজ্জ্বলিত জঠরানলে আহুতি দেও! বল, আমরা ফিরিবই!

আগমনী চিরকালই আসেন, এবারও আসিতেছেন। মাকে বল, 'মা অদৃষ্টে ত অনেক কিছু রেখেছে, তুমিও মা এখন অদৃষ্ট রূপেই থাক! এসেছ, চলে যেও না! আমরা যতদিন পর্য্যন্ত তোমার সারা বাঙ্গলাজোড়া মৃন্ময়ী প্রতিমা গড়িতে না পারি, এবং সেই প্রতিমায় তোমায় ফুটাইতে না পারি, ততদিন অদৃষ্টরূপে থাকিয়া এই শক্তি দাও! আমরা আর ডাকের সাজে দালানে সাজাইয়া তোমার প্রতিমা পূজা করিবনা! সারা বাঙ্গলাজোড়া বিশাল প্রতিমায় আগমনী জননী তোমার পূজা করিতে ব্রতগ্রহণ করিলাম! আগামী বর্ষেই যেন আমাদের সেই আশা মূর্ত্তিমতী হয়! এবার আমরা—প্রতিমা পূজা করিবনা,—এবার শুধু ঘট-পূজা, অদৃশ্য জননী, এবার শক্তিরূপে ঘটে ঘটেই থাক মা! মানসেই পূজা লও মা! যদি বাঙ্গলা জুড়ে তোমার বিশাল প্রতিমা,—সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা বিশাল প্রতিমা কোন দিন গড়িয়া তুলিতে পারি,—বাহুতে শক্তিরূপে হৃদয়ে ভক্তিরূপে মা তোমায় আপাততঃ অদৃষ্টরূপে রাখিয়া, বাঙ্গালার কৃষক আমরা যদি কোন দিন বিশাল প্রতিমায় তোমার শক্তি ও ভক্তিময়ী বিশালতা ফুটাইয়া তুলিতে পারি, মাঠে মাঠে ধান—গোঠে গোঠে গাভী—আঙ্গিনায় আঙ্গিনায় তরকারী—বেড়ায় বেড়ায় তুলা—ফলে ফুলে পত্রে যদি তোমায় কোনদিন সাজাইতে পারি, আবার বাঙ্গালায় দুর্গোৎসব করিব!

মুলার চাষ।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর মল্লিক।

(অধ্যাপক চুঁচুড়া কৃষি-বিদ্যালয়)

মুলার চাষ আমাদের দেশে অনেকদিন হইতে প্রচলিত—কেহ কেহ বলেন মুলার উৎপত্তি চীন দেশে এবং বৌদ্ধ যুগে সেখান হইতে এদেশে আমদানি হয়। মুলা অত্যন্ত উপকারী দ্রব্য—ইহা হজমীকারক এবং রক্ত পরিষ্কারক পঞ্জাবে অনেকে ইহা ম্যালেরিয়া প্রতেশেধক হিসাবে ব্যবহার করেন—তাহারা মুলা ভিনিগারে ভিজাইয়া রাখেন এবং প্রত্যহ প্রাতে এক এক খণ্ড ব্যবহার করেন। সাহেবেরাও মুলার খুব তারিফ করেন এবং তাঁহারা ইহা কাঁচা সালাদ করিয়া খাইতে ভালবাসেন। তবে সাহেবদের মুলা কিছু ভিন্ন। তাঁহারা তাহাকে র‍্যাডিস বলেন। র‍্যাডিস দেখিতে ছোট এবং নানান প্রকারের হয় গোল, লম্বা—

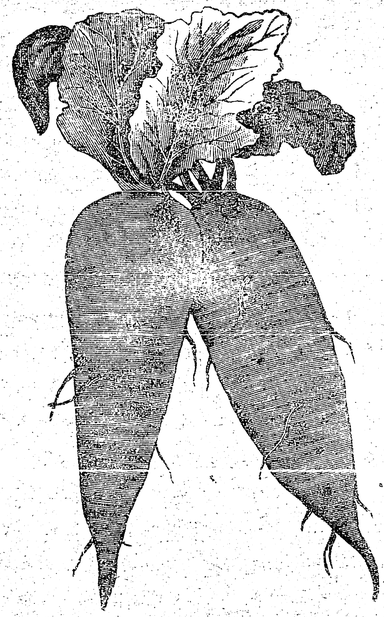

দেশী লাল মুলা।

রং ও বিভিন্ন—লাল, হলদে, সাদা আমাদের দেশেও নানান প্রকারের মুলা হয়। বর্ষাকালে

JOTINDRO NATH DUTTA
JANMABHUMI OFFICE
66, Manik Bose Ghat St. Calcutta.

হয়েও মহাজন সেজে বসে আছে, কেবল নিজের স্বতন্ত্র সুবিধাটিই বোঝে, অন্যের সুবিধা হওয়া দেখ্‌লে হিংসায় জ্বলিয়া উঠে, সকলের সব সুবিধার অগ্রভাগ দেবতার ভোগের মত গ্রহণ করে। এইগুলি জঙ্গলময় গ্রামের হিংস্র জন্তু। আমরা দরিদ্র, ধনী হ'তে—টাকা ধনে ধনী হ'তে চাইব না, দারিদ্র্যের মধ্যেই আনন্দ খুঁজিব। সাধনা চাই,—তবে সে সাধনা হবে দারিদ্র্য লইয়াই সন্তুষ্ট হওয়া। যাহার যতটুকু সামর্থ্য, নিজ পরিশ্রমে যে যতটুকু ফলাইতে পারে, অসুস্থ বা অলস না হইলে, স্বাভাবিক নিয়মে তাহাই তাহার আত্মরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট,—একথায় কেহ অবিশ্বাস করিওনা। পৃথিবীর লোকসংখ্যার উপযোগী ভরণপোষণ উৎপন্ন করিতে তদপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোকের প্রয়োজন কখনই হয় নাই, হইতে পারেও না। টাকার সুখ খুঁজিলেই টাকার অধীন হইতে হইবে। আমরা যদি থাকিতে চাই,—থাকিতে চাইই ত,—থাকিতে চাওয়াটাই স্বাভাবিক, আমাদিগকে ফিরিয়া দাঁড়াইতে হইবেই।

পাঁজীর রাজা মন্ত্রী প্রভৃতি কাহারও মুখাপেক্ষী আমরা হইব না, তাহাদের গুণাগুণের পরিচয় পাঁজীই ত বলিয়া দিতেছে,—তাহাদের মুখাপেক্ষী হইলেই 'হাহাকার থেকে সর্ব্ববিধ পীড়া' পর্য্যন্ত তাহারা আমাদিগকে দিবেই। সেদিক হইতেও ফিরিয়া দাঁড়াইতে হইবে। আমরা বলিব, আমরা তোমাদের অনুগ্রহ বা নিগ্রহ কিছুই চাই না। পাতাল থেকে জল তুলিব, অতিবৃষ্টির জলরাশী খাত কাটিয়া বহাইয়া বাঁধে বাঁধিয়া ফেলিব, কীট আসিলে তাড়াইব। প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে কি এত কাজ করা সম্ভব হইবে? না হইতে পারে; কিন্তু প্রতি দশজনের আবশ্যকমত পরিশ্রমে ত সম্ভব হইবে?

ফিরিয়া দাঁড়াও বাঙ্গালার বুভুক্ষু কৃষককুল! আগে অনিষ্টকে গ্রাস করিয়া ভক্ষণ করিয়া, —বিপদকে সম্পদের মত বরণ করিয়া লইয়া,—প্রজ্জ্বলিত জঠরানলে আহুতি দেও! বল, আমরা ফিরিবই!

আগমনী চিরকালই আসেন, এবারও আসিতেছেন। মাকে বল, 'মা অদৃষ্টে ত অনেক কিছু রেখেছে, তুমিও মা এখন অদৃষ্ট রূপেই থাক! এসেছ, চলে যেও না! আমরা যতদিন পর্য্যন্ত তোমার সারা বাঙ্গলাজোড়া মৃন্ময়ী প্রতিমা গড়িতে না পারি, এবং সেই প্রতিমায় তোমায় ফুটাইতে না পারি, ততদিন অদৃষ্টরূপে থাকিয়া এই শক্তি দাও! আমরা আর ডাকের সাজে দালানে সাজাইয়া তোমার প্রতিমা পূজা করিবনা! সারা বাঙ্গলাজোড়া বিশাল প্রতিমায় আগমনী জননী তোমার পূজা করিতে ব্রতগ্রহণ করিলাম! আগামী বর্ষেই যেন আমাদের সেই আশা মূর্ত্তিমতী হয়! এবার আমরা—প্রতিমা পূজা করিবনা,—এবার শুধু ঘট-পূজা, অদৃশ্য জননী, এবার শক্তিরূপে ঘটে ঘটেই থাক মা! মানসেই পূজা লও মা! যদি বাঙ্গলা জুড়ে তোমার বিশাল প্রতিমা,—সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা বিশাল প্রতিমা কোন দিন গড়িয়া তুলিতে পারি,—বাহুতে শক্তিরূপে হৃদয়ে ভক্তিরূপে মা তোমায় আপাততঃ অদৃষ্টরূপে রাখিয়া, বাঙ্গালার কৃষক আমরা যদি কোন দিন বিশাল প্রতিমায় তোমার শক্তি ও ভক্তিময়ী বিশালতা ফুটাইয়া তুলিতে পারি, মাঠে মাঠে ধান—গোঠে গোঠে গাভী—আঙ্গিনায় আঙ্গিনায় তরকারী—বেড়ায় বেড়ায় তুলা—ফলে ফুলে পত্রে যদি তোমায় কোনদিন সাজাইতে পারি, আবার বাঙ্গালায় দুর্গোৎসব করিব!

মুলার চাষ।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর মল্লিক।

(অধ্যাপক চুঁচুড়া কৃষি-বিদ্যালয়)

মুলার চাষ আমাদের দেশে অনেকদিন হইতে প্রচলিত—কেহ কেহ বলেন মুলার উৎপত্তি চীন দেশে এবং বৌদ্ধ যুগে সেখান হইতে এদেশে আমদানি হয়। মুলা অত্যন্ত উপকারী দ্রব্য—ইহা হজমীকারক এবং রক্ত পরিষ্কারক পঞ্জাবে অনেকে ইহা ম্যালেরিয়া প্রতেশেধক হিসাবে ব্যবহার করেন—তাহারা মুলা ভিনিগারে ভিজাইয়া রাখেন এবং প্রত্যহ প্রাতে এক এক খণ্ড ব্যবহার করেন। সাহেবেরাও মুলার খুব তারিফ করেন এবং তাঁহারা ইহা কাঁচা সালাদ করিয়া খাইতে ভালবাসেন। তবে সাহেবদের মুলা কিছু ভিন্ন। তাঁহারা তাহাকে র‍্যাডিস বলেন। র‍্যাডিস দেখিতে ছোট এবং নানান প্রকারের হয় গোল, লম্বা—

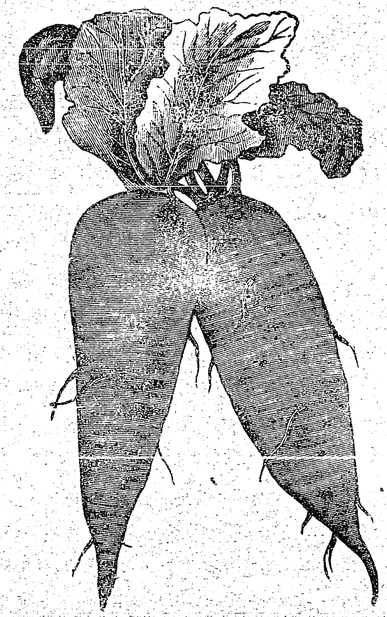

দেশী লাল মুলা।

রং ও বিভিন্ন—লাল, হলদে, সাদা আমাদের দেশেও নানান প্রকারের মুলা হয়। বর্ষাকালে

যে মুলা হয় তাহা আকারে ছোট—এবং শীতকালের মুলা আকারেও বড় এবং খাইতে খুব সুস্বাদু দেশী মুলাও দুই রংয়ের হয়—সাদা ও লাল তবে দেশী মুলা আকারে লম্বা হয় গোল মুলাও কখন কখন দেখা যায়।

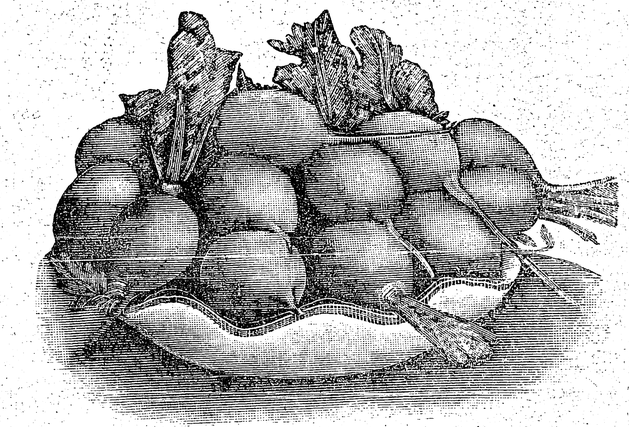

বিলাতি গোল মুলা।

মুলার চাষ খুব লাভ জনক—এক বিঘা মুলায় অন্ততঃ ৪০৲ ৫০৲ টাকা মুনাফা থাকে—মুলরে চাষের ঝঞ্ঝাটও বেশী নয়। এ দেশে আশ্বিন মাসই এই চাষের পক্ষে খুব প্রশস্ত সময়—বর্ষার পরেই আউষ বা পাটের জমি অনেকগুলি চাষ দিয়া জমি একেবারে ধুলার মত করিতে হইবে। দোয়াস জমিই এই ফসলের পক্ষে উপযুক্ত। অন্ততঃ ৬ হইতে ৮ বার চাষের দরকার—এক একটী চাষ দিতে যদি ১৷৷০ টাকা করিয়া খরচ হয় তাহা হইলে ৮ চাষে বার টাকার প্রয়োজন। পরে উত্তম রূপ মই দিয়া বীজ ছড়াইতে হইবে—বীজ বিঘায় পাঁচ ছটাক করিয়া দরকার। বীজ মেদিনীপুরেরই ব্যবহার করা উচিত পাঁচ ছটাক বীজের দাম প্রায় দুই টাকা লাগে। আমাদের দেশে সাধারণতঃ লোকের মাঠে দানা বুনিয়াই কার্য্য শেষ করে—কিন্তু মুলার একটু ভাল করিয়া পাট করিলে আরও লাভবান হওয়া যায়—প্রথমতঃ বীজ লাইন করিয়া পোতা উচিত—এইরূপ করিতে হইলে একখানি লাঙ্গল হাল্কা ভাবে চালাইতে হয় এবং পশ্চাতে একজন বীজ ফেলিতে ফেলিতে আসে—পরে মই দিয়া বীজ ঢাকিয়া দিতে হয় এবং গাছ বাহির হইলে ৪ ইঞ্চি অন্তর একটী করিয়া গাছ রাখিয়া বাকী গাছ উঠাইয়া ফেলা উচিত—এইরূপ করিলে গাছও ভাল হয় এবং মুলাও খুব বড় হয়—খস করিয়া ছাড়াইলে গাছ বড় হইয়া যায় এবং মুলা "শিকড়া" হয়। কিছু "ছেঁচের" বন্দোবস্ত রাখিলে হয়। ছেঁচ দিতে হইলে—জমির উপর ৪ হাত অন্তর একটি করিয়া নালা কাটিতে হয়। এবং এই নালার মাটীর পাশে ফেলিলে মাটীও কিছু উঁচু করা যায়। এই প্রথা অবলম্বন করিলে নিম্নভূমিতেও মুলা বোনা যায়—পরে পরে এই নালাগুলি ১৫ দিন অন্তর জলে ভরিয়া দিতে হয় এবং সেখান হইতে "ঝাপ্টা" দিয়া

সমস্ত জমি ভিজাইয়া দিতে হয়—মুলার বীজ "বসাইতে" মাত্র তিন চারি দিন দরকার। পরে মাঝে মাঝে ফোঁড় দিয়া কিছু গাছের গোড়াগুলি উস্কাইয়া দিলে—ঘাসও মরিয়া যায় এবং গাছও সতেজ হয়। মুলার পক্ষে ছাইই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম সার কিছু খোল বা হাড়ের গুড়াও দেওয়া চলে। মুলা পুষ্ট হইতে দুই মাস লাগে—মুলার জমিতে পরে পেঁয়াজ বা ভুঁই কুমড়া দেওয়া চলে।

যাঁহারা সাহেব পাড়ার নিকট থাকেন তাঁহাদের উচিত বিলাতী মুলার চাষ করা, কারণ এই মুলার বেশ দর পাওয়া যায় এবং বিলাতী মুলা হইতে মাত্র একমাস লাগে। বিলাতী মুলার মধ্যে লাল গোল মুলাই ভাল। ল্যাণ্ড্রেথের বীজই সর্ব্বোত্তম—লাইন দিয়া তিন চার ইঞ্চি অন্তর বসাইতে হয় এবং মাঝে মাঝে জল দিতে হয় শীতের মধ্যে তিন চার-বার ফসল তোলা যায়।

মুলা নানান কাজে লাগে—অনেকে ইহার পাতার তরকারি খাইতে ভালবাসেন—পাতা ভিনিগারে ফেলিয়া খাইতেও সুস্বাদু। ইহার শুঁটী অনেকে তরকারী করিয়া খায়েন—বীজ হইতে তেলও প্রস্তুত হয়। মুলা নানা ঔষধার্থেও ব্যবহৃত হয়। এমন সহজ অথচ উপকারী বস্তুর চাষ বিশেষ প্রচলন হওয়া উচিত।

জানবার জিনিষ।

১। মানুষের দক্ষিণ পদ যতটা লম্বা, তাহার শরীরের দৈর্ঘ্যতা ঠিক তাহার ছয় গুণ অধিক।

২। হাতীর শুঁড়ে ৪০ হাজার আর মানুষের সমস্ত গাত্রে ৫২৭টী পেশী (Muscles) আছে।

৩। হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়া ঘণ্টায় সাত মাইল গতিতে রক্ত প্রবাহিত হয়।

৪। পৃথিবীর মধ্যে ডেনিসরাই সর্ব্বপ্রথম জাতীয় পতাকার প্রচলন করে। ১২১৯ সালে তাহারা উহা প্রথম ব্যবহার করিয়াছিল।

৫। পূর্ণবয়স্ক একটী মানবের শরীরে ২৫৪ খানি পৃথক হাড় পাওয়া যায়।

৬। এক ইঞ্চি বৃষ্টিপাত বলিতে এক একর ভূমিতে ১০১ টন এবং এক বর্গ মাইল স্থানে ১ লক্ষ ৪৫ লক্ষ গ্যালন জল বুঝায়।

৭। সমুদ্রের ৬০০ ফুট নীচে উদ্ভিদ বাঁচিয়া থাকিতে পারে না; কিন্তু ৪ মাইল জলের নীচেও প্রাণীগণ বাঁচিয়া থাকে।

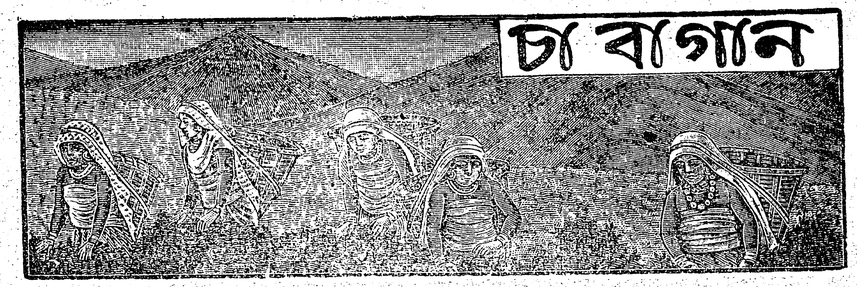

আসামের চায়ের সংবাদ।

বাগানের সংখ্যা

বিগত ১৯২৭ সালের সসকারী রিপোর্টে দেখা যায় যে গত বৎসর মোট ৯৫৭টি চায়ের বাগান আসাম প্রদেশে বর্ত্তমান ছিল। তৎপূর্ব্ব বৎসর ৯৪১টি ছিল। ১৯২৭ সালে আরো আটটি নূতন বাগান লক্ষীপুর জিলাতে প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। শিবসাগর, শ্রীহট্ট ও ডারাং (Darrang) অঞ্চলে যথাক্রমে চারিটি, তিনটি ও একটি নূতন চা বাগানের পত্তন হইয়াছে। বিগত দুই বৎসরের ন্যায় এবৎসরও কামরুপ জিলার পাঁচটি বাগানের কাজ বন্ধ ছিল।

চা বাগানের জমি

চা বাগানের জমির মধ্যে চায়ের চাষের জমীর পরিমাণ ১৯২৭ সালে ৪২৩৮৯১ একর ছিল। তৎপূর্ব্ব বৎসর ৪২০৫৬৪ একর ছিল। অর্থাৎ নূতন জমী ৮৩৬০ একর বৃদ্ধি পাইয়াছে। এবং ৫০৩৩ একর জমী পরিত্যাগ করা হইয়াছে। এবৎসর ৩৯৯৯৩০ একর জমী হইতে চা তোলা হইয়াছে। তৎপূর্ব্ব বৎসর ৪০১৭৮৮ একর জমী হইতে চা তোলা হইয়াছিল। চা উত্তোলনের হ্রাসের কারণ বাজারে চা যাহাতে অতি বেশী না হইয়া দর পড়িয়া যায় এই জন্য সতর্কতা সহকারে চা কম করিয়া তোলা হইয়াছে। সেজন্য গত তিন বৎসরের তুলনায় এ বৎসর শতকরা প্রায় তিন ভাগ কম তুলিয়া শতকরা হিসাবে ৯৪·৩ ভাগে দাঁড়াইয়াছে। সমগ্র আসামে চা বাগানের মোট জমীর হিসাব ১৫৯৮৮৮৯ একর তৎপূর্ব্ব বৎসর জমীর পরিমাণ ১৫৭৭০৪৮ একর ছিল।

চা বাগানে শ্রমিক

চা বাগানে এ বৎসর মোট ৫৩৬৪৬৫ সংখক শ্রমিক কাজ করিয়াছে। তৎপূর্ব্ব বৎসর ৫৩২০২৪ লোক ছিল। বিগত বৎসর স্থায়ী শ্রমিক ৪৬৩৮০১ ছিল। ইহারা বাগানেই বাস করে। ইহা বাদে স্থায়ী অথচ বাগানের বাহিরে থাকিয়া ঠিকা কাজ করে এরূপ লোক ৩২২২৮ ছিল। এ ছাড়া অস্থায়ী লোকও প্রয়োজনমত লওয়া হয়। অনেক বাগানেই শ্রমিক সমস্যার কথা শোনা যায়।

চায়ের ফলনের খবর

এ বৎসর অতিবৃষ্টি, ও অনিয়মিত বৃষ্টি হেতু ফলনের খবর সন্তোষজনক নহে। তবে বিগত সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাসে বেশা বৃষ্টির জন্য অনেক স্থলে চায়ের ফলন অনেক জায়গায় ভালই হইয়াছে।

চায়ের উৎপন্নের হিসাব

সারা আসামে এ বৎসর মোট ২৩৪৮৪৮০৭৪ পাউণ্ড ব্ল্যাক বা কালো চা ও ১০৪১৭৫৭ পাউণ্ড গ্রীণ বা সবুজ চা উৎপন্ন হইয়াছে। তৎপূর্ব্ব বৎসর মোট ২৪০৪৪৯৫০৭ পাউণ্ড কালো চা ও ১৫৩২১৬৬ পাউণ্ড সবুজ চা উৎপন্ন হইয়াছিল। অর্থাৎ মোটের উপর ৬০৯১৮৪২ পাউণ্ড চা দুই রকম মিলিয়া কমিয়াছে। শ্রীহট্ট, গোয়ালাপাড়া, ডারাং এবং সাদিয়া সীমান্ত স্থান ব্যতীত সব অঞ্চলেই চায়ের উৎপন্নের হ্রাস হইয়াছে। ইহার কারণ দুইটি। আবহাওয়া, অনিয়মিত বৃষ্টি একটি কারণ। দ্বিতীয়টি হইতেছে রাজার ঠিক রাখিবার জন্য হিসাব করিয়া চা উত্তোলন কার্য্য স্থগিত রাখা হইয়াছিল। সবুজ চায়ের চাষ শ্রীহট্টের দুইটি বাগানে ও কাছাড় জিলার একটি বাগানে হইয়াছিল। একর প্রতি উক্ত চা ৫৫৬ পাউণ্ড গড়পড়তা ফলিয়াছে। অর্থাৎ তৎপূর্ব্ব বৎসরের উৎপন্নের হিসাবে ৪৬ পাউণ্ড কমিয়াছে।

চা বাজারের খবর

মোটের উপর চায়ের বাজারের খবর সন্তোষজনক বলিতেই হইবে। যদিও শেষাশেষি দরটা বড়ই কমিয়া আসিয়াছিল।

১৯২৭ সালের ৩১এ মার্চ্চে প্রতি পাউণ্ড চায়ের দর এগারো আনা পাঁচ পাই ছিল। তৎপূর্ব্ব বৎসর ঐ সময়কার দর ৹তের আনা ৪·৮ পাই ছিল। চায়ের বীজের চাহিদা (demand) পূর্ব্ববৎসরের ন্যায় বেশ ছিল। চায়ের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ একথা বোধ হয় বেশ বলা যাইতে পারে। তবে শ্রমিক সমস্যায় ইহার বিঘ্ন হইতেছে। সর্ব্বত্রই লোক কম পাওয়া যাইতেছে।

মন্তব্য—আমরা চাকে কৃষিজ সম্পদ বিবেচনা করি। কৃষিপ্রসার আমাদের মূল মন্ত্র; ইহা দ্বারা অনেক লোকের অন্ন জুটিতেছে। চা বাগানে শ্রমিক সমস্যার মূল কারণ আমাদের মনে হয় বাগানের মালিকগণ শ্রমিকদিগের অভাব অভিযোগ তেমন করিয়া কর্ণপাত করেন না। এতদিন একরূপ চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য জগতে সর্ব্বত্রই শ্রমিকের মধ্যে জাগরণ আসিয়া পড়িয়াছে। সেখানে রাজশক্তি তাহাদের অনেক দাবী স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এখানেও সেই বাতাস কতকটা যে না বহিতেছে তাহা নহে। আমরা আশা করি শ্রমিকগণ ও তাহাদের মনিবগণ উভয়েই পরস্পরকে ভাল করিয়া বুঝিয়া নিজেদের মধ্যে আপোষ করিয়া লইবেন। এবং ভারতবর্ষের এই বিশিষ্ট ব্যবসাটি যাহাতে চিরকাল জগতের হাটে বজায় থাকে তাহার দিকে তাকাইয়া আত্মকলহে নিজেদের সর্ব্বনাশ না করিয়া যাহাতে সকলেরই সম্মান রক্ষিত হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন। শ্রমিক নেতাগণ ও গভর্ণমেণ্টও এ বিষয়ে ভাল করিয়া দৃষ্টি দিলে

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই সকল দ্বন্দ কোলাহল দূর হইয়া ব্যবসা জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা হইবে। ধন ও শ্রম উভয়েরই সমস্যা মিটিয়া যাইবে। দেশের নেতৃবৃন্দও আশা করি এ সকল বিষয়ে ধীর চিত্তে একটু মনোনিবেশ করিবেন। সকলের সহোযোগিতায় ভারতে আবার নূতন গৌরবের দিন ফিরিয়া আসুক এই আমাদের কামনা রহিল।

আবহ-বিজ্ঞান।

(শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সাধু)

অবতরণিকা।

যে শাস্ত্র দ্বারা ধরাতল হইতে অন্তরীক্ষ পর্য্যন্ত বায়ু-মণ্ডলস্থ প্রাকৃতিক ও ভৌতিক বিস্ময়কর (atmospherical Phenomena) ঘটনাবলী যথা:—মেঘ, বিদ্যুৎ, বৃষ্টি, গর্জ্জন, বজ্রপাত, শিলাপাত, ঝঞ্ঝাবাত, জলস্তম্ভ (water Spant), রামধনু বা ইন্দ্রধনু, সূর্য্যের পরিধি বা মণ্ডল (Halo), চন্দ্রের পরিবেশ বা শোভা (corona), সূর্য্য ও চন্দ্রের কান্তি, চন্দ্রের অনুন্নত, অর্থাৎ ক্ষয়যুক্ত শৃঙ্গ (Blunted Hor or crescent) আকাশের বর্ণ ও অবস্থা, মেঘের শ্রেণী বা জাতি, আকার, বর্ণ ও অবস্থানাদি, বায়ুর গতি (motion), বেগ (Velocity) বায়ু প্রবাহের দিক (direction), বায়ুর বাষ্প সম্প্রসারণ (Tension of the vapour in the air), বায়ুর শুষ্কতা (dryness) ও আর্দ্রতা নির্ণয় করণ (moisture কুজ্ঝটিকা (Fog or mist), নীহার বা শিশির পাত (Dew fall) এবং বায়ুর অবস্থান্তর-জনিত (বাহ্য ও জড়জগতের প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন সম্বন্ধীয়) নিগূঢ় তত্ত্ব সমূহ অবগত হওয়া যায়। তাহাকে আবহ*বিজ্ঞান বা ঋতু-বিজ্ঞান (Meteorology) কহে।

---

* আমাদিগের চক্ষুর অগোচর গগণ বিহারী জ্যোতিষ্কগণ (Planets) বিনিঃসৃত বায়বীয় অংশের সূক্ষ্মতম বাষ্পীয় পরমাণুর—(Atoms) আবরণ (envelope) যাহা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রে সর্ব্বতোভাবে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তাহাকে ভূ-বায়ু বা—বায়ু মণ্ডল অথবা নভোঃ বা আকাশ-বায়ু কিম্বা আবহ (Atmosphere) কহে।

শাস্ত্রকারগণের মতে আবহ, প্রবহ, পরাবহ, বিবহ, সংবহ, উদ্বহ ও পরিবহ এই সপ্তস্কন্দ অর্থাৎ সাতটী বায়ুস্তর ভূ-পৃষ্ঠ ও সমুদ্র-জল-সমতল (Sea level) হইতে উর্দ্ধে দ্বাদশ-যোজন (৪ ক্রোশে এক যোজন) অর্থাৎ আটচল্লিশ ক্রোশ পর্য্যন্ত জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বস্থানে ওতঃ-প্রোতভাবে পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। উক্ত বায়ু-সমুদ্রের তলদেশে আমরা মৎস্যাদি জলচর জীবের ন্যায় বাস করি, এবং জাগতিক তাবৎ স্থাবর-জঙ্গমাদি পদার্থ উহার ভিতর ডুবিয়া থাকার ন্যায় রহিয়াছে। উক্ত আবহ বায়ুই জীবমাত্রের জীবন, এবং উহার আশ্রয়ে জলীয়বাষ্প (Aqueous Vapour) শূন্যমার্গে গগনচারী "অভ্র" (মেঘ cloud) নামে অভিহিত। উক্ত আবহ-বায়ুই মেঘ-বিদ্যুতাদির নেতা।

"আবহ প্রবহশ্চ বিবাহশ্চ সমীরণঃ। পরাবহ সংবহশ্চ উদ্বহশ্চ মহাবলঃ।
তথা পরিবহ শ্রীমান্সুৎপাত ভয় সংশিনঃ। ইত্যেতে খুড়িতাঃসপ্ত মারুতাঃ গগনেচরা॥"

হরিবংশ।

ভূমেবহি দ্বাদশ যোজনান্তে ভূ বায়ুর ত্রাম্বুদ বিদু'দ্ধাদং। "ভূগোলাধ্যায়। আমরা সচরাচর আবহের শীতোষ্ণতা জনিত স্থানিক শ্যম্যাবস্থাকে (Equilibrium) জলবায়ু বা আবহাওয়া (climate) কহিয়া থাকি। এবং কালীক শৈত্যও উষ্ণতা জনিত বায়ুর অবস্থান্তরকে ঋতু (season) কহি।

উক্ত আবহ বিজ্ঞানের* অপর একটী অংশ যদ্বারা গ্রহজগতের জ্যোতিষ্কগণের স্বরূপ অর্থাৎ নাম, সংখ্যা, আকর, বর্ণ, প্রকৃতি (Nature,) গুণ, প্রভাব (influence), ক্রিয়া, ক্ষেত্র, উচ্চ ও নীচ স্থান, অবস্থান, দূরত্ব, গতি, উদয়াস্ত, ভ্রমণকাল এবং সূর্য্য চন্দ্রাদি গ্রহগণের সংযোগ অর্থাৎ যুতি সমাগম (conjunction), চন্দ্র দৃষ্টি (Luner aspect), চন্দ্র ভিন্ন অন্যান্য গ্রহচয়ের পারস্পরিক দৃষ্টি (mutual aspect), অস্তমন (accultation), গ্রহযুদ্ধ (Application), গ্রহণ (Eclipse), ধূমকেতু (comoet), ভূকম্প (Earth quake), উল্কাপাত (showers of meteors), সৌরকলঙ্ক (Snn-spots), পৃথিবীর সূর্য্য-সন্নিকৃষ্ট (Perihelion) ও বিপ্রকৃষ্ট (Aphelion), চন্দ্রকলার হ্রাস ও বৃদ্ধি (Phases of the moon), অমা তিথির আদি ও পূর্ণিমার অন্তে চন্দ্রের প্রভাব, চন্দ্রেরশী যোগ্য (Apogea) ও মন্দোচ্চ বা নীচ স্থান (Peregee) অর্থাৎ চন্দ্রের পৃথিবীর সন্নিহিত স্থানে ও দূরে অবস্থান, সূর্য্যের নিরক্ষ দেশে (Equator) ও কর্ক ট ক্রান্তি (Tropic of cancer) এবং মকর ক্রান্তি (Tropic of capricornus) অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণ অয়নান্ত বিন্দু দ্বয়ে—(গ্রীষ্মমধ্য"summer salistice" ও শীতমধ্য "Winter salistice") সঞ্চারণ; গ্রহগণের অশ্বিনী ভরণী আদি স শ বংতি অচল নক্ষত্র পুঞ্জ (constallations) পরিবেষ্টিত শেষ বৃষাদি দ্বাদশ রাশির

---

* । ান—"বি" পূর্ব্বক "জ্ঞা" ধাতুর উত্তর অনট্ প্রত্যয় করিয়া বিজ্ঞান পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। বিজ্ঞান শব্দের অর্থ কোন বিষয় বিশেষরূপে জানা। সত্য নির্ণয়ই বিজ্ঞান শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। এবং যে শাস্ত্র দ্বারা নভোঃ তত্ত্বের বিশদ জ্ঞান জন্মে, তাহাকে আবহ-বিজ্ঞান কহে।

চক্রস্থ (Signs of the Lodiac) সজল নক্ষত্র ও জলরাশি বিশেষে সঞ্চার, গৃহগণের বক্রগতি (retrograde), অতি চার (অর্থাৎ মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি এই পঞ্চ গ্রহ যদি কোন রাশিতে প্রবেশ করিয়া স্ব স্ব ভোগকাল সমাপ্ত হইতে না হইতে অন্য কোন রাশিতে গমন করে) ইত্যাদি দিবা, অন্তরীক্ষ ও ভৌম ত্রিবিধ উৎপাত বিষয়ক গণনার অভিজ্ঞতা জন্মে, এবং যে শাস্ত্র দ্বারা আবহের অবস্থান্তর ঘটিত প্রাকৃতিক ও ভৌতিক ব্যাপার সমূহের প্রকৃত কারণ তত্ত্ব নিরূপিত হয়, এবং যাহাদের দৃষ্টিবল ফল গণনা দ্বারা রাজ্যের শুভা-শুভ, বাসরের সুবর্ষণ জনিত সুভিক্ষ অর্থাৎ শস্যের প্রাচুর্য্যতা (Full Harbest), অনাবৃষ্ট্যাদি ঈতিভয় (অতিবৃষ্টিরণ বৃষ্টি শালকাঃ মূষিকাঃ খগাঃ। প্রত্যাসন্নশ্চ রাজানঃ ষাড়তা ঈতয়ো স্মৃতাঃ। ঘটিত শস্য নাশ হেতু দুর্ভিক্ষ (Famine) প্রচণ্ড বাত্যাবর্ত্ত (cyclone), ভীষণ প্লাবণ (Innudation), ও রাষ্ট্র বিপ্লবাদি (maundane or revolution দৈব উৎপাত সমূহের এবং মানবাদির স্বাস্থ্যা-স্বাস্থ্য (Hygine) ও মহামারী (মড়ক—Pestilence or Epedemic) প্রভৃতির নিগূঢ় কারণ তত্ত্ব নির্নীত ও তদ্বিষক ফলাফল নিরূপিত হয়, তাঁহাকে জ্যোতিষ্কাবহ বিজ্ঞান (Astro-meteorology) কহে।

পুরাকালে অস্মদ্দেশে অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় আবহ-বিজ্ঞান ও জ্যোতিষ্কাবহ-বিজ্ঞানের যথেষ্ট আদর, অনুশীলন ও গবেষণা—(research) হইত, তাহার বহুল প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বের "জেলো" বৈজ্ঞানিক রচিত বায়ু-বিদ্যা—(Weather Lore) নামক হস্তলিখিত পুঁথিমধ্যে মেঘের উৎপত্তি, শ্রেণী, আকার, বর্ণ ও অবস্থানাদির বিষয় এবং ঝড়-বৃষ্ট্যাদি উৎপত্তির পূর্ব্বাভাষ ও তদ্বিষয়ক ভবিষ্যৎবাণী প্রবোধন প্রণালী দৃষ্ট হইয়া থাকে।

চতুর্ব্বেদ, রামায়ণ, মহাভারতস্থ হরিবংশ, রুদ্রজামল ও কূর্ম্মপুরাণাদি প্রাচীন গ্রন্থ সমূহ এবং চিহ্নার্ণব, বনমালা জলবিচার, মেঘমালা, পরাশর ঋষি প্রণীত কৃষি পরাশর, বরাহ মিহির রচিত বৃহৎ সংহিতা, গর্গ, ভৃগু, বাৎস্য ও শস্যপাদি মুনিগণ বিরচিত বর্ষা জ্ঞান শাস্ত্রে এবং খনা ও ডাকু প্রভৃতি জ্যোতিষিগণের প্রবচন সমূহে কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন কল্পে মেঘোৎপত্তি ও প্রবচন লক্ষণ বর্ণিত আছে, তাহা অদ্যাপিও দেখিতে পাওয়া যায়।

অধিক কি কালিদাস কবি প্রণীত মেঘদূত কাব্যেও মেঘের বর্ণনা বর্ণিত আছে। এতদ্ভিন্ন খৃষ্টধর্ম্মের আদিপুস্তক বাইবেলের (Bible old Testament) ক্যানন (conon) এবং শিশিরো (ciciro), ভারজিল (virgil) ও লিউক্রেটিয়স (Lucreteus) প্রভৃতি তপস্বীগণ বিরচিত গ্রন্থ সমূহে আবহান্তর্গত ভৌতিক-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় ঝড়-বৃষ্ট্যাদির বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

এতদ্ব্যতীত গ্রীক দার্শনিক এরিষ্টটল (Aristotle)—ইনি দার্শনিক প্রবর সক্রিটিস (Socretes) ও প্লেটোর (Plato) শিষ্য, এবং মাকিদনাধিপতি বীর কেশরী আলেকজান্দার দি গ্রেটের (Alexander the great) অধ্যাপক ও দর্শনশাস্ত্র শিক্ষাপ্রদানের পদচারণাকারী প্রথার (System of the peripatetic School of Philosophy) আবিষ্কারক।

(ক্রমশঃ)

পাটের শেষ পূর্ব্বাভাষ।

(১৯২৮)

পাটের শেষ পূর্ব্বাভাষ বিগত ২৬এ সেপ্টেম্বর তারিখে বাহির হইয়াছে। উহা বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যা এবং আসাম প্রদেশের সম্মিলিত হিসাব। আমরা নিম্নে যথাযথ দিতেছি।

চাষের পরিমাণ—পূর্ব্বোক্ত তিনটি প্রদেশ মিলিয়া ৩,১৩০,৯০০ একর পরিমিত জমীতে চাষ হইয়াছে। গত বৎসরের তুলনায় ২৪৩২০০ একর জমী চাষ কম হইয়াছে।

ফসলের পরিমাণ—এ বৎসর আশা করা যাইতেছে ৯৯১৬০০০ বেল পাট উৎপন্ন হইতে পারে। অর্থাৎ ৩২২০০০ বেল বা গাঁইট গত বৎসরের তুলনায় উৎপন্ন কম হইবে।

	একর জমী			বেলের হিসাব		
	১৯২৭	১৯২৮	তফাৎ	১৯২৭	১৯২৮	তফাৎ
বঙ্গদেশ	২৯৬২১০০	২৭০২৩০০	২৫৯৮০০	৯০৫৪৭০০	৮৪৮৯০০০	—৪৬৫৭০০
বিহার বিড়াষ্যা	২৪১০০০	২৪৭০০০	+৬০০০	৭১৭০০০	৭৪৩০০০	+২৬০০০
আসাম	১৭১০০০	১৮১৬০০	+১০৬০০	৪৬৬৩০০	৫৮৪০০০	+১১৭৭০০
	৩৩৭৪১০০	৩১৩০৯০০	—২৪৩২০০	১০২৩৮০০০	৯৯১৬০০০	—৩২২০০০

মন্তব্য— + অর্থে বেশী "—" অর্থে কম।

বাংলা দেশের শেষ পাটের পূর্ব্বাভাষ

(১৯২৮ সাল)

এ বৎসর মার্চ্চ এপ্রিল মাসে জলবায়ুর অবস্থা ভালই ছিল। ঐ সময় পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গে পাট অধিকাংশ স্থলে বপন করা হইয়াছিল। কিন্তু বৃষ্টি না পড়ায় এপ্রিল মাসের শেষ ভাগে উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গের পাটের কিছু ক্ষতি হইয়াছে। জলাভাবে গাছ তেমন বাড়িতে পারিল না। যাহা হউক মে মাসে বেশ বর্ষা নামে। কাজেকাজেই উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে মোটের উপর ফসলের অবস্থা আশাপ্রদ। এদিকে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সী বিভাগে মে মাসে পাটের বীজ বোনা হইয়া থাকে। সেজন্য প্রথমতঃ পাটের অবস্থা জলাভাবে তত সুবিধাজনক ছিল না। আবার পরে বেশী বর্ষা হওয়ায় নিম্ন ভূমি সমূহে জল বেশী হওয়ায় পাটের স্থায়ী অনিষ্ট হইয়াছে। তবে উচ্চ জমী যেখানে আছে সে সব স্থানের ফসল মোটের উপর ভালই বলিতে হইবে। যাহা হউক মোটের উপর পাটের ভবিষ্যৎ মন্দ নহে বলিতেই হইবে।

পাটের জমীর পরিমাণ

এ বৎসর ২৭০২৩০০ একর পরিমিত স্থানে পাটের চাষ হইয়াছে। তৎপূর্ব্ব বৎসর

২৯৬২১০০ একর জমীতে চাষ হইয়াছিল। পাটের প্রথম পূর্ব্বভাষের পর নদীয়া ও বগুড়া জিলাতে পাটের চাষের জমীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। মালদহের পরিমাণ কম হইয়াছে।

পাটের ফলন

ঢাকা এবং চট্টগ্রাম বিভাগের ফলন প্রতি একরে ৩·৭ বেল বা গাঁইট আশা করা যাইতে পারে। রাজসাহী বিভাগে প্রতি একরে ৩·৫ বেল ফলিবে এইরূপ অনুমান করা যাইতেছে। প্রেসিডেন্সী ও বর্দ্ধমান বিভাগে প্রতি একরে ৩·২ বেল উৎপন্ন হইবে বোধ হইতেছে। সর্ব্বসমেত এ বৎসর ৮৫৮৯০০০ বেল বা গাঁইট হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে। পূর্ব্ব বৎসর ৯০৫৪৭০০ বেল উৎপন্ন হইয়াছিল। অর্থাৎ ৪৬৫৭০০ বেল কম হইবার সম্ভাবনা।

বিহার ও উড়িষ্যার পূর্ব্বাভাষ (১৯২৮)

পাটের জমীর পরিমাণ—উক্ত প্রদেশের সাতটি পাটের জিলার সংবাদ একত্র করিয়া দেখা যায় যে ১২৮৭০০ একর জমীতে এ বৎসর পাটের চায় হইয়াছে। কিন্তু এই হিসাব সম্বন্ধে কৃষিবিভাগের কর্ত্তাদের সন্দেহ আছে। তাহারা বলেন হিসাবটি তত ঠিক নহে কারণ দ্বিতীয় পূর্ব্বভাষের জমীর পরিমাণ ২৪৭০০০ একর ছিল। সুতরাং হিসাব সম্বন্ধে কিছু গোলমাল হইয়াছে। বিগত বৎসর জমীর পরিমাণ ২৪১০০০ একর ছিল।

জল বায়ুর অবস্থা

বিগত মার্চ্চ মাসে চম্পারণ মজঃফরপুর এবং পূর্ণিয়া জিলা ব্যতীত সর্ব্ব পাটের জিলাতে অল্প বারিপাত হইয়াছে। উক্ত তিন জিলাতে মোটেই বৃষ্টি পড়ে নাই। সর্ব্বত্রই ঐ সময় যেরূপ বৃষ্টি হওয়া উচিৎ তাহা হইকে কম বৃষ্টি হইয়াছে। এপ্রিল মাসে প্রায় সব পাটের জিলাতে অল্প বিস্তর বৃষ্টি হইয়াছে। প্রায় সর্ব্বত্র এপ্রিল মাসের বৃষ্টি যেরূপ সাধারণতঃ ঐ সময় হইয়া থাকে তাহা হইতে বেশী হইয়াছে। চম্পারণ, মজঃফরপুর, পূর্ণিয়া এবং সাঁওতাল পরগণা জিলাতে বৃষ্টি কম হইয়াছে। জুন মাসে পূর্ণিয়া, চম্পারণ ও মজঃফরপুর জিলাতে বৃষ্টি যেরূপ সাধারণতঃ হইয়া থাকে তাহা অপেক্ষা কম হইয়াছে। ইহা ব্যতীত অপরাপর পাটের জিলাতে বেশ বেশী পরিমাণ হইয়াছে। আবার জুলাই মাসে সর্ব্বত্র অতিরিক্ত বৃষ্টি পড়িয়াছে। আগষ্ট মাসে চম্পারণ, মজঃফরপুর, পূর্ণিয়া ও বালেশ্বর জিলাতে বৃষ্টি বেশী ও ভাগলপুর সাঁওতাল পরগণা ও কটকে বৃষ্টি কম হইয়াছে। যাহা হউক মোটের উপর ফসলের পক্ষে জলবায়ু এক প্রকার সন্তোষজনক হইয়াছে আশা করা যায়।

পাট ফলনের সংবাদ

বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের মধ্যে পূর্ণিয়া এবং কটক জিলাতে যেরূপ পাট ফেলিয়া থাকে সেই মত শতকরা ৭০ এবং ৮৮ ভাল যথাক্রমে ফলিবে বলিয়া বোধ হইতেছে। চম্পারণ জিলাতে শতকরা ১০০ ভাগ ফলিবে বলিয়া বোধ হইতেছে। মজঃফরপুর, ভাগলপুর বালেশ্বর এবং সাঁওতাল পরগণার খবর যথাক্রমে ৭৫,৭৪,৮০,৫৩ ভাগ শতকরা ধরা যাইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত হিসাব ধরিলে এ বৎসর পাটের জমীর পরিমাণ শত করা ৭২ ভাগ হইয়াছে। তৎপূর্ব্ব বৎসর ৭২·৮ ভাগ হইয়াছিল। একর প্রতি ৩½ বেল এ বৎসর হইতে পারে এরূপ সরকারী

খবরে প্রকাশ। ইহার পূর্ব্ব বৎসর একর প্রতি ৩·১৭ বেল হিসাব ছিল। এ বৎসর ২৪৭০০০ একর জমীতে ৬৯৩০০০ বেল পাট উৎপন্ন হইবে আশা করা যায়। গত বৎসর ৬৬৭০০০ বেল উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত নেপাল হইতে ৫০০০০ বেল আমদানী হওয়ায় ৭৪৩০০০ বেল মোট হিসাব ধরিতে হইবে।

আসাম প্রদেশের পাটের শেষ পূর্ব্বাভাষ
(১৯২৮ সাল)

আসাম প্রদেশের পাটের প্রথম পূর্ব্বাভাষের পর হইতে জল-বায়ুর খবর মোটের উপর ভালই বলিতে হইবে। তবে একটু বেশা বৃষ্টি হওয়ায় সুরমা ভেলী, কামরূপ, নওগঙ্গ এবং লক্ষীপুর জিলাতে কতকটা পাটের বৃদ্ধি কম হইয়াছে। আবার কতক কতক স্থানে বন্যা ও পোকায় অনিষ্ট হইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। যাহা হউক মোটের উপর খবর ভালই এবং গত বৎসর অপেক্ষা সন্তোষজনক স্বীকার করিতেই হইবে।

পাটের চাষের জমীর পরিমাণ

আসামে পাট চাষের জমীর হিসাব ১৮১৬০০ একর ডেপুটি কমিশনরগণের মতে প্রদত্ত হইয়াছে। পূর্ব্ববৎসর ১৭৯০০ একর ছিল। এই বৃদ্ধির কারণ পাটের চাষ বাড়িয়া উঠিয়াছে।

ফসলের উৎপন্নের হিসাব

এ বৎসর একর প্রতি পাটের তন্তুর হিসাব শতকরা ৯২ ভাগ। অর্থাৎ যেরূপ হইয়া থাকে তাহার শতকরা ৯২ ভাগ ফলিবে অনুমিত হয়। গত বৎসর শতকরা ৭৪ ভাগ হইয়াছিল। চারিশত পাউণ্ডে এক বেল হিসাব ধরিয়া একর প্রতি ৩·৫ বেল হিসাবে এ বৎসর ৫৮৩৬০০ বেল পাট উৎপন্ন হইবে আশা করা যায়। অর্থাৎ গত বৎসরের হিসাব ৪৬৬৩০০ বেল ধরিলে শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

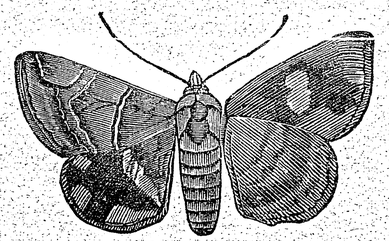

কৃষাণ।

শ্রীপ্রশান্তকুমার পাল।

—(১৫)—

কেষ্টাদের গ্রামের মধ্যে 'নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপিত হ'ল। প্রতিসন্ধ্যায় এই যুবক-দু'টী ছেলেদের লেখাপড়া শেখাতে লাগ্‌লো। নিরক্ষর কৃষক-সম্প্রদায় কেষ্টাকে অন্তরের আশীর্ব্বাদ দান করতে লাগ্‌ল। প্রথম যেদিন কেষ্টা 'লাঙ্‌ল' ঘাড়ে করে' পথে বেরিয়েছিল, এরা তাকে দেখে বিদ্রূপ করেছিলো—'চাষার ছেলের আবার লেখাপড়া শেখা কেন?' কিন্তু দিনে-দিনে কেষ্টার পল্লী-সেবা দেখে—তার অন্তরের মহানুভবতা উপলব্ধি করে' এরা মনে-মনে অনুতপ্ত হ'য়েছিলো; ক্রমে এরা আপনাদের জাতির মধ্যে এই সৎকর্ম্মশীল-যুবকটীর অদ্ভুত-জাগরণ দেখে নিজেদের অজ্ঞানতা বুঝ্‌তে পেরে এই তরুণ মানুষটীর কাছে নিজেদের অধীনতা স্বীকার করে' মাথা নত করেছিলো।

অধ্যবসায় নিয়ে কাজ কর্‌লে মানুষ সিদ্ধিলাভ করে। কিন্তু তেমন চেষ্টা আমাদের আসে কই? যার এসেছে—সেই বড় হয়েছে। মানুষের একটা জন্মগত-দুর্ভাগ্য আছে যে, সে অলস এবং উদাসীন—তার ফলেই মানুষ জাগ্‌তে পারেনা। নইলে প্রত্যেকেই জগতে বড় হ'তে পারতো—অমর হ'তে পারতো!

কেষ্টা ও দেবী-শঙ্করের চেষ্টায় দিন-দিন গ্রামের উন্নতি হ'তে লাগ্‌লো। অতি দীন যারা—তারা এদের অনাথ-ভাণ্ডার থেকে একমুঠো খেতে পায়, আর্ত্তপীড়িত যারা—তারা এদের 'দাতব্য-চিকিৎসালয়' থেকে ওষুধ পায়, বিপন্ন যারা—তারাও এদের করুণায় বিপদমুক্ত হয়। কারো কোনো অভাব নেই—দুঃখ নেই, দীনের হাহাকার অনেক পরিমাণে কমে গেছে, একটা পূর্ণ-শান্তি সমস্ত গ্রামে বিরাজমান।

.....কিন্তু তবু যেন একটা কিসের অভাব রয়েছে! কেষ্টা বেশ লক্ষ্য করে' দেখে বুঝ্‌লে—এ অভাব সহজে যাবে না। কারণ প্রকৃত প্রাণের মিল আর নেই—এখন সকলে স্বার্থ নিয়ে ঘোরে। এর একমাত্র উপায় লোকশিক্ষা!

—(১৬)—

সেদিন কেষ্টা দেবী-শঙ্করের সঙ্গে কথা কইতে কইতে বল্লে—"আমাদের দেশের—আমাদের জাতির কত ভুল দেবী-দা!

দেবী-শঙ্কর বল্লে—"কিসে?"

"এই পাশ্চাত্য-শিক্ষার কি বিষময় ফল! শিক্ষা মানুষকে জাগিয়ে দেয়—অজ্ঞানতা দূর করে' সদস্য বোঝবার বুদ্ধি এনে দেয়; কিন্তু আধুনিক-শিক্ষা মানুষকে অন্ধকার থেকে

আরও অন্ধকারে নিয়ে যাচ্ছে। এই যে দেশের ছেলেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ নিয়ে বেরুচ্ছে, এতে দেশের কি উন্নতি হচ্ছে? শিক্ষা আজ অশিক্ষা পরিণত হয়েছে। এতে মানুষ দিনে-দিনে মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেল্‌ছে, জাগ্‌বার ক্ষমতা হারিয়ে ফেল্‌ছে;—হীন দাসত্ব নিয়ে শিক্ষার মাহাত্ম্য নষ্ট করে ফেল্‌ছে! তাই এই বাংলাদেশ—যেখানে ষড়ঋতু নিয়মিত আনাগোনা কর্চ্ছে—যেদেশে সোণা ফলে,—সেই বাংলাদেশের বেশীর ভাগ লোক আজ অন্নের জন্য হাহাকার কর্চ্ছে,—সেই শস্য-শ্যামলা বাংলাদেশ আজ এত হীন হ'য়ে গেছে যে, অন্নাভাবে শত শত লোক মর্‌ছে—মৃত্যুসংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে! নিজের জমিতে আগাছা জন্মে' আছে—তাকে কেউ পরিষ্কার করে' ফসল কর্‌তে চায়না,—এরা চায় পরের চাক্‌রী কর্‌তে! ছেলেবেলা থেকেই ছেলেদের বাপ-মা শাসন করেন—ভাল করে পড়াশুনো না কর্‌লে খাবি কি করে? তাই শৈশব থেকেই তারা জেনে নেয় যে, লেখাপড়া শেখা—শুধু চাকরী করবার জন্যে!—তাড়াতাড়ি দু'টী নাকে-মুখে গুঁজে ছুটতে-ছুটতে কোনো রকমে কার্য্য-স্থানে পৌঁছোনো;—সমস্তদিন হাড়-ভাঙা খাটুনি আর মাসান্তে তার পুরস্কার 'দশ-পনেরটী' কিংবা 'কুড়ি-পঁচিশটী মুদ্রা'!—আধুনিক-শিক্ষায় বিলাসিতা এসেছে বলেই—'কৃষি-কাজ' আজ 'নীচ-কাজ' বলে গণ্য হয়েছে, ব্যবসা-দোকানদারী করা ইতরতা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে;—বাবু সেজে চাকরী কর্‌তে না গেলে খাতির থাকেনা—কেউ গ্রাহ্যই করেনা!—এই যে ব্যাধি—একে কেউ আরোগ্য করতে চায়না!

দেবী-শঙ্কর বল্লে—এযে অনেকদিন থেকে চ'লে আস্‌ছে ভাই!

কেষ্টা বল্লে—"তাই ভাবি দেবী-দা! এ আঁধার কতদিনে অপসারিত হবে! কবে জ্ঞানালোক জেলে মানুষ তার ভুল দেখ্‌তে পাবে! এই যে অন্নাভাবে দিন-দিন কত অনাথ প্রাণত্যাগ কর্‌ছে—কত সোণার সংসার ধ্বংস হ'য়ে যাচ্ছে—কে তার ইয়ত্তা করে?

.....জাতি জাগ্‌তে পারে—কৃষি-কার্য্যে!—অন্নসংস্থান হ'লে মানুষকে আর দাসত্বের হীনতায় নেমে যেতে হয়না।—শ্রমিক হ'তে হবে—শিল্পী হ'তে হবে,—এনইলে উন্নতি নেই। গোড়া থেকেই মানুষ যদি জাত-ব্যবসায়ে খাটে তবে হাহাকার রোধ হয়। স্বাবলম্বন হারিয়ে পরের করুণার পানে চেয়ে থাক্‌লে কোন গতি হবেনা—দুর্ভাগ্য কখনই ঘুচ্‌বেনা!—

.....উঠানে ধানের মরাই, বাগানে শাক-সব্জী, পুকুরে মাছ,—এইগুলো যার প্রতিনিয়ত মজুত থাকে—তার আর কিসের অভাব দেবী-দা?—'যার অন্নের অভাব নেই'—সে যে 'রাজার চেয়েও সুখী'—এই সরল কথাটা মানুষ বুঝ্‌তে পারেনা এই আমার অতি-বড় দুঃখ!"

দেবীশঙ্কর বল্লে—"এইবার মনে হচ্ছে—লোকের চিন্তা-ধারা বদ্‌লেছে, নিজেদের দুঃখ অভাব কতকটা বুঝতে পেরেছে!"

কেষ্টা চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—এতে কিছু হবেনা দেবী-দা! কারণ একটা মহা-ভুল জাতিকে এখনো ঘিরে রেখেছে!—যাঁরা উচ্চ শিক্ষা লাভ কর্চ্ছেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই দেশ ছেড়ে

সহরে বাস করতে ছুটছেন আর তাঁদের পিতৃ পিতামহের বাস্তু ভিটে জঙ্গলে পরিণত হচ্ছে! এই বিলাসিতা যাঁদের মধ্যে ঢুকেছে—তাঁরা হাজার লেখা-লেখি করুন—দেশের দুর্ভাগ্য কিছুতেই ঘুচ্‌বেনা! এ দেশ উন্নত হতে পারে—'যদি' তাঁরা আবার দেশে ফিরে আসেন, আত্মাভিমান ভুলে গিয়ে, দেশের ইতর-ভদ্র সকলকে আপনার করে নেন! পরনিন্দা—পরচর্চ্চা সরিয়ে রেখে, বাদ-বিসম্বাদ দূর করে' দিয়ে যদি তাঁরা ক্ষমতা-মত আপন-পল্লীর অভাব দূর করে' দেন;—দীনের অশ্রু মুছিয়ে দিয়ে যদি তাদের মুখে হাসি ফোটাতে পারেন—তবে পল্লী জাগ্‌বে—দেশে শান্তি আস্‌বে,—এই দুঃখের সংসারই স্বর্গ হবে!—

কিন্তু এ দুরাশা দেবী-দা! যুগ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সব বদ্‌লে গেছে। আজকালকার শিক্ষায় লোকের মনে গর্ব্ব এনেছে তাই উচ্চ-নীচের প্রভেদ এসেছে। একবার সহর থেকে একটু উচ্চ শিক্ষা নিয়ে গ্রামে এলেই তখন আর পল্লীবাসীর সঙ্গে তেমন অবাধ-মিলন থাকেনা—তারা যেন সকলেই অপরিচিত;—অথচ আগে এই ইতর-ভদ্র প্রভেদ ছিলনা,—এদের কেউ 'খুড়ো,' কেউ জ্যাঠা'—এমনি আখ্যায় আখ্যায়িত হত।

..... আগে চণ্ডীমণ্ডপে পঞ্চায়েত বস্‌তো,' গ্রামের মাড়ল, গ্রামবাসীর অভাব-অভিযোগ মেটাতো, বিবাদ-বিসম্বাদ—মামলা-মোকদ্দমায় নিষ্পত্তি করে দিত; কিন্তু এখন আর তাতে মন উঠেনা,—নিজের ঘটীবাটী বিক্রী করেও জেলায় মামলা করতে ছোটে!—

.....গ্রামে একটা মহামারী এলে পল্লীর জনকতক মিলে একটা 'হরিনামের দল' গঠিত করা হোত;—পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, দু'পাঁচদিন গ্রামে নাম-সঙ্কীর্ত্তন হ'লে ভগবানের দয়া হবে,—রোগ-শোক দূরে চলে যাবে!—আর আধুনিক-শিক্ষায় শিক্ষিত যাঁরা—তাঁদের মধ্যে অনেকেই ভগবানকে মানেন না,—কথায় কথায় বলেন—'ভগবান নেই' '—দুঃখের কথা যে, তাঁরাই আবার 'ধর্ম্মের বিষয়' নিয়ে আলোচনা করেন। এই শিক্ষার ফলেই প্রাচীনের সেই দেব-দেবীর পূজা উঠে যাচ্ছে,—এ যে পৌত্তলিকতা! তাই যেখানে সন্ধ্যায় তুলসীতলায় কুল-লক্ষ্মীরা প্রদীপ দিতেন—এখন সেখানে তুলসীদেবী অন্তর্হিত হ'য়েছেন!—শুভ শঙ্খ-ধ্বনিটুকু—তাও সব জায়গায় বেজে ওঠে না!

..... দেবী-দা পল্লীর ছেলের মুখে এখন আর সে সরল-হাসি নেই; এখন আর তারা তেমন আনন্দে নদীতে সাঁতার কাটে না—মাছ ধরেনা;—বিকালে বুড়ো বটগাছের তলায় তেমন করে আর কপাটী খেলেনা।—এখন হয়েছে ফুটবল!—খেলার মধ্যেও এত বিলাসিতা!

সরলতার স্থানে এখন কুটিলতা এসেছে, পুণ্যের স্থানে অধর্ম্ম আশ্রয় নিয়েছে! তাই এখন পল্লীর-মেয়েরা নির্ভয়ে পথ চল্‌তে পারেনা—পাপীর লুব্ধদৃষ্টির ভয়ে! তাই পল্লীবালা তার ক্ষুণ্ণপ্রাণ নিয়ে তার বালক-সঙ্গীর সঙ্গে অবাধে মিশ্‌তে পারেনা—পাছে নিন্দে হয়!—শিক্ষিত সমাজ চোখে আঙুল দিয়ে তাদের ভুল দেখিয়ে দিয়েছে,—তাদের নির্ম্মল প্রাণটীতে সঙ্কোচের ছাপ দেগে দিয়ে তাদের অবাধ-মিলনের পথে এক প্রকাণ্ড 'প্রাচীর' তুলে দিয়েছে!

দেবী দা! লোক শিক্ষা চাই—লোক শিক্ষা চাই! এমন শিক্ষা চাই—যে শিক্ষায় স্বার্থপরতা নেই, কুটিলতা নেই। যে শিক্ষা মানুষকে প্রকৃত মানুষরূপে পরিণত করে। এমন শিক্ষা চাই—যে শিক্ষায় আপন-জনকে পর করে' দেয়না,—ভাইকে ভাই বলে বুকে

টেনে নেয়। যে শিক্ষায় দরিদ্রের দুঃখে কান্না আসে—তাদের আঁখি জল মোছাবার জন্য প্রাণ আকুল হ'য়ে ওঠে,—আর্ত্তপীড়িত মানবকে সর্ব্ববিবাদ হ'তে নির্ভয় করে দেয়!—তেমন শিক্ষা চাই,—যে শিক্ষা মানুষকে 'অমর' করে রাখে!—যেমন অমর হয়েছেন—'বিদ্যাসাগর,' তাঁর বর্ণ পরিচয় লিখে!—যতদিন 'বাংলা' থাকবে—যতদিন 'বাঙালী' থাক্‌বে—তাঁর এ অমর কীর্ত্তির কথা মানুষ ভুল্‌বেনা! আর চাই ত্যাগ শিক্ষা—প্রকৃত আত্ম-বলিদান!—এই ত সেদিন ত্যাগের অবতার 'দেশবন্ধু'—দেশের জন্য প্রাণ দিলেন;—এমনি নিঃস্বার্থ ভালবাসার আকর্ষণ দিয়ে মানুষকে আপনার করেছিলেন যে, 'সমস্ত ভারত' তার পায়ের তলায় আসন পেতেছিল,—সকলে তাঁকে 'স্বর্গের ঠাকুর' বলে পূজা করতো! তাঁর সেই সৌম্য-মূর্ত্তি যে দেখ্‌তো—সেই তন্ময় হ'য়ে যেত!—সকলে অবনত শিরে তাঁর আজ্ঞা পালন করতো!—তারপর যে দিন—যে দিন তিনি হঠাৎ চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হ'লেন—ভারতের সমস্ত জাতি কী আকুল হাহাকারে কেঁদে উঠিছিল,—সমগ্র-প্রাণের মর্ম্মান্তিক ব্যথা পৃথিবীতে একটা কম্পন এনেছিল! যখন তাঁর পুণ্য-দেহটা রাজপথ দিয়ে ব'য়ে নিয়ে যায়—'কী বিরাট শোভাযাত্রা' সারা-সহরকে ছেয়ে ফেলেছিল!

তখন মনে হয়েছিল—'এই ত মানুষ!—যুগে যুগে এঁরা এম্‌নি করে জগতকে মাতিয়ে কাঁদিয়ে চলে যান,—আর সমগ্র পৃথিবী তার ব্যথিত-বিস্ময়-দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে!

.....আমাদেরও জাগ্‌তে হবে দেবী-দা! পুণ্যের পবিত্র-স্পর্শ মাথায় নিয়ে—ত্যাগের আত্মবলি নিয়ে এখানে কাজ করতে হবে!—দেবী-দা!—তুমি ভুলে যাও যে, তুমি 'জমিদার',—আমি ভুলে যাই যে, আমি এক নগণ্য কৃষক,—তোমার প্রজা!—আজ আমরা উচ্চ-নীচ ভুলে গিয়ে—স্পৃশ্যাস্পৃশ্য ভুলে গিয়ে এস দুজনে এক হ'য়ে যাই! চল—আজ ভায়ে ভায়ে হাত ধরাধরি করে বিরাট কর্ম্ম-সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ি! দীনকে বুকে তুলে নেব,—অনাথের সহায় হব—আর্ত্তের ব্যথা মুছিয়ে দেব, যেখানে অত্যাচার দেখ্‌বো—একটা প্রবল দর্প নিয়ে সেখানে গিয়ে দাঁড়াবো—হাহাকারের টুঁটী চেপে ধরব—অন্যায় সবলে রোধ করব'! পারবে না দেবী-দা?—কেন পারবোনা?—সম্মুখে তুমি রয়েছ,—আমার শিক্ষাদাতা জ্ঞানদাতা গুরু,—অন্ধকার থেকে টেনে তুলছো—হীনকে মহতের শিখরে দাঁড় করিয়েছ,—তবে তার উপযুক্ত কাজ করবনা কেন? দেবী-দা! আর সংকীর্ণ গণ্ডীতে থাক্‌তে মন চায় না—ওই বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র—অনন্ত কার্য্যাবলী!—দেবী দা—দেবী-দা, তুমি শুদ্ধ আশীর্ব্বাদ কর—পথ দেখাও—আদেশ কর;—আমি তোমারই আদেশ মাথায় নিয়ে—তোমার পদধূলি মাথায় নিয়ে কর্ম্ম সমাপন করে' যাই!

সমাপ্ত।

সংগ্রহ।

অভিনব ফুলকপি

ফুলকপির চাষ এদেশে বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সম্প্রতি আমাদের নিকট বিলাত হইতে নূতন ধরণের ফুলকপির খবর আসিয়াছে। ইহা ইংরাজী এপ্রিল মে মাস হইতে সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত বীজ পুতিতে পারা যায়। প্রত্যেকটি গাছ হইতে ডাল উঠিয়া পাঁচ হইতে ১৫টি পর্য্যন্ত আলাদা আলাদা ফুলকপি জন্মিবে। ইহা অতি উৎকৃষ্ট। খাইতে বেশ সুস্বাদু। কেবল তাহাই নহে। গাছটি ফল দিয়াই মরিয়া যাইবে না। পাঁচ হইতে নয় বৎসর পর্য্যন্ত বৎসর বৎসর ফল দান করিবে। ইহার বীজ ভারতীয় কৃষি সমিতিতে

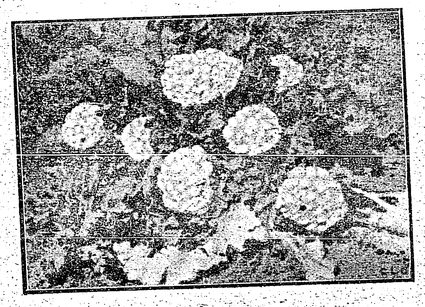

"কৃষক" আফিসে ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীটে পাওয়া যায়। বিলাত হইতে টাট্‌কা আমদানী। আশা করি কৃষি কার্য্যে উৎসাহী ব্যক্তি মাত্রেই এই সংবাদে আনন্দিত হইবেন ও ভারতে এই নূতন কপি চাষের পত্তন শীঘ্রই আরম্ভ হইয়া যাইবে।

তুলার প্রতিদ্বন্দ্বী

তুলার স্থান অন্য কোন বস্তু অধিকার করতে পারে এই প্রচেষ্টা জার্ম্মেণী এবং ইংলণ্ডতে বেশ চলিতেছে।

তিসি এবং শনের সুতকে বেশ অনেকটা কার্য্যপোযোগী করা হইয়াছে কিন্তু আঁশগুলি একটু ছোট হইলে তুলার মত বুনিবার সুবিধা হয়।

সরকারী সিনকোনার আবাদ

সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়ার (Survey of India) দ্বারা এবার শীতকালে সরকারী সিনকোনার আবাদ জরিপ করা হইবে। বাঙ্গালায় বনবিভাগ কালিমপংএর নিকট সামসিং নামক স্থানে ন্যূনাধিক ২০০০ দুই সহস্র বিঘা জমিতে ঐ চাষ করিবার জন্য দিতে প্রস্তুত হইয়াছে। অতি সুন্দর জমী এবং আশা করা যায় আবাদ খুব ভাল হইবে। কেবল এই অঞ্চলে বৃষ্টি অধিক হয় বলিয়া একটু ভয় ও আশঙ্কা আছে।

আফিম

চায়না আফিং অনেক খায় এবং এই চাষও ইদানিং বেশ হইতেছে। ন্যাশনাল গবর্ণমেণ্ট Nationalist Govt এর হাতে রাজত্ব আসার পরে ইহারা আইন করিয়া আফিং খাওয়া বন্ধ করিয়াছেন, এমনকি ঐ চাষও বন্ধ করিবার হুকুম দিয়াছেন।

নারিকেলের মাখম

আমাদের দেশে আবহমানকাল হইতে নারিকেলের সমাদর চলিয়া আসিতেছে। নারিকেলের নাড়ু পূজার সময় ঘরে ঘরে বিরাজ করে। ইহা যে পরম উপাদেয় পুষ্টিকর খাদ্য তাহা সকলে একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সম্প্রতি পাশ্চাত্য দেশে নারিকেলের সমাদর বেশ বাড়িয়া উঠিয়াছে। নারিকেলের নির্য্যাস হইতে মাখম প্রস্তুত আমেরিকাতে খুব চলন হইয়াছে। মানহিম্ (mannhim) নামক স্থানের ফ্যাক্টরী হইতে নারিকেলের মাখম প্রস্তুত হইতেছে। উহা জার্ম্মাণীর একটি সহর। ঐ কারখানা হইতে (Palsins) পালসিন্ নামে বাজারে রেজেষ্ট্রীকৃত নারিকেল মাখম প্রস্তুত হইতেছে। মাখমের পরিবর্ত্তে অনেক স্থলে উক্ত দ্রব্য ব্যবহৃত হইতেছে। উহার রং সাদা। কারখানার মালিকগণ বলেন শতকরা ৯০ ভাগ শাক্‌সবজীর সার পদার্থ উহাতে বর্ত্তমান আছে। জলীয় ভাগ খুব কম থাকায় অনেকদিন রাখা যায়। সহজে পচিয়া যায় না। সেজন্য হাঁসপাতালে ইহার ব্যবহার বেশ চলিতেছে। সেনানিবাসের রন্ধনশালাতে ও ইহার প্রসার হইয়াছে। ইহা সারা জার্ম্মাণীতে একই দরে বিক্রয় হইয়া থাকে। নারিকেলের খোলা বা মালা শুখাইয়া বিক্রয় হয়। ইহা একটি বড় ব্যবসা। কেবল জার্ম্মাণীতে নহে ইংলণ্ডেও ইহার সমাদর বাড়িয়া উঠিতেছে। বিলাতে ইহুদী, মুসলমান এবং নিরামিশাষী ব্যক্তিগণ রন্ধনার্থে ইহা খুব পছন্দ করিতেছেন। ঘৃতের বদলে ইহার প্রচলন চলিতেছে।

অভিনব বৈদ্যুতিক লাঙ্গল

সম্প্রতি পাশ্চাত্য দেশে কৃষক সমাজে এক নূতন প্রকার বৈদ্যুতিক লাঙ্গলের আবিষ্কার হইয়াছে। ইহা দ্বারা যে কেবল পোকা মাকড় কীট পতঙ্গ আগাছা প্রভৃতি নষ্ট হয় তাহা নহে, জমীর ভিতরকার নাইট্রোজন নামক পদার্থ বিশেষ যাহাতে সমভাবে থাকে তাহারও সুব্যবস্থা ইহা দ্বারা সম্ভব হয়। অর্থাৎ ইহা ক্রমে সারের কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে। বিদ্যুতের উৎপাদক যন্ত্র সমেত দুইটি লাঙ্গলের ফালি একটি ট্রক্টর বা কলের লাঙ্গল জড়িত

থাকে। যেমন লাঙ্গলের ফলা জমীতে প্রবেশ করে অমনি বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইয়া বিদ্যুৎময় ক্ষেত হইয়া যায়। ঐ তাড়িত প্রবাহে কীট পতঙ্গ আগাছা বিনষ্ট হইয়া যায়। দ্বিতীয় বার লাঙ্গলের মাড়ানিতে নাইট্রোজেন জমীতে সমাবেশ হইয়া জমীর উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

নারিকেল

নারিকেল একটি লাভজনক ব্যবসা। এই ব্যবসাটি যে কেবল এদেশে আবদ্ধ তাহা নহে ভারতের সীমার বাহিরে ইহার বহির্বাণিজ্যের প্রসারতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী এই বাণিজ্যের প্রধান স্থান। মান্দ্রাজ অঞ্চলে, করোমণ্ডল কূলের চারিধারে অসংখ্য নারিকেল গাছের বাগান আছে। সেই সকল নারিকেল বিলাতে চালান যায়। এই ব্যবসাটির আয় শুনিয়া অবাক হইতে হয়। গত তিন বৎসরে গড়পরতা প্রায় ২২০ লক্ষ টাকার মাল চালান হইয়াছে। সমগ্র মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী হইতে যত টাকার মাল চালান যায় তাহার শতকরা ২৭ ভাগ হইতেছে এই নারিকেলের ব্যবসা। নারিকেলের খোসা ছাড়াইয়া ভিতরের শাঁসটি বাহির করিয়া লইয়া পাঠান হয়। এই শাঁসটি যাহাতে ভাল অবস্থায় থাকে তাহার জন্য নানাপ্রকার জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। এ সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টেরও দৃষ্টি পড়িয়াছে। সাধারণতঃ যে প্রণালীতে শাঁস নিষ্কাষণ করা হয় তাহা বড়ই সেকেলে। অর্থাৎ হাত দিয়া করা হয়। কেবল তাহাই নহে অনাবধানতা বশতঃ অনেক সময় ভাল না শুকাইয়াই জাহাজে মাল বোঝাই করা হয়। জাহাজের খোলের গরমে উত্তপ্ত হইয়া অনেক নারিকেল নষ্ট হইয়া যায়। বলা বাহুল্য তৈল ব্যবসায়ীগণ তৈলের জন্য বিভিন্ন দেশে ইহা লইয়া থাকেন। যাহাতে নারিকেল হইতে ভাল এবং প্রচুর তেল বাহির হয় তাহার জন্য শাঁস ছাড়াইবার নূতন যন্ত্র প্রচলন হইতেছে। ইহাতে বেশী না ভাঙ্গিয়া অপেক্ষাকৃত আস্ত নারিকেলের শাঁস বাহির হইতেছে। তাহাতে শুকান ভাল হয় ও ধূলা, মাটীর ভাগ কম লাগে। ইহা বাদে ব্যবসায়ীগণ ওজনে ভারী করিবার জন্য নারিকেল ঝুনা হইবার কিছু পূর্ব্বে জল ছিটায়। ইহাতে নারিকেলের গুণ নষ্ট হইয়া যায়। মোট কথা হইতেছে এই যে যন্ত্রের সাহায্যে শাঁস বাহির হইলে নষ্ট কম হইবে তাহাতে ব্যবসায়ীর লাভ। সুতরাং অসাধু উপায়ে ওজন বাড়াইবার আবশ্যকতা হইবে না। এ সকল যন্ত্র প্রচলনার্থে মান্দ্রাজ সরকারী শিল্প বিভাগ চেষ্টা করিতেছেন শুনা যাইতেছে। আশা করি আমাদের ভারতীয় ব্যবসায়ীগণ এ বিষয়ে মনোযোগ দিয়া যাহাতে এই ব্যবসায়টির সুনাম অক্ষুন্ন থাকে তাহার চেষ্টা করিবেন।

মরুভূমিতে কৃষিকার্য্য

আফ্রিকার সাহারা মরুভূমিকে কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করিবার আয়োজন চলিতেছে। ফরাসী গবর্ণমেণ্ট ইহার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। সম্প্রতি তুনিসিয়ার (Tunisia) দক্ষিণ পশ্চিম অংশই পরীক্ষা করা হইতেছে। প্রথমতঃ মরুভূমি হইতে তিনটী পৃথক পৃথক খাল কাটিয়া ভূমধ্যসাগরের সহিত যোগ করিয়া দেওয়া হইবে। দ্বিতীয়তঃ এটলস পর্ব্বত হইতে

প্রবাহিত একটী নদীর জল বাঁধিয়া তাহা সাহারার দিকে যাহাতে গমন করে, তাহার ব্যবস্থা করা হইবে। যদি এই প্রক্রিয়া কার্য্যকারী হয় এবং সাহারা কর্ষণোপযোগী হয়, তাহা হইলে তথায় ভারতীয় শস্যাদি, ফল, চা, তুলা, আখ ইত্যাদির চাষ করা হইবে।

অষ্ট্রেলিয়াতে তুলার চাষ

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই কৃষি জগতে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। ভাত এবং কাপড় উভয়ই কৃষিজাত দ্রব্য হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়াতে তুলা উৎপন্নের জন্য লোকে বিশেষ চেষ্টা করিয়া কতকটা সাফল্য লাভ করিয়াছে তাহার দু একটি কথা বলিতেছি। গত সাত বৎসর ইহার চাষ আরম্ভ হইয়াছে ও গভর্ণমেণ্ট গোড়া হইতেই ইহার সহায়তা করিয়া আসিতেছেন। ঐ দেশের কলে ইহার প্রচুর ব্যবহার হইবে ইহা প্রথমে অনুমান করা হইয়াছিল। কিন্তু কার্য্যতঃ তত মিল প্রতিষ্ঠা হয় নাই। সেজন্য তুলা যত জন্মাইয়াছিল ততটা কাটে নাই। বাহিরে চালান ব্যবসা আবার এই তুলায় তত লাভ হয় না। অষ্ট্রেলিয়ার রাজ সরকার নূতন আইন প্রণয়ন করিয়া যাহাতে বিদেশ হইতে আগত তুলা দেশীয় তুলার ব্যবসাকে হটাইতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

বিলাতের কৃষি প্রদর্শনী

নটিং হামে কৃষি প্রদর্শনীতে নানা প্রকার চাষের যন্ত্রের আমদানী হইয়াছে। তন্মধ্যে কয়েকটির নাম উল্লেখ করা যাইতেছে। রাষ্টন এবং হর্ণসবি লিমিটেড নামক লিঙ্কলনের (Lincoln) একটি ফার্ম্ম নানা প্রকার কৃষি কলের, তৈলচালিত এঞ্জিন, কলের লাঙ্গল প্রভৃতি জিনিস দেখাইয়াছেন। সুবিখ্যাত মার্সাল কোম্পানী নানা প্রকার কৃষিযন্ত্র, ধান ভাঙ্গা কল, এঞ্জিন প্রভৃতি প্রদর্শন করাইয়াছেন। ইহা ব্যতীত আরো অনেকে দেখাইয়াছেন।

ম্যাজিক লণ্ঠন সাহায্যে লোক শিক্ষা

বর্ত্তমান যুগ জন-জাগরণের যুগ। আপর সাধারণকে শিক্ষা দীক্ষা দিয়া সভ্য করিয়া তোলাই বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম। পাশ্চাত্য দেশে ছায়াচিত্র অবলম্বনে কেবল যে স্বাস্থ্য-শিক্ষা প্রচার হইতেছে তাহা নহে, সমাজ-সমস্যা, অর্থসমস্যা, প্রভৃতি জটিল বিষয় ও ম্যাজিক-লণ্ঠনের সাহায্যে লোকের সামনে ধরা হইতেছে ও সকলকে সেসব গভীর বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করান হইতেছে। ইউরোপ ও আমেরিকাতে স্কুল কলেজ এমনকি চার্চ্চ বা গির্জ্জা সকল গুলিতেই ম্যাজিক লণ্ঠনের ছবি অবলম্বনে স্বাস্থ্য শিক্ষা, সামাজিক-সমস্যা প্রভৃতি বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। কারণ স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে যে চাক্ষুষ শিক্ষা প্রণালী বক্তৃতা অপেক্ষা অনেক কার্য্যকরী। আমাদের এই ভারতবর্ষে শিক্ষা দীক্ষার অবস্থা শোচণীয়। শতকরা ৯৫ জন বর্ণজ্ঞানশূন্য বলিলেও চলে। এখানে ছায়াচিত্র অবলম্বনে লোক শিক্ষা দিলে যে কত সহজে ফলপ্রদ হইতে পারে তাহা রোধ হয় বলা নিষ্প্রয়োজন। আজ যে ভারতে সহস্র সহস্র লোক অজ্ঞানতা বশতঃ ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ভয়ঙ্কর রোগে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে তাহার দূরীকরণার্থে যদি

ছায়াচিত্র অবলম্বনে একদল প্রচারক গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বক্তৃতা দেন নিশ্চিতই তাহার সুফল ফলিবেই। এই বিষয় দেশের রাজশক্তির সহিত সহযোগিতা করিয়া যদি মিউনিসিপালিটি জেলা বোর্ড মিলিত হন তবে অচিরে এসকল ব্যাধি প্রশমিত হইতে পারে। এই সকল রোগ প্রথমাবস্থায় যত্ন করিলে নিবারিত হইতে পারে ইহা অজ্ঞ দেশবাসীকে বুঝাইতে হইবে। রোগ নিবারণ কল্পে স্বাস্থ্য বজায় রাখিবার মূলনীতিগুলিও শিখাইতে হইবে। শুধু নীরস বক্তৃতা নিরক্ষর লোকের নিকট কোন কাজে আসে না। ছায়াচিত্র দ্বারা চিত্তাকর্ষক করিয়া সহজ ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিলে সহজেই মূর্খ লোকের হৃদয়গ্রাহী হয়। বর্ত্তমানে ম্যাজিক লণ্ঠনের ক্রয়ের খরচা ও অনেক কম হইয়া গিয়াছে। অতএব আশা করি আমাদের দেশের হিতসাধনে ব্রতীগণ এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেন। মিউনিসিপালিটি ও জেলাবোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষগণ ও এবিষয়ে আশা করি শীঘ্র নজর দিবেন। কেবল স্বাস্থ্য কেন ইতিহাস ভূগোল কৃষি ব্যবসা প্রভৃতি বিষয়ের ছবি ম্যাজিক-লণ্ঠনে দেখাইবার জন্য এখন প্রচুর পরিমাণে তৈয়ারী হইতেছে। আশা করি এবিষয়ে শীঘ্রই দেশবাসীর দৃষ্টি পড়িবে ও দেশে শিক্ষাজগতে নূতন করিয়া সাড়া পড়িয়া দেশে আবার সুবাতাস বহিতে থাকিবে।

আসাম লেবার বোর্ডের কার্য্য

আসাম প্রদেশের শ্রমিকবোর্ডের সভাপতি মহোদয়ের মতে এ বৎসর মোট ৪১১৭৬ জন শ্রমিক নিযুক্ত হইয়াছে। গত বৎসর ৩২৪১২ জন লোক ছিল। এবং এ বৎসর ৪০৩৩১ জন সর্দ্দার বাগানে কাজ করিয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর ৩৫৫৮৩ জন সর্দ্দার কুলী ছিল। চা বাগানের শ্রমিকগণ বর্ত্তমানে অধিকাংশ স্থলেই তাহাদের মাহিনা ব্যতীত নিজেরা তরিতরকারী চাষ করিয়া বিক্রয় করিবার অনুমতি পাইয়া থাকে। তাহা বাদে কাঠকয়লার খরচা ও চিকিৎসার ব্যয় কোম্পানী বহন করিয়া থাকেন।

জগদীশচন্দ্রের নূতন আবিষ্কার

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র যে নূতন যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা দ্বারা বৃক্ষপল্লবের সূক্ষ্মতম হৃৎস্পন্দন পর্য্যন্ত উপলব্ধি করা যায়। কিরূপে সামান্য পল্লবটীও যে কোনও প্রাণীর ন্যায় ছটফট করিয়া ক্রমশঃ প্রাণত্যাগ করে তাহা তিনি সকলকে ইলেকট্রিক তারের সাহায্যে প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু ইহাই তাঁহার একমাত্র আবিষ্কার নয়। এতদিন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বিশ্বাস ছিল যে বৃক্ষলতাদি পত্রের সাহায্যে 'রস' সংগ্রহ করিয়া জীবন ধারণ করে। কিন্তু আচার্য্য জগদীশচন্দ্র প্রমাণ করিয়াছেন তাহা সত্য নয়, যদি তাহাই হইবে তবে ফাল্গুনের খররৌদ্র তাপে যখন সকল বৃক্ষের পাতা ঝরিয়া পড়ে তখন বৃক্ষগুলি বাঁচে কি করিয়া, নূতন নূতন ফল ও পত্রোদ্গমই বা হয় কোথা হইতে? তিনি একখণ্ড বৃক্ষশাখা লইয়া দেখাইয়াছেন উপর বা নিম্ন—যে কোনও দিক হইতে ইহা রস সংগ্রহ করিতে পারে।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

কার্ত্তিক মাস।

আশ্বিন মাস গত হইল, বিলাতি সব্জীবীজ বপন করিতে আর বাকী রাখা উচিত নহে। কপি, সালগম, বীট প্রভৃতি ইতিপূর্ব্বেই বপন করা হইয়াছে। সেই সকল চারা এক্ষণে নাড়িয়া নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হইবে। মটর, মূলা এবং নাবী জাতীয় সীম, সালগম, বীট, গাজর, পিঁয়াজ ও শসা প্রভৃতি বীজের বপনকার্য্য আশ্বিন মাসের শেষেই আরম্ভ করা উচিত। নাবী ফসলের এখনও সময় আছে, এখনও তাহাদের চাষ চলে। কার্ত্তিকের প্রথমে ঐ সমস্ত বিলাতী বীজ বপন যেন আর বাকী না থাকে। বীজ-আলুও এই সময় বসাইতে হইবে। পিঁয়াজ ও পটল চাষের এই সময়। আশ্বিনের প্রথমার্দ্ধ গত হইলে রবিশস্যের জন্য জমি তৈয়ারি করিতে হইবে এবং আশ্বিন মাস গত হইতে না হইতেই মসুরী, মুগ, তিল, খেঁসারী প্রভৃতি রবি শস্যের বীজ বপন করিলে ফল মন্দ হয় না। কিন্তু আকাশের অবস্থার উপর সব নির্ভর করে। যদি বর্ষা শেষ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, তবেই রবিফসলের জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত নতুবা বৃষ্টিতে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। সচরাচর দেখা যায় যে, আশ্বিন মাসের শেষেই বর্ষা শেষ হইয়া যায় সুতরাং বঙ্গদেশে কার্ত্তিক মাসেই উক্ত ফসলের কার্য্য আরম্ভ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

ধনে—যেমন তেমন জমি একটু নামাল হইলে যথেষ্ট পরিমাণে ধনে হইতে পারে। এই সময় বুনিতে হয়।

সুল্লাদি—সুল্ল, মেথি, কালজিরা, মৌরী, রাঁধুনি ইত্যাদি এতৎ প্রদেশে ভাল ফলে না; কিন্তু উহাদিগের শাক খাইবার জন্য কিছু কিছু বুনিতে পারা যায়। এই সকল বপনেরও এই সময়।

কার্পাস গাছ—কার্পাসের দুই চারিটি গাছ, বাগানের এক পাশে রাখিতে পারিলে গৃহস্থের অনেক কাজে লাগে। উহার বীজ এখন বপন করিতে হয়।

তরমুজাদি—তরমুজাদি, বালুকামিশ্রিত পলিমাটিযুক্ত চর জমিতেই ভাল হয়। যে জমিতে ঐ সকল ফসল করিতে হয়, তাহাতে অন্যান্য সারের সঙ্গে আবশ্যক হইলে কিছু বালি মিশাইয়া দিবে। তরমুজ মাটি চাপা দিলে বড় হয়। তরমুজ বীজ বসাইবার এই সময়।

উচ্ছে—৫ হাত অন্তর উচ্ছের মাদা করিতে হয়, নচেৎ পাইট করিতে ও উচ্ছে তুলিতে কষ্ট হইবে। উচ্ছের বীজ একটী মাদায় ৩।৪ টার অধিক পুতিবে না। উচ্ছে বীজ এই মাসের মধ্যে বসাও।

পটোল—পটলের মূলগুলি প্রথমে গোবরের সার মিশ্রিত অল্পজলে ২।৩ দিন ভিজাইয়া রাখিয়া নূতন কলা বাহির হইলেই ভূমিতে পুতিবে। পুনঃ পুনঃ খুসিয়া ও নিড়াইয়া দেওয়াই পটলক্ষেত্রের প্রধান পাইট। পটল চাষ এই মাসে আরম্ভ হয়।

পলাণ্ডু—কল সমেত একটী পিঁয়াজ আধ হাত অন্তর পুতিয়া দিবে এবং জমি নিতান্ত শুকাইয়া গেলে মধ্যে মধ্যে জল দিয়া আবার মাটির "যো" হইলে খুঁড়িয়া দিবে। এই মাসে পিঁয়াজ বসাইবে।

মটরাদি—শুটি খাইবার জন্য আশ্বিনের শেষে মটর, বরবটি ও ছোলা বুনিতে হয়। ঘাস নিড়াইয়া দেওয়া ভিন্ন ইহাদের বিশেষ পাইট কিছুই করিতে হয় না।

ক্ষেত্রে পাইট—যে সকল ক্ষেত্রে আলু কপি বসান হইয়াছে, তাহাতে জল দিয়া আইল বাঁধিয়া দেওয়া ভিন্ন এ মাসে উহাদিগের আর কোন পাইট নাই।

ফলের বাগান—এই সময় কোপাইয়া গাছের গোড়া বাঁধিয়া দেওয়া উচিত।

মরসুমী ফুল বীজ—সর্ব্বপ্রকার মরসুমী ফুল বীজ এই সময় বপন করা কর্ত্তব্য। ইতিপূর্ব্বে এষ্টার, প্যান্সি, দোপাটি, জিনিয়া প্রভৃতি ফুল বীজ কিছু কিছু বপন করা হইয়াছে। এত দিন বৃষ্টি হইবার আশঙ্কা ছিল, কিন্তু কার্ত্তিক মাসে প্রচুর শিশিরপাত হইতে আরম্ভ হইলে আর বৃষ্টির আশঙ্কা থাকে না, সুতরাং এখন আর যাবতীয় মরসুমী ফুল বপনে কাল বিলম্ব করা উচিত নহে।

গোলাপের পাইট—গোলাপ গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দিয়া এই সময় রৌদ্র ও বাতাস খাওয়াইয়া লইতে হইবে। ৪।৫ দিন এইরূপ করিয়া পরে ডাল ছাঁটিয়া গোড়ায় নূতন মাটি, গোবরসার প্রভৃতি দিয়া গোড়া বাঁধিয়া দিলে শীতকালে প্রচুর ফুল ফুটে। গাছের গোড়া খোলা থাকা কালে কলিচুণের ছিটা দিলে বা অল্প পরিমাণ গুঁড়া চুণ ছড়াইয়া দিলে বাঙলা দেশে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। বাঙলা দেশে মাটি বড় রসা এই কারণে এখানে এই প্রথা অবলম্বনে বিশেষ উপকার হয়।

---

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসান লিঃ হইতে প্রকাশিত ও
১০ নং করপোরেশন ষ্ট্রীট ইষ্টার্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত।

পত্র লিখিবার সময় 'কৃষকে'র নামোল্লেখ করিবেন।

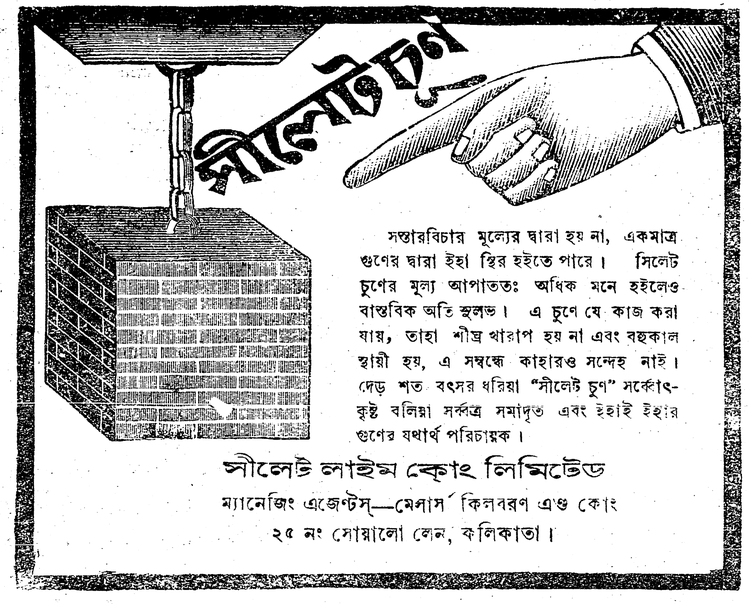

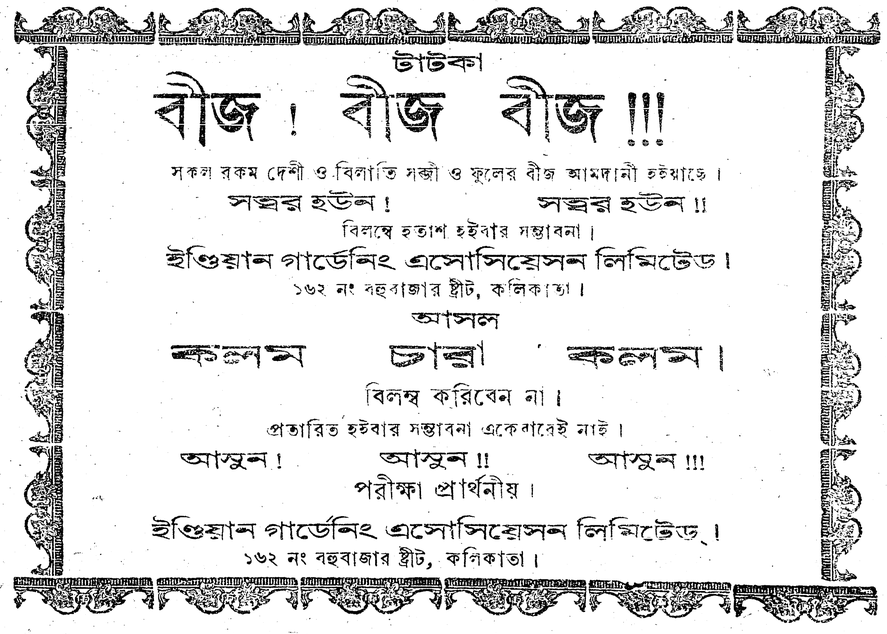

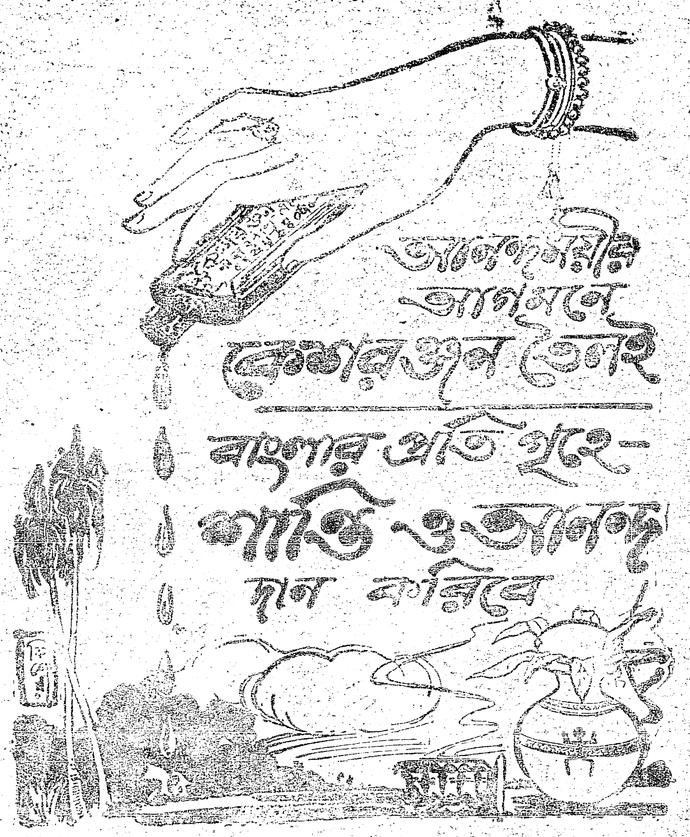

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আমাদের বহুদিনের এই প্রতিষ্ঠাপন্ন ঔষধালয়ে শাস্ত্রমতে প্রস্তুত নানাবিধ ঘৃত, তৈল, আসব, অরিষ্ট, বটিকাদি, জারিত ও শোধিত ধাতুসমূহ—অকৃত্রিম মৃগনাভি ও মকরধ্বজ প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রচুর পরিমাণে বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত থাকে।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

কবিরাজ—নগেন্দ্র নাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড

কলিকাতা।

REGISTERED NO C 192

২৯শ বর্ষ] কার্ত্তিক, ১৩৩৫ সাল [৭ম সংখ্যা

কৃষি, শিল্প ও বিজ্ঞান এবং বাণিজ্য বিষয়ক একমাত্র

মাসিক পত্র



কৃষক

OR

THE AGRICULTURIST

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেডের মুখপত্র।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সম্পাদক—শ্রীযামিনীরঞ্জন মজুমদার।

বার্ষিক ৩৲ মূল্য প্রতি সংখ্যা ।৵০

আখ মাড়াই কল।

(বলদ চালিত)

তন রোলার যুক্ত।

আখ মাড়াই কল।

ইহাতে দুইটী সমান মাপের রোলার আছে। ৮ লম্বা×৭ ব্যাস। আর একটী ছোট রোলার আছে ৬ ×৫ , ইহার দ্বারা আখগুলি চিরিয়া ফেলা হয়; ফ্রেমটি শাল কাঠের, এবং উপরের ও নীচের বুসগুলি ঢালাই লৌহে প্রস্তুত। সম্পূর্ণ ওজন প্রায় ৭॥০ মণ।

আলাদা রোলার সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে।

'হাত' আখ মাড়াই কল

ইহাতে দুইটী ৮ ×৭ মাপেরও একটী ৬×৫ মাপের রোলার আছে। দাঁতগুলি মজবুত ও সম্পূর্ণ ঢাকা এবং ইচ্ছামত বদলান যায়। তৈলাধারগুলি এরূপভাবে প্রস্তুত যে রসের সহিত তৈল মিশিয়া যায় না।

সকল অংশই সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে।

আজই পত্র লিখিয়া অনুসন্ধান করুন।

Sales Department HOWRAH. **BURN & Co. Ltd.** Howrah Iron Works HOWRAH.

প্রকাশিত হইয়াছে! প্রকাশিত হইয়াছে!

আপনাদের চিরপরিচিত **কৃষি সহায়** বা Cultivator's guide প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি বিঘা কিরূপ চাষ, কত পরিমাণ সার ও বীজ দরকার বা কি পরিমাণ চারা প্রয়োজন তাহা সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ। ইহার আবশ্যকতা সম্বন্ধে প্রায় সকলেই অবগত আছেন। মূল্য ৸০ আনা বাঁধাই—৸৵০ মাত্র।

আসল! আসল!! আসল!!!

যাবতীয়

ফল ফুল ও পাম

কলম চারা

প্রতারিত হইবার আশঙ্কা নাই।

এই প্রকৃষ্ট সময় এই প্রকৃষ্ট সময়

বিলম্বে হতাশ হইবার সম্ভাবনা

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Cover Printed at the Sree Ram Press, 162, Bowbazar Street, Calcutta.

ফসফাটোল।

রক্ত পরিষ্কারক শক্তি ও মেধা বর্দ্ধক

নার্ভাফুড্।

মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র

দেহের সার পদার্থ শোণিতকে পরিষ্কার করিয়া সতেজে প্রবাহিত করিতে কর্ম্মশ্রান্ত, ব্যাধিক্লান্ত নিস্তেজ পেশী সমূহকে সবল কার্য্যক্ষম করিতে ও স্নায়ু মণ্ডলীকে দৃঢ় সতেজ করিতে এই ঔষধ অদ্বিতীয়।

দীর্ঘকাল রোগ ভোগ, কষ্ট ভোগ, অতিরিক্ত পরিশ্রম ও মানসিক দুশ্চিন্তার ফলে শরীর ও মন যখন ক্লান্ত হইয়া পড়ে, কার্য্যে উৎসাহ থাকে না, জীবনটা দুর্ব্বহ বলিয়া মনে হয়, তখন একমাত্র ফস্‌ফাটোলই প্রকৃত বন্ধুর কাজ করিতে সমর্থ। ফস্‌ফাটোল দুর্ব্বলকে সবল করে, স্বাস্থ্যহীনের স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনে; বাল বৃদ্ধ যুবা প্রত্যেকের মস্তিষ্কের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিসমূহকে সতেজ করিয়া চিন্তাশক্তি ও ধারণাশক্তিকে পরিবর্দ্ধিত করে।

টেক্নো-কেমিকেল লেবোরেটরী এণ্ড ওয়ার্কস, লিমিটেড।

কোন্নগর, ই, আই, আর, কলিকাতার আফিস ১১নং ক্লাইভ রো।

আপনার প্রয়োজনীয়

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও দ্রব্যাদি।

নিম্নস্থান হইতে ক্রয় করিলে, প্রতারিত হইবার আশঙ্কা থাকিবে না। ড্রাম /৫ ও /১০ পয়সা। একত্রে ৫৲ টাকার ঔষধে শতকরা ১০ টাকা কমিশন দেওয়া হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

দি ডায়মণ্ড হোমিও সাধনাশ্রম।

২নং শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট (নেবুতলা—ঈশ্বর ভবন)

বহুবাজার কলিকাতা।

ঔষধ বিক্রয়ের লভ্যাংশ আশ্রম সংলগ্ন "ঈশ্বর ঘোষ চারিটেবল ডিস্পেন্সারীতে" ব্যয়িত হইবে।

টেক্নো-কেমিকেল লেবরেটরী এণ্ড ওয়ার্কস, লিমিটেড।

কোন্নগর, ই, আই, আর।

কলিকাতা আফিস—১১নং ক্লাইভ রো।

পল্লীমঙ্গল সমিতির মাসিকপত্র

গৃহস্থ-মঙ্গল।

সম্পাদক—শ্রীঅশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়।

অফিস—৬৯ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট।

মূল্য বার্ষিক ৩॥০ প্রতি সংখ্যা ।/০ আনা।

বর্ত্তমান ১৩৩৫ সালে, দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হইল। গৃহস্থের উপযোগী করিয়া প্রতি মাসেই ইহা নিয়মিত বাহির হইতেছে। ইহাতে টোটকা চিকিৎসা, হোমিওপ্যাথি, এলোপাথি, কবিরাজী, কৃষি, বাণিজ্য বিষয়ক ইত্যাদি যাবতীয় প্রবন্ধাদি সুচিন্তিত লেখকগণ কর্ত্তৃক লিখিত হইতেছে। ইহার প্রত্যেক পত্রই বহুমূল্য উপদেশে পূর্ণ থাকে। অদ্যই গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন এবং উপকৃত হউন।

প্রবোধচন্দ্র দের কৃষি পুস্তকাবলী।

Potato Culture	॥০
কৃষিক্ষেত্র	১॥০
সব্জীবাগ	১॥০
ফলকর	১৲
মালঞ্চ	১॥০
আয়ুর্ব্বেদীয় চা	।০
মৃত্তিকা তত্ত্ব	১॥০
গোলাপ বাড়ী	১৲
কার্পাস কথা	॥০
ভূমি কর্ষণ	।৵০
উদ্ভিদ খাদ্য	॥০
উদ্ভিদ জীবন	॥০
সাহিত্য, বিজ্ঞান, কৃষি	।০
প্রাকৃতির সামঞ্জস্যে উদ্ভিদের স্থান	।০
ভারতীয় অর্থশাস্ত্র	।০

জমী, বাটী, ক্রয়, বিক্রয়, ভাড়া ও বন্ধক এবং বিবাহকার্য্য

আমরা সহর ও মফঃস্বলের জমী, বাটী, বাগান ক্রয়, বিক্রয়; ভাড়া ও বন্ধকের কার্য্য অতি সুবিধাদরে ও সততার সহিত সম্পন্ন করিয়া থাকি। ইহা ছাড়া সহর ও মফঃস্বলের সকল শ্রেণীর পাত্র ও পাত্রীর বিবাহ সম্বন্ধ করিয়া দি। এক আনা ষ্ট্যাম্পসহ শীঘ্র আবেদন করুন।

ম্যানেজার—এ, সি, বিশ্বাস।

১২ নং দাস লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

সুরমা

এক আনার ডাক টিকিট

সুরমার সৌভাগ্য !

নহিলে, এত তৈল থাকিতে শুধু সুরমারই এত নাম ডাক, এত আদর কেন? সকলের মুখেই শুনিতে পাই,—"সুরমা বড় সুন্দর টল টলে, ব্যবহারে কখনও চুল চটচটে হয় না, অথচ ইহা নারিকেল তৈলে বা "মিনাল" তৈলে প্রস্তুত নহে। বিশুদ্ধ কৃষ্ণ তিল তৈল ইহার মূল উপাদান। সুরমার সুবাস মধুর, স্নিগ্ধ এবং বহুক্ষণ স্থায়ী। তাজা ফুলের মত এমন টাটকা সৌরভ আর কোন তৈলে নাই। সুরমার গুণও অনেক। ইহা চুলের উপকারী, মাথার উপকারী, স্বাস্থ্যেরও বিশেষ হিতকর। সুরমা মাখিলে সত্য সত্যই চুলের শোভা বাড়ে। মাথার খুস্কি, মরামাস, টাক, চুলপড়া ও অসময়ে পাকা প্রভৃতি দোষ অতি শীঘ্র নিবারিত হয়। মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে সুরমাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এত ভাল তৈলের দামও আশ্চর্য্য সস্তা। ৸০ আনা দামের একটী শিশিতে অন্যান্য তৈলের দ্বিগুণ তৈল থাকে। ডাকে লইতে ।৶০ আনা মাশুল লাগে দশের কথায় যদি আপনার বিশ্বাস না হয়, তবে ৵০ আনার টিকিট পাঠাইয়া সুরমার নমুনা পরীক্ষা করুন। সেই সঙ্গে একখানি নূতন পঞ্জিকাও বিনামূল্যে পাইবেন।

বড় এক শিশির মূল্য	৸০ বার আনা মাত্র।
মাশুলাদি খরচ	।৶০ নয় আনা।
একত্র তিন শিশির মূল্য	২৲ দুই টাকা।
ডাকমাশুলাদি	১৷৵০ এক টাকা নয় আনা



পাঠাইয়া, "সুরমার" নমুনা পরীক্ষা করিবেন।

বড় এক শিশির মূল্য	৸০ বার আনা মাত্র।
মাশুলাদি খরচ	।৶০ এগার আনা।
একত্র তিন শিশি মূল্য	২৲ দুই টাকা।
ডাকমাশুলাদি	১৷৵০ এক টাকা পাঁচ আনা।

অশোকাসব।

অশোকগাছ স্ত্রীরোগ নিবারণের প্রধান ও প্রসিদ্ধ ঔষধ সেই অশোক ছাল, ওলটকম্বল প্রভৃতি কতিপয় বাছা বাছা স্ত্রীরোগ নাশক ঔষধ দ্বারা এই অশোকাসব প্রস্তুত হইয়াছে। ঋতুকালে অল্প বা অধিক রজঃস্রাব, তলপেটে ও কোমরে বেদনা, শিরঃপীড়া, সর্ব্বদা শ্বেত, পীত বা রক্তবর্ণের অল্প অল্প স্রাব এবং রজোরোধ ও মৃতবৎসা প্রভৃতি দারুণ স্ত্রীরোগ সমূহ এই ঔষধ দ্বারা শীঘ্র নিবারিত হয়। এই ঔষধের প্রধান সুবিধা এই যে, কোন অবস্থাতেই ইহা সেবনের জন্য চিকিৎসকদের পরামর্শ প্রয়োজন হয় না। স্ত্রীলোকেরা নিজে নিজেই পূর্ব্বোক্ত রোগ সমূহের জন্য এই ঔষধ নির্চ্চাচন করিয়া নির্ভয়ে সেবন করিতে পারেন। গর্ভাবস্থাতেও ইহা সেবন করিতে কোন ভয়ের কারণ নাই।

এক শিশি ঔষধের মূল্য	১৷৹ দেড় টাকা।
ডাকমাশুলাদি	৷৵০ নয় আনা।

লোম সংহার

আমাদের এই লোমসংহার চূর্ণ এমন কয়েকটী বিশেষ উপাদানে প্রস্তুত হইয়াছে যে ইহাতে কেশের অনিষ্টকর কোনপ্রকার পদার্থ নাই। লোমযুক্ত স্থানসমূহ ধীরে ধীরে লাগাইয়া দিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে কেশমূল শিথিল হইয়া সেই স্থান পরিষ্কার হইয়া যায়। গাল প্রভৃতি কোমল স্থানে ইহা নির্ব্বিঘ্নে ব্যবহার করা যাইতে পারে। বাজারের বাজে চূর্ণাদি দ্বারা সময়ে সময়ে শরীরের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, আমাদের "লোমসংহার" চূর্ণ ব্যবহারে সেরূপ কোন ভয়ের কারণ নাই।

প্রতি শিশি মূল্য	৷৹ আট আনা।
মাশুলাদি খরচ	।৵০ তিন আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, বাসব অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভী এবং সকল প্রকার জাতির ধাতুদ্রব্য আমর ভতি বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভ দরে বিক্রয় করিতেছি।

এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ

রোগীগণ স্ব স্ব রোগ বিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্ন সহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থাও পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধআনার ডাক টিকিট পাঠাইবেন।

শ্রীশক্তিপদ সেনগুপ্ত কবিরাজ
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়
১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, টেরিটী বাজার কলিকাতা

ডাক্তার জে, এল বিশ্বাসের

ব্যথা শান্তি তৈল।

সামান্য ব্যথা হইতে বাত পর্য্যন্ত নিরাময় করিতে ইহাই উৎকৃষ্ট তৈল। বহু পরীক্ষিত। মূল্য ১ শিশি।০ তিন শিশি ৷৵০, ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ডায়মণ্ড হোমিও সাধনাশ্রম।

২ নং শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট।

(নেবুতলা ঈশ্বর ভবন) কলিকাতা।

সচিত্র বাঙ্গালা মাসিক পত্র

"স্বভাবের পথে"

৺রাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বি, এল্ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত এবং শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত স্বভাব-চিকিৎসা অর্থাৎ মাটী, জল, উত্তাপ, হওয়া ও শূন্যের সাহায্যে যাবতীয় রোগের চিকিৎসা বিষয়ক প্রবন্ধ, রোগীর বিবরণ, রোগী বিশেষের ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় প্রশ্নোত্তর, লুইকুনে, ম্যাক্‌ফার্ডেন, প্রভৃতি বিখ্যাত স্বভাব চিকিৎসকগণের লিখিত মূল্যবান পুস্তকের বাঙ্গালা অনুবাদ ইত্যাদি গত বৈশাখ ১৩৩৪ হইতে প্রকাশিত হইতেছে। সডাক বার্ষিক মূল্য ২।০, প্রতি সংখ্যার মূল্য ৶০ আনা।

গ্রাহক হইবার জন্য আজই পত্র লিখুন।

জলচিকিৎসা সম্বন্ধীয় যাবতীয় পুস্তক আমাদের নিকট পাওয়া যায়। ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

কার্য্যাধ্যক্ষ, "স্বভাবের পথে"
২০এ কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বিজ্ঞান।

এই অগ্রহায়ণে দ্বিতীয় বর্ষে নব কলেবরে দেখা দিয়াছে আয়ুর্ব্বেদ আর্য্য চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক একমাত্র মাসিক পত্র। কলিকাতা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও অধ্যাপক "আয়ুর্ব্বেদের" সেই প্রসিদ্ধ সম্পাদক কবিরাজ শ্রীধুক্ত সত্যচরণ সেন কবিরঞ্জন ইহার সম্পাদক। গত ১৩৩৩ সালের অগ্রহায়ণ হইতে নিয়মিত বাহির হইতেছে। এই পত্রিকায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী এম-এ, এল-এম-এস, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার কাব্যতীর্থ প্রভৃতি কবিরাজ এবং রায়বাহাদুর ডাঃ শ্রীচুনীলাল বসু সি-আই-ই, ডাঃ শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস এম-বি, ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-ডি, প্রভৃতি ডাক্তারগণ নিয়মিত লিখিয়া থাকেন। এরূপ শ্রেণীর পত্রিকা ইহা ভিন্ন আর নাই। বার্ষিক মূল্য—৩৷৵০। নমুনা সংখ্যা ।০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এ,
ম্যানেজার আয়ুর্ব্বিজ্ঞান। ১নং তেলিপাড়া লেন, কলিকাতা।

সোনার বাংলা

সম্পাদক { শ্রীবিপিন চন্দ্র পাল
শ্রীগোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাদুর।

ঠিকানা—১।২এ প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য—ডাকমাশুল সমেত ২।৵০ দুই টাকা ছয় আনা।

প্রতি সংখ্যা ৶০ ভিঃ পিতে ।৶০।

কেন্দ্রীয় ম্যালেরিয়া নিবারণী সমবায় সমিতি (Central Co-operative antimalaria Society) এবং বঙ্গীয় উদ্যান-কৃষক সমবায় সমিতি (Bengal Co-operative Home crofters Association এই দুই সমিতির মুখপত্র বঙ্গপল্লীর উন্নতি বিষয়ক সকল প্রকার প্রবন্ধ ও বিবরণী ইহাতে ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হয়।

তৃতীয় বর্ষ চলিতেছে। দ্বিতীয় বর্ষের মাত্র কয়েক খণ্ড অবশিষ্ট আছে।

"বৌদ্ধবাণী"

(ব্রহ্মদেশে প্রকাশিত একমাত্র বাঙ্গলা মাসিক)

সম্পাদক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বড়ুয়া।

কার্ত্তিক মাস হইতে দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। ব্রহ্ম-প্রবাসী বাঙ্গালীদের দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখের কাহিনী, শস্য-শ্যামল ব্রহ্মদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও স্বর্ণপেগোডার অপূর্ব্ব শোভা **বৌদ্ধবাণীর** ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সাম্প্রদায়িক বিষাক্ত আবহাওয়া হইতে দূরে থাকিয়া সাম্যমৈত্রীর প্রচার করাই ইহার একমাত্র কাম্য। আজই গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন।

ব্রহ্ম প্রবাসী প্রায় তিনলক্ষ বাঙ্গালীদের ঘরে ঘরে আপন **পণ্যদ্রব্যের বিবরণ** পাঠাইতে হইলে আজই চিঠি লিখিয়া বিজ্ঞাপনের হার জ্ঞাত হউন।

ম্যানেজার—"বৌদ্ধবাণী"।
৮৪ নং ডালহৌসী ষ্ট্রীট,
পোষ্ট বক্সনং ৪০৬,
রেঙ্গুন।

বার্ষিক মূল্য—৩৲ টাকা
প্রতি সংখ্যা ।০ চারি আনা।

পল্লীবাসীর মুখপত্র। পল্লীসেবক সাপ্তাহিক।

'পল্লীমঙ্গল"

পল্লীবাসীগণের সুখদুঃখের কাহিনী লইয়া প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। ইহাতে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রবন্ধ দেশবিদেশের বিবিধবার্ত্তা ও পল্লীকথা পাটের সংবাদ প্রভৃতি রীতিমত প্রকাশিত হইয়া থাকে।

প্রত্যহ প্রাতে দন্ত মঞ্জনের জন্য
ডাঃ জে, এল, বিশ্বাসের

ডায়মণ্ড টুথ পাউডার

ব্যবহার করিবেন। ইহা নিয়মিত ব্যবহারে দন্তের যাবতীয় রোগ বিনষ্ট হইয়া দন্তের উৎকর্ষ সাধন করে। মূল্য ১ কৌটা ৵০, ডজন ॥০ ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র। দুই আনার ডাকটিকিট পাঠাইয়া এক কৌটা ব্যবহার করিয়া দেখুন।

প্রাপ্তিস্থান—ডায়মণ্ড হোমিও সাধনাশ্রম।
২নং শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট,
(নেবুতলা ঈশ্বর ভবন) কলিকাতা।

এই শীতের সময় যদি আপনি
ডাঃ জে, এল, বিশ্বাসের

পপুলার কোকোনাট অয়েল

মাখিয়া স্নান করেন, তাহা হইলে আর আপনার গাত্র ফাটিবার আশঙ্কা থাকিবে না, এবং ইহার মধুর গন্ধ আপনাকে ও আপনার বন্ধু বান্ধবকে প্রচুর আনন্দ দান করিবে। **মাথার যাবতীয় রোগ দূর করিতেও এই তৈল আপনাকে যথেষ্ট সাহায্য করিবে।** অদ্যই এক শিশি আনাইয়া পরীক্ষা করুন। মূল্য অতি সামান্য—১ শিশি ।০ ২ শিশি ।৶০। ১ শিশি প্রায় দুই সপ্তাহ চলিবে।

প্রাপ্তিস্থান—ডায়মণ্ড হোমিও সাধনাশ্রম।
২, শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট, (নেবুতলা—ঈশ্বরভবন)
কলিকাতা।
পত্র লিখিলে অন্যান্য দ্রব্যের তালিকা বিনামূল্যে পাঠানো হয়।

এস পি দে এণ্ড সন্স।

৮৪এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

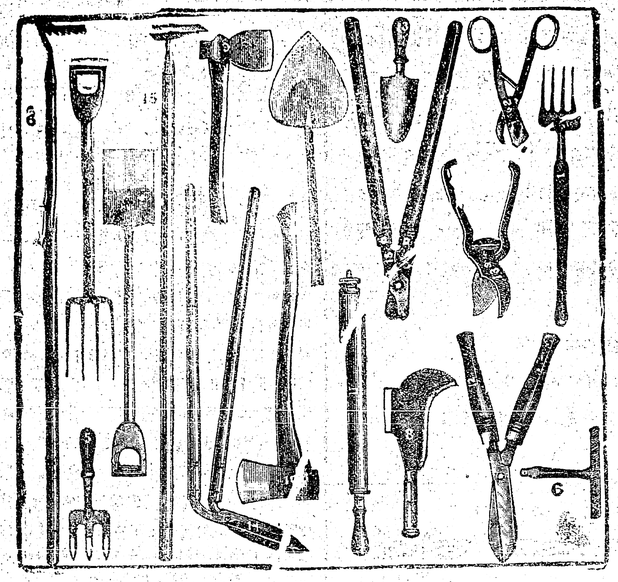

চা বাগানের ও অপরাপর চাষের জন্য যাবতীয় যন্ত্রাদি এবং লোহার কড়ি বরগা কাঁটাতার কবগেট টিন এবং বল্টু ইত্যাদি অতীব সস্তা দরে পাওয়া যায়। আপনার পত্র পাইবামাত্র মাল সরবরাহ করি।

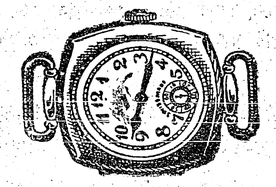

চশমা। চশমা।

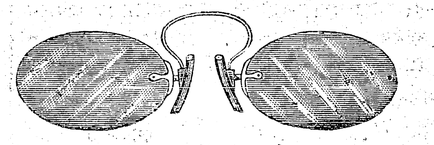

আমরা সকল রকম চশমা সুলভ মূল্যে সরবরাহ করিয়া থাকি। যাবতীয় ফ্রেম আমাদের দোকানে পাইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ঘড়ি। ঘড়ি।

সস্তায় যদি ঘড়ি ক্রয় করিতে চান একবার আমাদের দোকানে পরীক্ষা করুন। দাম সস্তা! মজবুত ও সুন্দর সময়-রক্ষক। প্রতারিত হইবার কোন আশঙ্কা নাই।

নিপন এণ্ড কোং

৪১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

WHO IS WHO

In war against malaria

কেন্দ্রীয় ম্যালেরিয়া নিবারণী সমবায় সমিতি হইতে প্রকাশিত ম্যালেরিয়ার সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য পূর্ণ পুস্তক। ম্যালেরিয়ার ইতিহাসের প্রথম হইতে যে সকল মনস্বী এই বিষয়ের নূতন নূতন আবিষ্কার করিয়া ইহার দমন করিবার উপায় বাহির করিয়াছেন তাঁহাদের ফটো এবং ম্যালেরিয়া বীজাণুর সুন্দর ত্রিবর্ণ ছবি এই সঙ্গে দেওয়া হইবে। মূল্য আট আনা।

প্রাপ্তি স্থান :—

কেন্দ্রীয় ম্যালেরিয়া নিবারণী সমবায় সমিতি।

১।২ প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রাচীন পবিত্র তীর্থ।

গঙ্গার পশ্চিমতীরে অবস্থিত কালীগড় গ্রামে ৺শ্রীশ্রী-সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দির। ইহা একটী বহু পুরাতন সিদ্ধপিঠ এবং বলয়োপপীঠ নামে জনশ্রুতি আছে। এখানে পঞ্চমুণ্ডি আসন আছে। দেবতা সিদ্ধেশ্বরী, মহাকাল ভৈরব। ই, আই আর হুগলী কাটোয়া লাইনের জীরাট ষ্টেসনের অর্দ্ধমাইল পূর্ব্বে মন্দির।

সেবাইত

শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়।

সাং কালীগড়, পোঃ বলাগড়, জেলা হুগলী।

যামিনীবাবুর কৃষি পুস্তকাবলী।

বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর কৃষি বিশেষজ্ঞ ও কৃষকের সম্পাদক ডক্টর শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের নম্নলিখিত পুস্তকাবলী "কৃষক" আফিসে পাওয়া যায়।

তুলার চাষ ,,	৵০
ইক্ষু চাষ	।০
সরল কৃষি কথা	।০
পান চাষ	৵০
বেনেতি বাগ	৵০

"উৎসব"

হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ মাসিক পত্রিকা মূল্য ৩৲

১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ

সম্পাদক প্রণীত—ধর্ম্ম-গ্রন্থাবলী :—

১। শ্রীশ্রীগীতা—২য় সংস্করণ মূল সম্কৃত ভাষ্য, বঙ্গানুবাদ প্রতি শ্লোকের জ্ঞাতব্য প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিত। ৩ খণ্ডে সমাপ্ত। তিন খণ্ডই বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে প্রত্যেকখণ্ড বাঁধাই ৪৷৷০ তদালোচিত শ্রীগীতা সম্বন্ধে অনেক সুধীজন ভাল অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন, সকলের অভিমত প্রকাশের স্থান নাই। পণ্ডিত প্রবর শ্রীশ্যামচরণ কবিরত্ন বলিতেছেন—"গ্রন্থকার গীতার প্রকৃত তাৎপর্য্য স্বয়ং বুঝিয়াছেন অপরকে বুঝাইতেও সমর্থ হইয়াছেন। তিনি উহাতে যে ভাষ্য বা টীকা দিয়াছেন, তাহাতে সকল টীকার ও ভাষ্যের সার সঙ্কলিত হইয়াছে, তাঁহার অনুবাদও প্রাঞ্জল ও যথাযথ হইয়াছে, তাহার পর প্রশ্নোত্তর স্থলে যে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অতীব হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছে যাঁহারা গীতার প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণ করিতে চাহেন, গীতার সারবত্তা বুঝিতে চাহেন, গীতায় সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় দেখিতে চাহেন তাঁহাদের নিকট রামদয়াল বাবুর গীতাই আদর পাইবে, ইহাই তাঁহাদের স্বাধ্যায়রূপে পরিগণিত হইবে, ইহাই তাঁহাদের কণ্ঠহার হইবে, একথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।"

২। ভদ্রা—২য় সংস্করণ আদর্শনারীচরিত্র ও তপরায়ণ-ব্রত সাধন-তত্ত্ব উপন্যাস। মূল্য আবাঁধা ১।০ বাঁধাই ১৸০।

৩। কৈকেয়ী—২য় সংস্করণ রামায়ণ হইতে প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। মূল্য ৷৷

৪। ভারতসমর—বা গীতা পূর্ব্বাধ্যায় (১ম ও ২য় খণ্ড) ২য় সংস্করণ মহাভারতের চরিত্র উল্লেখ করিয়া লিখিত বাঁধাই ২৷৷০

৫। সাবিত্রী ও উপাসনা-তত্ত্ব—

৬। গীতা-পরিচয়—২য় সংস্করণ শ্রীগীত বুঝিতে হইলে ইহাও আবশ্যক। মূল্য ১।০

৭। বিচারচন্দ্রোদয়—২য় সংস্করণ তত্ত্বান্বেষ সাধকের নিত্য সহচর এবং নিত্য সাধ্যায়োপযোগী একমাত্র গ্রন্থ ভগবৎধ্যান ও স্তোত্র মালা সমন্বিত।

মূল্য—কাগজে বাঁধাই ২৷৷০ ; কাপড়ে বাঁধাই ৩৲।

৯। মনোনিবৃত্তি। নিত্য সঙ্গী বাঁধাই ১৷৷০। ১০। শ্রীশ্রীনামরামায়ণ আবাঁধা ।০

বিলাতে বৃটিশ-এম্পায়ার এক্‌জিবিশনে আমাদের দুই বৎসরের শিক্ষার ফল—

এক্‌জিবিশন্-শাঁখা

গিনি সোনায় তৈরী হাল ফাসানের অলঙ্কার

উপরে গিনি সোনার পুরু পাতের উপর মনোরম এন্‌গ্রেভ করা। নিচে ইয়োলো-ব্রোঞ্জ নামক স্বর্ণবর্ণের ধাতুর ফ্রেম। প্রস্তুতের কৌশলে উপরে গিনি সোনা এবং নীচের ব্রোঞ্জের ফ্রেম বর্ণে, গঠনে একেবারে মিলিয়া গিয়াছে—মিলনের চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত নাই। এককথায় এই এক্‌জিবিশন-শাঁখা নিরেট গিনি সোনার শাঁখার মতই দেখা যাইবে।

ইহা চুড়ী ও শাঁখা দুই প্রকারের প্রস্তুত হয়।

এক্‌জিবিশন-শাঁখা

এই এক্‌জিবিশন-শাঁখা কম মূল্যের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট অলঙ্কার। শিক্ষিত সমাজে ইহার প্রচলন দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে

প্রমাণ তিন জোড়া অর্থাৎ ছয়গাছার একসেট চুড়ী ৪৯৷৷০ টাকা ; ব্যবহারে ঠিক তিনশত টাকার একসেট চুড়ীর মত সুন্দর ও মজবুত।

বয়স্কাদের জন্য প্রমাণ মাপের শাঁখা লইলেই ঠিক হইবে। বিশেষ বড় বা বিশেষ ছোট হাতের আবশ্যক হইলে শাঁখার ভিতরের মাপ কাগজে আঁকিয়া দিবেন। বালিকাদের বয়সের উল্লেখ করিবেন। পত্র লিখিলেই ভিঃপিতে পাঠান হয়।

এক্‌জিবিশন-চূড়ী

সত্বাধিকারী
শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী
মাতৃ মন্দির সম্পাদক

ইকনমিক্ জুয়েলারী ওয়ার্কস

৩৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা, ব্রাঞ্চ-খুলনা।

অন্যান্য অলঙ্কারের মূল্য তালিকা চাহিলেই পাইবেন।

শ্রীযুক্ত গুরুদয় দত্ত আই, সি, এস্ প্রতিষ্ঠিত

গ্রামের ডাক।

দ্বৈমাসিক পত্রিকা।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সোম বি-এস সম্পাদিত।

হতশ্রী বঙ্গপল্লীকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে গ্রামের ডাক প্রকাশিত হইতেছে। বাজে কথায় গ্রামের ডাকের কলেবর পূর্ণ হয় না। গ্রামের উন্নতি বিষয়ক কাজের কথাই ইহাতে থাকে। ধ্বংসোন্মুখ বাঙ্গালীকে জীবনের পথে লইয়া যাইবার চেষ্টাই গ্রামের ডাকের কঠোর ব্রত। বার্ষিক মূল্য সডাক ১৲

প্রাপ্তিস্থান—হাওড়া জেলা কৃষিও হিতকরী সমিতি, হাওড়া।

ম্যাণ্টন এণ্ড কোং।

১৩ ওল্ডকোর্ট হাউস্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

জমিদার ও শিকারীগণের

সুপরিচিত।

বন্দুক, রাইফেল, রিভলভার, টোটা, বারুদ ছররা প্রভৃতি ক্রয় করিবার পূর্ব্বে একবার বিখ্যাত বন্দুক বিক্রেতা ম্যাণ্টন এণ্ড কোংর অফিসে অনুসন্ধান করুন।

ম্যাণ্টন এণ্ড কোং

১৩নং ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পানের সার।

Betel-tone

আজ পাঁচ বৎসর হইল একরূপ সর্ব্বনাশী পোকা পান নির্ম্মূল করিয়া বারুজীবি বৈশ্য জাতির সর্ব্বনশ করিতেছে। তাহারা পান লতা মাটী ইত্যাদি বঙ্গীয় কৃষি বিভাগে পাঠাইয়া কোন ফল না পাইয়া, বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর কৃষি বিষেষজ্ঞ ডক্টর শ্রীযুত যামিনী রঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের নিকট উপনীত হইলে তিনি উক্ত কীটের জীবানু লতা, পান, মৃত্তিকা বিশ্লেষণ করিয়া তাহার নিদান স্বরূপ এক অদ্ভুত ঔসধ বা সার আবিষ্কার করিয়া সমাজের বিশেষ উপকার সাধন করিবেন। উক্ত সারের নামে Betel tone (বীট্‌ল টোন) ব্যবহার বিধি সারের সহিত দেওয়া হয়। এক বিঘা জমীতে পান তয়ার করিতে ২০৲ মূল্যের সারের প্রয়োজন। ইহাতে পান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, পোকা ধরে না, বড় দীর্ঘ স্থায়ী হয়। বাঙ্গলার বারুজীবি যুবকদের আর নিরর্থক বিঘা প্রতি ৪০ মণ সরিষার খইল ব্যবহার করিতে হইবে না।

পাইবার ঠিকানা—

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড

১৬২নং বহুবাজার কলিকাতা।

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

কলিকাতা প্রধান আপিস।

৩নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড

স্থানীয় শাখাসমূহ।

বড়বাজার শাখা—১৯৫ নং হ্যারিসন রোড

ক্লাইভ ষ্ট্রীট শাখা—৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট

পার্ক ষ্ট্রীট শাখা—৪৮ নং পার্ক ষ্ট্রীট।

সেভিংস ব্যাঙ্ক

ডিপজিট বা জমা।

১লা জানুয়ারা হইতে ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে এক বৎসরে মোটের মাথায় ৫০০০৲ পর্য্যন্ত জমা দেওয়া যাইতে পারে। দুই বা ততোধিক লোকের নামেও একাউণ্ট খোলা যায় এবং জমা টাকা একজন বা ততোধিক জনকে কিম্বা তাঁহাদের মধ্যে জীবিত একজন বা ততোধিক জনকে দিবার ব্যস্থাও করা যায়।

টাকা তুলিয়া লওয়া।

যে কোন সময়ে টাকা তুলিয়া লইতে পারা যায়। তবে সপ্তাহে একবারের বেশী টাকা তোলা যায় না।

যে সহরে একাউণ্ট থাকে সেই সহরে বাস না করিলে ডাকযোগে টাকা জমা দেওয়া অথবা টাকা তুলিয়া লওয়া যায়। বিনা খরচে ব্যাঙ্কের অন্য কোন আফিসে একাউণ্ট বহন করিয়া লওয়া যায়।

স্পেশাল ডিপজিট একাউণ্ট।

যখন জমা টাকা ১০০০০৲ দশ হাজারে গিয়া পৌছায় জমাকারী সেই সময়ে সমস্ত টাকা অথবা দুই হাজার, চারি হাজার, ছয় হাজার অথবা আট হাজার টাকা স্পেশ্যাল সেভিংস্ ব্যাঙ্কে ডিপজিট একাউণ্টে রাখিতে পারেন তবে এই টাকা তুলিতে গেলে তিন মাস পূর্ব্বে জানাইতে হয়।

সুদ।

সাধারণ সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্টে মাসিক জমা টাকার উপর, যাহা ১০ হাজারের অধিক হইবে না, বার্ষিক শতকরা চার টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। স্পেশ্যাল সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্টে দৈনিক জমা টাকার উপর বার্ষিক শতকরা চারি টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হইয়া থাকে।

ব্যাঙ্ক স্কে রিলে নিয়মাবলী যায়।

কৃষক

কার্ত্তিক ৭ম সংখ্যা ৭ম সংখ্যা

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক		পৃষ্ঠা
১। আগমনী	শ্রীজহরলাল বিশ্বাস	...	২৩৯
২। লিখিবার কালি	ডাঃ শ্রীবসন্তকুমার চৌধুরী	...	২৪১
৩। গো-জাতি	শ্রী প্রকাশচন্দ্র সরকার	...	২৪৬
৪। দেশী বাজার	শ্রীঅক্ষয় কুমার চট্টরাজ	...	২৪৯
৫। গরুর কথা	শ্রীজহরলাল বিশ্বাস	...	২৫২
৬। ফসলের খাদ্য	...	...	২৫৬
৭। আবহ বিজ্ঞান	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সাধু	...	২৬১
৮। কৃষির রিপোর্ট	...	...	২৬৩
৯। বিবিধ বৈচিত্র	...	...	২৬৫
১০। গোল আলু	...	...	২৬৬
১১। সমালোচনা	...	...	২৬৮
বাগানের মাসিক কার্য্য	...	...	২৬৯

ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সকল সন্তানকেই আনন্দ বিতরণ কর্ব্বার জন্য শরতের শুক্লাসপ্তমী তিথিতে বাঙ্গলার ঘরে আবির্ভূতা হন। কিন্তু এ আনন্দে যোগদান ক'র্ব্বে কে? আজ বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে আতুরের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ, শোকার্ত্তের কাতর ক্রন্দন, অন্নহীনের গভীর তপ্তশ্বাস উপস্থিত হ'য়ে বাঙ্গালীর জীবন বিস্বাদময় ও বিড়ম্বনাময় ক'রে তুলেছে।

আজ বাঙ্গলার কিছুই নাই। নাই—সেই শরত-বাতাসের তরঙ্গায়িত, মনোমুগ্ধকর নয়নাভিরাম ঢল ঢল ধান্যক্ষেত্রের সান্দ্র-মধুর হাসি; আর তা'রই দূরে দূরে সুবর্ণরঞ্জিত-ছায়াসম, অপ্সরাগীতের মূর্চ্ছনার মত শ্রমিক ও কৃষকদের পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন বিহঙ্গসঙ্গীতের ছায়াবৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরের আনন্দ-কলরব, নাই—সেই শরতের মেঘমুক্ত নীল চাঁদিনীর তলে শ্যামতৃণাচ্ছাদিত মাঠে মাঠে দুগ্ধবতী নবপ্রসূতা গাভীর পাল, নাই—সেই বটবৃক্ষের সুশীতল ছায়াতলে উপবিষ্ট প্রসন্ন-বদন রাখাল-বালকের বাঁশের বাঁশীর প্রাণমাতান মেঠো সুরের সুমধুর উদাস গান। তারপর বাঙ্গলার ঘরে ঘরে দেবারাধনার মঙ্গলসূচক শঙ্খধ্বনি নাই ব্রাহ্মণের কণ্ঠনিঃসৃত মধুর সামগান নাই, বালক-বালিকার স্বভাবসুলভ আনন্দ-কলতান নাই। আজ বাঙ্গলাদেশ নিরানন্দময়। রোগে, শোকে, দুঃখে, দৈন্যে আজ বাঙ্গালীর হৃদয় মুহ্যমান হ'য়ে প'ড়েছে।

তাই মা ভবভয়বারিণী, সর্ব্ববিঘ্নবিনাশিনী, ত্রিলোকপালিনী, শিবা, সর্ব্বার্থসাধিকে আজ যুক্ত-করে আকুল হ'য়ে প্রার্থনা কচ্ছি যে, "তোমার আগমনে যেন বঙ্গসন্তানগণের মরমের অন্তঃস্থলের পুঞ্জিভূত দুঃখ, দৈন্য বিদূরিত হ'য়ে চির-ম্লানমুখে হাসির রেখা ফুটে উঠে, উদাসীন জীবনে কর্ম্মের মাধুর্য্য সঞ্চার হ'য়ে, হৃদয়ে শ্রদ্ধা ও সৌহার্দ্দের ভাব প্রগাঢ় হ'য়ে, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের স্নেহ ও সহানুভূতি জেগে উঠে চিরশান্তির পথ উন্মুক্ত ক'রে দেয়।"

ইতি—

নেবুতলা-ঈশ্বরভবন
কলিকাতা
৪ঠা কার্ত্তিক, রবিবার।

শ্রীজগবন্ধুলাল বিশ্বাস।

লিখিবার কালি।

[ডাক্তার শ্রীবসন্তকুমার চৌধুরী]

কুটীর-শিল্প ভারতের নিজস্ব মৌলিক জিনিষ। বাঙ্গালার মধ্যবিত্ত ভদ্র সন্তানগণ বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, তাহাতে ঘরে বসিয়া অল্প মূলধনে সহজ-সাধ্য কুটীর-শিল্পের অনুষ্ঠান করিলে, মান বাঁচাইয়া দুপয়সা আনিতে পারেন, অন্ততঃ তাহাতে নিজেদের ভাত-কাপড়ের অভাবও দূর হইতে পারে।

আমাদের দেশে পূর্ব্বে হাতের লেখা ভাল হওয়া বিশেষ গৌরবজনক ছিল। যাহারা লিখিতে অভ্যাস করিত, তাহারা নিজে নিজেই কালি প্রস্তুত করিয়া লইত। এখনও সেই কালি দ্বারা লিখিত বহু কালের হাতের লেখা পুঁথি তাহার ঔজ্জ্বল্য ও স্থায়িত্বের প্রমাণ দিতেছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে এরূপ দুই-তিন শত বৎসরের অনেক হাতে-লেখা পুঁথি সংগৃহীত আছে।

তখন এদেশে এরূপ নানা প্রকার কাগজের প্রচার ছিল না। তালপত্র, ভূর্জ্জপত্র কোন কোন স্থানে স্বদেশে-প্রস্তুত মোটা হরিদ্রা রঙের কাগজ প্রচলিত ছিল; সুতরাং তাহাতে যেরূপ লেখা প্রয়োজন, তাহা ঐরূপ কালিতেই হইত। এখন নানা প্রকার কাগজ, কলম ও নিবের প্রচলন হওয়ায় লেখার রকমারি হইয়াছে; সুতরাং কালি প্রস্তুত প্রক্রিয়ারও বিভিন্নতার আবশ্যক হইয়াছে। সেই জন্যই ইংরাজী কালির পসার-প্রতিপত্তি বাড়িয়াছে! এ কালিও বিদেশ হইতে না আনিয়া নিজেরাও ঘরে ঘরে প্রস্তুত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিরূপে প্রস্তুত করা যায়, আজ আমরা তাহাই বলিতে চেষ্টা করিব।

লৌহ ও উদ্ভিজ্জ কষায়-সংযুক্ত বস্তুই ইংরেজী কালি। হিরাকস এক প্রকার যৌগিক লৌহ, ইহার সহিত উদ্ভিজ্জ কষায় যুক্ত হইলেই কালি হয়। যেমন সমুদয় টক্ ফলেই অম্ল আছে বলিয়া আমরা বুঝি, সেইরূপ সমুদয় কষায়-কর উদ্ভিদেই ট্যানিক ও গ্যালিক রস আছে বুঝিতে হইবে। এবং অবস্থা বিশেষে একই ক্ষেত্র হইতে ট্যানিক এসিড ও গ্যালিক এসিড বাহির হইয়া থাকে। ট্যানিক ও গ্যালিক এসিড ভিন্ন ভিন্ন হইলেও ইহারা এক জাতীয় অম্ল। এই কষায় পদার্থ হরিতকি, বহেড়া, লগ্‌উড, বকমকাষ্ঠ, ওকগাছের ছাল, মাজুফল, বাবলা প্রভৃতির ছালে যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। এই সকল দ্রব্যের কষ লৌহ-লবণের সহিত মিশ্রিত হইলেই কাল রং হয়। এই কাল রং ঘন, পচন-নিবারক এবং চাকচিক্যময় করিতে ইহার সহিত অন্য কতকগুলি দ্রব্য মিশ্রিত করিলেই উৎকৃষ্ট ইংরেজী কালি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

কালি প্রস্তুত করিতে কষায় দ্রব্য বা যাহাতে ট্যানিক ও গ্যালিক এসিডের পরিমাণ অধিক, এরূপ দ্রব্য লওয়া উচিত। পূর্ব্বোক্ত হরিতকী, বহেড়া ইত্যাদি দ্রব্য অপেক্ষা মাজুফলে অধিক পরিমাণ ট্যানিক ও গ্যালিফ এসিড্ বর্ত্তমান থাকায় ঐ মাজুফলই কালি প্রস্তুতের একটী প্রধান উপাদান। পারস্য, এসিয়া মাইনর ও সিরিয়া প্রভৃতি দেশে এক প্রকার বৃক্ষ জন্মে; ঐ বৃক্ষের তরুণ শাখাগ্রে এক প্রকার ক্ষুদ্র পতঙ্গ সূক্ষ্ম ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে অণ্ড প্রসব করিয়া যায় এবং ঐ ছিদ্র দিয়া বৃক্ষের আটা বাহির হইয়া ছিদ্রমুখ বন্ধ হইয়া যায়। অণ্ড উহার মধ্যে থাকিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, উহার চারি পার্শ্বস্থ বৃক্ষশস্য ও আঠা সমেত সমগ্র পদার্থটি একটি সুপারির মত হয়। ঐ সুপারির ন্যায় পদার্থ মধ্যস্থ অণ্ড যথাকালে পূর্ণ অঙ্গ প্রাপ্ত হইলে, ঐ গৃহ কর্ত্তন করিয়া পতঙ্গ বাহির হইয়া যায়। এই পতঙ্গ-গৃহকে মাজুফল বলে। ইহা ঠিক ফল নহে। দেখিতে ফলের ন্যায় বলিয়াই ইহাকে ফল বলে। এই ফল হইতে পতঙ্গ বাহির হইবার পূর্ব্বে সংগ্রহ করিতে পারিলেই, ইহা ভারি, দৃঢ়, ছিদ্রহীন ও নীলাভ কৃষ্ণবর্ণ হয়। এইরূপ মাজুফলই কালি প্রস্তুত করিবার উৎকৃষ্ট উপাদান। পতঙ্গ-শাবক বাহির হইয়া গেলে যে শূন্যগৃহ থাকে, তাহাতে ছিদ্র থাকে, ওজন কম হয়, আকার অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, বর্ণ ধূসর বা নীলাভ হয়। ইহা নিকৃষ্ট মাজুফল। ইহার মধ্যে ট্যানিক এসিডের ভাগ কম থাকায় ইহাদ্বারা ভাল কালি প্রস্তুত হইতে পারে না। মাজুফলের আকার অবস্থা-বিশেষে সুপারি হইতে মটরের মত হয়। এই মাজুফল হইতেই গ্যালিক ও ট্যানিক এসিড নামক ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহাকে ইংরাজীতে গল্-নাট্ (Gall nut) বলে। ইহা আমাদের দেশেও বেনেতি দোকানে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণবর্ণ অচ্ছিদ্র মাজুফলই উত্তম কালির জন্য ব্যবহার্য্য হয়।

কালি প্রস্তুতের দ্বিতীয় উপাদান লৌহ লবণ হিরাকস্। বিশুদ্ধ হিরাকস্ (Ferri sulph) না হইলে কালি ভাল হয় না। উৎকৃষ্ট পরিষ্কার হরিতবর্ণ হিরাকসই কালি প্রস্তুতের উপযোগী। ইহা মরচে-ধরা অথবা তুঁতে-সংযুক্ত থাকিলে, কালি প্রস্তুতের জন্য ব্যবহার করা উচিত নহে। বাজারে যে সব হিরাকস্ পাওয়া যায় তাহাতে গন্ধক দ্রাবক ও তুঁতে মিশ্রিত থাকে। তাহাতে কালির বর্ণ, গুণ ও বর্ণের স্থায়িত্ব অনেক কম হয়; সুতরাং বিশুদ্ধ হিরাকস্ লওয়া প্রয়োজন। হিরাকস্ বিশুদ্ধ কি না তাহা পরীক্ষা করিতে হইলে, নীল লিট্মাস পেপারে (Litmus paper) হিরাকস্‌ধোয়া জল দিলে, ঐ কাগজ যদি লাল হয়, তবে বুঝিতে হইবে ঐ হিরাকসে অম্ল সংযুক্ত আছে। অথবা একটী লাল জবাফুল এক টুকরা কাগজে ঘসিয়া শুকাইয়া লইয়া ঐ হিরাকসের জলে ডুবাইলে যদি উহা লাল হইয়া যায়, তবে ঐ হিরাকসে অতিরিক্ত অম্ল আছে বুঝিতে হইবে। হিরাকসের জল দ্বারা একখানা সাদা কাগজে লিখিয়া অগ্নির তাপ দিলে যদি ঐ লেখা কালবর্ণ হয়, তাহা হইলেও তাহাতে অম্ল আছে বুঝিতে হইবে। অল্প অম্লযুক্ত হিরাকস্ দ্বারা কালি প্রস্তুত করিলে বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু লৌহ নির্ম্মিত কলম দ্বারা লিখিলে ঐ কলম শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়।

হিরাকসের মধ্যে তুঁতে মিশ্রিত থাকিলে হিরাকসের জলে কিঞ্চিৎ লাইকার এমোনিয়া (Liq. Ammonia) দিলে, হরিতবর্ণের অধঃক্ষেপ পড়ে। ঐ জল কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলে,

অধঃক্ষেপগুলি ইটের গুঁড়ার বর্ণ হয়; তখন উপরের জল যদি নীলবর্ণ দেখা যায়, তবে ঐ হিরাকসে তুঁতে আছে বলিয়া বুঝিবেন।

ঔষধার্থে যে হিরাকস্ পাওয়া যায়, কালি প্রস্তুত করিতে তাহাই ব্যবহার করা উচিত।

কালি প্রস্তুতের তৃতীয় প্রধান উপকরণ জল! উৎকৃষ্ট কালি প্রস্তুত করিতে হইলে, পরিস্রুত জল (Distilled water) কিম্বা বৃষ্টির জল—তদভাবে ফিলটার-করা নদীর জল ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। পুকুর, বিল, খাল, টিউব-ওয়েল বা কূপ জল কালি প্রস্তুত জন্য ব্যবহার করা উচিত নহে। বিশেষতঃ যে জলে সাবান বা চুণের জল দিলে, কতকটা নষ্ট দুগ্ধ কিম্বা দধির মত হয়, সে জল কদাচ ব্যবহার করা উচিত নহে।

কালি প্রস্তুত করিয়া তাহা দীর্ঘদিন ভাল রাখিতে হইলে, তাহাতে পচন-নিবারক কতকগুলি বা একটী দ্রব্য মিশ্রিত করা প্রয়োজন। সে জন্য কার্ব্বলিক এসিড, লবঙ্গ চূর্ণ বা লবঙ্গের তৈল (Oleum caryophylli), ক্রিয়োজোট অথবা স্যালিসিলিক এসিড দেওয়া যাইতে পারে। এই সকলের কোন একটি দিলেই বহু কালেও কালি চাপ বাধে না, কালির উপরে সাদা সর পড়ে না, দুর্গন্ধযুক্ত বা নষ্ট হয় না।

কার্ব্বলিক এসিড ও ক্রিয়োজোট বিষাক্ত ও দুর্গন্ধযুক্ত; ইহা ব্যবহার করিতে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত; নতুবা ইহাদের পরিবর্ত্তে স্যালিসিলিক এসিড দেওয়া যাইতে পারে। উহার গন্ধ নাই। কার্ব্বলিক এসিড, ক্রিয়োজোট বা লবঙ্গের তৈল কালিতে দিবার পূর্ব্বে একটু ভিনিগার বা স্পিরিটে মিশাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

কালিতে গঁদ মিশ্রিত করিলে, লেখা উজ্জ্বল হয় ও বায়ু লাগিয়া কালির বর্ণ নষ্ট হইতে পারে না এবং লেখা চুপসাইয়া যায় না। কিন্তু গঁদ অধিক হইলে কলম চলে না ও কালি চট চটে হয়।

কালির সহিত চিনি মিশাইলে কলম বেশ চলে; কিন্তু অধিক দিলে শীঘ্র শুকায় না। চিনি রূপান্তরিত হইয়া সহজেই অম্ল প্রাপ্ত হয়; এজন্য চিনি দেওয়া কালিতে লিখিলে নিব শীঘ্র নষ্ট হয়।

কালির সহিত সির্কা মিশাইলেও ঐ দোষ হয়। কালির সহিত নীল মিশাইলে কালী ব্লু ব্ল্যাক অর্থাৎ লেখার সময় নীল ও পরে কাল হয়। ইহাতে কালির ঔজ্জ্বল্য ও স্থায়িত্ব বাড়ে ও লেখা সুদৃশ্য হয়। নীল মিশাইতে হইলে ভাল সালফেট অব ইণ্ডিগো মিশান উচিত। ৮ ভাগ বিশুদ্ধ গন্ধক দ্রাবকে (Sulphuric acid) একভাগ শুষ্ক নীল-চূর্ণ ক্রমে ক্রমে মিশাইয়া দিলে সালফেট অব ইণ্ডিগো প্রস্তুত হয়।

উৎকৃষ্ট কালি প্রস্তুত করিতে হইলে, বিশুদ্ধ উপকরণ, নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ, যথাযথ রূপে প্রস্তুতের প্রক্রিয়া, পচন-নিবারণ ইত্যাদি অনেক বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, নতুবা কালি ভাল হইতে পারে না।

কালি প্রস্তুতের উপকরণের এক বা একাধিক বস্তুর অভাব হইলেও কালি অপকৃষ্ট হয়।

বিশুদ্ধ উপকরণ না হইলে কালি ভাল হয় না। পরিমাণের ইতর বিশেষ হইলেও কালি খারাপ হয়। প্রস্তুত-প্রক্রিয়া অযথারূপ হইলে কালি অপকৃষ্ট হইতে পারে। তৈলাক্ত পাত্রে

কালি প্রস্তুত করিলে কিম্বা রাখিলে, কালি কলমের মুখ দিয়া সরে না।

বহেড়া, হরিতকি ইত্যাদি অন্যান্য জিনিষ অপেক্ষা মাজুফল উৎকৃষ্ট।

সকল দ্রব্যই পৃথক পৃথক চূর্ণ করিয়া দেওয়া ভাল। সমুদয় জিনিষগুলি পৃথক পৃথক্ রূপে সামান্য জলে দ্রব করিয়া লইয়া পরে একত্রে মিশান কর্ত্তব্য।

কালি এমন পাতলা হইবে যেন কলমে ভাল চলে এবং এমন ঘন হইবে যেন কাগজে চুপ্‌সাইয়া না যায়।

জলের পরিমাণ ঠিক লইলেও যদি কালি ঘন হয়, তবে অবস্থা-বিশেষে কিছু জল মিশ্রিত করা যায়।

দ্রব্যগুলি ১৫দিন হইতে ২ দিন পর্য্যন্ত ভিজাইয়া রাখা কর্ত্তব্য এবং প্রতিদিন অন্ততঃ একবার করিয়া নাড়িয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এব পরে ন্যাক্‌ড়া বা ফিল্‌টার-কাগজে উত্তমরূপে ছাঁকিয়া লওয়া কর্ত্তব্য।

প্রস্তুতের পর কাল বোতলে কিম্বা চিনামাটী বা মাটীর পাত্রে উত্তমরূপে ঢাকিয়া বা ছিপি আঁটিয়া রাখা কর্ত্তব্য ; বাতাস লাগিলে কালি নষ্ট হইয়া যায়।

কাগজের দোষেও কালির লেখার বর্ণ নষ্ট হয়। সমুদয় সাদা কাগজ প্রস্তুত কালে ক্লোরিন্ নামক বাষ্প দ্বারা কাগজ পরিষ্কার করিতে হয় ঐ ক্লোরিন্ বাষ্প যদি উত্তমরূপে ধৌত না হইয়া উহার কতক অংশ যদি কাগজে থাকিয়া যায়, তবে ঐ কাগজের লেখা খারাপ হয়। উৎকৃষ্ট অল্প মসৃণ অল্প খস্‌খসে কাগজের লেখা দীর্ঘ দিনেও নষ্ট হয় না।

নিম্নে কতকগুলি কালির প্রস্তুত প্রণালী দেওয়া হইল।

বিলাতী তরল কালি

১।	মাজুফল		৵০ ছটাক
	লগ্‌উড্		৵০ ছটাক
	হিরাকস		/০ ছটাক
	গঁদ		১০ ছটাক
	লবঙ্গ		৵০ ছটাক
	বৃষ্টির জল		১ সের

মাজুফল, লগ্‌উড্, লবঙ্গ, প্রথমতঃ রৌদ্রে শুকাইয়া পরে ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করিয়া একত্র করতঃ অর্দ্ধেক জল দিয়া একটী মাটীর কিংবা লোহার পাত্রে আবৃত করিয়া ১৫ হইতে ২০ দিন রাখিয়া দিবেন এবং প্রতিদিন একবার করিয়া নাড়িয়া দিবেন, পরে ভাল করিয়া ছাঁকিয়া লইবেন। হিরাকস ও গঁদ অন্য পাত্রে ভিজাইয়া রাখিবেন।

২।	মাজুফল		।/০ ছটাক
	হিরাকস		৵০ ছটাক
	গঁদ		৵০ ছটাক

	বৃষ্টির জল		/৫ সের
	চিনি		/০ ছটাক

পূর্ব্বোক্তরূপে প্রস্তুত করিয়া, চিনি পরে মিশ্রিত করিতে হইবে।

৩।	মাজুফল		১২ তোলা
	লগ্‌উড্ ...		।/০ আনা ওজন
	হিরাকস		৪ তোলা
	বৃষ্টির জল		/১।০ সের
	সলফিউরিক এসিড		৩৫ মিনিস্
	সাক্‌ফেট্ অব ইণ্ডিগো ...		॥৵০ আনা

একত্র করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে প্রস্তুত করিয়া, নীল ও সলফিউরিক এসিড পরে মিশ্রিত করিবেন।

৪। ১॥ পাউণ্ড লগ্‌উড্ এক্‌ষ্ট্রাক্ট (নির্য্যাস) লইয়া ৫ গ্যালন্ গরম জলে মিশাইয়া তাহাতে ১॥ আউন্স বাইক্রোমেট্ অব পটাশ মিশাইয়া ছাঁকিয়া লইলে উৎকৃষ্ট কালি হয়। লগ্‌উড্ এক্‌ষ্ট্রাকক্ট না পাইলে শুদ্ধ লগ্‌উড্‌কে জলে সিদ্ধ করিয়া খুব ঘন করিয়া লইলেই লগ্‌উড্ এক্‌ষ্ট্রাক্টের কার্য্য করিবে।

কালির চূর্ণ

১।	মাজুফল চূর্ণ		১০ ভরি
	হিরাকস চূর্ণ		২॥০ ভরি
	গঁদ চূর্ণ		২॥০ ভরি
	চিনি		১।০ ভরি
	লবঙ্গ চূর্ণ		।/০ আনা
২।	মাজুফল চূর্ণ		/১।০ সের
	হিরাকস চূর্ণ		/॥০ সের
	গঁদ চূর্ণ		/।০ পোয়া
	চিনি		/।০ পোয়া

এই চূর্ণ ৫ ভরি লইয়া আড়াই বা তিন পোয়া গরম জলে দিলে উত্তম কালি হয়।

বাঙ্গালা কালি

৩।	ভূষা		১০ ভাগ
	গঁদ		১০ ভাগ
	অকলেজিক এসিড্		৫ ভাগ
	জল		২০০ শত ভাগ

প্রথমোক্ত দ্রব্য তিনটি একত্র সামান্য জলে আঠা আঠা করিয়া মাড়িয়া পরে অবশিষ্ট জলটুক্ মিশাইয়া লইলে উৎকৃষ্ট কালি হয়।

নানা প্রকার কালি প্রস্তুতের প্রণালী জানা গিয়াছে। ফল কথা ট্যানিক-এসিড ও লৌহলবণ একত্র করিলেই বা সেই দুইটি দ্রব্য যে দ্রব্যে অধিক পরিমাণে মিশ্রিত আছে, তাহাই একত্র করিলে কালি হয়।

(জীবনের আলো—আশ্বিন ১৩৩৫)

গো জাতি।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

(শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার)

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি শুক্র হইতে ভ্রূণের পরিণতি বড়ই বিচিত্র; এই জরায়ুস্থ ভ্রূণের বৃদ্ধি, পরিপুষ্টি, খাদ্য ও যত্নের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে কিন্তু এই ভ্রূণ পরে বর্দ্ধিত হইয়া আলোক দর্শন করিলে, লাল বা সাদা কাল বর্ণের হইবে, কি পুং বা স্ত্রী জাতীয় হইবে লম্বা রোমাবলি যুক্ত বা ক্ষুদ্র লোমযুক্ত হইবে তাহা জনন নীতির নিয়মাবলীর অধীন। পিতা হইতে পুত্রের গুণাবলি অনুবর্ত্তন (heridity) নীতির বলে বর্ত্তান বা পিতামাতা হইতে সন্তানের অসমগুণ বিশিষ্ট হওয়া জনন নীতির নৈসর্গিক নিয়মের অধীন, তাহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। প্রত্যেক জীব পিতামাতা হইতে উৎপন্ন হয় এবং তাহাদের গুণাগুণ কম বা বেশী অনুবর্ত্তন নীতির বলে অধিকার করে ইহাই বৈজ্ঞানিকদের "Like begets like" অর্থাৎ "সমেন সংজাতি" (স্বজাতীয়া পিতামাতা হইতে সমান গোত্র সদৃশ স্বজাতীয় ঔরস পুত্র জন্মায় অর্থাৎ "আত্মনাবৈ জায়তে পুত্রঃ ইতি শ্রুতিঃ।")

ভগবানের জীব রাজ্যে কোন দুইটি জীব বা পশু সকল প্রকারে সমান নহে; সেইজন্য সকল সন্তান পিতৃমাতৃ সদৃশ হইলেও সর্ব্বপ্রকারে তাহাদের সমান হয় না। ইহাই

বৈজ্ঞানিকদের বিবর্ত্তন নীতি। (Laws of variation) পশুজগতে সংজনন জন্য যে সংখ্যা প্রয়োজন, তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী পশু জন্মিয়া থাকে; এই বেশী সংখ্যার মধ্যে যে গুলি সর্ব্বগুণান্বিত এবং বাছিয়া লওয়া হয় তাহাদিগকেই সংজনন কার্য্যে নিয়োজিত করা হয়। ইহাই "নির্ব্বাচননীতি।" দ্বাপর যুগের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ যিনি অর্জ্জুনের সারথী ছিলেন, যিনি, একাধারে দূত, রাজা, যোদ্ধা, কূট রাজনীতি বিশারদ ও ব্রজের রাখাল ও গোকুলের রক্ষক, পালক ও উৎকর্ষ সাধক ছিলেন, যিনি বংশীবাদনে ব্রজকুল বধুদের মন হরণ করিয়াছিলেন, তিনিও এই কথাই বলিয়াছেন এবং বর্ত্তমান সভ্য জগতের পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণও সেই কথাই বলিতেছেন। শিক্ষা, যত্ন, পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন এবং বৈধ নির্ব্বাচন করিয়া পশু সন্তানদের আকার, প্রকৃতি ও গুণাগুণের পরিবর্ত্তন এবং চরম উৎকর্ষ সাধন করা যাইতে পারে। ইহাকে "গুণোৎকর্ষ সাধন" বলে (Breeding to points)। এই বিধি ক্রমান্বয়ে অনুসরণ করিলে পিতামাতার বা পূর্ব্ব-পুরুষদের মধ্যে যে গুণ থাকে না, তাহা সন্তানে অর্শাইতে পারা যায়। ইহা উপর্য্যুপরি অনুসরণ করিলে "জাতীয় উন্নতি" সাধিত হয় (Breed improvement)। পিতৃ পুরুষদের গুণাগুণ আকৃতি অবয়ব যতই সম হয়, শাবক ততই সম ও সদৃশ হয়. The more uniform the auccstry in character & the more restricted in number, the more uniform and certain the resulting descendants)। প্রথমটিকে "স্বগণ উৎপাদন" এবং "সংকর সংজনন" বলে।

জীব জগতে দেখা যায় যে পিতামাতার শরীরে, অবয়বে বা প্রকৃতিতে কোন দোষ বা গুণ থাকিলেও তাহা সন্তানে প্রকাশ পাইয়া থাকে; হয়ত ইহা কেবল পূর্ব্বপুরুষে বর্ত্তমান ছিল। এই নীতিকে "প্রত্যাবর্ত্তন নীতি" বলে। নিয়ন্ত্রিত সংকর সংজনন এবং নির্ব্বাচিত পুং ও স্ত্রীর সংযোগই উৎপাদকের উৎকর্ষতা লাভের একমাত্র সোপান ও মূল মন্ত্র। পৃথক করণ বিনা (Separation) কোনরূপ উন্নতি আশা করা যাইতে পারে না। একই মাঠে গাভী ও বৃষ চরে বলিয়া আমাদের দেশের গো জাতির এত অবনতি ঘটিয়াছে। ইহা একেবারেই বন্ধ করা আবশ্যক। অবনতিপ্রাপ্ত খেটুরে গাভীকে ছয় পুরুষ নিম্ন পর্য্যন্ত খাঁটি বৃষের দ্বারা সংজনন করাইলে তাহার সমধিক উন্নতি সাধিত হইতে পারে। দ্রোণ দুগ্ধ অসম্পর্কিত গো বৃষের পুং ও স্ত্রী, শাবকদের সংযোগে নিশ্চয়ই দুগ্ধ দায়িকা শক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। বংশ তালিকা (pedigree and advanced registers), ব্যাবকক্ টেষ্ট (Babcock Test) এবং দাঁড়িপাল্লা এই সমস্যা দূর করিবার একমাত্র উপায়। আমাদের দেশে এসব কিছুই নাই।

নির্ব্বাচনের দ্বারা শাবকের দোষগুলি তিরোহিত করা হয় এবং এই জন্য পুং শাবক বা বৃষের দ্বারাই ইহা সাধিত হইয়া থাকে। যে গাভী উত্তম দুগ্ধদাত্রী এবং দোষহীন শাবক প্রসব করে, তাহার ক্ষেত্রেই উত্তম বৃষের দ্বারা সংজনন করাইবে।

উত্তম পুষ্টিকর খাদ্য, যত্ন এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তন নির্ব্বাচন বিধির প্রধান সহায়ক। নির্ব্বাচিত পুং ও স্ত্রী পশুদ্বয়, আকৃতি, গড়ন, বাহ্যিক দৃশ্যে, যতদূর সম হয়

JOGINDRO NATH DUTTA
CALCUTTA

তাহা করিবে (as nearly alike.) দোষহীন, সর্ব্বগুণসম্পন্ন পুং ও স্ত্রী পশুর নির্ব্বাচন ও সংযোগই সাফল্য মণ্ডিত সংজননের মূলমন্ত্র; সেইজন্য উৎপাদক সুফলের আশা করিলে সংযোগের জন্য নির্ব্বাচিত পশু দুইটিকে যতদূর সম্ভব সমান গুণবিশিষ্ট ও সাদৃশ্য দেখিয়া মনন করিবে। শাবকে পিতামাতার সদ্‌গুণ বর্ত্তাইলে (good qualities), সংযোগ ও নির্ব্বাচন সফলতাযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইল। ইহা বই পড়ার কাজ নহে; ইহা অভিজ্ঞতা প্রয়োগ, স্থির বুদ্ধি, পাকা দৃষ্টি, ও বৈধ নির্ব্বাচনের দ্বারা লব্ধ হয়। জীবজগতে জনন পশুনির্ব্বাচনে কতকগুলি তাহাদের গুণাগুণ শাবকে নিশ্চিত ও স্থিরভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকে এবং কতকগুলি পারে না (In selecting breeding animals we drecon-fronted with the fact that certain animals or individuals transmit their qualities with a high degree of certainty while others do not.)। প্রত্যেক পুং বা স্ত্রী পশুর প্রকৃত জননশক্তি নির্ণয় করিতে হইলে জনন-শক্তি পরীক্ষা করিতে হইবে (The only method by which we can ascertain the actual breeding value of an animal is by a breeding test, in young females they should be neated with a male of known worth ond *vice versa*)। এইরূপে সংযোজিত পুং ও স্ত্রীর শাবক উৎপাদককে জ্ঞাপন করিবে যে জনন-ক্ষেত্রে কোনটিকে রাখা কর্ত্তব্য এবং কোনটীকে অপসারিত করিতে হইবে।

প্রাণী-জগতে পরিবর্ত্তনশীলতা উন্নতির একটি প্রধান সোপান বলিয়া কথিত হইয়াছে কোন দুইটি প্রাণী সকল প্রকারে সমান নহে বরং তাহাদের কোন দুইটি প্রাকৃতিক চরিত্র (characters) সম্পূর্ণরূপে সমান নহে। সেইজন্য পরিবর্ত্তনশীলতাই (variation) প্রাণী জগতে সকল উন্নতির মূল; ইহা মতঙ্গকে অনুসরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন; বর্ত্তমান পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক জগতে স্যাণ্ডার্স ও মাইলকে অনুসরণ করিয়া হার্পার ও মামফোর্ড সেই কথাই বলিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

দেশী বাজার।

(শ্রীঅক্ষয় কুমার চট্টরাজ)

আমরা কিনিতে জানি না, বেচিতে জানি না, আমাদের টাকা নাই; থাকিলেও সেই টাকা জমা দিয়া বিদেশী সদাগরের কুঠীতে চাকুরী করিতে সদা-প্রয়াসী—এ-হেন আমাদের বাজার আছে—বলিলে মাড়োয়ার দেশবাসীগণ সন্দিগ্ধভাবে বলিবে—"বাবু বহুত হুসিয়ার হোয়।"

কথাটা একটু সরলভাবে বলি। যেদিন আমি একটী বিশিষ্ট কাজে আমার মাড়োয়ারী-অশাদারকে বলিলাম—"দেখ, তুমি যে আমায় লভ্যাংশ দিলে তাহা অতি অল্প এবং ন্যায়সঙ্গত নয়;—কারণ তোমার টাকা দিয়া আমি মাল খরিদ করিলাম সত্য, মাল তোমার গুদামেই রহিল—বেচিবার সময় বেচিলাম আমিই। লোকসান হইলে আমি তাহা পুরণ করিয়া দিব—ও টাকার ব্যাজ দিব বলিয়া প্রতিশ্রুত ছিলাম। কিন্তু এখন কম দিলে চলিবে কেন? বন্ধু আমার গত্যন্তর না দেখিয়া—"রাম রাম ভেইয়া, আচ্ছা ইস্‌কা বাদ দেখা যায়েগা—" এই বলিয়া চলিয়া গেল এবং মনিবজীকে ঠিক এমনিভাবে বলিয়া গেল—"বাবু বহুৎ হুসিয়ার হোয়।" তাই বলি আমরা—আমাদের বাজার আমাদের বাজার করিলে পৃথিবীশুদ্ধ লোক বলিবে না ত—"বাবুলোগ্ বহুৎ হুসিয়ার হোয়।"

আমাদের বাজার—হা অদৃষ্ট! হাসিও পায় কান্নাও আসে। যখন দেখি ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, জাপান, আমেরিকা সকলেই হজযাত্রী মুসলমানের মক্কা-গমনের ন্যায় ভারতে আসেন ও স্ব-স্ব ইষ্টসাধনে রত থাকেন তখন আমাদের বিপুল ঐশ্বর্য্যের কথা ভাবিয়া না হাসিয়া থাকিতে পারি না, পক্ষান্তরে আমাদের ধনকুবেরদের অসাড় ঔদাসীন্য ও কতিপয় অর্থলোলুপ নরপিশাচদের বিশ্বাসঘাতকতার কথা ভাবিয়া না কাঁদিয়াও পারি না।

যেটিবার যা কিছু পূর্ব্বেই বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। কারণ—কি চা বাগান, কি পাটকল, কি কাপড়ের কল, কি—ধাতবীয় খনিগুলি সব তাতেই বিদেশী বণিকের অজস্র মূলধন খাটিতেছে। তথাপি যাহা কিছু আছে—তাহা সামর্থ্য নাই বলিয়া বেচিতে পারিতেছি না। চোখের সামনে অর্দ্ধমূল্যে বিক্রয় হইয়া যাইতেছে। ঠিক—হাইকোর্টের নীলামের মতই। পাট, তুলা, তামাক—আমাদের। আমরা দর করিয়া দিতে পারিব না। লজ্জার কথা—হোমের কেবল—দর উঠাইবে নামাইবে। ঠিক যেন আমরা স্বাব্যস্ত দেনদার। আমরা আমাদের কাজে আমাদের জিনিষগুলি ব্যবহারোপযোগী করিয়া আমাদের বাজারে—

ধরিতে পারিলে বোধ হয় দুর্দ্দশা হইত না।

বাজার—বাজার বলিতে বুঝি—আমদানি-রপ্তানি, কেনা, বেচা এবং পণ্য দ্রব্য। ক্রেতা-বিক্রেতা, দালাল ও ফ'ড়ে বা দালালের দালাল।

আমদানি—আমাদের বাজারে যাহা আমদানি হয়—তাহা হয় আমাদের জিনিষের উপর বিলাতি প্যাকে বিলাতি লেবেলমারা নয়—কোনও একটা বাজে বিলাসিতার দ্রব্য—সাবান, এসেন্স, সিগারেট, খেল্‌না ইত্যাদি। সামান্য একটু ভাবিয়া চলিলে এগুলি আমরা অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পারি কিংবা যদি বিলাসী-জগতের সহিত টেক্কা দিতেই হয়—তবে সমবেত চেষ্টায় জিনিষগুলি অক্লেশে উৎপাদন করিয়া—বিশ্ব প্রতিযোগীতায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারি—অধিকন্তু ইহাই দেশ দেশান্তরে রপ্তানি করিয়া—আয়ের পন্থা বাড়াইতে পারি। উপস্থিত যাহা আমরা আমদানি—করি—তাহাতে লাভবান হওয়া দূরের কথা—লোকসানের বোঝা ঘাড়ে পড়িতেছে।

রপ্তানি—রপ্তানি করি যথা সর্ব্বস্ব। স্বেচ্ছায়, সুস্থচিত্তে বা সজ্ঞানে উচিৎ মূল্য পাইয়া—কিছুই রপ্তানি করি না। অধিকাংশ ধাতবীয় পদার্থগুলি মাটী পাথরের দরেই চলিয়া যাইতেছে—আবার সেইগুলিই যখন বিলাতি বন্দোবস্তে রূপান্তরিত হইয়া আসিতেছে—তখন দাম শুনিলে অবাক হইতে হয়। দেশে রাসায়নিক বা ভূতত্ত্ববিদের অভাব নাই। তবে কোন কাজে লাগেন না—কারণ দু এক জন কর্ম্মবীরের কথা বাদ দিলে—দেখা যায়—সকলেরই পেশা ওকালতি।

তাঁরা কালে ভদ্রে কমিশনে গেলে দু একটা নুড়ি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া দেন। এবং বন্ধুমহলে পশার পাইবার জন্যই হউক—বা কোন অর্থহীন ব্যবসা রোগগ্রস্ত ব্যক্তির উৎসাহ-বর্দ্ধনার্থেই হউক—মধ্যে মধ্যে সেই নুড়িগুলির গুণ কীর্ত্তন করিয়া—দেশের ও দশের প্রীতিভাজন হইবার আশা রাখেন। দেশের দুর্ভাগ্য! নচেৎ বৎসরে হাজার হাজার শিক্ষিত অজ্ঞের সৃষ্টি আর কোথায় এমন হইয়া থাকে?

বনৌষধি প্রভৃতি গাছ গাছড়া লতা গুল্ম প্রভৃতির চিরন্তন ব্যবহারিক প্রথা ভুলিয়া গিয়া—বিলাতি শিশি বোতলে বেশ দুপয়সা খোয়াইয়া আসিতেছি তথাপি চৈতন্য নাই।

পাটও রপ্তানি হয়, তুলা, তামাক, চাউল, তিল, তিসি, সরিষা সবই চলিয়া যায়। এত হাত ফিরিয়া যায় যে আমার পাওনা গণ্ডা মিলাইতে গিয়া ভাবি, চাষ না করিলেই ছিল ভাল। তামাকের চাষী জানে না—যে মতিহারী তামাকের চাহিদা কোথায় আর বিশপাতি ও জাতিতে—কি কি কাজ হইয়া থাকে। তিনি তামাক তুলিয়া গ্রামস্থ মহাজনের—(অর্থাৎ যাঁহার নিকট পাঁচ টাকা দেনা করিয়াছেন এখন সুদেমূলে ৭৲ কি ৮৲ হইয়াছে)—নিকট তুলিয়া বাজারে ২১৲ ছালা হইলে ১২৲ টাকায় এবং ৫২টাকা ছালা হইলে ৩২৲ টাকায় **হিসাব নিকাস করিয়াই খালাস**। তার পর আছেন—ব্যাপারি। অর্থাৎ—রংপুর, দিনাজপুর, মোকামের আড়ৎ হইতে কোনমতে কিছু দিয়া লইয়া ষ্ট্র্যাণ্ডরোড কিংবা ফুলবাড়ীতে হয় নন্দী, নয় কুণ্ডুবাড়ীতে কিংবা মুলুকচাঁদের গদীতে ফেলিতে পারিলেই যাঁহার কাজ শেষ হয়। এখানে আবার এক প্রস্থ দালাল

আছেন—কারণ বিণা দালালে গ্রেহাম, রেলী, কাইজা, এমন কি রেঙ্গুনওয়ালার বাড়ীতেও মাল ঢুকে না। চাষী—তাই বলি ভাই—চাষ করিও না। তুমিও মরিবে—সঙ্গে সঙ্গে—আরও সকলেই মরুক। তোমার ধর্ম্মে বিশ্বাস থাকে ত তুমি বাঁচিয়া যাইতে পার, কারণ তোমাদের পণ্ডিতেরা তোমার পরজন্মের ব্যবস্থা করিয়াছেন—আর আর সকলের পণ্ডিতেরা—ইহজন্ম ব্যর্থ হইলে পরজন্ম ত দূরের কথা বাকি জীবনটুকুও রাখিতে চান না। দেখা গেল রপ্তানিতে ও সুখ নাই।

শিল্প—কয়েকটী বিষয় বাদ দিলে স্পষ্টই বোঝা যায়—পৃথিবীর শিল্প প্রতিযোগীতায় আমাদের স্থান নাই। বস্ত্রের দাম কম করিতে পারিতেছি না—সাবান—জিনিষ ভাল হইতেছে না;—দেশলাই—যৌথে আস্থা নাই বলিয়া চালাইতে পারিতেছি না। মেজি—মোজা—জাপান ও জার্ম্মাণীর নিকট মাথা নত করিয়াছে। এইরূপ সকল বিষয়েই একটা না একটা খুঁত আছে বলিয়াই হউক—আর উৎকট স্বদেশ-প্রেমের অভাবেই হউক দাঁড়াইতে পারিতেছি না।

বুদ্ধির বড়াই করি। অথচ—আজ এই জল জ্যান্ত বিংশ শতাব্দীতে একটা ফোর্ড মোটরও তৈরী করিতে পারিলাম না। শুনিতে পাই—শিল্পী আছে, মিস্ত্রী আছে (অনেক বিলাত ফেরতা ও আছেন) সাজ সরঞ্জাম আছে—আর আর সবই আছে তথাপি হয় না কেন? বুদ্ধির প্রাচুর্য্যই একমাত্র কারণ কি?

সমবায় সমিতি করিয়া সদুদ্দেশ্যে এবং উপযুক্ত মূলধনে হয় না এমন কাজ নাই। তবে হয় মূলধন নাই, নয় সমবেত চেষ্টা নাই কি সদুদ্দেশ্য নহে—তাই সিদ্ধি ও হইতেছে না। ভাল শিল্পী হইতেও পারিতাম প্রত্যেক শিল্পের কদর ও বাড়িত কিন্তু বাজারের অভিজ্ঞতা নাই বলিয়া টিকিতে পারিতেছি না। আবার বিজ্ঞাপন অভাবেও অনেক ক্ষেত্রে আমাদের শিল্পের চাহিদা নাই। অন্যান্য দেশে বিজ্ঞাপনের বহর দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। এক একটী কারবারে দুই বা ততোধিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়—এবং স্থান বিশেষে প্রত্যেক পত্রিকা তিন চারিটী ভাষায় অনুবাদ করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রেরিত হইয়া থাকে। আর আমাদের দেশে কারবার সম্বন্ধীয় লাইব্রেরী একটী কি দুইটী—তথাপি জনতা হয় না সর্ব্বনাশ! লাইব্রেরী আন্দোলন শুনিতেছি দেশের সর্ব্বত্রই হইতেছে!

ক্রেতা বিক্রেতা দালাল প্রভৃতির কাজে দু একটী যথার্থ কর্ম্মীর কথা বাদ দিলে বোঝা যায় আমাদের ফ'ড়েমিই সার হইয়াছে।

গরুর কথা।

(শ্রীজহরলাল বিশ্বাস)

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

ষষ্ঠ অধ্যায়

(২)

৩। এঁষে ঘা

প্রকৃতি ও কারণ—ইহাও সংক্রামক। এই রোগে গবাদির মুখে, পায়ে এবং পালানে ছোট ছোট ফুস্কুড়ি (Pimples & Pustules) বাহির হয়। কোন কোন পশুর প্রথমে পায়ে কিংবা মুখে ঐ ফুস্কুড়ি বহির্গত হইয়া থাকে। পশুদিগকে অপরিষ্কার গোয়ালে আবদ্ধ করার জন্য কখনো কখনো এই রোগাক্রান্ত হয়; কিন্তু অধিকাংশ স্থলে সংক্রামক বীজ হইতেই ইহার উৎপত্তি হইয়া থাকে।

লক্ষণ—মুখ দিয়া লালা নির্গত হইতে থাকে, কম্প দিয়া জ্বর আসে, পা, মুখ এবং শিং গরম হইয়া থাকে, তাহার পর মুখে, জিহ্বায়, পালানে, পায়ের চামড়া ও ক্ষুরের সংলগ্ন স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি (Pimples & Pustules) বাহির হইয়া থাকে। এই সকল ফুস্কুড়ি কখনো কখনো নাসিকার মধ্যেও হইয়া থাকে। এক দিবসের মধ্যেই ফুস্কুড়ি গুলি ফাটিয়া গিয়া লাল দাগ বাহির হয় এবং শীঘ্রই আরোগ্য হইয়া যায়, অথবা ঘা হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—রোগাক্রান্ত জন্তুকে গোয়ালের মধ্যে বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্নাবস্থায় রাখিবেন। গোয়ালের মেঝে যাহাতে বেশ পরিস্কার থাকে এবং গোয়ালের ভিতর যাহাতে বিশুদ্ধ বায়ু চলাচল করিতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত করিবেন। দিনে ২।৩ বার প্রথমে গরম জল দিয়া এবং পরে;

ফটকিরী—	১।০ তোলা
জল—	৪০ তোলা

একত্রে মিশ্রিত করিয়া মুখ ও ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া দিবেন। দিনে দুইবার গরম জলে কম্বল ভিজাইয়া বা অল্পতাপে গরম করিয়া ক্ষতস্থানে সেক দিবেন এবং ক্ষুরের মধ্য হইতে বেশ ভাল করিয়া সমস্ত ময়লা পরিস্কার করিয়া দিবেন। যদি ক্ষত অধিক হয় তাহা হইলে

উপরোক্ত ঔষধের সহিত ।৵০ আনা ওজনের তুঁতিয়া চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া বা ১০ তোলা, মুসব্বর, ৫ তোলা গন্ধবোল ও ৴২ সের সুরা এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত একত্রে ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইবেন এবং ইহার সহিত অর্দ্ধসের জল মিশাইয়া ক্ষতস্থান দিবসে দুইবার ধৌত করিয়া দিবেন। ক্ষতস্থানে নিম্নলিখিত মলমের যে কোনটী প্রয়োগ করিবেন।

কর্পূর	...	...	৫ তোলা
তারপিন তৈল	.	...	১।০ ,,
সরিষার তৈল	...	...	২০ ,,

একত্রে উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া লইবেন।

নারিকেল তৈল	...	...	১৫ তোলা
মোম	...	...	১৫ ,,
জাঙ্গাল	...	...	৫ ,,
গন্ধবিরজা	...	...	৫ ,,

একত্রে অগ্নিতে গলাইয়া, তৎপরে লাগাইবেন। **মুখে বা বাঁটের ক্ষতে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবেন না।**

যদি জ্বর থাকে তাহা হইলে নিম্নোক্ত ঔষধটী দিবসে দুইবার খাওয়াইবেন।

চিরতাচূর্ণ	...	...	২॥০ তোলা
মাতগুড়	...	...	৭॥০ ,,
সোরা	...	...	১।০ ,,
লবণ	...	...	২॥০ ,,

একত্রে মিশ্রিত করিবেন; এবং খাওয়াইবার সময় অর্দ্ধ সের জল মিশ্রিত করিয়া লইবেন।

পথ্য ভাতের পাতলা মাড়ের সহিত এক ছটাক চিটেগুড় এবং আধ ছটাক লবণ মিশ্রিত করিয়া দিবসে ২।১ বার খাওয়াইবেন, এবং পাতলা মাড় যথেষ্ট পরিমাণে খাইতে দিবেন। কচি কচি গাছের ডাল কিংবা দুর্ব্বা প্রভৃতি টাটকা নরম ঘাসও পথ্য রূপে ব্যবহার করিতে পারেন।

৪। বসন্ত

প্রকৃতি ও কারণ—ইহা মারাত্মক ও ছোঁয়াচে জ্বর। যত প্রকার ছোঁয়াচে জ্বর আছে তাহার মধ্যে এই রোগই বিশেষ মারাত্মক। এক প্রকার বিষ হইতে ইহা উৎপত্তি হয়। সাধারণতঃ ঐ বিষে সমস্ত শরীর আক্রান্ত হয়, বিশেষতঃ চতুর্থ পাকস্থলী এবং অন্ত্রে ইহা প্রকাশ পায়।

লক্ষণ—এই রোগের প্রথম লক্ষণ—শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি। কিন্তু উহা তাপমান যন্ত্র দ্বারাই (Thermometer) পরীক্ষা করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ ইহার তিনটী লক্ষণ দেখা যায়। যথা—

JOTINDRO NATH DUTTA
JANMABHUMI OFFICE
89, Manick Bose's Ghat St. Calcutta

শরীরের জড়তা, কম্প, গাত্রের লোম খাড়া হইয়া থাকা, মুখ গরম মুখের ভিতরের রং লালবর্ণ, ঘন ঘন শুষ্ক কাশি, কর্ণদ্বয় নত হইয়া থাকা,

প্রথম অবস্থা। প্রায়ই কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, যদিও মল নির্গত হয়, তাহাতে আম ও শ্লেষ্মা মিশ্রিত থাকে। ক্ষুধা কিয়ৎপরিমাণে অল্প থাকে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে পিপাসার আধিক্য থাকে। পৃষ্ঠের, স্কন্ধের কিম্বা পশ্চাৎভাগের মাংসপেশীসকল মধ্যে মধ্যে কাঁপিয়া উঠে। মেরুদণ্ড (Backbone) বাঁকিয়া যায়, এবং চারি পা একত্র করিয়া থাকে। থাকিয়া থাকিয়া, জাবর কাটে, দাঁত কিড়মিড় করে, হাই তোলে, এবং নাড়ির গতি দ্রুত হয়।

মুখ, কান, পা, শিং এবং শরীরের অন্যান্য স্থানের উত্তাপ সময়ে সময়ে কম বেশী হয়

দ্বিতীয় অবস্থা শ্বাস-প্রশ্বাস (Breathing) অত্যন্ত ঘন ঘন হয়, ক্ষুধা এককালীন থাকে না, জাবর কাটা একেবারে বন্ধ হয়, চক্ষু হইতে অল্প অল্প ক্লেদ নির্গত হইতে থাকে, মেরুদণ্ড টিপিলে বেদনা অনুভব করে, পশ্চাদ্দিকে মাথা ঘুরাইয়া শয়ন করিয়া থাকে, জ্বর বৃদ্ধি হয়, পিপাসা অত্যন্ত অধিক হয়, গলাধঃকরণে কষ্ট বোধ করে, মাংসপেশীর (muscles) কম্পন বেশ স্পষ্ট দেখা যায়, নাড়ি ক্রমশঃ দ্রুতগামী হয়, কিন্তু সমান ভাবে চলে না, নড়িতে কষ্টানুভব হয়, দন্তমূল ও মুখের অভ্যন্তর ভাগ অত্যন্ত লাল হয়, জিহ্বা অপরিষ্কৃত এবং তুলার ন্যায় হয়, মলদ্বার এবং যোনি, অত্যন্ত লাল ও শুষ্ক হয়, অতিশয় কোষ্ঠবদ্ধ থাকে বলিয়া, মলত্যাগ কালে কোঁৎ পাড়ে এবং কখনো কখনো যোনি ও মলদ্বার বাহির হইয়া পড়ে।

চক্ষু, মুখ ও নাসিকা দিয়া অধিক পরিমাণে চটচটে ক্লেদ নির্গত হয়, মুখে অতিশয়

তৃতীয় অবস্থা দুর্গন্ধ হয়, দন্তমূলে, মুখের কোণে ভিতরে ও জিহ্বায় এবং কখন কখন নাকের ভিতর ও চোখের পাতার নীচে ঘা হয়। এই অবস্থায় বাহ্যে হইতে আরম্ভ হয়, মল প্রথমে রক্তযুক্ত ও আম মিশ্রিত, পরে তরল, তাহার পরে রক্ত ও পচা অন্ত্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গন্ধযুক্ত জলবৎ মল নির্গত হইতে থাকে। অনবরত পিপাসা হয়, কিন্তু জল গলাধঃকরণে অত্যন্ত কষ্ট হয়, এবং ক্রমে ক্রমে সমস্ত অবয়ব শীতল হইয়া যায়। নাড়ি (pulse) পাওয়া যায় না। কখন কখন ঘাড়ে, পাঁজরে, গলার নিম্নভাগে পালানে বসন্তের গুটি দৃষ্ট হয়; ইহা বাহির হওয়া সুলক্ষণ। কারণ প্রচুর পরিমাণে বাহির হইলে রক্তাশয়ের লক্ষণ সকল নিরুদ্দিষ্ট হইয়া রোগ আরোগ্যের দিকে অগ্রসর হয়। শরীরে গুটী বাহির না হইলে রক্ত আমাশয় অত্যন্ত প্রবল হইয়া থাকে।

প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থার মধ্যে ভালরূপে চিকিৎসা না করিলে এই অবস্থায় রোগ অত্যন্ত ভীষণ হয়, এবং প্রায় ছয় দিনের মধ্যেই অবস্থা অত্যন্ত মন্দ হইয়া।

চিকিৎসা—শরীরের ভিতর যে বিষাক্ত পদার্থ প্রবেশ করিয়াছে, তাহা বাহির হইয়া না গেলে রোগ কিছুতেই আরোগ্য হইতে পারে না। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, গাত্রে যত অধিক গুটি বাহির হয়, আরোগ্যের সম্ভাবনাও তত অধিক থাকে। সুতরাং এই রোগের চিকিৎসার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, বিষাক্ত পদার্থ (পীড়ার কারণ গুলি) যাহাতে শরীর হইতে বাহির হইয়া যায় সেই বিষয়ে চেষ্টা করা এবং ভালরূপ পথ্য এবং লালন-পালনের বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

রোগের প্রথম অবস্থায় যদি গরুর কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে এপ্‌সম সল্ট (Epsom salt) পাঁচ তোলা কিংবা সাত তোলা পরিমাণ দিবসে একবার কি দুইবার খাওয়াইবেন, যাহ্যে না হওয়া পর্য্যন্ত ইহা ব্যবহার করিবেন। যখন সহজে তরল বাহ্যে হইবে, তখন বুঝিবেন যে এইবার বিষাক্ত পদার্থ বাহির হইবার সুবিধা হইতেছে। আবার লক্ষ্য রাখিবেন যেন ক্রমাগত জলবৎ ও রক্তবাহ্যে হইয়া গরু দুর্ব্বল হইয়া না যায়। যদি চব্বিশ ঘণ্টার অধিক বাহ্যে হইতে থাকে এবং তৎসহ আম ও রক্ত মিশ্রিত থাকে, তাহা হইলে নিম্নলিখিত ঔষধটী—

কর্পূর	...	...	১২ আনা
সোরা	...	...	,, ,,
ধুতুরার বীজ	...	...	৪ ,,
চিরতা	...	...	১২ ,,
দেশী মদ	...	...	১০ তোলা

(একমাত্রা)

একত্র মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবেন। বাহ্যে বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত ১২ ঘণ্টা অন্তর এই ঔষধ ব্যবহার করিবেন। রোগের দ্বিতীয় অবস্থায় (২৪ ঘণ্টার অধিক কাল পেটের পীড়া থাকিলে) উক্ত ঔষধের সহিত ১২ আনা ওজনের মাজুফল উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিয়া দিবেন। তাহা হইলে বাহ্যে বন্ধ হইবে। ইহা বিজ্ঞ থ্যাকার সাহেবের মত।

পথ্য—প্রথম অবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধ থাকা কালীন শুধু জল খাইতে দিবেন। তরল বাহ্যে হইলে খুব অল্প জল খাইতে দিবেন এবং অনবরত বাহ্যে হইতে থাকিলে মোটেই জলপান করিতে দিবেন না; তবে চাউল ও কলাই ভালরূপে সিদ্ধ করিয়া তাহার ঘনমাড়ি অল্প অল্প করিয়া খাইতে দিবেন। বাহ্যে বন্ধ হইলেই ঔষধ বন্ধ করিয়া দিবেন, এবং রোগীকে ভাতের মাড়ি ও অল্প অল্প টাটকা ঘাস কিংবা কচি কচি গাছ গাছড়া খাইতে দিবেন।

ব্যবস্থা—গরু আরোগ্য হইলে কিছুদিন পর্য্যন্ত উহাকে শুষ্ক, কঠিন বা জাঁইসযুক্ত খাদ্য মোটেই দিবেন না, কারণ ঐগুলি হজম করিতে পারে না, সুতরাং অজীর্ণ বা পেটের গোলযোগ হইতে পারে।

গরু অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, নিম্নলিখিত ঔষধটী—

গব্য ঘৃত	...	...	১০ তোলা
গমের ময়দা	...	...	,, ,,
ইক্ষু গুড়	...	...	,, ,,

একত্রে মিশ্রিত করিয়া দিলে দুইবার কিংবা একবার করিয়া কিছুদিন খাওয়াইবেন।

ক্রমশঃ

ফসলের খাদ্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৮) খাঁটি সোরায় ৩৯ ভাগ পটাস্ ও ১৪ ভাগ যবক্ষারজান থাকে।

(৯) ময়লা দেশী সোরায় কেবল ৭ ভাগ মাত্র যবক্ষারজান থাকিতে পারে। রিফাইন্ করা সোরা ব্যবহার করাই ভাল। কলিকাতার বাজারে রিফাইন্ করা সোরা ৶৷৭ টাকা দরে মণ বিক্রয় হয়। ময়লা সোরা বিহার অঞ্চল হইতে আনিতে হইলে প্রতি মণে ৩৲ কি ৪৲ টাকা দাম লাগা সম্ভব এবং এতদ্ব্যতীত আনিতে খরচও আছে। এই ময়লা সোরায় অতি সামান্য মাত্র সার-পদার্থ থাকিতে পারে।

(১০) রেড়ি বীজ ইত্যাদি ও কার্পাস বীজের খোসা দগ্ধ করিয়া যে ক্ষার হয় উহাতে ১৮ হইতে ৩০ ভাগ পর্য্যন্ত পটাশ ও ৫ হইতে ১০ ভাগ পর্য্যন্ত ফস্‌ফরিকাম্ল থাকিতে পারে।

(১১) গরুর আহারানুসারে ঘুঁটের ছাইয়ে সার পদার্থগুলির পরিমাণের অনেক তারতম্য হইয়া থাকে। যে গরু কেবল ঘাস খাইয়া থাকে উহার নাদির ঘুঁটের ছাইয়ে ১১।১২ ভাগ পটাশ্ থাকিতে পারে। যে গরু খড়, ভুসি ও খোল খাইয়া থাকে উহার ঘুঁটের ছাইয়ে কেবল ৫ ভাগ পটাশ্ থাকা সম্ভব।

(১২) গোলাপী রংএর ফেল্‌স্‌পার প্রস্তরে ৬।৭ ভাগ পটাশ্ থাকিতে পারে।

পটাশ্-সারের প্রধান গুণ, ইহার দ্বারা পত্রোদ্গমনের সহায়তা, শ্বেতসার ও অম্ল-রসের সঞ্চয় ইত্যাদি কার্য্য সাধিত হয়।

সাধারণ-সার।—জমিতে যবক্ষারজান, ফস্‌ফরাস্, পটাশ্, চুণ, লৌহ, ম্যাগ্‌নিশিয়া ম্যাঙ্গেনিজ্ ইত্যাদি সমস্ত উদ্ভিদের আহারীয় পদার্থ প্রয়োগ করিতে হইলে যে যে সাধারণ-সার ব্যবহার করা যাইতে পারে ঐ গুলির মধ্যে কি কি পরিমাণ সার-পদার্থ থাকা সম্ভব তাহার একটী তালিকা দেওয়া গেল।

	যবক্ষারজান	ফস্‌ফরিকাম্ল	পটাশ্
(১) মনুষ্যের মল-মূত্র	০·৭২	০·৬২	০·২১
(২) ঘোড়ার নাদি	০·৪৫	০·৩২	০·৩৫
(৩) ঘোড়ার মল-মূত্র ও বিচালি (পচা)	১·৪৫	০·২১	০·৫২
(৪) গোময় (টাট্‌কা)	০·১৪	০·১৫	০·৫২
(৫) পচা গোময়-সার	০·৫৮	০·৩০	০·৫০
(৬) গরুর চোণা	০·৯	০·০১	০·৩০

(৭) ঘোড়ার প্রস্রাব	১·৫০	০·০১	১·৬০
(৮) মেষের নাদি	০·৭০	০·৫০	০·১০
(৯) মেষের প্রস্রাব	১·৩০	০·০২	২·৫০
(১০) গৃহপালিত হংসাদি পক্ষীর নাদি	০·৫৫	০·৫৪	০·৯৫
(১১) পলুর নাদি	১·৪৪	০·২৫	০·১১
(১২) পলুর চোকড়ি (টাট্‌কা)	১·৫০	০·২১	০·৪০
(১৩) ঐ (শুষ্ক)	৭·৪৭	০·৯৮	০·৪৫
(১৪) খোল (যবক্ষারজানঘটিত সারের তালিকা দেখ)।			
(১৫) শুষ্ক মৎস্য (যবক্ষারজান ঘটিত সারের তালিকা দেখ)।			
(১৬) বাঁশের পাতা	০·৬৬	০·০১	০·৩৫
(১৭) ধানের বিচালি	০·৬৩	০·১১	০·৮৫
(১৮) গমের বিচালি	০·১৮	০·২২	০·৬৩
(১৯) যবের খড়	০·৬৪	০·১৯	১·০৭
(২০) ভুট্টার ডাঁটা (শুষ্ক)	০·৪৮	০·৩৮	১·৬৪
(২১) ঘাস (টাট্‌কা)	০·৫৪	০·১৫	০·৪৬
(২২) নীল সিটি	০·৬৩	০·৯২	০·৪৭
(২৩) ঘুঁটে ...	১·৭৮	০·৫৪	০·৬৫
(২৪) পুষ্করিণীর দাম (শুষ্ক ও পুরাতন)	১·৬৪	০·৪২	১·৭৭

চূণা সার—অনেক দিন পতিত বিলান জমীতে প্রভূত উদ্ভিজ সার থাকা সত্ত্বেও কঠিন ও কালবর্ণ মাটী হইয়াছে ঐরূপ জমীতে চুণ সার বিশেষ উপকারী। তবে চুণ নূতন ব্যবহার করিতে নাই, দুই মাস জলে ভিজাইয়া রাখিলে তেজ কমিয়া গেলে ব্যবহার করা উচিৎ।

চুণের গুণ :—

(১) পোকা মারা,
(২) উদ্ভিদ্-রোগ নাশ করা,
(৩) মৃত্তিকার অম্লত্ব দূর করা।
(৪) আঁট্ মৃত্তিকাকে হাল্‌কা করা।
(৫) উর্ব্বর মৃত্তিকার উর্ব্বরতা আদায় করা।
(৬) মৃত্তিকার যবক্ষারজান সংগ্রহের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
(৭) ফসল শীঘ্র পাকাইয়া লওয়া।
(৮) পত্র-সার প্রস্তুত করা।
(৯) কাঁচা-সার পচান।
(১০) কলাই জাতীয় ফসলের উন্নতি-সাধন করা; এই সকল বিশেষ বিশেষ কার্য্যে

চূণ সাররূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। নিস্তেজ জমীতে চূণ কখনই ব্যবহার করা উচিত নহে।

ঘুটিং, সামুক, খড়িমাটি, মার্ব্বেল পাথর ও অন্যান্য চূণা-পাথর দগ্ধ করিয়া চূণ হয়। জমীতে চূণ ছিটাইলে পোকা ও উদ্ভিদ রোগের বীজ নষ্ট হয়। পাতার গাদায় চূণ ছিটাইয়া দিলে পাতা শীঘ্র পচিয়া পত্র-সারে (leaf mould) পরিণত হয়। ধঞ্চা, শন, ইত্যাদি গাছ কাঁচা অবস্থায় কাটিয়া জমির মধ্যে লাঙ্গল দিয়া মিশাইয়া দিয়া বিঘা প্রতি দুই মণ চূণ ছিটাইয়া দিলে গাছগুলি শীঘ্র পচিয়া মাটির সহিত মিলিত হয়। ৭ বৎসর অন্তর বিঘা প্রতি ১৪/ মণ চূণ ছিটাইলে বোদ-মাটি, অম্লরসযুক্ত পাঁক-মাটি, জঙ্গল মহলের মাটি, প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ পদার্থ-পূর্ণ মাটি বিশেষ উর্ব্বর হইয়া থাকে। অনুর্ব্বর মৃত্তিকাতে চূণ-সার কখনই ব্যবহার করা উচিত নহে। লোণা মাটির ভাঁটিতে সদ্যঃ দগ্ধ চূণ ব্যবহার না করিয়া শামুক, ঘুটিং বা চূণা পাথরের গুঁড়া ব্যবহার করা উচিত। চূণ দ্বারা উদ্ভিদ জীবাণু নষ্ট হয়। এ জন্য চূণ ব্যবহার দ্বারা ভাঁটিতে যবক্ষারজানোৎপাদনের সুবিধা না হইয়া বরং ব্যঘাত ঘটে; ধান, গম, প্রভৃতি তৃণজাতীয় ফসল জন্মাইবার কারণ জমী হইতে অতি সামান্য পরিমাণ চূণ (অর্থাৎ, বিঘা প্রতি এক সের মাত্র) খরচ হইয়া থাকে। মটর প্রভৃতি কলাই জাতীয় উদ্ভিদ জন্মাইবার কারণ জমী হইতে উহার পাঁচগুণ (অর্থাৎ বিঘা প্রতি পাঁচ সের আন্দাজ) চূণ বাহির হইয়া যায়। উদ্ভিদের আহার মাত্র যোগাইবার কারণ কোন জমীতে চূণ ছিটাইবার আবশ্যক করে না। যে জমীতে শতকরা ০·১ ভাগ মাত্র চূণ-উপাদান বর্ত্তমান, হিসাব করিলে দেখা যাইবে এক ফুট মৃত্তিকার মধ্যে বিঘা প্রতি সে জমীতেও ৫০০ সের চূণ মজুত আছে।

(১) ঘুটিংএ ৫০ হইতে ৮০ ভাগ পর্য্যন্ত চূণ থাকে।
(২) চুনা-পাথরে ও শম্বুকাদিতে ইহা অপেক্ষাও অধিক চূণ থাকে।
(৩) অস্থির মধ্যে ২৮ ভাগ চূণ থাকে।
(৪) টাট্‌কা গোময়ে ০·২৮ ভাগ চূণ থাকে।
(৫) ঘুঁটের মধ্যে ২ ভাগ চূণ থাকে।

লবণ-সার।—যেমন চূণ-সার দ্বারা কলাই জাতীয় উদ্ভিদের বিশেষ উপকার হইয়া থাকে সেইরূপ লবণ-সার দ্বারা এই জাতীয় উদ্ভিদের বিশেষ অপকার হইয়া থাকে। এ কারণ সমুদ্র হইতে ৫০ ক্রোশ অন্তরের মধ্যে অড়হর, কলাই, ছোলা, মুগ, ইত্যাদি ভাল জন্মে না। কিন্তু যে জমীতে চূণের ভাগ অধিক ঐ জমীতে লবণ সাররূপে ব্যবহার করিলে কোন কোন ফসলের বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ইহার প্রধান উদাহরণ কার্পাস। যে জমীতে চূণের ভাগ অধিক ঐ জমীতে কার্পাস জন্মাইতে হইলে বিঘা প্রতি অর্দ্ধমণ লবণ সাররূপে ব্যবহার করা উচিত। ইহাতে কার্পাসের ফল বহুকাল স্থায়ী ও পরিমাণে অধিক হয়, এবং আঁশ দৃঢ় ও লম্বা হয়। কার্পাসের আঁশের উন্নতি সাধন করিতে গেলে এই বিশেষ উপায়টী অবলম্বন করা উচিত।

উদ্ভিদ্-রোগ, জোঁক, শামুক ইত্যাদি মারিতে গেলে বিঘা প্রতি একমণ লবণ ব্যবহার করা উচিত। যে জঙ্গল মহলের মৃত্তিকা সমুদ্রতীর হইতে ৫০ ক্রোশের অধিক দূরে অবস্থিত, অর্থাৎ যাহাতে লবণের ভাগ অধিক থাকা সম্ভব নহে, সে জমীতে চূণ দিয়া যেরূপ উপকার পাওয়া যায় লবণ দিয়াও সেইরূপ উপকার পাওয়া যায়। জমীর উর্ব্বরতা আদায় করিয়া লইবার দুইটী প্রধান উপায়,—চূণ ও লবণ সাররূপে ব্যবহার করা। ইহা দ্বারা উদ্ভিদাদি পদার্থের সারভাগ সকল সত্বর গলিত হইয়া ফসলের পোষণোপযোগী অবস্থায় সহজেই পরিণত হইয়া পড়ে। ইহা দ্বারা ফসলের উপকার ও জমীর অপকার করা হয়। এ কারণ নিস্তেজ জমিতে চূণ বা লবণ কখনই সাররূপে ব্যবহার করা উচিত নহে। নিম্নলিখিত কয়েকটি বিশেষ ফসলে বিঘা প্রতি একমণ লবণ সাররূপে ব্যবহার করিলে উপকার পাওয়া যায়। বাঁধা কপি, বীট, ম্যাংগোল্ড, যব, টোমাটো বা গুড়-বেগুণ, পেঁয়াজ, শতমূলী, ব্রেডফ্রুটর গাছ, আমগাছ, নারিকেল গাছ, খর্জ্জুর গাছ, হিজলি বাদামের গাছ, প্রভৃতি কয়েক প্রকার গাছের গোড়ায় গোড়ায় উহা পুতিবার পরবৎসর লবণ সার দেওয়া উচিত, সমস্ত জমীতে লবণ ছিটাইয়া দিলে তেমন ফল পাওয়া যায় না। অর্থাৎ এক বিঘাতে যদি ১২০টী নারিকেল লাগান হয় তাহা হইলে সমস্ত জমীতে এক মণ লবণ ছিটাইয়া না দিয়া, গাছের গোড়ার চতুর্দ্দিক খুঁড়িয়া দিয়া প্রত্যেক গাছের তলে ½ সের করিয়া লবণ প্রয়োগ করিলে ফল অধিক পাওয়া যায়। সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্থানে (অর্থাৎ ৫০ ক্রোশের মধ্যে) লবণ-সার ব্যবহার করার কোন আবশ্যক নাই।

অশ্বিষ্ঠা।—ইহা অতিশয় তেজস্কর সার, দেড় বৎসর ধরিয়া মাটির সহিত পচিলে, তবে ফসলের গ্রহণ উপযোগী হয়। বালুকাময় জমিতে এই সার বেশী উপকারী।

অস্থিচূর্ণ।—ইহাতে প্রধানতঃ চূর্ণ ও ফস্‌ফরাস্ (Calcium Phosphoris) পাওয়া যায়। সকল প্রকার শস্য ও উদ্ভিদে ইহার প্রয়োজন। অস্থিচূর্ণ প্রয়োগে গাছ যেমন বৃদ্ধি পায় তদপেক্ষা গাছের ফল ফুল অধিক বৃদ্ধি পায়। ইক্ষু, কার্পাস, ধান্য, গোধূম, বিট, আলু ও তামাক প্রভৃতিতে বিশেষ উপকারী। আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, প্রভৃতি গাছে ফল না ধরিলে গাছের গোড়ায় গর্ত্ত করিয়া হাড় পুতিয়া দিলেও উপকার হয়। পল্লীগ্রামে গো ভাগাড়ে হাড়গুলি পড়িয়া থাকিত, জলে ভিজিয়া রৌদ্রে পুড়িয়া জমীতে ফস্‌ফরাস্ দান করিত, এবং বর্ষাকালে জলের সাহায্যে পার্শ্ববর্ত্তী জমীতে উর্ব্বরতা প্রদান করিত। সামান্য প্রলোভনে পড়িয়া মুচি প্রভৃতি জাতিরা উহা কুড়াইয়া কলিকাতায় চালান দেয় এবং তথা হইতে গুঁড়া এবং ছাইরূপ ধারণ করিয়া বিদেশে চলিয়া যাওয়াতে দেশের অতিশয় ক্ষতি হইতেছে। প্রতি সেকেণ্ডে ৭/ মণ হাড় বিদেশে যায়। গ্রামবাসীদের বদ্ধ পরিকর হইয়া ইহা বন্ধ করা উচিৎ।

আবর্জ্জনা।—গৃহস্থের বাড়ীর পরিত্যক্ত জঞ্জাল, ঝাঁট আবর্জ্জনা ছাই, গোময়, কুটনার খোসা, মৎস্যের আঁস, কাঁটা ইত্যাদি মাটির মধ্যে পুতিয়া রাখিলে ৬ মাস পরে

JOTINDRO NATH DUTTA,
JANAKUMI OFFICE
20, Amherst Street Calcutta.

উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী উত্তম সার হয়। কলিকাতায় পরিত্যক্ত জঞ্জাল ধাপার মাঠে যাইয়া কেমন কপি জন্মায় তাহা সকলেই জানেন। আমি চাই প্রত্যেক গৃহস্থ বাড়ীর জঞ্জালগুলি প্রাতে ঝাঁট দিয়া একটী গর্ত্তে ফেলিয়া দেন এবং ৬ মাস বা বৎসর পরে ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন। তাহা হইলে উত্তম ফল পাইবেন।

তৈলাক্ত,—সর্ষপ, তিল, নারিকেল, রেড়ী, কার্পাস, তিসি, নিম, মহুয়া, সোরগোজা, রয়ণা প্রভৃতি তৈল বীজ হইতে থৈল পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে সরিসার থৈল উগ্র, পানের জমিতে বেশী উপকারী। আলু ও ইক্ষুক্ষেত্রে রেড়ির থৈল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। জমিতে পোকা ও উই ইত্যাদি নিবারণ করিতে হইলে নিমের ও রয়ণার (নিদরাজ) থৈল শ্রেষ্ঠ। যেমন কখন কখন কোন ফসলে ব্যবহার করিতে হয় তাহা সেই সেই ফসল চাষে জানিবেন (বাংলার ফসল দ্রষ্টব্য) তবে চাষী চাষের সময় কিছু কিছু গাছ বসাইয়া কিছু কিছু করিয়া থৈল গোড়ায় দিবেন। ইহাই থৈল ব্যবহারের সাধারণ নিয়ম।

(ক্রমশঃ)

আবহ-বিজ্ঞান।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

(শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সাধু)

এরিষ্টটল—মাকিদনাধিপ আলেকজান্দার অধিকৃত মিশর (Egypt) প্রদেশস্থ (ভূমধ্য সাগর Meditarranian Sea ও মারিওতিস হ্রদের Mareotes Lake সমীপবর্ত্তী সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে) তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আলেকজান্দ্রিয়া (Alexandria) নগরীর টলেমি সোটার (Ptolemy sater*) ও তৎপুত্র ফিলাডেলফাসের (Philodelphus) উদ্যমে রাজব্যয়ে স্থাপিত প্রত্যক্ষদর্শন দ্বারা নভো বিদ্যা শিক্ষার মানমন্দিরে অবস্থান পূর্ব্বক প্রভূত অধ্যবসায় সহকারে ভারতবর্ষীয় জ্যোতির্ব্বিদগণের নিকট জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও আবহ বিদ্যা (মেঘ বিদ্যা) শিক্ষা করতঃ আবহান্তর্গত ঝড় ও বৃষ্ট্যাদির পূর্ব্ব লক্ষণ নির্ণয় করণ বিষয়ক একখানি অভিনব পুস্তক রচনা করিয়া ইউরোপখণ্ডে আবহ-বিদ্যার প্রবর্ত্তনা করেন।

---

* টলেমি সোটার মাকিদনাধিপতির প্রধান সেনাপতি ছিলেন। আলেকজান্দার টলেমির বিজ্ঞান শাস্ত্রে অধিকার ও অনুরাগ দর্শন করিয়া তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্বীয় অধিকৃত মিশর দেশ, লিবিয়া (Libya) ও আরবের কিয়দংশ সম্প্রদান করেন। টলেমি—আলেকজান্দার প্রতিষ্ঠিত উক্ত আলেকজান্দ্রিয়া নগরীতে প্রত্যক্ষ (চাক্ষুস) দর্শন দ্বারা জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও আবহ বিদ্যা (মেঘ বিদ্যা) শিক্ষার্থে জন সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত একটী মান মন্দির (observatory), আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার্থে একটি আয়ুর্বেদ শিক্ষাগার ও উদ্ভিদ বিদ্যা শিক্ষার্থে একটি উদ্ভিজ্জ উদ্যান (Botanical Garden) এবং একটি যাদুঘর (Museum) কিমিয়া বিদ্যা (রসায়ন শাস্ত্র Alchemy) শিক্ষা প্রদানের নিমিত্ত একটি রাসায়নিক পরীক্ষাগার (Chemical Laboratory) এবং পশু-পক্ষ্যাদির ভাষা জ্ঞানের (Animal Philology) ও প্রাণী বিদ্যা (Zoology) শিক্ষার্থে একটি চিড়িয়াখানা (পশুশালা Zoological-Garden) সংস্থাপন করেন এবং অনেকগুলি হস্তলিখিত বিজ্ঞান শাস্ত্র ক্রীত হইয়া বেতনভোগী অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকগণ কর্ত্তৃক তত্তৎ বিষয়ে নিয়মিত পদ্ধতি ও প্রণালী অনুসারে জন সাধারণকে বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষা প্রদান করাইতেন। মিশর দেশের অন্তর্গত আলেকজান্দ্রিয়া নগরে মানমন্দির (Observatory) ও যাদুঘর (Museum) সংস্থাপনাবধি ইউরোপে বিজ্ঞান আলোচনার আরম্ভ হয়। তৎপরে ফিনিসিয়া ও ক্যেলডিয়ায় জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও চিকিৎসা বিদ্যার সমধিক চর্চ্চা হয়। আরব দেশীয় আলমানসোর ও কার্লিক আলামাসুন নামক খোগদাদাধি দ্বয়ের রাজত্বকালে তাঁহারা স্বীয় স্বীয় ব্যয়ে অনেক বিজ্ঞান তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণকে আনয়ন করিয়া প্রজাগণকে বিজ্ঞান শিক্ষা প্রদান করাইতেন। তাঁহাদের আদেশানুসারে ইতিহাস, ব্যবহার শাস্ত্র, রাজনীতি, জীবন চরিত, ভূ-বিজ্ঞান (Geology),

এরিষ্টটলর শিষ্য থিওফ্রেস্তাস (Theophrastas) একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক, সুবিজ্ঞ চিকিৎসক ও জ্যোতির্ব্বিদ ছিলেন। তিনি চিকিৎসা বিষয়ক একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক রচনা করিয়া স্বদেশের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছিলেন এবং আবহান্তর্গত ভৌতিক ব্যাপার পরিদর্শন ও পরীক্ষা দ্বারা অভীজ্ঞতা লাভ করিয়া আবহ শাস্ত্রকে (১) বৃষ্টির পূর্ব্ব লক্ষণ (the prognostics of rain), আবহাওয়া (২) (Climate), (৩) বাত্যাবর্ত্ত (storms) ও (৪) সুরম্যসমরেস এই চারি অংশে বিভক্ত করিয়াছিলেন।

যাহা হউক ধরিতে গেলে অস্মদেশীয় প্রাচীন রাখাল ও কৃষকগণই নভোঃ বিদ্যায় তত্ত্বানুসন্ধিক ও প্রবর্ত্তক এবং শিক্ষা গুরু।

রাখালেরা পশু পালন করিত, সুতরাং তাহারা সর্ব্বদাই গরু, বাছুর, ছাগ, মেষ ও মহিষাদি চরাইবার নিমিত্ত মাঠে, বনে, নদীতটে ও পর্ব্বতোপরি গতায়াত করিত; তাহাতে তাহারা প্রত্যক্ষ দর্শন দ্বারা আকাশের অবস্থা, মেঘোৎপত্তি, মেঘের জাতি বা শ্রেণী, আকার বর্ণ, রঙ্গ (অর্থাৎ মেঘ যখন স্তরে স্তরে সজ্জিত হইতে থাকে) ও পালি (বাঁধিয়া অর্থাৎ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত (কালান্) হইয়া বিস্তারণ পূর্ব্বক আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া বর্ষণ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে থাকে); মেঘের গতি ও অবস্থানাদি এবং বায়ুর গতি, বেগ ও ক্রম এবং ঝটিকাদির পূর্ব্ব লক্ষণ নিরূপণের প্রতি বিশেষরূপ লক্ষ্য রাখিত। অধিকন্তু ঝড় ও বৃষ্টির সূচনারম্ভ কালে তাহারা উক্ত পালিত পশুগণের ব্যাহ্য ভাব-হাবাদি মুদ্রাচিহ্ন অবলোকন পূর্ব্বক ও তাহাদের ধ্বনি শ্রবনান্তর ঝড় ও বৃষ্ট্যাদির পূর্ব্বরূপ অবগত হইয়া ও উক্ত বিষয় সমূহ ভূয়োদর্শন এবং বহু পরীক্ষা দ্বারা অভীজ্ঞতা লাভ করতঃ ঝড় ও বৃষ্ট্যাদির উৎপত্তি এবং আগমনসূচক ভবিষ্যৎ বার্ত্তা জন সাধারণকে পরিজ্ঞাত করণান্তর তদ্বিষয়ে সফলকাম হওয়ায় তাহারা পরম আনন্দ অনুভব করিত।

ভূগোল, তরল সম-সংস্থান (Hydro-statics) জ্যামিতি (Geometry), ত্রিকোনমিতি (Tregnometry), বীজগণিত (Algebra), পাটীগণিত (Arithmetic) প্রভৃতির অনুশীলনের প্রথম সৃষ্টি হয়। তদনন্তর আরব দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহম্মদ বেন মূসা বার্গিক সমীকরণের (Quadratic Equation) এবং উমার বেন এব্রাহিম ঐ বর্গীয় সমীকরনের নিয়মাবলী আবিষ্কার করেন। ক্রমে পুরাতন বিজ্ঞানগুলি পরিত্যক্ত হইয়া বহুল নূতন নূতন বিজ্ঞানের আবিষ্কার হইতে থাকে। যাহা হউক উক্ত বিজ্ঞানালোচনার ভিত্তিকে আদর্শ করিয়া সারাসান জাতিরা (Saracens) ইতালী দেশান্তর্গত সেলারনো (Salarno) নগরে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করে। বোধ হয় ইউরোপে এই বিদ্যালয় প্রথম স্থাপিত হইয়াছিল। ক্রমে পুরাতন বিজ্ঞানগুলি পরিত্যক্ত হইয়া নব নব বিজ্ঞানের আবিষ্কার হইতে থাকে। অনন্তর স্পেইন (Spain) দেশের অন্তর্গত সেভিল নগরে একটী মানমন্দির স্থাপিত হইয়া তথায় রাজব্যয়ে দুইজন ভারতবর্ষীয় জ্যোতির্ব্বিদ নিযুক্ত থাকিয়া নানা দেশ হইতে আয়ত পাঠার্থীগণকে প্রত্যক্ষ দর্শন দ্বারা জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও আবহ বিদ্যা শিক্ষা প্রদান করা হইত! তদবধি ইউরোপে জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও আবহ বিদ্যার অনুশীলন হইতে থাকে।

† On metors, the popular prognostics of the weather. (ক্রমশঃ)

কৃষির রিপোর্ট।

বাংলা দেশের কৃষির হিসাব নিকাশের আর একটি সরকারী রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। উহার মূল অংশটি উদ্ধার করিয়া মোটামুটি খবর কৃষক মারফৎ পাঠকপাঠিকাগণকে নিবেদন করিতেছি। কৃষি কার্য্যে উৎসাহী ব্যক্তি মাত্রেই তাহাতে অনেক জ্ঞান লাভ করিবেন ও এই সকল বিষয় আলোচনা উত্থাপন করিয়া কৃষি বিস্তরে উদ্যোগী হইয়া উঠুন ইহা আমাদের ইচ্ছা। আশা করি এ বিষয়ে সকলে প্রণিধান পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া প্রকৃত দেশের সমস্যার বিষয় ভাবিবেন, আমরা এই আশায় থাকিয়া বিষয়টির অবতারনা আরম্ভ করিলাম।

বিগত ১৯২৭-২৮ সালের সরকারী রিপোর্টে বঙ্গদেশীয় কৃষি বিভাগীয় কর্ত্তারা বলেন যে রাজকীয় কৃষি কমিশন কর্ত্তৃক কৃষি পরিষদ স্থাপনা বহুল ব্যয় সাপেক্ষ। অর্থাভাবে সে বিষয়ে এখন মনোযোগ দেওয়া অসম্ভব। গত বৎসরের ন্যায় এবৎসর ও ঢাকা নগরীস্থ দ্বিতীয় কৃষি বিদ্যালয়টির ছাত্র সংখ্যা মোটেই সুবিধাজনক নহে। প্রথম বাৎসরিক শ্রেণিতে মোটে বারোটি ছেলে ছিল। তাহার মধ্যে আবার চারিটি বৎসরের মধ্যেই ছাড়িয়া যায়। বৎসরের শেষভাগে ছাত্রদিগের উপযোগী শিক্ষা দেওয়াইবার নিমিত্ত শিক্ষকগণকে "শিক্ষাদান প্রণালী" শিখাইবার ব্যবস্থা করা হয়। এরূপ স্থীর হইয়াছে যে প্রতি বৎসর পনেরটি শিক্ষক লওয়া হইবে ও দুই বৎসরের কোর্স বা সময় নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। রেশম বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক শিক্ষায়তনগুলিতে বরং ছাত্রদিগের ভর্ত্তি হইবার উৎসাহ দেখা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় কৃষকপুত্রগণের সরকারী ফার্ম্মে আসিয়া শিক্ষালাভ করিতে অনিচ্ছা সমানে চলিয়া আসিয়াছে। অথচ তাহাদের জন্যই বিশেষভাবে এ সকলের প্রতিষ্ঠা।

কৃষি গবেষণা।

ঢাকা সেণ্ট্রাল গবেষণাগারে এবং অন্যান্য জিলার সরকারী কৃষিফার্ম্মে গবেষণা পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় চলিতেছে তবে এ বৎসর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা কয়েকটি বিষয়ে গবেষণা করিতেছে ইহা নূতন সংবাদ। ডিরেক্টর মহোদয় জলসেচন সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে বলেন যে এদেশে পাঞ্জাব প্রদেশের ন্যায় খাল কাটিয়া জল আনয়ন ব্যবস্থার তত প্রয়োজন নাই কিন্তু ঠিক সময়ে জল দেওয়ার ব্যবস্থা করা চাইই চাই। সেজন্য পাম্প সাহায্যে নদী, বিল, নলকূপ যেথান হইতেই হউক জল দিবার ব্যবস্থা বর্ত্তমান থাকিলে জলাভাবে শস্য কখনও নষ্ট হয় না। অনাবৃষ্টি দিন কতক হইলেও কাজ চলিয়া যায়।

বীজ বিতরণ

এ বৎসর ভাল পাটের বীজ সরকারী ফার্ম্ম হইতে উৎপন্ন করাইয়া দুই হাজার টনস্তর ২০৬৯ মন বিক্রয় হইয়াছে। তৎ পূর্ব্ব বৎসর ৩৭০৮ মণ বিক্রী হইয়াছিল এ বিষয়ে লণ্ডনস্থ

পাট এসোসিয়েসন বা পাটমহাজনগণের সভার সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। উক্ত সভা বিনামূল্যে ভাল বীজের প্যাকেট সরকারী ফার্ম্মে বিতরণ করিবার জন্য দিয়াছিলেন। ইহা উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

এ বৎসর ধানের চাষ দুইশত সরকারী ফার্ম্মে হইয়াছে। গত বৎসর ২৫০টি ফার্ম্মে হইয়াছিল। কাজের সুব্যবস্থার জন্য। ইচ্ছা করিয়াই এ বৎসর কম ফার্ম্মে চাষ করান হইয়াছে।

গো-সেবা

গত বৎসরের রিপোর্ট গসিপ সাহেব (Mr Gossip) গোপ্রজননের যে প্রণালী বর্ণনা করিয়াছেন এ বৎসর তাহারই ব্যবস্থা চলিতেছে। গো প্রজননের জন্য সরকারী ব্যবস্থায় ভাল ষাঁড়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে সমবায় সমিতির সহযোগে গো প্রজননের ব্যবস্থা হইতেছে। ইহাতে গো বংশের ত্বরায় উন্নতি হইবে আশা করা যাইতেছে। ঢাকা ফার্ম্মে সরকারী গোশালা ও দুগ্ধ বিক্রীর ব্যবস্থা করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট স্বয়ং উদ্যোগী হইয়াছেন। ইহা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য খবর সন্দেহ নাই। কৃষি সমিতিগুলির সহিত সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা হইবে বলিয়া শুনা যাইতেছে। ইহা এখন গভর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন।

কৃষি প্রচার ও প্রদর্শনী

অর্থাভাবে এ বিষয়ে তত দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। দুই বৎসর পূর্ব্বেকার গভর্ণমেণ্টের অনুমতি হইয়াও সাতটি নূতন জিলার কৃষি কর্ম্মচারী নিয়োগ এখন অবধি সম্ভবপর হয় নাই। কৃষকগণ সমবেত হইয়া সরকারী বীজ লইয়া যাহা চাষ করিয়া ফললাভ করিয়াছে তাহার প্রদর্শনী করিতে পারিলে বিশেষ ফললাভ হইতে পারে। কৃষি প্রচার সম্বন্ধে নদীয়া জিলা বোর্ডের কাজ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ইহা ব্যতীত সমবায় বিভাগও বেশ কাজ করিতেছেন।

রেশম চাষ

এ বৎসর জলবায়ু প্রতিকূল থাকায় তুতে গাছের ক্ষতি হইয়াছে। সেজন্য রেশম শিল্পেরও অনিষ্ট হইয়াছে। যদিও এবৎসর সরকারী ফার্ম্মে হিসাবে বেশী হইয়াছে তথাপি জিনিস ভাল না হওয়ায় দরে কম হইয়াছে। নীচে হিসাব দেওয়া গেল।

	জিনিস	দর
এ বৎসর	২২৫১২, কাহন	৫৬০৯৬ টাকা
গত বৎসর	২১০৮৩, কাহন	৬২১৯২ টাকা

রাজসাহী জিলার রেশম বিদ্যালয় বন্ধ হইয়া তৎস্থলে মালদহ জিলায় পিয়াসবাড়ী নামক স্থানে স্থাপনা হইল। ইহাতে রেশমের উন্নতি বাড়িবে। কারণ এইস্থানে এ শিল্প আবহমান কাল হইতে প্রচলিত।

আমাদের মন্তব্য—সরকারী রিপোর্ট দেখিয়া বেশ বুঝা যাইতেছে অর্থাভাবে কৃষি প্রচার ও প্রসার তেমন হইতেছে না। দেশের কাজ কেবল গভর্ণমেণ্টের উপর ছাড়িয়া না দিয়া যদি দেশবাসী এ বিষয়ে মিলিত হইয়া কাজ করেন তবে শীঘ্র এ বিষয়ে উন্নতিলাভ হইবে। আমাদের প্রস্তাব এই বেসরকারী সমিতি গুলির সহিত মিশিয়া গভর্ণমেণ্ট জেলা

বোর্ড ও মিউনিসিপালিটি সকলেই যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করিলে ইহার প্রচার অনেক সহজে হইবে। দেশবাসীও অর্থ সাহায্য করিতে আরো মনোযোগী হইবেন। আজ কালকার বেকার সমস্যার দিনে আশা করি শীঘ্রই এ বিষয়ে সকলের নজর পড়িবে ও শীঘ্রই এ সকল সমিতির কার্য্য পদ্ধতি আমরা দেখিতে পাইব, সেই শুভদিনের আশায় রহিলাম। ভারতীয় কৃষি সমিতি এই সকল কার্য্যে সহোযোগিতা করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছেন। কৃষিকার্য্যে উৎসাহী ব্যক্তিমাত্রেই এ সকল বিষয়ে অগ্রসর হউন, কৃষিকার্য্যে সাফল্য লাভ করিয়া আবার সোণার ভারত নাম সার্থক হউক এই আমাদের আন্তরিক কামনা রহিল।

বিবিধ বৈচিত্র।

বায়ু হইতে বিদ্যুৎ

আমেরিকার জনৈক আবিষ্কর্ত্তা তৈল বা কয়লা কিছু না দিয়া বায়ু হইতে বিদ্যুৎ সংগ্রহ করিয়া ইঞ্জিন চালাইবার কৌশল আবিষ্কার করিয়াছেন। এই বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখাইবার সময় তিনি বাতাস হইতে ২০০০ ভোল্ট পরিমিত বৈদ্যুতিক শক্তির ক্রিয়া দেখাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

অদ্ভুত ঘড়ি

স্যান ফ্রান্সিস্কোর একজন মনিকার একটী ঘড়ি নির্ম্মান করিয়াছেন। উহা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের চব্বিশটী সহরের সময় জ্ঞাপন করে। ঘড়িটীতে ৫০০ অংশ আছে এবং উহা নির্ম্মান করিতে সাত মাস সময় লাগিয়াছে।

ক্রন্দনা বৃক্ষ

মধ্য আফ্রিকার বুলায়োতে 'টাগাটী' নামে এক প্রকার গাছ আছে, তাহারা রীতিমত ক্রন্দন করে এবং ক্রন্দনের পরে আবার তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পড়ে। ডেভিড লিভিংষ্টোন বলিয়াছেন বায় হইতে এক প্রকার পতঙ্গ জল সংগ্রহ করিয়া এই বৃক্ষের উপর ঢালিয়া থাকে, কারণ তিনি এই বৃক্ষের ছাল ছাড়াইয়া দেখিয়াছেন যে, উহার ভিতর হইতে কোন প্রকার জল আসে না। ইহাও লক্ষ্য করা হইয়াছে যে, গাছের ক্রন্দনের দিন হইতে ৯ দিবসের মধ্যে নিশ্চয়ই বৃষ্টি হইয়া থাকে।

গাছের বৃদ্ধি

বাঁশ গাছ প্রথমে যেরূপ বাড়িয়া উঠে, আর কোন গাছই এরূপ ভাবে বাড়ে না। সমস্ত গাছই চারা অবস্থায় চব্বিশ ঘণ্টায় ২ ফিট করিয়া বড় হয়।

অদৃশ্য সার্চলাইট

মিঃ টেলিভিসান এক প্রকার বৈদ্যুতিক সার্চলাইট আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বাহিরের কেহ দেখিতে না পাইলেও এই আলোক বহুদূরস্থ উড্ডীয়মান এরোপ্লেনকে ধরিয়া ফেলিতে পারে, এবং তাহার সঠিক ছবি একটী পর্দ্দার উপর আঁকিয়া লইতে পারে। এত সংগোপনে ইহা কার্য্যসম্পূর্ণ করিতে পারে যে, এরোপ্লেন-চালকেরা তাহার কিছুই টের পায় না।

তের সপ্তাহে শস্যোৎপাদন

কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় তের সপ্তাহে শস্যোৎপাদন করা হইয়াছে। একটী পাত্রে জল ও শস্যের খাদ্য রাখিয়া উদ্ভিদের উপর প্রত্যহ ১৬ ঘণ্টা করিয়া বৈদ্যুতিক আলোক প্রয়োগ করা হয়। উদ্ভিদ যেমন বাড়িতে থাকে, আলোক দানের পরিমাণও সেইরূপ বৃদ্ধি করা হয়। ফলে, আশ্চর্য্য গতিতে উদ্ভিদ বাড়িতে থাকে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, গম সাধারণ অবস্থায় পক্ক হইতে প্রায় পাঁচ মাস সময় লাগে। অথচ উক্ত প্রক্রিয়ায় মাত্র তের সপ্তাহে ইহা পাকিয়াছে এবং ফসলও অনেক ভাল হইয়াছে।

গোল আলু।

সাধারণতঃ বীজআলু হইতেই আলুর চাষ হয়। আলুর গায়ে চোক্ থাকে, আলুগুলি জমিতে বসাইলে এই চোক্ ফুটিয়া গাছ বাহির হয়। ইহাকেই চাষীরা বীজ-আলু বলে। এই বীজ-আলু আস্ত বসান যায়। নৈনিতাল কাটিয়া বসান হইয়া থাকে, কিন্তু পাটনাই গুঁড়ি আলু আস্ত বসানই বিধি। নৈনিতাল বড় হইলে তবে কাটা উচিত; নতুবা হাঁসের ডিমের মত আলুগুলি আস্ত বসাইতে হয়। আলু কাটিবারও একটু কৌশল আছে। এক একটি খণ্ডে অন্ততঃ দুইটি চোক্ থাকিবে। খণ্ডগুলি পাতলা করিয়া কাটিতে নাই। চোকের দিক পুরু থাকিবে এবং অপর প্রান্ত ক্রমশঃ সরু হইয়া যাইবে। আলু গাছেরও ফুল ফল হয় এবং তাহাতে বীজও জন্মে। সুপুষ্ট বীজ হইতে আলু গাছ হয়।

বেলে-দোঁয়াশ মাটিই আলুর পক্ষে প্রশস্ত। কাদা এঁটেল অথবা অগভীর কাঁকুরে জমিতে আলু হয় না। কিন্তু এ দুয়ের মধ্যবর্ত্তী জমিতে পাঁকমাটি মিশাইয়া কিম্বা যথেষ্ট পরিমাণে গলিত উদ্ভিজ্জ সার দিয়া আলুচাষের উপযুক্ত করিয়া লওয়া যাইতে

পারে। ক্ষেতটি অনেকবার চষিয়া মাটি ধুলির মত করিতে হয়। দেড় ফিট গভীর করিয়া চষিতে বা কোপাইতে হইবে। পরে মই দ্বারা সমান করিয়া এক হাত অন্তর নালি কাটিতে হইবে। সেই নালিতে খৈল ও পুরাতন গোবর সার ছিটাইয়া আলু বসাইতে হয়। সরু কোদাল অথবা লাঙ্গলের ফাল হাতে টানিয়া নালি কাটা ভাল। নালিতে ৯ ইঞ্চি তফাৎ করিয়া ৪ কিম্বা ৫ ইঞ্চি মাটি চাপা দিয়া আলু বসান হইয়া থাকে। নৈনিতাল আর একটু ফাঁক ফাঁক বসাইলে ভাল হয়। আলু কত তফাতে বসান উচিত বা নালিগুলি কত অন্তর হইবে, তাহা চাষীকে দেখিয়া শুনিয়া ঠিক করিয়া লইতে হয়। জলদি আলু আশ্বিন মাসেই সাতে পারা যায়। তাহাতে ফসল আগে হইলেও কিন্তু ফলন কম হয়, ও কীটের আশঙ্কাও অধিক থাকে। কার্ত্তিক মাসের শেষার্দ্ধই বাংলায় আলু বসান সাধারণ সময়।

একদিকে জল বসিলে আলুর ফলনে বিশেষ অনিষ্ট হয়, অন্য দিকে জল না পাইলেও আলুর পুষ্টির ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। আলু ক্ষেতে জল সেচনের ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতেই করিয়া রাখা দরকার। আলু বসানর ১০।১৫ দিন পরেই একবার ছেঁচ দেওয়া দরকার। তাহার পর আবশ্যক মত ছেঁচ দিতে হয়। গাছগুলি আধ হাত পরিমিত হইলে মাটি দেওয়া দরকার। প্রায় ১ মাস পরে গাছের গোড়ায় আরও মাটি দিতে হয়। কোন কোন স্থলে ৩।৪ বার ছেঁচ দিলেই যথেষ্ট হয়।

আলু বসাইবার পূর্ব্বে সেই ক্ষেতে শণ, ধঞ্চে বা অন্য কোন দ্বিদ্বিজাতীয় খন্দের আবাদ করিয়া সেগুলি ফুল ধরিবার সময় জমিতে হাল মই দ্বারা চষিয়া ফেলা হইয়া থাকে। সবুজসার ব্যবহার করিলে চষিবার সময় উহার সহিত কিছু ছাই ও চুণ মিশ্রণ (বিঘা প্রতি ২৷৷০ অথবা ৩ মণ) দেওয়া দরকার। তাহাতে শুধু যে সবুজসার শীঘ্র শীঘ্র কার্য্যোপযোগী হয়, তাহা নহে; উহাতে ভবিষ্যতে পোকা জন্মিয়া ক্ষেতের অনিষ্ট করিতে পারে না। ইহাতেও আলুর ফলন মন্দ হয় না।

সাধারণতঃ বীজ বপন করিবার তিন মাস পরে আলু তুলিবার উপযুক্ত হয়। যে মাসে নূতন আলু অধিক দরে বিক্রয় হয়, সে সময়ে চাষীরা আলু খুব বড় হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া, ক্ষুরনি দ্বারা পার্শ্বস্থিত ছোট ছোট আলু তুলিয়া লইয়া গাছের গোড়ায় আবার মাটি চাপা দিয়া দেয়। তাহাতে কার্য্যতঃ আলুর ২টি ফসল পাওয়া যায়। সহরের দূরবর্ত্তী স্থানে এরূপ করা অনাবশ্যক।

বিঘাপ্রতি ৪০।৫০ মণ নিম্ন বঙ্গে আলুর গড় পড়তা ফলন বলিয়া ধরিতে পারা যায়। ২৪ পরগণায় ও হুগলীতে পাটনাই আলুর ফলনই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়। দার্জ্জিলিং আলু ফলনে প্রায় পাটনাই আলুর সমান। আলুতে পোকা লাগিয়া বিস্তর ক্ষতি হইয়া থাকে। বেগুন গাছের পোকা কখন কখন আলুর পাতা খায়। একপ্রকার সবুজ রঙের পোকা গাছের রস চুষিয়া খায়। ইহাদিগকে ধরিয়া মারা ছাড়া অন্য উপায়ে নষ্ট করা কঠিন। ঘরে আলু রাখিলে তাহার ভিতর সুতলী পোকা ঢুকিয়া নষ্ট করে। ঠাণ্ডা জায়গায় বালি ঢাকা দিয়া আলু রাখিলে আলুতে পোকা লাগিতে পায় না, এবং পচেও কম। তিন ভাগ জলে এক ভাগ ক্রুড অয়েল (ক্রুড কেরোসিন তৈল) গুলিয়া ঐ জলে আলু ধুইয়া

শুকাইয়া বালির ভিতর আলু রাখিলে ভাল থাকে। চূণের জলে বা তুঁতের জলে ধুইয়া রাখিলেও আলুতে পোকা লাগে না। আলু শুকাইয়া রাখিতে হয়, ভিজা আলু রাখিলে বেশী পচে। কিন্তু আলু রৌদ্রে শুকান উচিত নহে।

সমালোচনা।

ব্যথা শান্তি তৈল—আবিষ্কারক—ডাক্তার জে, এল, বিশ্বাস, প্রাপ্তিস্থান—ডায়মণ্ড হোমিও সাধনাশ্রম, ২ নং শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট (নেবুতলা—ঈশ্বর ভবন) বহুবাজার, কলিকাতা। মূল্য প্রতি শিশি ।০ চার আনা। ডাঃ মাঃ ইত্যাদি স্বতন্ত্র।

ইহা হোমিওপ্যাথি মতে প্রস্তুত একটী মহোপকারী তৈল। আমরা বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, এই তৈল দ্বারা সামান্য বেদনা হইতে বাত পর্য্যন্ত আরোগ্য হয়। যাঁহারা বাত ও বেদনার জন্য কষ্ট ভোগ করিতেছেন, এবং অত্যাধিক মূল্যের বিলাতী ঔষধ সমূহ ব্যবহার করিয়া কোন ফল লাভ করিতেছেন না, তাঁহাদিগকে আমরা এই অল্প মূল্যের তৈলটী ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিতেছি।

পপুলার কোকোনাট অয়েল—ইহাও ডাক্তার জে, এল, বিশ্বাস মহাশয়ের আবিষ্কার। এই তৈলটী একাধারে রোগী ও ভোগীর উপযোগী করিয়া সম্পূর্ণ দেশীয় প্রথায় প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহাও আমরা ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি যে, ইহার মনোহর গন্ধ বেশ তৃপ্তিজনক ও বহুক্ষণ স্থায়ী। ইহা দ্বারা মস্তকের যাবতীয় রোগ উপশম হইয়া থাকে এবং শীতকালের গাত্রফাটা রোগও নিবারিত হয়। যাঁহাদের কেশ তৈল ব্যবহারের সখ আছে, এবং যাঁহারা মাথার রোগে কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহাদিগকে আমরা বাজারের চাকচিক্যময় ১৲।১॥০ টাকা মূল্যের তৈল অপেক্ষা এই বিজ্ঞাপন আড়ম্বরহীন অল্পমূল্যের কেশতৈলটী ব্যবহার করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। মূল্য প্রতি শিশি ।০, দুই শিশি ।৶০ ডাঃ মাঃ ইত্যাদি স্বতন্ত্র।

ক্রোটাস—আবিষ্কারক—দাঁ ব্রাদার্স, প্রাপ্তিস্থান—দাঁ ব্রাদার্স, বরানগর কলিকাতা। মূল্য প্রতি শিশি ।০ চারি আনা মাত্র।

ইহা একটী সর্ব্বপ্রকার দাদ, খোস, কাউর ইত্যাদি ক্ষতরোগের মলম। ইহা নিয়মিত ব্যবহারে ৩ দিন হইতে সাত দিনের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন ক্ষত আরোগ্য হইয়া থাকে। আমরা এই দেশীয় ঔষধটীর বহুল প্রচার কামনা করি।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

অগ্রহায়ণ মাস।

সব্জীবাগান—বাঁধাকপি, ফুলকপি প্রভৃতির চারা বসান শেষ হইয়া গিয়াছে। সীম, মটর, মূলা প্রভৃতি বোনাও শেষ হইয়াছে। যদি কার্ত্তিকের শেষেও মটর, মূলা বিলাতী সীম, বোনার কার্য্য শেষ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে নাবী জাতীয় উক্ত প্রকারের বীজ এই মাসেও বোনা যাইতে পারে। পটল চাষের সময় এখনও যায় নাই। শীতপ্রধান দেশে এবং যথায় জমিতে রস অধিক দিন থাকে যথা উত্তর-আসামে বা হিমালয়ের তরাই প্রদেশে এই মাস পর্য্যন্ত বাঁধাকপি, ফুলকপি বীজ বোনা যায়। নিম্নবঙ্গে কপিচারা ক্ষেত্রে বসাইতে আর বিলম্ব করা উচিত নহে।

দেশী সব্জী—বেগুন, শাকাদি, তরমুজ, লঙ্কা, ভুঁই শসা, লাউ, কুমড়া, যাহার চৈত্র বৈশাখ মাসে ফল হইবে তাহা এই সময়ে বসাইতে হয়। বালি আঁশ জমিতে যেখানে অধিক দিন জমিতে রস থাকে তথায় তরমুজ বসাইতে হয়। নদীর চরে তরমুজ চাষ প্রশস্ত।

ফুলের বাগান—হলিহক, পিঙ্ক, মিগ্রোনেট, ভাবিনা, ক্রিসান্থিমম, ফ্লক্স, পিটুনিয়া, ষ্টাষ্টারসম, সুইটপী ও অন্যান্য মরসুমী ফুল বীজ বসাইতে আর বিলম্ব করা উচিত নহে। অগ্রহায়ণের প্রথমে না বসাইলে শীতের মধ্যে তাহাদের ফুল হওয়া অসম্ভব। যে সকল মরসুমী ফুলের বীজের চারা তৈয়ারী হইয়াছে, তাহার চারা এক্ষণে নির্দ্দিষ্ট স্থানে রোপণ করিতে হইবে বা টবে বসাইয়া দিতে হইবে।

ফলের বাগান—ফলের বাগানে যে সকল গাছের গোড়া খুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল কার্ত্তিক মাসে তাহাদের গোড়ায় নূতন মাটী দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, যদি না হইয়া থাকে তবে এ মাসে উক্ত কার্য্য আর ফেলিয়া রাখা হইবে না. পাঁকমাটি চুর্ণ করিয়া তাহাতে পুরাতন গোবরসার মিশাইয়া গাছের গোড়ায় দিলে অধিক ফুল ফল প্রসব করে।

কৃষি ক্ষেত্র—মুগ, মুসুর, গম, যব, ছোলা প্রভৃতির আবাদ যদি কার্ত্তিক মাসের মধ্যে শেষ হইয়া না থাকে, তবে এমাসের প্রথমেই শেষ করা কর্ত্তব্য। একেবারে না হওয়া অপেক্ষা বিলম্বে হওয়া বরং ভাল, তাহাতে ষোল আনা না হউক কতক পরিমাণে ফসল হইবেই। পশু খাদ্যের মধ্যে ম্যাঙ্গোল্ড বীটের আবাদ এখনও করা যাইতে পারে। কার্পাস ও বেগুন গাছের গোড়ায় ও নব রোপিত চারার আইল বান্ধিয়া দেওয়া এ মাসেও চলিতে পারে। যব, যই, মুগ, কলাই, মটর এই সকল রবি শস্যের বীজ বপন এবং পরে গমের বীজ বপন; আলু ও বিলাতী সব্জীর বীজ লাগান এই মাসেও চলিতে পারে; কপির চারা নাড়িয়া ক্ষেত্রে বসান হইয়াছে, তাহাদের তদ্বির করাই এখন কার্য্য। তরমুজ ও খরমুজের বীজ বপন; মূলা, বীট, কুমড়া, লাউ, শসা, পেঁয়াজ ও বরবটীর বীজ বপন করা হইয়াছে ঐ সকল ক্ষেত্রে কোদালী দ্বারা ইহাদের গোড়া আল্গা করিয়া দেওয়া; আলুর ক্ষেত্রে জল দেওয়া এই

মাসে আরম্ভ হইতে পারে; বিলাতী সব্জীর ভাটিতে জল সিঞ্চন প্রাতে বেলা ৯ টার সময় উহাদের আবরণ দিয়া সন্ধ্যায় আবরণ খুলিয়া দেওয়া; বার্ত্তাকু, কার্পাস ও লঙ্কা চয়ন ও বিক্রয় ইক্ষুর ক্ষেত্রে জল সেচন ও কোপান এই সময়ের কার্য্য।

গোলাপের পাইট—কার্ত্তিক মাসে যদি গোলাপের গাছ ছাঁটা না হইয়া থাকে, তবে এ মাসে আর বাকি রাখা উচিত নহে। বঙ্গদেশে বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনার সময় কাটিয়াছে। কালী পূজার পর ঐ কার্য্য করিলে ভাল হয়, উত্তর পশ্চিমে ও পার্ব্বত্য প্রদেশে অনেক আগে ঐ কার্য্য সমাধা করা যাইতে পারে গোলাপের ডাল, "ডাল কাটা" কাঁচি দ্বারা কাটিলে ভাল হয়। ডাল ছাটিবার সময় ডাল চিরিয়া না যায় এইটি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। হাইব্রিড গোলাপের ডাল বড় হয়, সেই গুলি গোড়া ঘেসিয়া কাটিতে হয়। টি গোলাপ খুব ঘেঁসিয়া ছাঁটিতে হয় না। মরসাল নীল প্রভৃতি লতানীয়া গোলাপের ডাল ছাঁটিবার বিশেষ আবশ্যক হয় না, তবে নিতান্ত পুরাতন ডাল বা শুষ্কপ্রায় ডাল কিছু কিছু বাদ দিতে হয়। ডাল ছাঁটিবার সঙ্গে গোড়া খুঁড়িয়া আবশ্যকমত ৪ হইতে ১০ দিন রৌদ্র খাওয়াইয়া সার দিতে হয়। জমি নিরস থাকিলে তরল সার, জমি সরস থাকিলে গুঁড়া সার ব্যবহার করা বিধেয়। গামলায় পোড়ামাটি, সরিষার খৈল, গোমূত্র ও অল্প পরিমাণে এঁটেল মাটি একত্র পচাইয়া সেই সার জলে গুলিয়া প্রয়োগ করিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। সার-জল নাতি তরল নাতি ঘন হইবে গুঁড়া সার সরিষার খৈল এক ভাগ, পচা গোময় সার একভাগ, পোড়ামাটি একভাগ এবং এঁটেল মাটি দুই ভাগ একত্র করিয়া মিশাইয়া ব্যবহার করিতে হয় গাছ বুঝিয়া প্রত্যেক গাছে কি কি পাউণ্ড হইতে এক পাউণ্ড পর্য্যন্ত এই সার দিতে হয়। ঐ মিশ্র সারে একটু ভূষা মিশাইলে মন্দ হয় না, ভূষা কলিকাতার বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। এক পাউণ্ড মিশ্র সারে এক প্যাকেট ভূষা দিলে গোলাপের রঙ বেশ ভাল হয়। পাকা ছাদের রাবিশের গুড়া কিঞ্চিৎ, অভাবে পোড়ামাটি ও গুড়া চুণ সামান্য পরিমাণে মিশাইয়া লইলে গাছের ফুলের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসান লিঃ হইতে প্রকাশিত ও
১০ নং করপোরেশন ষ্ট্রীট, ইষ্টার্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত।

পত্র লিখিবার সময় 'কৃষকে'র নামোল্লেখ করিবেন।

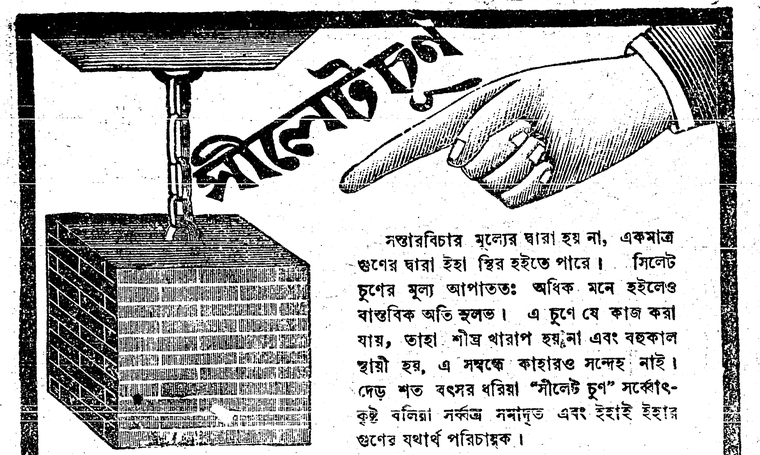

সীলেট চুণ

সন্তারবিচার মূল্যের দ্বারা হয় না, একমাত্র গুণের দ্বারা ইহা স্থির হইতে পারে। সিলেট চুণের মূল্য আপাততঃ অধিক মনে হইলেও বাস্তবিক অতি সুলভ। এ চুণে যে কাজ করা যায়, তাহা শীঘ্র খারাপ হয় না এবং বহুকাল স্থায়ী হয়, এ সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই। দেড় শত বৎসর ধরিয়া "সীলেট চুণ" সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত এবং ইহাই ইহার গুণের যথার্থ পরিচায়ক।

সীলেট লাইম কোং লিমিটেড
ম্যানেজিং এজেণ্টস্—মেসার্স কিলবরণ এণ্ড কোং
২৫ নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

টাটকা
বীজ! বীজ বীজ!!!
সকল রকম দেশী ও বিলাতি সব্জী ও ফুলের বীজ আমদানী হইয়াছে।
সত্বর হউন! সত্বর হউন!!
বিলম্বে হতাশ হইবার সম্ভাবনা।
ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড।
১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
আসল
কলম চারা কলম।
বিলম্ব করিবেন না।
প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা একেবারেই নাই।
আসুন! আসুন!! আসুন!!!
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড।
১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



কবিরাজ—নগেন্দ্র নাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ।
১৮৮।৩।১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড
কলিকাতা।

REGISTERED NO. C 108

২৯শ বর্ষ] অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫ সাল। [৮ম সংখ্যা

কৃষি, শিল্প ও বিজ্ঞান এবং বাণিজ্য বিষয়ক একমাত্র

মাসিক পত্র

কৃষক

OR

THE AGRICULTURIST

ইণ্ডিয়ান পাব্লেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেডের মুখপত্র।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সম্পাদক—শ্রীযামনীরঞ্জন মজুমদার।

বার্ষিক ৩৲০ মূল্য প্রতি সংখ্যা ।৵০

আখ মাড়াই কল।

(বলদ চালিত)

তন রোলার যুক্ত।

আখ মাড়াই কল।

ইহাতে তুইটী সমান মাপের রোলার আছে। ৮ লম্বা×৭ ব্যাস। আর একটী ছোট রোলার আছে ৬ ×৫ , ইহার দ্বারা আখগুলি চিরিয়া ফেলা হয়; ফ্রেমটি শাল কাঠের, এবং উপরের ও নীচের বুসগুলি ঢালাই লোহে প্রস্তুত। সম্পূর্ণ ওজন প্রায় ৭॥০ মণ।

আলাদা রোলার সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে।

'হাত' আখ মাড়াই কল

ইহাতে তুইটী ৮ ×৭ মাপেরও একটী ৬×৫ মাপের রোলার আছে। দাঁতগুলি মজবুত ও সম্পূর্ণ ঢাকা এবং ইচ্ছামত বদলান যায়। তৈলাধারগুলি এরূপভাবে প্রস্তুত যে রসের সহিত তৈল মিশিয়া যায় না।

সকল অংশই সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে।

আজই পত্র লিখিয়া অনুসন্ধান করুন।

Sales Department
HOWRAH.

BURN & Co. Ltd.

Howrah Iron Works
HOWRAH.

প্রকাশিত হইয়াছে! প্রকাশিত হইয়াছে!

আপনাদের চিরপরিচিত **কৃষি সহায়** বা Cultivator's guide প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি বিঘা কিরূপ চাষ, কত পরিমাণ সার ও বীজ দরকার বা কি পরিমাণ চারা প্রয়োজন তাহা সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ। ইহার আবশ্যকতা সম্বন্ধে প্রায় সকলেই অবগত আছেন। মূল্য ৸০ আনা বাঁধাই—৸৵০ মাত্র।

আসল! আসল!! আসল!!!

যাবতীয়

ফল ফুল পান

কলম ও চারা

প্রতারিত হইবার আশঙ্কা নাই।

এই প্রকৃষ্ট সময় এই প্রকৃষ্ট সময়

বিলম্বে হতাশ হইবার সম্ভাবনা

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড্।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Cover Printed at the Sree Ram Press, 162, Bowbazar Street, Calcutta.

এস পি দে এণ্ড সন্স।

৮৪এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চা বাগানের ও অপরাপর চাষের জন্য যাবতীয় যন্ত্রাদি এবং লোহার কড়ি বরগা কাঁটাতার করগেট টিন এবং বল্টু

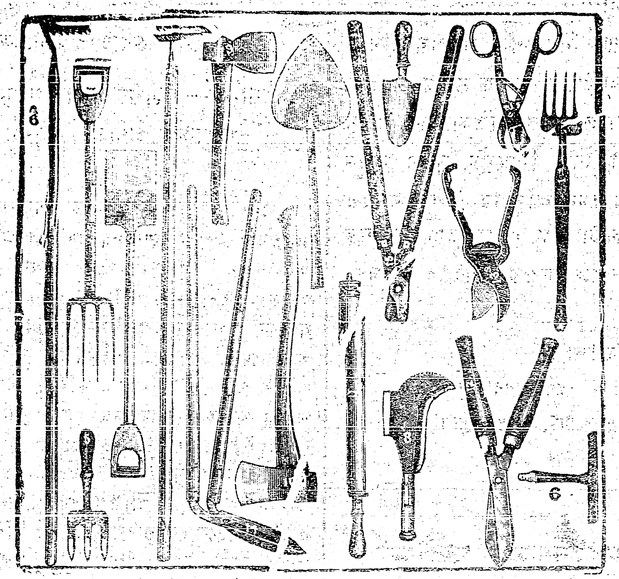

ইত্যাদি অতীব সস্তা দরে পাওয়া যায়। আমরা পত্র পাইবামাত্র মাল সরবরাহ করি।

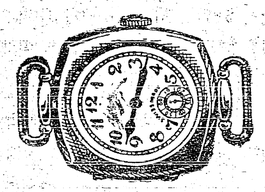

চশমা। চশমা।

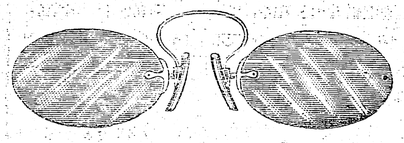

আমরা সকল রকম চশমা সুলভ মূল্যে সরবরাহ করিয়া থাকি। যাবতীয় ফ্রেম আমাদের দোকানে পাইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ঘড়ি। ঘড়ি।

সস্তায় যদি ঘড়ি ক্রয় করিতে চান একবার আমাদের দোকানে পরীক্ষা করুন। দাম সস্তা! মজবুত ও সুন্দর সময়-রক্ষক। প্রতারিত হইবার কোন আশঙ্কা নাই।

নিপন এণ্ড কোং

৪১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

WHO IS WHO

In war against malaria

কেন্দ্রীয় ম্যালেরিয়া নিবারণী সমবায় সমিতি হইতে প্রকাশিত ম্যালেরিয়ার সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য পূর্ণ পুস্তক। ম্যালেরিয়ার ইতিহাসের প্রথম হইতে যে সকল মনস্বী এই বিষয়ের নূতন নূতন আবিষ্কার করিয়া ইহার দমন করিবার উপায় বাহির করিয়াছেন তাঁহাদের ফটো এবং ম্যালেরিয়া বীজাণুর সুন্দর ত্রিবর্ণ ছবি এই সঙ্গে দেওয়া হইবে। মূল্য আট আনা।

প্রাপ্তি স্থান ঃ—

কেন্দ্রীয় ম্যালেরিয়া নিবারণী সমবায় সমিতি।

১।২ প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রাচীন পবিত্র তীর্থ।

গঙ্গার পশ্চিমতীরে অবস্থিত কালীগড় গ্রামে ৺শ্রীশ্রী-সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দির। ইহা একটী বহু পুরাতন সিদ্ধপিঠ এবং বলয়োপপীঠ নামে জনশ্রুতি আছে। এখানে পঞ্চমুণ্ডি আসন আছে। দেবতা সিদ্ধেশ্বরী, মহাকাল ভৈরব। ই, আই আর হুগলী কাটোয়া লাইনের জীরাট ষ্টেসনের অর্দ্ধমাইল পূর্ব্বে মন্দির।

সেবাইত

শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়।

সাং কালীগড়, পোঃ বলাগড়, জেলা হুগলী।

যামিনীবাবুর কৃষি পুস্তকাবলী।

বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর কৃষি বিশেষজ্ঞ ও কৃষকের সম্পাদক ডক্টর শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের নম্নলিখিত পুস্তকাবলী "কৃষক" আফিসে পাওয়া যায়।

তুলার চাষ ,,	৵০
ইক্ষু চাষ	।০
সরল কৃষি কথা	।০
পান চাষ	৵০
বেনেতি বাগ	৵০

"উৎসব"

হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ মাসিক পত্রিকা মূল্য ৩৲

১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ

সম্পাদক প্রণীত—ধর্ম্ম-গ্রন্থাবলী ঃ—

১। শ্রীশ্রীগীতা—২য় সংস্করণ মূল সংস্কৃত ভাষ্য, বঙ্গানুবাদ প্রতি শ্লোকের জ্ঞাতব্য প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিত। ৩ খণ্ডে সমাপ্ত। তিন খণ্ডই বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে প্রত্যেকখণ্ড বাঁধাই ৪৷৷০ তদালোচিত শ্রীগীতা সম্বন্ধে অনেক সুধীজন ভাল অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন, সকলের অভিমত প্রকাশের স্থান নাই। পণ্ডিত প্রবর শ্রীশ্যামচরণ কবিরত্ন বলিতেছেন—"গ্রন্থকার গীতার প্রকৃত তাৎপর্য্য স্বয়ং বুঝিয়াছেন অপরকে বুঝাইতেও সমর্থ হইয়াছেন। তিনি উহাতে যে ভাষ্য বা টীকা দিয়াছেন, তাহাতে সকল টীকার ও ভাষ্যের সার সঙ্কলিত হইয়াছে, তাঁহার অনুবাদও প্রাঞ্জল ও যথাযথ হইয়াছে, তাহার পর প্রশ্নোত্তর স্থলে যে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অতীব হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছে যাঁহারা গীতার প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণ করিতে চাহেন, গীতার সারবত্তা বুঝিতে চাহেন, গীতায় সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় দেখিতে চাহেন তাঁহাদের নিকট রামদয়াল বাবুর গীতাই আদর পাইবে, ইহাই তাঁহাদের স্বাধ্যায়রূপে পরিগণিত হইবে, ইহাই তাঁহাদের কণ্ঠহার হইবে, একথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।"

২। ভদ্রা—২য় সংস্করণ আদর্শনারীচরিত্র ও তপরায়ণ-ব্রত সাধন-তত্ত্ব উপন্যাস। মূল্য আবাঁধা ১।০ বাঁধাই ১৷৷০।

৩। কৈকেয়ী—২য় সংস্করণ রামায়ণ হইতে প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। মূল্য ৷৷

৪। ভারতসমর—বা গীতা পূর্ব্বাধ্যায় (১ম ও ২য় খণ্ড) ২য় সংস্করণ মহাভারতের চরিত্র উল্লেখ করিয়া লিখিত বাঁধাই ২৷৷০

৫। সাবিত্রী ও উপাসনা-তত্ত্ব—

৬। গীতা-পরিচয়—২য় সংস্করণ শ্রীগীত বুঝিতে হইলে ইহাও আবশ্যক। মূল্য ১।০

৭। বিচারচন্দ্রোদয়—২য় সংস্করণ তত্ত্বান্বেষী সাধকের নিত্য সহচর এবং নিত্য সাধ্যায়োপযোগী একমাত্র গ্রন্থ ভগবৎধ্যান ও স্তোত্র মালা সমন্বিত।

মূল্য—কাগজে বাঁধাই ২৷৷০; কাপড়ে বাঁধাই ৩৲।

৯। মনোনিবৃত্তি। নিত্য সঙ্গী বাঁধাই ১৷৷০। ১০। শ্রীশ্রীনামরামায়ণ আবাঁধা ।০

বিলাতে বৃটিশ-এম্পায়ার এক্‌জিবিশনে আমাদের দুই বৎসরের শিক্ষার ফল—

এক্‌জিবিশন্-শাঁখা

গিনি সোনায় তৈরী হাল ফাসানের অলঙ্কার

উপরে গিনি সোনার পুরু পাতের উপর মনোরম এন্‌গ্রেভ করা। নিচে ইয়োলো-ব্রোঞ্জ নামক স্বর্ণবর্ণের ধাতুর ফ্রেম। প্রস্তুতের কৌশলে উপরে গিনি সোনা এবং নীচের ব্রোঞ্জের ফ্রেম বর্ণ, গঠনে একেবারে মিলিয়া গিয়াছে—মিলনের চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত নাই। এককথায় এই এক্‌জিবিশন-শাঁখা নিরেট গিনি সোনার শাঁখার মতই দেখা যাইবে।

ইহা চুড়ী ও শাঁখা দুই প্রকারের প্রস্তুত হয়।

এক্‌জিবিশন-শাঁখা

এই এক্‌জিবিশন-শাঁখা কম মূল্যের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট অলঙ্কার। শিক্ষিত সমাজে ইহার প্রচলন দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে

প্রমাণ তিন জোড়া অর্থাৎ ছয়গাছার একসেট চুড়ী ৪৯৷৷০ টাকা; ব্যবহারে ঠিক তিনশত টাকার একসেট চুড়ীর মত সুন্দর ও মজবুত।

বয়স্কাদের জন্য প্রমাণ মাপের শাঁখা লইলেই ঠিক হইবে। বিশেষ বড় বা বিশেষ ছোট হাতের আবশ্যক হইলে শাঁখার ভিতরের মাপ কাগজে আঁকিয়া দিবেন। বালিকাদের বয়সের উল্লেখ করিবেন। পত্র লিখিলেই ভিঃপিতে পাঠান হয়।

এক্‌জিবিশন-চূড়ী

সত্বাধিকারী
শ্রী অক্ষয়কুমার নন্দী
মাতৃ মন্দির সম্পাদক

ইকনমিক্ জুয়েলারী ওয়ার্কস

৩৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা, ব্রাঞ্চ-খুলনা।

অন্যান্য অলঙ্কারের মূল্য তালিকা চাহিলেই পাইবেন।

শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই, সি, এস্ প্রতিষ্ঠিত

গ্রামের ডাক।

দ্বৈমাসিক পত্রিকা।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সোম বি-এল সম্পাদিত।

হতশ্রী বঙ্গপল্লীকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে গ্রামের ডাক প্রকাশিত হইতেছে। বাজে কথায় গ্রামের ডাকের কলেবর পূর্ণ হয় না। গ্রামের উন্নতি বিষয়ক কাজের কথাই ইহাতে থাকে। ধ্বংসোন্মুখ বাঙ্গালীকে জীবনের পথে লইয়া যাইবার চেষ্টাই গ্রামের ডাকের কঠোর ব্রত। বার্ষিক মূল্য সডাক ১৲

প্রাপ্তিস্থান—হাওড়া জেলা কৃষিও হিতকরী সমিতি, হাওড়া।

মাণ্টন এণ্ড কোং।

১৩ ওল্ডকোর্ট হাউস্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

জমিদার ও শিকারীগণের

সুপরিচিত।

বন্দুক, রাইফেল, রিভলভার, টোটা, বারুদ ছররা প্রভৃতি ক্রয় করিবার পূর্ব্বে একবার বিখ্যাত বন্দুক বিক্রেতা ম্যাণ্টন এণ্ড কোংর অফিসে অনুসন্ধান করুন।

ম্যাণ্টন এণ্ড কোং

১৩নং ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পানের সার।

Betel-tone

আজ পাঁচ বৎসর হইল একরূপ সর্ব্বনাশী পোকা পান নির্ম্মূল করিয়া বারুজীবি বৈশ্য জাতির সর্ব্বনশ করিতেছে। তাহারা পান লতা মাটী ইত্যাদি বঙ্গীয় কৃষি বিভাগে পাঠাইয়া কোন ফল না পাইয়া, বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর কৃষি বিষেষজ্ঞ ডক্টর শ্রীযুত যামিনী রঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের নিকট উপনীত হইলে তিনি উক্ত কীটের জীবাণু লতা, পান, মৃত্তিকা বিশ্লেষণ করিয়া তাহার নিদান স্বরূপ এক অদ্ভুত ঔসধ বা সার আবিষ্কার করিয়া সমাজের বিশেষ উপকার সাধন করিবেন। উক্ত সারের নামে Betel tone (বীট্‌ল টোন) ব্যবহার বিধি সারের সহিত দেওয়া হয়। এক বিঘা জমীতে পান তয়ার করিতে ২০৲ মূল্যের সারের প্রয়োজন। ইহাতে পান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, পোকা ধরে না, বড় দীর্ঘ স্থায়ী হয়। বাঙ্গলার বারুজীবি যুবকদের আর নিরর্থক বিঘা প্রতি ৪০ মণ সরিষার খইল ব্যবহার করিতে হইবে না।

পাইবার ঠিকানা—

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড

১৬২নং বহুবাজার কলিকাতা।

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

কলিকাতা প্রধান আপিস।

৩নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড

স্থানীয় শাখাসমূহ।

বড়বাজার শাখা—১৯৫ নং হ্যারিসন রোড

ক্লাইভ ষ্ট্রীট শাখা—৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট

পার্ক ষ্ট্রীট শাখা—৪৮ নং পার্ক ষ্ট্রীট।

সেভিংস ব্যাঙ্ক

ডিপজিট বা জমা।

১লা জানুয়ারা হইতে ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে এক বৎসরে মোটের মাথায় ৫০০০৲ পর্য্যন্ত জমা দেওয়া যাইতে পারে। দুই বা ততোধিক লোকের নামেও একাউণ্ট খোলা যায় এবং জমা টাকা একজন বা ততোধিক জনকে কিম্বা তাঁহাদের মধ্যে জীবিত একজন বা ততোধিক জনকে দিবার ব্যস্থাও করা যায়।

টাকা তুলিয়া লওয়া।

যে কোন সময়ে টাকা তুলিয়া লইতে পারা যায়। তবে সপ্তাহে একবারের বেশী টাকা তোলা যায় না।

যে সহরে একাউণ্ট থাকে সেই সহরে বাস না করিলে ডাকযোগে টাকা জমা দেওয়া অথবা টাকা তুলিয়া লওয়া যায়। বিনা খরচে ব্যাঙ্কের অন্য কোন আফিসে একাউণ্ট বহন করিয়া লওয়া যায়।

স্পেশাল ডিপজিট একাউণ্ট।

যখন জমা টাকা ১০০২০৲ দশ হাজারে গিয়া পৌছায় জমাকারী সেই সময়ে সমস্ত টাকা অথবা দুই হাজার, চারি হাজার, ছয় হাজার অথবা আট হাজার টাকা স্পেশ্যাল সেভিংস্ ব্যাঙ্কে ডিপজিট একাউণ্টে রাখিতে পারেন তবে এই টাকা তুলিতে গেলে তিন মাস পূর্ব্বে জানাইতে হয়।

সুদ।

সাধারণ সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্টে মাসিক জমা টাকার উপর, যাহা ১০ হাজারের অধিক হইবে না, বার্ষিক শতকরা চার টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। স্পেশ্যাল সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্টে দৈনিক জমা টাকার উপর বার্ষিক শতকরা চারি টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হইয়া থাকে।

ব্যাঙ্ক ষ্কে রিলে নিয়মাবলী যায়।

ফস্‌ফাটোল।

রক্ত পরিষ্কারক শক্তি ও মেধা বর্দ্ধক

নার্ভাফুড্।

মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র

দেহের সার পদার্থ শোণিতকে পরিষ্কার করিয়া সতেজে প্রবাহিত করিতে কর্ম্মশ্রান্ত, ব্যাধিক্লান্ত নিস্তেজ পেশী সমূহকে সবল কার্য্যক্ষম করিতে ও স্নায়ু মণ্ডলীকে দৃঢ় সতেজ করিতে এই ঔষধ অদ্বিতীয়।

দীর্ঘকাল রোগ ভোগ, কষ্ট ভোগ, অতিরিক্ত পরিশ্রম ও মানসিক দুশ্চিন্তার ফলে শরীর ও মন যখন ক্লান্ত হইয়া পড়ে, কার্য্যে উৎসাহ থাকে না, জীবনটা দুর্ব্বহ বলিয়া মনে হয়, তখন একমাত্র ফস্‌ফাটোলই প্রকৃত বন্ধুর কাজ করিতে সমর্থ। ফস্‌ফাটোল দুর্ব্বলকে সবল করে, স্বাস্থাহীনের স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনে; বাল বৃদ্ধ যুবা প্রত্যেকের মস্তিষ্কের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিসমূহকে সতেজ করিয়া চিন্তাশক্তি ও ধারণাশক্তিকে পরিবর্দ্ধিত করে।

টেক্নো-কেমিকেল লেবোরেটরী এণ্ড ওয়ার্কস, লিমিটেড।

কোন্নগর, ই, আই, আর, কলিকাতার আফিস ১১নং ক্লাইভ রো।

আপনার প্রয়োজনীয়

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও দ্রব্যাদি।

নিম্নস্থান হইতে ক্রয় করিলে, প্রতারিত হইবার আশঙ্কা থাকিবে না। ড্রাম /৫ ও /১০ পয়সা। একত্রে ৫৲ টাকার ঔষধে শতকরা ১০ টাকা কমিশন দেওয়া হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

দি ডাক্তারস এণ্ড হোমিও সাপ্লাই আশ্রম।

২নং শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট (নেবুতলা—ঈশ্বর ভবন)

বহুবাজার কলিকাতা।

ঔষধ বিক্রয়ের লভ্যাংশ আশ্রম সংলগ্ন "ঈশ্বর ঘোষ চারিটেবল ডিস্পেন্সারীতে" ব্যয়িত হইবে।

টেক্নো-কেমিকেল লেবরেটরী এণ্ড ওয়ার্কস, লিমিটেড।

কোন্নগর, ই, আই, আর।

কলিকাতা আফিস—১১নং ক্লাইভ রো।

পল্লীমঙ্গল সমিতির মাসিকপত্র

গৃহস্থ-মঙ্গল।

সম্পাদক—শ্রীঅশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়।

আফিস—৬৯ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট।

মূল্য বার্ষিক ৩॥০ প্রতি সংখ্যা ।/০ আনা।

বর্ত্তমান ১৩৩৫ সালে, দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হইল। গৃহস্থের উপযোগী করিয়া প্রতি মাসেই ইহা নিয়মিত বাহির হইতেছে। ইহাতে টোটকা চিকিৎসা, হোমিওপ্যাথি, এলোপাথি, কবিরাজী, কৃষি, বাণিজ্য বিষয়ক ইত্যাদি যাবতীয় প্রবন্ধাদি সুচিন্তিত লেখকগণ কর্ত্তৃক লিখিত হইতেছে। ইহার প্রত্যেক পত্রই বহুমূল্য উপদেশে পূর্ণ থাকে। অদ্যই গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন এবং উপকৃত হউন।

প্রবোধচন্দ্র দের কৃষি পুস্তকাবলী।

Potato Culture	॥০
কৃষিক্ষেত্র	১॥০
সব্জীবাগ	১॥০
ফলকর	১৲
মালঞ্চ	১॥০
আয়ুর্ব্বেদীয় চা	।০
মৃত্তিকা তত্ত্ব	১॥০
গোলাপ বাড়ী	১৲
কার্পাস কথা	॥০
ভূমি কর্ষণ	।৶০
উদ্ভিদ খাদ্য	॥০
উদ্ভিদ জীবন	॥০
সাহিত্য, বিজ্ঞান, কৃষি	।০
প্রাকৃতির সামঞ্জস্যে উদ্ভিদের স্থান	।০
ভারতীয় অর্থশাস্ত্র	।০

জমী, বাটী, ক্রয়, বিক্রয়, ভাড়া ও বন্ধক এবং বিবাহকার্য্য

আমরা সহর ও মফঃস্বলের জমী, বাটী, বাগান ক্রয়, বিক্রয়, ভাড়া ও বন্ধকের কার্য্য অতি সুবিধাদরে ও সততার সহিত সম্পন্ন করিয়া থাকি। ইহা ছাড়া সহর ও মফঃস্বলের সকল শ্রেণীর পাত্র ও পাত্রীর বিবাহ সম্বন্ধ করিয়া দি। এক আনা ষ্ট্যাম্পসহ শীঘ্র আবেদন করুন।

ম্যানেজার—এ, সি, বিশ্বাস।

১২ নং দাস লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

সুরমা

এক আনার ডাক টিকিট

সুরমার সৌভাগ্য !

নহিলে, এত তৈল থাকিতে শুধু সুরমারই এত নাম ডাক, এত আদর কেন? সকলের মুখেই শুনিতে পাই,—"সুরমা বড় সুন্দর টল টলে, ব্যবহারে কখনও চুল চটচটে হয় না, অথচ ইহা নারিকেল তৈলে বা "মিনাল" তৈলে প্রস্তুত নহে! বিশুদ্ধ কৃষ্ণ তিল তৈল ইহার মূল উপাদান। সুরমার সুবাস মধুর, স্নিগ্ধ এবং বহুক্ষণ স্থায়ী। তাজা ফুলের মত এমন টাটকা সৌরভ আর কোন তৈলে নাই। সুরমার গুণও অনেক। ইহা চুলের উপকারী, মাথার উপকারী, স্বাস্থ্যেরও বিশেষ হিতকর। সুরমা মাখিলে সত্য সত্যই চুলের শোভা বাড়ে। মাথার খুস্কি, মরামাস, টাক, চুলপড়া ও অসময়ে পাকা প্রভৃতি দোষ অতি শীঘ্র নিবারিত হয়। মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে সুরমাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এত ভাল তৈলের দামও আশ্চর্য্য সস্তা। ৸০ আনা দামের একটী শিশিতে অন্যান্য তৈলের দ্বিগুণ তৈল থাকে। ডাকে লইতে ৵০ আনা মাশুল লাগে দশের কথায় যদি আপনার বিশ্বাস না হয়, তবে ৵০ আনার টিকিট পাঠাইয়া সুরমার নমুনা পরীক্ষা করুন। সেই সঙ্গে একখানি নূতন পঞ্জিকাও বিনামূল্যে পাইবেন।

বড় এক শিশির মূল্য	৸০ বার আনা মাত্র।
মাশুলাদি খরচ	৷৵০ নয় আনা।
একত্র তিন শিশির মূল্য	২৲ দুই টাকা।
ডাকমাশুলাদি	১৷৵০ এক টাকা নয় আনা



পাঠাইয়া, "সুরমার" নমুনা পরীক্ষা করিবেন।

বড় এক শিশির মূল্য	৸০ বার আনা মাত্র।
মাশুলাদি খরচ	৷৵০ এগার আনা।
একত্র তিন শিশি মূল্য	২৲ দুই টাকা।
ডাকমাশুলাদি	১৷৵০ এক টাকা পাঁচ আনা।

অশোকাসব !

অশোকগাছ স্ত্রীরোগ নিবারণের প্রধান ও প্রসিদ্ধ ঔষধ সেই অশোক ছাল, ওলটকম্বল প্রভৃতি কতিপয় বাছা বাছা স্ত্রীরোগ নাশক ঔষধ দ্বারা এই অশোকাসব প্রস্তুত হইয়াছে। ঋতুকালে অল্প বা অধিক রজঃস্রাব, তলপেটে ও কোমরে বেদনা, শিরঃপীড়া, সর্ব্বদা শ্বেত, পীত বা রক্ত-বর্ণের অল্প অল্প স্রাব এবং রজোরোধ ও মৃতবৎসা প্রভৃতি দারুণ স্ত্রীরোগ সমূহ এই ঔষধ দ্বারা শীঘ্র নিবারিত হয়। এই ঔষধের প্রধান সুবিধা এই যে, কোন অবস্থাতেই ইহা সেবনের জন্য চিকিৎসকদের পরামর্শ প্রয়োজন হয় না। স্ত্রীলোকেরা নিজে নিজেই পূর্ব্বোক্ত রোগ সমূহের জন্য এই ঔষধ নির্চ্চাচন করিয়া নির্ভয়ে সেবন করিতে পারেন। গর্ভাবস্থাতেও ইহা সেবন করিতে কোন ভয়ের কারণ নাই।

এক শিশি ঔষধের মূল্য	১৷৷০ দেড় টাকা।
ডাকমাশুলাদি	৷৷৵০ নয় আনা।

লোম সংহার

আমাদের এই লোমসংহার চূর্ণ এমন কয়েকটী বিশেষ উপাদানে প্রস্তুত হইয়াছে যে ইহাতে কেশের অনিষ্টকর কোনপ্রকার পদার্থ নাই। লোমযুক্ত স্থানসমূহে ধীরে ধীরে লাগাইয়া দিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে কেশমূল শিথিল হইয়া সেই স্থান পরিষ্কার হইয়া যায়। গাল প্রভৃতি কোমল স্থানে ইহা নির্ব্বিঘ্নে ব্যবহার করা যাইতে পারে। বাজারের বাজে চূর্ণাদি দ্বারা সময়ে সময়ে শরীরের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, আমাদের "লোমসংহার" চূর্ণ ব্যবহারে সেরূপ কোন ভয়ের কারণ নাই।

প্রতি শিশি মূল্য	৷৷০ আট আনা।
মাশুলাদি খরচ	৵০ তিন আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভী এবং সকল প্রকার জাতির ধাতুদ্রব্য খাঁটি বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভ দরে বিক্রয় করিতেছি।

এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ

রোগীগণ স্ব স্ব রোগ বিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্ন সহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থাও পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধআনার ডাক টিকিট পাঠাইবেন।

শ্রীশক্তিপদ সেনগুপ্ত কবিরাজ
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়
১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, টেরিটী বাজার কলিকাতা

ডাক্তার জে, এল বিশ্বাসের

ব্যথা শান্তি তৈল।

সামান্য ব্যথা হইতে বাত পর্য্যন্ত নিরাময় করিতে ইহাই উৎকৃষ্ট তৈল। বহু পরীক্ষিত। মূল্য ১ শিশি।০ তিন শিশি ৷৵০, ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ডায়মণ্ড হোমিও সাধনাশ্রম।

২ নং শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট।

(নেবুতলা ঈশ্বর ভবন) কলিকাতা।

সচিত্র বাঙ্গালা মাসিক পত্র

"স্বভাবের পথে"

৺রাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বি, এল্ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত এবং শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত স্বভাব-চিকিৎসা অর্থাৎ মাটী, জল, উত্তাপ, হওয়া ও শূন্যের সাহায্যে যাবতীয় রোগের চিকিৎসা বিষয়ক প্রবন্ধ, রোগীর বিবরণ, রোগী বিশেষের ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় প্রশ্নোত্তর, লুইকুনে, ম্যাক্‌ফাডেন, প্রভৃতি বিখ্যাত স্বভাব চিকিৎসকগণের লিখিত মূল্যবান পুস্তকের বাঙ্গালা অনুবাদ ইত্যাদি গত বৈশাখ ১৩৩৪ হইতে প্রকাশিত হইতেছে। সডাক বার্ষিক মূল্য ২।০, প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা।

গ্রাহক হইবার জন্য আজই পত্র লিখুন।

জলচিকিৎসা সম্বন্ধীয় যাবতীয় পুস্তক আমাদের নিকট পাওয়া যায়। ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

কার্য্যাধ্যক্ষ, "স্বভাবের পথে"
২০এ কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বিজ্ঞান।

এই অগ্রহায়ণে দ্বিতীয় বর্ষে নব কলেবরে দেখা দিয়াছে আয়ুর্ব্বেদ আর্য্য চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক একমাত্র মাসিক পত্র। কলিকাতা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও অধ্যাপক "আয়ুর্ব্বেদের" সেই প্রসিদ্ধ সম্পাদক কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন কবিরঞ্জন ইহার সম্পাদক। গত ১৩৩৩ সালের অগ্রহায়ণ হইতে নিয়মিত বাহির হইতেছে। এই পত্রিকায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী এম-এ, এল-এম-এস, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার কাব্যতীর্থ প্রভৃতি কবিরাজ এবং রায়বাহাদুর ডাঃ শ্রীচুনীলাল বসু সি-আই-ই, ডাঃ শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস এম-বি, ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-ডি, প্রভৃতি ডাক্তারগণ নিয়মিত লিখিয়া থাকেন। এরূপ শ্রেণীর পত্রিকা ইহা ভিন্ন আর নাই। বার্ষিক মূল্য—৩৷৵০। নমুনা সংখ্যা ।০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এ,
ম্যানেজার আয়ুর্ব্বিজ্ঞান। ১নং তেলিপাড়া লেন, কলিকাতা।

সোনার বাংলা

সম্পাদক { শ্রীবিপিন চন্দ্র পাল
শ্রীগোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাদুর।

ঠিকানা—১।২এ প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য—ডাকমাশুল সমেত ২৷৵০ দুই টাকা ছয় আনা।

প্রতি সংখ্যা ৵০ ভিঃ পিতে ।৵০।

কেন্দ্রীয় ম্যালেরিয়া নিবারণী সমবায় সমিতি (Central Co-operative antimalaria Society) এবং বঙ্গীয় উদ্যান-কৃষক সমবায় সমিতি (Bengal Co-operative Home crofters Association এই দুই সমিতির মুখপত্র বঙ্গপল্লীর উন্নতি বিষয়ক সকল প্রকার প্রবন্ধ ও বিবরণী ইহাতে ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হয়।

তৃতীয় বর্ষ চলিতেছে। দ্বিতীয় বর্ষের মাত্র কয়েক খণ্ড অবশিষ্ট আছে।

"বৌদ্ধবাণী"

(ব্রহ্মদেশে প্রকাশিত একমাত্র বাঙ্গলা মাসিক)

সম্পাদক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বড়ুয়া।

কার্ত্তিক মাস হইতে দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। ব্রহ্ম-প্রবাসী বাঙ্গালীদের দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখের কাহিনী, শস্য-শ্যামল ব্রহ্মদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও স্বর্ণপেগোডার অপূর্ব্ব শোভা **বৌদ্ধবাণীর** ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সাম্প্রদায়িক বিষাক্ত আবহাওয়া হইতে দূরে থাকিয়া সাম্যমৈত্রীর প্রচার করাই ইহার একমাত্র কাম্য। আজই গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন।

ব্রহ্ম প্রবাসী প্রায় তিনলক্ষ বাঙ্গালীদের ঘরে ঘরে আপন **পণ্যদ্রব্যের বিবরণ** পাঠাইতে হইলে আজই চিঠি লিখিয়া বিজ্ঞাপনের হার জ্ঞাত হউন।

ম্যানেজার—"বৌদ্ধবাণী"।
৮৪ নং ডালহৌসী ষ্ট্রীট,
পোষ্ট বক্সনং ৪০৬,
রেঙ্গুন।

বার্ষিক মূল্য—৩৲ টাকা
প্রতি সংখ্যা।০ চারি আনা।

পল্লীবাসীর মুখপত্র। পল্লীসেবক সাপ্তাহিক।

"পল্লীমঙ্গল"

পল্লীবাসীগণের সুখদুঃখের কাহিনী লইয়া প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। ইহাতে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রবন্ধ দেশবিদেশের বিবিধবার্ত্তা ও পল্লীকথা পাটের সংবাদ প্রভৃতি রীতিমত প্রকাশিত হইয়া থাকে।

প্রত্যহ প্রাতে দন্ত মঞ্জনের ন্যায়
ডাঃ জে, এল, বিশ্বাসের
ডায়মণ্ড টুথ পাউডার

ব্যবহার করিবেন। ইহা নিয়মিত ব্যবহারে দন্তের যাবতীয় রোগ বিনষ্ট হইয়া দন্তের উৎকর্ষ সাধন করে। মূল্য ১ কৌটা ৵০, ডজন ॥০ ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র। দুই আনার ডাকটিকিট পাঠাইয়া এক কৌটা ব্যবহার করিয়া দেখুন।

প্রাপ্তিস্থান—ডায়মণ্ড হোমিও সাধনাশ্রম।
২নং শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট,
(নেবুতলা ঈশ্বর ভবন) কলিকাতা।

এই শীতের সময় যদি আপনি
ডাঃ জে, এল, বিশ্বাসের
পপুলার কোকোনাট অয়েল

মাখিয়া স্নান করেন, তাহা হইলে আর আপনার গাত্র ফাটিবার আশঙ্কা থাকিবে না, এবং ইহার মধুর গন্ধ আপনাকে ও আপনার বন্ধু বান্ধবকে প্রচুর আনন্দ দান করিবে। **মাথার যাবতীয় রোগ দূর করিতেও এই তৈল আপনাকে যথেষ্ট সাহায্য করিবে।** অদ্যই এক শিশি আনাইয়া পরীক্ষা করুন। মূল্য অতি সামান্য—১ শিশি ।০ ২ শিশি ।৶০। ১ শিশি প্রায় দুই সপ্তাহ চলিবে।

প্রাপ্তিস্থান—ডায়মণ্ড হোমিও সাধনাশ্রম।
২, শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট, (নেবুতলা—ঈশ্বরভবন)
কলিকাতা।

পত্র লিখিলে অন্যান্য দ্রব্যের তালিকা বিনামূল্যে পাঠানো হয়।

কৃষক

৮ম সংখ্যা

অগ্রহায়ণ সূচীপত্র। ৮ম সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
জাগাও তাদের জননী—(কবিতা)	শ্রীজহরলাল বিশ্বাস ...	২৭১
বৈজ্ঞানিক কৃষি—(প্রবন্ধ)	শ্রীমহেশ চন্দ্র ভৌমিক ...	২৭২
গো-জাতি—(প্রবন্ধ)	শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র সরকার ...	২৭৬
শয্যা ব্যায়াম প্রণালী	শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত ...	২৭৯
কৃষির দ্বারা জীবিকা—(প্রবন্ধ)	জনৈক কৃষি বিশেষজ্ঞ ...	২৮৩
পটল—(প্রবন্ধ)	শ্রী..... ...	২৮৫
ভুলের পথে—(উপন্যাস)	শ্রীজহরলাল বিশ্বাস ...	২৮৯
নারিকেল বাগান—(প্রবন্ধ)	শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য ...	২৯৫
চা-বাগান	... ...	৩০০
বিবিধ বৈচিত্র	... ...	৩০১
বাগানের মাসিক কার্য্য	... ...	৩০২

বচনে যারা কাঁপায়ে তুলে আকাশ পাতাল ধরণী।
জাগাও তাদের জননী॥

অর্থ যাদের পরের হাতে
ধর্ম্মে যাদের মন না মাতে
ঈর্ষা-দ্বন্দে কাটায় সদা যে সব ভ্রাতা ভগিনী।
জাগাও তাদের জননী॥

নিজের স্বার্থে ব্যস্ত যারা
পরের দুঃখে দেয়না সাড়া
বিলাস-স্রোতে চলে ভেসে যে সব তরুণ তরুণী।
জাগাও তাদের জননী॥

"বৌদ্ধবাণী"

(ব্রহ্মদেশে প্রকাশিত একমাত্র বাঙ্গলা মাসিক)

সম্পাদক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বড়ুয়া।

কার্ত্তিক মাস হইতে দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। ব্রহ্ম-প্রবাসী বাঙ্গালীদের দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখের কাহিনী, শস্য-শ্যামল ব্রহ্মদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও স্বর্ণপেগোডার অপূর্ব্ব শোভা **বৌদ্ধবাণীর** ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সাম্প্রদায়িক বিষাক্ত আবহাওয়া হইতে দূরে থাকিয়া সাম্যমৈত্রীর প্রচার করাই ইহার একমাত্র কাম্য। আজই গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন।

ব্রহ্ম প্রবাসী প্রায় তিনলক্ষ বাঙ্গালীদের ঘরে ঘরে আপন **পণ্যদ্রব্যের বিবরণ** পাঠাইতে হইলে আজই চিঠি লিখিয়া বিজ্ঞাপনের হার জ্ঞাত হউন।

ম্যানেজার—"বৌদ্ধবাণী"।
৮৪ নং ডালহৌসী ষ্ট্রীট,
পোষ্ট বক্সনং ৪০৬,
রেঙ্গুন।

বার্ষিক মূল্য—৩৲ টাকা
প্রতি সংখ্যা ।০ চারি আনা।

পল্লীবাসীর মুখপত্র। পল্লীসেবক সাপ্তাহিক।

"পল্লীমঙ্গল"

পল্লীবাসীগণের সুখদুঃখের কাহিনী লইয়া প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। ইহাতে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রবন্ধ দেশবিদেশের বিবিধবার্ত্তা ও পল্লীকথা পাটের সংবাদ প্রভৃতি রীতিমত প্রকাশিত হইয়া থাকে।

প্রত্যহ প্রাতে দন্ত মঞ্জনের জন্য
ডাঃ জে, এল, বিশ্বাসের
ডায়মণ্ড টুথ পাউডার

ব্যবহার করিবেন। ইহা নিয়মিত ব্যবহারে দন্তের যাবতীয় রোগ বিনষ্ট হইয়া দন্তের উৎকর্ষ সাধন করে। মূল্য ১ কৌটা ৵০, ডজন ॥০ ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র। দুই আনার ডাকটিকিট পাঠাইয়া এক কৌটা ব্যবহার করিয়া দেখুন।

প্রাপ্তিস্থান—ডায়মণ্ড হোমিও সাধনাশ্রম।
২নং শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট,
(নেবুতলা ঈশ্বর ভবন) কলিকাতা।

এই শীতের সময় যদি আপনি
ডাঃ জে, এল, বিশ্বাসের
পপুলার কোকোনাট অয়েল

মাখিয়া স্নান করেন, তাহা হইলে আর আপনার গাত্র ফাটিবার আশঙ্কা থাকিবে না, এবং ইহার মধুর গন্ধ আপনাকে ও আপনার বন্ধু বান্ধবকে প্রচুর আনন্দ দান করিবে। **মাথার যাবতীয় রোগ দূর করিতেও এই তৈল আপনাকে যথেষ্ট সাহায্য করিবে।** অদ্যই এক শিশি আনাইয়া পরীক্ষা করুন। মূল্য অতি সামান্য—১ শিশি ।০ ২ শিশি ।৶০। ১ শিশি প্রায় দুই সপ্তাহ চলিবে।

প্রাপ্তিস্থান—ডায়মণ্ড হোমিও সাধনাশ্রম।
২, শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট, (নেবুতলা—ঈশ্বরভবন)
কলিকাতা।
পত্র লিখিলে অন্যান্য দ্রব্যের তালিকা বিনামূল্যে পাঠানো হয়।

অগ্রহায়ণ সূচীপত্র। ৮ম সংখ্যা

	বিষয়	লেখক		পৃষ্ঠা
১।	জাগাও তাদের জননী—(কবিতা)	শ্রীজহরলাল বিশ্বাস	...	২৭১
২।	বৈজ্ঞানিক কৃষি—(প্রবন্ধ)	শ্রীমহেশ চন্দ্র ভৌমিক	...	২৭২
৩।	গো-জাতি—(প্রবন্ধ)	শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র সরকার	...	২৭৬
৪।	সন্ধ্যা ব্যায়াম প্রণালী	শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত	...	২৭৯
৫।	কৃষির দ্বারা জীবিকা—(প্রবন্ধ)	জনৈক কৃষি বিশেষজ্ঞ	...	২৮৩
৬।	পটল—(প্রবন্ধ)	শ্রী.....	...	২৮৫
৭।	ভুলের পথে—(উপন্যাস)	শ্রীজহরলাল বিশ্বাস	...	২৮৯
৮।	নারিকেল বাগান—(প্রবন্ধ)	শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য	...	২৯৫
৯।	ফুল-বাগান	... ...	...	৩০০
১০।	বিবিধ বৈচিত্র	... ...	...	৩০১
১১।	বাগানের মাসিক কার্য্য	... ...	...	৩০২

২৯শ খণ্ড | অগ্রহায়ন, ১৩৩৫ সাল | ৮ম সংখ্যা

জাগাও তাদের জননী।

(শ্রীজহরলাল বিশ্বাস)

অলস-কোলে সুপ্ত যারা
রোগে যাদের হৃদয় ভরা
দীর্ঘশ্বাসে কাটে যাদের সারা দিবস রজনী।
জাগাও তাদের জননী॥

লুপ্ত যাদের পূর্ব্ব গরিমা
মিথ্যা দম্ভ যাদের অনিমা
পল্লী ছেড়ে নগর বাসে ছুটে যে সব জ্ঞানী গুণী।
জাগাও তাদের জননী॥

কৃষি শিল্প যাহারা ত্যজিয়া
দাসত্ব আশে মরিছে ঘুরিয়া
বচনে যারা কাঁপায়ে তুলে আকাশ পাতাল ধরণী।
জাগাও তাদের জননী॥

অর্থ যাদের পরের হাতে
ধর্ম্মে যাদের মন না মাতে
ঈর্ষা-দ্বন্দে কাটায় সদা যে সব ভ্রাতা ভগিনী।
জাগাও তাদের জননী॥

নিজের স্বার্থে ব্যস্ত যারা
পরের দুঃখে দেয়না সাড়া
বিলাস-স্রোতে চলে ভেসে যে সব তরুণ তরুণী।
জাগাও তাদের জননী॥

বৈজ্ঞানিক কৃষি।

(শ্রীমহেশ চন্দ্র ভৌমিক।)

বৈজ্ঞানিক উপায়ে কর্ষিত কৃষিক্ষেত্রে বিবিধ ফসল উৎপাদন করিবার জন্য ও তদ্বারা দেশের কৃষকগণের, ও বেকার মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দারিদ্র্য সমস্যা বা বেকার সমস্যা মীমাংসা করিবার জন্য, চারিদিকে একটা আন্দোলনের তরঙ্গ উঠিয়াছে তাহা দেশব্যাপী। সুধু তাহা নয়, বড় লাট লর্ড আর্ উইন্ মহোদয় এদেশে আসিবার সময় সময়েই, রাজকীয় কৃষি কমিশনের নিয়োগ বার্ত্তা ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই সমস্ত আয়োজন উদ্যোগ ও দেশব্যাপী আন্দোলন দর্শন করিয়া, আমাদের মনে একটু আশার সঞ্চার হইয়াছিল—বুঝিবা—এবার আমাদের রাজ পুরুষগণের উদ্যোগে, নিরন্ন নগ্নপ্রায় কৃষককুলের ও আমাদের বেকার শিক্ষিত শ্রেণীর অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়া, দেশে দারিদ্র্য হাহাকার ঘুচিয়া যাইবে? কিন্তু আমাদের সেই কল্পনা সেই আশা স্বপ্নের কুহেলিকায় পরিণত হইবার সম্ভাবনা, তাহার কারণ, এদেশবাসীর এ বিষয়ে দৃঢ় সংকল্পের অভাব—এবং কৃষি সম্পদ বর্দ্ধনের জন্য যে মূলধনের আবশ্যক—তাহার ব্যবস্থা বিষয়ে সম্যক ধারণা করিবার অভাব যেমন এদেশবাসীর মধ্যে, তেমনি ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট মধ্যে বিরাজিত। এমন্ কি—এত বড় ব্যয় সঙ্কুল রাজকীয় কৃষি কমিশনের মন্তব্য মধ্যে, এবিষয়ে অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক কৃষি কার্য্যে মূলধন সংগ্রহ ও যোগান সম্বন্ধে—গবর্ণমেণ্টের কিরূপ গুরুতর দায়িত্ব এ বিষয়ে সমীচিন মীমাংসা কিছুই করা হয় নাই। কাজ করিবার মূলধন সংগ্রহ বিষয়ে আমাদের দেশবাসীর কি কর্ত্তব্য এবং ভারত গবর্ণমেণ্টেরই বা কিরূপ দায়িত্ব, তাহার বিচার করিব। কারণ, ভারতবাসিগণের সুখ স্বচ্ছন্দ ও সম্প্রদ্ প্রধানতঃ এই কৃষিজাত উৎপন্নের উপরই নির্ভর করে; তাহা সকলেই জানেন। যে বৎসর অনাবৃষ্টিতে ফসল উৎপাদনে বিশেষ বিঘ্ন হয়, সেই বৎসর বহু প্রদেশে এবং জেলায় জেলায় দুর্ভিক্ষের করাল মূর্ত্তি, এদেশবাসিগণকে কঙ্কালসার করিয়া ফেলে—আর চারিদিকে অনাহারের ক্রন্দন ও হাহাকার শোনা যায়।

পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ শক্তিকে পরাভূত করিয়া এযুগে যেমন ইরোপ্লেন বা জেফেলিনের বলে আকাশে বিচরণ সম্ভবপর হইয়াছে, সেইরূপ মানবীয় বুদ্ধি শক্তি প্রয়োগ

করিলে, আমরা বৃষ্টি দেবতার উপর ঐকান্তিক নির্ভর না করিয়া মানবীয় বুদ্ধির বিকাশ দ্বারা জল সিঞ্চনাদি ব্যবস্থার দ্বারা, শস্য উৎপাদন কার্য্য সর্ব্বদা আমাদের সাধ্যায়ত্ত বা আমাদের চেষ্টার আয়ত্তাধীন করিতে পারি। জল যোগাইবার ব্যবস্থা, যথারীতি করিতে পারিলে, মরুভূমিকেও শস্য শ্যামলা করা যাইতে পারে, তাহা পাঞ্জাব প্রদেশে প্রমাণিত হইয়াছে—সিন্ধুনদের জলরাশিকে খোদিত খালে প্রবাহিত করিয়া, সুবিস্তৃত মরুভাগকে, উর্ব্বরতম ক্ষেত্রে পরিণত করা হইয়াছে। ইহাতে বহুকোটী টাকা ব্যয়িত হইয়াছে সত্য, কিন্তু সেই মূলধন ব্যয় সার্থক হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে—উৎপাদ্য ফসলকে, যথারীতি উৎপাদন জন্য যথারীতি জলসিঞ্চন ব্যবহার উপায় নির্দ্ধারণ করা যেমন অত্যাবশ্যক, তেমনি বৃদ্ধি ও তদুপযোগী মূলধন যোগাইবার ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন। এতদর্থে—গবর্ণমেণ্টকে নতুবা দেশ বাসিগণকে বহুলভাবে উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। পাঞ্জাবে ও যুক্ত প্রদেশে, ভারতগবর্ণমেণ্ট বহুকোটী টাকা মূলধন ব্যয় করিয়াছেন, তজ্জন্য এই দুই প্রদেশে বহু বিস্তৃত ভূভাগ, শস্য উৎপাদন উপযোগী হইয়াছে। ভারতবর্ষে যেরূপ দ্রুতবেগে লোকসংখ্যা বাড়িতেছে, সেই লোক সংখ্যার উপযোগী খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হইলে, ভারত গবর্ণমেণ্টকেই এই মূলধন সংগ্রহে নায়কত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। আমাদের ব্যবস্থাপক সভা সমূহের এ বিষয়ে সবিশেষ দৃষ্টি ও সুচিন্তা নিয়োগ করা আবশ্যক। শস্য বৃদ্ধির দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ উপায় ও উপকরণ কর্ষিত ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সার প্রয়োগ। ইহাও মূলধন ও ব্যয় সাপেক্ষ। সেই প্রকার মূলধন সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা ভারতীয় দরিদ্র কৃষকগণের পক্ষে একরূপ অসম্ভব, ইহা ব্যতীত বেকার শিক্ষিতবৃন্দ, কৃষি উপজিবিকা অবলম্বন জন্য উৎসুক কিন্তু তাহাদের হাতে তদুপযোগী মূলধন নাই যে তাহারা বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিলাতের মত, ক্যাণ্ডা বা অষ্ট্রেলিয়া দেশের মত, আদর্শ ফার্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিবে। আদর্শ কৃষি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক তাহার শাখা প্রশাখা, প্রত্যেক জেলায় প্রত্যেক সবডিভিসনে বা গ্রাম্য ইউনিয়ন্ গুলি পর্য্যন্ত বিস্তার করা কিছু অসাধ্য বা অসম্ভব কার্য্য নয়। গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত পোষ্ট আফিস গুলি গণ্ডগ্রাম পর্য্যন্ত লোলুপ রসনা বিস্তারিত করিয়া, গ্রাম্য লোকেরও সঞ্চিত অর্থ গবর্ণমেণ্টের হস্তে, ডিপোজিট রূপে পহুছাইয়া দিতেছে, তাহার পরিমাণ বহুকোটি টাকা। এই টাকার অর্দ্ধেক অংশ অনায়াসে গবর্ণমেণ্টের দ্বারা কৃষি ব্যাঙ্কগুলির পরিপোষক হইতে পারে। এইভাবে মূলধন প্রয়োগ করিলে, ভারতীয় ফসলের পরিমাণ অচিরে দ্বিগুণ বা চতুর্গুণ বর্দ্ধিত হইতে পারে ইহাই আমাদের অনুমান।

গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় স্থাপিত এক্সপেরিমেণ্টেল ফার্ম্মগুলিতে কি কি সার প্রয়োগে কোন্ কোন্ ফসল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হইবে তাহা পরীক্ষিত হইয়াছে এবং হইতেছে। কৃষি বিষয়ে বিশেষজ্ঞদিগের এই সব রাসায়ণিক ও উদ্ভিজ্জ উপাদান পরীক্ষা

প্রশংসনীয় ইহা যেন রাসায়নিকগণের। রসায়ণাগারের, পরীক্ষা সদৃশ অতি স্বল্প পরিসর ভূমিতে পরীক্ষিত সত্য মাত্র। কিন্তু তাহা যতক্ষণ মূলধন সংযোগে প্রত্যেক কৃষকের ব্যবহারোপযোগী না করা যাইবে, ততক্ষণ তাহা জাতীয় কৃষি সম্পদ বৃদ্ধি সাধনে কার্য্যকরী হইতেছে না। এই সহজ সত্যটী যেন গবর্ণমেণ্টের মনে বা আমাদের দেশনায়কদিগের মনে কিছুতেই স্বতঃসিদ্ধের মত উপলব্ধি হইতেছে না। এবং এই উপলব্ধির সম্যক ধারণার অভাবে, গবর্ণমেণ্টের মধ্যে এবং দেশবাসীর মধ্যে এই প্রকারে মূলধন সংগ্রহ ও প্রয়োগ ব্যবস্থা সম্বন্ধে, দৃঢ়সংকল্পের অভাব দেখা যাইতেছে। এদেশে রেলবর্ত্ম বহুল বিস্তারের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট বা বড়লাটের মন্ত্রীসভা প্রতি বৎসর ৩০।৩৫ কোটী টাকা ব্যয়ের বাজেট তৈয়ারী করিতেছেন তজ্জন্য "লোন ফ্লোট" করিয়া কোটী কোটী টাকা এদেশে ও বিলাতে উঠান হইতেছে। আমাদের বক্তব্য এই কৃষি সম্পদ বৃদ্ধির জন্য এবং কৃষকগণের অবস্থা উন্নতি জন্য, সেইরূপ মূলধন ব্যয় করণ বিষয়ে কি ভারতগবর্ণমেণ্টের নায়কত্ব গ্রহণ করা সঙ্গত নয়? রেলওয়ে নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ভাড়া আদায় করিয়া, মূলধনের উপর শতকরা ৫ টাকা লাভ মাত্র হইয়া থাকে—কিন্তু কৃষিকার্য্যে এই অর্থ নিয়োগ করিলে, প্রজাকুলের নিকট হইতে, উৎপাদিত অধিক শস্যের মূল্য দ্বারা তদপেক্ষা অধিক সুদ পোষাইবে; কারণ সার প্রয়োগে ও জল সিঞ্চন ব্যবস্থা বিহিতরূপ করিলে, প্রত্যেক ক্ষেত্রে বর্ত্তমানে উৎপাদিত ফসল হইতে অন্ততঃ দেড়গুণ ফসল উৎপন্ন হইবে। যে ধান্যক্ষেত্রে এখন বিঘা প্রতি ৮ মণ ফসল হইতেছে, উপরোক্ত উপায়ে তথায় বার মণ উৎপাদন অবশ্যম্ভাবী; জল সিঞ্চন ব্যবস্থা করিলে, এই ফসল উৎপাদনের বিঘ্ন অনাবৃষ্টি আদিও, নিবারিত হইতে পারে। আলু, পেঁয়াজ, গম, বিবিধ ফসল ও শাক সব্জি উৎপাদনে যত টাকার সার ব্যবহার আবশ্যক দেখা গিয়াছে, সেই খরচ উঠাইয়াও কৃষকের লাভের পরিমাণ অনেক অধিক দাঁড়ায়। জল সিঞ্চন ও সার প্রয়োগে এক একটী ফসলের বপন হইতে শষ্য উৎপাদন পর্য্যন্ত বিঘাপ্রতি ৫০।৬০ টাকা হইতে ১৫০ টাকা ব্যয় আবশ্যক, সুতরাং এক বিঘা পরিমাণ জমি বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ করিতে ৪।৫ হাজার টাকা মূলধন ব্যয় আবশ্যক।

প্রতি কৃষিক্ষেত্রে, জন মজুরের দৈনিক ব্যয় প্রতিদিন দিতে হইবে, ইহা বাদে সারপ্রদান খরচ ও জল সেচন ব্যয় গড়পরতা এই ত্রিবিধ প্রয়োজনে বিঘাপ্রতি অন্যূন একশত টাকা খরচ ধরিতেছি—এক একটী ফসল উৎপাদনে ফসল বিষয়ে ৪।৫ মাস সময় আবশ্যক সেই কয় মাস কৃষকগণকে বা কৃষকমজুরদিগকে খাওইয়া পরাইয়া পালন করিতে হইবে—তারপর সার প্রয়োগ ব্যয় ও জল সেচন ব্যয়। ধান্যক্ষেত্র বাদে, অধিকাংশ ফসল উৎপাদনে উপরোক্ত হারে ব্যয় আবশ্যক—যদি বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বনীয় বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। সুতরাং এই মূলধন সংগ্রহ ও তাহার নিয়োগ

ব্যবস্থাই মুখ্য লক্ষ্য—এই লক্ষ্য সাধনে গবর্ণমেণ্টকে ও এদেশবাসীগণকে একযোগে পরামর্শ পূর্ব্বক বিহিত বিধান করিতে হইবে।

এই বিষয়ে কিরূপ বিধান সম্ভবপর ও সহজে হইতে পারে, অদ্য আমরা তাহারই অবতারণা করিতেছি। আমাদের মূল প্রস্তাবনাটী—এজন্য বিবৃত করিতেছি।

ভারতসাম্রাজ্য, প্রধানতঃ ভারত গবর্ণমেণ্টের অধীন তাহার অধীনে বা সংযোগে বিভিন্ন ৯টী বড় বড় প্রদেশ ও তাহাতে বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্ব। মনে করুন—ভারত গবর্ণমেণ্ট ২০ কোটীর "লোনফ্লোট" করিয়া ৪ টাকা সুদে ধার করিয়া, প্রত্যেক গবর্ণমেণ্টের হাতে দুই কোটী দিয়া নয়টী কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন করিলেন এবং কৃষিব্যাঙ্কগুলি ডিবেনচার সেয়ার খুলিয়া সাধারণ জনবর্গ হইতে আরো ২০ কোটী টাকা অনায়াসে পাইতে পারে। কারণ এ দেশের মানসিক গতি এখনও গবর্ণমেণ্টের সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানে বিশ্বাসী, এজন্য এইরূপে মূলধন প্রাপ্তি সহজ হইবে। এই জাতীয় ৪।৫ কোটীর কৃষিব্যাঙ্ক প্রত্যেক প্রদেশে হইলে, তাহা দ্বারা বৈজ্ঞানিক সার, কৃষকদিগের আয়ত্বাধীন করা সম্ভবপর হইবে। প্রত্যেক ফসল উৎপাদনের পর, কৃষকদিগের প্রদত্ত সারাদির মূল্য সুদ সহ ওয়াশীল হইতে পারিবে। কৃষকগণ বর্ত্তমানে শতকরা ৩৬ টাকা হইতে ৭২ টাকা সুদে ধার করিয়া থাকে। কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক গুলির ঋণদান প্রণালী এখনও কৃষকদিগের পক্ষে সম্যক উপযোগী নয়। ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক কৃষিজীবিকে সঙ্গত মত মূলধন, কৃষিহেতু না যোগাইতে পারিলে কোন ফলোদয়ের সম্ভাবনা নাই। কো-অপারেটিভব্যাঙ্কগুলি, আইনের নিগড়ে এমনভাবে পঙ্গু হইয়া আছে যে কৃষকগণ ব্যক্তিগতভাবে নিজ দায়িত্বে ধার পাইতে পারে না; সে কোন একটি গ্রাম্যসমিতির সভ্যদিগের দ্বারা সমর্থিত না হইলে, ধার পাইতে পারে না। এদেশে পরহিতৈষণা চেষ্টা এত বলবতী নয় যে সহজে কোন কৃষক যথেষ্ট মূলধন এইপ্রকারে পাইতে পারে এজন্য তাহাকে অধিক সুদে গ্রাম্য মহাজন হইতে ধার লইতে বাধ্য হইতে হয়। কো-অপারেটিভব্যাঙ্কগুলির এই ভ্রান্তিমূলক বিধানের পরিবর্ত্তন আবশ্যক, যদি মহাজনগণ, শতকরা ৩০ টাকা সুদে, কৃষকের ধার দিয়া সুদে আসলে পরিপুষ্ট ও ধনী হইতে পারে তবে ইহা সহজেই বুঝা যায় যে শতকরা ১২ টাকা সুদে ধার দিলে ঐ টাকা আরো অগ্রে পরিশোধিত হইবে।

সুতরাং ইহা প্রমাণিত হইল যে কৃষকগণকে ব্যক্তিগত ভাবে ধার দেওয়া, অতি আশঙ্কা বা অবিবেচনার কার্য্য নয়। কো-অপারেটিভ দলের মধ্যে যে উক্ত ভীতি আছে তাহা অতি অমূলক। এইজন্য আমরা বলি কো অপারেটিভ ব্যাঙ্ক গুলির গঠন প্রণালী গুলির মধ্যে, ব্যাক্তিভাবে প্রত্যেক কৃষককে ঋণ দানের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক—তাহার ফসল ও জমি মাত্র বন্ধক স্বরূপ হইবে; কর্ত্তিত ফসলের মূল্য গ্রাম্য ইউনিয়ান দ্বারা ব্যাঙ্কের হাতে পঁহুছাইবার ব্যবস্থা করিলেই যথেষ্ট হইবে।

JOTINDRO NATH DUTTA
JAMMABHUMI OFFICE
89, Bhanich Bose's Lane Sk. Calcutta

আবশ্যকীয় সার ক্রয় করিয়া ব্যাঙ্ক গুলি, কৃষক গণকে ধার দিবেন এবং প্রতি সপ্তাহে মুজুরির বেতন স্বরূপ ধার দিবেন। ব্যক্তি গত কৃষক পরিবারকে মুজুরের মধ্যে গণ্য করা হইবে—গ্রাম্য ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক গুলি ঋণ জাল ও ঋণ ওয়াশীল কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। ইউনিয়ান ব্যাঙ্ক গুলির কিছু কিছু মূলধন থাকিবে; তাহারা পূর্ব্বে কথিত প্রাদেশিক সেণ্ট্রল ব্যাঙ্কগুলি হইতে ধার করিবে—ও সেই ধার পাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তজ্জন্য প্রত্যেক জেলার একটী করিয়া কৃষিব্যাঙ্কের শাখা থাকিবে—স্থানীয় বিশিষ্টব্যক্তিগণ, তাহার কমিটীতে থাকিবেন এবং সেই শাখার মূলধন পরিপুষ্ট করিবার ব্যবস্থা করিবেন—গ্রাম্য ইউনিয়ান ব্যাঙ্কগুলি। ইহাদের তত্ত্বাবধানে ও কর্ত্তৃত্বাধীনে ঋণ দানাদি কার্য্য সম্পাদন করিবেন।

(ক্রমশঃ)

গো জাতি।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এই পরিবর্ত্তন নীতি বড়ই জটিল; কারণ এই ব্যক্তিগত চরিত্রের (individual characters) মধ্যে কতকগুলি অনুবর্ত্তনশীল (heritable) অর্থাৎ পিতামাতা হইতে শাবকে নীত হয় এবং অপর কতকগুলি তাহা নহে। সেইজন্য পরিবর্ত্তন শীলতা দুইভাগে বিভক্ত ১। দৈহিক ২। পারিপার্শ্বিক i e Environment, climate and locality)। প্রথমটিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার উৎপাদকের কোন ক্ষমতা নাই, কিন্তু দ্বিতীয়টির উপর তাহার কতকটা সে শক্তি আছে। আমরা বিগত ৮।১০ শতাব্দী ধরিয়া এই পারিপার্শ্বিক অবস্থা উপেক্ষা করিয়াছি বলিয়া ভারতীয় পশুদের এত অবনতি সংঘটিত হইয়াছে। দেশের জল বায়ুর, পশু এবং মানুষের উপর এক অছিন্ন প্রভাব আছে। খাদ্য, যত্ন ও জল বায়ুর (climeate) গুণে, দেশের পশু ভাল মন্দ এক আকৃতি ও প্রকৃতিতে বিভিন্ন হয়; পাঞ্জাবদেশের গাভী বাঙ্গালার গাভী অপেক্ষা গুণে আকারে ও প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ পৃথক। শীত প্রধান দেশের পশু খর্ব্ব হয় এবং তাহাদের চর্ম্ম মোটা হইয়া থাকে এবং গাত্রে বড় বড় মোটা লোম উৎপন্ন হইয়া থাকে। পূর্ব্বে লোকের মনে এক ভ্রান্ত বিশ্বাস ছিল যে এক দেশের উত্তম পশুকে অপর দেশে লইয়া যাইলে তাহার দৈহিক ও প্রাকৃতিক অবনতি ঘটে; কিন্তু দেখা গিয়াছে যে স্পেন দেশের মেরিণো মেষ, বিলাত, আমেরিকা, ব্রেজিল, ও মার্কিণ রাজ্যে নীত হইয়া সমধিক উৎকর্ষলাভ করিয়াছে, আমাদের দেশের গাভীকুল মার্কিণ যুক্ত রাজ্যে, পেরু, ব্রেজিল সুমাত্রা, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপ পুঞ্জে তথা বৃটীশ গায়না ও ত্রিণীদাদে নীত হইয়া যত্ন ও খাদ্য এবং পালনের গুণে স্বদেশ অপেক্ষা সমধিক উৎকর্ষে উপনীত হইয়াছে; কিন্তু চেষ্টা যত্নের অভাবে সাহিওয়াল, গাঙ্গীবার আদি স্থানের মণ্টগোমেরী জাতীয় গাভী অস্মদেশে আনীত হইলে স্বল্পদিনের মধ্যে সমধিক অপকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রেরিত পশুদের পরিবর্ত্তনে যাহাতে দৈহিক ও স্নায়বিকশক্তির (constitutional vigour.) হ্রাস না হয়, তাহা উৎপাদকের দেখা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণ এই সকল কথা তাঁহার "গোসন্দর্ভ-মুক্তাবলী" নামক জগদ্বিখ্যাত পুস্তকে স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন। এই মহামূল্য পুস্তক খানি আমরা আমাদিগের জাতিগত অবসাদ ও হেলা প্রযুক্ত চিরতরে হারাইয়াছি। মল্লিখিত "গোপাল বান্ধবে" এই বিষয়ে সবিস্তার আছে। মনুষ্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার কতকটা পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করিয়া প্রতিকুল অবস্থা গুলিকে সাহায্য ও সহানুভূতিযুক্ত (favourable) করিতে পারে এবং সেই জন্য করিতে পারে এবং সেই জন্য খাদ্য দান নির্ব্বাচন ও পরিমাণ নির্ণয় কারণ একটি জটিল বৈজ্ঞানিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের যে সকল আর্য্যা ও পদ্ধতি ছিল, সাধারণ চাষী তাহা সকলই হারাইয়া ফেলিয়াছে। বৌদ্ধ যুগে এই সকল বিষয়ের সমধিক চর্চ্চা অনুশীলন হইত; কালের করাল গতিতে সবই নষ্ট হইয়াছে। শিক্ষানবিশের ইহা বিশেষরূপে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে আবশ্যক মত ও যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্যদানে দৈহিক শক্তির (coustitutionalvigour) স্থায়িত্ব বিধান করিয়া পশুদের সমধিক উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধন করা যাইতে পারে। বৌদ্ধযুগে দন্তশীরপুরে, বুদ্ধগয়ায়, গুরুপাদগৃহে, রাজগৃহে নালন্দায় পশু হাঁসপাতাল ও চিকিৎসালয় ছিল। এই সকল পশুহাঁসপাতালে কি বিধি অনুসারে চিকিৎসা পদ্ধতি করা হইত তাহা জানিবার বিষয় বটে, ঐতিহাসিক পাঠকগণ এ বিষয় অনুসন্ধান করিয়া আমাকে সত্বর জানাইলে বিশেষ বাধিত হইব।

আমাদের দেশের অধিবাসীদের মধ্যে এক অংশ গো মাংস খাদ্যরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং আমাদের দেশ কৃষি ও দুগ্ধের জন্য—গো সংজনন বেদের গোসংজনন বেদের কাল হইতে করা হইয়া আসিতেছে; সেই জন্য উপরোক্ত তিন কারণ জন্য তিন প্রকারের গো উৎপাদন আমাদের করিতে হইবে। স্থূণা গো-

খাদ্যের জন্য বৌদ্ধ রাজাদের কাল পর্য্যন্ত অস্মদ্দেশে উৎপাদন করা হইত তাহা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের গোঅধ্যায় পাঠ করিলে আমরা সম্যক্ অবগত হইয়া থাকি। যে পশুর গায়ে শীঘ্র ও সকাল সকাল "মাস লাগে (takes flesh) সেই খাদ্যের জন্য বিশেষ উপযোগী। ইউরোপ ও আমেরিকা খণ্ডে উৎপাদকগণ এইরূপ পশু বহুল উৎপাদন করিয়া থাকেন। ইহাদের দেহ মোটা, মাংসল, এবং অবলম্বের (oblong) মত চতুষ্কোণ বিশিষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য; এই সকল চিহ্ন "দুধাল" গাভীর পক্ষে একেবারেই নিষিদ্ধ বলিয়া প্রাচীন হিন্দু পুস্তকে উল্লিখিত হইয়াছে। যে গাভী খাদ্যকে যত বেশী পরিমাণ দুগ্ধরূপে পালককে ফিরাইয়া দিতে পারে, সে ততই ভাল গাভী। দুগ্ধদাত্রী গাভীর দেহযষ্টি একটি ভগবানদত্ত দুগ্ধ প্রস্তুতকারী কল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। হেলে বলদের হাড় শক্ত। বুক চৌড়া ও বিশাল দেহ পেশীযুক্ত ও বলিষ্ঠ হওয়া দরকার। আমাদের দেশের গো-উৎপাদকগণকে এইরূপ তিনপ্রকারের গো-উৎপাদন করিতে হইবে। তাহার জন্য শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। আমাদের দেশের সাহিত্যিকগণ এরূপ উপকারী পুস্তক লিখেন না; নাটক নভেলে ও অসার পুস্তকে দেশ প্লাবিত হইয়া পড়িয়াছে। উপরোক্ত তিনপ্রকারের গবাদি পশুর তিন ভিন্ন ভিন্ন ও পৃথক প্রকারের আকার, গঠন ও প্রকৃতি হইয়া থাকে। যে প্রয়োজনের জন্য যে পশু উৎপাদন আবশ্যক, উৎপাদক সেইপ্রকার ও তদনুরূপ পদ্ধতি ও বৈজ্ঞানিক বিধি অবলম্বন করিয়া সেইরূপ পশু উৎপাদন করিবে। জনন পশুগুলি সকল বিষয়ে সমান ও সাদৃশ্য হওয়া প্রয়োজন (The animals selected for breeading should be uniform in size and type)। দুধাল (milch cow) পার্শ্ব হইতে অসম চতুষ্কোণ (wedgeshaped from the sides) ও লম্বা বাঁট, কোমল পালাম বিশিষ্ট, রোগা ও কোণাটে মাংসহীন হওয়া কর্ত্তব্য।

কোন জাতীয় গাভী ও বৃষ লইয়া পাল গঠন করিতে হইবে তাহা জানা প্রয়োজন বাজারের সান্নিধ্য, রেল শুল্ক এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সুবিধা বুঝিয়া স্থির করিতে হইবে। কোন নির্দ্দিষ্ট জাতি সকল সুবিধা-ভাজন হইতে পারে না (There is no beast breed for all conditions)। আমি আগেই বলিয়াছি যে জনন কার্য্যে যেমন নির্ব্বাচন এবং পৃথক করণ সকল উন্নতির মূল, তেমনি দৈহিক শক্তি (constitutional vigour) ও বিশেষ আবশ্যক; রুগ্ন, জীর্ণ, শীর্ণ, অঙ্গহীন পশু কখনই জননক্ষেত্রে নিয়োগ করিবে না। যে ছানা বা শাবক অনুবর্ত্তন নীতির বলে (by the laws of heridity) নিজ বা নিজ পিতামাতা হইতে লব্ধ গুণাগুণ শাবকে বেশী ভাগ প্রেরণ করিতে পারে, তাহাকেই সংজনন কাজে নিয়োগ করিবে, সকল পশুর এইগুণ সমানরূপ থাকে না। যে পিতামাতায় এই গুণ বেশী মাত্রায় থাকে, তাহাদেরই জনন ক্ষেত্রে রাখিবে; কারণ এই গুণই (prepotency) সকল

উন্নতির মূলে নিহিত আছে, সেই জন্য যে পশুর এই ব্যক্তিগত গুণ আছে, জননকাজ তাহার দ্বারাই করাইবে; ইহা জানিবার একমাত্র উপায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ পর্য্যবেক্ষণ দৃষ্টি (Experience and observation.) আবশ্যক।

পাশ্চাত্য দেশে দেখা যায় যে কতকগুলি পশুকে কসাইর ছুরীর জন্য উৎপাদন করা হয় এবং কতক সংখ্যা সংজনন কাজে নিয়োগ জন্য উৎপাদিত হয়। আমাদের দেশে যে সকল গো ও মহিষ উৎপাদন করা হয়, তাহা কেবল দুধের জন্য এবং কৃষির জন্য, কাজেই প্রতি বৎসর যে লক্ষ লক্ষ অবাধ গোবধ আমাদের দেশে হয়, তাহাতে দিন দিন দুধের কেঁড়ে শুখাইয়া যাইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হলবৃষের অভাবে দেশের কৃষিরও বিশেষ অবনতি হইতেছে। অবস্থা এমন কি শোচনীয় দাঁড়াইয়াছে যে বাঙ্গালার কোন কোন জেলায় চাষের বলদ একেবারেই মিলে না? সেইজন্য আমি আগেই বলেছি যে আমাদের দেশে হাঁড়ি, কেঁড়ে এবং হালের জন্য গো-উৎপাদন করিতে হইবে। প্রথমটির উন্নতিকে পাল উন্নতি এবং দ্বিতীয়টির উৎকর্ষ সাধনকে জাতি উন্নতি বলে; প্রথমটিতে ব্যক্তিগত (individual) এবং দ্বিতীয়টিতে জাতীয় শোণিতের উন্নতিই উৎপাদকের প্রধান লক্ষ্য হইয়া থাকে। উত্তর পশ্চিম এবং পাঞ্জাব পার্ব্বত্য দেশের গো-পালক ও গো-উৎপাদকের মধ্যে, দেখা যায় যে তাহারা এক এক পালে বহু শত গাভী বা মহিষ লইয়া হিমালয়ের তরাই দেশে ঘাস বহুল স্থানে লইয়া গিয়া রাখাল স্থাপন করে এবং চরায়।

(ক্রমশঃ)

শয্যাব্যায়াম প্রণালী।

(শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত)

পর্য্যায়ক্রমে সংকোচন ও শিথিলিকরণ সকল ব্যায়াম প্রক্রিয়ার মূলমন্ত্র। প্রত্যেক প্রক্রিয়ার পূর্ব্বে কোন্ পেশীর ব্যায়াম তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে। ব্যায়াম কালে তৎপ্রতি মন স্থির করিতে হইবে।

১। তল পেট।—মাথার নীচে বালিশ দিয়া, চিৎ হইয়া শরীর সোজা করিয়া শয়ন করিয়া প্রথমে এক পায়ের হাঁটু ভাঙ্গিয়া, তৎসহ সেই দিকের নিতম্ব উপরের দিকে আকুঞ্চন করিবে। তৎপর সেই পা ছড়াইয়া দিয়া, অপর পা ভাঙ্গিয়া উক্তরূপ প্রক্রিয়া করিবে। এই প্রক্রিয়ায় উত্তম কোষ্ঠশুদ্ধি হয়।

২। কটিদেশ বা কোমর।—চিৎভাবে শয়ন করিয়া হাত ভাঁজ করিয়া বক্ষোপরি রাখ। ঘাড় ও মাথা বালিশ হইতে ঈষৎ উপরে তোল, তৎপর এক পাশের দিকে যতদূর নোয়ান সম্ভব নোয়াও, পুনরায় অপর পাশে নোয়াও।

৩। পেট।—চিৎ হইয়া শয়ন করিবে, ঘাড় ও মাথা তুলিলেই পেট শক্ত হইবে। তখন উভয় হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া পেটের উপর সর্ব্বত্র, ক্ষিপ্র এবং লঘু আঘাত করিবে, মস্তক নত করিলেই পেট স্বাভাবিক অবস্থায় আসিবে। উভয় অবস্থায়ই আঘাত করিবে অর্থাৎ একবার শক্ত করিয়া পুনরায় নরম করিয়া আরম্ভে ২৫ বার আঘাত করিবে। পরে ১০০ বার পর্য্যন্ত করিতে পার। ইহাতে অজীর্ণতা দূর করে।

যাহাদের পেট মোটা, চর্ব্বিময় তাহাদের পক্ষে এই ক্রিয়া অন্তে হাতের তলা দিয়া, উপর হইতে নীচে, নীচ হইতে উপরে জোরে মর্দ্দন করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহাতে চর্ব্বি দূর হইবে।

৪। স্কন্ধদেশ।—চিৎ হইয়া শয়ন করিয়া বামহাতে ডান কনুই ধরিবে, ডান হাতে বাম কনুই ধরিবে, হাতে জোর দিয়া চাপিবে। একবার ছাড়িবে, আবার চাপিবে, ইহাতে স্কন্ধ প্রশস্ত হইবে।

৫। অংসফলক বা স্কন্ধফলক।—চিৎ হইয়া শয়ন কর। হস্ত মুষ্টিবদ্ধ কর। মুষ্টি নাকের দিকে থাকিবে এবং কনুই উপরে থাকিবে। পরে কনুই বুকের দিকে আঘাত কর। ইহাতে স্কন্ধফলক বিস্ফারিত হইবে। উভয় হাতে সমান সংখ্যক আঘাত করিবে।

৬। ঘাড় ও পেট।—চিৎ হইয়া শয়ন করিয়া মস্তক ও ঘাড় একবার উত্তোলন করিবে, পুনরায় শয়ন করিয়া শিথিল করিবে। ইহাতে ঘাড়ের পিছনের দিকের ও পেটের পেশী দৃঢ় হইবে।

৭। ঘাড়ের পশ্চাদ্দিকে।—চিৎ হইয়া শয়ন কর। এক হাতের আঙ্গুল অপর হাতের আঙ্গুলের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া, উভয় হাত দিয়া মাথা উপরে তুলিতে চেষ্টা করিবে, কিন্তু ঘাড়ে জোর দিয়া পশ্চাতে চাপিয়া রাখিবে। ইহাতে ঘাড়ে বলাধান হইবে।

৮। গলদেশ বা কণ্ঠ।—চিৎ হইয়া শয়ন করিয়া কাঁধের নীচে বালিশ রাখিয়া, মস্তক ঝুলাইয়া যতদূর পিছনে নিতে পারা যায় নিবে, পুনরায় তুলিয়া সম্মুখে আনিবে।

৯। হস্ত।—এই প্রক্রিয়া লঘু ডাম্বেল সহযোগেও করা যায়। খালি হাতেও করা যায়। চিৎ হইয়া শয়ন করিয়া এক হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বক্ষের সমান্তরাল ভাবে উপরে ছুড়িবে, তৎপর আস্তে আস্তে জোর দিয়া ভাঙ্গিবে। পুনরায় অপর হস্ত ছুড়িবে। উভয় হস্তের কার্য্য শেষ হইলে, হস্তদ্বয় পার্শ্বদ্বয়ের সমকোণে প্রসারিত

করিয়া মুষ্টিবদ্ধ করিয়া কব্জি ইতস্ততঃ ঘুরাইবে। ঐরূপ করিলে স্কন্ধাস্থি কোটর মধ্যে ঘুরিবে।

১০। বাহু মর্দ্দন।—চিৎ হইয়া শয়ন করিয়া, এক হস্ত বাহুর উপরিভাগ জোরে ধরিবে এবং যে হাত ধরিলে সেই হাত বলপূর্ব্বক ঘুরাইয়া নিবে। উভয় হস্তে ঐরূপ করিবে।

১১। লিভার বা যকৃত প্রচালন।—লিভারের স্থান পেটের ডান দিকে, মাজার হাড়ের উপরে, শেষ পাঁজরার হাড়ের নীচে।

চিৎ হইয়া, হাঁটু উপরে তুলিয়া পেট নরম করিবে। উভয় হাতের আঙ্গুল দিয়া, ডান দিকে, পাঁজরার হাড়ের নীচে, উপরের দিকে, একবার চাপিবে আবার ছাড়িবে এইভাবে প্রথমে ২০ বার করিবে। ক্রমে বৃদ্ধি করিয়া ১০০ বার পর্য্যন্ত টিপিবে ও ছাড়িবে।

১২। গলদেশ।—কাত হইয়া শয়ন করিয়া নীচের হাতের বুড়ো আঙ্গুলের মাথা গলার উপরে থুতনী বা চিবুকের ঠিক নীচে রাখিয়া, মস্তক যতদূর পশ্চাতে নিতে পার নিবে, পুনরায় সম্মুখে আনিবে, চিবুক যেন বুকের সঙ্গে প্রায় লাগে। মস্তক পিছনে নিলে গলায় জোর পড়িবে, সমান আনিলে ঢিল পড়িবে। আঙ্গুলের চাপ যেন সকল সময়েই ঠিক থাকে। এক পাশের কাজ হইয়া গেলে অপর পাশে ফিরিয়া ঐরূপ করিবে।

১৩। গলা ও ঘাড়ের পার্শ্বদেশ।—কাত হইয়া শয়ন করিয়া চিবুক উপরের স্কন্ধের দিকে বাঁকা করিয়া যতদূর তুলিতে পার তুলিবে, পুনরায় নামাইবে। উভয় পার্শ্বে করিবে।

১৪। সর্ব্ব শরীর খিচন।—কাত হইয়া শুইয়া, হাত ভাঁজ করিয়া বুকের উপর রাখিয়া এক হাতে অপর হাতের কনুই ধরিবে। মস্তক পিছনের দিকে সমস্ত শরীর টান করিবে। এইভাবে থাকিয়া হাতে জোর দিবে ও ঢিল দিবে। জোর দিবার সময় সর্ব্বশরীর টান করিবে, যেন শক্ত হইয়া যায় এবং তদবস্থায় ২।৩ সেকেণ্ড রাখিয়া ঢিল দিবে। উভয় পার্শ্বে করিবে।

১৫। পার্শ্ব ও কটি।—কাত হইয়া শুইয়া, মস্তক ও উভয় পা এক সঙ্গে উপরের দিকে তুলিবে। পা একটু ভাঙ্গিয়া নিতে হইবে। উভয় দিকে করিবে।

১৬। অংশফলক অর্থাৎ ঘাড়ের নীচে, পশ্চাদ্দিকে উভয় পার্শ্বে যে পেশী আছে।

চিৎ হইয়া শুইয়া, পর্য্যায়ক্রমে স্কন্ধ উপরের দিকে তুলিবে সেই হাতের মধ্যদেশ অপর হাতে ধরিয়া নিলে সুবিধা হয়।

১৭। নিতম্ব ও কটি।—কাতভাবে শুইয়া উপরের নিতম্ব সম্মুখ দিকে চাপিবে,

JOTINDRO NATH DUTTA
JANMABHUMI OFFICE
39, Manick Bose's Ghat St. Calcutta

তৎসহ বাহু বক্র করিয়া যতদূর পশ্চাদ্দিকে নিতে পার নিবে। পা একটু ভাঙ্গা অবস্থায় থাকিবে। উভয় দিকে করিবে।

১৮। সম্মুখ বাহু (fore arm)।—কাত হইয়া শুইয়া, নীচের হাতের কব্জি, উপরের হাতে ধরিয়া, নীচের দিকে চাপিবে, কিন্তু নীচের হাতে জোর দিয়া বাধা দিবে। উভয় দিকে করিবে।

১৯। বাহুর পশ্চাতের পেশী।—কাত হইয়া শুইয়া নীচের হাত দিয়া, হাতের কাঁধ ও কনুইর মধ্যস্থল শক্ত করিয়া ধর। উপরের হাত উপর দিকে টান, নীচের হাত নীচের দিকে টানিয়া বাধা দাও। উভয় হাতে কর।

২০। হস্ত, স্কন্ধ ও পৃষ্ঠ।—কাত হইয়া শুইয়া উপরের হাত দিয়া উপরের পায়ের হাটুর নীচ ধরিয়া সবলে টান। পা ভাঙ্গিয়া শয়ন করিবে। উভয় দিকে কর।

২১। স্কন্ধ ও পৃষ্ঠ।—কাত হইয়া শুইয়া, উভয় হাতে পায়ের হাঁটুর নীচ ধরিয়া টান। উভয় দিকে কর।

২২। যকৃৎ।—ডানকাৎ হইয়া শুইয়া বামহাতে যকৃৎ বেশ করিয়া টিপিয়া দাও।

২৩। পায়ের ডিম।—চিৎ বা অর্দ্ধ কাত হইয়া শুইয়া, এক পায়ের পাতার অগ্রভাগ অপর পায়ের মাথায়, ডিমটীর উপর রাখিবে। নীচের পা শক্ত কর এবং উপরের পায়ের মাথা দিয়া নীচের দিকে চাপ দাও। উভয় পায়ে কর।

২৪। যকৃৎ।—বামকাতে শয়ন করিয়া, ডান হাতে যকৃতের উপর আস্তে আস্তে কিল দাও।

২৫। বাহু মোচড়ান।—কাত হইয়া শুইয়া, উপরের হাত শরীরের উপর দিয়া মেলিয়া দিয়া, ইতস্ততঃ মোড়াও। উভয় হাতে কর।

২৬। বাহু।—কাত হইয়া শুইয়া, নীচের হাত দিয়া উপরের হাতের কব্জি ধর। উপরের হাত উপরের দিকে টানিয়া ছাড়াইয়া নিবার চেষ্টা কর, নীচের হাতে শক্ত করিয়া রাখ। উভয় হাতে কর। হাত চিৎ করিয়া ও কাত করিয়া উভয় প্রকারেই ধরিবে।

২৭। পায়ের ডিম।—কাত হইয়া শুইয়া, উপরের পায়ের গোড়ালি যতদূর নীচের দিকে দিতে পার দিবে। ইহাতেই পায়ের ডিম শক্ত হইবে। ঐ ভাবে নীচের দিকে সবলে লাথি দাও। অপর কাত হইয়া অপর পায়ে কর।

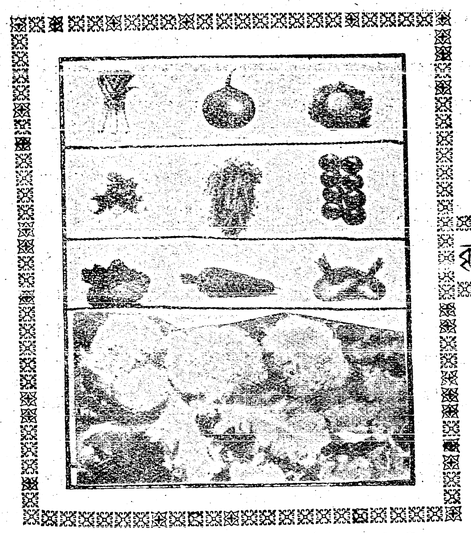

কৃষির দ্বারা জীবিকা।

(জনৈক কৃষি বিশেষজ্ঞ)

অনেকে আজকাল কৃষি-কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন, অনেক ভদ্রসন্তান একার্য্যে লিপ্ত হইতে ইচ্ছুক কিন্তু ইহাতে সর্ব্বত্র আশানুরূপ ফল ফলিতে দেখা যায় না এবং আশাও করা যায় না; কারণ চাষী ব্যতীত যাঁহারা একার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছেন, ইহাতে তাঁহাদের একান্ত নির্ভরতা নাই, অনেক দেখিয়া শুনিয়া আমাদের এই সকল ধারণা জন্মিয়াছে। অনেকে কৃষি কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই ঘরের পয়সা ব্যয় করিয়া সখ মিটাইতেছেন মাত্র, বিশেষ কোন ফল পাইতেছে না। সমৃদ্ধ লোকেরত কথাই নাই, তাঁহার বর্ত্তমান হুজুগে ইহা একটা প্রকৃত সখের ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছেন। পরোক্ষভাবে দেশের একটু না একটু উপকার হইলেও ফলতঃ ইহা তাঁহাদের খবরের কাগজে নাম প্রচারের উপায় মাত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। দশ, পনর কিম্বা বিশ বিঘা জমি লইয়া কোন যুবক কেবল মাত্র চাষবাস করিয়া তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদন ও তাঁহার যাবতীয় দৈনিক ব্যয় সঙ্কুলান পোষ্য প্রতিপালনে নিযুক্ত আছেন এরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। ভদ্রবংশীয় বা ইতর জাতীয় হউক, প্রকৃত চাষীরা জমি হইতেই তাহাদের ভাত কাপড় ও আনুসঙ্গিক খরচের যোগাড় করিয়া লয়। যেখানে ধান চাষের সুবিধা আছে তথায় এক ধান হইতেই অনেক সংসারের দিন যাপন হয়। যাহারা কিন্তু প্রকৃত চাষী, তাহারা জমির পাট করিতে

জানে, নিজে কোদাল ধরিতে পারে, জমির কখন 'যো' হয় বুঝে, কোথায় ভাল বীজ পাওয়া যায় তাহার সন্ধান রাখে, তাহারা চাষের ঘুণ।

শিক্ষিত যুবকদের মজুরের উপর চাষের কাজ নির্ভর, তাঁহাদের তাতবাত বড় সহ্য হয় না। নিজেরাও কাস্তে ধরিতে পারেন না। যদি ক্ষেতে দাঁড়াইয়া ধানরোয়া বা ধান কাটার তত্ত্বাবধান না করেন তবে তাঁহারা কি প্রকারে মজুরদের কাজ বুঝিয়া লইবেন? এইরূপ শিক্ষিত সম্প্রদায়কে যদি একেবারে সুন্দরবনে পাঠাইয়া দেওয়া যায় তবে আপাততঃ তাঁহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ এবং পরিণামে চাষে তাঁহাদের সম্পূর্ণ বিতৃষ্ণা হইবার সম্ভাবনা!

এরূপ স্থলে আমাদের সৎ যুক্তি এই যে, যাহা রয়, সয়, তাহাই ভাল। শিক্ষিত যুবকবৃন্দের পক্ষে উঁচু জমির চাষই ভাল, অধিক জমি না লইয়া প্রথমতঃ দশ বিঘা মাত্র জমি লইয়া আরম্ভ করা ভাল, অধিক মূলধন না লইয়া অল্প মূল ধনে কাজ করা ভাল। নিজে না খাটিলে মজুরেরা খাটে না, নিজে কোদাল ধরিতে না পারিলে তাঁহার চাষে নামা উচিত নহে।

কৃষিযন্ত্র অনেক আছে, আবার বিজ্ঞানের উন্নতির কালে কত নূতন যন্ত্র আবিষ্কৃত হইতেছে। কিন্তু সে সব বৃহৎ ব্যাপারের জন্য। সামান্য আরম্ভে কোদালই একমাত্র যন্ত্র—ফুরসৎ পাইলেই, জমির "যো" হইলেই কেবল জমি কোপাও, খুব গভীর করিয়া মাটি উলট পালট করিয়া ফেল এবং সদা সর্ব্বদা জমিতে লাগিয়া পড়িয়া থাক। দেখিবে এক জমি হইতে তিনটা ফসল উঠিবে—এক গুণের জায়গায় তিন গুণ লাভ হইবে।

কৃষি কর্ম্মের জন্য যুবকবৃন্দের শিক্ষা বিধান করিতে হইলে তাঁহাদিগকে জমিতে কোদালপাড়া শিখানই প্রধান কাজ—তাহাতে ক্রমশঃ দম বাড়িবে, তাতবাত সহ্য হইবে এবং মাটির সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ জন্মিবে এবং মাটি মাখিয়া শরীরও সবল ও নিরেট হইয়া উঠিবে। আজকাল সুদূর পল্লীগ্রামেও ফুটবল, ক্রিকেটের অভাব নাই; কেননা ইহা স্থির সিদ্ধান্ত ব্যায়াম চাই—তাহার জন্য চাঁদা—শক্তির বৃথা অপব্যয়, সময়ের অপব্যয়। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে একখণ্ড জমি ঠিক করিয়া তাহাতে কোপান আরম্ভ কর—কে কত কোপাইতে পারে—কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যাও—কে হারে, কে জেতে—আপনাদের মধ্যে চাঁদা ফেল—চাঁদার পয়সায় খাও ও কতকটা জমিতে খরচ কর—তাহাতে স্বাস্থ্য ভাল হইবে, অধ্যবসায় বাড়িবে, দম বাড়িবে, ভবিষ্যতে একগুণ ব্যয়ে বিশ গুণ লাভ হইবে—ঘরের পয়সা ঘরে আসিবে। ধনী যুবকদের আমরা এই কার্য্যে লিপ্ত হইতে বলি না—যাঁহার সখ থাকে তিনি করুন—তাহাতে লাভ ব্যতীত ক্ষতি নাই; কিন্তু তাঁহারা যেন প্রত্যেকে ফুটবলের ন্যায় চাঁদা প্রভৃতি দিয়া অপরকে উৎসাহ দেন বরং মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা ও পরীক্ষায় পারিতোষিকের ব্যবস্থা করিয়া এ কার্য্যে যেন

একটা নূতন জীবন দান করেন। যদি স্বাবলম্বনের দ্বারা এতটুকু না হয়, তবে স্বাবলম্বনের অর্থ কি আমরা বুঝি না!

আমরা একজন চাষীর কথা জানি—সে জমিতে কখন লাঙ্গল দেয় না—তাহার কেবল কোপাইবার ব্যবস্থা—সে কোপান জমিতে কাহাকেও পা দিতে দেয় না, পাছে জমি বসিয়া যায়। আবার রাস্তা ঘাটে যেখানে যে সারটুকু পায়, প্রতিদিন—প্রতিনিয়ত জমিতে আনিয়া ফেলিতেছে। জমিই তাহার ধ্যান, জমিই তাহার তপ, যপ, মূলমন্ত্র—সে সেই জন্য এক বিঘা জমিতে শসা লাগাইয়া ২৫০ শত টাকা লাভ করে। বাজারের সেরা বেগুন ফলাইয়া দুই হাতে পয়সা কুড়ায়—তাহার পাশের চাষী কেহ তাহার সমকক্ষ নহে। যে কোন কাজ কর, তাহাতে জেদ থাকা চাই, এবং তাহাই জীবনের মূলমন্ত্র হওয়া আবশ্যক।

পটল।

শ্রী.....।

ক্ষেত্র প্রস্তুত।

সাধারণতঃ দেখা যায় যে, জমি কর্ষণ করিয়া তোলা মাটী ছড়াইয়া তাহাতে পটল চাষ করা হয়। এরূপ অবস্থায় জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি অধিকদিন বজায় থাকে না। সমতল জমির উপরিস্থিত সার অংশ নিয়ত বর্ষার জলে ধুইয়া ও গাছে টানিয়া লওয়ায় জমিটী ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়ে। সুতরাং জমিতে মধ্যে মধ্যে সার প্রয়োগের আবশ্যক হয় এবং সমতল ক্ষেত্রে এতাদৃশ কোন সবজী করিতে গেলে জল নিকাশের পয়োনালী বজায় রাখিয়া ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে আলি বন্ধন করা উচিত। জমির চারি ধারে পগার কাটিলে মন্দ হয় না, কারণ জলের ধোয়াটে জমির সারাংশ যাহা কিছু উহাতে সঞ্চিত হইবে উপযুক্ত সময়ে সেই পগারের সার মাটী তুলিয়া জমিতে ছড়াইলে জমির যে উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই! এই প্রক্রিয়ায় এক স্থানে অধিক দিন পর্য্যন্ত সুফসল প্রাপ্ত হওয়া যায়। অধিকন্তু অন্য একটী লাভ এই যে, উক্ত জমিতে বিশেষ কোন প্রকার মজবুত বেড়া না দিলেও চলে। ঐ পগারের উপর সামান্য রূপে বেড়া দিলেই সবজী-ভুক্ পশ্বাদির দৌরাত্ম্য হইতে ফসল সুরক্ষিত হইতে পারে। মাটান, দোয়াঁশ, আঁটাল, পলিপড়া অল্পোচ্চ ধরণে খোলা ও সম্পূর্ণ রৌদ্র বিশিষ্ট ক্ষেত্রেই পটল চাষ ভাল হয়।

কোন প্রকার আওতায় সব্জী মাত্রেরই চাষ করা উচিত নয়। পটল গাছ বা পাতাকে পল্‌তা বলে। গাছ ও পাতা তিক্ত, কিন্তু ফল সুমিষ্ট।

ক্ষেত্র প্রস্তুতের সময় পগারের ঘাবতীর তলস্থ মৃত্তিকা ঐ ক্ষেত্রে সমান ভাবে ছড়াইয়া দিয়া পরে ঐ ক্ষেত্রকে রীতিমত দীর্ঘ প্রস্থে কর্ষণ করতঃ জমির সহিত সার মাটি উত্তমরূপে মিশাইয়া লইতে হইবে। গোল আলুর ন্যায় পটলের ক্ষেতের জমিকে গভীর ভাবে কর্ষণ ও মাটী ধুলিবৎ করিতে হইবে। তলস্থ ও উপরস্থ মৃত্তিকার সমতায় ক্ষেত্রের উর্ব্বরা শক্তি অধিক দিন প্রবল থাকে। এই কার্য্য আশ্বিন হইতে কার্ত্তিকের মধ্যে শেষ করা উচিত। কারণ মৃত্তিকা সরস থাকিতে থাকিতে পটলের গেঁড় বা মূল রোপণ করিতে হইবে। পটল গাছ অনাবৃষ্টি সহ্য করিতে পারে কিন্তু নিতান্ত নীরস ও শুষ্ক স্থানে ভাল হয় না। আবার অতি বৃষ্টিতেও শীঘ্র মরিয়া যায়।

রোপণ প্রণালী।

পটলের মূলের দোষগুণে গাছ ভাল মন্দ ও ফলনের নূন্যাধিক্য হইয়া থাকে। অনেক অদূরদর্শী কৃষক মূল চিনিতে না পারিয়া মন্দ মূল রোপণ করিয়া ফলের বেলা হতাশ হইয়া পড়ে। পটলের স্ত্রী ও পুরুষ জাতীয় দুই প্রকার লতা হয়। এবং উভয় জাতীয় লতাকে ফুল ফুটিতে দেখা যায় কিন্তু পুং জাতীয় লতায় ফল ফলিতে দেখা যায় না। দুই তিন বৎসরের পুরাতন মোটা মূল পুতিলে গাছ তেজস্কর হইয়া সাঁড়াইয়া যায়, পটল জন্মায় না, সেজন্য সনকে অর্থাৎ এক বৎসরের নূতন লতার সরু সরু ছোট ছোট মূল বাছিয়া লইয়া ক্ষেত্রে পুতিতে হইবে। কার্ত্তিক মাসে যখন কেহ পুরাতন পটল ক্ষেত কর্ষণ করিতে থাকে তখনই উক্ত রূপ সরু সরু স্ত্রী জাতীয় লতার ছোট ছোট মূল বাছিয়া লইতে হইবে। পরে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে ছয় সাত হাত অন্তর এক একটী ছোট ছোট মাদা প্রস্তুত করিয়া প্রত্যেক মাদায় দুই তিনটী হিসাবে মূল রোপণ করিয়া তাহার উপরে অল্প অল্প খড় কুটী দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়, ইহাতে অধিক রৌদ্রের উত্তাপে গেঁড়ের মাথা গুলি শুকাইয়া যাইতে পারিবে না। পটল ক্ষেত্রের মাদা গুলি অন্ততঃ এক ফুট উচ্চ হওয়া এবং দীর্ঘ প্রস্থে রীতিমত জল নিকাশী পয়োনালী থাকা উচিত; কারণ জল বসিলে পটলের মূল পচিয়া যায়।

ক্ষেত্রের পাট।

কার্ত্তিক মাসে মূল রোপণের পর হইতে গাছ বাহির হইলে অর্থাৎ পৌষ মাঘ মাসের মধ্যে একবার বৃষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত পটল ক্ষেতের কোন পাটই করা উচিত নয়। কারণ মূল গুলি নূতন ক্ষেত্রে নূতন শিকড় ফেলিয়া গাছগুলি কিঞ্চিৎ লতাইয়া না উঠিলে ক্ষেতের মৃত্তিকা নাড়া চাড়া করিতে গেলে মূলের গাত্রের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিকড় গুলি নাড়া পাইয়া অনেক গাছ মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা। অতএব শীতকালে বারিপাত হইলে

হালকা কোদালি দ্বারা মধ্যে মধ্যে কোপাইয়া ক্ষেত হইতে তৃণাদি উঠাইয়া ফেলিতে হইবে। গাছ গুলি কিঞ্চিৎ বড় বড় হইলে মাদা গুলিতে বাঁশ ইত্যাদির পুরাতন পাতা বিছাইয়া দিয়া তদুপরি নাড়া খড় ইত্যাদি সুপ্রাপ্য তৃণাদি দ্বারা ঢাকিয়া দিতে হইবে, ইহাতে অনেকগুলি লাভ আছে। যথা (১) গাছের গোড়া ঠাণ্ডা থাকে, (২) মাদায় ঘাস প্রায় জন্মায় না, (৩) গাছের আঁকড়া গুলি ঐ সমস্ত তৃণাদি অবলম্বন করিয়া লতাইয়া যাইবার সুবিধা পায়। (৪) বর্ষাকালে ফুল গুলি মৃত্তিকা লিপ্ত হইয়া নষ্ট হইতে পারে না। (৫) কেয়ারীর জল সহজে নিকাশ হইয়া যায় অথচ মৃত্তিকা সরস থাকে এবং তৃণ পত্রাদি পচিয়া জমির উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি করে। বঙ্গদেশে কোন কোন স্থানে জল সেচনের প্রথা প্রচলিত নাই। কিন্তু আজকাল অনাবৃষ্টি ও অসময়ে বৃষ্টি দ্বারা যেরূপ ঋতু বিপর্য্যয় ঘটিতেছে তাহাতে কলবল বা কূপ খননের দ্বারা জল সেচনের ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। পৌষ মাঘ মাসের মধ্যে বৃষ্টি না হইলে দুই একবার চৌকা গুলিতে জল সেচন করিতে হইবে; ইহাতে শীঘ্রই গাছগুলি লতাইয়া ফল ধরিতে আরম্ভ করে। কৃষকের ইহা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা উচিত যে, জল্‌দি ফসল উৎপন্ন করিতে পারিলে, বাজারে চড়া দরে বিক্রয় করিয়া, তাহারা উপরন্তু খরচা বাদে বেশ দু পয়সা লাভ করিতে পারে।

তিন চারি বৎসরের অধিক এক স্থানে পটল ভাল হয় না। নির্দ্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হইলে, অন্য কোন নূতন ক্ষেত প্রস্তুত করিতে হয়। প্রতি বৎসর আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে রীতিমত চাষ দিয়া পুরাতন লতা পাতা পরিষ্কার করতঃ তৈল শস্য যথা সরিষা, রাই, শোরগুজা ইত্যাদি ষান্মাসিক ফসলের যে কোন একটী ফসল উৎপন্ন করিয়া লওয়া যাইতে পারে। উক্ত ফসল অন্তে ক্ষেতে পুনরায় কিঞ্চিৎ পুরাতন পাঁক মাটী ছড়াইয়া ক্ষেতের শক্তি বৃদ্ধি করিলেই চলিবে।

বাঙ্গালা দেশে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নানা জাতীয় পটল জন্মিতে দেখা যায়। তাহার মধ্যে কাজলী, ধনি, মাকড়া ও পাটনাই পটলই উৎকৃষ্ট। পটলের জালি জন্মাইবার তারিখ হইতে ৫ দিন মধ্যে খাইবার উপযুক্ত হয় সুতরাং ৪।৫ দিন অন্তর ক্ষেত্র হইতে পটল তোলা উচিত নতুবা পাকিয়া যায়। ক্ষেত্র হইতে পটল তুলিবারও একটী নিয়ম আছে, যথা—ক্ষেত্রের এক দিক হইতে ক্রমাগত সারিবদ্ধ প্রত্যেক মাদার গাছ হইতে পটল তুলিতে আরম্ভ করিয়া জমির শেষ পর্য্যন্ত যাওয়া উচিত, তাহাতে কোন মাদা বাদ যায় না সুতরাং পটল পাকিবারও সম্ভাবনা থাকে না নতুবা বিপর্য্যস্ত ভাবে পটল তুলিলে সকল গাছ হইতে পটল তুলিতে ভুল হইয়া যায়।

পটলের জন্য বিশেষ কোন সারের আবশ্যক হয় না, কিন্তু এক ক্ষেত্রে দুই তিন বৎসর পটল চাষ করিতে গেলে ছাই ও খৈল সার ব্যবহার করা উচিত।

পটল চাষের খরচ।

বঙ্গদেশে এক বিঘা জমিতে পটল চাষ করিতে গেলে, জমির খাজনা, পগার কাটা, মাটী তোলা, লাঙ্গল দেওয়া, মূল বসান ও মাদা প্রস্তুত প্রভৃতি ও আবশ্যক মত জল সেচনাদি সর্ব্বপ্রকারে ১৬৲ হইতে ২০৲ টাকা খরচ পড়িতে পারে। এক বিঘা জমিতে যদি ২৫ মণ হইতে ৪০ মণ পটল উৎপন্ন ধরা যায় এবং প্রতি মণ গড়ে ১৷৷০ দেড় টাকা হিসাবে ৪০৲ টাকা হইতে ৬০৲ টাকা আয় হইতে পারে; সুতরাং দেখা যায় যে ২০৲ টাকা খরচা বাদে কৃষকের প্রায় ২০৲ টাকা হইতে ৪০৲ টাকা লাভ হইতে পারে।

আয়ুর্ব্বেদে পটলের বহুবিধ গুণ বর্ণিত আছে।

বাঁশের কোঞ্চীর আড়াই বা তিন হাত উচ্চ এবং যথেচ্ছভাবে লম্বা করিয়া 'ফেন্‌ছিং' (fencing) অর্থাৎ ঝাপের বেড়া প্রস্তুত করতঃ ঐ ক্ষেত্রের দীর্ঘ প্রস্থ ভাবে উভয়ের মধ্যে ৭হাত ব্যবধান রাখিয়া,শ্রেণীবদ্ধভাবে যত সারি হইতে পারে,বসাইয়া দিয়া,তাহাদের মধ্যে মধ্যে এবটি একটি 'পোষ্ট' অর্থাৎ খুঁটী পুতিয়া শক্ত করিয়া বেড়াগুলি বাঁধিয়া দিতে হয় এবং ঐ বেড়ার ধারে পূর্ব্বোক্ত ৫।৬ হাত অন্তর মাদা করিয়া, যথারীতি গাছ লাগাইয়া, বেড়ায় দুই ধার হইতে পটল লতা উঠাইয়া দিলে, বার মাসই প্রায় সমান ভাবে পটল পাওয়া যায়। আর কথিত সাত হাত ব্যবধান তলস্থ ক্ষেত্রে, মূথীকচু এবং ওল রোপণ করিয়া, আরও দুইটি ভাল ফসল পাওয়া যাইতে পারে। ইহা ব্যতীত সমুদয় পগারের বেড়ার উপর, শাঁক-আলু, ঝুপী আলু বরবটীর গাছ উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে এবং পগারের নূতন মাটীর, উপর রীতিমত সনকে মানকচু লাগাইয়া, ঐ ক্ষেত্র হইতে প্রচুর আয় করা যাইতে পারে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, পূর্ব্বাঞ্চলের লোকেরা কোন কোন স্থানে, বেড়া ও বরোজের উপর পটল গাছ উঠাইয়া দিয়া চতুরতার সহিত বার মাসই ফল ভোগ করিয়া থাকেন। এ প্রণালী উচ্চ ও নিম্ন উভয় প্রকারের জমিতেই খাটিতে পারে। বিশেষতঃ নিম্ন ধরণের জমির পক্ষে ইহা অতি উৎকৃষ্ট উপায়।

পটল গাছের সঙ্গে আরো একটী স্থায়ী তরকারির গাছ উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। তাহার নাম ঘৃত কাঁকরোল। ইহাও পটলের ন্যায় প্রচুর পরিমাণে বার মাস জন্মায়। ইহার গাত্রে ছোট ছোট নরম কাঁটা আছে। ইহারও মূলে গাছ হয়, এবং এক স্থানে অনেক দিন জীবিত থাকিয়া, ফল দান করিয়া থাকে, ইহাকেও পটল লতার সহিত, নতুবা পগারের উপর উঠাইয়া দিতে হয়। এই গাছ পূর্ব্বাঞ্চলেই অধিক দেখা যায়।

ভুলের পথে।

(শ্রীজহরলাল বিশ্বাস)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—(৪)—

বিচিত্র বর্ণের মেঘমালোয় সজ্জিত হইয়া সূর্য্যদেব ধীরে ধীরে পশ্চিমাকাশে গমন করিতেছেন, এবং তাঁহার রক্তিমাভা নিবিড় বৃক্ষাবলীর মধ্য দিয়া সুরেশ বাবুর পতিত জমির একাংশে প্রবেশ করিয়া কোমল কিরণ বীকির্ণ করিতেছেন। সেই স্থানে একটী উচ্চ প্রস্তর খণ্ডের উপর অমিয়বাবু বসিয়া এক মনে কি চিন্তা করিতেছিলেন, সহসা দূরে সঙ্গীতধ্বনি শ্রবণ করিয়া মুখ উত্তোলন করিতেই দিবসের শেষ অস্পষ্ট আলোক তাঁহার মুখের উপর পতিত হইল। তিনি উহা লক্ষ্য না করিয়া একমনে সেই দূরস্থ সঙ্গীতসুধা পান করিতে লাগিলেন।

তোমারি লাগিয়া সারাটী জীবন
কাঁদিয়া হ'তেছি সারা।
আসিবেনা কি গো জীবন-বন্ধু
মুছাতে আঁখির ধারা॥
কাঁদিয়া হ'তেছি সারা
সখা কাঁদিয়া হ'তেছি সারা॥

আরো নিবিষ্টচিত্তে গান শ্রবণ করিবার জন্য হস্তোপরি গণ্ডদেশ স্থাপন করিলেন। সূর্য্যের আলোক তখনো তাঁহার অর্দ্ধমুখ আলোকিত করিয়া রহিয়াছেন। সঙ্গীতধ্বনি ক্রমশঃ নিকট হইতে নিকটতর হইতে লাগিল।

দিবানিশি আশে বসিয়া বসিয়া
হতাশায় হৃদি গিয়াছে ভরিয়া
তাই আজি আশা ছুটি তব পানে
হইয়া বাঁধন হারা॥
কাঁদিয়া হ'তেছি সারা
সখা কাঁদিয়া হ'তেছি সারা॥

এইটুকু শ্রবণ করিবার পর হস্ত হইতে গণ্ডদেশ উত্তোলন করিয়া উন্মুক্তনেত্রে তাকাইয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"এ কার কণ্ঠস্বর—বোঝা যাচ্ছেনা ত'—নারীর না পুরুষের।—বেশ গানটী, বোধ হয় এইদিকেই আসছে। শোনা যাক।" এই বলিয়া পুনরায় হস্তোপরি গণ্ডদেশ স্থাপন করিলেন। সূর্য্যালোকের ক্ষীণ রশ্মিটুকু তখনো তাঁহার মুখের সামান্য অংশে নিপতিত রহিয়াছে। সঙ্গীতধ্বনি বেশ স্পষ্ট শ্রুত হইতে লাগিল—

অপরাধ ভরা হৃদয় হেরে
থাক যদি সখা দূরে দূরে সরে
তবে কেন তারা ডাকে হে তোমারে
পাপী ও পতিত যারা
মুছাতে আঁখির ধারা
এস মুছাতে আখির ধারা ॥

সঙ্গীতধ্বনি থামিয়া গেল। অমিয়বাবু একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, —"কৈ এদিকে তো এলোনা। যাই হোক এ নির্জ্জন স্থানে এমন মর্ম্মভেদী উদাসকরা সুমধুর করুণ গান কে গাইবে। সেই উদাসীন নয়তো? না—তা'র মুখ দিয়ে এত করুণ সঙ্গীত বেরুবে না! এ নিশ্চয়ই কোন সংসার-অত্যাচারিত পুরুষ বা স্ত্রীলোক। বোধ হয় ঠিক আমারই মত।" সহসা একটী অল্পবয়স্ক যুবক উপস্থিত হইয়া অভিবাদন পূর্ব্বক বলিল, "আজ দু'দিন অক্লান্ত পরিশ্রমের পর এই সুতা প্রস্তুত হ'য়েছে।" এই বলিয়া একটী সুতার তাল অমিয় বাবুর হস্তে প্রদান করিল। অমিয় বাবু তাহা লইয়া স্মিতহাস্যে বলিলেন, "বেশ হ'য়েছে, কিন্তু কাপড় কৈ?"

যুবক—আপনাকে দেখাবার অপেক্ষায় এখনো কাপড় তৈরী হয় নি। আজ প্রায় এক সপ্তাহ হলো, আপনার দেখা পাইনি, তাই আপনাকে না দেখিয়ে কাপড় তৈরী করা সরু ক'র্ত্তে পারিনি।

অমিয়বাবু—বেশ, কাপড় তৈরী ক'রে ফেল, আমার অপেক্ষা ক'রো না। আমার অপেক্ষায় থাকলে—

যুবক—কেন অমিয়বাবু এ নিরাশাব্যঞ্জক বাণী! এরূপ তো আপনার মুখে কখনো শুনিনি, আপনি যদি নিরুৎসাহ হ'য়ে পড়েন তাহ'লে—

অমিয়বাবু—না না নিরুৎসাহ নয়, তবে কি জান—ক'দিন ধরে একটা বিষয়ের জন্য মনটা বড় অস্থির হ'য়ে র'য়েছে তাই ব'লছিলেম। যাক—আমি কালই যাব, গিয়ে যেন কাপড় বোনা সুরু দেখতে পাই।

যুবক—নিশ্চয়ই। কখন যাবেন?

অমিয়বাবু—বৈকালের দিকেই যাব।

এই সময় অপর একটী যুবক সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া অভিবাদন পূর্ব্বক বলিল,—

"অমিয়বাবু আপনার অপেক্ষায় সেই পচা পুকুরটা ভরাট করা হচ্ছে না, কাল থেকেই সুরু ক'র্ব্বেন কি?

অমিয়বাবু—তোমরা সকলে প্রস্তুত আছত'।

২য় যুবক—আমরা সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি। শুধু—

অমিয়বাবু—আচ্ছা আর আমার অপেক্ষা ক'র্ত্তে হবে না, কাল সকালেই তাহ'লে তোমরা প্রস্তুত হ'য়ে যেও, আমি সেইখানেই থাকব'।

যুবকবৃন্দ—আচ্ছা।

এই বলিয়া উভয়েই অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল এবং অমিয়বাবু কিয়ৎক্ষণ নীরবতার পর নিজে নিজেই বলিতে লাগিলেন;

কি অশান্তিপূর্ণ অভিশপ্ত জীবন নিয়ে এই পৃথিবীর বুকে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেম যে—একটা দিনের জন্য শান্তি কা'কে বলে তা' অনুভব ক'র্ত্তে পার্লেম না। দিন যতই কালের করাল কবলে কবলিত হ'চ্ছে—দেখছি, অশান্তির পরিমাণ আমার ততই উদ্দামগতিতে বেড়ে চ'লেছে। শেষ দিন পর্য্যন্ত এ অবহেলিত জীবনের যে কি পরিণতি হবে, তা কিছুই বুঝতে পার্চ্ছিনা। মনের দুর্ব্বলতা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে—কিছুতেই তা গোপন ক'র্ত্তে পাচ্ছি না। আজ এদের সামনে তা অনেকটা প্রকাশ হ'য়ে প'ড়েছে। না,—মনের দুর্ব্বলতাকে এত বাড়তে দেওয়া উচিৎ নয়, কাল নিশ্চয়ই পুকুরটা ভরাট কর্ব্বার জন্য যেতে হবে। দেখি যদি কর্ম্মসাগরে ডুবে থেকে মনের অশান্তিকে কিছু প্রশমিত ক'র্ত্তে পারি! বোধ হয় তা হবে না, কারণ কর্ম্মের জন্য পূর্ব্বের মত আর সেরূপ উৎসাহ নাই,—দেখি তবু একটু চেষ্টা ক'রে যে কি হয়। একান্ত না হয়, শেষে গুরুদেবের চরণেই আশ্রয় গ্রহণ ক'র্ব্বো।

এই বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং ধীরপদবিক্ষেপে চিন্তাক্লিষ্ট হৃদয়ে সেই স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

(৫)

আবার প্রত্যাখ্যান!—পায়ে ধ'র্ত্তে গেলুম—পা সরিয়ে নিলে, বোঝাতে গেলুম—কানে আঙ্গুল দিলে! একটা কথাও শুন্‌লে না, ফিরেও একবার দেখলে না। কারণ সমাজের মতে আমি পতিতা। মা পতিতপাবনী তোরও তো চরণ ধরে কত কাঁদলুম, তনয়ার ব্যথিত ক্রন্দন এখনো কি তোর কর্ণে প্রবেশ কর্ল্লে না,—তুইও কি মা পতিতা ব'লে চরণতলে আশ্রয় দিতে কুণ্ঠিতা হচ্ছিস? তবে কেন আর এ পাপের বোঝা ব'য়ে ব'য়ে বেড়াই মা? মনে ছিল—সমাজ আমায় ত্যাগ ক'রেছে,—কিন্তু স্বামী বোধ হয় ত্যাগ ক'র্ব্বে না। কিন্তু আজ বুঝলুম যে স্বামীও আমায় ত্যাগ ক'রেছে। মা—আমার

জীবনের সুখ যখন সাগরের অতল তলে তলিয়ে গেছে,মনের শান্তি যখন মরুভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করেছে, হৃদয়ের আশা কামনা সমস্তই যখন নির্ব্বাপিত হ'য়েছে,তখন কেন আর এ জগতের বুকে বিচরণ ক'রে জগতের ভারস্বরূপ হ'য়ে থাকবো? তার চেয়ে মা—দে তোর ঐ শাণিত কৃপাণ,—যে কৃপানের সাহায্যে আমার মত শত শত ঘৃণিত জীব শান্তির পথে যেতে পেরেছে,—সেই কৃপাণ আজ এই বেদনাহত-হৃদয়কন্দরে আমূল প্রবেশ করিয়ে দিয়ে শান্তির পথ পরিষ্কার করে ফেলি।"

এই বলিয়া প্রতিমার হস্ত হইতে কৃপাণ লইবার জন্য অগ্রসর হইল। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে জনৈক সন্ন্যাসী প্রবেশ করায় তাহা লইতে পারিল না। সন্ন্যাসী বলিলেন—

"রাত যে অনেক হ'য়েছে বোন্ এখনো ঘুমোও নি?"

হরিপ্রিয়া—"না ভাই, এ পোড়া চোখে আর ঘুম আসে না।"

সন্ন্যাসী—আচ্ছা আজ ক'দিন ধরেই তোমাকে বড় উতলা দেখতে পাচ্ছি। কেন বোন্?

হরিপ্রিয়া—কৈ না—তবে—

সন্ন্যাসী—বুঝতে পেরেছি। লুকোলে হবে না। তোমার উতলার কারণ কাল আমায় গুরুদেব ব'লেছেন। কেন মিছে ভাবছো বোন্? যখন গুরুদেবের চরণে আশ্রয় নিয়েছো তখন আর কোন চিন্তা ক'রো না।

হরিপ্রিয়া—কি বল্‌ছো ভাই চিন্তা ক'র্ব্বো না?—কি পুঞ্জিভূত বেদনা এ বক্ষপঞ্জরে ধারণ ক'রে দিনের পর দিন কাটিয়ে যাচ্ছি তার একটী কণামাত্রও তুমি বুঝতে পার্ব্বে না ভাই। আর কত স্তোক বাক্যে আমায় ভুলিয়ে রাখবে? ভাই আর আমি স্থির থাকতে পার্চ্ছি না; তাই আজ মনে করেছি যে—আত্মহত্যা ক'রে প্রাণের জ্বালা মেটাব। তুমি আর একটু পরে এলেই হয়তো আমাকে আর জীবন্ত দেখতে পেতে না।

সন্ন্যাসী—ও নাম মুখে এনো না। আত্মহত্যা ক'রে জগতের কেউ কখনো সুখী হ'তে পারেনি, আর পার্ব্বেও না। আত্মহত্যার ফল কি জান? মরণের পর—অনন্ত নরক যন্ত্রণা ভোগ।

হরিপ্রিয়া—হোক তবু ক্ষণিকের শান্তি পাব তো? সেই যথেষ্ট।

সন্ন্যাসী—কেন পাগলামী ক'র্চ্ছো বোন্। তোমরা আদ্যাশক্তি জননীর অংশরূপিনী নারীজাতি। তোমাদের সামনে অনন্ত কর্ম্মের পথ উন্মুক্ত র'য়েছে। যতখানি পার এ জীবনে শেষ ক'রে যাও।

হরিপ্রিয়া—কাজে নেমেছিলুম, কিন্তু ভেবে দেখলুম যে আমার দ্বারা কিছুই সম্ভব হবে না। আমি আত্মহত্যা ক'র্ব্বোই।

সন্ন্যাসী—কেন উতলা হ'চ্ছো বোন্?—"আমার দ্বারা কিছু হবে না একথা ব'লে আদ্যাশক্তি জননীর অপমান ক'রো না। আমরা সকলেই এ জগতে নিজ নিজ

কর্ম্মফল ভোগ ক'র্ত্তে এসেছি। সে কর্ম্মফল ভোগ না ক'রে আত্মহত্যা ক'র্ল্লে কি আর কর্ম্মফল ভোগ ক'র্ত্তে হবে না? আবার অন্য দেহ ধারণ ক'রে এই জগতের বুকেই আবির্ভাব হ'য়ে, কঠোরতর কর্ম্মফল ভোগ ক'র্ত্তে হবে। নিস্কৃতি পাবার যো নেই। যাও আমার কথা শোন, এই চরণামৃত পান ক'রে মা'র নাম লয়ে শয়ন করগে। মন অনেকটা শান্ত হবে।

এই বলিয়া চরণামৃত প্রদান করিলেন এবং হরিপ্রিয়া তাহা ভক্তিপূর্ব্বক পান করিল।

সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "গুরুদেবের আসবার সময় হ'য়েছে। এসেই পূজোয় ব'সবেন। আমি জল নিয়ে এসে এখানটা ধুয়ে পরিষ্কার ক'রে রাখি।"

হরিপ্রিয়া—আমিই যাইনা কেন?

সন্ন্যাসী—না রাত্তির অনেক হ'য়েছে তোমার আর গিয়ে কাজ নেই। আমিই যাচ্ছি।

এই বলিয়া সন্ন্যাসী একটী কলসী লইয়া প্রস্থান করিলেন।

পাঠক পাঠিকাগণ বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন যে, উক্ত সন্ন্যাসী সেই পূর্ব্বোক্ত উদাসীন এবং হরিপ্রিয়া হরিশের স্ত্রী। হরিপ্রিয়া যখন স্বামীগৃহে স্থান পাইল না, তখন গ্রামের প্রান্তদেশে জনৈক নিষ্ঠাবান ব্যক্তির প্রতিষ্ঠিত কালীবাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, এবং তথাকার উপাসকের উপদেশ মত জীবন যাপন করিতে মনস্থ করিল। কালী বাড়ীর উপাসককে গ্রামের সকলেই গুরুদেব বলিয়াই অভিহিত করিতেন, সুতরাং আমরাও তাঁহাকে গুরুদেব বলিয়া অভিহিত করিব। উদাসীন, গুরুদেবের প্রধান শিষ্য, তাঁহার নাম আমরা জানিনা। যাহা হৌক হরিপ্রিয়া ও উদাসীনের উপরোক্ত কথাবার্ত্তায় আপনারা বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, হরিপ্রিয়ার প্রাণের জ্বালা এখনো নির্ব্বাপিত হয় নাই। সেই জন্যই আজ আত্মহত্যা করিতে মনস্থ করিয়াছে।

উদাসীন যখন হরিপ্রিয়ার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন, তখন রাত্রি প্রায় বারটা। চারিদিকে গভীর অন্ধকার ও নিস্তব্ধতা বিরাজমান করিতেছে; শুধু এই ছোট ঘরটীতে একটী তৈলের প্রদীপ তাহার ক্ষীণ রশ্মি বীকিরণ করিয়া বাহিরের সূচীভেদ্য অন্ধকারের কিয়দ্দুর পর্য্যন্ত আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। হরিপ্রিয়া বাহিরের সেই আলোকের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া যখন দেখিল যে উদাসীনকে আর দেখা যাইতেছে না, তখন ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং এদিক ওদিক চাহিয়া, প্রতিমার হস্ত হইতে কৃপাণখানি খুলিয়া লইয়া প্রতিমার সম্মুখে আসিয়া উপবেশন করিল এবং কৃপাণখানি তাহার পার্শ্বে স্থাপন করিল। পরে যুক্তকরে প্রতিমার দিকে তাকাইয়া অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে বলিতে লাগিল,—

"মা—কি মৃত্যুকোলাহল, কি বুক ভাঙ্গা আর্ত্তনাদ এই বুকের মাঝে ধ্বনিত হচ্ছে, কি অসহনীয় যন্ত্রণার দারুণ আঘাতে এ হৃদয় চুর্ণ বিচুর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে, কি বেদনার তপ্ত উচ্ছাস চোখের কোন দিয়ে গলে বেরুচ্ছে কিছুই কি তুই তা'র বুঝতে পাচ্ছিস না। নির্ম্মম পাষাণ স্তূপের মত দাঁড়িয়ে আছিস। তবে তাই থাক মা। এতটুকু করুণা যখন তোর কাছ থেকে পাবার আশা নেই, তখন কেন আর মিছে তোর কাছে কেঁদে মরি। তবে মা—মনে রাখিস আজ বড় জ্বালা পেয়েই তোর অভাগী তনয়া তোর পাদপদ্মে জীবনাহুতি প্রদান ক'র্চ্ছে। দয়া ক'রে তোর চরণতলে একটু আশ্রয় দিয়ে অভাগীর ক্ষত পূর্ণবক্ষে শান্তি প্রলেপ প্রদান করিস। এই আমার শেষ প্রার্থনা।

এই বলিয়া কৃপাণখানি তুলিয়া লইল, প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে তাহা ঝলমল করিয়া উঠিল। কৃপাণখানি লইয়া পুনরায় বলিল,—

"না আর দেরী ক'র্ব্বো না, এখনি হয়ত' কেউ এসে প'ড়বে।"

এই বলিয়া নিজ বক্ষে আঘাত করিতে উদ্যত হইল এবং সেই সময়ে গুরুদেব প্রবেশ করিয়া বলিল,—

'মা এখনও ভূলের পথে চ'লেছিস।"

ইহা শ্রবণ করিবামাত্র হরিপ্রিয়ার হস্ত হইতে কৃপাণখানি পড়িয়া গেল, এবং চীৎকার করিয়া বলিল,—

গুরুদেব বড় জ্বালা—বড় জ্বালা—তাই—

আর বলিতে না পারিয়া মূর্চ্ছিত ভাবে সেই স্থানে পড়িয়া গেল। গুরুদেব ত্রস্তে গিয়া মুখে জল দিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সন্ন্যাসী প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, তখনও গুরুদেব তাহার শুশ্রূষা করিতেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

(ক্রমশঃ)

নারিকেল বাগান।

(শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য।)

আমাদের সন্তানকে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় শিক্ষিত করিলে ও ধর্ম্মনীতি শিখাইলে চলিবে না। সাবালক হইবার পূর্ব্বে তাহার একটা মূলধনের জোগাড় করিয়া দিতে হইবে। সন্তান সাবালক হইবার পূর্ব্বেই যদি ধর্ম্মনীতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া একটা মাসিক একশত টাকা আয়ের মূলধন পায়, তাহা হইলে বোধ হয় সে সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। আমার বিশ্বাস যে, মাত্র ৫ বিঘা নারিকেল বাগান হইতেই উক্ত আয় হইতে পারে।

নারিকেল বাগান।

পাঁচ বিঘা নারিকেল বাগান করিলে উহা হইতে বিশ বৎসর বাদে মাসে ১০০৲ আয় হইবে। ৮০ হাত লম্বা ও ৮০ হাত চওড়া জমিকে এক বিঘা জমি বলে। ১০ হাত অন্তর নারিকেল গাছ বসাইলে এক এক লাইনে ৯টা গাছ বসিবে। তাহা হইলে এক বিঘাতে ৯×৯=৮১টা নারিকেল গাছ বসিবে। ১২ বৎসর পরে ও ১৮ বৎসরের মধ্যে সকল গাছগুলিই ফলবান হইবে।

প্রত্যেক গাছে গড়ে আর ৫০টা করিয়া বৎসরে নারিকেল পাইবে ব্যাপারীরা শতকরা ৬৲ হিসাবে গাছতলা হইতে নারিকেল কিনিয়া লয়। তাহা হইলে ৫০টা নারিকেলের দাম ৩৲। একটা গাছ হইতে ৩৲ টাকা পাওয়া গেলে ৮১টা গাছ হইতে ৮১×৩=২৪৩৲ পাওয়া যাইবে।

আয়। এক বিঘায় ২৪৩৲ পাওয়া গেলে ৫ বিঘা হইতে ২৪৩×৫=১২১৫৲ টাকা পাওয়া যাইবে। জমিতে নারিকেল গাছের সঙ্গে সঙ্গে হলুদের চাষ চলিতে পারে। এক বিঘা হলুদ চাসে বৎসরে অন্ততঃ ১০ মণ শুক্‌না হলুদ পাওয়া যাইবে। (মৎ-লিখিত "হলুদ চাষ" দ্রষ্টব্য—শীঘ্রই কৃষকে বহির হইবে)। পাইকারী ৬৲ মণ হিসাবে এক বিঘা জমি হইলে বৎসরে ৬০ টাকা পাওয়া যাইবে। পাঁচ বিঘা হলুদ চাষে বৎসরে ৬০×৫=৩০০৲ টাকা।

এক বিঘার হলুদ সিদ্ধ শুক্‌নো করিতে ৩টা মজুর লাগিবে, ও৫৲ টাকার কাট পুড়িবে। ৩টা মজুরের খরচ ২।০, সুতরাং এক বিঘা জমির হলুদ সিদ্ধ শুক্‌নো করিবার খরচ ৭।০; ৫ বিঘা জমির হলুদ সিদ্ধ শুক্‌নো করিবার খরচ ৭।×৫=৩৬।; দশ বার বৎসর বাদে যখন নারিকেল গাছ তৈরী হইয়া উঠিবে, তখন নারিকেল পাতা ও গামড়া হলুদ সিদ্ধ করিবার জন্য ব্যবহৃত হইতে পারিবে। তখন কাঠের খরচ বাৎসরিক ২৫৲ বাঁচিয়া যাইবে। ৫ বিঘা হলুদ চাষের বাৎসরিক খরচের তালিকা:

৫ বিঘা জমিতে	বীজ খরচা (বিঘা প্রতি ১॥০ মণ হিঃ ১২৲)	৬০৲
” ” ”	বীজ বসাইবার খরচ	১১।০
” ” ”	দাড়া দিবার খরচ	১১।০
” ” ”	হলুদ তুলিবার খরচ	১৫৲
” ” ”	সিদ্ধ শুক্‌নো করিবার খরচ	৩৬।০
	মোট	১৩৩৸০

দ্বিতীয় বৎসর হইতে বীজ খরচা ৬০৲ লাগিবে না; বীজ হলুদ আলাদা রাখিয়া দিলেই চলিবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ৫ বিঘা জমি হইতে উৎপন্ন হলুদের মূল্য ৩০০ আর ৫ বিঘা হলুদ চাষের বাৎসরিক খরচ ১৩৩৸০ ও সেই পাঁচবিঘা নারিকেল বাগানের বাৎসরিক খরচ ৬০৲; একুনে মোট খরচ ১৯৩৸০; মোটামুটি বাৎসরিক খরচ ২০০৲ ধরিলেও হলুদ হইতে বৎসরে ১০০৲ টাকা আয় থাকিবে।

যদি নিষ্কর জমি না পাওয়া যায়, তবে বিঘা প্রতি ৩০৲ সেলামী দিয়া ৫ বিঘা জমি মৌরুসী লওয়া যাইতে পারে। বারাসাত প্রভৃতি স্থানে এরূপ মৌরুসী জমির খাজানা বিঘাপ্রতি ৭৲। সুতরাং ৫ বিঘা জমির বাৎসরিক খাজানা ৩৫৲। খাজানার টাকা উদ্ধৃত্ত মুনফা হইতে বাদ দিলেও বৎসরে ৬৫৲ লাভ থাকে। লোকসান কিছুতেই হয় না।

ভাবিবার:—সন্তান জন্মাইবার সঙ্গে সঙ্গে নারিকেল বাগান আরম্ভ করিলে ২১ বৎসর বাদে যখন সন্তান সাবালক হইবে, তখন নারিকেল বাগানও ফলন্ত হইয়া উঠিবে। তখন সেই নারিকেল বাগান হইতে কিঞ্চিদধিক মাসিক ১০০৲ টাকা আয় হইতে থাকিবে।

সন্তানকে প্রতিপালন করিতেছ, লেখা পড়া শেখাইতেছ; তাহাকে বি, এ, এম এ পাশ করাইলে; কিন্তু তাহার মূলধনের ব্যবস্থা কিছুই করিলে না। সে সংসারে কিসের উপর নির্ভর করিয়া দাঁড়াইবে? কিসে তার বুকে বল আসিবে? তার বুকে সাহস কে যোগাইবে? পয়সা রোজগারের বিভিন্ন পথের সন্ধান যে পাইয়াছে। সে

পথে দুচার বছর সাধনা না করিলে ত সে পয়সার মুখ দেখিতে পায় না। কি খাইয়া বা কি লইয়া সে, সে চেষ্টা করে? এই প্রশ্ন গুলি পিতা বা অভিভাবকের ভাবিবার বিষয় নয় কি? ছেলেকে দেড় হাজার টাকা খরচ করে ম্যাট্রিক পাশ করাতে পার; আড়াই হাজার টাকা খরচ করে তাকে গ্রাজুয়েট্ করতে পার, ছেলে কি সম্বল লইয়া সংসারের খেলা খেলিতে নামিবে সে ভাবনা ভাবিবে না? সন্তানের মঙ্গলের জন্য ৭০০৲ টাকা খরচ করে মাসিক ১০০৲ আয়ের একটা নারিকেল বাগান তৈরী করে দিতে কি তুমি নারাজ? অনেক পিতায় ইচ্ছা আছে, কিন্তু সন্ধান জানা নাই; পয়সা আছে, কিন্তু মতলব জানা নাই। সে সেই সকল পিতা বা অভিভাবকের জন্য এই প্রবন্ধ লেখা। প্রত্যেক সন্তানের নামে ৫ বিঘা নারিকেল বাগান করিয়া দাও—ছেলেমেয়ে নির্ব্বিচারে প্রত্যেকের জন্য ৫বিঘা নানিকেল বাগান করিয়া দাও। প্রত্যেক মেয়ের নামে ৫ বিঘা নারিকেল বাগান করিয়া রাখিলে বিবাহের সময় কেরো-সিনদগ্ধ স্নেহলতার সৃষ্টি হইবে না। নারিকেল গাছের পরমায়ু কম বেশী ১০০ বছর। কাজেই সন্তান যতদিন জীবিত থাকিবে, নারিকেল বাগানের আয় সে ততদিন ভোগ করিবে এরূপ জীবনব্যাপী পেন্‌সন্ আর কিছুতে পাইবার উপায় নাই। নারিকেল বাগান ফলবান হইলে, তখন হলুদ চাষ না করিলেও নিঃখরচায় আয় হইতে থাকিবে। ছেলে যদি পয়সা রোজগার করতে পারে, তখন বাগানের আয় সংসারে সচ্ছলতা আনিবে বহুত আচ্ছা; আর সে যদি কখনো রোজগারের অভাবে দুঃখে কষ্টে পড়ে, তখন নারিকেল বাগানের আয় তাহাকে পিতার ন্যায় বুকে তুলিয়া পালন করিবে। মেয়ে যদি সু-ঘরে সু-বরে পড়ে, বেশ কথা; তখন শ্বশুর বাড়ীতে নারিকেল বাগানের আয় তাহার মান,ইজ্জৎ ও সুখ সম্পদ বৃদ্ধি করিবে। আর যদি সে অকালে বিধবা হয়, বা দুঃখ কষ্টের সংসারে পড়ে, তখন নারিকেল বাগানের আয় তাহার নিকট স্বর্গের সুধা বলিয়া মনে হইবে। এইখানে পিতার দায়িত্ব; প্রত্যেক সুশিক্ষিত সন্তানের জন্য ৫ বিঘা নারিকেল বাগ ন করিয়া মূলধনের সংস্থান করিয়া তাহাদিগকে সংসারের পথে ছাড়িয়া দিলে পিতার কর্ত্তব্য পালন হইবে, তাঁহার দায়িত্ব শেষ হইবে।



গত ৫ই ডিসেম্বর তারিখে বিলাতের চায়ের বাজারের খরচ দেখিলে বুঝা যায় যে সোমবারের নিলামের দর কমিবার সম্ভাবনা ছিল কিন্তু ক্রমশঃ ইহার পূর্ব্বেকার নিলামের দরের মত সমান দর হইয়া দাঁড়াইল। দেখা যাইতেছে উৎকৃষ্ট চায়ের চিহদা বেশ চলিতেছে। আসামের মাঝারি ধরনের চায়েরও বেশ আদর দেখা যাইতেছে। এক শিলিং হইতে এক শিলিং তিন পেন্স দরের চায়ের বেশ বেচা কেনা চলিয়াছে ইহার উপরের দন এক সিলিং দশ পেন্স (প্রতি পাউণ্ড) পর্য্যন্ত দর পূর্ব্ব-কারের সমান একরূপ চাহিদা ছিল। উক্ত বাজার সোমবার হইয়াছিল। ইহার পরের বাজারে বুধবারে দর বেশ চড়িতে থাকে। ঐ দিন অতি সাধারণ চায়ের দর ও পাউণ্ড প্রতি অর্দ্ধ পেন্স বৃদ্ধি পায় ও মোটের উপর এক শিলিং কমে চা পাওয়া যায় নাই। ভাল ঘন রং যে সব চায়ের হয় উহা বেশ দরেই বিকাইয়াছে।

দক্ষিণ ভারতের চায়ের আদর এবার বেশ দেখা গিয়াছে। সিংহলের চায়েরও বেশ আদর আছে। এবার উৎকৃষ্ট চায়ের আমদানি কম দেখা গেল। যাহা কিছু সামান্য আসিয়াছিল উহা বেশ দরেই বিকাইয়াছে। মাঝামাঝি ধরনের চায়ের দরও অনেক স্থলে একপেন্সের উপরে দর উঠিয়াছে। এবৎসর বিলাত হইতে অপরাপর দেশের রপ্তানির সংবাদ ভাল চা সম্বন্ধেই বেশী আসিয়াছে। মোটের উপর বলিতেই হইবে বাজার বেশ ভাল যাইতেছে। বিগত অক্টোবর হইতে নভেম্বর পর্য্যন্ত ৩০ মিলিয়ন পাউণ্ড চা বিলেতের ষ্টকে (stock) বাড়িয়াছে।

লণ্ডনের চারের নীলাম (১২ই ডিসেম্বর) এই সপ্তাহে বাজারের অবস্থা বদলাইয়া গিয়াছে। এ সপ্তাহে সকল প্রকার চায়ের বেশ চাহিদা হইয়াছে।

এই নীলামের প্রারম্ভেই ৩৫০০০ হাজার বাণ্ডিল চা সব রকম মিলাইয়া বিক্রয় হইয়াছে। ৩।৪ পেন্সে হইতে এক পেন্স পর্য্যন্ত ভাল চায়ের ও এক পেন্স হইতে দেড় পেন্স পর্য্যন্ত মাঝারি চায়ের দর বাড়িয়াছে। পূর্ব্বেকারের ন্যায় এবারও ভাল রং যে সকল চায়ে হয় সে গুলির দর বেশ চড়া ছিল। দক্ষিণ ভারতের চায়ের দরও বেশ বাড়িয়াছে। ভাল সুগন্ধযুক্ত চায়ের দর এক পেন্স হইতে দেড় পেন্স পর্য্যন্ত বাড়িয়া চলিয়াছিল।

সিংহলের চায়েরও বেশ আদর দেখা গেল। ভাল চা ব্যতীত সচ রকম মাঝারি ও ভাঙা অরেঞ্জ (orange) পিকোর জন্য বাজারে বেশ সোর গোল পড়িয়াছিল। অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ হইতে বিলাতে রপ্তানির অর্ডারও বেশ চলিতেছে।

মন্তব্য ঃ—বিলাতের চায়ের খবর পড়িয়া বেশ মনে হইতেছে যে উৎকৃষ্ট চায়ের দর বেশ ভাল পাওয়া যায়। বাঙালী চা বাগানের মালিকগণ (দারজিলিং ব্যতীত) অন্যত্র ভাল রকমের চা যাহাতে জন্মে সে বিষয়ে তত মনোযোগ দেন না বলিয়া অনেকে দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে বোধ হয় ভাবিবার দিন আসিয়াছে; কেন না দক্ষিণ ভারতে ও সিংহলের চায়ের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে হইলে এবিষয়েও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আশাকরি ধীর চিত্তে এ বিষয়ে বাগানের মালিকগণ বিবেচনা করিবেন। যাহাতে জগতের হাটে বাঙালীর কৃষিজ এই ব্যবসাটি উত্তোরত্তর উন্নতি লাভ করে আশা করি দেশহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেই সে বিষয়ে মনোযোগী হইবেন।

বিবিধ বৈচিত্র।

অশ্চর্য্য ঘড়ি ঃ—জুরিশের পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটে একটি দেওয়াল ঘড়ি আছে, উহাতে কাহারও চাবি দেওয়ার আবশ্যক হয় না। বাহিরের উত্তাপ ডিগ্রি কম হইলে উহাতে দম দেওয়ার প্রয়োজন হয়। ঘড়ির মধ্যে এমন যন্ত্র আছে যে, তাহার সাহায্যে আপনা আপনিই চাবি দেওয়ার কাজ হইয়া যায়।

মোজার ব্যবহার ঃ—মিশরের একটী মোমির মধ্যে ছাগ চর্ম্ম নির্ম্মিত এক জোড়া ছোট মোজা পাওয়া গিয়াছে এই মোমিটী খৃষ্ট জন্মিবার ৭ হাজার বৎসর পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়াছিল। বহু প্রাচীন যুগেও যে মানুষ মোজা ব্যবহার করিত, তাহা ইহা দ্বারা প্রমান পাওয়া যায়।

ক্লোরাফর্ম্মের ব্যবহার ঃ—প্রায় ৮০ বৎসর পূর্ব্বে বিখ্যাত অস্ত্র চিকিৎসক স্যার জেমশ ইয়ং সিমশন বিলাতের এক রুটীওয়ালার পুত্রের অস্ত্রোপচারের জন্য সর্ব্বপ্রথম ক্লোরাফর্ম্ম ব্যবহার করিয়া কৃত কার্য্য হন। ইহার পূর্ব্বে আর কেহ ইহা ব্যবহার করে নাই।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

পৌষ মাস।

সব্জী বাগান।—বিলাতী শাক্ সব্জী বীজ বপন কার্য্য গত মাসেই শেষ হইয়া গিয়াছে। কোন কোন উদ্যানপালক এ মাসেও পারিসলি (parsley) বপন করিয়া সফলকাম হইয়াছেন কেবল বীজ বোনা কেন, কপি প্রভৃতি চারা নাড়িয়া ক্ষেত্রে বসান হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে তাহাদের গোড়ায় মাটি দেওয়া ও আবশ্যক মত জল দিবার জন্য মালিকের সতর্ক থাকিতে হইবে। সালগম, গাজড়, বীট, ওলকপি প্রভৃতি মূলজ ফসল যদি ঘন হইয়া থাকে কতকগুলি তুলিয়া ফেলিয়া ক্ষেত্র পাতলা করিয়া দিতে হইবে। আগে বসান জলদি জাতীয় কপির গোড়া খুঁড়িয়া দিতে হয়। গোড়ায় এই সময়-কিছু খৈল দিয়া একবার জল সেচন করিতে পারিলে কপি বড় হয়।

কৃষি-ক্ষেত্র। আলুগাছে মাটী দিয়া গোড়া আর একবার বাঁধিয়া দিতে হইবে। পাটনাই আলুর ফসল প্রায় তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে। এই সময় ফসল কোদালী দ্বারা উঠাইয়া না ফেলিয়া যতদিন গাছ বাঁচিয়া থাকে, ততদিন অপেক্ষা করা ভাল। ইতিমধ্যে নিড়ানি দ্বারা খুঁড়িয়া কতক পরিমাণ আলু খুলিয়া লওয়া যাইতে পারে। যে ঝাড় হইতে আলু তুলিবে তাহাতে মটরের মত আলুগুলি রাখিয়া বাকিগুলি তুলিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই আলুগুলি তুলিয়া পরে গোড়া বাঁধিয়া দিবে। ইহাতে গাছগুলি পুনরায় সতেজ বাড়িবে। আলুক্ষেত্রে এ মাসে দুই একবার আবশ্যক মত জল দেওয়া আবশ্যক। মটর, মসুর, মুগ প্রভৃতি ক্ষেত্রের বিশেষ কোন পাট নাই। টেপারি ক্ষেতেও জল দেওয়া এই সময় আবশ্যক। তরমুজ, খরমুজ, চৈতে বেগুন, চৈতে শসা, লাউ, কুমড়া ও উচ্ছে চাষের এই উপযুক্ত সময়।

টিউব ওয়েল বা নলকূপ

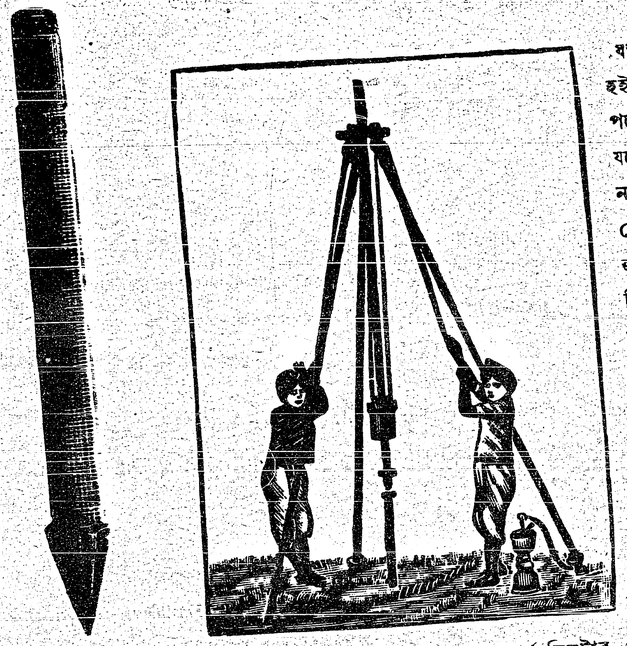

যত রকমের টিউব ওয়েল হইয়াছে তন্মধ্যে গৃহস্থের পক্ষে ১॥০ দেড় ইঞ্চি নলকূপ যথেষ্ট। আমাদের নির্ম্মিত নলকূপে প্রতি মিনিটে ৮ গেলন বা প্রায় এক মন জল পাওয়া যায়। পার্শ্বের চিত্রে ঠুকে বসান টিউব ওয়েল দেখিতেছেন উহা সর্ব্বথা পরিত্যক্ত উহাতে ৫০।৬০ ফুট বসান যায় এবং ঐরূপ স্বল্প গভীর কূপের জল প্রায়ই শুকাইয়া যায়।

এক্ষণে শ্লাজার ও কেসিং প্রণালীরদ্বারা আমরা ৬০০ ৭০০ ফুট পর্য্যন্ত পাইপ নামাইতেছে এবং ওয়াল ওয়ার্থ ফিলটার, ডেমিংস্ পাম্প ও এস, এল পাইপ দিতেছি।

আমাদের নির্ম্মিত নলকূপে জল শুকাইবে না। শুকাইলে বিনা খরচে বসাইয়া দিব।

মূল্য সস্তার চূড়ান্ত



রেল ভাড়া ও গোগাড়ী ভাড়া ছাড়া আমাদের ১০০ ফুট পর্য্যন্ত দর প্রতি ফুট ২॥০ হিঃ তদূর্দ্ধ প্রতি ফুট ॥০ হিঃ অতিরিক্ত কেসিং দিয়া বসাইলে দর প্রতি ফুট ৩৲ হিঃ ১০০ ফুট পর্য্যন্ত তদূর্দ্ধ ॥০ হিঃ অতিরিক্ত। যিনি যে ভাবে বসাইতে চান সেই ভাবেই বসান হইবে। এ ছাড়া আমরা আমাদের কেমিক্যাল লেবরেটারীতে জল রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া দিই। দরিদ্র গ্রামবাসীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

এস্, পি দে এণ্ড সন্স, ৮৪এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কৃষক।

কৃষি শিল্প ও বিজ্ঞান এবং বাণিজ্য বিষয়ক একমাত্র মাসিক পত্রিকা।

নিয়মাবলী।

১। কৃষকের অগ্রিম দেয় বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা তিন আনা, ভিঃ পিঃ তে ৩।৵০ তিন টাকা পাঁচ আনা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।৵০ পাঁচ আনা। বিনা মূল্যে নমুনা দেওয়া হয় না। বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত বৎসর গণনা করা হয়।

২। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে পূর্ব্ব মাসের মধ্যে পত্রদ্বারা কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে, নতুবা ঠিকানার গোলমালে পত্র না পাইলে আমরা দায়ী হইব না। অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য পরবর্ত্তী মাসের মধ্যে ডাকঘরে সন্ধান লইয়া কার্য্যাধ্যক্ষকে পত্র দ্বারা জানাইবেন, তাহার পর আমরা আর অপ্রাপ্তির জন্য দায়িত্ব লইব না।

৩। উত্তর পাইবার জন্য ডাক টিকিট সহ পত্র লিখিবেন নতুবা সকল পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব নহে। গ্রাহকগণের গ্রাহকসংখ্যা উল্লেখ থাকা আবশ্যক, গ্রাহকসংখ্যা প্রতি মোড়কে গ্রাহকগণের নামের উপর লিখিত থাকে।

প্রবন্ধাদি।

৪। স্থানীয় অভিজ্ঞতা এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তিপূর্ণ কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সুলিখিত প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে। প্রবন্ধ সকল লেখকের নাম ও ঠিকানা সহ কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত দেওয়া হয় না, ফেরত পাইতে হইলে ডাক খরচা পাঠাইতে হয়। সুলিখিত মৌলিক গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধের জন্য লেখককে পুরস্কার দেওয়া হইবে।

বিজ্ঞাপন।

৫। অশ্লীল বিজ্ঞাপন কৃষকে প্রকাশিত হয় না। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তন অথবা বন্ধ করিতে হইলে পূর্ব্ব মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে জানাইতে হয়। ব্লক ভাঙ্গিয়া যাওয়ার জন্য আমরা দায়ী নহি এবং বিজ্ঞাপন বন্ধ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ব্লক ফেরৎ না লইলে, হারাইয়া যাওয়ার জন্যও আমরা দায়িত্ব লইব না। বিজ্ঞাপনদাতা বিনা মূল্যে পত্রিকা পাইবেন।

৬। মাসিক বিজ্ঞাপনের মূল্যের হার :—

পূর্ণ এক পৃষ্ঠা বা দুই কলম—১৬৲	অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম ১০৲
সিকি পৃষ্ঠা ১ অর্দ্ধ কলম—৬৲	অষ্টমাংশ পৃষ্ঠা বা ১ সিকি কলম—৪

পত্র লিখিবার সময় 'কৃষকে'র নামোল্লেখ করিবেন।

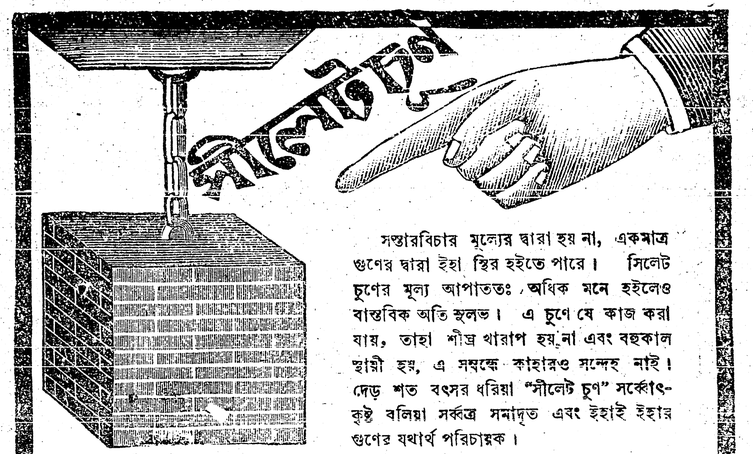

সস্তারবিচার মূল্যের দ্বারা হয় না, একমাত্র গুণের দ্বারা ইহা স্থির হইতে পারে। সিলেট চূণের মূল্য আপাততঃ অধিক মনে হইলেও বাস্তবিক অতি সুলভ। এ চূণে যে কাজ করা যায়, তাহা শীঘ্র খারাপ হয় না এবং বহুকাল স্থায়ী হয়, এ সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই। দেড় শত বৎসর ধরিয়া "সীলেট চূণ" সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত এবং ইহাই ইহার গুণের যথার্থ পরিচায়ক।

সীলেট লাইম কোং লিমিটেড

ম্যানেজিং এজেণ্টস্—মেসার্স কিলবরণ এণ্ড কোং

২৫ নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

টাটকা

বীজ! বীজ বীজ!!!

সকল রকম দেশী ও বিলাতি সব্জী ও ফুলের বীজ আমদানী হইয়াছে।

সত্বর হউন! সত্বর হউন!!

বিলম্বে হতাশ হইবার সম্ভাবনা।

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আসল

কলেরা চাষা কলেরা।

বিলম্ব করিবেন না!

প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা একেবারেই নাই।

আসুন! আসুন!! আসুন!!!

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড্।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



কবিরাজ—নগেন্দ্র নাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ।

১৮১, ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড

কলিকাতা।

REGISTERED NO. C 192

২৯শ বর্ষ] ১৩৩৫ সাল [পৌষ, মাঘ

কৃষি, শিল্প ও বিজ্ঞান এবং বাণিজ্য বিষয়ক একমাত্র

মাসিক পত্র।



কৃষক

OR

THE AGRICULTURIST

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেডের মুখপত্র।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সম্পাদক—শ্রীযামিনীরঞ্জন মজুমদার।

বার্ষিক মূল্য ৩৶০



আখ মাড়াই কল।

(বলদ চালিত)

তিন রোলার যুক্ত।

আখ মাড়াই কল।

ইহাতে দুইটী সমান মাপের রোলার আছে। ৮ লম্বা × ৭ ব্যাস। আর একটী ছোট রোলার আছে ৬ × ৫, ইহার দ্বারা আখগুলি চিরিয়া ফেলা হয়; ফ্রেমটি শাল কাঠের, এবং উপরের ও নীচের বুশগুলি ঢালাই লৌহে প্রস্তুত। সম্পূর্ণ ওজন প্রায় ৭॥০ মণ।

আলাদা রোলার সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে।

'হাত' আখ মাড়াই কল

ইহাতে দুইটী ৮ × ৭ মাপেরও একটী ৬ × ৫ মাপের রোলার আছে। দাঁতগুলি মজবুত ও সম্পূর্ণ ঢালাই এবং ইচ্ছামত বদলান যায়। তৈলাধারগুলি এরূপভাবে প্রস্তুত যে রসের সহিত তৈল মিশিয়া যায় না।

সকল অংশই সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে।

আজই পত্র লিখিয়া অনুসন্ধান করুন।

Sales Department
HOWRAH.

BURN & Co. Ltd.

Howrah Iron Works
HOWRAH.

পাট—

ধঞ্চে — শন

বীজ—

যাবতীয় পাটের বীজ আমাদের নিকট সুলভ মূল্যে পাইবেন।

শন ও ধঞ্চে বীজও যথেষ্ট আমদানি হইয়াছে। শীঘ্র পত্র লিখুন।

দিনে দিনে দাম উঠিতেছে।

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড্।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এস পি দে এণ্ড সন্স।

৮৪এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চা বাগানের ও অপরাপর চাষের জন্য যাবতীয় যন্ত্রাদি এবং লোহার কড়ি বরগা কাঁটাতার করকেট

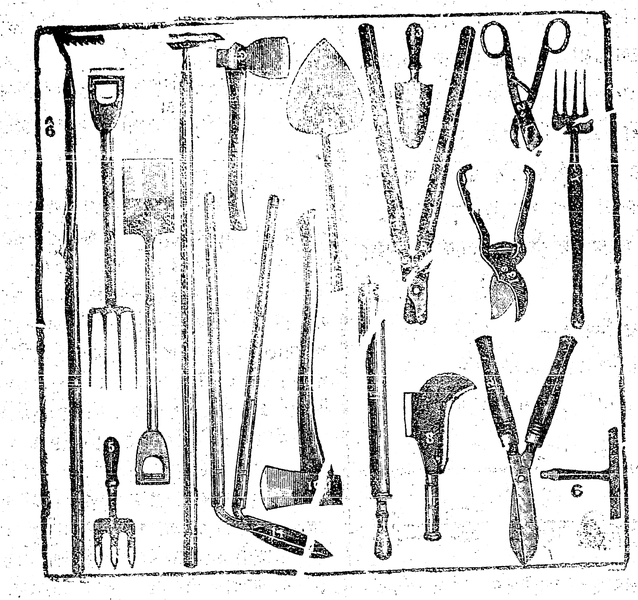

টিন এবং বলটু ইত্যাদি অতীব সস্তা দরে পাওয়া যায়।

আমরা পত্র পাইবামাত্র মাল সরবরাহ করি।

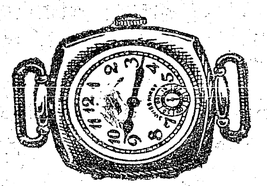

চশমা।

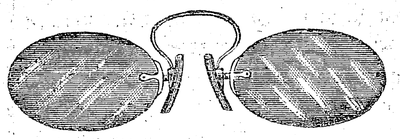

চশমা।

আমরা সকল রকম চশমা সুলভ মূল্যে সরবরাহ করিয়া থাকি। যাবতীয় ফ্রেম আমাদের দোকানে পাইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ঘড়ি।

ঘড়ি।

সস্তায় যদি ঘড়ি ক্রয় করিতে চান একবার আমাদের দোকানে পরীক্ষা করুন। দাম সস্তা। মজবুত ও সুন্দর সময়-রক্ষক। প্রতারিত হইবার কোন আশঙ্কা নাই।

নিপন এণ্ড কোং

৪১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

WHO IS WHO

In war against malaria

কেন্দ্রীয় ম্যালেরিয়া নিবারণী সমবায় সমিতি হইতে প্রকাশিত ম্যালেরিয়ার সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য পূর্ণ পুস্তক। ম্যালেরিয়ার ইতিহাসের প্রথম হইতে যে সকল মনস্বী এই বিষয়ের নূতন নূতন আবিষ্কার করিয়া ইহার দমন করিবার উপায় বাহির করিয়াছেন তাঁহাদের ফটো এবং ম্যালেরিয়া বীজাণুর সুন্দর ত্রিবর্ণ ছবি এই সঙ্গে দেওয়া হইবে। মূল্য আট আনা।

প্রাপ্তি স্থান ঃ—

কেন্দ্রীয় ম্যালেরিয়া নিবারণী সমবায় সমিতি।

১।২ প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রাচীন পবিত্র তীর্থ।

গঙ্গার পশ্চিমতীরে অবস্থিত কালীগড় গ্রামে ৺শ্রীশ্রী-সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দির। ইহা একটী বহু পুরাতন সিদ্ধপিঠ এবং বলয়োপপীঠ নামে জনশ্রুতি আছে। এখানে পঞ্চমুণ্ডি আসন আছে। দেবতা সিদ্ধেশ্বরী, মহাকাল ভৈরব। ই, আই আর হুগলী কাটোয়া লাইনের জীরাট ষ্টেসনের অর্দ্ধমাইল পূর্ব্বে মন্দির।

সেবাইত

শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়।

সাং কালীগড়, পোঃ বলাগড়, জেলা হুগলী।

যামিনীবাবুর কৃষি পুস্তকাবলী।

বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর কৃষি বিশেষজ্ঞ ও কৃষকের সম্পাদক ডক্টর শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের নম্নলিখিত পুস্তকাবলী "কৃষক" আফিসে পাওয়া যায়।

তুলার চাষ ,,	৵০
ইক্ষু চাষ	।০
সরল কৃষি কথা	।০
পান চাষ	৵০
মৎস্য বিজ্ঞান	।০
বেনেতি বাগ	৵০
ফসলের খাদ্য	।০

"উসব"

হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ মাসিক পত্রিকা মূল্য ৩৲

১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ

সম্পাদক প্রণীত—ধর্ম্ম-গ্রন্থাবলী ঃ—

১। শ্রীশ্রীগীতা—২য় সস্করণ মূল সস্কৃত ভাষ্য, বঙ্গানুবাদ প্রতি শ্লোকের জ্ঞাতব্য প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিত। ৩ খণ্ডে সমাপ্ত। তিন খণ্ডই বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে প্রত্যেকখণ্ড বাঁধাই ৪॥০ ভদালোচিত শ্রীগীতা সম্বন্ধে অনেক সুধীজন ভাল অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন, সকলের অভিমত প্রকাশের স্থান নাই। পণ্ডিত প্রবর শ্রীশ্যামচরণ কবিরত্ন বলিতেছেন—"গ্রন্থকার গীতার প্রকৃত তাৎপর্য্য স্বয়ং বুঝিয়াছেন অপরকে বুঝাইতেও সমর্থ হইয়াছেন। তিনি উহাতে যে ভাষ্য বা টীকা দিয়াছেন, তাহাতে সকল টীকার ও ভাষ্যের সার সঙ্কলিত হইয়াছে, তাঁহার অনুবাদও প্রাঞ্জল ও যথাযথ হইয়াছে, তাহার পর প্রশ্নোত্তর স্থলে যে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অতীব হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছে যাঁহারা গীতার প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণ করিতে চাহেন, গীতার সারবত্তা বুঝিতে চাহেন, গীতায় সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় দেখিতে চাহেন তাঁহাদের নিকট রামদয়াল বাবুর গীতাই আদর পাইবে, ইহাই তাঁহাদের স্বাধ্যায়রূপে পরিগণিত হইবে, ইহাই তাঁহাদের কণ্ঠহার হইবে, একথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।"

২। ভদ্রা—২য় সংস্করণ আদর্শনারীচরিত্র ও তপরায়ণ-ব্রত সাধন-তত্ত্ব উপন্যাস। মূল্য আবাঁধা ১।০ বাঁধাই ১৸০।

৩। কৈকেয়ী—২য় সংস্করণ রামায়ণ হইতে প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। মূল্য ॥

৪। ভারতসমর—বা গীতা পূর্ব্বাধ্যায় (১ম ও ২য় খণ্ড) ২য় সংস্করণ মহাভারতের চরিত্র উল্লেখ করিয়া লিখিত বাঁধাই ২॥০

৫। সাবিত্রী ও উপাসনা-তত্ত্ব—

৬। গীতা-পরিচয়—২য় সংস্করণ শ্রীগীত বুঝিতে হইলে ইহাও আবশ্যক। মূল্য ১।০

৭। বিচারচন্দ্রোদয়—২য় সংস্করণ তত্ত্বান্বেষ সাধকের নিত্য সহচর এবং নিত্য সাধ্যায়োপযোগী একমাত্র গ্রন্থ ভগবৎধ্যান ও স্তোত্র মালা সমন্বিত।

মূল্য—কাগজে বাঁধাই ২॥০; কাপড়ে বাঁধাই ৩৲।

৯। মনোনিবৃত্তি। নিত্য সঙ্গী বাঁধাই ১॥০। ১০। শ্রীশ্রীনামরামায়ণ আবাঁধা ।০

ফসফাটোল।

রক্ত পরিষ্কারক শক্তি ও মেধা বর্দ্ধক

নার্ভাফুড্।

মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র

দেহের সার পদার্থ শোণিতকে পরিষ্কার করিয়া সতেজে প্রবাহিত করিতে কর্ম্মশ্রান্ত, ব্যাধিক্লান্ত নিস্তেজ পেশী সমূহকে সবল কার্য্যক্ষম করিতে ও স্নায়ু মণ্ডলীকে দৃঢ় সতেজ করিতে এই ঔষধ অদ্বিতীয়।

দীর্ঘকাল রোগ ভোগ, কষ্ট ভোগ, অতিরিক্ত পরিশ্রম ও মানসিক দুশ্চিন্তার ফলে শরীর ও মন যখন ক্লান্ত হইয়া পড়ে, কার্য্যে উৎসাহ থাকে না, জীবনটা দুর্ব্বহ বলিয়া মনে হয়, তখন একমাত্র ফস্‌ফাটোলই প্রকৃত বন্ধুর কাজ করিতে সমর্থ। ফস্‌ফাটোল দুর্ব্বলকে সবল করে, স্বাস্থ্যহীনের স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনে; বাল বৃদ্ধ যুবা প্রত্যেকের মস্তিষ্কের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিসমূহকে সতেজ করিয়া চিন্তাশক্তি ও ধারণাশক্তিকে পরিবর্দ্ধিত করে।

টেক্নো-কেমিকেল লেবোরেটরী এণ্ড ওয়ার্কস, লিমিটেড।

কোন্নগর, ই, আই, আর, কলিকাতার আফিস ১১নং ক্লাইভ রো।

আপনার প্রয়োজনীয়

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও দ্রব্যাদি।

নিম্নস্থান হইতে ক্রয় করিলে, প্রতারিত হইবার আশঙ্কা থাকিবে না। ড্রাম /৫ ও /১০ পয়সা। একত্রে ৫৲ টাকার ঔষধে শতকরা ১০ টাকা কমিশন দেওয়া হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হোমিও ট্রাভলিং বক্স।

ইহাতে ৬০টী ঔষধ ও সুগার অব মিল্ক, গ্লোবিউল এবং পুস্তক ও কাগজ পত্র রাখিবার স্থান আছে। ডাক্তারদের অতি আবশ্যকীয় জিনিষ। এবং দেখিতেও সুন্দর মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা। ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

দি ডায়মণ্ড হোমিও সাপ্লাশ্রম

২নং শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট (নেবুতলা—ঈশ্বর ভবন)

বহুবাজার কলিকাতা।

ঔষধ বিক্রয়ের লভ্যাংশ আশ্রম সংলগ্ন "ঈশ্বর ঘোষ চারিটেবল ডিস্পেন্সারীতে" ব্যয়িত হইবে।

পল্লীমঙ্গল সমিতির মাসিকপত্র

গৃহস্থ-মঙ্গল।

সম্পাদক—শ্রীঅশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়।

অফিস—৬৯ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট।

মূল্য বার্ষিক ৩॥০ প্রতি সংখ্যা ।/০ আনা।

বর্ত্তমান ১৩৩৫ সালে, দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হইল। গৃহস্থের উপযোগী করিয়া প্রতি মাসেই ইহা নিয়মিত বাহির হইতেছে। ইহাতে টোটকা চিকিৎসা, হোমিওপ্যাথি, এলোপাথি, কবিরাজী, কৃষি, বাণিজ্য বিষয়ক ইত্যাদি যাবতীয় প্রবন্ধাদি সুচিন্তিত লেখকগণ কর্ত্তৃক লিখিত হইতেছে। ইহার প্রত্যেক পত্রই বহুমূল্য উপদেশে পূর্ণ থাকে। অদ্যই গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন এবং উপকৃত হউন

প্রবোধচন্দ্র দের কৃষি পুস্তকাবলী।

Potato Culture	॥০
কৃষিক্ষেত্র	১॥০
সব্জীবাগ	১॥০
ফলকর	১৲
মালঞ্চ	১॥০
আয়ুর্ব্বেদীয় চা	।০
মৃত্তিকা তত্ত্ব	১॥০
গোলাপ বাড়ী	১৲
কার্পাস কথা	॥০
ভূমি কর্ষণ	।৵০
উদ্ভিদ খাদ্য	॥০
উদ্ভিদ জীবন	॥০
সাহিত্য, বিজ্ঞান, কৃষি	।০
প্রাকৃতির সামঞ্জস্যে উদ্ভিদের স্থান	।০
ভারতীয় অর্থশাস্ত্র	।০

জমি, বাটী, ক্রয়, বিক্রয়, ভাড়া ও বন্ধক এবং বিবাহকার্য্য।

আমরা সহর ও মফঃস্বলের জমী, বাটী, বাগান ক্রয়, বিক্রয়; ভাড়া ও বন্ধকের কার্য্য অতি সুবিধাদরে ও সততার সহিত সম্পন্ন করিয়া থাকি। ইহা ছাড়া সহর ও মফঃস্বলের সকল শ্রেণীর পাত্র ও পাত্রীর বিবাহ সম্বন্ধ করিয়া দি। এক আনা ষ্ট্যাম্পসহ শীঘ্র আবেদন করুন।

ম্যানেজার—এ, সি, বিশ্বাস।

১২ নং দাস লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

এক আনার ডাক টিকিট

সুরমার সৌভাগ্য!

নহিলে, এত তৈল থাকিতে শুধু সুরমারই এত নাম ডাক, এত আদর কেন? সকলের মুখেই শুনিতে পাই,—"সুরমা বড় সুন্দর টল্ টলে, ব্যবহারে কখনও চুল চটচটে হয় না, অথচ ইহা নারিকেল তৈলে বা "মিনাল" তৈলে প্রস্তুত নহে। বিশুদ্ধ কৃষ্ণ তিল তৈল ইহার মূল উপাদান। সুরমার সুবাস মধুর, স্নিগ্ধ এবং বহুক্ষণ স্থায়ী। তাজা ফুলের মত এমন টাটকা সৌরভ আর কোন তৈলে নাই। সুরমার গুণও অনেক। ইহা চুলের উপকারী, মাথার উপকারী, স্বাস্থ্যেরও বিশেষ হিতকর। সুরমা মাখিলে সত্য সত্যই চুলের শোভা বাড়ে। মাথার খুস্কি, মরামাস, টাক, চুলপড়া ও অসময়ে পাকা প্রভৃতি দোষ অতি শীঘ্র নিবারিত হয়। মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে সুরমাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এত ভাল তৈলের দামও আশ্চর্য্য সস্তা। ৸০ আনা দামের একটী শিশিতে অন্যান্য তৈলের দ্বিগুণ তৈল থাকে। ডাকে লইতে ৷৶০ আনা মাশুল লাগে দশের কথায় যদি আপনার বিশ্বাস না হয়, তবে ৵০ আনার টিকিট পাঠাইয়া সুরমার নমুনা পরীক্ষা করুন। সেই সঙ্গে একখানি নূতন পঞ্জিকাও বিনামূল্যে পাইবেন।

বড় এক শিশির মূল্য	৸০ বার আনা মাত্র।
মাশুলাদি খরচ	॥/০ নয় আনা।
একত্র তিন শিশির মূল্য	২৲ দুই টাকা।
ডাকমাশুলাদি	১॥/০ এক টাকা নয় আনা



পাঠাইয়া, "সুরমার" নমুনা পরীক্ষা করিবেন।

বড় এক শিশির মূল্য	৸০ বার আনা মাত্র।
মাশুলাদি খরচ	॥৶০ এগার আনা।
একত্র তিন শিশি মূল্য	২৲ দুই টাকা।
ডাকমাশুনাদি	১।/০ এক টাকা পাঁচ আনা।

অশোকাসব!

অশোকগাছ স্ত্রীরোগ নিবারণের প্রধান ও প্রসিদ্ধ ঔষধ সেই অশোক ছাল, ওলটকম্বল প্রভৃতি কতিপয় বাছা বাছা স্ত্রীরোগ নাশক ঔষধ দ্বারা এই অশোকাসব প্রস্তুত হইয়াছে। ঋতুকালে অল্প বা অধিক রজঃস্রাব, তলপেটে ও কোমরে বেদনা, শিরঃপীড়া, সর্ব্বদা শ্বেত, পীত বা রক্তবর্ণের অল্প অল্প স্রাব এবং রজোরোধ ও মৃতবৎসা প্রভৃতি দারুণ স্ত্রীরোগসমূহ এই ঔষধ দ্বারা শীঘ্র নিবারিত হয়। এই ঔষধের প্রধান সুবিধা এই যে, কোন অবস্থাতেই ইহা সেবনের জন্য চিকিৎসকদের পরামর্শ প্রয়োজন হয় না। স্ত্রীলোকেরা নিজে নিজেই পূর্ব্বোক্ত রোগ সমূহের জন্য এই ঔষধ নির্চ্চাচন করিয়া নির্ভয়ে সেবন করিতে পারেন। গর্ভাবস্থাতেও ইহা সেবন করিতে কোন ভয়ের কারণ নাই।

এক শিশি ঔষধের মূল্য	১॥০ দেড় টাকা।
ডাকমাশুলাদি	॥/০ নয় আনা।

লোম সংহার

আমাদের এই লোমসংহার চূর্ণ এমন কয়েকটী বিশেষ উপাদানে প্রস্তুত হইয়াছে যে ইহাতে কেশের অনিষ্টকর কোনপ্রকার পদার্থ নাই। লোমযুক্ত স্থানসমূহে ধীরে ধীরে লাগাইয়া দিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে কেশমূল শিথিল হইয়া সেই স্থান পরিষ্কার হইয়া যায়। গাল প্রভৃতি কোমল স্থানে ইহা নির্ব্বিঘ্নে ব্যবহার করা যাইতে পারে। বাজারের বাজে চূর্ণাদি দ্বারা সময়ে সময়ে শরীরের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, আমাদের "লোমসংহার" চূর্ণ ব্যবহারে সেরূপ কোন ভয়ের কারণ নাই।

প্রতি শিশি মূল্য	॥০ আট আনা।
মাশুলাদি খরচ	৶০ তিন আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, বাসব অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভী এবং সকল প্রকার জাতির ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভ দরে বিক্রয় করিতেছি।

এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ

রোগীগণ স্ব স্ব রোগ বিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্ন সহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থাও পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধআনার ডাক টিকিট পাঠাইবেন।

শ্রীশক্তিপদ সেনগুপ্ত কবিরাজ
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়
১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, টেরিটী বাজার কলিকাতা

টিউব ওয়েল বা নলকূপ

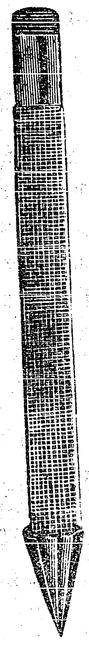

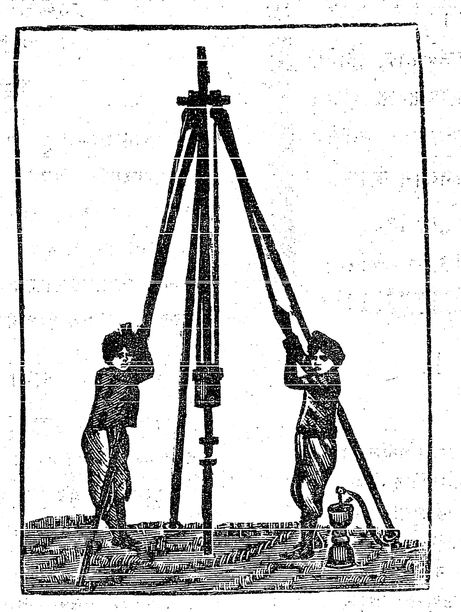

যত রকমের টিউব ওয়েল হইয়াছে তন্মধ্যে গৃহস্থের পক্ষে ১॥দেড় ইঞ্চি নলকূপ যথেষ্ট। আমাদের নির্ম্মিত নলকূপে প্রতি মিনিটে ৮ গেলন বা প্রায় এক মন জল পাওয়া যায়। পার্শ্বের চিত্রে ঠুকে বসান টিউব ওয়েল দেখিতেছেন উহা সর্ব্বথা পরিত্যক্ত উহাতে ৫০।৬০ ফুট বসান যায় এবং ঐরূপ স্বল্প গভীর কূপের জল প্রায়ই শুকাইয়া যায়।

এক্ষণে শ্লাজার ও কেসিং প্রণালীদ্বারা আমরা ৬০০ ৭০০ ফুট পর্য্যন্ত পাইপ নামাইতেছে এবং ওয়াল ওয়ার্থ ফিলটার, ডেমিংস পাম্প ও এস, এল পাইপ দিতেছি।

আমাদের নির্ম্মিত নলকূপে জল শুকাইবে না। শুকাইলে বিনা খরচে বসাইয়া দিব।

মূল্য সম্ভার চূড়ান্ত

রেল ভাড়া ও গোগাড়ী ভাড়া ছাড়া আমাদের ১০০ ফুট পর্য্যন্ত দর প্রতি ফুট ২॥০ হিঃ তদূর্দ্ধ প্রতি ফুট ॥০ হিঃ অতিরিক্ত কেসিং দিয়া বসাইলে দর প্রতি ফুট ৩৲ হিঃ ১০০ ফুট পর্য্যন্ত তদূর্দ্ধ ॥০ হিঃ অতিরিক্ত। যিনি যে ভাবে বসাইতে চান সেই ভাবেই বসান হইবে। এ ছাড়া আমরা আমাদের কেমিক্যাল লেবরেটারীতে জল রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া দিই। দরিদ্র গ্রামবাসীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে।



এস, পি দে এণ্ড সন্স, ৮৪এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মাণ্টন এণ্ড কোং।

১৩ ওল্ডকোর্ট হাউস্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

জমিদার ও শিকারীগণের

সুপরিচিত।

বন্দুক, রাইফেল, রিভলভার, টোটা, বারুদ ছররা প্রভৃতি ক্রয় করিবার পূর্ব্বে একবার বিখ্যাত বন্দুক বিক্রেতা ম্যাণ্টন এণ্ড কোংর অফিসে অনুসন্ধান করুন।

ম্যাণ্টন এণ্ড কোং

১৩নং ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পানের সার।

Betel-tone

আজ পাঁচ বৎসর হইল একরূপ সর্ব্বনাশী পোকা পান নির্ম্মূল করিয়া বারুজীবি বৈশ্য জাতির সর্ব্বনাশ করিতেছে। তাহারা পান লতা নাটী ইত্যাদি বঙ্গীয় কৃষি বিভাগে পাঠাইয়া কোন ফল না পাইয়া, বঙ্গীয় হিত-সাধন মণ্ডলীর কৃষি বিষেষজ্ঞ ডক্টর শ্রীযুত যামিনী রঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের নিকট উপনীত হইলে তিনি উক্ত কীটের জীবাণু লতা, পান, মৃত্তিকা বিশ্লেষণ করিয়া তাহার নিদান স্বরূপ এক অদ্ভুত ঔসধ বা সার আবিষ্কার করিয়া সমাজের বিশেষ উপকার সাধন করিবেন। উক্ত সারের নামে Betel tone (বীট্‌ল টোন) ব্যবহার বিধি সারের সহিত দেওয়া হয়। এক বিঘা জমীতে পান তয়ার করিতে ২০৲ মূল্যের সারের প্রয়োজন। ইহাতে পান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, পোকা ধরে না, বড় দীর্ঘ স্থায়ী হয়। বাঙ্গলার বারুজীবি যুবকদের আর নিরর্থক ত্রিষা প্রতি ৪০ মণ সরিষার খইল ব্যবহার করিতে হইবে না।

পাইবার ঠিকানা—

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড

১৬২নং বহুবাজার কলিকাতা।

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

কলিকাতা প্রধান আপিস।

৩নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড

স্থানীয় শাখাসমূহ।

বড়বাজার শাখা—১৯৫ নং হ্যারিসন রোড

ক্লাইভ ষ্ট্রীট শাখা—৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট

পার্ক ষ্ট্রীট শাখা—৪৮ নং পার্ক ষ্ট্রীট।

সেভিংস ব্যাঙ্ক

ডিপজিট বা জমা।

১লা জানুয়ারী হইতে ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে এক বৎসরে মোটের মাথায় ৫০০০৲ পর্য্যন্ত জমা দেওয়া যাইতে পারে। দুই বা ততোধিক লোকের নামেও একাউণ্ট খোলা যায় এবং জমা টাকা একজন বা ততোধিক জনকে কিম্বা তাঁহাদের মধ্যে জীবিত একজন বা ততোধিক জনকে দিবার ব্যস্থাও করা যায়।

টাকা তুলিয়া লওয়া।

যে কোন সময়ে টাকা তুলিয়া লইতে পারা যায়। তবে সপ্তাহে একবারের বেশী টাকা তোলা যায় না।

যে সহরে একাউণ্ট থাকে সেই সহরে বাস না করিলে ডাকযোগে টাকা জমা দেওয়া অথবা টাকা তুলিয়া লওয়া যায়। বিনা খরচে ব্যাঙ্কের অন্য কোন আফিসে একাউণ্ট বহন করিয়া লওয়া যায়।

স্পেশাল ডিপজিট একাউণ্ট।

যখন জমা টাকা ১০০০০৲ দশ হাজারে গিয়া পৌছায় জমাকারী সেই সময়ে সমস্ত টাকা অথবা দুই হাজার, চারি হাজার, ছয় হাজার অথবা আট হাজার টাকা স্পেশ্যাল সেভিংস্ ব্যাঙ্কে ডিপজিট একাউণ্টে রাখিতে পারেন তবে এই টাকা তুলিতে গেলে তিন মাস পূর্ব্বে জানাইতে হয়।

সুদ।

সাধারণ সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্টে মাসিক জমা টাকার উপর, যাহা ১০ হাজারের অধিক হইবে না, বার্ষিক শতকরা চার টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। স্পেশ্যাল সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্টে দৈনিক জমা টাকার উপর বার্ষিক শতকরা চারি টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হইয়া থাকে।

ব্যাঙ্ক ক্বে রিলে নিয়মাবলী যায়।

ডাক্তার জে, এল বিশ্বাসের

ব্যথা শান্তি তৈল।

সামান্য ব্যথা হইতে বাত পর্য্যন্ত নিরাময় করিতে ইহাই উৎকৃষ্ট তৈল। বহু পরীক্ষিত। মূল্য ১ শিশি।০ তিন শিশি ৷৷৵০, ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—**ডায়মণ্ড হোমিও সাধনাশ্রম।**

২ নং শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট।

(নেবুতলা ঈশ্বর ভবন) কলিকাতা।

সচিত্র বাঙ্গালা মাসিক পত্র

"স্বভাবের পথে"

৺রাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বি, এল্ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত এবং শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত স্বভাব-চিকিৎসা অর্থাৎ মাটী, জল, উত্তাপ, হওয়া ও শূন্যের সাহায্যে যাবতীয় রোগের চিকিৎসা বিষয়ক প্রবন্ধ, রোগীর বিবরণ, রোগী বিশেষের ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় প্রশ্নোত্তর, লুইকুনে, ম্যাক্‌ফ্যাডেন, প্রভৃতি বিখ্যাত স্বভাব চিকিৎসকগণের লিখিত মূল্যবান পুস্তকের বাঙ্গালা অনুবাদ ইত্যাদি গত বৈশাখ ১৩৩৪ হইতে প্রকাশিত হইতেছে। সডাক বার্ষিক মূল্য ২।০, প্রতি সংখ্যার মূল্য ৶০ আনা।

গ্রাহক হইবার জন্য আজই পত্র লিখুন।

জলচিকিৎসা সম্বন্ধীয় যাবতীয় পুস্তক আমাদের নিকট পাওয়া যায়। ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

কার্য্যাধ্যক্ষ, "স্বভাবের পথে"

২০এ কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বিজ্ঞান।

এই অগ্রহায়ণে দ্বিতীয় বর্ষে নব কলেবরে দেখা দিয়াছে আয়ুর্ব্বেদ আর্য্য চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক একমাত্র মাসিক পত্র। কলিকাতা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও অধ্যাপক "আয়ুর্ব্বেদের" সেই প্রসিদ্ধ সম্পাদক কবিরাজ শ্রীধুক্ত সত্যচরণ সেন কবিরঞ্জন ইহার সম্পাদক। গত ১৩৩০ সালের অগ্রহায়ণ হইতে নিয়মিত বাহির হইতেছে। এই পত্রিকায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী এম-এ, এল-এম-এস, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার কাব্যতীর্থ প্রভৃতি কবিরাজ এবং রায়বাহাদুর ডাঃ শ্রীচুনীলাল বসু সি-আই-ই, ডাঃ শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস এম-বি, ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-ডি, প্রভৃতি ডাক্তারগণ নিয়মিত লিখিয়া থাকেন। এরূপ শ্রেণীর পত্রিকা ইহা ভিন্ন আর নাই। বার্ষিক মূল্য—৩।৵০। নমুনা সংখ্যা ।০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এ,

ম্যানেজার আয়ুর্ব্বিজ্ঞান। ১নং তেলিপাড়া লেন, কলিকাতা।

সোনার বাংলা

সম্পাদক { শ্রীবিপিন চন্দ্র পাল
শ্রীগোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাদুর।

ঠিকানা—১।২এ প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য—ডাকমাশুল সমেত ২৷৵০ দুই টাকা ছয় আনা।

প্রতি সংখ্যা ৶০ ভিঃ পিতে ।৶০।

কেন্দ্রীয় ম্যালেরিয়া নিবারণী সমবায় সমিতি (Central Co-operative antimalaria Society) এবং বঙ্গীয় উদ্যান-কৃষক সমবায় সমিতি (Bengal Co-operative Home crofters Association এই দুই সমিতির মুখপত্র বঙ্গপল্লীর উন্নতি বিষয়ক সকল প্রকার প্রবন্ধ ও বিবরণী ইহাতে ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হয়।

তৃতীয় বর্ষ চলিতেছে। দ্বিতীয় বর্ষের মাত্র কয়েক খণ্ড অবশিষ্ট আছে।

একবার পড়ুন না ?

যদি বাড়ী বসিয়াই আপনার দরকার মতন সব জিনিস কলিকাতার দরে পান ?

তবে কেন বৃথা পরিশ্রম গাড়িভাড়া করে কলিকাতায় আসেন ?

আমাদের সিকি টাকা অর্ডারের সঙ্গে পাঠাইলে সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যাদি অতি যতনে পাঠাইয়া থাকি।

শ্রীতুলসীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
প্রঃ শান্তি মিলন মন্দির
"গোপাল ভবন"
বেহালা, কলিকাতা।

আপনার বিজ্ঞাপনে অর্থ ব্যয় সফল হইবে

যদি আপনি সেই বিজ্ঞাপন বাজে কথার কাগজে না দিয়া "কাজের কথায়" দেন।

আপনার ব্যবসার প্রসারের জন্য আপনি যাঁহাদিগকে চান—

কাজের কথা।

তাঁহাদের সকলেরই নিকট পৌঁছে।

'কাজের কথা' অন্ন সমস্যা, ব্যবসা বাণিজ্য ব্যতীত কৃষিশিল্প, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, সাহিত্য ও সমাজ প্রভৃতি সকল কথারই রীতিমত আলোচনা করে।

'কাজের কথা' পাঠ করিয়া আপনার মূল্যবান সময়ের সদ্ব্যবহার করুন।

কাজের কথা কার্য্যালয়
—কিম্বা—
Industrial Advertising Bureau
শান্তি মিলন মন্দির, গোপাল ভবন
বেহালা, কলিকাতা।

পল্লীবাসীর মুখপত্র। পল্লীসেবক সাপ্তাহিক।

"পল্লীমঙ্গল"

পল্লীবাসীগণের সুখদুঃখের কাহিনী লইয়া প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। ইহাতে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রবন্ধ দেশবিদেশের বিবিধবার্ত্তা ও পল্লীকথা পাটের সংবাদ প্রভৃতি রীতিমত প্রকাশিত হইয়া থাকে।

প্রত্যহ প্রাতে দন্ত মঞ্জনের জন্য
ডাঃ জে, এল, বিশ্বাসের
ডায়মণ্ড টুথ পাউডার

ব্যবহার করিবেন। ইহা নিয়মিত ব্যবহারে দন্তের যাবতীয় রোগ বিনষ্ট হইয়া দন্তের উৎকর্ষ সাধন করে। মূল্য ১ কৌটা ⁄০, ডজন ॥০ ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র। দুই আনার ডাকটিকিট পাঠাইয়া এক কৌটা ব্যবহার করিয়া দেখুন।

প্রাপ্তিস্থান—ডায়মণ্ড হোমিও সাধনাশ্রম।
২নং শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট,
(নেবুতলা ঈশ্বর ভবন) কলিকাতা।

এই শীতের সময় যদি আপনি
ডাঃ জে, এল, বিশ্বাসের
পপুলার কোকোনাট অয়েল

মাখিয়া স্নান করেন, তাহা হইলে আর আপনার গাত্র ফাটিবার আশঙ্কা থাকিবে না, এবং ইহার মধুর গন্ধ আপনাকে ও আপনার বন্ধু বান্ধবকে প্রচুর আনন্দ দান করিবে। **মাথার যাবতীয় রোগ দূর করিতেও এই তৈল আপনাকে যথেষ্ট সাহায্য করিবে।** অদ্যই এক শিশি আনাইয়া পরীক্ষা করুন। মূল্য অতি সামান্য—১ শিশি ।০ ২ শিশি ।৶০। ১ শিশি প্রায় দুই সপ্তাহ চলিবে।

প্রাপ্তিস্থান—ডায়মণ্ড হোমিও সাধনাশ্রম।
২, শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট, (নেবুতলা—ঈশ্বরভবন)
কলিকাতা।
পত্র লিখিলে অন্যান্য দ্রব্যের তালিকা বিনামূল্যে পাঠানো হয়।



২৯শ খণ্ড } পৌষ ১৩৩৫ সাল। { ৯ম সংখ্যা

গৃহবীজন।

(শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাস)

বাঙ্গালা গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। বৎসরের মধ্যে ৮মাস এখানে গরম বোধ হয়। গ্রীষ্ম দূর করিয়া শরীর স্নিগ্ধ রাখিতে সকলেই সচেষ্ট থাকেন। গ্রীষ্ম দূর করিতে না পারিলে মনে শান্তি পাওয়া যায় না, অবিরল ঘর্ম্ম নির্গত হইয়; গাত্রবস্ত্রাদি সিক্ত করিয়া দেয়, শরীর কোন পচনশীল বস্তুর ন্যায় অনুভূত হয়। দারুণ গ্রীষ্মে দারুণ পিপাসা চিরসাথী, তাহার উপর বায়ু চলাচল প্রায়ই বন্ধ হইয়া কারাবাসের ক্লেশ স্মরণ করাইয়া দেয়। দিনের পরিশ্রমের পর রাত্রেও শান্তি পাইবার উপায় নাই। গ্রীষ্মের ভয়ে নিদ্রাদেবীও নয়নাসন ছাড়িয়া পলায়ন করেন। এই দারুণ কষ্টে এমনি একটী অস্ত্রের কথা মনে পড়ে, যাহা সহজে বায়ুমণ্ডল আন্দোলিত করিয়া শরীরে হাওয়ার পরশ বুলাইয়া প্রাণ জুড়াইতে পারে। সেই অমোঘ অস্ত্রের নাম "পাখা"।

পাখা নানা উপাদানে গঠিত হইয়া নানারূপে, নানাস্থানে, বাঙ্গালার সহরে, গ্রামে ধনী দরিদ্রের গৃহে বিরাজমান থাকিয়া দেশের গরম মস্তিষ্কে হাওয়া সঞ্চালন করিতেছে। শুনিতে পাওয়া যায় পবনদেবকে আটক রাখিয়া লঙ্কেশ্বর পাখাকুলির কাজ করাইয়া লইতেন। আর এখন দেখিতে পাওয়া যায় পবনদেবের পরিবর্ত্তে ইলেক্‌ট্রিক সিটি বা বিজলীরাণী সহরে হাওয়া সরবরাহ করিবার কাজে বহাল হইয়াছেন। সহরে যাহাদের পয়সা আছে তাহাদের হাওয়া খাইবার অভাব নাই। কেবল যাহারা আমার

মত গরীব এবং পেটের দায়ে ধনীর অপেক্ষা অধিক পরিশ্রম কাতর, তাহারা সারাদিনের শ্রান্ত দেহখানিকে একটুখানি আরাম দিবার জন্য অই ধনীর জানালা পথে ঘূর্ণায়মান বিজলীপাখার দিকে লোলুপ নয়নে চাহিয়া থাকে, আর কিরূপে বিনাপয়সায় বা অল্প পয়সায় ধনীর আরামটুকুর আস্বাদ পাওয়া যায়, সেই পথটুকু বাহির করিবার জন্য তাহার শ্রান্ত দেহ ও ক্লান্ত মাথাটাকে অনর্থক ঘামাইয়া ফেলে।

পাখা জিনিষটা কি? যাহা আন্দোলন করিয়া স্থির বায়ুমণ্ডলে প্রবাহ সৃষ্টি করা যায়, তাহাই পাখা। হাত পাখা, টানা পাখা, বৈদ্যুতিক পাখা—সকলেরই এক কাজ। বৈদ্যুতিক পাখার শক্তি অধিক এবং ইহা চালাইতে মনুষ্যের প্রয়োজন হয় না বলিয়া সহরে ধনী মহলে ইহার দ্রুত প্রসার ঘটিতেছে। পল্লীগ্রামে বৈদ্যুতিক শক্তির অভাব, এজন্য সেখানকার ধনবানগণের আক্ষেপের সীমা নাই, তাঁহাদের ধনসম্পত্তির কিছুই সার্থকতা নাই বলিয়া মনে হয়। দেশের অট্টালিকা অতি তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া তাই তাঁহারা দলে দলে বিলাস নগরীর বিজলী পাখার তলায় আশ্রয় লইতেছেন।

এতাবৎকাল মানুষের শক্তি বা বৈদ্যুতিক শক্তিবলে পাখা চালাইবার চেষ্টা হইয়াছে। আর বৈদ্যুতিক শক্তি সর্ব্বত্র সুলভ নহে বলিয়া সহরের মধ্যেই ইহার ক্রিয়াশক্তি সীমাবদ্ধ। এখন একবার ভাবিয়া দেখা দরকার, অন্য কোন সহজ উপায়ে পাখা চালান যায় কিনা। আমরা দেখি বৈদ্যুতিক শক্তি বা বাষ্পীয় শক্তি ব্যতীতও নানা উপায়ে কল কব্জা ঘুরান হইয়া থাকে। ঘড়ি, গ্রামাফোন যন্ত্র, ছেলেদের খেলিবার মোটর গাড়ি, রেল গাড়ি ইত্যাদি এই শ্রেণীর যন্ত্র। সাধারণতঃ একটী স্প্রীংএর উপর এই যন্ত্রগুলির জীবনী শক্তি নিহিত। আবার কতকগুলি ঘড়ি আছে, তাহাদের স্প্রীংএরও বালাই নাই।

মাত্র স্প্রীংএর জোরে গ্রামাফোনের একটী যন্ত্র রেকর্ড মাথায় করিয়া দুই মিনিট বা ততোধিককাল ঘুরিয়া থাকে, একটী ঘড়ি সপ্তাহকাল নিয়মিত এবং আরও কিছুকাল নিয়মিত ভাবে চলে। আর যে সমস্ত ঘড়ির স্প্রীং আদৌ নাই তাহারাও ৮।১০ দিন বেশ চলিয়া যায়। এখন যদি অনুমান করা যায় যে, যেরূপ শক্তি সম্পন্ন স্প্রীং একটী ক্লককে একদমে দশদিন চালাইতে পারে, তদপেক্ষা ১০গুণ শক্তি সম্পন্ন অন্য একটী স্প্রীং ৬ইঞ্চি লম্বা তিনখানি ব্লেড একদমে ছয় ঘণ্টা ঘুরাইবে—তাহা হইলে কি নিতান্তই অসঙ্গত হইবে? আমার বিশ্বাস যে কোন একনিষ্ঠ সাধক চেষ্টা করিলেই সহজ সরল অথচ মজবুত কল কব্জা দিয়া এমন একটী 'গৃহবীজন' (family-fan) নির্ম্মাণ করিতে পারেন; বিদেশ প্রত্যাগত অনেক মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার চাকরী অভাবে দেশে বসিয়া আছেন। একটু চেষ্টা করিলে তাঁহাদের মানহানি ত হইবেই না, অধিকন্তু ইহাতে যে ধনবান হইবার আশা তাহাও যে কোন লোভনীয় দাসত্ববৃত্তি অপেক্ষা ন্যূন নহে।

কোন দ্রব্য নির্ম্মাণ করিয়া জগতে তাহার আবশ্যকীয়তার মূল্য প্রচার করা পাশ্চাত্য শিল্পীগণের ব্যবসায়ের মূলমন্ত্র। তাঁহারা জগৎকে বুঝাইতে চাহেন যে তাহাদের জন্য জগতের একটা মস্ত অভাব পূরণ করিয়াছে। এইরূপে চাহিদা বৃদ্ধি করিয়া, তাঁহারা নিজেদের ব্যবসায়ের উন্নতি সাধন করেন। সাইকেল, সিঙ্গার সুইং মেশিন, মোটর গাড়ি, হেরিকেন, দেশলাই, ঘড়ি, কাঁচের বাসনাদি যে কোন দ্রব্য, পাশ্চাত্য ব্যবসাদারদের এই একই নীতির ঘোষণা করিতেছে এবং এইরূপে তাহারা পৃথিবীর অর্থ শোষণ করিয়া নিজেদের উদর পূর্ত্তি করিতেছে।

যাহা হউক এইরূপ একটা গৃহবীজন নির্ম্মাণে কৃতকার্য্য হইলে এবং তাহা একদমে অন্ততঃ ছয় ঘণ্টা বাতাস করিবার যোগ্য হইলেও তাহার মূল্য ১০৲ টাকার অনধিক হইলে, সহর কিম্বা পল্লীগ্রাম, ধনী কিম্বা দরিদ্র, দেশ কিম্বা বিদেশ সর্ব্বত্র ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইবে। যাহার বাড়ীতে যে কয়খানি ঘর, বসিবার ঘর, শুইবার ঘর, পড়িবার ঘর, প্রত্যেক ঘরের জন্য এক একটী গৃহ বীজনের আবশ্যক হইবে। পাখা চালাইয়া বন্ধুবান্ধব লইয়া আমোদ করা চলিবে, রাত্রে মশারির চালের দিকে সংযুক্ত করিয়া দারুণ গ্রীষ্মকেও তুচ্ছ করা চলিবে।

আজকাল বেকার সমস্যার দিনে এই গৃহবীজনের সাহায্যে দেশের দশ হাজার বেকারের অন্ন যোগাইতে পারা যায়। সামান্য মূলধন, পুরাতন লোহা, স্প্রীং, ও পুরাতন পাখার ব্লেড লইয়া অল্পায়াসেই ইহার পরীক্ষার কার্য্য চলিতে পারে। এই মতলবটী যদি কেহ কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন এবং তাহার পরিশ্রমের ফলাফল বিদিত করেন তাহা হইলে বাস্তবিকই আনন্দিত হইব। যদি দেশের মধ্যে কাহারও এ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা জন্মিয়াছে বলিয়া দেখা যায়, বা কেহ বাস্তবিকই চেষ্টা করিতেছে বলিয়া জানা যায়, তবে আরও কয়েকটী প্রয়োজনীয় ও লাভজনক ব্যবসায়ের ইঙ্গিত দিতে পারিব বলিয়া আশা রহিল।

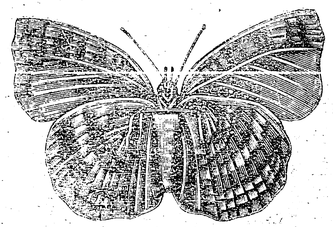

বৈজ্ঞানিক কৃষি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভৌমিক।

এখন মূল প্রস্তাবটী একটু বিশদরূপে সংক্ষেপে বলিতেছি। এখন আমাদের বাঙ্গালাদেশের সম্বন্ধেই ভাবা যাক্। বাঙ্গালার গবর্ণর মহোদয় তাঁহার সদস্য মন্ত্রীগণ সংযোগে পরামর্শ স্থির পূর্ব্বক, একটী প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক স্থাপনের সংকল্প করিলেন। তাহার জন্য একটী পাণ্ডুলিপি বা খসড়া প্রস্তাব, বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভায় বিচারার্থ প্রেরণ করিবেন। ইহার মূলধন, অন্যূন দশকোটী টাকা হইবে। উদ্দেশ্য—বঙ্গদেশের কৃষকগণকে বিজ্ঞানানুমোদিত প্রণালীতে সার প্রদান, কৃষকদিগের কৃষিক্ষেত্রে জল যোগাইবার ব্যবস্থা, বঙ্গীয় কৃষকদিগের স্বাস্থ্য সাধনার্থে জল প্রণালী খোদিত করিয়া, তদ্দ্বারা কৃষির জল সিঞ্চন ও মৎস্যের চাষ ইত্যাদি ব্যবস্থা, এবং কৃষকদিগের ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপযোগী গৃহশিল্প প্রসারের জন্য মূলধন সরবরাহ করা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই ব্যাঙ্কের প্রাথমিক সূচনার জন্য বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের সহায়তায় ও ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের ঋণরূপে, ৪টাকা সুদে ৫ কোটী টাকা ধার করিবেন। উহা প্রাথমিক মূলধন হইবে, এবং আমাদের দেশীয় সর্ব্বসাধারণ জনবর্গ ৫ কোটী টাকা অংশরূপে দিবেন। এইরূপ অংশ ক্রয় করিলে তাহা নিশ্চয়ই লাভজনক হইবে। প্রত্যেক অংশের টাকায় অন্যূন ৯ টাকা বার্ষিক সুদ পোষাইবে—কারণ কৃষকগণ বা শিল্পীগণ ১২টাকা সুদে ধার পাইলে আপনাদিগকে ধন্য মনে করিবে। যে সকল দেশে প্রতিবৎসর ৬০ কোটী মুদ্রা, পাটের মূল্যরূপে আসিতেছে, সেই বঙ্গ দেশে, গবর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিলে অনায়াসে ৫।১০ কোটী সম্বৎসরকাল মধ্যে তুলিতে পারিবেন। বঙ্গদেশের লোকের সেভিংব্যাঙ্ক ডিপারমেণ্টে যে টাকা আছে, তাহাতেই এই টাকা সংগৃহীত হইতে পারে। বঙ্গদেশের লোন আফিস গুলিও, এই প্রস্তাবিত ব্যাঙ্কের অংশ ক্রয় করিয়া লইতে পারেন—তৎপরে উভয়তঃ আদান প্রদান চলিবে।

এই ব্যাঙ্ক, অপরাপর ব্যাঙ্কের ন্যায় ব্যাঙ্কের যাবতীয় কার্য্য করিতে পারেন—তদ্দ্বারা সাধারণের টাকা জমা হইয়া, এই ব্যাঙ্কেই বহুকোটী টাকা জমা হইয়া যাইবে। এবং

তাহারও কতক অংশ জাতীয় কৃষি বানিজ্য ও শিল্পোন্নতিতে নিয়োজিত হইতে পারিবে।

আমাদের প্রস্তাবিত ব্যাঙ্কে ১০ কোটী টাকার অংশ খোলা হউক্—৫ বৎসর মধ্যে দশ কোটী টাকার অংশ, জন সাধারণ মধ্যে বিক্রয় করা যাইতে পারিবে। এই মূলধন খাটাইয়া ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের লোন পরিশোধ জন্য ৫ কোটী টাকা ৫ বৎসরে দেওয়া কিছু কঠিন কার্য্য হইবে না। ১০ কোটী টাকার ব্যাঙ্ক স্থাপন পূর্ব্বক বঙ্গের প্রত্যেক জেলায়, ও সুবিধা হইলে, প্রত্যেক সব ডিভিসনে ইহার শাখা প্রশাখা বিস্তারিত হইবে; ক্রমে প্রত্যেক গ্রাম, ইউনিয়নে ইউনিয়নে পল্লিব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া, এই ব্যাঙ্কের মূল উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইবে। অর্থাৎ—গ্রাম্য কৃষকশ্রেণীকে ও মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীকে পল্লিব্যাঙ্ক ও জেলার শাখা ব্যাঙ্কের সহায়তায় মূলধন ও বৈজ্ঞানিক সারাদি সরবরাহ করা হইবে। এমন্ কি—পল্লী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ও ডিষ্ট্রীক বোর্ড, এই আমাদের প্রস্তাবিত ব্যাঙ্কগুলির সম্মিলিত চেষ্টায়, গ্রাম্য স্বাস্থ্য সংস্কার, পয়ঃপ্রণালী সংস্কার ও পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণাদি কার্য্য অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারিবে। আমাদের এই প্রস্তাবনাটী, আমাদের দেশীয় গণ্যমান্য ও ধনী বর্গের নিকটও উপস্থিত করিতেছি এবং যাহারা নেতৃত্বের দাবী করেন অথবা আমাদের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য যাহারা, তাহাদিগকে আমাদের প্রস্তাবটী বিবেচনার্থ বিশেষ অনুরোধ করি। স্বদেশবাসির হিতকল্পে ইহা অতি উচ্চতর প্রতিষ্ঠান—ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। আর কাল বিলম্ব না করিয়া, এতাদৃশ প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করা, আমাদের সকলের পক্ষে জাতীয় কর্ত্তব্য।

আমাদের বড়লাট লর্ড আর উইন্, এদেশের কৃষি প্রণালীতে বৈজ্ঞানিক উপায় প্রবর্ত্তিত করিয়া, এদেশীয় কৃষি উপজীবিদিগকে কৃষি সম্পদে বর্দ্ধিত করিতে সমুৎসুক, ইহা অতি আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই। এবং তাঁহার উৎসাহে রাজকীয় কৃষি কমিশন, সমস্ত ভারতব্যাপী পরিভ্রমণ পূর্ব্বক সুবৃহৎ গ্রন্থাগারে তাঁহাদের মন্তব্য প্রকাশিত করিয়াছেন। বড়লাট মহোদয়ের আশা—এই মন্তব্য প্রকাশ দ্বারা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের উদ্যোগে, কৃষি ফসল ভারতে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইবে। সেই আশা যে একটি মিথ্যা কল্পনায় পরিণত হইবে, এদেশবাসি জনবর্গের ইহাই ধারণা এবং কৃষি কমিশনের গবেষণা ও গ্রন্থকার মন্তব্য, পর্ব্বতের মূষিক প্রসববৎ একটী উপহাসের বস্তু হইয়া দাঁড়াইবে, যতদিন পর্য্যন্ত না আমাদের বড়লাট ও তাঁহার সদস্যগণ ও মন্ত্রীগণ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষি সম্পদ বর্দ্ধনের জন্য, প্রত্যেক প্রদেশের প্রয়োজন মত সুবৃহৎ কৃষি ব্যাঙ্ক স্থাপন পূর্ব্বক প্রত্যেক জেলায় ও প্রত্যেক গ্রাম্য ইউনিয়নে তাহার শাখা প্রশাখা বিস্তারণ কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হইতেছেন। এ বিষয়ে বড়লাট মন্ত্রী সভার গুরুতর দায়িত্ব সেই দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যের অনুরূপ

কার্য্য দেশবাসিগণ বড়লাট হইতে সতৃষ্ণ ভাবে আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন আমাদের স্থির পরিষ্কার ধারণা ও অভিমত এই যে—প্রথমতঃ ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে, অন্যূন ৫ কোটী মূলধন যোগাইয়া প্রাদেশিক ব্যাঙ্কগুলির কার্য্য বড়লাট মন্ত্রী সভাতেই স্থাপিত করিতে হইবে। এই প্রাথমিক প্রারম্ভের জন্য অন্যূন ৪৫ কোটী টাকা আবশ্যক। যেমন রেলওয়ের জন্য তাহার প্রয়োজন উপযোগী মূলধন সংগ্রহ, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টই প্রতি বৎসর কোম্পানীর কাগজরূপে ধার করিয়া থাকেন; সেইরূপ দায়িত্ব অনুভব পূর্ব্বক বড়লাট মহোদয়, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট দ্বারা প্রত্যেক প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন ৯টী ব্যাঙ্ক স্থাপন করুন। ৪৷৷০ টাকা কি ৫ টাকা সুদে ধার করিয়া, ঐ টাকা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের হাতে উক্তবিধ ব্যাঙ্ক স্থাপনে দেওয়া হউক উক্ত ব্যাঙ্ক উপরোক্ত মূলধন, কৃষি শিল্পাদির উন্নতিকল্পে শতকরা ৩৷৷০ টাকা সুদে কি ৬ টাকা সুদে প্রজাবর্গকে ধার দিবেন। প্রজাগণ ৫ বৎসরকাল মধ্যে এই টাকা খাটাইয়া কৃষিজাত ফসল বাড়াইয়া ত দ্বারা সুদে আসলে ঋণ পরিশোধ করিতে সমর্থ হইবে। আর ইতিমধ্যে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলি প্রত্যেক ১০ কোটী মূলধনের অংশ ষ্টকমার্কেটে ও সাধারণ জনবর্গে বিক্রয় করিতে সক্ষম হইবেন। এই ৯টী ব্যাঙ্ক আবশ্যক মত পরস্পরকে সহায়তার জন্য একটী সম্মিলন বা সঙ্গে মিলিত থাকিবেন অর্থাৎ ৯টী ব্যাঙ্কের একটী federation ও যুগপৎ করিতে হইবে। ব্যাঙ্কের প্রয়োজনে বোম্বাই মান্দ্রাজ পাঞ্জাব সাহায্য করিবেন; তদ্রূপ আবার মান্দ্রাজ কি অপর প্রদেশের প্রয়োজনে বঙ্গদেশাদিবর্গও সাহায্য করিবেন।

ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট, পোষ্টেলসেভিংস ব্যাঙ্ক ও পোষ্টেলসার্টিফিকেট দ্বারা অন্যূন ৬০ কোটী মজুৎ টাকা প্রাপ্ত হইতেছেন—এই টাকার মধ্য হইতে, ৪৫ কোটী টাকা এই কার্য্যে নিয়োজিত করিতে পারেন। প্রজাবর্গের সঞ্চিত অর্থ প্রজার হিতকল্পে ব্যয়িত হওয়াই সুবিবেচনার কার্য্যও করাই উচিত ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের নিজ প্রয়োজন জনিত মূলধন অনায়াসে ধার করিয়া সংগ্রহ করিতে পারিবেন। ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের হাতে এই ৬০ কোটী টাকার সুদ গড়পরতায় ৪৷৷০ টাকা মাত্র। ৬ টাকায় ধার দিলেও ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি নাই—১৷৷ সুদে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের তজ্জন্য পোষ্টেল ডিপার্টমেণ্টের আফিস খরচ ও লোকজনের মাহিনার খরচ পোষাইয়া যাইবে।

এতাদৃশ কৃষি ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইলে, প্রজাগণকে ও কৃষিপোজীবিগণকে কি ভাবে ধার দিলে, সেই অর্থ, কৃষি ফসল উৎপাদনে বা গৃহশিল্পে বাস্তবিক কার্য্যকরী হইবে, ইহাও একটী বিশেষ বিবেচ্য বিষয়। কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে কৃষকগণের ক্ষেত্রসকলের জন্য সার কিনিয়া, ধার দিয়া তাহার ব্যবস্থা কার্য্য, গ্রাম্য ইউনিয়ন পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। এবং জল সেচন কার্য্য জন্য প্রত্যেক কৃষকের উপযোগী জল যোগান ব্যবস্থার জন্য অর্থও

ইউনিয়ন ধার দিবেন ও তাহা বাস্তবিক কার্য্যে লাগাইতেছে কিনা তাহা দেখিবেন। তারপর কৃষকদিগের খাওয়া পরার ব্যয় আবশ্যক মত প্রতি সপ্তাহে ধার দেওয়া হইবে যত দিন না ফসল জন্মিয়া পাকিয়া উঠিবে। ক্ষেত্রের ফসল কাটা হইলে, কৃষকগণ ঐ ফসল বিক্রয় মূল্য এই ইউনিয়নের হাতে জমা দিয়া সুদ আসলের টাকা পরিশোধ করিবেন। গ্রাম্য শিল্প সম্বন্ধেও ঐরূপভাবে ধার প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। ইহা বাদে কৃগকগণের বিবাহ শ্রাদ্ধাদি সামাজিক ব্যয় প্রয়োজন। তজ্জন্যও কৃষকগণকে স্বল্প সুদে সম্ভব মত ধার দেওয়া হইবে। তাহা ৪।৫ বৎসরে আস্তে আস্তে এই ফসলের মূল্য হইতে পরিশোধিত হইবে। সুতরাং কৃষকদিগকে বা শিক্ষিত শ্রেণীকে ভদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে ধার দেওয়ার মূল নীতি এই হইবে যে—কাঁচা টাকা তাহাদের হাতে না দিয়া, তাহাদের আবশ্যক মত বৈজ্ঞানিক, সার, জল যোগাইবার জন্য ব্যবস্থা ও মজুরী প্রয়োজন মত প্রতি সপ্তাহে বা মাসে, বা একবারে যোগান হইবে। তাহাদের উৎপাদিত শস্য কাটিয়া, তাহার বিক্রয় মূল্য সর্ব্বাগ্রে আমাদের ব্যাঙ্কের লোকের মারফৎ জমা দিতে হইবে। নব নব গ্রাম্য ইউনিয়ন স্থাপন করিয়া তাহাদের দ্বারা এই কার্য্য সম্পাদিত হইবে। ব্যাঙ্কের হাত দিয়া সকলে একযোগে বিক্রয় করিলে, কৃষকগণ সকলেই অধিক মূল্যে উৎপাদিত শস্য বিক্রয়ে সমর্থ হইবেন। ভারতের শষ্য তখন আর যথার্থ মূল্যে বিদেশীয়গণের হাতে বিক্রয় হইয়া যাইবে না। কৃষকগণ যে তাহার উৎপাদিত শস্যের জন্য যথেষ্ট মূল্য পাইতেছে না, তাহার প্রধান কারণ তাহার অর্থাভাব ও দৈন্য। সেই অভাবে পড়িয়া অতি স্বল্পমূল্যে শস্য বিক্রয় করিয়া চিরদারিদ্র ভোগ করে। কিন্তু এতাদৃশ পূর্ব্বকথিত প্রবল ব্যাঙ্কের অর্থ দ্বারা সমর্থিত হইলে ব্যাঙ্কগুলি সেই ফসলগুলিকে বিক্রয় ভার গ্রহণ করিয়া তাহা উপযুক্ত অধিকতর মূল্যে বিক্রয় করিতে সমর্থ হইবে। ব্যাঙ্ক তাহার সুদ আসল ও আনুষঙ্গিক ব্যয় মাত্র গ্রহণ করিবেন। এই নিয়মে বিক্রয় সম্বন্ধে কৃষকগণের অভিমতই প্রবল হইবে—অর্থাৎ কি দরে কখন কি জিনিস বিক্রয় করা হইবে, তাহার দায়িত্ব ও স্বাধীনতা কৃষকেরই থাকিবে। গ্রাম্য ইউনিয়ন পরামর্শ দ্বারা কৃষককে বিক্রয় বিষয়ে সাহায্য করিবেন। এতাদৃশ প্রণালী অবলম্বিত হইলে, ভারতীয় প্রজাগণের দারিদ্র্য অচিরে নিবারিত হইয়া, প্রতি পরিবারে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ বিরাজ করিবে।

JOTINDRO NATH DUTTA
MAIN OFFICE
JANMABHUMI

গো জাতি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র সরকার।

প্রত্যেক পালের মাথায় ২।৪টি বাছাই করা উত্তম বৃষ রাখে এবং তাহাদের দ্বারাই সংজনন কাজ সম্পাদন করায়; ইহার দ্বারায় কিছুকাল মধ্যে পালের উন্নতি সাধিত হয়; যখন আর উন্নতির লক্ষণ দেখা যায় না, তখন মাথার বৃষগুলিকে বদলাইয়া ফেলা হয় এবং সমধিক হৃষ্টপুষ্ট এবং গুণ বিশিষ্ট বৃষ তাহাদের স্থানে পুরণ করা হয়। ঐ গোপগণ এইরূপ সংজনন অজানিত ভাবে বহু শতাব্দী ধরিয়া করিয়া আসিতেছে কিন্তু তাহারা ইহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা (Explanation) দিতে পারেনা বটে; এবং এই বিধি অনুসরণ করিয়া বৃজ, হাঁসী, হিসার, পীর, মণ্টোগোমারী, কোসী আদি জাতীয় দ্রোণদুগ্ধা গো জাতি তাহারা উৎপাদন করিয়াছে। হল্‌ষ্টিন্‌গণ যেমন ওলন্দাজদেশের গৌরবস্বরূপ, রেড ড্যানিশগণ যেমন দীনামার দেশের গৌরব স্বরূপ, আয়শিয়ার, জার্সি, ডিভন, গাণ্‌সি, আল্‌ডার্ণী, শর্টহর্ণ আদি জাতীয় গাভী বিলাত ও স্কট্‌ল্যাণ্ড দেশের গৌরব স্বরূপ, সেইরূপ উপরোক্ত জাতীয় গোকুল ভারতের গৌরবের জিনিষ!!!

মথুরারী বা বৃজ জাতীয় গো মহিষের উৎকর্ষতা শ্রীভগবান কৃষ্ণ সাড়ে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে সাধন করিয়াছিলেন; তাহা তাঁহার গো সন্দর্ভ মুক্তাবলী পুস্তকে তথা কনিষ্ঠ পাণ্ডব সহদেবের বৃহৎ পশু চিকিৎসা পুস্তকে স্পষ্টই লিখিত আছে।

বহু প্রকার হিতকর সংজনন বা উৎপাদন বিধি (Systems of animal breeding) বর্ত্তমান যুগে এবং প্রাচীন আর্য্যযুগে প্রচলিত আছে ও ছিল। শ্রীকৃষ্ণ সহদেব, মতঙ্গ ও ভেড় ঋষির পুস্তকাবলীতে তথা হিন্দুর স্মৃতি গ্রন্থে, অগ্নি পুরাণে, কৌটিল্যের অর্থ শাস্ত্রে এবং পাশ্চাত্যদেশের বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক উৎপাদকগণের পুস্তকে বিশেষতঃ মর্গানন, ডেভেন্‌পোর্ট, সেব্রাইট্, ম্যামফোর্ড সাণ্ডার্স, মার্হলস্, প্রাইস, আলভোর্ড, হাম্‌ফ্রে এ্যাদিয় পুস্তকে এইগুলি লিপিবদ্ধ আছে। সকল স্থান ও পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিয়া এই কৃষিহিতকর প্রবন্ধ বহু কষ্টে সংকলন করিয়া প্রচার করিতেছি। আশা করি ইহার দ্বারায় দেশের শিক্ষিত পশু উৎপাদকগণের কথঞ্চিৎ উপকার হইবে। ১। খাঁটি উৎপাদন (pure-bredbreeding)। ইহার দ্বারা সংজনন কার্য্যেই যুক্ত পশুদের উৎকর্ষ সাধন করা হয়। এই বিধি উৎপন্ন পশুদের বাজারে বেশী দাম পাওয়া যায় এবং ইহাদের জনন কার্য্যেই প্রায়শঃ নিযুক্ত করা হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে

২৯৩০ প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় গো জন্মিয়াছে তাহা মল্লিখিত "গোপালবান্ধব" পুস্তকে সবিস্তার লিখিত আছে। আমার পূর্ব্বে ভারতীয় গোজাতির কেহ কখন বিগত ৫।৬ শত বৎসরের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ করে নাই। এই পুস্তক সকল রাজা মহারাজা জমিদার কৃষক ও উৎপাদকগণের যত্নে পাঠ করা কর্ত্তব্য। ইহার পরবর্ত্তী খণ্ড গুলিকে বাঙ্গলার ধনকুবেরদের ছাপাইয়া কৃষক কেন্দ্রে কেন্দ্রে বিতরণ করা এই তীব্র জীবন সংগ্রামের দিনে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অখিল গো সভা মনে করিলে এ বিষয়ে অনেক কাজ করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের এই এগার বৎসর অস্তিত্বে কি দেশহিতকর কাজ করিয়াছেন?

২। সংকর উপাদন ঃ—খর্ব্ব আকৃতি প্রাপ্ত সাধারণ গোজাতির বা গাড়ীর খাঁটী বৃষ সংযোগে উন্নতিকে "গ্রেডিং" বলে। ছয় পুরুষ উপর্য্যুপরি খাঁটীর দ্বারা সংজনন করাইলে "গ্রেড্" পশুও খাঁটী হইয়া দাঁড়ায়। একথা শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে ইহাই "গ্যালটনের নীতি" বলিয়া বিদিত। প্রথম তিন বৎসরের "গম্ভীরা" নামক মাসিক পত্রিকা যত্নে পাঠ কর। শিক্ষানবিস উৎপাদকগণের এই বিধিই সর্ব্বপ্রথমে অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। প্রথম পুরুষেই ইহা খুবই আশাজনক ফলপ্রদ। সংকর বৃষ যতই ভাল হউক না কেন, কখনই জন্ম ক্ষেত্রে (breeding Station) নিয়োগ করিবে না; কারণ এক পুরুষ পরে ঊর্দ্ধ পৌরুষিক অনুবর্ত্তন নীতির বলে (ancestral heridity) সকল উন্নতি (all further improvements stop) স্থগিত হইয়া পড়ে। ইহার পর যে যৎসামান্য উন্নতি হয়,তাহা কেবল নির্ব্বাচন এবং যত্ন ও খাদ্য দানের জন্যই হইয়া থাকে। আমি আগেই বলেছি যে, পিতামাতার গুণাগুণ সন্তানে প্রেরণ করা ব্যক্তিগত শক্তি মাত্র এবং ইহা শাবকে ক্রমান্বয়ে অনুসরণ করিলে সমতা প্রাপ্ত হয় (fuse the cross animals will ultimaetly become uniform by continually intr-crossing) এবং যথাসময়ে নির্ব্বাচন ও বৈজ্ঞানিক সংজনন একটি নূতন জাতির উৎপত্তি হইয়া থাকে। (and in the course of time by the aid of selection careful breeding it is possible to establish a new type.); কিন্তু এইরূপ পশুশাবক (type of animal) কতদিনে জন্মাইবে বা উদ্ভূত হইবে তাহা স্থির ও নিশ্চয়রূপে বলা যাইতে পারে না। বিলাতী বংশীয় গাভিকুল, পাঞ্জাবের মণ্টোগোমেরী পরিবারের দ্রোণদুগ্ধা গোবংশ এবং বৃজের যমুনাপারী পরিবার গোকুল এইরূপে ২।৩ শতাব্দীর চেষ্টার ফলে উদ্ভূত হইয়াছে। উন্নতিকাঙ্ক্ষী গোউৎপাদক উত্তম বৃষের দ্বারা সংজনন করাইবে। অবনতির লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই বৃষ বদল করিবে এবং তাহার স্থানে তেজস্কর খাঁটী ও উন্নত ও উত্তম অতিমিশ্র শোণিতের বৃষ স্থাপন করিবে। উপর্য্যুপরি এইরূপে পালের উন্নতি সংঘটিত হইলে অপর বৃষের নির্ব্বাচন দ্বারা শাবকের দোষগুলি ক্রমশঃ ক্রমশঃ উচ্ছেদ করিবে। উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা (zenith) পঁহুছিলে,

আর উন্নতি সম্ভব নহে, তখন কিছু আন্তর্গনিক (in-breeding within close affinities) করিবে। তাহাতে দোষগুলি উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইয়া গুণগুলি শাবকে প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহা (in-breeding) খুব বিবেচনা করিয়া অনুসরণ করিতে হইবে। তাহা না ঘটিলে দোষগুলি পুনরায় দেখা দিবে, যে হেতু এই বিধি বেশী মাত্রায় অনুসরণে বন্ধ্যাত্ব আসিয়া পড়ে। প্রাচীন মিশরের ফেরোপত্নীগণ নিকট আত্মীয়ের স্বশোণিতে বিবাহ করিতেন বলিয়া তাঁহারা অপুত্রক হইতেন। সেই জন্য তীব্র ও তেজস্কর বৃষের সাহায্যে সংকর সংজনন (strong cross is neecssary) বিধেয় নব্য উৎপাদক ইহা সেন খুব উত্তমরূপে স্মরণ রাখেন যে, একই গাভীকে স্বল্পকাল অন্তরে উপর্য্যুপরি বৃষ গ্রহণ না করান, কারণ তাহাতে ক্ষতি বৈ মঙ্গল কদাচ সম্ভব নহে। যোনি পথে তথা ফেলোপীয়ান নালি পথে শুক্রস্থ পুংবীজাণু কিছু দিন পর্য্যন্ত জীবিতাবস্থায় থাকে। দুই ভিন্ন জাতি বা পরিবারের সংযোগে যে শাবক উৎপাদন করা হয় তাহাকে শঙ্কর সংজনন বলে।

(ক্রমশঃ)।

উদ্ভিদের বিশালত্ব।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ঘোষ।

জীব যেমন অতি ক্ষুদ্র ও অতি বৃহৎ আছে, উদ্ভিদও সেইরূপ অতি ক্ষুদ্র ও অতি বৃহৎ আছে। অনেকেই অতি ক্ষুদ্র উদ্ভিদ দেখিয়াছেন, কিন্তু সেগুলি যে উদ্ভিদ তাহা অনেকেই অবগত নহেন। বর্ষাকালে জুতা ভিজিয়া থাকিলে একরূপ সাদা ছাতা পড়া দেখিতে পাওয়া যায়। যখন উহা শুকাইয়া যায় তখন ঝাড়িয়া ফেলিলে ধুলি কণার ন্যায় পড়িয়া যায়। সে গুলি বৃক্ষের বন ভিন্ন আর কিছুই নয়। বর্ষাকালে অট্টালিকার দেওয়াল গাত্রে এক প্রকার সবুজ বা মলিন বর্ণের আবরণ দেখিতে পাওয়া যায় উহাও উদ্ভিদের অরণ্য। টেবেল, চেয়ার, পুস্তকের মলাট, বাসি রুটি, প্রভৃতির উপরও ঐরূপ অরণ্যের আবির্ভাব হয়। অনেক পুষ্করিণীর জলের উপরিভাগে অতি পাতলা, ঈষৎ সবুজ বা লাল বর্ণের এক আবরণ দেখিতে পাওয়া যায়; উহাও উদ্ভিদ সমষ্টি। মানব গাত্রে যে দদ্রুরোগ দেখিতে পাওয়া যায় উহাও উদ্ভিদানু। আরও ক্ষুদাদপি ক্ষুদ্র উদ্ভিদ আছে, সে গুলি অনুবীক্ষণের সাহায্যে দৃষ্টিগোচর হয়। আবার এতক্ষুদ্র

উদ্ভিদ আছে যে গুলি অতি শক্তিশালী অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও দেখিতে পাওয়া যায় না।

উদ্ভিদের ক্ষুদ্রত্ব যেরূপ বিস্ময় জনক, ইহার বিশালত্বও তদ্রূপ বিস্ময় জনক। আমাদের দেশে বটবৃক্ষ কত বড় হয় সকলেই দেখিয়াছেন। অনেক স্থানেই বিশাল বট বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। শিবপুর বোটানিকাল গার্ডেনের বট বৃক্ষটী অনেকে দেখিয়া থাকিবেন। কিন্তু অনেক স্থানে এত বৃহৎ বৃক্ষ আছে যে, সে গুলির কথা শুনিলে এই সকল বটবৃক্ষ অতি ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হইবে।

জার্ম্মাণীর পুরাতত্বে জানিতে পারা যায় যে, তথায় অতি সুবিশাল বৃক্ষ বিদ্যমান ছিল। এত বৃহৎ যে একটীমাত্র বৃক্ষকাণ্ড খোদিয়া একটী বৃহৎ নৌকা নির্ম্মিত হইয়াছিল। কথিত আছে যে সেই নৌকায় ত্রিশ জন লোক অনায়াসে চড়িয়া যাইতে পারিত। বস্‌কোরস্ ও কৃষ্ণসাগরের তীরে অদ্যাপি বহু সংখ্যক বৃহৎ বৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হয়।

Pliny বলিয়াছেন Lycia তে এমন এক প্রকাণ্ড plane-tree ছিল যে তাহার কাণ্ডের অভ্যন্তরে একাশী ফুট পরিধি বিশিষ্ট একটী গহ্বর ছিল; গহ্বরটী আবার সুন্দর তৃণাচ্ছাদিত। ঐদেশের রাজা কোন সময়ে ঐ গুহাকে ভোজনাগারে পরিণত করিয়াছিলেন; পরে ঐ গুহা মধ্যে বিশ বাইশ জন লোক রাত্রে সুখে নিদ্রা গিয়াছিলেন। একটী বৃক্ষকাণ্ডের গহ্বর এত বৃহৎ হইতে পারে তাহা এতদিন লোকে বিশ্বাস করিত না; কিন্তু এখনকার পর্য্যটকগণ বলেন যে, এ কথা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই।

Decondolle বলেন কনষ্টান্টিনোপলের নিকট একটী লাইস বৃক্ষ আছে; উহার কাণ্ডের পরিধি ১৫০ ফুট, এবং উহার মধ্যে ৮০ ফুট পরিধি বিশিষ্ট এক গহ্বর আছে।

নর্ম্মাণ্ডিদেশের আর একটী বৃক্ষের কথা আরও অদ্ভুত। ইহার কাণ্ডের অভ্যন্তরস্থ গুহার এক সাধারণ উপাসনা মন্দির স্থাপিত হইয়াছে; উহাতে কুমারী মেরীর এক প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত। উপাসকগণ ও পুরোহিত উহার মধ্যে সমবেত হইয়া উপাসনা করিয়া থাকেন। উহার উর্দ্ধদেশ খোদিত করিয়া আর একতলা গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। একজন সন্ন্যাসী এই দ্বিতল গৃহে বাস করেন। এই বৃক্ষটী অদ্যাপি বর্ত্তমান।

Smyrnaর সন্নিকটে একটী plane tree আছে; তাহার কাণ্ড ফাঁকা হইয়া এধার ওধার হইয়া আছে; উহার মধ্য দিয়া একজন অশ্বারোহী অনায়াসে চলিয়া যাইতে পারে।

আফ্রিকার Niger নদীতে একটী Baobal বৃক্ষ আছে; ইহার সতেজ মূর্ত্তি দেখিলে বোধ হয় ইহা বসকোরসের সমস্ত বৃক্ষকে পরাজিত করিতেছে। ইহা যে পরিমাণে মোটা, উচ্চ সে পরিমাণে নয়, দেখিতে বিকটাকার। সচরাচর পত্রহীন, কেবল বর্ষার

সময় অতিশয় ঘন পত্র পল্লব সমন্বিত হয়। কাণ্ড ২০ ফুট মাত্র উচ্চ; কিন্তু ইহার পরিধি শতাধিক ফুট। বর্ষাকালে এত পল্লবে শোভিত হয় যে, দূর হইতে দেখিলে একটী ক্ষুদ্র বন বলিয়া অনুমিত হইবে। বোধ হয় এই এত ভার বহন করিবার জন্যই ইহার কাণ্ড এত অপরিমিত মোটা। ইহার শাখা গুলি ৫০।৬০ ফুট দীর্ঘ। এই বৃক্ষের অভ্যন্তরে নিগ্রোগণ নৃত্যগীত, পান ভোজন, ধূমপান, প্রভৃতি আমোদে কাটায়। এইরূপ অপর কোন বৃক্ষের গহ্বর কারাগারে পরিণত হইয়াছে। আবার কোনটীর গহ্বরে বিচারালয়ে স্থাপিত।

এট্না পর্ব্বতের তলদেশে বিশাল chestnut বৃক্ষের কথা আবার আরও বিস্ময়-কর। count Borch বিশেষরূপে পরিমাণ করিয়াছেন যে, ইহার কাণ্ডের পরিধি ১৯০ ফুট। ইহার কাণ্ডের সুবিশাল গহ্বরে এক মেষপালকের গৃহ আছে; সে তাহার মেষপাল সমেত ইহার মধ্যে বাস করে। ইহার কাষ্ঠেই ইহার শীতের অগ্নি প্রজ্বলিত হয়; আবার গ্রীষ্মকালে ইহার রাশি রাশি ফল তাহার উদর পূর্ণ করে।

এই বৃক্ষটী 'chestnut of a Hundred Horses' নামে অভিহিত। কথিত আছে Jeon of Aragon নেপল্‌স্ যাইবার সময় সিসিলী দ্বীপে গিয়া তাঁহার সমস্ত অশ্বারোহী সমেত ইহার তল দেশে আশ্রয় লইয়াছিলেন। এই জন্যই ইহাকে ঐ নাম দেওয়া হইয়াছে। Count Boch বলেন তাহার সমস্ত অশ্বারোহী না হউক, ইহার কাণ্ডের গহ্বরে নিশ্চয়ই ৫০ জন ও বাহিরে ৫০ জন দাঁড়াইতে পারে।

বৃক্ষের বিশাল আকৃতি দেখিয়া কেহ কেহ বলেন, এটী একটী বৃক্ষ নয় ঊর্দ্ধে মিলিত হইয়া মধ্যে গহ্বরের আকার ধারণ করিয়াছে। Borch সাহেব বলেন, দেখিলে প্রথমে এই কথাই সত্য বলিয়া মনে হয়; কিন্তু বিশেষ পরীক্ষা করিলেই বুঝা যায়, ইহা একটী মাত্র বৃক্ষ। Canon Recupero এ বিষয়ে সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিয়াছেন। ইনি ইহার চারিদিকের মৃত্তিকা খনন করিয়া দেখিয়াছেন যে, তলদেশে একটীমাত্র প্রকাণ্ড মূল বর্ত্তমান আছে।

বৃক্ষগণ অতি প্রাচীন ও বৃহৎ হইলে প্রায়ই তাহাদের কাণ্ড শূন্য গর্ভ হইয়া যায়। আমাদের দেশে অতি প্রাচীন সুবৃহৎ আম, কাঁটাল বৃক্ষ প্রায়ই অন্তঃসার শূন্য। করাত দ্বারা চিরিলে তাহা হইতে তক্তা পাওয়া যায় না। অনেক বৃক্ষের কাণ্ড একদিকে একেবারে ফাঁকা হইয়া যায়। তাহার ভিতর ব্যাঘ্র ভল্লুক অনায়াসে প্রবেশ করিয়া বাস করিতে পারে। বৃহৎ বৃক্ষের ঐরূপ গহ্বর কত বড় হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়।

বৃক্ষের কাণ্ডের বিশালত্ব দেখা হইল। অনেক বৃক্ষের উচ্চতার বিষয় অবগত হইলে যারপর নাই বিস্মিত হইতে হয়। ওক্ বৃক্ষ সাধারণতঃ ১০০ ফুট উচ্চ হইয়া থাকে। আমাদের দেশে ৩।৪ তলা অট্টালিকা সাধারণতঃ ৩০।৪০ ফুট উচ্চ হইয়া থাকে। ইহা হইতে বুঝা যায় ওক্ বৃক্ষ কত উচ্চ।

Lebanon এর cedar বৃক্ষের উচ্চতা দেখিয়া লোকের মনে আপনা হইতেই ভক্তির উদ্রেক হয়। তীর্থযাত্রীগণ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে ইহার নিকট উপস্থিত হয় ও পূজা করে। এক একটী বৃক্ষের গাঢ় সবুজবর্ণ শাখা সমূহ আকাশ ভেদ করিয়া ১৫০ ফুট ঊর্দ্ধে গমন করিয়াছে।

আণ্ডিজ পর্ব্বতে এক জাতীয় তালবৃক্ষ জন্মায়। সেই সকল বৃক্ষ হইতে মোম উৎপন্ন হয়। উক্ত মোম হইতে অধুনা বাতি, সাবান প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে। এই বৃক্ষ সকল ঝড়ের সময় দুলিয়া যেন মাটীতে পড়িয়া যাইবার মত হয়। অথচ এই বৃক্ষের মস্তক ২০০ ফুট ঊর্দ্ধে মেঘের কোলে আশ্রয় লইয়া থাকে।

কালিফোর্ণিয়ার প্রকাণ্ড সীডার (wellingtonia gigantea) বৃক্ষের ন্যায় আর কোন বৃক্ষ এত ঊর্দ্ধে উঠে নাই। এই স্থানের এক তরুরাজ উচ্চতায় ৪৯০ ফুট। পঞ্চতন অট্টালিকা দশটী উপর্য্যুপরি স্থাপন করিলে উচ্চতায় ইহার সমকক্ষ হইতে পারে। ইহার পরিধিও বড় কম নয়,—১৩০ ফুট। এই স্থানেরই এক বৃক্ষ কোটরে ১৬ জন লোকে দণ্ডায়মান থাকিতে পারিত। কোন কোন বৃক্ষের বৃত্তান্তর গণনা করিয়া দেখা হইয়াছে যে, উহাদের বয়স তিন হাজার বা চারি হাজার বৎসর। এই সকল বৃক্ষের সহিত তুলনা করিলে বুঝা যায় মানব কত ক্ষুদ্র ও কত ক্ষণস্থায়ী।

অষ্ট্রেলিয়া আবিষ্কারের সহিত অনেক নূতন বস্তুর আবিষ্কার হইতেছে। এই স্থানের প্রসিদ্ধ বৃক্ষ Eucalyptus amygdalina, ৪৮০ ফুট উচ্চ। আর একটী বৃক্ষ দেখা গিয়াছে সেটী ৫০০ ফুট উচ্চ। মিশর দেশের পর্ব্বত সদৃশ পিরামিড্ অথবা strasbarg এর ভজনালয় (cathedral) ইহার ছায়ায় অবস্থান করিতে পারে। উক্ত পিরামিড্ ৪৮০ ফুট, এবং ভজনালয় ৪৬৬ ফুট উচ্চ। এই বৃক্ষই এখন পৃথিবীর মধ্যে উদ্ভিদ জাতের সম্রাট। অষ্ট্রেলিয়াতে আরও অধিক উচ্চ বৃক্ষ নাই কে বলিতে পারে?

আবার অনেক লতার দৈর্ঘ্য অতীব বিস্ময়জনক। ইটালীর দ্রাক্ষালতা এক বৃক্ষ হইতে অন্য বৃক্ষে অনবরত বিস্তার লাভ করে,—অনবরতই বাড়িতেছে, ইহাদের কোথায় আদি বা কোথায় অন্ত কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না।

ভারতবর্ষীয় শ্যামলতার বৃদ্ধিও অদ্ভুত। ইহার দৈর্ঘ্য ৫০০ ফুটের অধিক হইয়া থাকে। Humbolt সাহেব বলেন একজাতীয় সামুদ্রিক উদ্ভিদ আছে সেগুলি ১৫০০ হইতে ১৬০০ ফুট পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে।

Caracas এর Botanical gardenএ একজাতীয় convolvulus ছয় মাসে ৬০০০ ছয় হাজার ফুট দীর্ঘ হইয়াছিল। অতএব ইহার বৃদ্ধি ঘণ্টায় এক ফুটেরও অধিক প্রায় দেড় ফুট। ইহার অগ্রভাগের নিকট বসিয়া দেখিলে সহজেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহা কিরূপ একটু একটু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে।

আমেরিকার আমেজন নদী তীরে একজাতীয় লতা-বৃক্ষ জন্মায়। এই লতা-বৃক্ষের কাণ্ড এত স্থূল যে দুই জন লোক হস্তপ্রসারণ পূর্ব্বক ইহাকে ঘিরিয়া ধরিতে পারে না। এইজন্যই ইহাকে লতা না বলিয়া বৃক্ষ বলা হইতেছে। আবার ইহার বিস্তারের কথা অতীব অদ্ভুত। আমেজন নদীর তীরভূমি সাধারণতঃ অতি বৃহৎ বৃক্ষ-সমাকীর্ণ অরণ্যময়। এই তীরভূমির লতাবৃক্ষ এক বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে লতাইয়া লতাইয়া অনবরত বাড়িয়া যায়। একজন পর্য্যটক এই লতার একটী শাখার বিস্তার দেখিতে দেখিতে পঞ্চাশ মাইল গিয়া তাহার শেষ অগ্রভাগ দেখিতে পান। এই লতার অপর কোন শাখা অন্যদিকে যে আরও অধিক যায় নাই তাহাই বা কে বলিতে পারে?

যুবকগণের জীবিকা।

সম্প্রতি বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের শিল্প বিভাগ হইতে প্রকাশিত একখানি বুলেটিনে বাঙ্গালার বালক এবং যুবকগণের কারিগরী শিক্ষার নানা বিভাগের কথা অতি চমৎকাররূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই সমস্ত বিভাগে শিক্ষা লাভের জন্য শিল্প বিভাগ হইতে বৃত্তিও দেওয়া হয়।

কারিগরী শিক্ষার প্রধান বিভাগগুলি এই:—বয়ন বিদ্যালয়, জুনিয়ার টেকনিক্যাল স্কুল, সাধারণ টেকনিক্যাল স্কুল, মাইনিং স্কুল, বেঙ্গল ট্যানিং ইনষ্টিটিউট, সিল্ক উইভিং এবং ডাইং ইনষ্টিটিউট, মিকানিক্যাল এবং ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ সমূহ।

যে সমস্ত বালক নিরক্ষর কিম্বা অল্প বিস্তর লেখা পড়া জানে এবং যাহাদের কোনপ্রকার কাজে কোন কোন বিশেষ দক্ষতা নাই, তাহাদের জন্যই বয়ন শিক্ষার ব্যবস্থা।

গ্রামে সাধারণতঃ দুই মাসকাল বয়নশিক্ষা দেওয়া হয়। নিজের পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করিয়াও একজন সুদক্ষ ব্যক্তি মাসিক ২০৲ টাকা হইতে ৩০৲ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে। একখানি তাঁত ও অন্যান্য সাজসরঞ্জামে তাহার প্রাথমিক খরচ পড়িবে ৫০৲। এখানে বিনা পয়সায় এই শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া কিছু

বৃত্তি দিবারও ব্যবস্থা আছে। জেলাস্থ বয়ন বিদ্যালয়ে বালকগণ এক বৎসর কাল থাকিয়া উচ্চশ্রেণীর শিক্ষা লাভ করিতে পারে। ইহাপেক্ষাও শ্রীরামপুর বা বহরমপুরের উইভিং ইন্‌স্টীটিউটে ভাল শিক্ষা পাইতে পারে। যদি কৃষকের ছেলেরা এই শিক্ষা লাভ করে তবে অবসর সময়ে ইহা তাহাদের খুব উপকারে আসিবে।

যাহাদের আকাঙ্ক্ষা আরও উচ্চ, অথচ যাহারা কোন বিষয়ে ভালরূপে যোগ্যতা অর্জ্জন করে নাই তাহারা টেকনিক্যাল স্কুলের শিল্পবিভাগে বেশ শিক্ষা লাভ করিতে পারে। ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, পাবনা, রংপুর, বরিশাল, এবং খুলনাতে এইরূপ বিদ্যালয় আছে। এইসব স্থানে পড়িতে কোন বেতন দিতে হয় না, বরং উপযুক্ত ছাত্রগণকে বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। তাহার পড়া শেষ হইলে যোগ্য ছাত্রগণকে পুরস্কার কিম্বা লভ্যাংশ দেওয়া হয়।

যাহারা মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় হইতে পাশ করিয়াছে, অথবা যাহারা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭ম কিম্বা তদূর্দ্ধ শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছে তাহাদের জন্য জুনিয়ার টেকনিক্যাল বিদ্যালয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। পাঠ্যকাল চারি বৎসর। জানুয়ারী হইতে বৎসর আরম্ভ। সম্ভবতঃ, এখন হইতে ছাত্রগণের মাথা পিছু মাসিক ৩৲ টাকা করিয়া বেতন লওয়া হইবে—তবে কতকগুলি বৃত্তিরও ব্যবস্থা আছে। কারিগরী শিক্ষায় অনেক অর্থের প্রয়োজন। এইজন্য ছাত্রদের নিকট হইতে বেতন লইবার দরকার হইয়া পড়িয়াছে। আজকাল ভদ্রলোক শ্রেণীর অনেক মেধাবী ছাত্র এইসব শিক্ষালয়ে ভর্ত্তি হইতেছে—ইহা খুবই আশার কথা। ইহাদের চাকরীও সম্ভব জুটিতে পারে। আজকাল দেশে মোটর গাড়ী এবং কলকব্জার সংখ্যা যেরূপ দ্রুত বাড়িয়া যাইতেছে তাহাতে বহুসংখ্যক যন্ত্রবিদের (মেকানিক) দরকার হইয়া পড়িবে।

ইছাপুরে একটী অর্ডন্যান্স টেকনিক্যাল স্কুল আছে। এখানে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ এবং তদূর্দ্ধ শ্রেণীর প্রায় ৬০ জন ছেলেকে ভর্ত্তি করা হয়। ভর্ত্তির পূর্ব্বে ছেলেদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া লওয়া হয়। ইহাছাড়া তাহারা গ্রামোফোণ এবং লিঙ্গুয়া ফোন সাহায্যে ভাল ইংরেজী শিক্ষা করিতে পারিবে। ভর্ত্তি ২৲ টাকা লাগে এবং যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য জিনিষের বাবদ মাসিক ১৲ টাকা করিয়া চাঁদা দিতে হয়। পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ রাইফেল ফ্যাক্টরী অথবা মেটাল ও ষ্টীল ফ্যাক্টরীতে চাকরী পাইতে পারে।

যাহারা ম্যাট্রিকুলেশনের কিছু নিম্ন পর্য্যন্ত পড়িয়াছে, তাহারা সহজেই সার্ভে শিখিতে পারে। তবে বয়স ১৬ বৎসরের উপরে হওয়া চাই। আগষ্ট মাসের প্রথম হইতে এক বৎসর শিক্ষাকাল। কুমিল্লার নিকট ময়নামতি এবং বর্দ্ধমান, রংপুর, পাবনা ও রাজসাহীতে সার্ভে স্কুল আছে। মাহিয়ানা ১৷৷০ টাকা হইতে ৩৲ টাকা। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে জমিদারী সেরেস্তা, মিউনিসপালিটি, জেলাবোর্ড, পূর্ত্ত বিভাগ, গবর্ণমেণ্ট

ল্যাণ্ড, সেটেলমেণ্ট বিভাগ ইত্যাদি স্থানে চাকরী মিলিতে পারে, চাকরী পাওয়া মোটেই কষ্টকর নহে।

যাহারা ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া সার্ভে (জরীপ) পড়ে তাহারা ময়নামতিতে (কুমিল্লা) সার্ভে ফাইনাল কোর্সে আরও এক বৎসর শিক্ষালাভ করিতে পারে। বেতন মাসিক ৫৲ টাকা। এই কোর্সে পাশ করিয়া তাহারা কালেক্টরীর ল্যাণ্ড একুইজিসন, বা টায়ারা, সেটেলমেণ্ট এবং খাসমহল বিভাগে, গবর্ণমেণ্টর ট্রেভার্স, বন, পূর্ত্ত এবং সেচ বিভাগে, রেলওয়ে, চা বাগিচা অথবা কয়লা, তেল, ম্যাঙ্গানিজের খনিতে চাকরী পাইতে পারে। এই সব স্থানে তাহারা মাসিক গাড় ৫০৲ টাকা হইতে ১৫০ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে। পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের জন্য মাইন সার্ভে (খনির জরীপ) শিখিবারও বিশেষ ব্যবস্থা আছে। সার্ভে ফাইনালের উত্তীর্ণ প্রায় ৮ জন ছাত্রকে ৬ মাসের জন্য বাঙ্গালার কয়লা খনিসমূহে পাঠান হয়।

নন-ম্যাট্রিক ছাত্রগণ সাব-ওভারসিয়ারী পড়িতে পারে। ঢাকা, পাবনা, রাজসাহী ও বর্দ্ধমানে সাব ওভারসারী শিখিবার স্কুল আছে। কিন্তু এই সব বিদ্যালয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ এবং ম্যাট্রিকুলেশনের উপরে পড়া ছাত্র এত অধিক পরিমাণে আসিয়া ভর্ত্তি হয়, যেন ননম্যাট্রিকদের ভর্ত্তি হওয়া দুরূহ হইয়া পড়ে। ছাত্র-বেতন মাসিক ১৷৷০ টাকা। কতকগুলি বৃত্তিও দেওয়া হয়। দুই বৎসর শিক্ষার পর পরীক্ষোত্তীর্ণ যুবকগণ জেলাবোর্ড মিউনিসিপালিটি এবং জমিদারী সেরেস্তায় চাকরী পাইতে পারে। তাহারা কণ্ট্রাক্টরের অধীনে কাজ করিতে পারে কিম্বা নিজেরাও কনট্রাক্টর হইতে পারে।

সাব ওভারসিয়ারীর উৎকৃষ্ট ছাত্রগণ ঢাকাতে আশানুল্লা ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে আরও দুই বৎসর ওভারসিয়ারী পড়িতে পারে। বেতন মাসিক ৫ টাকা। কতকগুলি বৃত্তিও দেওয়া হয়। পরীক্ষায় পাশ করিয়া তাহারা ওভারসিয়ার পরীক্ষা বোর্ড হইতে ওভারসিয়ারের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হয়। তাহারা জেলাবোর্ড মিউনিসিপালিটি, জমিদারী সেরেস্তা এবং অন্যান্য স্থানে ৫০৲ টাকা ও তাহার অধিক বেতনে চাকরী পাইতে পারে।

রাণীগঞ্জ এবং সীতারামপুরে দুইটি মাইনিং স্কুল আছে। শিক্ষাকাল তিন বৎসর। ছাত্রগণকে খনিবিদ্যা গণিত, প্রাথমিক বিজ্ঞান এবং খনি সম্পর্কীয় মেকানিক্যাল ও ইলেক্‌ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিং প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রত্যেক ছাত্রকে প্রথম নাম রেজেষ্ট্রীর সময় মাহিনার লেকচারের প্রথম দ্বিতীয় বৎসরের জন্য ৫৲ টাকা ফী দিতে হয়। তৃতীয় বৎসরের ফী দশ টাকা। একটী বৃত্তি আছে। পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ খনিতে মোটা মাহিনায় চাকরী পায়।

বেঙ্গল ট্যানিং ইনিষ্টিটিউটে এককালে ৩৪ জন শিক্ষানবীশ লওয়া হয়। এই ৩৪ জনের মধ্যে বিহার উড়িষ্যা হইতে ৮ জন এবং বাংলা হইতে ৬ জন ছাত্র হইবার ব্যবস্থা

আছে। শিক্ষা ও নবীশার কাল ২ বৎসর—এক বৎসর কেমিক্যাল ল্যাবরেটরীতে ব্যয়ীত হয়। তাহাদিগকে ট্যানিংয়ের রাসায়নিক দ্রব্য বিশ্লেষণ এবং চামড়া প্রস্তুতের বিভিন্ন প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হয়। বাঙ্গলায় ১৬ জন শিক্ষানবীশ ছাত্রের মধ্যে ২জন প্রতি মাসে ৩ টাকা করিয়া এবং ২ জন ২০ টাকা করিয়া বৃত্তি পায়। কেমেষ্ট্রী সহ যাহারা বি-এস-সি পাশ করিয়াছে তাহারাই শুধু প্রথমোক্ত বৃত্তি পাইবার অধিকারী। দ্বিতীয় বৃত্তির জন্য আণ্ডার গ্রাজুয়েট. ম্যাট্রিকুলেট এবং নন ম্যাট্রিকুলেটদের নিকট হইতে দরখাস্ত গ্রহণ করা হয়। পরীক্ষোত্তীর্ণ যুবকগণ ১৫০৲ টাকা বা তাহার বেশী বেতনে চাকরী পাইতে পারে, অথবা নিজেরাও ব্যবসায় আরম্ভ করিতে পারে।

বহরমপুরে একটি সিল্কউইভিং এবং ডাইং ইনষ্টিটিউট আছে এই বিদ্যালয়ে দুই শ্রেণীর শিক্ষা দেওয়া হয়ঃ—(১) উন্নত বিভাগ (২) কারিগরী বিভাগ। প্রথমোক্ত ছাত্রগণের শিক্ষাকাল দুই বৎসর, ১৬ হইতে ১৫ বৎসরের যুবকগণ—যাহারা স্কুল ফাইনাল ম্যাট্রিকুলেশন কিম্বা সিনিয়র মাদ্রাসা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে ভর্ত্তিকালে তাহাদের দাবীই অগ্রগন্য। ১ম এবং ২য় বাৎসরিক শ্রেণীতে ১০ টাকা মূল্যের ১০টি বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা আছে। মুসলমানদের জন্য প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ৪টি এবং ২য় বার্ষিক শ্রেণীতে ৪টি বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। ছাত্রদিগকে কোন বেতন দিতে হয় না। করিগরী বিভাগে বয়স কিম্বা গুণ সম্বন্ধে কোন বাধা নাই। এই বিভাগে অনেকগুলি বৃত্তি দেওয়া হয়। এখানে ছাত্রদিগকে রেশম, রয়ন, রঞ্জন এবং ছাপের কাজ শিক্ষা দেওয়া হয়।

মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা দিবারও ভালরূপ ব্যবস্থা আছে। যাহারা এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের বোর্ড অব কনট্রোলের এডমিশন পরীক্ষায় পাশ করিয়াছে শুধু তাহারাই রেলওয়ে ওয়ার্কসপে প্রথম শ্রেণীর শিক্ষানবীশিতে ভর্ত্তি হইতে পারে। এই পরীক্ষা বোর্ড অব কনট্রোলের অধীনে বৎসরে দুইবার অর্থাৎ জানুয়ারী এবং জুন মধ্যে হয়। পরীক্ষার্থীদিগের বয়স ১৯ বৎসরের কম হওয়া চাই, এবং তাহাদিগকে পরীক্ষার ফি বাবদ ১২৲ টাকা দিতে হইবে। এই পরীক্ষায় দুইটি বিভাগ আছে—(১) বাধ্যতামূলক বিভাগ—এখানে ইংরেজী, গণিত এবং ফ্রি হ্যাণ্ড ড্রইং পরীক্ষা দিতে হয়। (২) স্বেচ্ছামূলক বিভাগ; এখানে মেকানিক্স, ত্রিকোণমিতি, প্রাথমিক পদার্থ-বিদ্যা, প্রাথমিক রসায়ন শাস্ত্র এবং ব্যবহারিক জ্যামিতির চিত্র অঙ্ক এই ৫টি বিষয়ের মধ্যে পরীক্ষার্থীকে দুইটি গ্রহণ করিতে হয়। এই সমস্ত ওয়ার্কসপে কাজ শিখিতে ৫ বৎসর সময় লাগে। এই সময় মধ্যে শিক্ষার্থীকে নিজ খরচ বাবদ কিছু কিছু বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। যে সমস্ত শিক্ষানবীশ সন্তোষজনক কাজ দেখাইতে পারে, তাহাদিগকে দুই বৎসরের জন্য ১০০৲টাকা বেতন ইনপ্র-

ভাররূপে ওয়ার্কসপের কাজেই রাখা হয়। এই কাজ হইতে তাহারা ক্রমে চার্জ্জহাণ্ডস্ এসিষ্টাণ্ট ফোরম্যান এবং ফ্যায়ারম্যানের পদে উন্নীত হয়।

ইঞ্জিনিয়ারের ব্যবসার পক্ষে যে সমস্ত বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা একান্ত প্রয়োজন, সেই সব বিষয়ে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে বেশ শৃঙ্খলামত শিক্ষা দেওয়া হয়। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রগণকে সাধারণতঃ বি-ই উপাধির জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান হইয়া থাকে।

আবহ বিজ্ঞান।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সাধু।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এতদ্ভিন্ন সূর্য্য চন্দ্রাদি গ্রহ ও অশ্বিনী-ভরণী আদি নক্ষত্রগণের উদয়াস্ত গতি ও অবস্থানাদি এবং উজ্জ্বল সন্ধ্যাতারা, হলাকার (লাঙ্গল Plough) সদৃশ দৃশ্যের সপ্তর্ষিমণ্ডল † (ursa major or the great Bear) বা বৃহৎ ভল্লুক এবং সাতভেয়ে (সাতভাই চম্পা) বা ক্ষুদ্র ভল্লুক (ursa minor or the little Bear) ও উহার লাঙ্গুলের অন্তে ধ্রুবতারা (Polestar) ও চতুরস্র প্রকৃতির সুদৃশ্য কালপুরুষ (orionis)

† সাতটী ঋষির নামে অর্থাৎ প্রথম অঙ্গিরা ঋষি, দ্বিতীয় অত্রি তৃতীয় মরীচি, চতুর্থ পুলস্ত্য পঞ্চম পুলহ, ষষ্ঠ বশিষ্ঠ এবং সপ্তম ঋষি ক্রতু সপ্তাদিমণ্ডল ও বশিষ্ঠের নিকট একটী ক্ষুদ্রতারা বশিষ্ঠের পত্নী অরুন্ধতী দৃষ্ট হয়। উক্ত বৃহৎ ভল্লুকের গলায় যেন দড়ী বাঁধা। কেন্দ্রের খোটায় আবদ্ধ, তদবস্থায় ঐ কেন্দ্রের দিকে মুখ করিয়া পশ্চাৎ দিকে যাইবার জন্য যেন টানাটানি করিতেছে ও ঐ খোটার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং উক্ত ক্ষুদ্র ভল্লুকের ল্যাজটীও যেন ঐ খোটায় বাঁধা আছে, সেও তদবস্থায় পলাইবার নিমিত্ত যেন ঐ খোটার চতুর্দ্দিকে সরিতেছে। উক্ত ভল্লুকদ্বয় শীত ও গ্রীষ্মকালে যথাক্রমে উত্তর ও উত্তর পূর্ব্বদিকে (ঈশান North-East দৃষ্ট হয়।

উহার উত্তর দিকের দুইটী তারা কালপুরুষের হস্তদ্বয়, দক্ষিণ দিকস্থ তারাদ্বয় উহার পদদ্বয় ও দুই হস্তের মধ্যস্থলের ক্ষুদ্র তারাটী উহার মস্তক, এবং মধ্যস্থলের তিনটী উজ্জ্বল তারা কাল পুরুষের কোমর বন্ধ ও তাহার নিম্ন দেশস্থ ক্ষুদ্র তারকাপুঞ্জ ও কাল পুরুষের ঢাল। উক্ত কাল পুরুষের সন্নিকটস্থ নক্ষত্রপুঞ্জের উজ্জ্বল রক্তবর্ণের নক্ষত্রটীর নাম ব্রহ্মা, ইংরাজীতে আরবদিগের নামানুসারে উহাকে আলডিবারণ (Aldebaran) কহে। উক্ত নক্ষত্র রক্তবর্ণ বলিয়া রোহিণী নামে খ্যাত। রোহিণীর উত্তর পশ্চিম দিকে কৃত্তিকা নক্ষত্র, উহা ছয়টী নক্ষত্রে রচিত খুরের ন্যায় দেখিতে। প্রাচীন গ্রীকেরা উক্ত নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যস্থ দুইটী নক্ষত্রকে হায়েডিস ও প্লিয়েডিস (Hyades and Pleides) কহিত। গ্রীসে এরূপ প্রবাদ আছে যে, আটলাসের ঔরষে প্লীয়নের গর্ভে হায়েডিস ও প্লিয়েডিস নামক দুইটী কন্যা জন্মে। উহাদের সহোদর হায়াস বৃষ কর্ত্তৃক শৃঙ্গাহত হইয়া প্রাণত্যাগ করায় উহারা শোকসাগরে মগ্ন হইয়া ঐ বৃষের সম্মুখে অশ্রুবর্ষন করিতে থাকে; দেবতারা উহাদের কাতরতা দর্শনে অনুকম্পা করিয়া উহাদের স্বর্গে লইয়া যান, তথাপি তাহারা ক্রন্দন পরিত্যাগ করে নাই। পরিশেষে দেবতারা ঐ বৃষকে তাহাদের সম্মুখে আনিয়া দেন। এরূপ প্রবাদ আছে যে, সূর্য্য বৃষরাশিস্থ উক্ত নক্ষত্র নক্ষত্রদ্বয়ের সম্মুখীন হইলেই, তাহারা অশ্রুবর্ষন করায়—বৃষ্টি হইয়া থাকে। (হায়েডিস শব্দের অর্থ বর্ষণকারী) এবং শুকতারা ইত্যাদি পরিদর্শন দ্বারা তাহারা রজনীযোগে সময় নিরূপণ ও লক্ষ্য রাখিয়া ইতস্ততঃ যাতায়াত করিত।

কৃষকগণ ও নীহার পাত, কুজ্ঝটিকা, পর্ব্বতশিখর হইতে বাষ্প উদ্গম এবং মেঘোদয় ও বায়ুর অবস্থান্তর দর্শনে ঝড় ও বৃষ্টির পূর্ব্বলক্ষণ নির্ণয় করিত।

পৃথিবীর সকল দেশের ও সকল জাতির পুরাবৃত্ত ও পৌরাণিক কাহিনী পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, প্রাচীন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই এরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাস ছিল যে "দেবতা দানব ও অপদেবতারাব ঝড় বৃষ্ট্যাদির সৃষ্টিকর্ত্তা এবং ঝঞ্ঝাবাতের উৎপাদক। ঝড় বৃষ্ট্যাদি দেবতাগণের লীলাখেলা, "দেব চরিত্র অবগত হওয়া মানুষের সাধ্যাতীত *

* অধিক কি অদ্যাবধিও অনেকের ধারণা যে মেঘ সমুদ্র হইতে দলে দলে আসিয়া পর্ব্বতের শালবনে প্রবিষ্ট হইয়া শাল পত্র ভক্ষণ করে, তাহার নিদর্শন স্বরূপ শাল পত্রে বিস্তর ছিদ্র দৃষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন মেঘের লালা পাত হওয়ায় ধরনীতে অভ্র জন্মে। মেঘকে অভ্রের ন্যায় দেখিতে বলিয়াই বোধ হয় মেঘকে অভ্র (cloud) কহে।

আবার অনেকে বলেন যে, ইন্দ্রদেব জলের জনয়িতা ও জল শোষণ কর্ত্তা। তিনি রুদ্রদেব (ঝড়), রোদসী (রুদ্রপত্নী ও মরুদ্গণের মাতা বিদ্যুল্লতা) মরুদ্গণ ও

দেবতারা দৈত্য দানব ও অসুরাদির সহিত যুদ্ধ বিগ্রহ কালে ঝড় ঝাপ্‌টাদি বিপ্লব ঘটাইয়া সংগ্রাম বাধাইয়া থাকেন।" এতদ্ভিন্ন অনেকের এরূপ ধারণা ছিল যে, মানব কোন গুরুতর অপরাধ (পাপ) করিলে দেবতারা তাহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া ক্রোধ পরবশ জন সাধারণকে শাসন করিবার নিমিত্ত আকাশ ঘোরতর ঘন ঘটায় আচ্ছন্ন ও মেদিনী অন্ধকারাবৃত করিয়া প্রবল বাত্যা প্রভাবে বৃক্ষশাখা ভগ্ন ও বিটপী সমূলোৎপাটন এবং পর্ণকুটীর উৎক্ষিপ্ত করতঃ বিদ্যুচ্ছটা ছুরিত গগণে কড়্‌ কড়্‌ নিনাদোৎপাদন করিয়া ঘন ঘন অশনিসম্পাৎ ও মূষল ধারে বৃষ্টিধারা ও করকাপাত দ্বারা ধরণী প্লাবিত করেন। তাহাতে মানব—পশু—পক্ষী—কীট—পতঙ্গ ও সরীসৃপাদি কাহারও তিষ্ঠিবার উপায় থাকে না।" সুতরাং সেই অরুন্তুদ বিপ্লবের কবল হইতে রক্ষা লাভ কামনায় মানুষ ইন্দ্রাদি দেবতা গণের ক্রোধ উপশমনার্থ ও তাহাদের তুষ্টি সাধনোদ্দেশে মহিষ, বৃষ, মেষ ও ছাগাদি বলী মানসিক সংকল্প করিয়া তাঁহাদের আরাধনা ও অর্চ্চনায় নিমিত্ত দেবমন্দিরস্থ পুরোহিত গণের শরনাপন্ন হইত।

জলাধিপতি পর্জ্জন্য দেব এবং বরুণাদি সাঙ্গোপাঙ্গো সহ একত্র মিলিত হইয়া প্রাবৃট কালীন "ইন্দ্রমহোৎসব অর্থাৎ আনন্দ উপভোগ করেন।"

আমরা বাল্যকালে নিম্নলিখিত বৃষ্টিবিষয়ক ছড়া গুলি আবৃত্তি করিয়া যার পর নাই আনন্দ লাভ করিতাম। যথাঃ—

"আয় বৃষ্টি চেপে, ধানদিব মেপে॥"

"বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদীতে এলো বান।
শিবঠাকুরের বিয়ে হ'চ্চে তিনটী কন্যা দান।"

"খেঁকশিয়ালীর লোটাকান, দুঃক্ষেভরা রোদ আন্‌॥"

"রোদ হে।"চ্চে বৃষ্টিহোচ্চে, শেয়াল কুকুরের বিয়ে হোচ্চে।

"হে বৃষ্টি ধোরে যা, নেবুর পাতা করমচা।"

"কচুর পাতায় করমচা, ঐ মেঘ খান উড়ে যা।"

"আয় রৌদ্র হেলে, ছাগল দিব মেলে।"

"রোদ আয় রে ছটাফটা, ছাগল দেব গোটা গে টা।"

ইত্যাদি।

আবহাওয়া ও শস্য সংবাদ।

বঙ্গদেশ।

বিগত ২রা জানুয়ারী হইতে কোনও প্রকার বৃষ্টি হয় নাই। রবি শস্য বপন শেষ হইয়া গেল। শীতকালের অর্থাৎ হৈমন্তিক ধান প্রায় সব গোলাজাত হইয়া গেল। মোটের উপর এবার ফসলের সংবাদ ভালই শুনা যাইতেছে।

বিহার ও উড়িষ্যা।

বিগত ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে চম্পারন, মজঃফরপুর, দ্বারবঙ্গ প্রভৃতি জিলাতে স্বল্প বারপাত হইয়াছে। অন্যান্য স্থলে বৃষ্টি হয় নাই। এখনও এই প্রদেশে হৈমন্তিক ধান গোলাজাত হইতেছে এবং কতিপয় জিলাতে ধান হইতে চাউল প্রস্তুত কার্য্য সমানে চলিতেছে। রবিশস্যের খবর ভালই। কয়েকটি জিলাতে আখ হইতে গুড়ের নিষ্কাশন বা প্রস্তুত কার্য্য সমানে চলিতেছে। পুরীতে দলুয়া ধানের বপন চলিতেছে। উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর অঞ্চলের দেশীয় সামন্ত রাজ্যের আখের চাষের এবার উন্নতি বেশ দেখা গিয়াছে। আখ হইতে গুড় প্রস্তুতও বেশ চলিতেছে। নিম্ন বা নাবাল জমী হইতে ধান উঠান প্রায় সারা হইয়া গিয়াছে ও কয়েকটী দেশীয় রাজ্যে ধান কাটা এখনও চলিতেছে।

মধ্যপ্রদেশ।

বিগত ডিসেম্বর মাসের শেষার্দ্ধ কাল আবহাওয়ার খবর ঠাণ্ডা বা শীতল ছিল। তবে মাঝে মাঝে আকাশে মেঘ ছিল। তবে পোকা লাগিয়া স্থানে স্থানে তিসিচাষের অনিষ্ট হইয়াছে। আবার নাগপুর ও ভাণ্ডারা অঞ্চলে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ থাকায় তিসি ও লাক্ষা চাষ উভয়েরই কিছু কিছু ক্ষতি হইয়াছে। ইহা ভিন্ন মোটের উপর রবিশস্যের খবর ভালই বলিতে হইবে। জুয়ার কর্ত্তন কার্য্য, তুলাগাছ হইতে তুলা বাহির করণ, খারিপ নামক এ প্রদেশস্থ শস্যের গোলাজাত করণ কার্য্য সমানে চলিতেছে। সোলাঙ্গাবাদ জিলাতে তিল, ক্ষেত হইতে উঠাইয়া গোলাজাত করান হইতেছে। দেশীয় রাজ্যগুলিতে "কদ" নামক শস্যের এবং ধানের ক্ষেত হইতে ফসল ঘরে মজুত করা হইতেছে। এসব অঞ্চলেও রবিশস্যের খবর ভালই বলিতে হইবে।

মাদ্রাজ।

উক্ত প্রদেশে বিগত ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে কর্ণাটক জিলাতে বৃষ্টি পড়িয়াছিল। নীলগিরি অঞ্চলে ও মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মধ্য ও দক্ষিণ ভাগের জিলা গুলিতেও বেশ বৃষ্টি পড়িয়াছিল। শস্যের খবর মোটের উপর ভালই। বপন কার্য্যও মন্দ নহে। ধান গোলাজাত করিয়া রাখিতে দাক্ষিণাত্যের ও উত্তর সরকার প্রদেশে কৃষকেরা বেশ ব্যস্ত আছে। এবং রবিশস্যের গোলাজাতকার্য্য ও উত্তর সরকার প্রদেশে দক্ষিণাত্য ও অন্যান্য স্থানে বেশ চলিতেছে। মোটের উপর বলিতেই হইবে শস্যের খবর মন্দ নহে।

পঞ্জাব প্রদেশ।

ডিসেম্বর মাসের শেষ ভাগে প্রায় সর্ব্বত্র বৃষ্টি পড়িয়াছে। কেবল হিস্‌সর, গুরগাঁ ও মুলতান জিলাতে হয় নাই। এই বৃষ্টি শস্যের পক্ষে মোটের উপর ভালই ফল ফলিয়াছে। যে সকল স্থানে জলসেচনের সুব্যবস্থা আছে সে সব অঞ্চলে স্থানীয় শস্যের অর্থাৎ (ইক্ষু, তরিয়া, গম, যব, বার্লি) প্রভৃতির খবর বেশ ভাল। এবং মোটের উপর প্রায় সব স্থানেরই খবর মন্দ নহে বলিতেই হইবে।

আসাম।

বিগত ৭ই জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তখন পর্য্যন্ত খবর পাওয়া গিয়াছে উক্ত প্রদেশের জলবায়ু চাষের পক্ষে অনুকূল। ভাবী ফসলের খবরও ভালই।

তিলের পূর্ব্বাভাষ।

বঙ্গদেশ।

(১৯২৮—২৯)

১৯২৬—২৭ সালের হিসাব হইতে আরো পাঁচ বৎসর পূর্ব্বেকার হিসাব নিকাশ দেখিলে বুঝিতে পারা যায় নিখিল ভারতে যতটা তিলের চাষ হয় তাহার শতকরা ২৭ ভাগ বঙ্গদেশে হইয়া থাকে।

জলবায়ুর অবস্থা—মৈমনসিংহ জিলাতে ও পশ্চিম বঙ্গের জিলাগুলিতে বপনের সময় জলবায়ুর অবস্থা ভাল ছিল না। তবে পরে জল হাওয়া অনুকূল হওয়ায় শস্যের উন্নতি দৃষ্ট হয়। আবার অক্টোবর মাসের প্রচুর বারিপাতে পরিপুষ্ট শস্যের

বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে ও পরিমাণের হ্রাসও অনেক জিলাতে হইয়াছে। যাহা হউক মোটের উপর শস্যের খবর মন্দ নহে বলিতেই হইবে। এ বৎসর মোট ৫১১০০০ একর পরিমিত জমীতে তিলের চাষ হইয়াছে। তৎপূর্ব্ব বৎসর ৫০৭০০০ একর জমীতে হইয়াছিল।

ফলনের খবর—এবৎসর আশা করা যাইতেছে যে শতকরা ৮৪ ভাগ শস্য ফলিবে। গতবৎসর শতকরা ৮৩ ভাগ ফলিয়াছে। প্রতি একরে সাধারণ ফলন ছয় মণ হিসাব ধরিলে এ বৎসর মোটের উপর ৯৫০০ টন ফলিয়াছে, বা গত বৎসরের হিসাব ৯৩০০ টন ধরিলে শতকরা দুই ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বিহার ও উড়িষ্যা।

বিগত পাঁচ বৎসরের হিসাব ১৯২৬—২৭ সাল পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে যে সমগ্র ব্রীটিশ ভারতের তিল চাষের জমী ধরিলে শতকরা ৩৫ ভাগ চাষ এই প্রদেশে হইয়া থাকে। এই প্রদেশে পূর্ণিয়া জিলা ব্যতীত প্রায় সর্ব্বত্রই তিল চাষ হইয়া থাকে। তবে সম্বলপুর, প্যালামৌ, সাঁওতাল পরগণা, এবং আঙ্গুল অঞ্চলে খুব বেশী হইয়া থাকে। পশ্চিম ত্রিহুত ভূভাগেও চাষ বেশ হইয়া থাকে। মজফঃরপুর, দ্বারবঙ্গ, বালেশ্বর এবং পুরী এই সকল স্থানের তিলচাষের পরিমাণ সহস্র একর হইতে কম এবং এ বৎসর পাটনা অঞ্চলে চাষ একেবারেই হয় নাই।

জলবায়ুর অবস্থা ও শস্যের খবর—প্রথম হইতেই সম্বলপুর, প্যালামৌ, সাঁওতাল পরগণা, ও আঙ্গুলের খবর ভালই ছিল। অপরাপর স্থলের (দ্বারভাঙ্গা ও ভাগলপুর ব্যতীত) ও মোটের উপর মন্দ নহে। এবৎসর ২০৭৩০০ এবার ও তৎপূর্ব্ব বৎসর ২০৯১০০ একর জমীতে তিল চাষ হইয়াছিল। ভাগলপুর জিলাতে শস্যের পরিমাণ হ্রাস হইয়াছে। ইহা বপন কালের জলবায়ুর অবস্থা ভাল না থাকায় হইয়াছে। সরকারী কৃষি বিভাগের কর্ত্তাদের মতে এবৎসর যেরূপ হওয়া উচিত শতকরা ৯৮ ভাগ তাহা হইয়াছে। একর প্রতি ৪½ মণ হিসাব ধরিলে এবৎসর আশা করা যায় ৩৫,০০০ টন শস্য হইবে। পূর্ব্ববৎসর ৩৮,৪০০, টন হইয়াছিল।



চা আমদানী: জানুয়ারী মাসের ৫ই তারিখে ১৯২৯ সাল প্রায় এই সময়ে ১৯২৮ সালে সকল স্থান হইতে কলিকাতায় ৬৬৫৫ ও ৫৪০৩ পাউণ্ড চা যথাক্রমে ১৯২৭ ও ১৯২৮ সালে আমদানী হইয়াছে।

চা রপ্তানী: বিগত ৫ই জানুয়ারী তারিখে ও পূর্ব্ববৎসর প্রায় এইসময়ে সমুদ্র দিয়া কলিকাতা ও চট্টগ্রাম বন্দর হইতে যথাক্রমে (১৯২৯ সালে) ৩৪২১,৬,২৮২৪ পাউণ্ড চা বাহিরে রপ্তানী হইয়াছে। তৎপূর্ব্ব বৎসর অর্থাৎ ১৯২৮ সালে কলিকাতা ও চট্টগ্রাম হইতে যথাক্রমে ৩৯৯৮ ও ১৭৩৭ পাউণ্ড চা বাহিরে প্রেরিত হইয়াছে।

নিম্নে সকল বন্দর হইতে চা প্রেরণের হিসাব প্রদত্ত হইল।

	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	জুলাই——নভেম্বর ১৯২৮
বিলাত	৩৮৫১৪	৪৭৩০৯	৩৯৯৫০	১৯৫৯১৭
উত্তরআমেরিকা	২৮৩৫	৩৮০৫	২৭৫৩	১১৯৬৮
ইরাক আরব পারস্য	৮৯৭	১৪০২	৩৮৭	৪১৫১
অষ্ট্রেলিয়া ও নবজিলাণ্ড	১০৪১	৫৫৭	১০১২	২৮৭২
সিংহল	১২৪	৩৪৪	৩৬০	১৩৬৯
মিশর	৩৪৪	৫৩৮	১৩৮	২১১৭
অপরাপর দেশ	৩৬২৬	২৫০২	১৪৯৯	১৩০৬৪
মোট ১৯২৮ অব্দে	৪৭৩৮১	৫৬৪৫৭	৪৯০৯৯	২৩১৪৫৮
১৯২৭	৪৬৩৮৭	৬০৫০৭	৫৯০৩৭	২৪১৭০৮
১৯২৬	৫২৫৩০	৩৭০১০	৪৯৮০	২১৮৩১৩

বিশেষ দ্রষ্টব্য—ইহা হাজার পাউণ্ড করিয়া হিসাব যেমন সিংহলের সেপ্টেম্বর মাসে ১২৪ হাজার পাউণ্ড প্রভৃতি।

বিলাত হইতে অপরাপর দেশের ভারতীয় চায়ের রপ্তানীর হাজার করা পাউণ্ডের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

	১৯২৮ সাল			১৯২৮ সাল
	সেপ্টম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	জানুয়ারী—নভেম্বর
রুস	১০২	৩৫৭	৯১০	৪২৮১
আয়ালাণ্ড	১১৭৪	১২৫২	২২৮৩	১৬০৯৯
অপরাপর ইউরোপীয় দেশ	৯৪৭	৯১০	১৫৯১	১০৩৩৮
আমেরিকা যুক্তরাজ্য	৯৭৭	৪৭৩	৫৪৫	৬৮৭১
মধ্য ও দক্ষিণ এমেরিকা	১৪৮	১৩৩	১৪৪	১৭২৪
কানাডা নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড	৪৩৩	৩৭৬	১০৯৭	৫৩৬৩
অপরাপর দেশ	১৬৩	৮২	১৭২	১৬২২
মোট ১৯২৮ সাল	৩৮৪৪	৩৫৮৩	৬৭৪২	৪৬২৯৮
১৯২৭	৩১৮৯	৩৮০৪	৪০০৬	৪৪৯১১
১৯২৬	৩১৩৪	৩৭৩৩	৫৪১২	৩৭৭৩৫

কলিকাতাস্থ ১৭ই ও ডিসেম্বর তারিখের নীলামে দর প্রতি পাউণ্ডে বারো আনা এক পাই ছিল। ২১ শে ডিসেম্বর তারিখের লণ্ডনের বাজার দর নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রতিপাউণ্ড	শিলিং	পেন্স	d
দারজিলিং	১	৭$\frac{১}{২}$	$7\frac{১}{৪}$
আসাম	১	৬$\frac{১}{২}$	$6\frac{১}{৪}$
কাছাড় ও শ্রীহট্ট	১	২$\frac{৫}{৮}$	$2\frac{৫}{৪}$

চায়ের ব্যবসার দু একটি কথা।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে চা এদেশস্থ কৃষিজ সম্পদ। পৃথিবীতে জল ভিন্ন এরূপ সুলভ পাণীয় আর নাই। কোটি কোটি টাকা এই ব্যবসাটিতে খাটিতেছে ও লক্ষ লক্ষ লোকের অন্ন হইতেছে। আমেরিকা মহাদেশে মদ্য পান রহিত হওয়ায় ইহার প্রচলন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। বিলাতের বাজার ও আমদানী রপ্তানীর হিসাব ধরিলে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, ইহার demand বা চাহিদা বিদেশে বেশ বাড়িতেছে। কেবল তাহা নহে ভারতবর্ষেও ইহার প্রসার বাড়িতেছে। অবাধ মদ্য পান রহিত করিতে হইলে তাহার প্রতিষেধক রূপে চা প্রচলিত হইলে দেশের অনেক উপকার হইতে পারে বলিয়া অনেকেরই বিশ্বাস। চায়ের কাটতি দেখিয়া একশ্রেণীর নীচমনা ব্যবসাদার কলিকাতায় ও মফঃস্বলে খারাপ চা, যাহা পান করিবার জন্য নহে কেবল রসায়নিক কার্য্যে ব্যবহৃত হয় সেরূপ চা, অল্পমূল্যে কিনিয়া ভেজাল দিয়া বিশেষ অনিষ্ট সাধন করিতেছে। এ বিষয় আর নিশ্চিন্ত হওয়া উচিৎ নহে। আমরা এবিষয়ে ভারতীয় চা সেসসমিতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। কেবল তাহাই নহে, মিউনিসিপালিটিগণ এ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়া উঠুন। সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগ ও মিউনিসিপালিটি

ও জনসাধারণ মিলিত হইয়া দেশের এই অনিষ্টকর ব্যাধি দূর করুণ। এই ব্যবসায়টি ভারতের এক প্রকার নিজস্ব সম্পদ। বিদেশী ও দেশী মূলধন সমবেত হইয়া এই ব্যবসায় চলিতেছে। যাহাতে এইব্যবসায়টির শ্রীবৃদ্ধি হয় তাহার চেষ্টা সকলেরই করা উচিত। আশা করি এই বিষয় শীঘ্রই দৃষ্টি পড়িবে।

সংগ্রহ।

ঘাস হইতে দুগ্ধ—জনৈক দিনেমার রাসায়নিক, একটী কল প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে একদিকে ঘাস দিলে অন্য দিক দিয়া কাগজের মত শক্ত দুগ্ধ বাহির হইয়া আসে। এই কাগজ দেখিতে নোটের কাগজের মত, এবং বহু দিন ভাল অবস্থায় থাকে। একটু গরম জলের মধ্যে এই কাগজ দিলেই টাটকা দুগ্ধ প্রস্তুত হয়।

টেলিগ্রামে পত্রের ফটো—টেলিগ্রামে যেরূপ ক্ষণকাল মধ্যে স্থানান্তরের সংবাদ প্রেরিত হয়, ফটোরেডিও যন্ত্রের সাহায্যেও সেইরূপ হস্তলিখিত পত্রের ফটো পাঠান হইতেছে। লণ্ডনের মারকোনী কোম্পানী বড়দিনের অভ্যর্থনাজ্ঞাপক পত্রাদির ফটো "ফটোরেডিও"র সাহায্যে আমেরিকায় পাঠাইয়া থাকেন। ৪ ইঞ্চি প্রস্থ ও পাঁচ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য প্রতি পত্রের জন্য খরচা ধার্য্য হইয়াছে ৮ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ১২০ টাকা।

নূতন পশু বিদ্যালয়—স্থির হইয়াছে যে, ১৯২৯ সালের জুলাই মাসে বিহার ও উড়িষ্যা সরকার পাটনায় পশুচিকিৎসার জন্য ভেটারিনারী কলেজ খুলিবেন। পশুচিকিৎসা সম্বন্ধে অনুসন্ধানাগার ব্যতীত একটী আধুনিক দুগ্ধ, মাখন ও ঘৃতের কারখানা এবং গৃহপালিত পশু উৎপাদনের স্থান থাকিবে।

পৃথিবীর বৃহত্তর হোটেল—দক্ষিণ আমেরিকার মন্টে-ভিডিও সহরে Palacio Saloon নামে একটী বিরাট হোটেল নির্ম্মিত হইয়াছে এই হোটেলটী উর্দ্ধে ৩৩২ ফিট, তাহার মেজে দীর্ঘে ২০,০০০ ফিট; তাহাতে ৪৫০টী কামরা আছে। ইহাই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তর হোটেল।

বেতার টেলিগ্রাফের বিস্ময়কর কার্য্য—বেতার-টেলিগ্রাফ এখন জলে স্থলে নভোমণ্ডলে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ বেতার-টেলিগ্রাফের

আরও বিস্ময়কর উৎকর্ষ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের উদ্ভাবিত অভিনব প্রণালী অনুসারে লণ্ডনের দৈনিক সংবাদ পত্র সমূহ কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ভারতে মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইবে। এই যন্ত্র দ্বারা ভূগর্ভে কোথায় কোন গুপ্তধন এবং ধাতুর খনি আছে তাহাও আবিষ্কৃত হইতেছে।

কৃষিকার্য্যে এক্সরে—ডাক্তার জ্যাকসন প্রথম কৃষিকার্য্যে এক্সরে পরীক্ষা আরম্ভ করেন। এখন ইহার সাহায্যে কৃষির অভাবনীয় উন্নতি হইবে বলিয়া সকলে মনে করিতেছে। মার্কিণে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, এক্সরে প্রয়োগ করিলে ফুল ফল ও আলু একমাস আগে পাওয়া যায় এবং ১০।১২ গুণ অধিক ফলিয়া থাকে।

কৃষির উন্নতি ঃ—তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট কৃষির উন্নতি কল্পে ৫০ লক্ষ পাউণ্ড বা ৭৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন।

কৃষির উন্নতি বিধান—হুগলীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, সি, বাগচি বাঙ্গালা দেশে কৃষির উন্নতি সম্পর্কে একটী স্কিম দাখিল করিয়াছেন এবং বাঙ্গালা সরকারের স্বায়ত্তশাসন বিভাগ এই স্কিম বিবেচনা করিতেছেন।

মিঃ বাগচির প্রস্তাবের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখযোগ্য—প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে বাধ্যতামূলক হিসাবে কৃষিবিদ্যার অধ্যাপনা, প্রত্যেক থানায় একটী করিয়া পশু হাসপাতাল স্থাপন, প্রত্যেক হাসপাতালে দুইজন করিয়া বিশেষজ্ঞ পশুচিকিৎসক নিয়োগ, কোন স্থানে পশুর মড়ক উপস্থিত হইলে তথায় অস্থায়ীভাবে হাসপাতাল স্থাপন, কৃষি বিভাগে গবেষণার জন্য কয়েকজন করিয়া লোক নিয়োগ, জল-সরবরাহ সম্বন্ধে সেচ বিভাগের কার্য্য এবং কৃষি সমিতি, কৃষি ব্যাঙ্ক ও গ্রাম্য সমিতি নিয়োগ।

কাষ্ঠ হইতে খাদ্য—বিখ্যাত জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক ডাঃ ফ্রেডরিক বার্জিসের তত্ত্বাবধানে এক দল জার্ম্মান রাসায়নিক কাষ্ঠ হইতে খাদ্য প্রস্তুতের এক অভিনব পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন।

বৈজ্ঞানিকেরা অনেক দিন হইতেই জানিতেন যে কাষ্ঠ হইতে খাদ্য প্রস্তুত করা যায়। কিন্তু বহু বৎসরের সাধনায়—এতদিন পরে তাহাদের আশা পূর্ণ হইয়াছে। কড়া হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাহায্যেই কাষ্ঠকে এই ভাবে পরিবর্ত্তিত করা হয়। উহার শতকরা ৭৫ ভাগ এই ভাবে গোমহিষাদির খাদ্যে পরিণত হইতে পারে। ইহাকে আরও বিশোধিত করিলে মানুষের উপযোগী খাদ্য হয়। ডাঃ বার্জ্জিয়স বলেন, খড়কেও এই পদ্ধতিতে খাদ্যে পরিণত করা যায়। খড় হইতে আরও অনেক জিনিষ প্রস্তুত হইতে পারে, যথা—কাগজ, নকল রেশম, আলোকচিত্রের ফিল্ম ইত্যাদি।

জমিদারের কৃষিকার্য্য—বিলাতের এক লর্ডের উত্তরাধিকারী কৃষিকার্য্য করিয়া কালযাপন করিতেছিলেন। সম্প্রতি তিনি লর্ডসিপ ও তৎসংযুক্ত বৃহৎ

জমিদারী লাভ করিয়াও বলিতেছেন, খাজনার টাকা ভোগ ও বিলাসিতা করা অপেক্ষা চাষ করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করা অনেকাংশে বাঞ্ছনীয়। তিনি এই জন্য উত্তরাধিকারিত্বে প্রাপ্ত সমস্ত সম্পত্তি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এরূপ সদ্দৃষ্টান্ত শুধু ইংরাজ নয় সকল জাতির মধ্যেই বিরল। চাষের কার্য্যে যে স্বাধীনতা ও গৌরব আছে, তাহা সকলেই স্বীকার করেন, কিন্তু দাসত্ব ও বিলাসিতার দুর্দ্দমনীয় লোভ পরিত্যাগ করিয়া কেহ চাষার কার্য্যে মন দিতে চায় না। বিলাতের এই ধনী সন্তানের আদর্শ যদি সকল দেশেই অনুসৃত হয়, তাহা হইলে সংসারের অনেক দুঃখ কষ্ট দূর হইতে পারে।

মৃতবৃক্ষে জীবনদান—কলিকাতার বসু ইনষ্টিটিউটে বহু লোকের সম্মুখে বিজ্ঞানাচার্য্য স্যার জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞানের অদ্ভুত শক্তি প্রদর্শন করেন। তাঁহার উদ্ভাবিত পেরিসটালেটোগ্রাফ যন্ত্রের কার্য্য দেখিয়া উপস্থিত সকলে বিস্মিত হইয়া যায়। স্যার জগদীশ এই যন্ত্রের সাহায্যে একটী মৃত বৃক্ষকে সঞ্জীবীত করিয়া ইতিপূর্ব্বে বিলাতের বহু লোককে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। একটি ভেকের হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গেলে তিনি একটি নবাবিষ্কৃত ঔষধ দ্বারা তাহার জীবন দান করিয়াছিলেন। স্যার জগদীশ বলেন, তাঁহার নবাবিষ্কৃত ঔষধের ক্রিয়ার পরীক্ষা গাছগাছড়ার উপরই ভালরূপ হয়। তিনি বহু প্রকারে গবেষণা করিতেছেন। তিনি আশা করেন মানবের যন্ত্রণায় প্রতিকারের ব্যবস্থা হইতে পারিবে। তিনি ভারতীয় অনেক গাছ গাছড়ার গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে, কতকগুলির এমন শক্তি আছে যে, হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গেলে পুনরায় তাহার ক্রিয়া করাইতে পারে। ভারতীয় বিবিধ গাছগাছড়া পরীক্ষা করার একান্ত প্রয়োজন এবং একটি ভেষজ উদ্যান প্রতিষ্ঠারও প্রয়োজন। ঐ সকল গাছ গাছড়া হইতে প্রস্তুত ঔষধ প্রয়োগে মানবের কিরূপ ফল হয় তাহার পরীক্ষা করার দরকার। এইরূপ শুধু যে একখানি নূতন ফারমাকোপিয়া অর্থাৎ ঔষধ প্রস্তুতপ্রণালী বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন হইবে তাহা নহে, ইহাতে কৃষি শিল্পেরও উন্নতি হইবে।

চাউলের খবর।

(১৯২৮)

শ্যামরাজ্য—শ্যামরাজ্যের মহামান্য কন্সাল জেনারল ব্যাঙ্কক হইতে বিগত ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে খবর দিতেছেন যে ১৯২৮ সালে শ্যামরাজ্যে ৪,২০,০০০ একর জমীতে ধান চাষ হইয়াছে ও ২৭৪৩০০০ টন চাউল উৎপন্ন হইয়াছে, তৎপূর্ব্ব বৎসর জমীর পরিমাণ একই ছিল তবে ২৫৬০,০০০ টন চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল। অর্থাৎ এবৎসর কিছু বাড়িয়াছে। ১৯২৮ সালে চাউল রপ্তানী ১৫৫০,০০০ টন ও তৎপূর্ব্ববৎসর ১,৫৭০,০০০ টন হইয়াছে।

মুর্গী-চিকিৎসা

প্রকৃতি নিজের জীবরাজ্যের সাহায্য নিজেই করিয়া থাকেন। আমরা গৃহপালিত কুকুর, বিড়াল, বেজি, ময়না প্রভৃতিকে দেখিয়া থাকি যে শরীরমধ্যে কোন রোগ হইলে তাহারা গাছ, গাছড়া, ঘাস, শিকড় পালা খাইয়া নিজেদের চিকিৎসা নিজেরা করিয়া থাকে। ইতর প্রাণীদের এ বিষয়ে জ্ঞান বিভুদত্ত এবং তাহা প্রশংসনীয়। গৃহপালিত পক্ষিগণকে খুব পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতায় রাখিতে হইবে; তাহা না হইলে তাহাদের ওলাউঠা, বসন্তাদি সংক্রামক রোগ আক্রমণ করিলে পালকে পাল উজাড় করিয়া দেয়। সেইজন্য এ বিষয়ে খুব সাবধান হওয়া উচিত। ছানাগুলি সচরাচর অপর্য্যাপ্ত আহার করিয়া পেটের অসুখে ভুগিয়া থাকে। সেই জন্য প্রায়ই মধ্যে মধ্যে তাহাদের গুহ্যদ্বার পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। এই সময়ে তাহা বন্ধ হইয়া গিয়া বেদনাতে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে এবং হাই তোলে ও অবশেষে যাতনায় প্রাণত্যাগ করে। এ সকল বিষয় পরে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছি। পক্ষীদের কদাচ অপর্য্যাপ্ত ভোজন করাইবে না; তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে কদাচ রোগের আক্রমণ দেখা যাইবে না। আমাদের দেশের পক্ষীর মধ্যে যাবতীয় রোগের উদ্ভবের কারণ, অযত্ন, খাদ্যাভাব, খাদ্যের প্রচুরতা স্যাঁতা (damp), ময়লা বা কাদা, অপরিচ্ছন্নতা, ঘেঁস (overcrowding), অস্বাস্থ্যকর গৃহে বা স্থানে বাস, অবিশুদ্ধ পানীয়জল, পোকা বা উকুন, পরিষ্কারতার অভাব, নির্ম্মল বায়ু চলাচলহীন গৃহে বাস এবং জলে ভিজা ইত্যাদি। জলচর পক্ষীগণ জলে ভিজিলে বড় ক্ষতি হয় না বটে, কিন্তু মুর্গী বিশেষতঃ অত্যাধিক পালকযুক্ত জাতিগণ জলে ভিজিলে ঠাণ্ডা লাগিয়া রোগগ্রস্ত হয়; সেইজন্য রোগ প্রবেশ করিতে দিবার পূর্ব্বে তাহা পক্ষীগৃহে যাহাতে প্রবেশ করিতে না পারে সেইজন্য পূর্ব্ব হইতেই সাবধানতা অবলম্বন করিবে। পালের মধ্যে নবানীত পাখিটি বা পাখীগুলিকে অন্ততঃ অপর পাখী হইতে একমাস হইতে ১॥০ মাসকাল পৃথক রাখিবে এবং তাহাকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিবে। মুখাভ্যন্তর, ডানা, পর, পা, নখ, নাক, চক্ষু, মাথা, কান, গুহ্যদ্বার ইত্যাদি সব স্থান তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া লইবে যাহাতে কোনরূপ রোগ প্রচ্ছন্ন না থাকে এবং পালকের অভ্যন্তরে পোকা না থাকে। গলা, নলী, টাগরা, পা, গাঁট প্রভৃতি বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া নবানীত পক্ষীকে পাল হইতে দূরে এবং পৃথক্ ঘরে রাখিবে এবং মেজেতে কার্বলিক পাউডার বা **ফেনাইল পাউডার** ছড়াইয়া দিবে। ফেনাইল পাউডার নিম্নলিখিত উপায়ে প্রস্তুত হয়;

৮ আউন্স বিশুদ্ধ তীব্র ফেনাইলের সহিত তিন বা চারি সের ছাঁকা ছাই বা চালা বালীর সহিত মিশাইলে প্রস্তুত হয়। অথবা এক পাউণ্ড ফিনাইলের সহিত দশ পাউণ্ড ছাঁকা ছাই চুর্ণ মিশাইলেও বেশ কাজ হয়।

সামান্য ও সহজ ব্যাধি

মুর্গীর অনেকগুলি সামান্য ও সহজ-আরোগ্য ব্যয়রাম অসাবধানতাপ্রযুক্ত হয় দেখিতে পাওয়া যায়। পালক উঠা ও পালক ঝাড়া রোগ সামান্য রোগ পর্য্যায়ে একটি প্রধান রোগ। বড় পালকযুক্ত, জাতিগণের ছানাগুলির যখন ক্রমশঃ পালক উঠিতে থাকে, অথবা মুল্‌টীং বা পালক ঝাড়ার পর যখন ধাড়ী পাখীগুলির পালক উঠিতে থাকে তখন তাহারা নিস্তেজ ও ঘেঁটুরে (stunted growth) হইয়া যায়। এই সময় তাহাদের গরমে রাখিবে এবং ঠাণ্ডা ও সাঁতা হইতে অন্তরিত করিয়া বিশেষ যত্নে রাখিবে। রোগীর লেজ ও ডানায় উদ্গমমান পাখাগুলি কাটিয়া দিবে। ইহাদের ভালরূপ খাদ্য দিবে এবং মাংস নিশ্চয়ই একদিন অন্তর খাইতে দিবে এবং মধ্যে মধ্যে পিয়াজ ও রসুন কুঁচি ভোজনের সহিত দেওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। পানীয় জলের সহিত ডগ্‌লাস মিক্‌শ্চার বা (Parrish's chemical Food) দিবে এবং খাদ্যের সহিত পুল্‌ট্রী পাউডার সকালে দিবে। ইহা সপ্তাহে তিন বারের বেশী দিবে না এবং বাসা ও পাখীর গাত্র (Rough on Lice) দিয়া ঝাড়িয়া দিবে এবং তাহাতে লুটিতে দিবে। পালক ঝরা রোগে রোগীকে মুর্গী বা অপর মোরগ হইতে পৃথক্ রাখিবে এবং উত্তম পুষ্টিকর খাদ্য খাইতে দিবে। রোগীকে সকালে দুগ্ধে ভিজান জই বা গমচুর্ণ দিবে এবং সপ্তাহে দুইবার তিসির খাদ্য দিবে এবং উপরোক্ত রূপ ডগলাস্ মিক্‌শ্চার ও পুল্‌ট্রী পাউডার দিবে। থেরিসল্‌ষেট অর্দ্ধ পাউণ্ড ডাইলিউট্ সাল্‌ফিউরিক্ এসিড অর্দ্ধ আউন্স এবং জল অর্দ্ধ গ্যালন মিশাইলে **"ডগ্‌লাস্ মিক্‌শ্চার"** ঔষধ প্রস্তুত হয় এই ঔষধের এক আউন্স অর্দ্ধ গ্যালন পানীয় জলের সহিত বেশ ব্যবহার করা যাইতে পারে। অথবা এক চামচ পূর্ণ এক পিণ্টজলে দিলে কাজ চলে পালক ঝরার সময় উদ্ভিদ-খাদ্য যথেষ্ট দিবে। পোকা এবং উদ্ভিদ্ খাদ্যের অভাবে পালক ঝরা বা পড়া রোগ ধরে। এই সকল রোগে পাখীকে বন্ধ করিয়া ঘেরার ভিতর রাখিবে না।

ক্রমশঃ

বাগানের মাসিক কার্য্য।

মাঘ মাস

সব্জীক্ষেত্র।—বিলাতী সব্জী প্রায় শেষ হইতে চলিল। যেগুলি এখন ক্ষেত্রে আছে, তাহাতে মধ্যে মধ্যে জল দেওয়া ছাড়া আর কোন বিশেষ পাট নাই।

কপি প্রভৃতি উঠাইয়া লইয়া, সেই ক্ষেত্রে চৈতে বেগুন ও দেশী লঙ্কা লাগান উচিত।

ভূয়ে শসা, করলা, তরমুজ, ঝিঙ্গা প্রভৃতি দেশী সব্জীর জন্য জমি তৈয়ারী করিয়া ক্রমশঃ তাহার আবাদ করা উচিত। তরমুজ মাঘ মাস হইতে বপন করা উচিত। ফাল্গুন মাসেও বপন করা চলে।

ফলের বাগান।—আম, লিচু, লকেট, পীচ এবং অন্যান্য ফল গাছের ফুল ধরিতে আরম্ভ হইয়াছে। ফল গাছে এখন মধ্যে মধ্যে জল সেচন করিলে ফল বেশী পরিমাণে ধরিবে ও ফল ঝরিয়া যাইবে না। আনারস গাছের এই সময় গোড়া বাঁধিয়া দেওয়া উচিত গোবর, ছাই ও মাটি আনারসের পক্ষে উৎকৃষ্ট সার। আঙ্গুর গাছের গোড়া খুঁড়িয়া ইতিপূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। যদি না হইয়া থাকে, তবে আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে।

ফলের বাগানের অনতিদূরে তৃণ, কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করিয়া, তাহাতে আগুন দিয়া মুকুলিত বৃক্ষে ধোঁয়া দিবার ব্যবস্থা করিলে, ফলে পোকা ধরার সম্ভাবনা কম হয় এবং ফল ঝরা নিবারণ হয়। পশ্চিমাঞ্চলে আম বাগানে এই প্রথা অবলম্বন করা হইয়া থাকে। গাছে অগ্নির উত্তাপ যেন না লাগে, কিন্তু ধোঁয়া অব্যাহত ভাবে লাগিতে পায়, এরূপ বুঝিয়া অগ্নিকুণ্ড রচনা করিবে।

বর্ষাকালে যে সকল স্থানে বড় বড় গাছ পুতিবে, সেই সকল স্থান প্রায় দুই হাত গভীর করিয়া গর্ত্ত করিবে এবং সেই খোঁড়া মাটিগুলি কিছু দিন সেই গর্ত্তের ধারে ফেলিয়া রাখিবে। পরে সেই মাটি দ্বারা ও তাহার সঙ্গে কতক সারমাটি মিশাইয়া সেই গর্ত্ত ভরাট করিবে। উপরের মাটি নীচে এবং নীচের মাটি উপরে করিয়া, খোঁড়া মাটি দ্বারা গর্ত্ত ভরাট করিবে।

পুরাতন ডালের কুল ও পিয়ারা ছোট হয় ও তাহাতে পোকা ধরে, সেই জন্য পুরাতন ডাল ছাঁটা উচিত।

JOTINDRO NATH DUTTA
JANMABHUMI OFFICE
69, Mirzapur Street, Calcutta.

কৃষিক্ষেত্র। সম্বৎসরের চাষ এই মাসেই আরম্ভ হইয়া থাকে। এই মাসে জল হইলেই জমিতে চাষ দিবে। যে সকল জমিতে বর্ষাকালের ফসল করিবে, তাহাতে এই মাসে সার দিবে। আলু ও কপির জন্য পালমাটি দিয়া জমি তৈয়ারী করিয়া রাখিবে। এই মাস হইতে ইক্ষু কাটিতে আরম্ভ করে। মূলার অগ্রভাগ কাটিয়া মাটিতে পুতিয়া দিলে, তাহা হইতে উত্তম বীজ জন্মে। ফুল ধরিবার আগে মূলার আগার দিকে চারি অঙ্গুলি রাখিয়া, তাহার খোল করিবে এবং ঐ খোলে জল দিয়া নীচের দিকে মুখ রাখিয়া টাঙ্গাইবে। প্রতিদিন ঐ খোল পুরিয়া জল দিবে। ক্রমে উহার শীষ বাঁকিয়া উপরের দিকে উঠিবে। এই উপায়েও উত্তম বীজ উৎপন্ন হইবে। এই মাসের প্রথম পনর দিনের পর, হলুদ ও আদা তুলিতে আরম্ভ করিবে। হলুদের ও আদার মুখী বীজের জন্য শীতল স্থানে রাখিয়া দিবে। হলুদ, গোবর মিশ্রিত জলে অল্প সিদ্ধ করিয়া শুকাইতে দিবে। একবার উৎলাইয়া উঠিলেই নামাইয়া ফেলিবে। আধ শুকনা হইলেই হলুদগুলি রোজ একবার করিয়া দলি। দিবে। দলিলে হলুদ গোল, শক্ত ও পরিষ্কার হয়। চীনাবাদাম এই মাসে উঠাইবে।

ফুলের বাগান—ফুলের বাগানের শোভা এখন অতুলনীয়। মরসুমী ফুল সমস্ত ফুটিয়াছে। গোলাপ এখন প্রচুর ফুটিতেছে। গোলাপ ক্ষেতে এখন যেন জলের অভাব না হয়। গোলাপের কলম বাঁধা শেষ শেষ হইয়াছে। বেল, মল্লিকা, যুথিকা ইত্যাদির ডালের অগ্রভাগ ও পুরাতন ডালগুলি ছাঁটিয়া দিবে।

শীতপ্রধান পার্ব্বত্যপ্রদেশে এখন এষ্টার, হার্টিজ, লর্কস্পর, পিঙ্কস্, ফ্লক্স, ডেজি, পিটুনিয়া প্রভৃতি মরসুমী ফুলবীজ বপন করিতে হইবে এবং শীতকালের সব্জী যথা—গাজর, শালগম, লেটুস্, বাঁধাকপি, ফুলকপি, মূলাবীজ প্রভৃতি এই সময় বপন করিতে হইবে।

এই মাসের শেষে বেল, জুই, মল্লিকা প্রভৃতি ফুলগাছের গোড়া কোপাইয়া জল সেচন করিতে হইবে। কারণ এখন হইতে উক্ত ফুল গাছগুলির তদ্বির না করিয়া জলদি ফুল ফুটাইতে না পারিলে ফুলে পয়সা হইবে না ব্যবসার কথা ছাড়িয়া দিলেও বসন্তের হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুল না ফুটিলে ফুলের আদর বাড়ে না।

১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, "শ্রীরাম প্রেস" হইতে
শ্রীসারদা প্রসাদ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।



২৯শ খণ্ড } মাঘ, ১৩৩৫ সাল। { ১০ম সংখ্যা

ডেনমার্কের কৃষি।

শ্রীসুধীন্দ্র-কুমার ভৌমিক।

আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান ইহা সকলেরই বোধ হয় জানা আছে। এদেশে শতকরা ৭৫ ভাগ লোক এখনও কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় জনসাধারণ মনে মনে চাষবাসের কার্য্যকে অশ্রদ্ধা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের যেন বিশ্বাস পাশ্চাত্য দেশ সমূহের ন্যায় সভ্য হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে কৃষিকার্য্য ত্যাগ করিয়া "বাবু" পদবীতে আরোহণ করিতেই হইবে। কিন্তু ইহা যে কত বড় ভুল তাহা বলিবার নহে। পাশ্চাত্য দেশের ইউরোপের অন্তর্গত ডেনমার্ক অতি ক্ষুদ্র দেশ। ক্ষণিজ সম্পদ অন্যান্য দেশের তুলনায় অতি সামান্য বলিতেই হইবে। কিন্তু অধ্যবসায় গুণে এই দিনেমার জাতি এত কৃষিকর্ম্মে অগ্রসর হইয়াছে যে, সমগ্র ইউরোপ ইহার আদর্শ গ্রহণের জন্য ব্যস্ততা পড়িয়া গিয়াছে। আজ আমরা সংক্ষেপে এই বিষয়ে দুই চারিটি কথা "কৃষক" মারফত আপনাদিগকে নিবেদন করিতেছি, আশা করি কৃষিকার্য্যে উৎসাহী ব্যক্তিমাত্রেই তাহাতে আনন্দিত হইবেন।

সমগ্র ডেনমার্ক প্রায় ৪,৩০০,০০০ হেক্টার (Hectare) পরিমিত জমীতে ভাগ করা হইয়াছে। হেক্টার জমী মাপ করিবার জন্য হিসাব। তন্মধ্যে শতকরা তিন ভাগেরও বেশী কৃষিকার্য্য ও উদ্যানের কার্য্যে ব্যয়িত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন বন সংরক্ষণ ও স্থাপনকার্য্যেও শতকরা নয় ভাগ ব্যবহৃত হইতেছে; বাদবাকী জমীর অধিকাংশই জলাভূমি, তড়াগ প্রভৃতি জলপূর্ণ স্থল। বিগত ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কৃষিকার্য্যে ও বনসংরক্ষণ কার্য্যে যথাক্রমে ৪২০০০০ হেক্টর ও ১৭০০০০ হেক্টর পরিমিত জমী বৃদ্ধি পাইয়াছে। কৃষিকার্য্যের এত দ্রুত উন্নতির অন্যতম কারণ এই যে, এদেশে কৃষকেরা বাপদাদার আমলের চাষের ন্যায় চাষ করিয়াই সন্তুষ্ট নহে। জগতে বিজ্ঞানর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইহারাও বিজ্ঞানের পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছে। অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক সার ও কলকব্জা ব্যবহার করিয়া ইহারা কৃষিজসম্পদকে এত বৃদ্ধি করিতে পারিয়াছে যে, দেশে প্রচুর শস্য রাখিয়াও দেশ বিদেশে অবশিষ্ট চালান দিয়া প্রচুর অর্থ লাভ করিয়া থাকে, এবং দেশের শিল্পীগণেরও জীবিকার সংস্থান করিয়া দিয়া দেশের অর্থনৈতিক সমস্যারও অনেকটা ব্যবস্থা করিতেছে। অর্থাৎ যন্ত্রের যুগের (Industrialism) দোষটা এদেশে অনেকটা আপনাআপনি সম্পূর্ণ হইয়া যাইতেছে।

বিগত ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে কৃষিকার্য্য দ্বিগুনিত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে আবার হাঁস, মুরগী প্রতিপালন ও গোজাতির উন্নতি সাধনও নিজ হইতেই ব্যবস্থা হইয়া যাইতেছে। কারণ কৃষিকার্য্যের জন্য দেশে প্রচুর গোজাতির ও হাঁস মুরগীর খাদ্য দেশে থাকিয়া যাইতেছে। তাহার খরচ অতি সামান্যই পড়িতেছে। গোচারণের জন্য অধিকাংশ জলাভূমি পড়িয়া রহিয়াছে। কেবল শতকরা দশভাগ নিম্নভূমিতে চিনি প্রস্তুত করিবার জন্য বীটচাষ ও রপ্তানির উপযুক্ত বার্লি প্রভৃতি অন্যান্য শস্য চাষ হইয়া থাকে। শস্যের বদলে দেশে যে সকল কাঁচা মালের অভাব আছে তাহা প্রচুর আমদানী হইয়া থাকে। ডেনমার্কের দুগ্ধ চালান, ডিম চালান ব্যবসারও অতি দ্রুত উন্নতি লাভ করিয়া এক্ষণে ইউরোপের বাজার ত' দখল করিয়াছে, এমন কি এসিয়ার বাজারেও অনেক জিনিষ ছড়াইয়া পড়িতেছে। কৃষিকার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে যান্ত্রিক উন্নতি পাশাপাশি থাকিয়া পরস্পরের সহযোগিতা থাকাই এই অভূতপূর্ব্ব উন্নতির কারণ।

ক্ষুদ্রদেশ হইয়াও কৃষিজ ব্যবসায়ে ইহা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মাখন প্রস্তুত ও চালান ব্যবসাটিতে ইহা যে কত বড় হইয়াছে নিম্ন তালিকা দৃষ্টে তাহা বুঝিতে পারিবেন। শতকরা হিসাব প্রদত্ত হইল।

	১৯০৮—১৩	১৯২১	১৯২২	১৯২৩	১৯২৪
ডেনমার্ক	২৮	৩৫	৩৬	৩৯	৩৭
রুসিয়া	২২	০	০	২	১০

অষ্ট্রেলিয়া নিউজিল্যাণ্ড আরজেনটিয়া	১৮	৫০	৪৪	৪৫	৩৮
অপরাপর দেশসমূহ	৩২	১৫	২০	১৪	১৫
মোট ভাগ	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০

বিগত ১৯১৩ হইতে ১৯২৫ সালের ইতিহাস দেখিলে বুঝা যায় যে মাখন, ক্রীম, কৌটায় ভরা দুগ্ধ পনীর, কৌটায় ভরা মাংস, ডিম, বপনের জন্য ভাল বীজ প্রভৃতি কৃষিজ ও কৃষিকার্য্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্তদ্রব্য সমূহের ব্যবসার অত্যধিক প্রসার লাভ করিয়াছে। কেবল যে কৃষিজদ্রব্যের উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহা নহে এমন ভাবে অন্যান্য দ্রব্য বিনিময় ডেনমার্কের অধিবাসীরা, করিতে শিক্ষালাভ করিয়াছে যে তাহাদের অর্থনীতিজ্ঞানকে ধন্যবাদ না দিয়া পারা যায় না। লৌহ ও অপরাপর খনিজ বস্তু যাহা সে দেশে দুর্লভ, তাঁত ও বুনিবার সরঞ্জাম, রাসায়নিক মাল-মসল্লা প্রভৃতি দ্রব্য বাছিয় বাছিয়া যাহাতে আমদানী অধিক পরিমাণে হয় সে বিষয়ে জাতির সতর্ক দৃষ্টি থাকাতে কৃষিজব্যবসার কাঁচা মালের অভাব হয় না। বৈজ্ঞানিক সার, যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি, প্রভৃতি আমদানী করিয়া সেগুলির সাহায্যে গোশালার উন্নতি, ফ্যাক্টরী স্থাপন চিনির কারখানা চালান প্রভৃতি যে সব কার্য্য অত্যাবশ্যক তাহা সুসম্পন্ন হইয়া যাইতেছে। ডেনমার্কের মত ক্ষুদ্র রাজ্যে ২০০০ হাজার বৃহৎ কৃষি এষ্টেট, ৮০ হাজার বড় কৃষি ফার্ম্ম ও প্রায় ছোট ছোট ১১০ ০০০ ক্ষুদ্র কৃষিক্ষেত্র বর্ত্তমান আছে। এই দেশে আর একটি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য জিনিস হইতেছে কৃষির সহিত সমবায়ের ঘনিষ্ট যোগ।

সমবায় ইংরাজীতে যাহাকে কো-অপারেটিভ সোসাইটি বলে, তাহার বলে বলীয়ান হইয়া ইহারা অসাধ্য সাধন করিতেছে। এক একটি সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া ঋণ দান হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রয় বিক্রয় সকল কার্য্যেই সমবায়নীতি মূলক হওয়ায় কৃষকগণ পরিশ্রমী, হিসাবী ও মিতব্যয়ী হইয়া উঠিয়াছে। দালালের বা মহাজনের কবলে পড়িয়া ইহাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয় না। কেবল তাহাই নহে সমবায় সমিতি হইতে দেশে বৈজ্ঞানিক কৃষিশিক্ষার জন্য শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা, জমীর উর্ব্বরতা বৃদ্ধির জন্য গবেষণার ব্যবস্থা, পোকানিবারণের প্রচেষ্টা, বৃক্ষাদির রোগের চিকিৎসা গাভীগণের দুগ্ধ যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহার জন্য সুব্যবস্থা করণ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জাতীয় কল্যাণকর অনুষ্ঠান সুপরিচালিত হইতেছে। কৃষকেরাও এই সকলের সাহায্যে সমিতির মেম্বাররূপে পাইয়া আসিতেছে। ডেনমার্কের রাজশক্তিও প্রজার মঙ্গল কামনায় ইহার রাজধানী সুবিখ্যাত কোপনহাগন নগরীর উত্তর ভাগে ১৯২২ সালে একটি আদর্শ গোশালা ও তৎসংলগ্নে একটি বিদ্যায়তন স্থাপনা

করিয়াছেন। বিদেশী ছাত্রেরাও সাদরে এখান হইতে গোপ্রজনন, গোপালন, দুগ্ধ সংরক্ষণ প্রভৃতি শিক্ষা পাইয়া থাকেন। ডেনদেশীয় কৃষিপ্রসারের জন্য একটি প্রধান সমিতি কোপন হাগনে প্রতিষ্ঠিত আছে। দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ইহার পৃষ্ঠপোষক। উদ্দেশ্য এই "ঐ দেশস্থ গভর্ণমেণ্টের সহিত সকল কার্য্যে কৃষির নিবিড় যোগ স্থাপন ও রক্ষা, বিদেশের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন এবং দেশস্থ অপরাপর ব্যবসার সহিত কৃষিজ ব্যবসার সহযোগিতার সুব্যবস্থা বজায় রক্ষা।" বলা বাহুল্য ইহা দ্বারা দেশের বেকার সমস্যা প্রায় সমাধান হইয়া গিয়াছে। দেশের সমবায় সমিতিগুলির মধ্যে ইউনিয়ন ড্যানিস্ কো-অপারেটিভ সোসাইটির কার্য্য কলাপ অতি বিস্তৃত। ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার সহিত দুগ্ধসংরক্ষণ, ডিমপ্রস্তুত করণ গোজাতির উন্নতি বিধায়ক সমিতি, সার সরবাহ সমিতি প্রভৃতি যাবতীয় জনহিতকর সমিতির কার্য্য সকলের সহিত সমবায় নীতি অনুসারে জড়িত রহিয়াছে। বক্তব্যবিষয় অনেক হইয়া গেল। আর পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। উপসংহারে এই অনুরোধ আমার দেশবাসী, আপনারা পূর্ণ স্বাধীনতা চাহিতেছেন, একবার ভাবিয়া দেখুন বেকার সমস্যায় বঙ্গীয় যুবকগণ কিরূপ তস্থির। স্বায়ত্ত শাসনের রকম ভেদ, লইয়া আত্মকলহ সৃষ্টি না করিয়া এখনও যদি আমরা সকলে সমবেত হইয়া সমবায় সমিতি সকল প্রতিষ্ঠা করি ও তাহার সহিত কৃষি বাণিজ্যের যোগ স্থাপন করি দেশের বেকার সমস্যা, অর্থনৈতিক সমস্যা মিটিয়া আসিবেই এবং রাজনীতিরও নূতন আকার ধারণ করিবে। আমরা দেশের গভর্ণমেণ্টকেও এই বিষয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে অনুরোধ করি তাঁহারা যদি এই বেকার সমস্যার ভার লয়েন ও দেশের কৃষিবাণিজ্যের দিকে প্রকৃত ভাবে দৃষ্টি দেন তাহা হইলে দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিক সহানুভূতি সত্বর ফিরিয়া পাইবেই এবং সকলের সহযোগিতায় এই বিবাদ বিসম্বাদ দূর হইয়া এক নূতন পথ বাহির হইবে যাহাতে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য উভয় প্রকার সভ্যতার সম্মিলন সাধিত হইয়া জগতে এক নবযুগ ও নবভাবের অভ্যুদয় হইবে।

আবহ বিজ্ঞান।

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ বসু

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বৈদিক যুগে ঋত্বিক পুরোহিতেরা প্রকৃতির উপাসক ছিলেন। প্রকৃতির পূজাই বৈদিক ধর্ম্মের মূলীভূত। ঋগ্বেদাদিতে দেব-দ্বৈবত্ব অর্থাৎ দেবতাগণের স্তুতিবাদই প্রধান ভাবে বিদ্যমান আছে। দিব্য, আন্তরীক্ষ্য ও ভৌমৈ এই ত্রিবিধ উৎপাত প্রাণী-গণের অশুভসূচক দৈব ঘটনা * ঘটিলে তাঁহারা ইন্দ্রাদি দেবতার সন্তোষ বিধানার্থ আরাধনা, অর্চ্চনা ও হোম এবং যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করতঃ শান্তি স্থাপন করিতেন। বিশেষতঃ ঈতিভয় ঘটিত অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি জনিত দুর্যোগ সংঘটিত হইলে তাঁহারা মন্ত্রবলে মেঘাকর্ষণ দ্বারা বৃষ্টি বরিষণ এবং মেঘ স্তম্ভন দ্বারা বৃষ্টি অব রোধার্থে ইন্দ্রাদি দেবগণ উদ্দেশে হুতাশন দেব সন্নিধানে সলিল হবিরাদি যামিধ সহযোগে আহুতি প্রদান দ্বারা যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সুবর্ষণ ও সুকর্ষণের উপায় অবলম্বন করিতেন।

তাঁহারা বিশেষরূপে অবগত ছিলেন যে, অগ্নিদেব দ্যুলোক ও ভূলোকের মুখস্বরূপ। তিনি দেবদূত, সকল দেবতার নিকট তাহার গতায়াত আছে। সকল দেবতার অগ্রেই তাঁহার আসনের অধিকার ও পূজার বিধান আছে। তিনিই হোম ও যাগ-যজ্ঞের অধিকারী। অগ্নিদেবই দেবতাগণের অন্নাদ অর্থাৎ অন্নগ্রহণ কর্ত্তা ও মনুষ্য গণের অন্নবিধায়ক। যজ্ঞ দ্বারা আহুতি প্রদান করায় দেবতারা সন্তুষ্ট হয়েন। বিশেষতঃ দেবতারা অগ্নি মুখেই আহার করেন। তাঁহারা সাকার দেহ ধারণ করিয়া আসিয়া আহার করিতে প্রবৃত্ত হন না। মন্ত্রবলে হবিরাদি দ্রব্য আহুতি প্রদানে হোম ও যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করায় যজ্ঞের সঙ্কল্পিত সুফল প্রাপ্তির পক্ষে হুতাশনদেবই সহায়তা করেন। হব্যভূক হুতাশন দেব "পাবক" অর্থাৎ পবিত্র কারক। তিনি আবর্জ্জনা

---

* চন্দ্র সূর্য্যাদি গ্রাস দিব্য, উল্কাপাতাদি আন্তরিক্ষ্য ও ভূ-কম্পাদি ভৌমৈ উৎপাত।

(ক্লেদ রাশি) ভস্মসাৎ করিয়া ধরনী ও বায়ুকে নিষ্কলঙ্ক ও বিশুদ্ধ করেন। অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া কাঞ্চনের কান্তি বর্দ্ধিত হয়। যশস্বিনী সীতাদেবী অগ্নিপরীক্ষায় প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়াছেন। হরিপরায়ণ প্রহ্লাদ, হরিশ্চন্দ্র ও যুধিষ্ঠির তাহার প্রমাণ স্থল।

বলা বাহুল্য ঋত্বিকগণ সলিল হবিরাদি দ্রব্য হব্যভুক্ত হুতাশন দেবকে মন্ত্রবলে সম্প্রদান ও আহুতি প্রদান করায়, অগ্নিদেব যজ্ঞানল মধ্যে শিখা দীপ্তিমান ও সপ্তজিহ্বা প্রসারণ করতঃ যজ্ঞপ্রদত্ত দ্রব্যাদি ভস্মে পরিণতপূর্ব্বক বীজস্বরূপ "অরা" অর্থাৎ গুহ্য তড়িতালু (Eleactric) উৎপাদন করতঃ বায়ু সহায়ে আকাশে উত্থিত ও সঞ্চারিত করিয়া তত্তৎ দেবগণ সমীপে উপনীত করেন। উক্ত দেবগণ প্রসাদ কর্ত্তৃক অতি বৃষ্টিজনিত প্লাবনের সম্বর্ত্ত মেঘ প্রবল দক্ষিণ অনিলাঘাতে ছিন্নভিন্ন হইয়া উর্দ্ধাকাশের শীতল বায়ু স্তরে উত্থিত হইয়া শুষ্ক শীতল উত্তরাগত বায়ুসংযোগে আরও (শুকা) মেঘে পরিণত হওয়ায় মেঘ ও বৃষ্টি স্তম্ভন ঘটিয়া থাকে ; এবং অনাবৃষ্টিকালে সুবর্ষণ দ্বারা ধরণীকে স্নিগ্ধ ও উর্ব্বরত্ব শক্তি দানার্থে প্রভূত পরিমাণে জলীয় বাষ্প উত্থিত ও সজল জলধারা অবলম্বিত—দ্রোণ মেঘোৎপাদিত হইয়া শস্য ফসলরূপ ধনরত্ন প্রদ হয়। ইহাই অগ্নিদেবাদির পরোক্ষ দান।

বৈদিকযুগে ত্রিকালদর্শি আর্য্যঋষিগণ তপোবল ও যোগসাধন ক্রিয়া বলে বহুবিধ অমানুষিক কার্য্য সম্পাদন করিতেন। এমন কি তাঁহারা ত্রিভুবনের ভূত-ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালীন প্রাকৃতিক ও ভৌতিক তত্ত্বসমূহ নিরূপন করতঃ ঝড়বৃষ্ট্যাদি ভবিষ্যৎ বাণী প্রকাশ দ্বারা তাহার সফলতার পরিচয় প্রদান করিয়া জনসাধারণকে বিস্ময়াপন্ন করিতেন। তৎকালে তাঁহাদের আধুনিক অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকগণের ন্যায় ঝড়-বৃষ্ট্যাদি অবগতির নিমিত্ত আদর্শ তাপমানন্ত্র (standard Thermometer)' উচ্চ ও নিম্নতম তাপ পরিমাণ নিরূপক (Maximum of minimum Thermometer) যন্ত্র, বায়ুর শুষ্কতা ও আদ্রতা পরিজ্ঞাপক (Dry & wet bulb Thermometer) বা বায়ু স্থত শুষ্ক ও জলীয় বাষ্প নির্ণয়ক (Hygrometer) যন্ত্র, বায়ুমান যন্ত্র (Barometer & self recording Barograph), বাষ্পের বর্ণব্যবচ্ছেদ নির্ণয়ক বা আলোক দর্শন দ্বারা বাষ্পের প্রকৃতি ও বর্ণ পরীক্ষনীয় (spectroscope) যন্ত্র, দূরবীক্ষণযন্ত্র (Teliscop) বায়ুর গতি, বেগ ও ক্রম এবং প্রবহমান বায়ুর দিক (motion, velocity and direction) নির্ণয়ক (Wind vane যন্ত্র (Anemometer), তাড়িত বার্ত্তাবহ (Electric Telegraph) প্রভৃতি কোন যন্ত্রেরই আবশ্যকতা ছিল না। তাহারা বাহ্য প্রকৃতির কার্য্য কলাপাদি পর্য্যবেক্ষণ ও জড় পদার্থের (inorganic) রূপ রস, গন্ধ ও স্পর্শ সত্ত্বা গুণে এবং শাকুল বিদ্যাযায়ী পশু পক্ষ্যাদির ভাষা জ্ঞান (animal philology) ও পশু পক্ষী-কীট-পতঙ্গ ও শরীসৃপাদীর বাহ্য অঙ্গ ভঙ্গী বা ভাব হাবাদি

মুদ্রা চিহ্ন প্রত্যক্ষ দর্শন দ্বারা আবহের অবস্থান্তর জনিত ঋতু স্বভাব নিরূপণ করিতেন। এতদ্ব্যতীত কোন ঋতুতে শস্যের প্রচুরোৎপত্তি বা অনুৎপত্তি দ্বারা পরবর্ত্তী শস্যের প্রাচুর্য্য বা শস্য ক্ষতির পূর্ব্বলক্ষণ অথবা পরবর্ত্তী কালের বর্ষার অল্পত্ব বা প্রচুরত্ব এবং ঋতু বিশেষে কোন বিশেষ উদ্ভিদের উৎপত্তি বা পুষ্প মুকুলের উদ্ভব, কোন বিশেষ রোগ বা সাধারণ ব্যাধি উৎপত্তির পূর্ব্বরূপ বলিয়া অবগত হইতেন। এতদ্ভিন্ন ভবিষ্যতে কবে কোন সময়ে, কোন স্থানে, কি পরিমাণে ও কত দূরব্যপী বৃষ্টি বরিষণ হইবে প্রকৃতি ঘটনার বহুদিন পূর্ব্বে তাহা নিশ্চয় করতঃ তদ্বিষয়ের পূর্ব্বাভাষ (prediction) জ্ঞাপন করিতেন। সুতরাং তাঁহাদের জল ও ঝড়ের ভবিষ্যৎ গণনার ফল অতীব বিস্ময় জনক।

বাৎসরিক শস্য ও জলের অবস্থা অবগতির নিমিত্ত ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত কলিকাতাস্থ আলীপুরের মানমন্দিরের (observatory) প্রচুর অর্থ বেতন ভোগী অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক প্রধান জলগনকের বহু স্থানের ও নানাবিধ যন্ত্র সাহায্যে গণিত জল ও ঝড়ের পূর্ব্বাভাষ কিছুতেই তাহাদের সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে না।

যাহা হউক আজকাল আমাদের দেশ দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ যেরূপ নিত্য নিত্য দুর্ভিক্ষ অনাবৃষ্টি, মহামারী, ঋতু ব্যপত্তি প্রভৃতি দ্বারা উপতাপিত হইতেছে, ভূমিভাগ জলহীন ও দিন ২ উপতপ্ত অগ্নিকণাবর্ষী হইতেছে, এবং অনুপদেশ—জঙ্গল বা সাধারণ দেশে পরিণত হইতেছে। অরণ্যের পরিমাণ পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস ও সেই অনুপাতে চাষের জমির পরিমান বৃদ্ধি হইতেছে, ও পূর্ব্বকালীন কানন জাত শৈত্যের —অভাব নিবন্ধন বৃষ্টির পরিমাণ উত্তরোত্তর হ্রাস হইয়া আসিতেছে। বিশেষতঃ উপর্য্যুপরি ত্রিশ চল্লিশ বৎসর ধরিয়া অনাবৃষ্টি ও তৎসহ দুর্ভিক্ষ ও মহামারী এবং অনাবৃষ্টির মধ্যে প্রচুর বর্ষাও হইতে দেখা দিতেছে।

তিন চারিবৎসর ধরিয়া উপর্য্যুপরি অনাবৃষ্টি হইলে আকাশে প্রচুর পরিমাণে বাষ্প সঞ্চিত হইতে থাকে, এবং ক্রমাগত ঐ বাষ্প সঞ্চিত হইতে ২ তাহার পঞ্চম বা ষষ্ঠ বৎসরে পরিমাণের অত্যাধিক নিবন্ধন বাষ্প রাশি আকাশে বিলম্বিত (Suspension) ভাবে থাকিতে না পারায়, শৌত্যাধিক্য ও ভার বশতঃ পৃথিবীতে প্রবল ধারায় বৃষ্টিপাত করে, সুতরাং সেবৎসর বন্যা হয়। পুনরায় পরবর্ত্তী তিন চারিবৎসর উত্তরোত্তর বৃষ্টির পরিমাণ হ্রাস হইতে থাকে।

এরূপ দেখা গিয়াছে যে, কোন বৎসর আকাশ বেশ পরিষ্কার, সূর্য্যের তাপ তীক্ষ্ণ ও অসহ্য, কোন বৎসর প্রভূত মেঘের জন্য সূর্য্যোত্তাপ শীতল ; কখনও বা সূর্য্যের উত্তাপ এতদূর অধিকা হয় যে বঙ্গের মত আনুপদেশেও "লু" চলে। (ইহা অধিকাংশ জ্যৈষ্ঠ মাসে ঘটিয়া থাকে)।

কোন বৎসর আকাশ ঘোলা মেঘে ঝাফশে আবৃত থাকে সুতরাং গুমটে জীবজগৎ উপতাপিত হয়। আবার কোন বৎসর মেঘ জন্মিবামাত্র প্রবল বায়ুতে উড়াইয়া লইয়া যায়, এবং নীলাঞ্জন সদৃশ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের মেঘেও বিন্দুমাত্র বারিপাত নাই। কোন বৎসর মেঘ জন্মিতেছে ও বৃষ্টি হইতেছে কোনবৎসর প্রচুর মেঘে সামান্য বৃষ্টি। আবার কোনবৎসর ঠিক তাহার বিপরীত। কোন বৎসর বর্ষা "নাবী" (কিম্বা); আবার কোন বৎসর সুকালের দুই এক মাস পূর্ব্ব হইতেই বর্ষা আরম্ভ হয়। কোন বৎসর ১০।১২ দিন ধরিয়া একাদিক্রমে বাদল হয় ও প্লাবনের ন্যায় মহা বর্ষণে গ্রাম ও নগর ভাসাইয়া উৎসন্ন দিতেছে।

কোন বৎসর দারুণ শীত, আবার কোনবৎসর শীতের অভাব, এইরূপ প্রকৃতিক সত্য ঘটনা সমূহ ষড়ঙ্গ ঋতু বিভাগেই সংঘটিত হইয়া থাকে। সুতরাং উক্ত ঘটনাগুলি জড় ও জীব জগতের শস্য নাশ বা শস্যোৎপত্তি এবং রোগাধিক্য বা রোগাল্পতার পরিচায়ক। এ হেন অবস্থার আবহ বিজ্ঞান বা বর্ষা জ্ঞান শাস্ত্রে অধিকার থাকা ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির ভবিষ্যৎ অবগত হইলে অতি অল্প আয়াসেই পূর্ব্ব হইতে দুর্ভিক্ষের বৎসরের নিমিত্ত যথাসাধ্য খাদ্য সামগ্রী সঞ্চয় করিয়া রাখা যাইতে পারে। সুতরাং অন্নকষ্টের সময় আর অনাহারে মরিতে হয় না।

অন্নই জীব জগতের প্রাণ স্বরূপ। "অদ" ধাতুর উত্তর "ক্ত" প্রত্যয় দ্বারা নিপাতনে অন্ন শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। অন্ন অর্থে আমরা আমান্ন, তণ্ডুল পক্ক ভাত কহিয়া থাকি। কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্র মতে অন্ন পক্কান্ন, মিষ্টান্ন, দুগ্ধ বিকার অর্থাৎ ক্ষীর, ছানা দধি, তক্র, মাখন ও ঘৃত! এতদ্ভিন্ন যব, গম, চনক, মুগ, মাষকলাই, মটর অরহড়, মশূর, কুলফ শিম্বা বা শুঁটী, কন্দু, নীবার, তিল, সরষা ও শ্যামাদি অষ্ট প্রকার অপক্ক শস্য।

অন্নই জীবের জীবন অন্নই বল অন্ন হইতে মাংস, মেদ, অস্থি ও শুক্র সম্ভূত, এবং শুক্র হইতে প্রাণীগণের উৎপত্তি; সুতরাং অন্নই সর্ব্বার্থ সাধক। দেবতা অসুর ও মানবাদি সকলেই অন্নগত প্রাণ।

অন্ন ধান্য সম্ভূত, কিন্তু ধান্য কৃষিসাপেক্ষ। কৃষকগণই একমাত্র অন্নাদি শস্যের উৎপাদক, অথচ মহারাজাধীরাজ হইতে অতি দীন-দরিদ্র পর্য্যন্ত সকলেই উহার ভক্ষক।

ক্রমশঃ

গো জাতি।

(শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এক সময়ে, ওলন্দাজ, সুইজারল্যাণ্ড ও বিলাত এবং আমেরিকা দেশের চাষী উৎপাদনকল্পে সমবায় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত গোসভার দ্বারা নিজ নিজ দেশের গৃহ-পালিত পশুদের সমধিক উন্নতিসাধন করিয়াছেন। আমাদের ভারতীয় গোসভার এদিকে পথ প্রদর্শক হওয়া কর্ত্তব্য। তাঁহাদের মধ্যে কর্ম্মী থাকিলেও তাঁহাদের কথা শুনে কে, কাজেই তাঁহারা কাজ করিবার সুযোগ (opportunity) পান না। ইহা পদ্ধতি, নীতি নহে (co-operation is a plan of procedure rather than a system of breeding)। গোপরীক্ষাগার, (cow testing associations), গোসভা (cow clubs), দুগ্ধ পরীক্ষাগার (milk testing association) জননাগার বা ক্ষেত্র (breeding stations) প্রভৃতি সবই সমবায় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হইয়া থাকে। ভারতের মত বৃহৎ কৃষিপ্রধান দেশে এসকলের বিশেষ দরকার বর্ত্তমানে পরিলক্ষিত হইলেও নাই। এই প্রথা (procedure) অনুসরণে পশুগুলি সম (uniform) হয় এবং কিছুকাল মধ্যে সেই স্থানের পশুগুলির উৎকর্ষ সাধিত হইয়া পড়ে এবং পশুগুলিও বিশেষত্ব লাভ হয় (In time the locality becomes noted for the production of animals of a particular type, which serves to attract buyers inquest of such animals, thus increasing the market facilities of the community) এবং এই জাতীয় পশুর চাহিদা বাজারে বেশী হয় এবং অন্তে উৎপাদকও লাভবান হয়। আমাদের দেশের হাঁসী, হিসার, কৃষ্ণা, ওঙ্গোল, বৃজ বা যমুনাপারী, কোশী, পীর বাছোর যে যে দেশে উৎপন্ন সেই সেই দেশকে গো বক্রয় বাজারে প্রাধান্য দিয়াছে; সেইরূপ ইউরোপখণ্ডে, জার্সি, শোলোয়ে সাসেক্স, ভিডন, হোলষ্টীন, ফ্রিজয়া, রেড্ ড্যানিশ, গার্ন্সি, ডেভিয়ট, হেরিফোর্ড, সাউথ ডাউন, মেরিণো, টগোবার্গ আদি স্থান যেখানে যেখানে ঐ সকল পশুগণ লালিত পালিত ও উৎপাদিত হয়, সেই সেই স্থানকে পশু বিক্রয় হাটে প্রাধান্য ও চাহিদা দান করিয়াছে। শিক্ষানবিস উৎপাদক ইহা বেশ স্মরণ রাখিবেন যে পিতামাতা যতই ভাল হইবে, শাবকও ততই ভাল হইয়া থাকে। এই নীতি হিন্দুর স্মৃতি ও পুরাণে পাওয়া

যায় এবং মতঙ্গ, ভৃগু, নারদ, শ্রীকৃষ্ণ এবং পালকাপ্যের পুস্তকাবলীতে এই নীতির অনুসরণে পিতৃশোণিতকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। সেই জন্য পাশ্চাত্য উৎপাদকগণ বলেন "পালের বৃষ পালের অর্দ্ধেক" (The male is half the herd.) হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থেও দেখা যায় " বৃষভঃ পিতরঃ মে, গাবো মে মাতরঃ" (বৃষগণ আমাদের পিতা এবং গাভীগণ আমাদের মাতা)। পাকা অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত উৎপাদক স্বগণ উৎপাদন করিবে। অনভিজ্ঞ লোকের হস্তে ইহা বিপজ্জনক। যে পশু উৎপাদনে বা যাহার সহিত স্বগণ বিধি (in-breeding) অনুষ্ঠিত হয় নাই তাহার খাঁটী তদপেক্ষা উত্তম জাতীয় বৃষ সংযোগে শাবক উৎপাদনকে out crossing বলে। ইহা স্বগণ ও সংকর উৎপাদনের মধ্যবর্ত্তী। ইহা অনুসরণে শাবক মাতা হইতে শ্রেষ্ঠতর হয়। শাবক পিতা হইতে কোমর (loins) আকার (size) পিছন ভাগ (hind quarter)· চামড়া (skin) এবং আকৃতি ও গঠন পিতা হইতে প্রাপ্ত হয় এবং তাহার অনুরূপ হয়; এবং সমকক্ষের ভাগ, স্নায়বিক শিরা (nervous system) বক্ষ, মাতা হইতে শাবক প্রাপ্ত হয় এবং তাহার অনুরূপ হয়। চলন ও আকৃতি পুং শাবকের পিতা হইতে এবং স্ত্রীশাবকের মাতা হইতে অনুবর্ত্তিত হইয়া থাকে। দুগ্ধদাত্রী পিতা মাতার শাবক নির্ব্বাচন জন্য দাঁড়ীপালা ও ব্যাবকক্ বা গুবারের মাপকাটি (test) আবশ্যক এবং ইহার সাথে সাথে বংশতালিকা ও রেজিষ্টার ও প্রদর্শনী (pedigree and studregister) বিশেষ প্রয়োজন। আমাদের দেশে এ সকল নাই। গোসভা তাঁহাদের বিশেষজ্ঞের দ্বারা দেউলটী জননক্ষেত্রে এ সকল অভাব মোচন করিয়া অগ্রণী হইবেন কি ?

স্ত্রী পশু গরম হইলে বা ডাকিলে (call) বৃষ বা পুং সংযোগ করিবে। একটী মাত্র ঋক্ষ "গরম গাভী" বা "পশুর" গর্ভাধানে সমর্থ। সহযোগের পূর্ব্বে স্ত্রী এবং পুং পশুর স্বাস্থ্য ও সংজনন যন্ত্র পরীক্ষা করিবে এবং তদন্তে উভয়ের জননেন্দ্রিয় মৃদু কৌরিক লোশানে ধুইয়া দিবে। এই সকল কথা বিশদভাবে "গোপাল-বান্ধবে" বিবৃত আছে। দেশের গোভক্ত ও গোসেবক অধিবাসিদের নিকট এই লেখকের নিবেদন যে গোপাল বান্ধবের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ অর্থদান করিয়া মুদ্রিত করিয়া দেশের কৃষিকেন্দ্রে ২ বিতরণের পথ উন্মুক্ত করুন। এটা যেন ভারতবাসির বেশ স্মরণ থাকে যে কৃষির উৎকর্ষ সাধনেই ভারতের মুক্তি নিহিত আছে। কমিনিটি (community) উৎপাদনে ইউরোপ ও আমেরিকা দেশের কৃষককুলের বিশেষ উপকার হইয়াছে; আমাদের দেশে তাহা করিতে হইবে। বৌদ্ধযুগে এই বিধি অস্মদেশে প্রচলিত ছিল। কৌটিল্যের অর্থনীতির অন্তর্গত গো-অধ্যায় পাঠ করিলে আমরা এই সকল কথা জানিতে পারি। জানিনা কি দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সব হিতকর অনুষ্ঠান দেশ হইতে তিরোহিত হইয়াছে। আমাদের দেশে সমবায় গো-বীমা ও জনন সভা (breeding associations) বহুল প্রতিষ্ঠিত হওয়া কর্ত্তব্য। নব মেয়রের আশুদৃষ্টি কি এদিকে পড়িবে ? আবশ্যক হইলে আমি সব কাজ করিয়া দিতে পারি, তবে দেশবাসির আগ্রহ, চেষ্টা, ও অর্থ-প্রবণতা ও সহানুভূতি চাহি। জজ মাননীয় মন্মথনাথ বাবুর গো-সভা কি এ দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন ?

উৎপাদকের বহুগুণ বিশিষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। তাহার বুদ্ধি, মাথা স্থির ধীর ও তীক্ষ্ণ হওয়া চাই; তিনি শিক্ষিত হইবেন, পশুচিকিৎসক হইবেন, বক্তৃতা দানে সুপটু হইবেন, উত্তম পশু জজ হইবেন, কাজের লোক হইবেন (business man) উত্তম দোহক হইবেন, গো বা পশু পরীক্ষক ও নির্ব্বাচক হইবেন, খাদ্য মিশ্রক এবং পশু শিক্ষক (trainer) হইবেন। এ বিষয়টা এত সহজ নহে, যাহা সাধারণ লোকে মনে করেন।

আমাদের দেশে যেরূপ বৃষসঙ্কট উপস্থিত, তাহাতে পাড়ায় পাড়ায় উপরোক্ত রূপ ভিত্তিতে গোসভা বহুল প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত করা কর্ত্তব্য। পাশ্চাত্য দেশের মত আমাদের জননাগার" (breeding station)করিতে হইবে।

মুর্গী-চিকিৎসা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পালক ঝরা, পালক উঠা এবং মোল্‌টিং সময়ের যোগে "Rough on Lice or keatings Insect Powder ব্যবহার করিবে। ছোট ছানাদের পক্ষে Insect Powderই বিশেষ উপযোগী কিন্তু বড় পাখীর জন্য "Rough on Lice ব্যবহার্য্য। ইহা নিম্নরূপে প্রস্তুত করিয়া লইবে:—

বিলঘুঁটে অর্থাৎ খড়কুটা ধূলা রহিত শুষ্ক গোবরের ঘুঁটে অগ্নিতে পোড়াইয়া তাহা কাল থাকিতে থাকিতে ধূলা চাপা দিয়া নিবাইবে এবং পরে ঠাণ্ডা হইলে তাহা গুঁড়াইয়া মিহি চালুতে ছাঁকিয়া দুই সের ওজন লইয়া, তাহাতে সরু কড়া তামাক গুড়া মিশাইবে; তামাক পাতা বা দোক্তা রৌদ্রে শুকাইয়া চূর্ণ করিয়া সরু চালুনীতে ছাঁকিয়া লইবে।

দুইসের ঘুটের ছাইর সহিত একসের দোক্তা গুঁড়া বেশ করিয়া মিশাইয়া তাহার সহিত দেড় ছটাক অথবা তিন আউন্স ফিনাইল বেশ করিয়া মিশাইয়া তাহার সহিত সূক্ষ্ম গন্ধকচূর্ণ মিশাইয়া লইলে উৎকৃষ্ট "রফ্‌অন্‌ লাইস্‌" হয়। তাহার পর এই গুলি বোতলে ছিপি দিয়া বন্ধ করিয়া রাখিবে এবং আবশ্যকমত ব্যবহার করিবে। মার্কিন দেশের কৃষকেরা এই ঔষধ খুবই বেশী ব্যবহার করিয়া থাকেন। ছানার জন্য এই ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইলে ফেনাইল ও দোক্তা চূর্ণ উপরোক্ত মাত্রায় অর্দ্ধ মাত্রা দিয়া প্রস্তুত করিবে। পাখীকে এই ঔষধ মাখাইতে হইলে হাতে করিয়া ধরিয়া কাগজ বা টীনের চাদর বা পাত্‌লা তক্তার উপর ধরিয়া মাখাইবে এবং পোকাগুলি পড়িলে তাহাদিগকে অগ্নিতে প্রদান করিবে।

খোলাহীন বা সফ্‌ট ডিম ঃ—অত্যধিক ভোজনে বা চূণের অভাবে অথবা ভয় পাইলে কিম্বা পোকার কামড়ে এইরূপ রোগ হয়। এই রোগে উদ্ভিদ খাদ্য চূর্ণ, লোটন ছাই দিবে এবং রোগ উদ্ভবের কারণগুলি অপসারিত করিবে।

এঁসো পা বা Scaly legs ঃ- ইহা ছোঁয়াচে রোগ। পাখীর পায়ে এক প্রকার পোকা আক্রমণে মাছের আঁইসের মত চাকা চাকা দাগ হয়, ইহার নীচে পোকা থাকে এবং সেইগুলি ঘা করে। কেরোসিন তেল, বা তীব্র ফেনাইল দ্রাবণ অথবা জ্যাম্বুক্‌ অথবা এলিম্যানের এম্ব্রোকেশান দ্বারা কয়েক দিন সকালে ধৌত করিলে বিশেষ উপকার হয়। পুষ্টিকর খাদ্য এবং পুল্ট্রী পাউডারও দিবে।

পালক ছেঁড়া এবং ডিম খাওয়া—উদ্ভিদ এবং প্রাণীজ খাদ্য ও দেহে লৌহের অভাবে এই দুই রোগ জন্মায়। এই রোগে চূর্ণ, বালী এবং কাঁকর দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। খাদ্যের সহিত পুল্‌ট্রী পাউডার, পানীয় জলে ডগ্‌লাস্‌ মিক্‌শ্চার দিবে। পালক ছেঁড়া রোগ দেহে লৌহাভাবে ঘটে; সেইজন্য রসুন কুঁচ এবং পানীয় জলে ডগলাস্‌ মিক্‌শ্চার দিবে এবং ঠোঁটের আগাটী তীক্ষ্ণ ছুরীর দ্বারা ঈষৎ কাটিয়া দিলে এই বদ অভ্যাস রহিত হইবে। যদি এই দুই রোগ বহু চেষ্টায়ও না সারে, তাহা হইলে পাখীকে হাটে পাঠাইবে বা মেজের জন্য ব্যবহার করিবে। ডিম চোষা পাখীকে তীব্র রাই এবং ফেনাইলএ ময়দার পেষ্টে ডিম ভরিয়া দিবে। তাহা হইলেই এই অভ্যাস রহিত হইতে পারে; এবং পালক ছেঁড়া পাখীকে হিঙ, কেরোসিন তেল বা এলিম্যানের এম্বোকেশন ছেঁড়া স্থানের পালকে মাখাইয়া দিলে এই অভ্যাস রহিত হইতে দেখা গিয়াছে।

নরম পাথুরী Soft crop)—অজীর্ণ হওয়ায় এবং খাদ্য নলীতে আটকাইয়া যাওয়ায় এই রোগ হয়। এই রোগে পাথরটী দীর্ঘ হয় এবং তদভ্যন্তরে দূষনীয় তীব্র

দুর্গন্ধযুক্ত জল জমিয়া যায় এবং একটু টিপিলেই জল নির্গত হয়। যদি খাদ্য আটকাইবার জন্য এই রোগের উদ্ভব হয় তাহা হইলে তাহা অপসারিত করিবে এবং অজীর্ণতা প্রযুক্ত হইলে সপ্তাহকাল দিনে একবার করিয়া টনিক মিক্‌শ্চার দিবে, কাঁকর পাথর চূণ দিবে এবং দিনে তিনবার করিয়া এক ড্রাম জলে মিশাইয়া প্রত্যেক বারে পাঁচ ফোঁটা করিয়া কণ্ডির ফ্লুইড্‌ দিবে।

পাণ্ডু ডিমের কুসুম (pale yolk)—কখন কখন নিস্তেজতা প্রযুক্ত মুর্গীর ডিমের কুসুম পাণ্ডুবর্ণ হইয়া থাকে। এইরূপ হইলে বুঝিবে যে পাখী দুর্ব্বল এবং কমজোর হইয়াছে; তখন পুল্ট্রী পাউডার, বা টনিক্‌ মিক্‌শ্চার দিবে, স্বাধীনতা দিবে এবং উদ্ভিদ্‌ এবং মাংসজ খাদ্য আবশ্যকমত দিবে।

কঠিন অথচ সংক্রামক রোগ—মুর্গীদের কতকগুলি কঠিন অথচ ছোঁয়াছে রোগ হইয়া থাকে। তাহাদের চিকিৎসাবিধি পর পর জানাইব।

(ক্রমশঃ)

কৃষি শিক্ষা।

(শ্রীফণীন্দ্রমোহন দত্ত)

(মানভুম জিলায় অবলম্বনীয় একটী উপায়ের প্রস্তাব)

ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ। অন্যান্য দেশ শিল্পের উন্নতি করিয়া খাদ্যের সংস্থান করিয়া থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষ শিল্পোন্নতির পক্ষে বিশেষ অনুকূল নহে। সে কারণ এই কোটী কোটী ভারতবাসীকে জীবন ধারণের জন্য কেবল মাত্র কৃষির উপর নির্ভর করিতে হয়।

ভারতের বর্ত্তমান কৃষিজাত দ্রব্য ভারতবাসীর প্রয়োজন অপেক্ষা কম। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দাস এম, এ, এম, এস, সি, পি, এইচ, ডি Economist International Labour Office, বলেন ভারতবর্ষে ২৪ কোটি বিঘা কৃষিযোগ্য জমির মধ্যে ১৩½ কোটী

বিঘা জমি কৃষিকার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। জন প্রতি আবাদী জমির পরিমাণ গড়ে সাত বিঘা করিয়া ধরিলে দেখা যায় ভারতের সমস্ত আবাদী জমি মোট লোক সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ ভাগকে খাদ্য দানে সমর্থ। ইহাই অর্থনীতিবিদগণের (Economist) গৃহীত মত। ভারতবর্ষে প্রায় ২২০ কোটী মণ শস্য উৎপন্ন হয়। ইহাতেই কোন প্রকারে ভারতবাসীর খাদ্যের অভাব পূরণ হইতে পারিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহার মধ্য হইতেও প্রায় ১২ কোটী মণ রপ্তানি হয়। তন্মধ্যে ৯ কোটী মণ পরণের কাপড়ের জন্য। কাজে কাজেই কার্পাস চাষ এবং কার্পাস শিল্পের উন্নতির সঙ্গে আমাদের জীবন মরণের সমস্যা জড়িত এবং ইহারই উন্নতির উপর আমাদের দেশ হইতে অন্য দেশের খাদ্য কিনিবার ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। গো মহিষাদি পালনের জন্যও অপরাপর নানাজাতীয় অযথা লোকসানে আবার প্রায় মোট খাদ্য হইতে শতকরা ১০ ভাগ কমিয়া যায়। অবশেষে ১৩০ কোটী মণ খাদ্য বাঁচিতেছে। কিন্তু আমাদের খাদ্যের অভাব কোনরূপে পুরণ করিতেই ২২০ কোটী মণ শস্যের প্রয়োজন। অন্যান্য দেশে কৃষিজাত দ্রব্য হইতে খাদ্যের সংস্থান না হইলে শিল্পের দ্বারা আয় বৃদ্ধি করিয়া বিদেশ হইতে খাদ্য ক্রয় করিয়া অভাব পূরণ করে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে ভারতবাসির জন প্রতি বার্ষিক আয় গড়ে মাত্র ৫২৲ টাকা। এই স্বল্প আয় হইতে আবার প্রতি ভারতবাসিকে রাজস্ব বা কর হিসাবে দিতে হয় অনূন ১৩৷৷০ টাকা। যাহা অবশিষ্ট রহিল তাহার দ্বারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দুঃসময়ের জন্য সংস্থান করা দূরে থাকুক, খাদ্যের অভাবই পূরণ হইতে পারে না।

মিঃ স, এন, জুটসি, এম, এ, এইচ, এস, (লণ্ডন) বলেন যদি ভারতের সমস্ত পতিত জমিই আবাদী জমিতে পরিণত করা হয় তাহা হইলে আরও ৯০ কোটী মণ শস্য উৎপন্ন হইতে পারে এই মোট (১৩০+৯০ মণ=২২০ মণ) শস্য হইতে খাদ্যের অভাব প্রায় মিটিতে পারে।

অতএব এ কথা সকলেরই সহজ বোধ্য যে ভারতে কৃষির উন্নতি করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাধারণ সকলেরই এ বিষয়ে বিশেষ মনোনিবেশ করা দরকার। এই কার্য্যে কৃষকগণেরই কেবল আর্থিক উন্নতি হইবে, তাহা নহে সকলের খাদ্যাভাব সমস্যারও মীমাংসা হইবে

একটী কার্য্য প্রণালী (Scheme) তৈয়ারী করিয়া বিশেষ মনোনিবেশ সহকারে কর্ম্ম করিলে এই সমস্ত সমস্যার সমাধান হইতে পারে। এই কার্য্যপ্রণালটী বেশ সুগঠিত ও ইহার ভিত্তি বেশ দৃঢ় হওয়া উচিত। ইহাতে বেকার সমস্যারও কতকাংশে মীমাংসা হইতে পারে।

এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রধান এবং প্রথম উপায় কৃষি শিক্ষা প্রচলন। ইহা বাদ দিয়া কোন ব্যবস্থাই টিকিতে পারে না। এই কৃষি শিক্ষার প্রথম উদ্দেশ্য—সাধারণের মধ্যে

কৃষিকর্ম্মের মর্য্যাদাবোধ (Sense of dignity of agriculture labour) প্রবেশ করাইয়া দেওয়া এবং যাঁহারা কৃষকর্ম্মকে সম্ভ্রান্তজনোচিত কর্ম্ম নয় বলিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখেন তাঁহাদের মতের পরিবর্ত্তন করা, দ্বিতীয়তঃ—আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক কৃষি-প্রণালীর প্রয়োজনীয়তা ও উপকারতা বুঝাইয়া দেওয়া। তৃতীয়তঃ—কতকগুলি যুবককে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দিয়া সাধারণ কৃষকদের মধ্যে আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক কৃষি-প্রণালীর প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা বুঝাইয়া দেওয়া এবং কৃষিবিদ্যা প্রচার ও অবলম্বন কার্য্যে দীক্ষিত করা।

বর্ত্তমান প্রাথমিক শিক্ষাপ্রণালী অনেক বিষয়ে অসম্পূর্ণ। ইহাতে শিল্পশিক্ষার বা কৃষিশিক্ষার কোন ব্যবস্থাই নাই। এই শিক্ষাপ্রণালী সম্পূর্ণরূপে লেখাপড়া সংক্রান্ত; কেবলমাত্র উচ্চ ইংরাজী স্কুলে পাঠের উপযোগী করিয়া তোলে। কিন্তু অধিকাংশ বালকই নানা কারণে তাহাদের ছাত্রজীবন মাইনার বা প্রাথমিক স্কুলেই শেষ করিয়া বিদায় গ্রহণ করে। আবার ইহাদের অনেকেই গ্রাম্য কৃষক বা মধ্যবিত্তের সন্তান। পাঠান্তে তাহাদের অধিকাংশকেই জীবনধারণের নিমিত্ত কৃষিকার্য্যকেই প্রধান অবলম্বন করিতে হয়! যদি এই সমস্ত মাইনার বা প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে কৃষিশিক্ষা অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয় বলিয়া শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা হইলে এই কৃষকসন্তানগণের ভবিষ্যৎ জীবনে অনেক উপকারে লাগে। কেবলমাত্র কৃষিকার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য কৃষি বিদ্যালয় স্থাপন করিলে অধিক সংখ্যক ছাত্র আসিবার সম্ভাবনা কম কিন্তু এই সব Compulsory Subject (অবশ্য শিক্ষনীয়) হিসাবে শিক্ষা দিলে সর্ব্বসাধারণকে কৃষি শিক্ষা দেওয়ার সমস্যা সহজ হইয়া পড়িতে পারে। এই ভাবে কৃষি শিক্ষা ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া পড়িবে।

পাঞ্জাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহার প্রধান বিশেষত্ব এই যে, প্রত্যেক বিদ্যালয়ে এক একটী করিয়া কৃষিক্ষেত্র সংলগ্ন আছে। গত অষ্টবর্ষব্যাপী কার্য্যের দ্বারা এই ব্যবস্থার বিশেষ সফলতা দেখা দিয়াছে।

এই কৃষিশিক্ষা বিষয়ে মহীশূর গবর্ণমেণ্ট বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন। সাধারণের শিক্ষার নিমিত্ত কৃষি বিদ্যালয়, কৃষি কলেজ, কৃষিক্ষেত্র, কৃষিপরীক্ষাগার প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে। এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া কৃষির মধ্য দিয়া সাধারণের বিশেষ আর্থিক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে মোটে কয়েকটী কৃষি-শিক্ষালয় আছে বিহারে "পুষায়" গভর্ণমেণ্টের কৃষি গবেষণাগার ব্যতীত একটীও কৃষিশিক্ষালয় নাই। সুতরাং ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের অধীন প্রাথমিক ও মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়-সমূহে কৃষিশিক্ষা অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয় করিবার সময় হইয়াছে।

আমি মানভূম জেলাবাসীদিগের সম্মুখে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী উপস্থিত করিতেছি :—

কৃষিক্ষেত্র স্থাপন ঃ—

এক একটী আদর্শ কৃষিক্ষেত্রের জন্য ১০।১৫ বিঘা জমিই যথেষ্ট। এই ভূমি স্থানীয় জমিদারের নিকটই বিনামূল্যে পাওয়া যাইতে পারে। জমি তৈয়ারী প্রভৃত অন্যান্য কার্য্যে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের এগ্রিকালচারের ইম্‌প্রুভমেণ্ট কমিটির সাহায্য লওয়াই সুবিধাজনক।

বীজ :—

কোন কোন বীজের কি কি উৎপাদন শক্তি ইহা সমস্তই ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইবে এবং ছাত্রেরা কৃষিক্ষেত্রে কার্য্য করিতে করিতেই বীজ বাছাই শিখিয়া যাইবে। বীজ গোলকুণ্ডা সেণ্ট্রাল ফার্ম্মে বা বাজার হইতে লওয়া যাইতে পারে।

সার ঃ—

গোবর সারের অনধিকা হেতু রাসায়নিক সার (Chemical manure) জমির উৎপাদন শক্তির বৃদ্ধির উপায় শিক্ষা দেওয়া যাবে। গ্রাম্য প্রবাদে "হাড়গুঁড়া" সার প্রস্তুত ইচ্ছা করিলে অনেকে শিক্ষা করিতে পারেন। হাড় ও খইল খুব ভাল সার, মানভূম অঞ্চলের কৃষকেরা অনেকে এই তথ্য জানেন না। এ কথা বোধ হয় অনেকের জানা নাই যে, বিদেশীরা স্বদেশে কৃষির উন্নতিকল্পে প্রতি বৎসর ৩ মণ হাড় ও ৭ মণ খইল আমাদের দেশ হইতে লইয়া যাইতেছে।

চাষ করিবার প্রণালী ঃ—

কৃষির উন্নতির জন্য আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করা হইবে। যতদূর সম্ভব ছাত্রেরা স্বহস্তেই কৃষিক্ষেত্রের কার্য্য করিবেন। ইহাতে তাঁহাদের কর্ম্মে মর্য্যাদা বোধ জন্মিবে ও স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হইবে এবং আবশ্যক হইলে মধ্যে মধ্যে কুলির দ্বারা তাঁহাদের সাহায্য করিতে পারেন।

শিক্ষক ঃ—

বিদ্যালয়গুলিতে বর্ত্তমানে যে যে শিক্ষক কর্ম্ম করিতেছেন তাঁহাদের দ্বারাই কৃষি শিক্ষকের অভাব পূরণ হইতে পারে। এ বিষয়ে কোন পরিবর্ত্তনের আবশ্যক নাই। যে কেহ একজন গোলকুণ্ডা কার্ম্মে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিতে পারিবেন। এই ফার্ম্মে এক বৎসর থাকিলেই শিক্ষাদান সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ হইবে। প্রতি বৎসর প্রতি স্কুল হইতে একটী করিয়া মোট ৩টী শিক্ষক ঐ ফার্ম্মে শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন। এইভাবে কয়েক বৎসরের মধ্যে প্রতি স্কুলের একজন শিক্ষকের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইতে পারে।

প্রত্যেক মাইনার বা প্রাথমিক বিদ্যালয়েই এক একটী করিয়া কৃষিক্ষেত্র থাকা উচিৎ। ইউরোপের হল্যাণ্ডে ও ডেনমার্কে, ভারতের পঞ্জাবে ও মহীশূরে এইরূপ কৃষিক্ষেত্রের মধ্য দিয়া কৃষি শিক্ষার প্রচলন হইয়াছে। এবং তদ্বারা বেশ সফলতাও পাওয়া যাইতেছে।

মানভূম জেলার কৃষির উন্নতি বিষয়ে প্রধান অন্তরায়—মাটিতে আবশ্যক জৈবিক পদার্থের অভাব, জলাভাব এবং বলবান গরুর অভাব, অতএব জলের সুবন্দোবস্ত সার প্রয়োগ ও গো-পালন তাহাদের শিক্ষার প্রধান বিষয় হওয়া উচিৎ।

মানভূম জেলার অধিবাসিবৃন্দের সম্মুখে এই প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়া আমি কৃষির উন্নতিকল্পে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এ ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য কি না তাহা সুধীবর্গের বিচার্য্য। ইহার সংশোধন, পরিবর্ত্তন বা ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন প্রণালী কেহ নির্দ্দেশ করিলে দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস।*

মানভূমের অধিবাসিদিগকে এক ভাবে উৎসাহের সহিত এই কার্য্যে সহায়তা করিয়া পরস্পরের ও দেশের উন্নতি করিতে আমি বিশেষ অনুরোধ করিতেছি।

(মুক্তি)

সংগ্রহ।

কংগ্রেস প্রদর্শনী।

এবারকার কলিকাতা কংগ্রেস প্রদর্শনী অপূর্ব্ব সাফল্য লাভ করিয়াছে। কলিকাতার ন্যায় মহানগরীতে ইহ সম্ভবপর হইতে পারে। দোকান পসারের কথা বাদ দিলেও প্রদর্শনীতে দ্রষ্টব্য ও শিক্ষণীয় এত বিষয় ছিল যাহা অন্ততঃ ৪।৫ দিন বিশেষ মনোযোগের সহিত পর্য্যবেক্ষণ না করিলে কিছুই বুঝতে পারা যায় না। প্রদর্শনী ক্ষেত্রে প্রত্যহই গড়ে ৪০।৫০ হাজার লোক উপস্থিত হইত। কলিকাতা ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহের খুব কম লোকই আছে যাহারা প্রদর্শনী দর্শন করে নাই। এবারকার

* এই প্রস্তাবটী মোটের উপর মন্দ নহে। কৃঃ সঃ।

JOTINDRO NATH DUTTA
JANMABHUMI OFFICE
89 Machua Bazar St. Calcutta

প্রদর্শনীতে আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় জুয়াখেলার অভাব। সাধারণতঃ প্রদর্শনী ক্ষেত্রে আজকাল জুয়ার আড্ডা যথেষ্ট বসিয়া থাকে এবং জুয়াখেলার প্রলোভন হইতে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এই প্রদর্শনীতে জুয়াকে স্থান না দিয়া প্রদর্শনী কর্ত্তৃপক্ষ খুব ভাল কার্য্যই করিয়াছেন। প্রদর্শনীতে স্ত্রীলোক দর্শকের সংখ্যা খুব বেশী হইয়াছিল। মেয়েদের দেখিবার ও শিখিবার অনেক বিষয় সেখানে ছিল। শিক্ষা বিভাগের (Educative department) শিক্ষা, স্বাস্থ্য কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও ভারতে আয় ব্যয় ইত্যাদি গুলি চিত্রের সাহায্যে বেশ সুন্দর ভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। প্রদর্শনীক্ষেত্র একটি নূতন সহরে পরিণত হইয়াছিল। সেখানে সকল প্রকার সুখ-সুবিধার সমস্ত বন্দোবস্তই ছিল। লোকের স্বাস্থ্যরক্ষা ও চলাফেরার বন্দোবস্ত সুন্দর হইয়াছিল। প্রদর্শনীতে পদার্পণ করিলেই উদ্যোক্তাগণের কর্ম্মক্ষমতা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। প্রদর্শনীতে সমস্তই দেশী জিনিষ; দেশী শিল্প কতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছে তাহা সেখানে কিছু কিছু ধারণা করা যায়। বিলাতী কলকব্জা দেখাইবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু কলিকাতার বড় বড় বিদেশী ফার্মগুলি দুই একটি ব্যতীত ইহাতে যোগ দেয় নাই। তথাপি ভারতীয় ব্যবসায়িগণ যাহা প্রদর্শন করাইয়াছেন এবং ভারতের নানাস্থানের শিল্পি ও ব্যবসায়ীদের যে সব দ্রব্যের ষ্টল হইয়াছিল তাহা বাস্তবিকই ভারতের জাতীয়তার পরিপোষক। ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোশিয়েশনও প্রদর্শনীতে যোগদান করিয়াছিলেন।

ভাতের বল।

কোন্ খাদ্য অধিক পুষ্টিকর, ইহা লইয়া অনেক রাসায়নিক বৈজ্ঞানিককে মাথা ঘামাইতে দেখা যায়। কাহারও কাহারও মতে মাংস খুবই পুষ্টিকর খাদ্য। এই পাশ্চাত্য দেশীয়েরা আহার্য্য বস্তুর সঙ্গে নিয়মিত মাংস ভোজন করিয়া থাকেন। কিন্তু মাংস আহার করিলেই কি শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি পায়? চীনা কুলীর দেহে অসীম শক্তি কিন্তু ভাতই তাহাদের প্রধান খাদ্য। দেখ আরববাসী কিরূপ কর্ম্মঠ। মরুভূমির হল্কা অগ্রাহ্য করিয়া সে সারাদিন ধরিয়া চলিয়াছে। অন্যের পক্ষে কি তাহা সম্ভব! তাহাদের প্রধান খাদ্য কি জান? ফল। রোমের সৈন্যগণ অতিশয় বলিষ্ঠ। তাহাদের আহার্য্য—মোটা রুটি আর পচা মদ। আমাদের দেশের লোকের বিশুদ্ধ ঘৃত ও দুগ্ধের প্রাচুর্য্যের সময় যে শক্তি ছিল, সেরূপ শক্তি-সম্পন্ন লোক আর দেখা যায় কি? মানুষ গবেষণা লইয়া ভূলের পিছনে ঘুরিতেছে; প্রকৃতি আপন খেলা খেলিয়াই চলিয়াছেন।

অদাহ্য কাগজ।

কাগজ আগুনের সংস্রবে আসিলে পুড়িয়া যায়। কিন্তু আগুনে দিলেও পুড়িবে না, এমন কাগজও আবিষ্কার করিয়াছে এক জার্ম্মান, তাঁহার নাম মিঃ ফ্রাঞ্জ ফ্রাঙ্ক।

শুধু মুখের কথা নহে, তিনি পরীক্ষা করিয়া অনেককে তাহা দেখাইয়াছেন। তিনি এক তা খবরের কাগজ লইয়া তাহা হাতের চাপে তাল পাকাইয়া ফেলেন। তাহার পর কাগজের সেই তালটী তাঁহার আবিষ্কৃত এক টুকরা কাগজের পর্দ্দায় জড়াইয়া অগ্নিশিখায় ধরেন। সেই অগ্নিশিখায় কাঁচ পর্য্যন্ত গলিয়া যায়; কিন্তু উপরের কাগজ পোড়ার ত কথাই নাই, ভিতরের কাগজের তালের গায়ে আগুনের আঁচও লাগে নাই।

অভিনব সূর্য্যরশ্মি।

অষ্ট্রিয়া ভিয়েনার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রফেসার মোলিশ কলিকাতায় আসিয়া বসু-বিজ্ঞান মন্দিরে তাঁহার গবেষণা কার্য্য চালাইতেছেন। গত ২৫শে জানুয়ারী তিনি জীবন্ত আলোক সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। স্যার জগদীশচন্দ্র বসু প্রথমে প্রফেসার মোলিশের পরিচয় দিতে গিয়া বলেন,—"ভাবধারার মধ্য দিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন কামনা করিয়া আমি এই বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। মনোজগতে ভেদ বা ব্যবধান থাকিতে পারে না। অসীম ধৈর্য্য সহকারে ডাঃ মোলিশ ভারতীয় উপাদান হইতে অভিনব আলোক বীকিরণকারী জীবাণু আবিষ্কার করিয়াছেন। এই জীবন্ত প্রদীপ হইতে শীতল আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হয়। এই আলোকের শক্তি খুব বেশী। আমি আমার ম্যাগনেটিক রেডিওমিটার (চুম্বক সংযুক্ত পরিমাপ যন্ত্র) দ্বারা সেই আলোক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি তাহা খুব তেজস্কর। এই জীবন্ত প্রদীপ সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণার ফলে ভবিষ্যতে অল্প ব্যয়ে আলোক সরবরাহের ব্যাপারে এক যুগান্তর উপস্থিত হইবে।" অতঃপর প্রোফেসার মোলিশ তাঁহার উদ্ভাবিত জীবন্ত আলোকের গুণাবলী দেখাইয়া দর্শকগণকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করেন। তিনি বলেন,—"গলিত পত্র ও কাষ্ঠখণ্ড হইতে শৈবালের প্রভাবে আলোক বাহির হয়। কোন কোন মৎস্যের গাত্রে এক প্রকার জীবাণু থাকায় সেই সকল মৎস্য এক প্রকার আলোক বিকীর্ণ করিয়া থাকে। আমি এক প্রকার জীবাণু ভারতীয় উপাদান হইতে সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা হইতেও আলোক বাহির হয়। সেই আলোক কয়েকদিন স্থায়ীও হয় এবং তাহার এমন তারতা যে, সেই আলোকে অনায়াসে পুস্তক পাঠ করা যায়! ভাত, ডিম্ব ও আলুর তরকারী কিরূপে অন্ধকারেও দেখা যায়, তাহা প্রোফেসার মোলিশ দর্শকগণকে প্রদর্শন করেন। তিনি নিজে ঐ খাদ্য গলাধঃকরণ করিয়া দেখান যে, তাঁহার গলনালীর মধ্য দিয়া কিরূপ আলোক বিকীর্ণ হইতেছে। জঠরের জারক রসে খাদ্যের মধ্যস্থিত জীবাণু মরিয়া যাওয়ায় আলোক অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। অক্সিজেনের সাহায্যেই এই জীবাণু আলোক বিতরণ করে। অক্সিজেন ব্যতীত ইহা সম্ভব হয় না। একটি নলের মধ্যে জীবাণু রাখিয়া তাহার মধ্য দিয়া অক্সিজেন প্রবাহিত করিলে

আলোক দেখা যায়, অক্সিজেন বন্ধ করিয়া দিলে আলোক নির্ব্বাপিত হয়, আবার অক্সিজেন সংযোগে আলোক জ্বলিয়া উঠে। এই ব্যাপারটী প্রফেসার মোলিশ দর্শকদিগকে বিশদভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন। উপসংহারে তিনি বলেন,—ডিনা মক্সের নীতি অনুসারে আলোক সম্পাতের একটা ধারা আছে। জীবাণুর আলোক সূর্য্যরশ্মি হইতেই উৎপন্ন হয়। জোনাকীপোকার, অথবা সমুদ্রের তলদেশে মৎস্যের আলোক—যে আলোকই হউক না কেন, প্রকৃতপক্ষে সমস্ত আলোকই সূর্য্যের আলোর রূপান্তর। সূর্য্যতেজ বৃক্ষে সঞ্চারিত হয় এবং তাহাই নূতন আলোককণায় পরিণত হয়। বস্তুতঃ উহা অভিনব সূর্য্যরশ্মি।

বৃহত্তম রাজপ্রাসাদ।

রাজারাজড়ারা সকল বিষয়েই সাধারণকে ছাড়াইয়া যান। তাঁহাদের রাজ-অট্টালিকা সাধারণের চক্ষুকে সার্থক করে। স্পেনের রাজার মাদ্রিদে যে অট্টালিকা আছে তাহা আবার পৃথিবীর সকল রাজাদের অট্টালিকাকে হার মানাইয়া দিয়াছে। এই অট্টালিকার নাম এসকুরিয়াল (Escurial)। ইহা যে কত বড়, তাহা না দেখিলে অনুমান করাও সহজ নয়। ইহার সমস্ত ঘরগুলি একবার মাত্র ঘুরতে ৪ দিন সময় লাগে, অর্থাৎ সকল ঘরগুলি ঘুরিতে প্রায় ১২০ মাইল পথ মাড়াইতে হইবে।

বালি হইতে সোণা।

নিউজিল্যাণ্ডের সাউথ আইল্যাণ্ড নামক দ্বীপের পশ্চিমাংশে কালো রঙের এক প্রকার বালি পাওয়া যায়, ইহা গলাইয়া সোণা বাহির করা হইতেছে।

কৃষি সন্ধান।

গোময় সার।

সর্ব্ব প্রকার সারের মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠ ও নির্দ্দোষ। ইহার প্রয়োগে দ্রব্যের বিশেষ গুণ ও স্বাদোৎকর্ষ জন্মে। দুই হস্ত গভীর ও ইচ্ছানুযায়ী দীর্ঘ-প্রস্থ খাদ খনন করতঃ তন্মধ্যে গোময় নিক্ষেপ করিতে হয়, অর্দ্ধেক পূর্ণ হইলে সামান্য পরিমাণ চুণ ও এক ইঞ্চ আন্দাজ মৃত্তিকা ছিটাইয়া তদুপরি আবার গোময়, নিক্ষেপ করিয়া খাদ পূর্ণ করতঃ উপরে মাটী চাপা দিয়া এরূপ ভাবে লেপন করিতে হইবে, যেন কোনমতে উহার মধ্যে জল প্রবেশ না করে। ছয় হইতে নয় মাসের মধ্যে গোময় পচিয়া যথোপযুক্ত সারে পরিণত হয়। ভাদ্র মাসে হৈমন্তিক ধান্য বপনের পর যখন গাছ জোর করিয়া পাতা ফেলিতে থাকে তখন চালের সহিত কাঁচা গোময় মিশাইয়া দিতে পারিলে ধান্যের অসম্ভব ফলন হইয়া থাকে। গোলাপ, বেল, জুঁই প্রভৃতি পুষ্প বৃক্ষে কাঁচা গোময় সার প্রয়োগ করিলে প্রচুর পরিমাণে পুষ্প জন্মে।

মহিষ বিষ্ঠা সার।

ইহা প্রায় গোময় সারের তুল্য এবং গোময়ের ন্যায় প্রস্তুত করিতে হয়। ইহার বিশেষত্ব ফলাদির আকারের বৃহত্ত্বকারক।

অশ্ব বিষ্ঠা সার।

ইহাও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রস্তুত করিতে হয়, ইহা অত্যন্ত তেজস্কর, অল্প দিনের সার প্রয়োগে গাছ ঝান খাইয়া যায় এজন্য এক হইতে দেড় বৎসরের কমে পচিয়া উদ্ভিদোপযোগী হয় না। বালুকাময় ভূমি বা যে ভূমিতে একাদিক্রমে ৩।৪ বৎসর কাল ইক্ষু রাখিবার প্রয়োজন হয় অথচ যাহাতে রস স্থির হইতে পায় না এরূপ স্থলে অশ্ব বিষ্ঠা বিশেষ উপকারী। এই সার প্রয়োগে গাছ ঝান খাইয়া যাইলে পুনঃ পুনঃ জলশেচন করা আবশ্যক। হস্তী বিষ্ঠাও এইরূপে প্রস্তুত ও প্রযুক্ত হইতে পারে। উপরি কথিত সার গুলিতে প্রচুর পরিমাণ নাইট্রোজেন আছে।

গোয়ানো সার।

মধ্য আমেরিকার সমীপবর্ত্তী সাগর গর্ভস্থ অনেকগুলি দ্বীপে অগণ্য পক্ষী জাতির বাস। সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া এই সমস্ত পক্ষীর বিষ্ঠা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত প্রমাণে উক্ত

দ্বীপ সকলে সঞ্চিত হইতেছে, মানব লাভের আশায় তাহাই কাটিয়া আনিয়া বিক্রয় করিতেছে। এই সারে প্রচুর এমোনিয়া (Amonia) আছে, এজন্য শৌখীন উদ্ভিদ ও পুষ্পবৃক্ষে ইহার প্রয়োগের সার্থকতা দেখা যায়। গোলাপ গাছে গোয়ানো প্রয়োগ করিলে গাছ সতেজে বর্দ্ধিত ও পত্রসকল বৃহত্তর হয়, এবং গাঢ় হরিদ্বর্ণ ধারণ করে কিন্তু পুষ্প পরিমাণে অল্প জন্মে, ইহার মূল্য অধিক এবং এদেশে ইহার প্রচুর প্রাপ্তিও দুর্লভ।

ক্ষুদ্র পশু বিষ্ঠা সার।

ছাগ মেষাদি ক্ষুদ্র জন্তুর বিষ্ঠা সুবিধামত প্রচুর পাওয়া যাইলে সাররূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। ব্যবহারের পূর্ব্বে ইহা সূক্ষ্ম চুর্ণিত করা আবশ্যক, নতুবা মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হইতে বিশেষ বিলম্ব ঘটে।

পক্ষী বিষ্ঠা সার।

গৃহ পালিত কপোত ও কুক্কুরাদির বিষ্ঠা তরল সারের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। পুষ্পবৃক্ষে ইহাদের অধিক উপযোগীতা দেখা যায়।

নর বিষ্ঠা সার।

ইহাও গোময়ের ন্যায় খাদ মধ্যে রাখিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। যে সকল ভূমি পতিত ও অত্যান্ত নিঃসার এবং যাহাতে কোন প্রকার শস্য উৎপন্ন হয় না, তথায় ইহা প্রোথিত করিলে ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা হইয়া উঠে। মিউনিসিপালিটী পরিচালিত বৃহৎ গ্রাম বা নগরের পরিত্যক্ত বিষ্ঠারাশি যে যে স্থানে প্রোথিত হয় তাহা ২।৩ বৎসরের মধ্যে বিশেষ সারবান হইয়া উঠে। ইহা অত্যন্ত অমেধ্য, ইচ্ছাপূর্ব্বক এতদ্বারা খাদ্যশস্য প্রস্তুত করা উচিত নহে; বিশেষতঃ যেখানে ইহা প্রোথিত হয় তাহার ২কি মাইল দূরবর্ত্তী স্থান পর্য্যন্ত দুর্গন্ধে যাতায়াতের অসাধ্য হইয়া পড়ে। ইউরোপ, আমেরিকা ও উত্তর পশ্চিমের কোন কোন স্থান জেলখানা ও কৃষি পরীক্ষাক্ষেত্র সমূহ ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

গো-মেষাদির মূত্র সার।

গোজাতীয় পশুর মূত্রে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজন সার আছে, এদেশে অধিকাংশ স্থলে ইহা পরিত্যক্ত হইয়া থাকে, যদি মূত্র সার বর্দ্ধনশীল শস্যে প্রয়োগে করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। গোশালার পার্শ্বে একটী বাঁধা চৌবাচ্ছা প্রস্তুত করিয়া উহাতে গোশালার মূত্র ও ধোয়ানি যাহা কিছু সঞ্চয় করতঃ উপরে কোনপ্রকার আবরণ দিতে হইবে, যেন কোনমতে উহাতে রৌদ্র বা বৃষ্টি না লাগে বা উহার বাষ্প বাহির্গত হয়। তিন মাসের মধ্যে পচিয়া উদ্ভিদের সদ্য ব্যবহারোপযোগী হয়।

বিবিধ বৈচিত্র।

অদ্ভুদ ইষ্টক।

যোভান পেশিচ নামক এক শাব্বিয়ান সম্প্রতি কাগজ এবং অন্যান্য সাতটী দ্রব্যের সাহায্যে এমন এক রকমের ইষ্টক প্রস্তুত করিয়াছেন, যাহা জলে বা আগুনে কোন ক্ষতিই হইবে না।

ক্ষুদ্র বানর।

ব্রেজিলের জঙ্গলে এক প্রকার বানর ধরা পড়িয়াছে তাহার ওজন মাত্র চারি আউন্স। ইহাপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বানর পৃথিবীর আর কোথায় দেখা যায় না।

হীরক পরীক্ষা।

খাঁটী হীরক চিনিবার নূতন উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি হীরকের উপর প্রতিফলিত করিলে, হীরকের বর্ণ বৈষম্য ঘটে। এই বর্ণ-বৈষম্যের ফটো গ্রহণ করা যায়। বর্ণানুসারে হীরকের ভাল মন্দ বিবেচিত হয়।

পিপীলিকার শক্তি।

মানুষ মুগুর ভাঁজিয়া, কুস্তি লড়িয়া নানারূপে দেহের শক্তি বাড়াইবার চেষ্টা পায়। বেগশীল মোটর আটকাইয়া গুরু ভার তুলিয়া বা ঐরূপ শক্তির বাহাদুরি দেখাইয়াও কোন কোন পালোয়ান বাহবা লয়। ক্ষুদ্র পিপীলিকার শক্তি দেখিলে সকলকে অবাক্ হইতে হইবে। পিপীলিকা আপন দেহের ওজনের ৩০০০ গুণ ভারী জিনিস অক্লেশে মুখে করিয়া তুলিতে পারে। পিপীলিকার ন্যায় দেহের গঠন যদি মানুষের হইত তাহা হইলে সকল মানুষের পক্ষেই ১২৫ টন অর্থাৎ প্রায় ৬৩০০ মণ ওজনের ভার তোলা সহজ সাধ্য হইত। অথচ মানুষ পিপীলিকাকে ক্ষুদ্রশক্তি বলিয়া উপহাস করে।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

ফাল্গুন মাস।

সব্জী বাগান—তরমুজ, খরমুজ, শশা, ঝিঙ্গা প্রভৃতি যে সকল সব্জী চাষ মাঘ মাসে প্রায় আরম্ভ হইয়াছে, তাহা এই মাসে প্রায় শেষ করিতে হইবে। সব্জ ক্ষেত্রে জল সেচনের সুব্যবস্থা করিতে হইবে। চাঁপানটে বীজ এই সময় বপন করিলেও জল দিতে পারিলে অতি সত্বর নটে শাক পাওয়া যায়।

কৃষি-ক্ষেত্র—ছোলা, মটর যব, সরিষা ধনে প্রভৃতি সমুদয় এতদিন ক্ষেত্র হইতে উঠাইয়া গোলাজাত করা হইয়াছে। এই সময় ক্ষেত্র চাষিয়া ভবিষ্যতে পাট ধান, প্রভৃতি শস্যের জন্য তৈয়ারী করিয়া লইতে হইবে। ইক্ষু এই সময় বসান হইয়া থাকে।

ফলের বাগান—ফলের বাগানে আম, লিচু, লকেট, পিচ প্রভৃতি ফলবৃক্ষে জল দিবার ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কার্য্য নাই।

ফুলের বাগান—এখন বেল, জুঁই, মল্লিকা প্রভৃতি ফুলের বাগানে গোড়া কোপাইয়া জল সেচন করিতে হইবে। কারণ এখন হইতে উক্ত ফুলগাছগুলির তদ্বির না করিলে জল্‌দি ফুল না ফুটিলে পয়সা হইবে না। ব্যবসার কথা ছাড়িয়া দিলেও বসন্তের হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুল না ফুটিলে ফুলের আদর বাড়ে না।

টব বা গামলার গাছ—এই টবে রক্ষিত পাতাবাহার, পাম প্রভৃতি ও মুলজ ফুল ও বাহারি গাছ সকলের টব বদলাইয়া দিতে হয়।

পান চাষ—পান চাষ করিবার ইচ্ছা করিলে এই সময় পানের ডগা রোপণ করিতে হয়।

বাঁশের পাইট—বাঁশ ঝাড়ের তলায় পাতা সঞ্চিত হইয়াছে, সেই পাতার এই সময় আগুন লাগাইয়া পোড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। সেই ছাই বাঁশের গোড়ায় সারের কার্য্য করে এবং নিম্ন-বঙ্গে যেখানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অধিক, সেইখানে এই প্রকার বহু-দূরব্যাপী অগ্নি জ্বালিলে গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি হয়।

ঝাড়ের গোড়া হইতে পুরাতন গোড়া ও শিকড় উঠাইয়া না ফেলিলে ঝাড় খারাপ হয়। আগুন দ্বারা পোড়াইলে এই কার্য্যের সহায়তা হয়। পুকুরের পাঁক মাটিতে বাঁশের খুব বৃদ্ধি হয়।

গোলাপের ! গোলাপের !!

কলম।

যদি সুলভ মূল্য আসল জিনিষ পাইতে চান

শীঘ্রই পত্র লিখুন। সময় উত্তীর্ণ

হইতে চলিল।

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েশন লিমিটেড।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টাটকা

বীজ ! বীজ বীজ !!!

সকল রকম দেশী ও বিলাতি সব্জী ও ফুলের বীজ আমদানী হইয়াছে।

সত্বর হউন ! সত্বর হউন !!

বিলম্বে হতাশ হইবার সম্ভাবনা।

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আসল

কলম চারা কলম।

বিলম্ব করিবেন না।

প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা একেবারেই নাই।

আসুন ! আসুন !! আসুন !!!

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



কবিরাজ—নগেন্দ্র নাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ।

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড

কলিকাতা।

REGISTERED NO. C 192.

১৪শ বর্ষ] চৈত্র ১৩৩৫ সাল [১২শ সংখ্যা

কৃষি, শিল্প ও বিজ্ঞান এবং বাণিজ্য বিষয়ক একমাত্র

মাসিক পত্র



কৃষক

OR

THE AGRICULTURIST

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেডের মুখপত্র।

১১৮।২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সম্পাদক—শ্রীযামিনীরঞ্জন মজুমদার।

বার্ষিক মূল্য ৩৷৵০

প্রতি সংখ্যা ।৵০

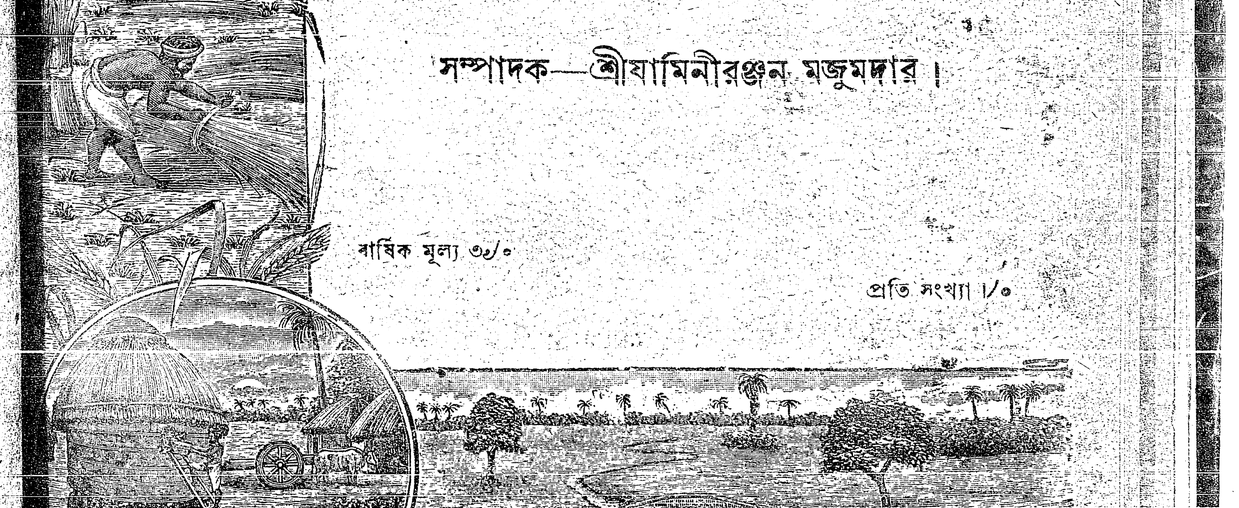

আখ মাড়াই কল।

(বলদ চালিত)

তিন রোলার যুক্ত।

আখ মাড়াই কল।

ইহাতে দুইটী সমান মাপের রোলার আছে। ৮ লম্বা×৭ ব্যাস। আর একটী ছোট রোলার আছে ৬ ×৫ , ইহার দ্বারা আখগুলি চিরিয়া ফেলা হয়; ফ্রেমটি শাল কাঠের, এবং উপরের ও নীচের বুসগুলি ঢালাই লৌহে প্রস্তুত। সম্পূর্ণ ওজন প্রায় ৭৷৷০ মণ।

আলাদা রোলার সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে।

'হাত' আখ মাড়াই কল

ইহাতে দুইটী ৮ ×৭ মাপেরও একটী ৬x মাপের রোলার আছে। দাঁতগুলি মজবুত ও সম্পূর্ণ ঢা এবং ইচ্ছামত বদলান যায়। তৈলাধারগুলি এরূপভা প্রস্তুত যে রসের সহিত তৈল মিশিয়া যায় না।

সকল অংশই সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে।

আজই পএ লিখিয়া অনুসন্ধান করুন।

Sales Department
HOWRAH.

BURN & Co. Ltd.

Howrah Iron Works
HOWRAH.

পাট—

ধঞ্চে শন

বীজ—

যাবতীয় পাটের বীজ আমাদের নিকট সুলভ মূল্যে পাইবেন।

শন ও ধঞ্চে বীজও যথেষ্ট আমদানি হইয়াছে। শীঘ্র পত্র লিখুন।

দিনে দিনে দাম উঠিতেছে।

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড্।

১১৮।২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এস পি দে এণ্ড সন্স।

৮৪এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চা বাগানের ও অপরাপর চাষের জন্য যাবতীয় যন্ত্রাদি এবং লোহার কড়ি বরগা কাঁটাতার করকেট

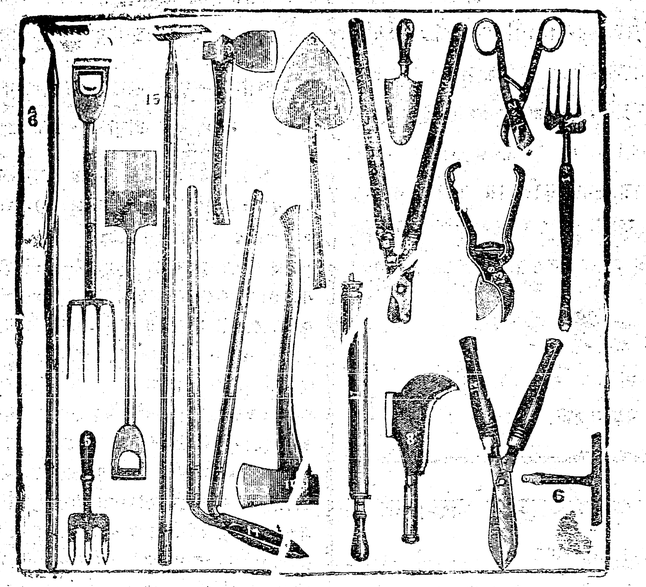

টিন এবং বলটু ইত্যাদি অতীব সস্তা দরে পাওয়া যায়।

আমরা পত্র পাইবামাত্র মাল সরবরাহ করি।

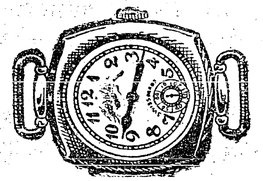

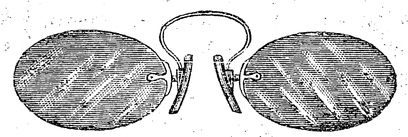

চশমা। চশমা।

আমরা সকল রকম চশমা সুলভ মূল্যে সরবরাহ করিয়া থাকি। যাবতীয় ফ্রেম আমাদের দোকানে পাইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ঘড়ি। ঘড়ি।

সস্তায় যদি ঘড়ি ক্রয় করিতে চান একবার আমাদের দোকানে পরীক্ষা করুন। দাম সস্তা! মজবুত ও সুন্দর সময়-রক্ষক। প্রতারিত হইবার কোন আশঙ্কা নাই।

নিপন এণ্ড কোং

৪১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

WHO IS WHO

In war against malaria

কেন্দ্রীয় ম্যালেরিয়া নিবারণী সমবায় সমিতি হইতে প্রকাশিত ম্যালেরিয়ার সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য পূর্ণ পুস্তক। ম্যালেরিয়ার ইতিহাসের প্রথম হইতে যে সকল মনস্বী এই বিষয়ের নূতন নূতন আবিষ্কার করিয়া ইহার দমন করিবার উপায় বাহির করিয়াছেন তাঁহাদের ফটো এবং ম্যালেরিয়া বীজানুর সুন্দর ত্রিবর্ণ ছবি এই সঙ্গে দেওয়া হইবে। মূল্য আট আনা।

প্রাপ্তি স্থান ঃ—

কেন্দ্রীয় ম্যালেরিয়া নিবারণী সমবায় সমিতি।

১।২ প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রাচীন পবিত্র তীর্থ।

গঙ্গার পশ্চিমতীরে অবস্থিত কালীগড় গ্রামে ৺শ্রীশ্রী-সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দির। ইহা একটী বহু পুরাতন সিদ্ধপিঠ এবং বলয়োপপীঠ নামে জনশ্রুতি আছে। এখানে পঞ্চমুণ্ডি আসন আছে। দেবতা সিদ্ধেশ্বরী, মহাকাল ভৈরব। ই, আই আর হুগলী কাটোয়া লাইনের জীরাট ষ্টেসনের অর্দ্ধমাইল পূর্ব্বে মন্দির।

সেবাইত

শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়।

সাং কালীগড়, পোঃ বলাগড়, জেলা হুগলী।

যামিনীবাবুর কৃষি পুস্তকাবলী।

বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর কৃষি বিশেষজ্ঞ ও কৃষকের সম্পাদক ডক্টর শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের নম্নলিখিত পুস্তকাবলী "কৃষক" আফিসে পাওয়া যায়।

তুলার চাষ ,,	৵০
ইক্ষু চাষ	।০
সরল কৃষি কথা	।০
পান চাষ	৵০
মৎস্য বিজ্ঞান	।০
বেনেতি বাগ	৵০
ফসলের খাদ্য	।০

"উসব"

হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ মাসিক পত্রিকা মূল্য ৩৲

১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ

সম্পাদক প্রণীত—ধর্ম্ম-গ্রন্থাবলী ঃ—

১। শ্রীশ্রীগীতা—২য় সস্করণ মূল সস্কৃত ভাষ্য, বঙ্গানুবাদ প্রতি শ্লোকের জ্ঞাতব্য প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিত। ৩ খণ্ডে সমাপ্ত। তিন খণ্ডই বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে প্রত্যেকখণ্ড বাঁধাই ৪৷৷০ তদালোচিত শ্রীগীতা সম্বন্ধে অনেক সুধীজন ভাল অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন, সকলের অভিমত প্রকাশের স্থান নাই। পণ্ডিত প্রবর শ্রীশ্যামচরণ কবিরত্ন বলিতেছেন—"গ্রন্থকার গীতার প্রকৃত তাৎপর্য্য স্বয়ং বুঝিয়াছেন অপরকে বুঝাইতেও সমর্থ হইয়াছেন। তিনি উহাতে যে ভাষ্য বা টীকা দিয়াছেন, তাহাতে সকল টীকার ও ভাষ্যের সার সঙ্কলিত হইয়াছে, তাঁহার অনুবাদও প্রাঞ্জল ও যথাযথ হইয়াছে, তাহার পর প্রশ্নোত্তর স্থলে যে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অতীব হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছে যাঁহারা গীতার প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণ করিতে চাহেন, গীতার সারবত্তা বুঝিতে চাহেন, গীতায় সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় দেখিতে চাহেন তাঁহাদের নিকট রামদয়াল বাবুর গীতাই আদর পাইবে, ইহাই তাঁহাদের স্বাধ্যায়রূপে পরিগণিত হইবে, ইহাই তাঁহাদের কণ্ঠহার হইবে, একথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।"

২। ভদ্রা—২য় সংস্করণ আদর্শনারীচরিত্র ও তপরায়ণ-ব্রত সাধন-তত্ত্ব উপন্যাস। মূল্য আবাঁধা ১।০ বাঁধাই ১৸০।

৩। কৈকেয়ী—২য় সংস্করণ রামায়ণ হইতে প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। মূল্য ॥

৪। ভারতসমর—বা গীতা পূর্ব্বাধ্যায় (১ম ও ২য় খণ্ড) ২য় সংস্করণ মহাভারতের চরিত্র উল্লেখ করিয়া লিখিত বাঁধাই ২৷৷০

৫। সাবিত্রী ও উপাসনা-তত্ত্ব—

৬। গীতা-পরিচয়—২য় সংস্করণ শ্রীগীত বুঝিতে হইলে ইহাও আবশ্যক। মূল্য ১।০

৭। বিচারচন্দ্রোদয়—২য় সংস্করণ তত্ত্বান্বেষ সাধকের নিত্য সহচর এবং নিত্য সাধ্যায়োপযোগী একমাত্র গ্রন্থ ভগবৎধ্যান ও স্তোত্র মালা সমন্বিত।

মূল্য—কাগজে বাঁধাই ২৷৷০; কাপড়ে বাঁধাই ৩৲।

৯। মনোনিবৃত্তি। নিত্য সঙ্গী বাঁধাই ১৷৷০। ১০। শ্রীশ্রীনামরামায়ণ আবাঁধা।৩

To Let.

আপনার প্রয়োজনীয়

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও দ্রব্যাদি।

নিম্নস্থান হইতে ক্রয় করিলে, প্রতারিত হইবার আশঙ্কা থাকিবে না। ড্রাম /৫ ও /১০ পয়সা। একত্রে ৫৲ টাকার ঔষধে শতকরা ১০ টাকা কমিশন দেওয়া হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হোমিও ট্রাভলিং বক্স।

ইহাতে ৬০টী ঔষধ ও সুগার অব মিল্ক, গ্লোবিউল এবং পুস্তক ও কাগজ পত্র রাখিবার স্থান আছে। ডাক্তারদের অতি আবশ্যকীয় জিনিষ। এবং দেখিতেও সুন্দর মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা। ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

দি ডায়মণ্ড হোমিও সাপ্লাই

২নং শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট (নেবুতলা—ঈশ্বর ভবন)

বহুবাজার কলিকাতা।

ঔষধ বিক্রয়ের লভ্যাংশ আশ্রম সংলগ্ন "ঈশ্বর ঘোষ চারিটেবল ডিস্পেন্সারীতে" ব্যয়িত হইবে।

পল্লীমঙ্গল সমিতির মাসিকপত্র

গৃহস্থ-মঙ্গল।

সম্পাদক—শ্রীঅশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়।

অফিস—৬৯ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট।

মূল্য বার্ষিক ৩৷৷০ প্রতি সংখ্যা।/০ আনা।

বর্ত্তমান ১৩৩৫ সালে, দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হইল। গৃহস্থের উপযোগী করিয়া প্রতি মাসেই ইহা নিয়মিত বাহির হইতেছে। ইহাতে টোটকা চিকিৎসা, হোমিওপ্যাথি, এলোপাথি, কবিরাজী, কৃষি, বাণিজ্য বিষয়ক ইত্যাদি যাবতীয় প্রবন্ধাদি সুচিন্তিত লেখকগণ কর্ত্তৃক লিখিত হইতেছে। ইহার প্রত্যেক পত্রই বহুমূল্য উপদেশে পূর্ণ থাকে। অদ্যই গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন এবং উপকৃত হউন

প্রবোধচন্দ্র দের কৃষি পুস্তকাবলী।

Potato Culture	৷৷০
কৃষিক্ষেত্র	১৷৷০
সব্জীবাগ	১৷৷০
ফলকর	১৲
মালঞ্চ	১৷৷০
আয়ুর্ব্বেদীয় চা	।০
মৃত্তিকা তত্ত্ব	১৷৷০
গোলাপ বাড়ী	১৲
কার্পাস কথা	৷৷০
ভূমি কর্ষণ	।৵০
উদ্ভিদ খাদ্য	৷৷০
উদ্ভিদ জীবন	৷৷০
সাহিত্য, বিজ্ঞান, কৃষি	।০
প্রাকৃতির সামঞ্জস্যে উদ্ভিদের স্থান	।০
ভারতীয় অর্থশাস্ত্র	।০

জমি, বাটী, ক্রয়, বিক্রয়, ভাড়া ও বন্ধক এবং বিবাহকার্য্য।

আমরা সহর ও মফঃস্বলের জমী, বাটী, বাগান ক্রয়, বিক্রয়, ভাড়া ও বন্ধকের কার্য্য অতি সুবিধাদরে ও সততার সহিত সম্পন্ন করিয়া থাকি। ইহা ছাড়া সহর ও মফঃস্বলের সকল শ্রেণীর পাত্র ও পাত্রীর বিবাহ সম্বন্ধ করিয়া দি। এক আনা ষ্ট্যাম্পসহ শীঘ্র আবেদন করুন।

ম্যানেজার—এ, সি, বিশ্বাস।

১২ নং দাস লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

সুরমা

এক আনার ডাক টিকিট

সুরমার সৌভাগ্য !

নহিলে, এত তৈল থাকিতে শুধু সুরমারই এত নাম ডাক, এত আদর কেন? সকলের মুখেই শুনিতে পাই,—"সুরমা বড় সুন্দর টল টলে, ব্যবহারে কখনও চুল চটচটে হয় না, অথচ ইহা নারিকেল তৈলে বা "মিনাল" তৈলে প্রস্তুত নহে। বিশুদ্ধ কৃষ্ণ তিল তৈল ইহার মূল উপাদান। সুরমার সুবাস মধুর, স্নিগ্ধ এবং বহুক্ষণ স্থায়ী। তাজা ফুলের মত এমন টাটকা সৌরভ আর কোন তৈলে নাই। সুরমার গুণও অনেক। ইহা চুলের উপকারী, মাথার উপকারী, স্বাস্থ্যেরও বিশেষ হিতকর। সুরমা মাখিলে সত্য সত্যই চুলের শোভা বাড়ে। মাথার খুস্কি, মরামাস, টাক, চুলপড়া ও অসময়ে পাকা প্রভৃতি দোষ অতি শীঘ্র নিবারিত হয়। মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে সুরমাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এত ভাল তৈলের দামও আশ্চর্য্য সস্তা। ৸০ আনা দামের একটী শিশিতে অন্যান্য তৈলের দ্বিগুণ তৈল থাকে। ডাকে লইতে ।৶০ আনা মাশুল লাগে দামের কথায় যদি আপনার বিশ্বাস না হয়, তবে /০ আনার টিকিট পাঠাইয়া সুরমার নমুনা পরীক্ষা করুন। সেই সঙ্গে একখানি নূতন পঞ্জিকাও বিনামূল্যে পাইবেন।

বড় এক শিশির মূল্য	৸০ বার আনা মাত্র।
মাশুলাদি খরচ	॥/০ নয় আনা।
একত্র তিন শিশির মূল্য	২৲ দুই টাকা।
ডাকমাশুলাদি	১॥/০ এক টাকা নয় আনা



যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, বাসব অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভী এবং সকল প্রকার জাতির ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভ দরে বিক্রয় করিতেছি।

এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ

রোগীগণ স্ব স্ব রোগ বিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্ন সহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থাও পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধআনার ডাক টিকিট পাঠাইবেন।

শ্রীশক্তিপদ সেনগুপ্ত কবিরাজ
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়
১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, টেরিটী বাজার কলিকাতা

পাঠাইয়া, "সুরমার" নমুনা পরীক্ষা করিবেন।

বড় এক শিশির মূল্য	৸০ বার আনা মাত্র।
মাশুলাদি খরচ	॥৶০ এগার আনা।
একত্র তিন শিশি মূল্য	২৲ দুই টাকা।
ডাকমাশুনাদি	১।/০ এক টাকা পাঁচ আনা।

অশোকাসব।

অশোকগাছ স্ত্রীরোগ নিবারণের প্রধান ও প্রসিদ্ধ ঔষধ সেই অশোক ছাল, ওলটকম্বল প্রভৃতি কতিপয় বাছা বাছা স্ত্রীরোগ নাশক ঔষধ দ্বারা এই অশোকাসব প্রস্তুত হইয়াছে। ঋতুকালে অল্প বা অধিক রজঃস্রাব, তলপেটে ও কোমরে বেদনা, শিরঃপীড়া, সর্ব্বদা শ্বেত, পীত বা রক্তবর্ণের অল্প অল্প স্রাব এবং রজোরোধ ও মৃতবৎসা প্রভৃতি দারুণ স্ত্রীরোগ সমূহ এই ঔষধ দ্বারা শীঘ্র নিবারিত হয়। এই ঔষধের প্রধান সুবিধা এই যে, কোন অবস্থাতেই ইহা সেবনের জন্য চিকিৎসকদের পরামর্শ প্রয়োজন হয় না। স্ত্রীলোকেরা নিজে নিজেই পূর্ব্বোক্ত রোগ সমূহের জন্য এই ঔষধ নির্চ্চাচন করিয়া নির্ভয়ে সেবন করিতে পারেন। গর্ভাবস্থাতেও ইহা সেবন করিতে কোন ভয়ের কারণ নাই।

এক শিশি ঔষধের মূল্য	১॥০ দেড় টাকা।
ডাকমাশুলাদি	॥/০ নয় আনা।

লোম সংহার

আমাদের এই **লোমসংহার** চূর্ণ এমন কয়েকটী বিশেষ উপাদানে প্রস্তুত হইয়াছে যে ইহাতে কেশের অনিষ্টকর কোনপ্রকার পদার্থ নাই। লোমযুক্ত স্থানসমূহে ধীরে ধীরে লাগাইয়া দিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে কেশমূল শিথিল হইয়া সেই স্থান পরিষ্কার হইয়া যায়। গাল প্রভৃতি কোমল স্থানে ইহা নির্ব্বিঘ্নে ব্যবহার করা যাইতে পারে। বাজারের বাজে চূর্ণাদি দ্বারা সময়ে সময়ে শরীরের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, আমাদের "লোমসংহার" চূর্ণ ব্যবহারে সেরূপ কোন ভয়ের কারণ নাই।

প্রতি শিশি মূল্য	॥০ আট আনা।
মাশুলাদি খরচ	৶০ তিন আনা।

টিউব ওয়েল বা নলকূপ

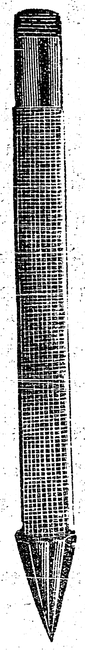

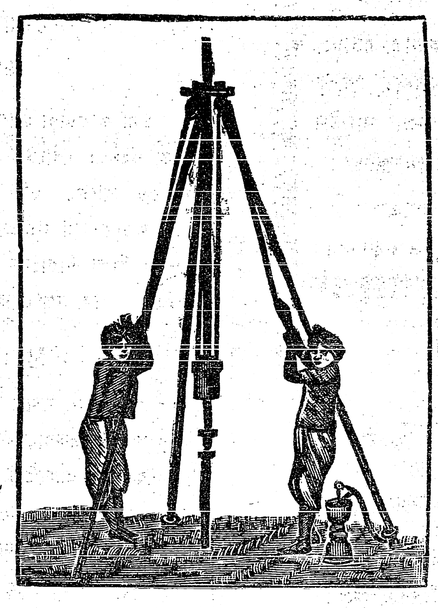

যত রকমের টিউব ওয়েল হইয়াছে তন্মধ্যে গৃহস্থের পক্ষে ১॥দেড় ইঞ্চি নলকূপ যথেষ্ট। আমাদের নির্ম্মিত নলকূপে প্রতি মিনিটে ৮ গেলন বা প্রায় এক মন জল পাওয়া যায়। পার্শ্বের চিত্রে ঠুকে বসান টিউব ওয়েল দেখিতেছেন উহা সর্ব্বথা পরিত্যক্ত উহাতে ৫০।৬০ ফুট বসান যায় এবং ঐরূপ স্বল্প গভীর কূপের জল প্রায়ই শুকাইয়া যায়।

এক্ষণে শ্লাজার ও কেসিং প্রণালীদ্বারা আমরা ৬০০ ৭০০ ফুট পর্য্যন্ত পাইপ নামাইতেছে এবং ওয়াল ওয়ার্থ ফিলটার, ডেমিংস পাম্প ও এস, এল পাইপ দিতেছি।

আমাদের নির্ম্মিত নলকূপে জল শুকাইবে না। শুকাইলে বিনা খরচে বসাইয়া দিব।

মূল্য সস্তার চূড়ান্ত

রেল ভাড়া ও গোগাড়ী ভাড়া ছাড়া আমাদের ১০০ ফুট পর্য্যন্ত দর প্রতি ফুট ২॥০ হিঃ তদূর্দ্ধ প্রতি ফুট ॥০ হিঃ অতিরিক্ত কেসিং দিয়া বসাইলে দর প্রতি ফুট ৩৲ হিঃ ১০০ ফুট পর্য্যন্ত তদূর্দ্ধ ॥০ হিঃ অতিরিক্ত। যিনি যে ভাবে বসাইতে চান সেই ভাবেই বসান হইবে। এ ছাড়া আমরা আমাদের কেমিক্যাল লেবরেটারীতে জল রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া দিই। দরিদ্র গ্রামবাসীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

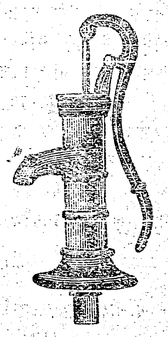

এস, পি দে এণ্ড সন্স, ৮৪এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মাণ্টন এণ্ড কোং।

১৩ ওল্ডকোর্ট হাউস্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

জমিদার ও শিকারীগণের

সুপরিচিত।

বন্দুক, রাইফেল, রিভলভার, টোটা, বারুদ ছররা প্রভৃতি ক্রয় করিবার পূর্ব্বে একবার বিখ্যাত বন্দুক বিক্রেতা ম্যাণ্টন এণ্ড কোংর অফিসে অনুসন্ধান করুন।

ম্যাণ্টন এণ্ড কোং

১৩নং ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পানের সার।

Betel-tone

আজ পাঁচ বৎসর হইল একরূপ সর্ব্বনাশী পোকা পান নির্ম্মূল করিয়া বারুজীবি বৈশ্য জাতির সর্ব্বনাশ করিতেছে। তাহারা পান লতা মাটী ইত্যাদি বঙ্গীয় কৃষি বিভাগে পাঠাইয়া কোন ফল না পাইয়া, বঙ্গীয় হিত-সাধন মণ্ডলীর কৃষি বিষেষজ্ঞ ডক্টর শ্রীযুত যামিনী রঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের নিকট উপনীত হইলে তিনি উক্ত কীটের জীবানু লতা, পান, মৃত্তিকা বিশ্লেষণ করিয়া তাহার নিদান স্বরূপ এক অদ্ভুত ঔসধ বা সার আবিষ্কার করিয়া সমাজের বিশেষ উপকার সাধন করিবেন। উক্ত সারের নামে Betel tone (-বীট্‌ল টোন) ব্যবহার বিধি সারের সহিত দেওয়া হয়। এক বিঘা জমীতে পান তয়ার করিতে ২০৲ মূল্যের সারের প্রয়োজন। ইহাতে পান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, পোকা ধরে না, বড় দীর্ঘ স্থায়ী হয়। বাঙ্গলার বারুজীবি যুবকদের আর নিরর্থক বিনা পেতি ৪০ মণ সরিষার খইল ব্যবহার করিতে হইবে না।

পাইবার ঠিকানা—

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড

১৬২নং বহুবাজার কলিকাতা।

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

কলিকাতা প্রধান আপিস।

৩নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড

স্থানীয় শাখাসমূহ।

বড়বাজার শাখা—১৯৫ নং হ্যারিসন রোড

ক্লাইভ ষ্ট্রীট শাখা—৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট

পার্ক ষ্ট্রীট শাখা—৪৮ নং পার্ক ষ্ট্রীট।

সেভিংস ব্যাঙ্ক

ডিপজিট বা জমা।

১লা জানুয়ারী হইতে ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে এক বৎসরে মোটের মাথায় ৫০০০৲ পর্য্যন্ত জমা দেওয়া যাইতে পারে। দুই বা ততোধিক লোকের নামেও একাউণ্ট খোলা যায় এবং জমা টাকা একজন বা ততোধিক জনকে কিম্বা তাঁহাদের মধ্যে জীবিত একজন বা ততোধিক জনকে দিবার ব্যস্থাও করা যায়।

টাকা তুলিয়া লওয়া।

যে কোন সময়ে টাকা তুলিয়া লইতে পারা যায়। তবে সপ্তাহে একবারের বেশী টাকা তোলা যায় না।

যে সহরে একাউণ্ট থাকে সেই সহরে বাস না করিলে ডাকযোগে টাকা জমা দেওয়া অথবা টাকা তুলিয়া লওয়া যায়। বিনা খরচে ব্যাঙ্কের অন্য কোন আফিসে একাউণ্ট বহন করিয়া লওয়া যায়।

স্পেশাল ডিপজিট একাউণ্ট।

যখন জমা টাকা ১০০০০৲ দশ হাজারে গিয়া পৌছায় জমাকারী সেই সময়ে সমস্ত টাকা অথবা দুই হাজার, চারি হাজার, ছয় হাজার অথবা আট হাজার টাকা স্পেশ্যাল সেভিংস্ ব্যাঙ্কে ডিপজিট একাউণ্টে রাখিতে পারেন তবে এই টাকা তুলিতে গেলে তিন মাস পূর্ব্বে জানাইতে হয়।

সুদ।

সাধারণ সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্টে মাসিক জমা টাকার উপর, যাহা ১০ হাজারের অধিক হইবে না, বার্ষিক শতকরা চার টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। স্পেশ্যাল সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্টে দৈনিক জমা টাকার উপর বার্ষিক শতকরা চারি টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হইয়া থাকে।

ব্যাঙ্ক স্কে রিলে নিয়মাবলী যায়।

ডাক্তার জে, এল বিশ্বাসের

ব্যথা শান্তি তৈল।

সামান্য ব্যথা হইতে বাত পর্য্যন্ত নিরাময় করিতে ইহাই উৎকৃষ্ট তৈল। বহু পরীক্ষিত। মূল্য ১ শিশি।০ তিন শিশি ৷৵০, ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ডায়মণ্ড হোমিও সাধনাশ্রম।

২ নং শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট।

(নেবুতলা ঈশ্বর ভবন) কলিকাতা।

সচিত্র বাঙ্গালা মাসিক পত্র

"স্বভাবের পথে"

৺রাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বি, এল্ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত এবং শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত স্বভাব-চিকিৎসা অর্থাৎ মাটী, জল, উত্তাপ, হওয়া ও শূন্যের সাহায্যে যাবতীয় রোগের চিকিৎসা বিষয়ক প্রবন্ধ, রোগীর বিবরণ, রোগী বিশেষের ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় প্রশ্নোত্তর, লুইকুনে, ম্যাক্‌ফ্যাডেন, প্রভৃতি বিখ্যাত স্বভাব চিকিৎসকগণের লিখিত মূল্যবান পুস্তকের বাঙ্গালা অনুবাদ ইত্যাদি গত বৈশাখ ১৩৩৪ হইতে প্রকাশিত হইতেছে। সডাক বার্ষিক মূল্য ২।০, প্রতি সংখ্যার মূল্য ৶০ আনা।

গ্রাহক হইবার জন্য আজই পত্র লিখুন।

জলচিকিৎসা সম্বন্ধীয় যাবতীয় পুস্তক আমাদের নিকট পাওয়া যায়। ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

কার্য্যাধ্যক্ষ, "স্বভাবের পথে"

২০এ কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বিজ্ঞান।

এই অগ্রহায়ণে দ্বিতীয় বর্ষে নব কলেবরে দেখা দিয়াছে আয়ুর্ব্বেদ আর্য্য চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক একমাত্র মাসিক পত্র। কলিকাতা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও অধ্যাপক "আয়ুর্ব্বেদের" সেই প্রসিদ্ধ সম্পাদক কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন কবিরঞ্জন ইহার সম্পাদক। গত ১৩৩৩ সালের অগ্রহায়ণ হইতে নিয়মিত বাহির হইতেছে। এই পত্রিকায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী এম-এ, এল-এম-এস, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার কাব্যতীর্থ প্রভৃতি কবিরাজ এবং রায়বাহাদুর ডাঃ শ্রীচুনীলাল বসু সি-আই-ই, ডাঃ শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস এম-বি, ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-ডি, প্রভৃতি ডাক্তারগণ নিয়মিত লিখিয়া থাকেন। এরূপ শ্রেণীর পত্রিকা ইহা ভিন্ন আর নাই। বার্ষিক মূল্য—৩৷৵০। নমুনা সংখ্যা ।০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এ,

ম্যানেজার আয়ুর্ব্বিজ্ঞান। ১নং তেলিপাড়া লেন, কলিকাতা।

সোনার বাংলা

সম্পাদক { শ্রীবিপিন চন্দ্র পাল.
শ্রীগোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাদুর।

ঠিকানা—১।২এ প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য—ডাকমাশুল সমেত ২৷৵০ দুই টাকা ছয় আনা।

প্রতি সংখ্যা ৶০ ভিঃ পিতে ।৶০।

কেন্দ্রীয় ম্যালেরিয়া নিবারণী সমবায় সমিতি (Central Co-operative antimalaria Society) এবং বঙ্গীয় উদ্যান-কৃষক সমবায় সমিতি (Bengal Co-operative Home crofters Association এই দুই সমিতির মুখপত্র বঙ্গপল্লীর উন্নতি বিষয়ক সকল প্রকার প্রবন্ধ ও বিবরণী ইহাতে ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হয়।

তৃতীয় বর্ষ চলিতেছে। দ্বিতীয় বর্ষের মাত্র কয়েক খণ্ড অবশিষ্ট আছে।

এ বার পড়ুন না ?

যদি বাড়ী বসিয়াই আপনার দরকার মতন সব জিনিস কলিকাতার দরে পান ?

তবে কেন বৃথা পরিশ্রম গাড়িভাড়া করে কলিকাতায় আসেন ?

আমাদের সিকি টাকা অর্ডারের সঙ্গে পাঠাইলে সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যাদি অতি যতনে পাঠাইয়া থাকি।

শ্রীতুলসীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
প্রঃ শান্তি মিলন মন্দির
"গোপাল ভবন"
বেহালা, কলিকাতা।

পল্লীবাসীর মুখপত্র। পল্লীসেবক সাপ্তাহিক।

"পল্লীমঙ্গল"

পল্লীবাসীগণের সুখদুঃখের কাহিনী লইয়া প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। ইহাতে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রবন্ধ দেশবিদেশের বিবিধবার্ত্তা ও পল্লীকথা পাটের সংবাদ প্রভৃতি রীতিমত প্রকাশিত হইয়া থাকে।

প্রত্যহ প্রাতে দন্ত মঞ্জনের জন্য
ডাঃ জে, এল, বিশ্বাসের
ডায়মণ্ড টুথ পাউডার

ব্যবহার করিবেন। ইহা নিয়মিত ব্যবহারে দন্তের যাবতীয় রোগ বিনষ্ট হইয়া দন্তের উৎকর্ষ সাধন করে। মূল্য ১ কৌটা ৵০, ডজন ॥০ ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র। দুই আনার ডাকটিকিট পাঠাইয়া এক কৌটা ব্যবহার করিয়া দেখুন।

প্রাপ্তিস্থান—ডায়মণ্ড হোমিও সাধনাশ্রম।
২নং শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট,
(নেবুতলা ঈশ্বর ভবন) কলিকাতা।

আপনার বিজ্ঞাপনে অর্থ ব্যয় সফল হইবে

যদি আপনি সেই বিজ্ঞাপন বাজে কথার কাগজে না দিয়া "কাজের কথায়" দেন।

আপনার ব্যবসার প্রসারের জন্য আপনি যাঁহাদিগকে চান—

কাজের কথা।

তাঁহাদের সকলেরই নিকট পৌঁছে।

'কাজের কথা' অন্ন সমস্যা, ব্যবসা বাণিজ্য ব্যতীত কৃষিশিল্প, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, সাহিত্য ও সমাজ প্রভৃতি সকল কথারই রীতিমত আলোচনা করে।

'কাজের কথা' পাঠ করিয়া আপনার মূল্যবান সময়ের সদ্ব্যবহার করুন।

কাজের কথা কার্য্যালয়
—কিম্বা—
Industrial Advertising Bureau
শান্তি মিলন মন্দির, গোপাল ভবন
বেহালা, কলিকাতা।

এই শীতের সময় যদি আপনি

ডাঃ জে, এল, বিশ্বাসের

পপুলার কোকোনাট অয়েল

মাখিয়া স্নান করেন, তাহা হইলে আর আপনার গাত্র ফাটিবার আশঙ্কা থাকিবে না, এবং ইহার মধুর গন্ধ আপনাকে ও আপনার বন্ধু বান্ধবকে প্রচুর আনন্দ দান করিবে। মাথার যাবতীয় রোগ দূর করিতেও এই তৈল আপনাকে যথেষ্ট সাহায্য করিবে। অদ্যই এক শিশি আনাইয়া পরীক্ষা করুন। মূল্য অতি সামান্য—১ শিশি ।০ ২ শিশি ।৶০। ১ শিশি প্রায় দুই সপ্তাহ চলিবে।

প্রাপ্তিস্থান—ডায়মণ্ড হোমিও সাধনাশ্রম।
২, শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট, (নেবুতলা—ঈশ্বরভবন)
কলিকাতা।

পত্র লিখিলে অন্যান্য দ্রব্যের তালিকা বিনামূল্যে পাঠানো হয়।

কৃষক

২৯শ খণ্ড | চৈত্র, ১৩৩৫ সাল। | ১২শ সংখ্যা

চাষার প্রার্থনা।

(শ্রীজহরলাল বিশ্বাস)

ওগো আমার পল্লী মাতা
তোর চরণে রেখে মাথা
তোরি স্তুতি গাই।
মানুষ মোরা স্তন্যে তোরি
তোর তরেতে তুচ্ছ করি
সকল যাতনাই ॥
তোরি ধু ধু মাঠের মাঝে
রোদে জলে পুড়ে ভিজে
সারা বার মাস।
কাটাই মোরা কোনরূপে
হেসে খেলে সুখে দুঃখে
ক'রে সবে চাষ ॥

ওই বিলাসিতার সহরেতে
চাইনা গো মোরা যেতে
ছেড়ে তোরে কভু।
চাইনা মোরা সভ্য হ'তে
চাইনা মোরা ধর্ম্ম দিতে
মরে যাব তবু॥
চাই মা শুধু শক্তি মোরা
চাই মা তোর স্নেহ ধারা
চাই এম্নি প্রাণ।
যেন মাথা রেখে তোর বুকেতে
শেষের দিনে পারি যেতে
গেয়ে তোরি গান॥

পাটের খবর।

(শ্রীসুধীন্দ্রকুমার ভৌমিক।)

কলিকাতা বিগত ৬ই এপ্রিল পাটের বাজার মার্চ্চ মাসের তুলনায় অনেক নামিয়া গিয়াছিল। ১লা নম্বরের পাকা গাঁইটের দর (যে আকারে বিলাতে রপ্তানি হয়) মাত্র ৬৭ টাকা তিন আনায় কাজ হইয়াছিল। এবং ফটকা বাজারে ভবিষ্যতের দর মাত্র ৭১ টাকা আট আনা। ইহা মাত্র পাটের জুয়াখেলার বাজার বলিয়া বোধ হইতেছে। এবং দর কমিয়া যাওয়ায় মহাজনগণ মাল ধরিয়া রাখায় কলিকাতা বাজারের গুদামজাত মাল ৫ই এপ্রিল তারিখে ৯১১২০০ শত মণ পাট মজুত আছে। বিগত বৎসর ঐ সময়ে মাত্র ৪৩২৬৫০ মণ মজুত ছিল। পূর্ব্বোক্ত সময়ে ঐ দিনে রপ্তানি চল্লিশ হাজার মণ হইয়াছিল। এ বৎসর মাত্র ১৫ হাজার মণ হইয়াছে। পাটের বাজার নামিবার কতিপয় কারণ আছে। এবার বঙ্গদেশের অনেক

জিলাতে পূর্ব্বেই বৃষ্টি হইয়াছিল। এজন্য নিম্নভাগেতে নদীর সন্নিকট স্থানে পাটের চারা জন্মাইয়াছে। টান জমীতে যদিও এখন পুরাপুরি চাষ হয় নাই মধ্যভূভাগে অনেক স্থানে পাটের বীজ রোপন আরম্ভ হইয়াছে। বিলাতী মহাজন ল্যাণ্ডেল ক্লার্ক, সিন্‌ক্লোয়ারমারে ও অপর অপর ফার্ম্মের প্রত্যেক জিলা হইতে পাটের চাষের রিপোর্ট বা বিবরণ প্রতি সপ্তাহে এমন কি প্রতিদিনে ছাপা হইয়া বিলাতী পাটের সওদাগরী আফিসগুলিতে বিলি হয়। এই খবরগুলি প্রায়ই একটু অতিরঞ্জিত, আশাপ্রদ আকারে বাহির হয়। উহা আবার একটু রং ফলাইয়া বিলাতে তারযোগে প্রকাশিত হয়। তাহার ফলে বিলাতী পাকা গাঁইটের দর নামিয়া যায়। এদিকে আবার বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স বা ইউরোপীয় বঙ্গীয় বণিক সভা, পাটের বড় বড় হৌসের সাহেবেরা একযোগে ক্রয় বন্ধ করিয়া দেন অথবা খুব কম দরে খরিদ করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন এবং সাহেব দালালগণ দেশীয় মহাজনগণকে ঐ কম দরে বিক্রয় করিতে চেষ্টা করেন। এইজন্য দেখা যায় মোকামের দর অনেক সময় কলিকাতা বাজার হইতে বেশী থাকে। কলিকাতার আড়তদারগণ মফঃস্বলস্থ মহাজনগণের স্বার্থের দিকে অনেক সময় না চাহিয়াই লোকসানে তাঁহাদের মাল বিক্রয় করিয়া দেন। বিলাতী বণিকগণ একযোগে এদেশের পাট খুব কম দরে কিনিবার জন্য কার্য্য করেন। অথচ কলিকাতার আড়তদারগণ সমযোগে একমতে কার্য্য করিতে সমর্থ হইলে ইহার প্রতীকার হইতে সমর্থ হইত। যদি তাঁহারাও একযোগে কিছুদিন বিক্রয় স্থগিত রাখিতে পারেন তবেই ইহার প্রতীকার সম্ভব। বিলাতী মহাজনগণ এতাদৃশ পূর্ব্বোক্ত প্রকারের একতা বশতঃ আপনারা পাটের বাজার করতলগত করিয়া এ দেশীয় কৃষিজীবিদিগকে তাহাদের শ্রমের উপযুক্ত পুরস্কার বা মূল্য হইতে বঞ্চিত করিতেছেন তাহার একটি মাত্র প্রমাণ দিলেই যথেষ্ট হইবে। ভাগীরথীর দুধারে যে সকল পাটের কল স্থাপিত হইয়াছে তাহার অনেকগুলিতে শতকরা ৪০।৫০ ভাগ হইতে শত ভাগ পর্য্যন্ত এমন কি দুই শত ভাগ পর্য্যন্ত লভ্যাংশ দিয়া থাকেন। ইহাতেই দেখা যাইতেছে ভারতের শ্রমিক ও কৃষকগণ ইহাদের সমবেত কার্য্যে শ্রমের উপযুক্ত মূল্য পাইতেছে না। অপর দিকে কলে নিযুক্ত সূত্র বয়নকারী ও নির্ম্মাণকারী শ্রমিকগণ তাহাদের শ্রমের উপযুক্ত সাপ্তাহিক বা মাসিক বেতন পাইতেছে না। তজ্জন্য প্রতি মিলে ধর্ম্মঘট হইয়া বিবাদের শেষ মীমাংসা হইতেছে না।

ইহার কি প্রতিকার সম্ভব?

পাট প্রধানতঃ বঙ্গদেশের উৎপন্ন দ্রব্য ও দুনিয়ার হাটে ইহা একচেটিয়া পণ্য দ্রব্য। বঙ্গদেশ, বিহার ও আসাম এই তিন প্রদেশেই ও উড়িষ্যায় পাট জন্মিয়া থাকে। অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী বৃহত্তর বঙ্গদেশই ইহার জন্মভূমি। সুতরাং এই তিন প্রদেশীয় কৃষি বিভাগীয় মন্ত্রীগণ যদি একযোগে সর্ব্বপ্রকার পাটের বিক্রয়ের

JOTINDRO NATH DUTTA
JANMABHUMI OFFICE
Calcutta Post Office Circle
89, Harrison Road

দর বা রকম, ঠিক করিয়া দিবার ব্যবস্থা করেন এবং সমগ্র পাট তাঁহাদের হাত দিয়া গুণানুসারে তারতম্য করিয়া একটি সরকারী কণ্ট্রোল বোর্ড স্থাপন করেন তবে কৃষকদিগের অবস্থা ফিরিবে। শ্রমজীবিগণেরও স্বার্থ বজায় থাকিবার সম্ভাবনা ইহার সহিত আর একটি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। প্রত্যেক প্রদেশে, প্রত্যেক জিলাতে পাট উৎপাদনকারী কৃষকের ভূমির পরিমাণ রেজীষ্ট্রী করিয়া লইতে হইবে। তৎপরে প্রত্যেক কৃষককে পাট উৎপাদন করাইতে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ভূমির আয়তন বা বিঘা পরিমাণ আইনের বলে কমাইয়া দিতে হইবে।

ঐ সকল ভূমিতে ধান ইক্ষু ও অপরাপর চাষ করাইতে সরকার হইতে এক প্রকার বাধ্য করাইতে হইবে। আমাদের অভিমত এই ৪নং পাটের দর অন্যূন ১৫ টাকা হওয়া উচিত। তাহার নিম্ন রকমের দর ক্রমে ১৪ ও ১৩ হওয়া উচিত এবং বারো টাকার নীচে কোনও পাটের দর হইতে পারিবে না। যেগুলি একদম ছাল ও এলো-মেলো পাট সেগুলি মাত্র দশ টাকায় বিক্রয় হইতে পারে। অবশ্য ইহাও দৃষ্টি রাখিতে হইবে যে ভিজা পাট বাজারে আমদানী ক্রয় বিক্রয় যাহাতে না চলিতে পারে। আইনের দ্বারা ইহা দণ্ডনীয় করিয়া মফঃস্বল ও কলিকাতা সর্ব্বত্র বন্ধ রাখিতে হইবে। ইহা দ্বারা পাটের সুত্রগুলি অকর্ম্মণ্য ও নরম হইয়া যায় সেই দোষ নিবারণ হইবে। অবশ্য এই প্রকার আইন প্রচলন করিতে হইলে পাটের দরের পূর্ব্বোক্ত হারও বাড়াইলে ভাল হয়। আমাদের স্বদেশীয় রাজনৈতিক কংগ্রেসপন্থীগণ শুধু প্রচার দ্বারা উৎপন্নের হ্রাসের যে চেষ্টা করিতেছেন ইহা আমাদের মধ্যে বিশেষ ফলদায়ক হইবে না। তাহার প্রধান কারণ এই যে গ্রাম্য কৃষকগণ অথবা এক একটি জিলার কৃষকগণ সমবেত ভাবে যার যার কর্ষিত ভূমি পরিমাণ হারাহারি ভাবে কমাইতে একমত হইতে পারিবে না। কারণ পাটে আশু নগদ টাকা এবং পাটের দাদন বাবত টাকা নগদ পাওয়াতে চাষ করিবার খুব সুবিধা পায় ও মহাজনগণকেও অল্প দরে পাট দিব বলিয়া চুক্তিবদ্ধ হয়। দ্বিতীয়তঃ জমীদারগণের খাজনা পাট বিক্রয় হইতেই দেওয়া হইয়া থাকে। পাট ভাল উৎপন্ন হইলে অপর ফসল হইতে লাভজনক হয়। এইজন্য আমাদের বিশ্বাস আমাদের পূর্ব্বোক্ত দুইটী পন্থা অবলম্বন ভিন্ন শুধু প্রচারে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না! অপর পক্ষে ইউরোপীয় বণিক ও কাউন্সিলের বেসরকারী ইংরাজ সভ্যগণ আমাদিগকে এই প্রচার সম্বন্ধে যে বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করিয়া থাকেন তাহা নিতান্ত অযৌক্তিক নহে। তবে প্রচার দ্বারা কৃষকগণ যদি নিজ স্বার্থ বুঝিতে পারে সুদূর ভবিষ্যতের পক্ষে তাহা মন্দ নহে বলিতে পারা যায়।

আমরা সংক্ষেপে বক্তব্য বলিলাম। আশা করি বেসরকারী কাউন্সিলের দেশীয় সভ্যগণ প্রজার স্বার্থ যাহাতে থাকে এতাদৃশ আইন প্রণয়ন করিতে সকল দল একত্রিত হইবেন। আমরা সত্বর এই প্রকার আইনের পাণ্ডুলিপি আশায় রহিলাম।

গবাদির শুশ্রূষা ও পরিচর্য্যা।

(শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার)

বদ্বীপপ্রদেশ অথবা যে সকল স্থান ধান্যোৎপাদনের উপযোগী, তথায় গবাদি পশুর অবস্থা স্বচ্ছল হইতে পারে না। গো ভূমির অভাবই ইহার প্রধান কারণ। এমন কি ভারতবর্ষের অনেক স্থানে অপেক্ষাকৃত অনুর্ব্বর ভূমিখণ্ড পর্য্যন্তও কর্ষিত হইয়া থাকে; তাহার ফলে গোচারণ অধিকতর স্বল্পায়তন হইয়া পড়ে। অবশ্য পূর্ব্বঘাট, পশ্চিমঘাট, সাতপুরা, কাইমুর, এবং গয়া ও পালামু জেলার গিরিশ্রেণীতে সম্বৎসরে প্রচুর ঘাস জন্মে, কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে সেইগুলি তৃণ-বহুল হইলেও চাষের অপকর্ষ এবং অত্যধিক বৃষ্টিপাত হেতু এই সকল স্থলে গোপালন এবং গো-উৎপাদনের জন্য আদৌ উপযোগী ও উপযুক্ত না হইলেও ঐ সকল পার্ব্বত্যদেশের নিম্ন প্রজারা এই সকল পার্ব্বত্যদেশে আপনাদের বহু গো মেষ মহিষ ছাগল পোষণ করে। ঘাস গাছের পাতা আদি খায় বলিয়া তাহাদের দুগ্ধে উৎপাদিত ঘৃতে একটু "ঘেসে" গন্ধযুক্ত হয়। যে স্থানে বৃষ্টিপাত বৎসরে ৪০ ইঞ্চির কিঞ্চিদধিক হইয়াও তৃণ জন্মে, এরূপ স্থান বিরল নহে। হিমালয়ের তরাই প্রদেশের গোপ্রচার সমূহে বহু গো মেষ মহিষ প্রতি বৎসর নীত হইয়া বাথানে রক্ষিত ও উচ্চাবচ ঘাসবহুল জমীতে চরান হইয়া থাকে। সকল পার্চ্চত্যদেশেই এইরূপ ব্যবস্থা হইয়া থাকে; বনবিভাগে উপযুক্ত গোগ্রাম ভূমিই প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা সরকার করিতেছেন, কিন্তু বনানী ও নৈসর্গিক শক্তির সংরক্ষণ সমধিক প্রয়োজনীয় বিধায় অরণ্যবিভাগেও গবাদির প্রতিপালন আশানুরূপ হইতে পারে না; ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থলেই উৎপন্ন ফসলাদি দ্বারা গোসেবা করা হইয়া থাকে। আমাদের দেশে গোসেবা কেবল ঘাস খড় চুণী খুদী আদির দ্বারা পালন করা হয় না; ইহা ছাড়া শস্য, ছোলা তিসি আদির দ্বারাও গোপালন কোন ২ দেশে করা হইয়া থাকে। গোগণকে যেমন খাদ্য দানে পোষণ করা হয়, তেমনি তাহাদের নিয়মিত সেবাশুশ্রূষা এবং প্রসাধন আদি করাও প্রয়োজন; ইহা না করিলে তাহাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে না।

গবাং কণ্ডূয়নং শ্রেষ্ঠং তথাচ পরিপালনে।
তুল্যং গৌশতদানস্য ভয়রোগাদি পালনে॥

তৃণোদকানি যোদদ্যাৎ ক্ষুধিতানাং গবাহ্নিকং।
সোহশ্বমেধ ফলং দিব্যং লভতে মানবোদদঃ॥

অর্থাৎ গরুর অঙ্গ কণ্ডুয়ন শ্রেষ্ঠ; তদ্রূপ গোপালন করাও শ্রেষ্ঠ। গোগণের ভয় উপস্থিত হইলে ও রোগাদি জন্মিলে, যে তাহাদের পালনকরে সে শত গোদানের ফল লাভ করে, এ কথা হনুমন্ত বলিয়াছেন। ক্ষুধিত ও তৃষ্ণিত গোগণকে যে প্রত্যহ তৃণ ও জল দান করে, সে মানব দিব্য অশ্বমেধের ফলভোগী হইয়া থাকে।

গোসেবা-পরায়ণ লোক পুষ্প দ্বারাও গোদিগকে কদাচ তাড়ন করিবেন না ("ব্রাহ্মণাংশ্চ স্ত্রীয়োগাশ্চ পুষ্পেনাপিন তাড়য়েৎ")। "সর" এই বাক্যও কদাচ প্রয়োগ করিতে নাই। গোগণকে তালপত্র দ্বারা স্পর্শন, আহার বন্ধ, অকারণ গোগৃহে ধূমপান করিবে না। গোপৃষ্ঠে আরোহণ সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য; গাভী কোন অপরাধ করিলে কদাচ তাহার দণ্ড বিধান করিবে না; গোবৎস্য মাতৃ দুগ্ধ পান করিলে বা পরক্ষেত্রে বিচরণ করিলে কদাচ তাহা নিবারণ করিবে না বা নিবারণ করিতে আদেশ দিবে না। সুখপ্রদ গোগণ সকল জীবের মাতা; যিনি বৃদ্ধিপ্রার্থী তিনি প্রতিদিন গোসকলকে প্রদক্ষিণ করিবেন। গোগণকে কদাচ পদদ্বারা তাড়না করিবে না এবং গো-মধ্যে সদা গমন করিবে না, যেহেতু মঙ্গলায়তন দেবী স্বরূপিনী গোগণ সতত পূজনীয়া। যদিও শাস্ত্রানুযায়ী গোপালন বা গো সেবা আমাদের দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে, তথাপি যাহাতে ব্যাধির হাত হইতে দেশের কৃশ গোসকলকে রক্ষা করা যায়, তাহা করা আমাদের সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, তাই আজ আমি এই প্রবন্ধে শ্রীকৃষ্ণ ভেড় মতঙ্গ সহদেবাদির প্রাচীন ঋষিগ্রন্থ হইতে সন্নিবিষ্ট করিলাম। এদেশে প্রায় আর পূর্ব্বকালের মত তেজস্বিনী গাভী পরিদৃষ্ট হয় না; পয়স্বিনী গাভীগণের এখন আর স্রোতশ্রেণীর ন্যায় পীযূষ স্রোত প্রবাহিত হয় না। সে কালের মত দীর্ঘাবয়ব বিশিষ্ট শ্রম সহিষ্ণু শক্তিশালী দ্রুতগামী বলীবর্দ্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না; গাভীর সংখ্যা দেশ হইতে যেন দিন দিন হ্রাস হইয়া যাইতেছে; ইহার কারণ আমার মনে হয় যে তাচ্ছিল্য, অশিক্ষা, অজ্ঞতা এবং গো-সেবায় অনিচ্ছা। হায়! আমাদের আজ কি দুর্দ্দিন উপস্থিত। আমাদের দেশে বাদসাহ আকবরের সময় যে গাভী তিন বা চারি মণ দুগ্ধ একটানে দিত, ১০৲ সিক্কা টাকায় বিক্রীত হইত, তাহা এখন এদেশে সহস্রাধিক টাকা দিলেও পাওয়া যায় না। ইউরোপের হলাণ্ড দেশজাত হল্‌ষ্টীন্ ফ্রীজিয়ান জাতীয় গোগণ আজও দৈনিক ২৷৷০।৩ মণ দুগ্ধ দান করিয়া সেই দেশের গোপালকগণের ধন বৃদ্ধি করিতেছে। এদেশের গাভী সকল তৃণভোজী দেবী রূপিনী হইয়াও অপালন হেতু জীর্ণ ও শীর্ণ কঙ্কালবিশিষ্ট হইয়া অকালে কালকবলিত হইতেছে; দেশে এত মানুষ্য ভারত-সন্তান থাকিতেও তাহার প্রতিকার হইতেছে না; আমরা ইহা দেখিয়াও দেখিতেছি

না, বুঝিয়াও তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিতেছি না; অথচ জন্ম হইতে মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রতিমুহূর্ত্তে আমরা গো মাতার দ্বারা প্রতিপদে ২ উপকৃত হইতেছি। গোজাতির উপকারিতা যে কেবল দুগ্ধেই পর্য্যবসিত হয়, তাহা নহে। গোরুর দ্বারা ক্ষেত্র কর্ষণ করাইয়া শষ্য উৎপাদন করা হয়; সেই শষ্যই আমাদের জীবন রক্ষার একমাত্র উপায়। গোময় দ্বারাও গৃহস্থের বহুল উপকার দর্শে; গোময়, গোমূত্র, গোঘৃত, দধি, মাখন প্রভৃতি আমাদের পারত্রিক কাজের জন্যও সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মানবের সুখভোগের উপাদেয় দ্রব্য ভক্ষণ ও জীবনধারণই গোরুর দ্বারায় সম্পন্ন হইয়া থাকে।

দেশে যে দিন ২ গোসংখ্যা হ্রাস পাইতেছে, গাভীগুলি অল্পদিনে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিতা হইতেছে, বিগত ২০ বৎসরের অনুসন্ধান দ্বারা যে সকল কারণগুলি উপলব্ধি হইয়াছে, তাহা আমার স্বদেশবাসী গোরক্ষক কৃষক ও জনসাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে বিবৃত করিলাম।

১। উপযুক্ত আহার অভাবে এবং অপালন অর্থাৎ সেবাসুশ্রূষার অভাব। ২। গোমাংস এবং গোচর্ম্মের জন্য অবাধ গোহত্যা। ৩। সংক্রামক পীড়ার আক্রমণ এবং দেশে গোচিকিৎসার সুব্যবস্থার অভাব। ৪। গোপ্রচারের অভাব। ৫। বৈজ্ঞানিক গোপ্রচলনে অজ্ঞতা এবং শিক্ষার অভাব। ৬। অবাধ বিদেশ রপ্তানি। ৭। গোশালার অবস্থান্তর, অব্যবস্থা এবং অস্বাস্থ্যকরতা। ৮। পীড়িত পশুর সহিত অন্য অরুগ্ন পশুর এক চারণ বিচরণ এবং একত্রে এক স্থানে বসবাস। (৯) পুষ্টিকর খাদ্যাভাব। (১০) খাদ্য নির্ব্বাচন এবং এবং মিশ্রণে অজ্ঞতা। (১১) তীব্র শীত বর্ষা এবং রৌদ্রভোগ। (১২) দূষিতজল পান এবং শুষ্ক অপরিষ্কৃত ঘাস ভোজন। (১৩) অতিরিক্ত পরিশ্রম ও অসময়ে দোহন এবং তাড়ন। (১৪) একস্থানে নিয়ত গাভীকে বন্ধন করিয়া রাখা। (১৫) বাহিরের নির্ম্মল বায়ু সেবনের অভাব। গোশালা প্রবন্ধে এই সকল কথা সবিশেষ আলোচনা করিয়াছি। অনুসন্ধিৎসু পাঠক এসম্বন্ধে নিম্নলিখিত ২৫ ভাগ 'কৃষক' পত্রিকায় যত্নে পাঠ করিতে পারেন। (১৬) মশকাদি বিষাক্ত কীট পতঙ্গের দংশন জনিত রোগ, বিষ ভক্ষণ বা বিষাক্ত গুল্ম লতা বৃক্ষাদি ভোজন বা বিষাক্ত পশুর দংশন। (১৭) গোশালার নিকট কদাচ গোময় স্তূপ রচনা করিবে না।

দুগ্ধ এবং কখন ব্যবসায়ী গোয়ালের সকল বিষয় পুংখানুপুংখরূপে স্বচক্ষে পর্য্যবেক্ষণ করিবেন এবং অত্যন্ত পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখিবেন। প্রাতে সকাল চারিটার সময় গোশালা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া মলমূত্রাদি স্থানান্তরিত করিয়া ধৌত করিবে এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে "গোবর গাদায় "ও" মূত্ররক্ষণ গর্ত্তে ফেলিবার ব্যবস্থা করিবে। ঐ সময় গ্রীষ্মকালে গাই গুলিকে ধৌত করিয়া পাছা দাব্‌নাদি

JOTINDRO NATH DUTTA
JANMABHUMI OFFICE
88, Beadon Street, Calcutta

পরিষ্কার করিয়া দিবে ; শীতকালে এই কাজ সূর্য্যোদয় হইলে নিত্য করিবে, যাহাতে গাই গুলির ঠাণ্ডা লাগিয়া অসুখ না করে। ঐ সময় গোশালাও ধৌত করিয়া দিবে ; এবং বাঁট ও পালানটীকে বেশ খশ্‌খশে কাপড় বা বুরুষ বা বাবুই পাখির বাসার সাহায্যে বা পাকা তেতুঁলের ছিব্‌ড়ার নুটীদ্বারা ধুইয়া দিবে। দুগ্ধবতী গাইদের গোশালার সম্মুখবর্ত্তী প্রাঙ্গনে উন্মুক্ত বাতাসের স্থানে প্রত্যহ সকাল-বিকালে দোহন করিয়া পরে মাঠে বা উন্মুক্ত স্থানে টহল করাইবে যাহাতে তাহাদের আবশ্যকীয় ব্যায়ামের কাজ করে। দুগ্ধবতী গাইদের কদাচ শীতে বা ঠাণ্ডা বাতাসে রাখিবে না ; গোশালার মধ্যে সদাতাপ নিরূপন জন্য একটি থার্মোমিটার (Thermometre) অতি অবশ্য ২ রাখিবে ; পাশ্চত্য দেশে গোশালায় তাপ নিরূপন জন্য এইরূপ সর্ব্বদাই রক্ষা করা হয়।

মার্কিণ যুক্ত রাজ্যের অন্তর্গত উইস্ কন্‌সিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কৃষি অধ্যাপক হেনরী তাঁহার "Feeds & Feeding" নামক পুস্তকে বলেন যে একটি বড় জাতীয় গাই প্রত্যহ ৪৯ পাউণ্ড গোময় ও ১৯ পাউণ্ড মূত্র শরীর হইতে নিষ্কাষিত করিয়া থাকে ; তাহা হইলে সম্বৎসরে ১টি গাই ১২ টন সার গৃহস্থকে দেয়। অবশ্য গাভীর খাদ্য ও আকারের উপর ইহার ইতর বিশেষ নির্ভর করে। ইহাতে ১৭১ পাউণ্ড নাইট্রোজেন, ২৬ পাউণ্ড ফশ্‌ফরিক এ্যাসিড্, ১০৮ পাউণ্ড পটাশ উৎপাদিত হয় ; এইগুলি জমীর খুব উত্তম সার এবং উদ্ভিদ দেহের বর্দ্ধক এবং পুষ্টক। এই সার আমাদের দেশে প্রত্যহ মাঠ হইতে নষ্ট হইতেছে ; অস্থিও এক মহাসার পদার্থ। আমাদের দেশ হইতে এই সার নিত্যই বিদেশে নীত হইয়া আমাদের ভূমিকে নিস্ব করিতেছে, তাহার দিকে আমরা আদৌ দৃষ্টিপাত করি না। আমাদের দেশের অজ্ঞ কৃষকদের আশুদৃষ্টি কি এ দিকে পড়িবে ?

"যস্যৈকাপি গৃহে নাস্তি ধেনুবৎসানু সায়িনী। মঙ্গলানি কুতস্তস্য কুতস্তস্যতমঃ ক্ষয়ঃ॥"

অর্থাৎ যাহার গৃহে সবৎসা গাভী নাই, তাহার মঙ্গল হইবে কিরূপে, তাহার তমঃক্ষয়েরই বা সম্ভাবনা কোথায় ? ভৃগুকে অনুসরণ করিয়া পদ্ম পুরাণ কর্ত্তা শ্রীমৎ ব্যাসদেব বলেন যে "তেনাস্নায়ো হুতীঃ সম্যক্ পিতরস্তে যে তর্পিতাঃ। দেবাশ্চ পূজিতাঃ সর্ব্বে য দদাতি গবাহ্নিকং॥"

অর্থাৎ যিনি গোগণকে গ্রাস ও ভোজন দান করেন, তিনি দেবগণের হোম, পিতৃগণের তর্পণ সকল দেবতাগণের পূজাদানের ফল প্রাপ্ত হন।

হিন্দুর ধর্ম্মে ও যাবতীয় স্মৃতি ও শাস্ত্র গ্রন্থে এবং ক্রিয়া পদ্ধতিতে গোজাতিকে খুবই উচ্চ আসন প্রদত্ত হইয়াছে ; সেইজন্য গোগণ আমাদিগের মাতা এবং বৃষদেব আমাদের পিতা, একথা স্বয়ং অম্বরীষ রাজা নারদকে বলিয়াছিলেন। সেই জন্য বশিষ্টকে অনুসরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভগবান রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন "গোশরীরে

বসন্তি ভুবনানি চতুর্দশঃ।" অর্থাৎ গোশরীরে চতুর্দ্দশ ভুবন অবস্থান করে। পরাশর ঋষিকৃত কৃষিসংগ্রহে আমরা দেখিতে পাই "মাঘে গোময়···ফলত্যপি॥" অর্থাৎ মাঘমাসে গোময় কুট বা গোবরগাদাকে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক পূজা করিয়া শুভদিন দেখিয়া কুদালীর দ্বারা সার উঠাইবে, এবং তাহা রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া পরে গুঁড়া ও ঝুরা করিয়া রাখিবে ; পরে ফাল্গুন মাসে প্রত্যেক ক্ষেত্রে বা কিয়ারীতে ক্ষুদ্র গর্ত্ত করিয়া স্থাপন করিবে। রোয়ার সময় তাহা সমস্ত ক্ষেতে ছড়াইয়া রোয়াকাজ সমাধা করিবে। যে হেতু সার বিনা ধান গাছের কেবল পাতা বাড়ে, ফলন হয় না।

যে সফল গোরুর দ্বারা হল বহন, শকট বহন বা চালনাদি পরিশ্রমের কাজ করাইতে হইবে, তাহাদের বল ও বয়স বিবেচনা করিয়া শ্রম করান কর্ত্তব্য। চারিটি স্থায়ী দন্তোদ্‌গমের পূর্ব্বে গোবৃষদিগকে বিশেষ শ্রম জনক কার্য্যে নিযুক্ত করা অনুচিত ; ইহাদিগকে প্রথমেই অধিক পরিমাণে খাটাইলে স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত ও প্রকৃতিগত নানা প্রকার দোষে ইহারা স্বতই ভুগিতে থাকে এবং ক্লিষ্ট হইয়া উঠে। এই নিমিত্ত ক্রমশঃ সহ্য করাইয়া ইহাদিগকে পরিশ্রম করান কর্ত্তব্য। আহারের পর কঠিন পরিশ্রমের কাজে নিযুক্ত করিবে না। অন্ততঃ এক বা দেড় ঘণ্টা কাল বিশ্রাম করিতে না দিয়া পুনর্ব্বার শ্রমজনক কার্য্যে নিযুক্ত করিবে না। পরিশ্রমের পর ও একঘণ্টাকাল বিশ্রামের পর পানাহার করাইবে।

কৃষিপরাশর বলেন যে "ক্ষুধিতং তৃষিতং শ্রান্তং বলীবর্দ্দং ন যোজয়েৎ। হীনাঙ্গং ব্যাধিতং ক্লীবং বৃষং বিপ্রো ন বাহয়েৎ॥" স্থিরাঙ্গং নীরুজং দৃপ্তং বৃষভং ষণ্ডার্জ্জিতং। বাহ যেদ্দিবস ভার্দ্ধং পশ্চাৎ স্নানং সমাচরেৎ।

অর্থাৎ ক্ষুধিত, তৃষিত, শ্রান্ত, হীনাঙ্গ, ব্যধিযুক্ত কিম্বা ক্লীব বৃষ দ্বারা হল বহন করা আর্য্য ঋষিদিগের মতে অনুচিত, স্থিরাঙ্গ, নীরোগ, গর্ব্বিত, এবং অক্লীব, আট অথবা ছয়টি বৃষ দ্বারা দুই প্রহর কাল পর্য্যন্ত হল করাই তাঁহাদের অভিমত ; উপরোক্ত বলদের দ্বারা অর্দ্ধদিন হল বহন কহাইবে এবং পরে ঠাণ্ডা করিয়া স্নান করাইবে। পরাশরকে অনুসরণ করিয়া সহদেব তাঁহাদের পুস্তকে এই মতেরই সমর্থন করিয়াছেন। পরাশর তাঁহার ভারত বিখ্যাত কৃষিগ্রন্থে স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন যে হলোপযোগী বৃষকে কদাচ জনন কার্য্যে নিযুক্ত করিবে না। আমরা মুহুর্মুহু এই সকল ঋষি বাক্যের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিয়া গোজাতির বর্ত্তমান অবনতি আনয়ন করিয়াছি তাহা একবার ভাবি না ; গোজাতির উন্নতির উপর ভারতের ভাবি ইকনমিক্ (ব্যবহারিক এবং ব্যবসায়িক) উন্নতি প্রতিষ্ঠিত তাহা সকলের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

প্রাচীন ভারতে হিন্দুগণের দৈব ও পিতৃযজ্ঞই জীবনের সার ধর্ম্ম ও কর্ম্ম ছিল। ঐ দৈব ও পিতৃ যজ্ঞ দধি ও ঘৃত সংযোগে সমাহিত হইত তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। গো-

পালন ও গো-রক্ষা সম্বন্ধে বহু পুস্তকে বিধান লিপিবদ্ধ আছে তাহা প্রত্যেক হিন্দুর পাঠ করা কর্ত্তব্য।

ভৃগু এবং কাত্যায়ন ঋষিকে অনুসরণ করিয়া ধন্বন্তরি অগ্নি পুরাণের ২৯২ অধ্যায়ে বলিয়াছেন যে গো এবং বিপ্র প্রতিপালন করা রাজার একান্ত কর্ত্তব্য। এখন গো-শান্তি কীর্ত্তন করিতেছি তাহা সমাহিত চিত্তে শ্রবণ কর। গোগণ পবিত্র এবং মঙ্গল দায়ক; লোকসকল গোগণের দেহেই প্রতিষ্ঠিত আছে; গোগণের বিষ্ঠা ও মূত্র উৎকৃষ্ট বস্তু, উহা দ্বারা অলক্ষ্মী বিনষ্ট হয়; গোগণের শৃঙ্গের কণ্ডুয়ন বারি রাশি রাশি পাপ বিমর্দ্দন করে। গোমূত্র, গোময়, ক্ষীর, দধি, ঘৃত ও রোচনা এই ষড়ঙ্গ দ্বারা দুঃস্বপ্নাদি দোষ নিবারিত হয়। রোচনা রাক্ষসঘ্নী ও বিষবিনাশিনী হইতেছে। গোগণের গ্রাসপ্রদ মনুষ্য স্বর্গগামী হইয়া থাকে। যাহার গৃহে গোসকল দুঃখ ভাবাপন্ন, সে নরকে গমন করে; যে নর অন্যের গোগণকে গ্রাসদান করে, সে নিত্য স্বর্গ ভোগ করে; যে গোগণের নিত্য হিতে বর্ত্তমান ও ব্রতী, সে ব্রহ্মলোকভাক্ হয়। গোদান করিয়া, গোমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া, গোরক্ষা ও গো-পালন করিয়া মনুষ্যগণ কুল উদ্ধার করিতে পারেন; গোগণের শ্বাসে ভূমি পবিত্র এবং স্পর্শে পাপ ক্ষয় হয়। পুরাকালে ঈশ্বরগণ সর্ব্ববিধ অশুভ বিনাশের জন্য গোমূত্রাদির ব্যবহারের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। গোমূত্রাদির মধ্যে কোন একটী তিন দিন ও তিন রাত্রি সেবন করিলে মহাশান্তি হয়; ইহা সর্ব্বকাম-প্রদ এবং অশুভ বিনাশকর। একবিংশতি দিবস কেবলমাত্র দুগ্ধ পান করিয়া জীবনধারণ করিয়া থাকিলে "কৃচ্ছ্রাদিকৃচ্ছ্র ব্রত" বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হয়; যে নরশ্রেষ্ঠগণ ইহা আচরণ করেন, তাঁহারা নির্ম্মল ও সর্ব্বকাম সম্প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

তিন দিবস উষ্ণ গোমূত্র, তিন দিন উষ্ণ গব্য ঘৃত, তিন দিন উষ্ণ দুগ্ধ ও তিন দিন বায়ু ভক্ষণ করিয়া তপ্ত কৃচ্ছ্র ব্রতাচরণ করিলে সর্ব্ব পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে এবং ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত করায়। ঐ সকল দ্রব্য সুশীতল সেবন করিলে শীতকৃচ্ছ্র ব্রত সম্পাদিত হয়, স্বয়ং ব্রহ্মা এই কথা বলিয়া গিয়াছেন। এই ব্রত আচরণ করিলে ব্রহ্মলোকে মানবের গতি হইয়া থাকে। গোমূত্র দ্বারা স্নান, গোদুগ্ধ পানে জীবন ধারণ, গোগণের সহিত গমন ও অবস্থান, এবং গোগণের ভোজনান্তে ভোজন করিলে গোব্রতাচরণ করা হয়। একমাস কাল গোব্রতাচরণ করিলে জীব নিষ্পাপ হইয়া গোলক স্বর্গে গমন করিতে পারে; গোমতী বিদ্যা জপ করিয়া ভক্ত পরম লোকে অর্থাৎ গোলোকে গমন করে; তথায় বিমানারোহণে অপ্সরাগণসহ নৃত্যগীতামোদে সুখে কাল কাটান যাইতে পারে।

গোগণের শৃঙ্গে রোগ উপস্থিত হইলে সুঁঠ (শৃঙ্গবের), বলা, জটামাংশী কল্কে

ফলের সহিত বাটিয়া উষ্ণ মধু সহ মিশাইয়া সৈন্ধব লবণ এবং সরিষার তৈলসংযোগে প্রলেপ দিলে তাহা সত্বর আরোগ্য হয়। সর্ব্ববিধ কর্ণশূল রোগে মঞ্জিষ্ঠা হিঙ্গ এবং সন্ধ্যব সহ উষ্ণ সর্ষপ তৈল এবং রসুন দান করিলে আরোগ্য হয়। বিল্বমূল, অপমার্গ (আপাঙ্গ) ধাতকী (ধাঁইফুল) ও কুরচি সমভাগে বাটিয়া দন্তমূলে দিলে দন্তশূল নিবারিত হয়। দন্তশূল হারক দ্রব্য সকল ঘৃতযোগে পাক করিলে, তাহাই মুখ রোগ নাশক ঔষধ হইয়া থাকে। জিহ্বা রোগে সৈন্ধব লবণ প্রশস্ত; অতিসার রোগে উভয় বধ হরিদ্রা এবং পাঠা বা আকনাদি প্রদানে বিশেষ ফলদায়ক হইয়া থাকে। সকল প্রকার কোষ্ঠ রোগে, সকল প্রকার শ্বাস ও কাশ রোগে আদা ও ভার্গী অর্থাৎ বামনহাটি বা ব্রাহ্মী বাটিয়া খাওয়াইলে রোগের শান্তি হয়। ভগ্ন স্থান সম্মিলনের জন্য লবণযুক্ত প্রিয়ঙ্গু বা শ্যামালতা, পিপ্পলী বাটিয়া প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়। বাত

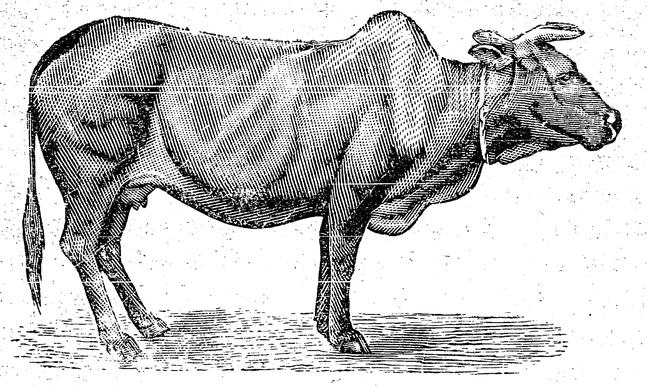

রোগে তৈলের সহিত একত্র যোগে পক্ক মধু ও যষ্টি মধু মর্দ্দন, কফরোগে মধুর সহিত ত্রিকুট অর্থাৎ সুঁঠ, কর্প মরিচ, এবং পিপুল ও রক্তজাত রোগে পুষ্টক সহিত রজঃ প্রদান করা কর্ত্তব্য। ভগ্ন জনিত ক্ষতরোগে সর্ষপ তৈল, ঘৃত ও হরিতাল প্রয়োগ করিবে। মাষ, তিল, গোধুম, পশুক্ষীর (দুগ্ধ) ও ঘৃত, এই সকলের পিণ্ডী করিয়া লবণের সহিত বৎসগণকে খাওয়াইলে তাহা পুষ্টিকারক হয়। বিষাণা বা মেষ শৃঙ্গী (ভেড়াশৃঙ্গী) বাল প্রদ এবং দেবদারু বচ, জটামাংসী, গুগ্‌গুল, হিঙ্গ এবং সর্ষপের ধূম গ্রহাদি জনিত দোষ নাশক এবং গোগণের হিতকর হইতেছে। এই ধূপ দ্বারা প্রধূমিত করিয়া ঘণ্টা দান করিলে গোগণের কল্যাণ সাধিকা হয়। অশ্বগন্ধা তিল এবং নবনীত একত্রে গাভীগণকে খাওয়াইলে, ক্ষীরবতী হইয়া থাকে। নিরন্তর বাঁধিয়া রাখিলে যে বৃষ মত্ত হয়, পিণ্যাক (সর্ষপ খইল) তাহার পরম রসায়ন।

অতি প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুর শাস্ত্রমতে গোজাতিকে খুব উচ্চ সম্মান ও ভক্তির আসন প্রদান করা হইয়াছে, তাহা কোন ভারতবাসী হিন্দুর অবিদিত নাই; সেইজন্য ভৃগু, গৌতম ও মাতঙ্গ তাঁহাদের গোজাতি সম্বন্ধীয় পুস্তকে বলিয়াছেন "গাবো মমাগ্রতো নিত্যং গাবো মে সন্তু পৃষ্ঠতঃ। গাবো মে হৃদয়ে সন্তু গবাং মধ্যে বসাম্যহং॥ অর্থাৎ গোমাতা নিত্য আমার অগ্রে থাকুন, এবং নিত্য আমার পশ্চাতেও থাকুন; গোমাতা আমার হৃদয়ে অবস্থান করুন, এবং আমি যেন সদাই গোমাতাগণের মধ্য বাস করিতে পারি। পুরাণাদি হিন্দুর বহু ধর্ম্মগ্রন্থে ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে। হিন্দুর শাস্ত্রে গোসেবার ও গোশুশ্রূষায় বহুবিধান দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন ভেড় ও হনুমন্তের মত অনুসরণ করিয়া সহদেব বলেন যে "গোপাল কোগবাং গোষ্ঠে যস্তু ধূমংন কারয়েৎ। মক্ষিকালীন নরকে মক্ষিকাভিঃ স ভক্ষ্যতে। অর্থাৎ যে গোশালায় ধূমাদিদ্বারা মশকাদি ও (শীতাশীলহতা-চৈব) ও শীতবাতাদি উপযুক্ত আচ্ছাদন দ্বারা নিবারণ না করে, সে মক্ষিকা যোনি প্রাপ্ত হইয়া নরকে চিরবাস করে।

মহাভারত অনুশাশন পর্ব্বপাঠে আমরা জানিতে পারি যে স্বয়ং লক্ষ্মী গোগণের পুরীষ এবং মূত্রে বাস করিবার বরপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই জন্য উহারা ভূমির উত্তম সার বলিয়া পরিগনিত হইয়া থাকে। যমদাগ্ন, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, বশিষ্ঠ,—বিশ্বমিত্র সংবাদ উতঙ্ক উপমন্যু প্রভৃতির উপাখ্যান গো-উৎকর্ষ জ্ঞাপক প্রাচীন ইতিহাস বা উপাখ্যান। নারদ এবং বশিষ্ঠকে অনুসরণ করিয়া বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ কর্ত্তা উত্তর খণ্ডে বলিয়াছেন যে "গবাং মূত্রং পুরীষর্থও পবিত্রং পরমং মতং। অর্থাৎ গোমূত্র এবং গোময় অতি পবিত্র পদার্থ ইহা ঋষিদিগের অভিমত। গোতেজ ব্রহ্মতেজ তুল্য; সেই জন্য ব্রাহ্মণগণ দৈব, পিত্র্য আতিথ্য ক্রিয়ার সারভূত গোপালন ও গোরক্ষণ আদিতে জীবন উৎসর্গ করিতেন। বিরাট প্রভৃতি প্রাচীন নরপতিগণ লক্ষ ২ গোপালন করিতেন। মহাভারত বনপর্ব্বের ২৩৭ অধ্যায় এসম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। সামবেদে লিখিত আছে,—"যদ্বাবর্চ্চঃ হিরণ্যস্য যদ্বাবর্চ্চঃ গবামুতঃ। সত্যস্য ব্রহ্মণো বর্চ্চস্তেন মাং সংসৃজামসি।" গোজাতির উৎপত্তির বিবরণ আমরা মৎস্যপুরাণের ২৩১ অধ্যায়ে এবং মহাভারত অনুশাসন পর্ব্বের ৮৩ অধ্যায়ে দেখিতে পাই। হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায় যে দক্ষ কন্যা সুরভী একপদে অবস্থিতি করিয়া বহুশত বৎসর কঠোরতপস্যা করিলে, তাহাতে প্রজাপতি ব্রহ্মা তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলায় সুরভী কোন বরই প্রার্থনা করিলেন না; তাঁহার নিষ্কাম তপোবলে ব্রহ্মা তাঁহাকে সর্ব্বলোকের উপর গোলোকে বাস স্থাপন ও নির্দ্দেশ করিয়া প্রজাগণের হিতার্থে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। সুরভী মাতার আমাদের প্রতি নিষ্কাম ধর্ম্ম।

(ক্রমশঃ)

ম্যালেরিয়ার প্রতিকার।

(ডাক্তার জে, এল, বিশ্বাস এল, এম এইচ)

[চিকিৎসক—ডায়মণ্ড হোমিও সাধনাশ্রম ও ঈশ্বর ঘোষ চারিটেবল ডিসপেনসারী]

ম্যালেরিয়ার তাণ্ডব নৃত্য লক্ষ্য করেন নি বা তা'র অত্যাচার সহ্য করেন নি, এমন লোক বাঙ্গলায় অতি বিরল। এই স্বর্ণপ্রসূ ভারতে প্রত্যেক বৎসরে প্রায় ৭ কোটী লোককে এর অত্যাচার নির্ব্বিবাদে সহ্য ক'র্ত্তে হয়;—তা'র মধ্যে ৪০ লক্ষ লোককে মৃত্যুর করাল বদনে প্রবেশ ক'র্ত্তে হয়। তা হ'লে ভাবুন এই ৪০ লক্ষ লোকের মৃত্যুতে কত পরিবার নিরন্ন হয়, কত নারী অকাল বৈধব্য গ্রহণ ক'রে ছোট ছোট শিশু-সন্তান গুলিকে বুকে ক'রে পথের ভিখারিণী হয়, কত বালিকা পিতৃমাতৃ হারা হ'য়ে অন্নভাবে সমন সদনে গমন করে, তা'র খোঁজ বোধ হয় কেউ তত রাখেন না। তারপর যা'রা বেঁচে থাকে, তা'রাও একেবারে অকর্ম্মণ্য হ'য়ে যায়। তাদের মুখের দিকে চেয়ে দেখুন,—তাদের মুখে হাসি নেই, মনে স্ফুর্ত্তি নেই, শরীরে বল নেই;—নির্ব্বাক নিস্পন্দের মত কোনরূপে জীবনের গোণা দিন কটা কাটিয়ে যাচ্ছে। এই যে ৪০ লক্ষ লোকের মৃত্যু, এ মৃত্যুর জন্য দায়ী কা'রা?—না আমরা! আমরা, যারা দুখানা বই পড়তে শিখেছি, পাতলা কাপড় জামা, চশমা প'রে বাবু হ'তে শিখেছি নিজের জাতীয় কাজ ছেড়ে পরের পদ লেহন ক'র্ত্তে শিখেছি,—আমাদের তা'রাই এর জন্য দায়ী। আমাদের এতদূর অধঃপতন হ'য়েছে যে,—আমরা কোন রকমেই নিজেদের মধ্যে মিলিত হ'য়ে, একটুখানি স্বার্থ ত্যাগ ক'রে সামান্য কষ্ট সহ্য ক'রে কোন কাজে অগ্রসর হব না। যদিও হই,—তা' দুদিন পরে দলাদলি ক'রে সব ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দোব। নিজরাতো ক'র্ব্বোই না অপরেও যে ক'র্ব্বে তা'ও ক'র্ত্তে দোব না! এই জন্যই কবির মুখ দিয়ে বেরিয়েছে;—

যেখানে বাঙ্গালী সেখানে দলাদলি,
যেখানে দুর্গাকালী সেখানে পাঁঠাবলি।

কবির এ কথার স্বার্থকতা আমরা অনেক প্রতিষ্ঠানের দিকে লক্ষ্য ক'ল্লেই বেশ

উপলব্ধি ক'র্ত্তে পারি। যাক্ এ সমস্ত অবতারণা ক'রে আপনাদের আর বেশী বিরক্ত ক'র্ব্বোনা। এখন ম্যালেরিয়ার কারণ, লক্ষণ ও প্রতিকার সম্বন্ধে গোটাকয়েক কথা বলেই আমার বক্তব্য বিষয় শেষ ক'র্ব্বো।

কারণ—আমরা সচরাচর যে সব মশা দেখতে পাই তা'দের মধ্যে 'এনোফিলি' নামে এক জাতের মশা আছে, তা'রাই ম্যালেরিয়ার বীজ বহন ক'রে থাকে। ঐ মশা যখন কোন ম্যালেরিয়াগ্রস্থ রোগীকে কামড়ায়, তখন সেই রোগীর রক্ত হ'তে কতকগুলো জ্বরের কীটাণু (Bacillus) নিজের শরীরে শোষণ করে নেয়, তারের সেই মশা যখন অপর সুস্থ লোককে দংশন করে, তখন সেই বিষ তা'র রক্তে প্রবেশ করে, এবং দিন কয়েক পরেই সেই সুস্থ ব্যক্তি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়। তারপর রোগীর রক্তে সেই ক্ষুদ্র কীটাণু ক্রমশঃই বাড়তে থাকে এবং ধীরে ধীরে রোগীর সমস্ত রক্ত দুষিত ক'রে ফেলে, এবং তা'র শরীরও ক্রমশঃ দুর্ব্বল হতে দুর্ব্বলতর হ'তে থাকে।

লক্ষণ—রোগীর হঠাৎ শীত ক'রে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে, জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে মাথাধরা এবং সমস্ত শরীর বেদনাযুক্ত হ'য়ে উঠে। এর পরদিন বা ২।১ দিন পরে জ্বর ছেড়ে একদিন অন্তর বা দু'দিন অন্তর জ্বর আসতে থাকে। এই রকম অনেক দিন ভুগে ভুগে রোগীর শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে তখন আর তা'র কোন কাজ কর্ম্ম কর্ব্বার শক্তি থাকে না। এই অবস্থায় কিছুদিন থাকলেই, সংসারে অর্থের অনাটন হয়, এবং শেষে অর্থাভাবে চিকিৎসা ও পুষ্টিকর খাদ্যাভাবে ইহলীলা সংবরণ করে।

প্রতিকার—ম্যালেরিয়া নিবারণ কর্ব্বার জন্য অনেক রকম ওষুধ আবিষ্কার হ'লো, এবং এখনো হচ্ছে, কিন্তু কোন রকমেই তাকে দমন ক'র্ত্তে পারা গেল না, বোধ হয় যাবেও না। যদি আমরা পূর্ব্বের মত সুপাচ্য সুপুষ্টিকর আহার দ্বারা উদর পুরণ কর্ত্তে পারি, মনের স্ফূর্ত্তিতে দিন যাপন ক'র্ত্তে পারি, মিলে মিশে বাড়ীর আসপাশের জঙ্গল পুকুর ইত্যাদি পরিস্কার ক'র্ত্তে পারি, তা হ'লে এর দমন হ'তে পারে; নতুবা কখনই একে দমন ক'র্ত্তে পারা যাবে না।

আমি দু'টি ম্যালেরিয়াগ্রস্থ রোগীকে অনেক ওষুধ সেবন করিয়ে যখন কোন ফল পেলেম না তখন তাঁদের বল্লেম যদি আপনারা দু'বেলা বেশ করে ফল মূল ইত্যাদি পুষ্টিকর খাদ্য আহার ক'র্ত্তে পারেন এবং মনের স্ফূর্ত্তিতে দিন কাটাতে পারেন, তা'হলে আপনাদের রোগ আরাম হ'বে নতুবা হাজার শিশি ওষুধ খেলেও কিছু হবে না।

বলা বাহুল্য সেই দিন থেকেই তাঁ'রা আমার উপদেশ পালন ক'র্ত্তে লাগলেন এবং প্রায় মাস তিনেকের মধ্যেই বেশ সুস্থ হ'য়ে উঠলেন, এবং এখনো বেশ সুস্থই আছেন। অবশ্য তাঁ'দের অর্থের অনাটন ছিল না, তাই তাঁরা আমার আদেশ পালন ক'র্ত্তে সক্ষম হ'য়েছিলেন। কিন্তু বাঙ্গলার প্রায় শতকরা ৯০ জন লোক অর্থের অভাবে দু'বেলা পেট পুরে খেতে পায় না, কি ক'রে তারা এই পুষ্টিকর খাদ্য যোগাড় ক'র্ব্বে? সুতরাং রোগের সঙ্গেও বেশী দিন যুদ্ধ ক'র্ত্তে পারে না। তাই ব'লছি ততদিন পর্য্যন্ত কোন রকমেই রোগের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে না, যতদিন না দেশে পুনরায় সুলভে পুষ্টিকর খাদ্যের বহুল প্রচার হবে। এই হলো প্রতিকারের প্রধান ও প্রথম উপায়।

দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে—বাসস্থানের চতুর্দ্দিকের পচা খানা ডোবা জঙ্গল ইত্যাদি পরিস্কার করা, পানীয় জলের জন্য আলাদা পুকুর বা কুয়ার বন্দোবস্ত করা, দরিদ্র রোগীদের জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করা। এইগুলি ক'র্ত্তে হলে একার দ্বারায় হবে না, সমবেত চেষ্টার দরকার। কিন্তু আমি পূর্ব্বেই ব'লেছি যে, আমরা সমবেত প্রথায় কাজ ক'র্ত্তে রাজী নই। পাশ্চাত্য দেশের দিকে চেয়ে দেখুন, তাঁদের ইতিহাস আলোচনা করুন,—দেখবেন তাঁ'রা একতার মূল্য কত বোঝে। একতার মূল্য বোঝে বলেই তাঁ'রা সমবেত প্রথায় কাজ ক'রে কি উন্নতিই না ক'রেছে! আর আমরা নিজেদের স্বাস্থ্যের জন্য পচা খানা ডোবা পরিস্কার করা, পানীয় জলের আলাদা পুকুর করা, ইত্যাদি সামান্য কাজগুলো সমবেত প্রথায় ক'র্ত্তে রাজী নই। সুতরাং দুর্ভাগ্য দুর্দ্দশা অভাব ইত্যাদি যদি আমাদের নিত্য সঙ্গী না হয়, তা হ'লে আর কা'দের হবে?

তারপর আমরা এত অলস যে, যেখানে থাব সেইখানেই মলমূত্র ত্যাগ ক'র্ব্বো, কিন্তু বাহিরে বেশ সৌখিনী কাপড় জামা প'রে বাবু বলে পরিচয় দোব। আপনারা বেশ ক'রে ভেবে দেখবেন যে, এরকম ভাসা ভাসা ভাবে জীবন কাটালে আর চলবে না। প্রত্যেককেই প্রত্যেকের জন্য ভাবতে হবে, প্রত্যেককেই প্রত্যেকের জন্য সামান্য স্বার্থত্যাগে ক'র্ত্তে হবে, প্রত্যেককেই প্রত্যেকের জন্য প্রাণ দিতে হবে। এ যদি আমরা ক'র্ত্তে পারি তা' হ'লেই আমাদের শিক্ষা, আমাদের বাবুয়ানা, আমাদের বিলাসিতা সমস্তই সার্থক হবে, আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা হবে, আমাদের কর্ম্মকুশলতা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অঙ্কিত হবে। নতুবা শুধু বিলাসিতায় মগ্ন হ'য়ে, থিয়েটার বায়স্কোপে অজস্র অর্থ ব্যয় ক'রে নিজ নিজ সার্থের জন্য ব্যস্ত থাকলে, দিনের পর দিন ধ্বংশের পথই পরিস্কার করা হবে।

সুতরাং হে উদ্যমশীল বঙ্গীয় যুবকবৃন্দ আপনারা জাড্য ও অলসতা দূর ক'রে একতার সমসূত্রে গ্রথিত হউন, দ্বেষ হিংসা গর্ব্ব উচ্চ নীচ ভাব ত্যাগ করুন, জীর্ণ

দীর্ণ মায়ের মন্দির হাসি ও আনন্দ দিয়ে গঠিত করুন; তবেই আমাদের ম্যালোরিয়া আদি যাবতীয় দুঃখ ক্লেশ নিমেষের মধ্যে নির্ব্বাপিত হ'য়ে যাবে। কোন চিন্তা ক'র্ব্বেন না, শুধু মনে রাখবেন "Heart within and God over head" এই মনে ক'রে এক হাতে আশার প্রদীপ, অপর হাতে ধৈর্য্যের যষ্টি, পৃষ্ঠে প্রেমের পতাকা ল'য়ে কর্ম্ম-সমরে ঝাঁপিয়ে পড়ুন,—দেখবেন কর্ম্মীর বিজয় ধ্রুব নিশ্চিত। *

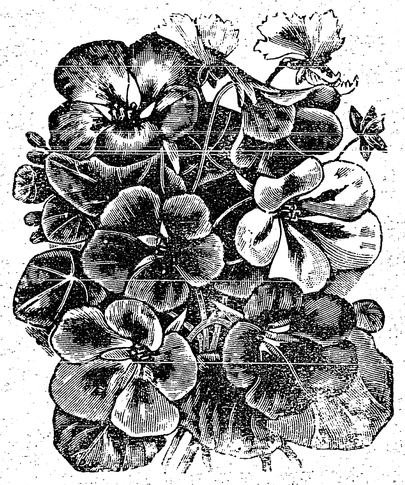

* নেবুতলা ডায়মণ্ড ক্লাবের সপ্তম বার্ষিক "শ্রীপঞ্চমী উৎসবে" ডাঃ টি, এন, মিত্র কর্ত্তৃক পঠিত।

কৃষি সন্ধান।

দ্রব্যের পরিচ্ছন্নতা।

শষ্যাদি বা অপর কোন কৃষি দ্রব্য সম্বন্ধে আমরা বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করি না। ভেজাল ও মলিনতায় তাহা পূর্ণ করিয়া রাখি। একটীর মধ্যে ৪।৫ প্রকারের দ্রব্য হয়ত মিশ্রিত আছে, সামান্য পরিশ্রমে সে গুলি পৃথক করিতে পারি, কিন্তু তাহা করি না। কোন উপায় বিশেষ অবলম্বনে শষ্য বিশেষের উন্নতি করিতে পারি, কিন্তু চিরাগত প্রথামত সে বিষয়ে যত্নবান হই না, এ কারণে দ্রব্যাদির মূল্যও অল্প হইয়া থাকে। দ্রব্যগুলি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন বা সুপুষ্ট দানাবিশিষ্ট হইলে গ্রাহক স্বতই তত্প্রতি আকৃষ্ট হয়, মূল্যও অধিক পাওয়া যায়, এজন্য এ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

কৃষিজ্ঞান ও পরীক্ষাকাল।

পূর্ব্বে লোকের কৃষিকার্য্য অভ্যস্ত ছিল, কোন সময়ে কোন জমীতে কি দিতে হইবে, কোন ভূমি ভাল, কোন ভূমি মন্দ, কোন শষ্যের পর কি শষ্য পর্য্যায়ক্রমে দিলে ফলনের বৃদ্ধি হয়, কিসে সার দিতে হইবে বা না হইবে, কোন সারে কি শষ্যের উপকার হয়, কিরূপে বৎসরে কোন শষ্য ভালরূপে জন্মিবে, কোন শষ্যের কিরূপ ফলন, এ সকল পূর্ব্বতন কৃষিজীবিগণ বিশেষ অবগত ছিলেন, অধুনা ভদ্র কৃষিজীবির সংখ্যা হ্রাসের সহিত এ বিদ্যাও প্রায় লোপ পাইয়াছে। সুতরাং আমাদিগকে নিম্ন শ্রেণীর বর্ষীয়ান কৃষক, ডাকের বচন, নিজের চেষ্টা ও ইংরাজের এ বিষয়ক আবশ্যকীয় জ্ঞান যথাসাধ্য আয়ত্ব করতঃ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। যে কোন প্রকার কৃষিকার্য্য হউক না কেন, এক বৎসরের পরীক্ষায় তাহার বিশেষ কিছু অবগত হওয়া যায় না। ক্রমাগত তিন বা পাঁচ বৎসর কাল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা না করিলে সন্তোষ জনক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। বৃক্ষাদি বিষয়ে বা উৎকৃষ্ট বীজ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে এই পরীক্ষা ব্যাপার দশ হইতে কুড়ি বৎসর কাল পর্য্যন্ত অতিবাহিত হইতে পারে।

নীলের সিটী।

পূর্ব্বে এই সার প্রচুর পাওয়া যাইত। কিন্তু আজকাল নীলের উৎপত্তির হ্রাস অনুযায়ী ইহারও উৎপন্নের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে। তাহা ব্যতীত ইহা সর্ব্বত্র

সুলভ নহে, সারের মধ্যে গোময়াদির নিম্নেই ইহা পরিগণিত হয়। যেখানে ইহার প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে, তথায় ইহা ব্যবহার করা উচিৎ। ইহাতে প্রচুর নাইট্রোজেন আছে। সর্ব্বপ্রকার শস্যেই ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে।

লবণ।

লবণ নিজে ঠিক সার নহে, কিন্তু অন্যান্য সারের সহযোগে ভূমির উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকে এবং ইহার অধিক পরিমাণ প্রয়োগও দূষনীয়। যে ভূমিতে লবণের অংশ নাই তাহাতে লবণ সংযোগের আবশ্যক হয়। বীট, ধান্য, নারিকেল প্রভৃতিতে লবণ প্রয়োগ করিলে ফলন বিশেষ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

গড়বেতা।

শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায়।

উপস্থিত প্রবন্ধের নাম দেখে অনেকে হয় ত মনে করতে পারেন, এ আবার কি। "কৃষকে" আবার ভ্রমণ বৃত্তান্ত কেন। আমার উদ্দেশ্য তা নয় যে এতে একটী ভ্রমণ বৃত্তান্তের অবতারণা করি। এই প্রবন্ধে আমি দেখাতে চাই, গড়বেতা এই যায়গাটীর কৃষি বিষয় জানিবার কি আছে।

গড়বেতা একটী মুন্সেফী চৌকী। হহা মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত। কলিকাতা হইতে মোট ১০৯ মাইল দূর। যাক্ এবার বাজে কথা ছেড়ে আমাদের কাজের কথায় আসা যাক্। এখানকার মাটি লাল রঙের এবং প্রচুর কাঁকর পূর্ণ। অধিকাংশ যায়গাই উঁচু, নীচু, সমতল ক্ষেত্র খুবই কম। যায়গাটা দেখলেই পাহাড় বলে মনে হয়, যায়গাটা কতকটা তাই বটে, বৃষ্টি হলেও একটু কাদা পাওয়া যাবে না, বা কোথাও জল জমে থাকতে দেখতে পাওয়া যাবে না। কাজেই গ্রীষ্মের সময় এ জায়গাটায়, ভয়ানক গরম। পুকুরের জল সমস্তই শুকাইয়া যায়। নদীতে সামান্য জল থাকে। এখানকার মাটী দেখে Laterite soil বলেই মনে হল। আমাদের বাঙ্গালায় এরূপ মাটী আর আছে কিনা জানিনা। থাকলেও খুব অল্পই আছে। আমাদের বিচক্ষণ

কৃষক সম্পাদক মহাশয়ের নিকট কিছু মাটী পাঠাচ্ছি, তিনি তাঁর অবসরমত বিশ্লেষণ (analysis) করে দেখে এ মাটীর গুণাগুণ কৃষক মারফতে আমাদের জানাবেন আশা আছে।

এখন আমাদের শুধু চোখে এখানকার কি বৈষম্য, তাই দেখিয়ে যাই। এখানকার গাছগুলির বাড় তেমন নাই, কিন্তু বেশ হৃষ্টপুষ্ট, এর কারণ আর কিছুই নয়, এদের ভয়ানক গরমের সঙ্গে লড়াই করবার জন্যই বোধ হয় এমন হয়েছে। বেশী বাড় হলেই বেশী পাতা হবে, তার ফলে transpiring surface বেড়ে যাবে। Transpiration বেশী হলে এ সব যায়গায় বড় মুস্কিল। অত জল পাওয়া যাবে কোথা থেকে. এখানকার কূয়াগুলিই আমাদের ওদিককার চেয়ে দ্বিগুণ তিনগুণ গভীর তবুও শুনিতে পাইলাম, যে প্রায় সবগুলিই গ্রীষ্মের সময় শুকাইয়া যায়। বড় বড় পুকুর আছে বটে কিন্তু একহাঁটু করে জল।

হঠাৎ এখানে এসে পড়লেই যেন বামনের দেশে এসে পড়েছ বলে মনে হয়। আম গাছগুলি এক বা দেড় মানুষের বেশী উঁচু দেখলাম না, কিন্তু বেশ ফল ধরেছে দেখলাম। মাঠে বেড়াতে গিয়ে কুমড়া লতা গুলি ১৷৷০ হাত দুহাত লম্বা দেখ্‌লাম, কিন্তু তাতেই ফল ধরেছে। পুকুরের অবস্থাত আগেই বলেছি, মাছ বেশী বড় হওয়া সম্ভব কিন্তু বেশ সুস্বাদু, চারা পোণা গুলি ঠিক আমাদের ওদিকের ৫।৭সের মাছের মত আস্বাদ।

এখানে একটী প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে, 'বাঁশ, আঁকড়, আতা' এই তিন নিয়েই গড়বেতা। এ কথাটী অতীব সত্য। কারণ এখানে বাঁশ, আতা এবং আঁকড় বলে এক রকম ফুল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, আমাদের ওদিকে আঁকড় ফুল আছে কিনা জানিনা, থাকলেও তার বোধ হয় অন্য কিছু নাম হবে। আতা গাছ প্রচুর, আনাচে কোণাচে চারিদিকে। বাঁশটাও খুব হয় দেখ্‌লাম।

এ যায়গাটার Ecological importance কি, তা এই গাছ গাছড়া থেকে এবং সম্পাদক মহাশয়ের analysis * থেকে বোঝা যাবে। যেমন মাটী দেখে কিরূপ গাছ গাছড়া সম্ভব বোঝা যায়, সেই রকম গাছ গাছড়া থেকে আবার জমির গুণাগুণ বোঝা যায়। পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে গাছ গাছড়ার সমালোচনাকে Ecology বলে। আশা করি সম্পাদক মশাই এ কষ্টটুকু স্বীকার করবেন। এ দেশে অনেক বড় বড় জমি পড়ে আছে, সেগুলিকে আমাদের কাজে লাগাতে পারলে অনেক অন্নহীনেরই অন্ন জুটবার সম্ভাবনা।

---

* এ পর্য্যন্ত আমরা বিশ্লেষণ (analysis) করিবার জন্য কোন মাটী পাই নাই। কৃঃ সঃ।

লতানিয়া চাষ।

শ্রী.....।

কাঁকুড়, কাঁকড়ী।

মৃত্তিকা—বালি দোয়াঁস। নদীর চরে খুব ভাল জন্মায়। পলিমাটিই উত্তম সার। চৈত্র বৈশাখ মাসে বীজ বপন করিতে হয়। চাষের প্রণালী কুমড়ারই অনুরূপ। ভুই শশার মত বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়। এক বিঘা জমিতে দশ তোলা বীজ বোনা হয়। ইহার মাটি সরস থাকা আবশ্যক কিন্তু অধিক আর্দ্র হইলে গাছ পচিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। আবশ্যক মত জল সেচন করিলে ভাল হয়। কাঁচায় ইহার ব্যঞ্জন রাঁধিয়া খায়। কাঁকুড় পাকিলে তাহাকে ফুটী বলে। তখন ইহা গুড়, চিনি কিম্বা মধু দিয়া খাইতে হয়।

কাঁকুড়ী কাঁকুড় এক জাতীয় ফল উভয়ের চাষ একই প্রকার। কাঁকুড়ী অনেকটা শশার আকার তবে একটু বাঁকা। পশ্চিম দেশে ইহার চাষ অধিক হয়।

থেঁড়ো কাঁকুড়েরই ভেদ (variety) বিশেষ মৃত্তিকা—বেলে দোয়াঁস ও চর জমি পলিমাটি উত্তম সার। শশাতে গোবর প্রভৃতি যে সার দেওয়া হয় ইহাতেও সেই সার দিতে হয়। কাঁকুড়, ফুটির ন্যায় মাঘ ফাল্গুনে ইহার চাষ। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে ফসল তৈয়ারী হয়। বীজের পরিমাণ বিঘা প্রতি তিন তোলা। ৪ ফিট অন্তর মাদা দিতে হয়। ইহা খাইতে শশার মত। শশার মত কাঁচা ও ব্যঞ্জন রাঁধিয়া খাওয়া যায়। বীরভূম জেলায় ইহা খুব উৎপন্ন হইয়া থাকে।

গোমুখ ফুটী।

কাঁকুড় পাকিলে তাহাকে ফুটি বলে বটে, কিন্তু আসল ফুটিতে আর এই ফুটিতে তফাৎ আছে। কাঁকুড় কাঁচা অবস্থায় মিষ্ট, তরকারি রাঁধিয়া খাওয়া যায় কিন্তু ফুটি কাঁচা অবস্থায় তিক্ত থাকে বলিয়া ইহার তরকারি খওয়া যায় না। ফুটি লম্বা ও গোল এই দুই রকম হয়। কাঁকুড় হইতে যে ফুটি হয় আসল ফুটি পাকিলে তাহা অপেক্ষা নরম ও রঙ অপেক্ষাকৃত শাদা হয়। গোমুখ, ফুটির একটা প্রকার মাত্র।

গোমুখ পাকিলে ফুটি অপেক্ষা রঙ শাদা হয়। ইহারা সম্পূর্ণ মসৃণ, ফুটী বা কাঁকুড়ের ন্যায় ডোরা কাটা হয় না। চাষ প্রণালী কাঁকুড়েরই মত। পাকিলে গুড়, চিনির রস, বা মধু দিয়া খাইতে হয়।

তরমুজ।

ফাল্গুন চৈত্র মাসে বীজ বুনিতে হয়। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে ফল পাকে। তরমুজ পাকিলে সহজ রং ঈষৎ ফিকে হয় এবং আঙ্গুলের টোকা দিলে ফাপা বলিয়া বোধ হয়। এদেশের গোয়ালন্দের তরমুজ এক একটা ৩০ সের পর্য্যন্ত হইতে দেখা গিয়াছে। ভাগলপুর সাহারাণপুর ও সাজাহানপুরের তরমুজের খুব খ্যাতি আছে। পদ্মা যমুনা ও শোন নদী প্রভৃতির বালির চড়ায় বালির ভিতর প্রকাণ্ড তরমুজ হইয়া থাকে। মরুভূমে বালুক স্তূপ হইতে তরমুজ খুঁজিয়া পথিক তাহাদের তৃষ্ণা দূর করে। চাষের জন্য বিঘা প্রতি দশ তোলা বীজের অধিক আবশ্যক হয় না।

খরবুজা।

সুমিষ্ট লক্ষ্ণৌ খরবুজা, ফলের মধ্যে উপাদেয়। অযোধ্যা বা আধুনিক ফয়জাবাদ, লক্ষ্ণৌ, বড়বাঁকী প্রভৃতি জেলায় যে যে স্থান দিয়া ঘর্ঘরা, সরযু ও শোণ নদী প্রবাহিত হইতেছে, সেই সমস্ত নদীতীরস্থ চর জমিতেই প্রচুর পরিমাণে খরবুজা উৎপন্ন হয়। খরবুজা ঠিক আমাদের দেশীয় গোলাকার কাঁকুড়ের ন্যায়। ইহার ইংরাজী নাম sweet melon (সুইট মেলন)। অনেক স্থানে ইহা জন্মায় বটে; কিন্তু লক্ষ্ণৌয়ের খরবুজা এবং সফেদা আম্রের সুমধুর রস, প্রায় অন্য স্থানে আস্বাদন করিতে পাওয়া যায় না।

চাষ এবং কাল নিরূপণ—খরবুজা প্রধানতঃ নদীর চর এবং বালুকাময় জমিতেই উৎকৃষ্ট জন্মায়। পশ্চিম দেশীয় কৃষকেরা মাঘের মাঝামাঝি হইতে ফাল্গুনের শেষ পর্য্যন্ত নদীর চরে দুই বা আড়াই হস্ত অন্তর একটী একটী মাদা করিয়া তাহা এক এক টুকরি পুরাতন গোবর সারে পূর্ণ করতঃ তাহাতে তিনটি হিসাবে বীজ পুতিয়া দেয়। আর আবশ্যক বোধ করিলে চারা না হওয়া পর্য্যন্ত সময়ে সময়ে অল্প অল্প জল-

সেচন করিয়া থাকে। তরমুজ, খরমুজ, কাঁকুড় প্রভৃতি খন্দ অধিক পরিমাণে অনাবৃষ্টি সহ্য করিতে পারে। পশ্চিমে বারিপাত কম, কিন্তু তথায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণ জন্মায়। খরবুজা, কাঁকুড় এবং তরমুজ যতই গরম বাতাস বহিতে থাকে ততই আকারে একটু বড়, পুষ্ট এবং সুস্বাদু হয়। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে পশ্চিম দেশে খরবুজার ক্ষেতের নিকট দিয়া গেলে খরবুজার সৌরভে প্রাণমন পুলকিত হইয়া থাকে।

বাঙ্গালায় বারিপাত অধিক হয় এই জন্য খরবুজা অধিক হয় না। এদেশে পৌষ হইতে মাঘ মধ্যে যেমন একবার বৃষ্টি হইবে, অমনি নদীচর এবং তন্নিকটবর্ত্তী খোলা ময়দানগুলিতে পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে মাদা প্রস্তুত করিয়া পরিমাণ মত সার দিয়া ৩।৪টী হিসাবে খরবুজার বীজ পুতিতে হইবে। ঐ সময় হইতে চারাগুলি ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকে। খরবুজার গাছ দেখিতে ঠিক কাঁকুড় গাছের ন্যায়, গোলাকার চাকা পাতা বিশিষ্ট। ইহা ত্রৈমাসিক ফসল। ইহার বীজ প্রায় কাঁকুড়ের বীজের ন্যায়, কিন্তু অপেক্ষাকৃত ছোট ও মোটা। গাছগুলি লতাইতে আরম্ভ করিলে ঐ সকল ক্ষেত ভাল করিয়া কোপাইয়া; বা পাতা লতা কুটী প্রভৃতি যাহা কিছু সুবিধা হইবে তাহাই বিছাইয়া দিতে হইবে। উহার উপর গাছ লতাইয়া ফল ধরিতে থাকিবে। নতুবা বালুকার উত্তাপে গাছ বা ফল উভয়ই হাজিয়া যাইতে পারে। লক্ষ্ণৌ ছাড়া, মুঙ্গের, ভাগলপুর, আগ্রা জেলার নদীকুলেও প্রচুর পরিমাণে খরবুজা উৎপন্ন হয়। ইহা ব্যতীত মধ্যভারতের অন্তর্গত উজ্জয়িনীতেও খরবুজা জন্মায়। কিন্তু এ সকল অপেক্ষা লক্ষ্ণৌ এবং আগ্রার খরবুজাই উৎকৃষ্ট। অন্যান্য স্থানের ফল তত সুস্বাদু নহে।

সাদা কুমড়া।

অনেকে ইহাকে চাল কুমড়া বলিয়া ভ্রম করেন। ইহার চাষ অপেক্ষাকৃত কম, কিন্তু যত্ন করিয়া উৎপাদন করিলে যথেষ্ট পরিমাণে সুস্বাদু ফল পাওয়া যায়। ১৬ ইঞ্চি গভীর ও চওড়া করিয়া মাদা কাটিয়া, ২।৩টি বীজ পুতিয়া সার মাটী দিতে হয়। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ বপনের সময়। প্রত্যেক মাদাতে সতেজ দেখিয়া ১টি গাছ রাখাই ভাল। গাছের হিসাবে সম্ভবমত ফল রাখিয়া বাকি ফুলগুলি ছিঁড়িয়া দিতে হয়। চৈত্রেই ইহা ফলিতে আরম্ভ করে। নরম অবস্থাতেই ফুল তোলা উচিত; সফরী কুমড়া শীঘ্রই কঠিন হইয়া যায়; তখন ফলের প্রকৃত আস্বাদ পাওয়া যায় না। গোময়ের তরলসার ও আবশ্যক মত জল দিতে পারিলে বেশ বড় ফল পাওয়া যায়। গাছের প্রথম অবস্থাতেই এক প্রকার লাল কীট দ্বারা আক্রান্ত হয়। ছাই হলুদ গুঁড়া অথবা চুণের জল প্রয়োগে কীট নিবারণ করিতে পারিলে পরে বড় একটা কীটের উপদ্রব দেখা যায় না। লম্বা

ও গোল উভয় রকমেরই ফল হয়। লম্বা ফল বিশিষ্ট গাছই অধিকতর কষ্টসহিষ্ণু ও বহুফল প্রসবী। চাষের অন্যান্য পাইট বিলাতী কুমড়ার ন্যায়।

সফরী কুমড়া।

ইহাকে সীতাফল ও বলে। পাতা বিলাতী কুমড়ার ন্যায়, কিন্তু উপরে সাদা সাদা দাগ আছে। ইহা আবার দুই প্রকারের একপ্রকার ফল বিলাত কুমড়ার ন্যায় খাঁজ কাটা, অন্য প্রকারে তাহা নাই। শেষোক্ত প্রকার দেখিতেও চেপ্টা ধরণের। উত্তর ভারতে ইহার ক্ষেতে চাষ হয়। চাষ প্রণালী বিলাতী কুমড়ার ন্যায়। পঞ্চনদে সফরী কুমড়ার আর একটী ক্ষুদ্র আকারের ফল বিশিষ্ট উপজাতি দৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ ইহা মাঝারি সালগম অপেক্ষা বড় হয় না। কিন্তু কাঁচা অবস্থায় ইহার বেশ সুস্বাদু তরকারি হয়। উক্ত দেশে এই ফলের বিশেষ আদর আছে।



সংগ্রহ।

বীজ হইতে কাগজ।

তুলার বীজ এখন আর বৃথা নষ্ট হয় না। কারণ উহা হইতে লিখিবার জন্য উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত হইতেছে।

মাদ্রাজে পল্লীর উন্নতি।

মাদ্রাজের চিঙ্গলপুট জেলাবোর্ড সেই জেলার এলাকাধীন পল্লীসমূহের উন্নতি-সাধনের জন্য এক নূতন ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন,—এই জেলা বোর্ডের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগকেই পল্লীর উন্নতি বিধান বিদায় পারদর্শী হইতে হইবে। পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্য কিসে ভাল করিতে পারা যায়,কাহারও পীড়া হইলে, ডাক্তার ডাকিবার পূর্ব্বেই কি কি করা উচিত, পঞ্চায়েৎ প্রথায় কি ভাবে গ্রামের উন্নতি সাধিত হইতে পারে, এই সব শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন বোধে জেলা-বোর্ড একটি শিক্ষালয় খুলিয়াছেন। আপাততঃ একশত পল্লী-শিক্ষককে এই শিক্ষালয়ে তিন মাস করিয়া রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। স্বাস্থ্যবিদ্যা ছাড়া, সমবায় প্রথা, কৃষি-বিদ্যা এবং প্রচার কার্য্য প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইবে। মাদ্রাজের এই একটি জেলা-বোর্ডই পল্লীর উন্নতি বিধানের জন্য এইরূপ একটা নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়া কাজে হাত দিয়াছেন।

বেতারের নূতন ব্যবহার।

অদূর ভবিষ্যতে একটী লোকের পক্ষে পৃথিবীর সকল অংশের লোকের সহিত এক সময়ে কথা বলা কিছুই দুরূহ হইবে না। ইংলণ্ডের রাজা যদি পার্লামেণ্টে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দেন, তবে সেই একই সময়ে জগতের সকল অংশে বসিয়া সকলে তাহা পরিষ্কার শুনিতে পাইবে। আরও কিছুকাল পরে তাঁহাকে চোখের সম্মুখে দেখিতে পাওয়া কিছুই আশ্চর্য্যজনক হইবে না।

বেতারের সাহায্যে বহু দূরের বস্তু দর্শন এখনও বিজ্ঞানাগারের পরীক্ষার গণ্ডি ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। তথাপি ইহার পরীক্ষার ফল এত আশাজনক হইয়াছে যে, ঘরের মধ্যে বসিয়া দেওয়ালের বিস্তৃত পর্দ্দার উপর বহু দূরের জিনিষ প্রতিফলিত হইতে দেখা, আজকাল ঘরে বসিয়া বেতারে গান বাজনা শুনার মত সহজ ও সাধারণ হইবে।

ইতিমধ্যেই বহুদূরের বক্তৃতা শুনিবার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া হইয়া ইংলণ্ডের বক্তৃতাদি শুনা গিয়াছে। নাতিদীর্ঘ শব্দতরঙ্গগুলির উপযোগী ব্যবহার করিতে সমর্থ হইয়াই বেতার বৈজ্ঞানিকেরা এই আশ্চর্য্য ফল লাভ করিয়াছেন। নাতিদীর্ঘ তরঙ্গ ধরিবার ষ্টেশনে কেবলমাত্র নাতিদীর্ঘ তরঙ্গগুলি ধরা হয় এবং অতি দীর্ঘ তরঙ্গগুলি প্রেরণ বা ধরিবার জন্য অন্যরূপ ষ্টেশন আছে।

অষ্ট্রেলিয়া বা আমেরিকা হইতে যে অতি সুদীর্ঘ তরঙ্গগুলি আসে তাহার এক একটি তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য (Wave-length) ৩৬১·৪ মিটার এ ং ইথারের মধ্য দিয়া ইহা সেকেণ্ডে ৮,৩০,০০০ বার উত্থিত ও পতিত হইয়া চলিয়া যায়। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ষ্টেশন হইতে যে সকল তরঙ্গ প্রেরিত হয় তাহার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য কেবল ২৮৫ মিটার। কোন কোন ক্ষুদ্র ষ্টেশন হইতে প্রতি সেকেণ্ডে ১০,৫২৬,০০০ গুলি করিয়া তরঙ্গ প্রেরিত হয়। এই সকল ষ্টেশনের সাহায্য লইতে পারিলে পৃথিবীর সুদূরতম যে কোন অংশে বার্ত্তা প্রেরণ করান যায়।

যিনি বক্তৃতা দিবেন তাঁহার সম্মুখে উত্তম একটি মাইক্রোফোন (Microphone) রাখিয়া দেওয়া হয়। মাইক্রোফোনে মুখোচ্চারিত শব্দগুলি ধৃত হইয়া অনুরূপ বিদ্যুৎ তরঙ্গে পরিণত হইয়া যায়। এই বিদ্যুৎ তরঙ্গগুলি টেলিফোনের লাইন দ্বারা নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ প্রেরণকারী ষ্টেশনে উপস্থিত হয়। সেখানে তরঙ্গগুলি উচ্চতর বিদ্যুৎ শক্তির সাহায্যে আকাশমণ্ডলে প্রেরিত হয়। তখন অন্যদেশস্থিত তরঙ্গ ধৃত করিবার ষ্টেশনে সেই তরঙ্গগুলি ধৃত হইয়া, তাহারই অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র Broad casting ষ্টেশনে অবিলম্বে প্রেরিত হয়। সেই ষ্টেশনগুলির অধীনে যে সকল স্থান থাকে, তাহার অধিবাসীরা তখনই ঘরে বসিয়া তাহা শুনিতে পায়। এই উপায়ে আমেরিকা ভারতবর্ষ চীন জাপান প্রভৃতি সকল স্থানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেতার ষ্টেশনগুলির সাহায্যে সেই অঞ্চলের সকলকে এই সময়ে বক্তৃতা শুনান সম্ভব হয়।

ক্যানিং কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী।

গত ৪ঠা এপ্রিল হইতে ৮ই এপ্রিল পর্য্যন্ত ২৪ পরগণার অন্তর্গত ক্যানিং টাউনে একটী কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। উক্ত প্রদর্শনীতে যে সমস্ত শিল্প দ্রব্য আসিয়াছিল তাহার অধিকাংশই মহিলা শিল্পীদের নির্ম্মিত। ঐগুলি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হইলেও মোটের উপর মন্দ হয় নাই। কৃষিজাত দ্রব্যাদির প্রদর্শনীও মন্দ হয় নাই। প্রদর্শনীর উদ্যোক্তাদিগের কার্য্য বেশ সুচারুরূপেই সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু লালগোপাল মিত্র, মিঃ কে, সি, দে প্রমুখ অনেকেই প্রদর্শনীটিকে সাফল্যমণ্ডিত করি-

বার জন্য যেরূপ চেষ্টা করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার বিষয়। আমরা আশা করি ভগবৎ কৃপায় প্রদর্শনীটি দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। "কৃষক" কার্য্যালয়ও উক্ত প্রদর্শনীতে যোগদান করিয়াছিল।

প্রথম টানা পাখা।

আজ কাল "ইলেক্‌ট্রিক ফ্যান" না হইলে চলে না, কিন্তু ইউরোপীয়েরা যখন প্রথম বাঙ্গালা দেশে আসেন তখন হাত পাখা দ্বারাই গ্রীষ্ম অপনোদন করিত। চুঁচুড়া সহরে টানা পাখার প্রথম প্রচলন হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ডাচ্ গভর্ণর সাহেব একদিন ব্যারাকের গৃহে বসিয়া আছেন; হঠাৎ বাতাসের একটা ঝাপটা আসিয়া একখানি খবরের কাগজকে কড়িকাঠে তুলিয়া দোলাইতে থাকে। এ ঘটনা দৃষ্টে তাঁহার মাথায় টানা পাখার মত একটা কিছু করিবার খেয়াল উঠে। তিনিই পরে টানা পাখার সৃষ্টি করেন।

কৃষি শিক্ষায় দান।

যোধপুরের মহারাজা হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। এই সঙ্গে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা হইবে। যোধপুরের মহারাণী সাহেবা ও জয়পুরের মহারাণী সাহেবাও এই উপলক্ষে দুই লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। এই চারি লক্ষ টাকার মধ্যে এক লক্ষ টাকায় একটী কৃষি কলেজ নির্ম্মিত হইবে, অবশিষ্ট তিন লক্ষ টাকায় কলেজের স্থায়ী ব্যয় নির্ব্বাহিত হইবে।

মাছের খাদ্য সরবরাহে অদ্ভুত উপায়।

কলোরোডোর একটী পুকুরে মাছের খাদ্য সরবরাহের জন্য এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। পুকুরের জলের কিছু উপরে বৈদ্যুতিক আলোক ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই আলোকে আকৃষ্ট হইয়া বহু মশা ও কীটপতঙ্গাদি আসিয়া জলে পড়ে এবং মাছেরা তাহাই খাইয়া পরিপুষ্ট হয়।

অদ্ভুত-গণনা।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দের কোন্ মাসের কোন্ তারিখে কি বার হইবে তাহা দিনপঞ্জী পর্য্যালোচনা না করিয়া নিম্নলিখিত উপায়ে সহজে নির্ণয় করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ ২, ৫, ৫, ১, ৩, ৬, ১, ৪, ০, ২, ৫, ০ এই বারটি সংখ্যা মনে রাখিতে হইবে। এজন্য এই সংখ্যাগুলির চারিটি লইয়া নিম্নলিখিত তিনটি রাশি গঠন করিয়া লইলে উহা সহজে আয়ত্ত হয়।

যথা :—

২৫৫১

৩৬১৪

০২৫০

এই বারটি সংখ্যা বৎসরের বার মাস জ্ঞাপক।

যেমন, ২ জানুয়ারী, ৫ ফেব্রুয়ারী, ৫ মার্চ্চ, ১ এপ্রিল ইত্যাদি। এখন যে মাসের যে তারিখের বার নির্ণয় করিতে হইবে সেই তারিখের সংখ্যা সেই মাস নির্দ্দেশক সংখ্যার সহিত যোগ করিয়া যোগফলকে ৭ দিয়া ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই সপ্তাহের বারের সংখ্যা জ্ঞাপক। রবিবার সপ্তাহের প্রথম বার।

যদি প্রশ্ন হয় যে ১৯২৯ সনের ১৫ই আগষ্ট কি বার, তাহা হইলে ১৫ ও অষ্টম সংখ্যা ৪ যোগ করিয়া ৭ দিয়া ভাগ করিলে ৫ অবশিষ্ট থাকিবে। রবিবার হইতে গণনা করিলে বৃহস্পতিবার পঞ্চম সংখ্যক বার। সুতরাং স্থির হইল যে ১৫ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার। এইরূপে ২৭শে নবেম্বর কোন বার জানিতে হইলে ২৭ ও একাদশ স্থানীয় সংখ্যা ৫ যোগ করিয়া ৭ দিয়া ভাগ করলে ৪ অবশিষ্ট থাকিবে। সুতরাং ২৭শে নবেম্বর তারিখে বুধবার হইবে।

পত্রাদি।

মাননীয় "কৃষক" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

বিনীত নিবেদন,

মহাশয়!

আমার একটী কাঁঠালগাছ আছে, গাছটী প্রথমতঃ ফল হইতে বিলম্ব হয়, ২।৩ বৎসর মুচি হইয়া শুকাইয়া যায়, কোনরূপে এক্ষণে কাঁঠাল প্রতি বৎসর ফলিতেছে উহার মধ্যে অধিকাংশ কাণা হয় ২।৪টী যাহা ভাল থাকে তাহা সুপক্ক হয় না, গাছের ছাল মোটেই নরম হয় না, গাছ হইতে নামাইয়া কোনরূপে পাকাইলে,কোন আস্বাদন পাওয়া যায় না জলের মত হয়, খোলা মোটেই পাকে না। গাছে পাকিবার জন্য রাখিয়া দিলে ভূতিটী গাছে থাকে আর বাকিটা পচিয়া পড়িয়া যায়। ২।১ দিন পূর্ব্বেও জানা যায় না যে ভিতরে পচিয়াছে কারণ উপর বেশ শক্ত থাকে, এক্ষণে মহাশয়ের নিকট জানিতে চাই কি উপায়ে কাঁঠালটী সুপক্ক হয় ও কাণা না হয়। * নিবেদন ইতি—

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ৫নং শ্রীগোপালমল্লিক লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

সৎকথা।

১। কথা মনের মধ্যে থাকিলে কোন ক্ষতি হয় না।

২। বিশ্বাস ও ধৈর্য্য সাধনার পন্থা ও মূলীভূত কারণ।

৩। আত্ম সংযম করিতে হইলে বাক্ সংযম করা আগে দরকার।

৪। দুর্জ্জনের সহিত থাকা ও খাওয়া একেবারেই অনুচিত।

৫। যাহা চিন্তা করিবে তাহার সমস্তই প্রকাশ করিও না।

* গ্রাহকবর্গের মধ্যে উহার প্রতিকার জানা থাকিলে "কৃষক" মারফত জানাইতে পারেন। কৃঃ সঃ।

বিবিধ বৈচিত্র।

বৃহৎ সংবাদ পত্র।

মেক্সিকোতে সম্প্রতি একখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হইবে। উহাই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ববৃহৎ সংবাদপত্র হইবে। এই কাগজের এক একখানি পৃষ্ঠার মাপ হইবে ৬ হাত লম্বা এবং ৪ হাত চওড়া। কাগজখানি দেশের সর্ব্বত্র দেওয়ালে ও বুলেটিনরূপে সাধারণের জন্য আটিয়া দেওয়া হইবে।

মাকড়সার জাল।

বৈজ্ঞানিকরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, আধ সের জাল রচনা করিতে প্রায় ৭০০০০০ মাকড়সার প্রয়োজন হয়। একটী মাকড়সা প্রায় ৩৪,৮০০ গজ জাল বুনিতে পারে।

অদ্ভুত পাথর।

ফ্লোরিডাতে একটী গৃহ নির্ম্মাণে এক অদ্ভুত পাথর ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার বিশেষ গুণ এই যে ইহা শব্দ তরঙ্গগুলিকে দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হইতে না দিয়া শোষণ করিয়া লয়। এই প্রস্তর একটু বেশী সচ্ছিদ্র এবং ইহার ভিতরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক গহ্বর আছে, সেইগুলি শব্দ তরঙ্গ শোষণ করিয়া লয়।

সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বাড়ী।

বোষ্টন সহরে পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বাড়ী নির্ম্মাণ হইতেছে। এই বাড়ীর স্থায়ী অধিবাসী হইবে প্রায় ২৫ হাজার লোক। দশ একার স্থানযুক্ত একটী ভাণ্ডারগৃহ দূরস্থ কোন গুদামের সহিত মাটীর তলদেশে টানেল দিয়া সংযুক্ত করা হইবে; এই টানেলের মধ্যে দিয়া বিদ্যুৎচালিত গাড়ীর দ্বারা এই ভাণ্ডারগৃহের খাদ্য সরবরাহ হইবে। এই বিরাট প্রাসাদের এই ভাণ্ডারগৃহের ঠিক উপরের তলে একটী স্থায়ী প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহা ব্যতীত ইহাতে তিনটী মুক্ত স্থানে প্রায় ২ হাজার হইতে পাঁচ হাজার মোটরকার চলিবার স্থান থাকিবে। প্রাসাদটীর নাম হইবে নিউ ইংলণ্ড বিল্ডিং।

হাস্যজনক তরু।

আরবদেশের জনৈক প্রাকৃততত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি "হাস্যজনক তরু" নামে এরূপ গাছ আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ গাছের ফল খাইলে হাসিতে হাসিতে দম আটকিয়া আসে। ঐ গাছ যে স্থানে জন্মে সেখানকার অধিবাসীরা ঐ গাছের ফল শুকাইয়া রাখে; কাহারও সঙ্গে শত্রুতা বাধিলে, কৌশলে খাওয়াইয়া দেয়। উহা অধিক মাত্রায় খাওয়াইলে মানুষের জ্ঞান লোপ পায়।

ক্ষুদ্রতম শিশু।

ইংলণ্ডে সম্প্রতি যে এক পুতুল শিশু জন্ম গ্রহণ করিয়াছে সংবাদ পত্র সকল তাহাকেই পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম শিশু বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। শিশুটীর ওজন ১৪ আউন্স মাত্র। তাহার মাতার বিবাহে যৌতুক স্বরূপ যে আংটী প্রদত্ত হইয়াছিল তাহা শিশুর বাহুবলয় করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ফাউণ্টেন পেনের নিবকে চামচরূপে এই ছেলের আহার্য্য দানে ব্যবহার করা হয়।

সমালোচনা।

রাখাল।

গোজাতির উন্নতি—বিষয়ক একমাত্র পাক্ষিক। সম্পাদক—শ্রীদ্বিজদাস ঘোষ। বার্ষিক মূল্য—৩৲ তিন টাকা মাত্র, প্রতি খণ্ড ৵০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—গ্রাম সাতবাড়িয়া, পোঃ পিলজঙ্গ, জেলা খুলনা।

গোজাতির উন্নতির জন্য উক্ত পাক্ষিকখানির কয়সংখ্যা পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম। দেশে গরুর যেরূপ অবনতি হইতেছে তাহাতে এইরূপ পত্রিকার যথেষ্ট প্রয়োজন। বাজে গল্প উপন্যাস ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ অন্যান্য মাসিক পত্রাদি অপেক্ষা এইরূপ পত্রিকার প্রচলন দেশে যত অধিক হয় ততই দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক। আমরা এই পত্রিকাটীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

তুলার হিসাব।

সার্ব্বজাতিক তূলা পরিষদ (International Federation ofcotton spinners and Manufacturers) বিগত ৩১এ জানুয়ারী তারিখে একটা রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন উহাতে বিগত ছয় মাসের তুলার বাজারের হিসাব নিকাশ করিয়াছেন। আমরা পাঠকবর্গের জ্ঞাতার্থে তাহার সারাংশ উদ্ধার করিয়া দিলাম। মার্কিণ দেশে গত ছয় মাসে ৭৬১৩০০০ বেল তুলা উৎপন্ন হইয়াছে। ৩১এ জুলাই তারিখকে অর্দ্ধ বৎসর হিসাব ধরিলে ৪৩২০০০ বেল তুলা ঐ ছয় মাসে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য সংবাদ হইতেছে এতদ্দেশীয় তুলার প্রসার। এবার ২৭১০০০ বেল ঐ তুলা (ভারতীয়) বিক্রী বাড়িয়াছে। বিগত বৎসর ৭৬টী মিলের কাজ বন্ধ থাকায় ৩৯৩১৪০১ তাঁতের কাজ বন্ধ ছিল। ইহার মধ্যে আমেরিকায় ২৭৯০৬৪৮ তাঁতের কাজ বন্ধ ছিল। জাপানে কাপড়ের কলে সপ্তাহে ১২০ ঘণ্টা কাজ হইয়াছে। লিভারপুল তুলা পরিষদ ১লা মার্চ্চ তারিখে তাঁহাদের হস্তে ১১২০১৫০ বেল আছে বলিয়া হিসাব দাখিল করিয়াছেন। নিখিল জগতে রপ্তানী তুলার হিসাব ২,১৬৬১৫০ বেল তন্মধ্যে আমেরিকান তুলা ১৪৬৩০০০ বেল; বিগত বৎসর ৩১শে আগষ্ট তারিখে সমগ্র জগতের বেল পরিমাণে ১৪১৪০০০ ছিল ও আমেরিকান ৭৯৯০০০ বেল ছিল। অর্থাৎ গ্রেট ব্রীটেন বা বিলাতে তুলার চালান বেশ বাড়িয়াছে। লিভারপুল তুলা পরিষদের মতে ষ্টক এবার বেশ বাড়তির দিকেই আছে। মাঞ্চেষ্টর তুলা সমিতির হিসাবে গত বৎসরে ২৮২২৫৪ বেল ও এ বৎসর ৪২২৮৩০ বেল তুলা ষ্টকে মজুত আছে। তাঁতিদিগকে এ বৎসর ৩৩৩৮১৪ বেল ও পূর্ব্ব বৎসর ২৮৪৮৩৯ বেল তুলা তৈয়ারী করিতে দেওয়া হইয়াছে। এ বৎসর মজুত আছে ১১১৩৬৭ বেল। পূর্ব্ব বৎসর ৭৭০২৮ বেল মাল ছিল।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

(বৈশাখ মাস)

সব্জীবাগান—মাখমসীম, বরবটি, লবিয়া প্রভৃতির বীজ এই সময় বপন করা উচিত। টেপারি কেহ কেহ ইতিপূর্ব্বেই বপন করিয়াছেন, কিন্তু টেপারির বীজ বসাইবার এখনও সময় হয় নাই। টেপারির বীজ জ্যৈষ্ঠ হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত বসান চলে। শাদা কুমড়া, লাউ, স্কোয়াস বা বিলাতী কদু, পালাঝিঙ্গা, পুঁই, ডেঙ্গো, নটে প্রভৃতি শাকের বীজ এখনও বপন করা চলে। কিন্তু বৈশাখের প্রথম সপ্তহের মধ্যে ঐ সমস্ত বপন কার্য্য শেষ করিতে পারিলে ভাল হয়। ভুট্টা, ধুন্দুল, চিচিঙ্গার বীজ বৈশাখের শেষ পর্য্যন্ত বসাইতে পারা যায়। আশু বেগুনের চারা তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে। বৈশাখ মাসে ২।১ দিন একএকটু ভারি বৃষ্টি হইলে উহাদিগকে বীজ ক্ষেত্র হইতে উঠাইয়া নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে রোপন করিতে হয়।

কৃষিক্ষেত্র—বৈশাখ মাসের শেষভাগে আশুধান, ধইঞ্চা, অরহর, পাট প্রভৃতি বীজ বপন করিতে হয়। গবাদি পশুর খাদ্যের জন্যও এই সময়ে রিয়ানা ও গিনি ঘাস প্রভৃতি ঘাসবীজ বপন করিতে হইবে। কিন্তু বলা বাহুল্য বৃষ্টি হইয়া জমিতে "যো" হইলে তবেই ঐ সমস্ত আবাদ চলিতে পারে। ভুট্টা, জোয়ার প্রভৃতি বীজ বৈশাখের প্রথমেই বপন করা উচিত, যদি উক্ত কার্য্য শেষ না হইয়া থাকে, তবে বৈশাখের শেষ পর্য্যন্ত বপন করা চলিতে পারে। কিঞ্চিৎ অধিক বারিপাত হইলেই চৈত্রের শেষ বা বৈশাখের প্রথমেই উহাদের বীজ বপন করা আবশ্যক হয়, এবং তাহা হইলে বৈশাখের শেষভাগে গাছগুলি তৈয়ারী হইয়া তাহাদের গোড়ায় মাটি দিবার উপযুক্ত হইয়া উঠে। চৈত্র মাসের মধ্যেই বীজইক্ষুর বা আখের টুকরা বসাইবার কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে, ইক্ষুক্ষেত্রে বৈশাখ মাসে মধ্যে মধ্যে আবশ্যক মত জল সেচন করিতে হইবে। দুই শ্রেণী আখের মধ্যস্থল হইতে মাটি উঠাইয়া আখের গোড়ায় দিয়া গোড়া বাঁধিয়া দিতে হইবে।

ইক্ষুক্ষেত্রে ও শসাক্ষেতে জলের আবশ্যক বোধ হইলে সেচ দিতে হইবে। চুবড়ী আলু ও ওল এই সময় বা জ্যৈষ্ঠের প্রথমেই বসাইতে পারিলে ভাল হয়। কলা, বাঁশ ও তুত গাছের গোড়ায় পাঁক মাটি দিতে হয়।

আদা, হলুদ, আটচোক যদি ইতিপূর্ব্বে বসাইয়া দেওয়া না হইয়া থাকে তবে এসব-গুলি বসাইতে আর কাল বিলম্ব করা উচিত নহে।

ফুল বাগান—বৈশাখ মাসে কৃষ্ণকলি, আমারান্থাস, দোপাটি, গ্লোব আমারান্থাস, স ফ্লাওয়ার বা রাধাপদ্ম, মাটিনিয়াণ্ডা, মেরিগোল্ড, সূর্য্যমুখী, জিনিয়া, ধুতুরা প্রভৃতি দেশী মরসুমী ফুলবীজ বপন করিতে হয়। বেলা যুইফুলের ক্ষেতে এখন জল সিঞ্চনের সুব্যবস্থা চাই। উপযুক্ত পরিমাণে জল পাইলে অপর্য্যাপ্ত ফুটিবে।

ফলের বাগান—আম লিচু কাঁঠাল প্রভৃতি গাছে আবশ্যক মত জল সেচন ও তাহাদের ফল রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়া কোন বিশেষ কাজ নাই। আনারস গাছগুলির গোড়ায় এই সময় মাটি দিয়া তাহাতে জল দিতে পারিলে শীঘ্র ফল ধরে। যত্ন পাইলে ফলগুলি বড় হয়।

মুষ্টিযোগ।

১। ঘৃতকুমারী বা গোল আলু বাটিয়া লাগাইলে আগুনে পোড়ার জ্বালা ও যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

২। আলুবোখারা ও চিনি মিশাইয়া খাইলে কোষ্ঠবদ্ধ আরোগ্য হয়।

৩। মিছরীর সরবতের সহিত ২ গোলমরিচ সেবন করিলে পেটফাঁপা আরোগ্য হয়।

৪। হরিদ্রার সহিত নিমের ছাল বাটিয়া মাখিলে গাত্রদাহ নিবারণ হয়।

৫। ভেড়ার দুধ লাগাইলে মুখের ঘা ভাল হয়।

গোলাপের ! গোলাপের !!

কলম।

যদি সুলভ মূল্য আসল জিনিষ পাইতে চান
শীঘ্রই পত্র লিখুন। সময় উত্তীর্ণ
হইতে চলিল।

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েশন লিমিটেড।
১১৮।২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টাটকা

বীজ ! বীজ ! বীজ !!!

সকল রকম দেশী ও বিলাতি সব্জী ও ফুলের বীজ আমদানী হইয়াছে।
সত্বর হউন ! সত্বর হউন !!
[illegible] হইবার সম্ভাবনা।
ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড।
১১৮।২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলম চারা কলম।

বিলম্ব করিবেন না।
প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা একেবারেই নাই।
আসুন ! আসুন !! আসুন !!!
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড।
১১৮।২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



কবিরাজ—নগেন্দ্র নাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ।
১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড
কলিকাতা।